গ্রন্থাবলী সিরিজ

দামোদর গ্রন্থাবলী

(৭ম ভাগ)

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী সিরিজ

দামোদর গ্রন্থাবলী

(৭ম ভাগ)

১। কর্ম্মক্ষেত্র, ২। কমলকুমারী, ৩। প্রতাপসিংহ, ৪। বিমলা।

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কর্ম্মক্ষেত্র

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বিজ্ঞাপন

সাধ্যমতে স্বার্থসিদ্ধির বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া যথাসম্ভব পরহিত-সাধন-ব্রত-গ্রহণ করিতে পারিলে, মানব স্বকীয় আত্মার এবং সমাজের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত করিতে পারেন, এই তত্ত্বকথা বর্ত্তমান সামান্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

বহুদিন পূর্ব্বে এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ইহার বহু সহস্র খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। নানা কারণে এত দিন এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারায় অনেকের নিকট বড়ই আমাকে কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তক সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমি নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। ইতি—

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা

অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সাল।

কর্ম্মক্ষেত্র

প্রথম খণ্ড

"যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥"

অর্থ।— হে কৌন্তেয়! যত্নবান্ বিবেকশালী পুরুষেরও মনকে বিলোড়নকারী ইন্দ্রিয় সমূহ সবলে আয়ত্তগত করে।

তাৎপর্য্য।— ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির এতই প্রবল প্রতাপ যে, বিশেষ সাবধান ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা সুকঠিন

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়, ৬০ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদুক্তি।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুরে যাইবার একটি সরল ও সুন্দর রাজপথ আছে। পথটি ছয় ক্রোশ দীর্ঘ। দুই তিন স্থান ব্যতীত পথের অব্যবহিত পার্শ্বে কোথাও লোকালয় নাই। সততই এই পথে গরুর গাড়ী ও মানুষ যাতায়াত করে। কিন্তু দিনমানে যত লোক ও গাড়ী দেখা যায়, রাত্রিতে তত দেখা যায় না. পূর্ব্বে এই পথের কোন কোন স্থানে লগুড়ধারী মহাশয়েরা লুক্কায়িত থাকিতেন এবং অসাবধান ও সঙ্গিহীন পথিকের মাথা ফাটাইয়া জীবনযাপন করিতেন। ইংরাজরাজের বিষম দণ্ডাবধির প্রতাপে সে ভয় এখন আর বড় নাই। কিন্তু নদীর এক দিক্ ভাঙ্গিতে থাকিলে অপর দিকে চড়া পড়ে, জগতে চিরদিনই সুখ-দুঃখ পাশা-পাশি হইয়া চলে। ইংরাজরাজের প্রভাবে দস্যুভয় কতকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু এ পথের কোন কোন স্থানে বাঘের ভয় বড় বাড়িয়াছে। ইংরাজের সুশাসনে এ দেশের মনুষ্যগণ লাফাইতে লাফাইতে সভ্য হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশের পশুগণের অসভ্যতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের বর্ব্বর বন্য পশুপাল নিতান্ত মূর্খ। তাহারা রাজভক্তির ধার ধারে না, আইনের সন্ধান করে না এবং পাদরী সাহেবদের পরম পবিত্র উপদেশে কর্ণপাত করে না। ইংরাজের অনুকম্পায় এই বর্ব্বর, চিরাসভ্য এবং গণ্ডমূর্খ ভারতবর্ষবাসীরা প্রায় অর্দ্ধসভ্য হইয়া উঠিয়াছে। হে দয়াময় পরমেশ্বর! এ দেশের পশুগণের এই সুখময় অবস্থায় উপনীত হইতে আর কত বিলম্ব আছে?

আষাঢ়মাস, সুতরাং বর্ষাকাল। অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও, অন্ততঃ 'শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগের' দলীলে এ কথা অবনতমস্তকে মানিয়া লইতেই হইবে। রাত্রিকাল, প্রাগ্বর্ণিত পথের পার্শ্বে মাঝে মাঝে ছোট বড় অনেক গাছ, আর আকাশেও বিলক্ষণ মেঘের ঘটা, সুতরাং ভয়ানক অন্ধকার। যাঁহারা এ কথা স্বীকার করিতে নারাজ হইবেন, তাঁহারা জয়দেব কবির "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ" এই শ্লোকাংশ স্মরণ করিলে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিবেন না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। এইরূপ সময়ে দুই ব্যক্তি সেই পথ দিয়া শান্তিপুর অভিমুখে গমন করিতেছে। ব্যক্তিদ্বয়ের একের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। সে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, ঈষৎ স্থূল ও মধ্যমাকার। তাহার মাথায় বহুতালিযুক্ত এক ছাতা, পায়ে নয়,—হাতে এক জোড়া জীর্ণ ঠনঠনের চটী, পৃষ্ঠদেশে গামছা-বাঁধা এক বুঁচকি, কোমরে চাদর জড়ান। তাহার সঙ্গী যুবা-পুরুষ—বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর কৃশকায়, গৌরবর্ণ ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তাহারও মাথায় ছাতা, কিন্তু তালিহীন; হাতে জুতা, কিন্তু জীর্ণ চটী নয়; কোমরে চাদর জড়ান, কিন্তু গা জামায় ঢাকা।

লোক দুইটি যে এই পথ দিয়া সতত যাতায়াত করে, তাহা তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে কথা কহিতে চলিতেছে যুবক বয়োজ্যেষ্ঠকে 'শ্যাম খুড়া' বলিয়া ডাকিতেছে; সুতরাং খুড়া মহাশয়ের নাম শ্যামলাল, কি শ্যামচাঁদ, কি শ্যামাচরণ, কি এইরূপ একটা কিছু হওয়া সম্ভব। শ্যাম খুড়া সঙ্গী যুবককে 'যদু বাবাজী' বলিয়া ডাকিতেছেন; সুতরাং শ্রীমান্ বাবাজীবনের নাম এইরূপ একটা কিছু হওয়াই সম্ভব যাহাই হউক, সাহসী খুড়া-ভাইপো অপরিহার্য্য প্রয়োজনের প্রয়োজনীয় জন্যই হউক বা নির্ভয়-হেতু ভীতি বিরহিত হইয়াই হউক, এই নিতান্ত অসময়ে এই পথ দিয়া চলিতেছেন। এক্ষণে কথাবার্ত্তার কিয়দংশ শুনিতে পাইলেই তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে।

ভাইপো বলিতেছেন,—"তা যাই বল শ্যাম খুড়া, শান্তিপুরের চালানি কাজে যে এত সুবিধা হইবে, তা আগে বুঝা যায় নাই।"

শ্যাম বলিলেন,—"ব্যাবসায়, কি জান যদু বাবাজী, শরীরে আলস্য থাকিলে চলিবার যো নাই। আমরা ব্যবসার জন্য যেমন শরীর জল করিয়া লাগিয়াছি, এমন করিয়া যে কাজেই লাগা যাইবে, তাতেই বেশ দশ টাকা উপায় হইতেছে হইবে।"

যদু বলিলেন,—"তা সত্য - আমাদের খাটুনির শেষ নাই। ঝড় বল, বৃষ্টি বল, বাঘ বল, সাপ বল, আমরা কিছুতেই পিছ-পা নই। এখন যে সুবিধার আশায় আজি এই দারুণ দুর্য্যোগে আমরা বাহির হইয়াছি, মা কালীর ইচ্ছায় সেটা লাগিলে হয়।"

শ্যাম বলিলেন,—"লাগিতেই হইবে। যেরূপ সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে এখনও সে মালের কোন খরিদ্দার উপস্থিত হইয়াছে, এমন বোধ হয় না। একবার বায়না করিয়া ফেলিতে পারিলেই পাকা হইয়া যাইবে। নোটগুলা কোমরে ঠিক আছে তো? একবার হাত দিয়া দেখ।"

যদু হস্ত দ্বারা কোমরের নোটের তাড়া দেখিয়া বলিল,—"ঠিক আছে। কিন্তু কাকা, সওদাটা না কি বড়ই লাভের, তাতেই আমার ভয় হইতেছে, পাছে ফস্কাইয়া যায়।"

শ্যাম বলিলেন,—"ভয়ের তো কোন কারণ নাই, এখন আমাদের কপাল। আজ বৈকাল পর্য্যন্ত মালের কোন খরিদ্দার উপস্থিত হয় নাই, এ সংবাদ আমরা আজি জানিতে পারিয়াছি। তাহার পরেই আমরা টাকা লইয়া বাহির হইয়াছি সাপ, বাঘ, মেঘ, বৃষ্টি, ভূত, প্রেত কিছুই আমরা মনে করি নাই। ইহাতেও যদি ফস্কাইয়া যায়, তাহা হইলে আর হাত নাই। ফস্কাইবে, এমন বোধ তো হয় না। তুমি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, ব্যবসায়-কার্য্যে বড় যত্নবান। ভগবান সকল বিষয়েই তোমার সুবিধা করিয়া দিবেন

যদু বলিলেন,—"খুড়া, তোমার আশীর্ব্বাদ আমার একমাত্র ভরসা! আমার ব্যবসাই বল, সংসার-ধর্ম্মই বল, সকলই তুমি! তোমার সাহায্য আর উপদেশ না পাইলে আমি কিছুই করিতে পারি না। তোমার প্রতি যত দিন আমার ভক্তি থাকিবে, যত দিন তোমার কথা আমি মাথা পাতিয়া মানিয়া চলিব, যত দিন তোমার উপদেশ সকল ধর্ম্মের সার বলিয়া আমার মনে থাকিবে, তত দিন আমার কোন কষ্ট হইবে না, আমার কোন কাজেই ঠকা হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

শ্যাম খুড়া একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—"জল একটু চাপিয়া আসিল, অন্ধকারটাও একটু জমাট বাঁধিল বোধ হইতেছে। তা হউক, পথ অতি পরিষ্কার, ভয় কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে কোমরে হাত দিয়া নোটগুলা দেখিও বাবা। একসঙ্গে হাজার টাকার নোট না আনিলেই হইত। যা হউক, একটু সাবধান থাকিও।"

যদু বলিলেন,—"কিছু ভয় নাই খুড়া! কিছু বেশী টাকা সঙ্গে আনাই ভাল হইয়াছে। কি জানি, কি দরকার পড়ে, তখন কার কাছে গিয়া হাত পাতিবে, বল। তা ভয় কি খুড়া? পথ খুব খাসা—ভয় কিছুই নাই। আর পথ যেমনই হউক, আমরা দু' দুটা মরদ—যমকে ডরাই না। তবে কিসের ভয়?"

শ্যাম খুড়া বলিলেন,—"ভয়? রাধাকৃষ্ণ! ডাকাতই আসুন, কি ভূতই আসুন, কি বাঘই আসুন, আমরা কিছুতেই পিছাইবার পাত্র নহি।"

ঠিক সেই সময়ে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষতল হইতে নিতান্ত কোমল ও ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—"বাবা, শান্তিপুর আর কত দূর?"

যেই এই কথা শুনা, সেই অতি সাহসী খুড়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বাবা গো, পেত্নী গো, তোমরা কে কোথায় আছ, আমাকে ধর গো!"

সঙ্গে সঙ্গে অতি সাহসী ভাইপো চীৎকার করিয়া কহিলেন, "খুড়া গো, খেলে গো, ওগো পেত্নী গো।"

পুনরায় সেই বৃক্ষতল হইতে কাতরকণ্ঠে শব্দ হইল, "তোমরা যেই হও, আমাকে ফেলিয়া যাইও না। আমি তোমাদের সঙ্গ ছাড়িব না।"

তখন শ্যাম বলিলেন,—"ঐ আসছে গো, ঐ এলো গো, ঐ এসেছে গো!"

সঙ্গে সঙ্গে যদু বলিলেন, "আমাকে ধরেছে গো, প্রকাণ্ড পেত্নী গো বাবা!"

তাহার পর সেই কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে অতি দ্রুত চট্-পট্ থুপ-থপাস চপ-চপ দুড়-দুড় শব্দ হইতে লাগিল। অমিতপ্রতাপ খুল্লতাত শ্যাম এবং বীরবর ভ্রাতুষ্পুত্র যদু ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাদ্দিকে পলায়নপরায়ণ হইলেন। হাত হইতে জুতা পড়িয়া গেল, কাঁধ হইতে ছাতা খসিয়া গেল, ধড় হইতে প্রাণ পলায় পলায় হইল—কাজেই এ সকল সন্ধান তখন করে কে? এইরূপ অন্ধকারে ছুটিতে ছুটিতে একবার শ্যামের গায়ে যদু পড়িয়া গেলেন। তখন শ্যাম চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আমাকে ধরেছে রে যদু, ধরেছে। দোহাই মা গো পেত্নী, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও।"

যদু বলিল,—"ভয় কি খুড়া? আমি গো আমি।"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে শ্যাম বলিলেন,—"তুমি? তবু রক্ষা! তা ভয় কি বাবা? রাম রাম বল।"

তখন খুড়া-ভাইপো দৌড়িয়া আধক্রোশের বেশীও ছাড়াইয়া আসিয়াছেন। প্রেতিনী আর অনুসরণ করিতেছে না বুঝিয়া, তাঁহাদের উভয়েরই একটু সাহস হইল এবং তাঁহারা সুপটু চরণ-চতুষ্টয়ের বেগ একটু কমাইয়া আনিলেন। তখন শ্যাম যদুকে তিরস্কার-স্বরে বলিলেন, "ছি বাবা, তুমি ছেলেমানুষ; সংসারের কিছুই জান না; এমন ভয় করিতে আছে কি?"

যদু বলিলেন,—"ছি খুড়া, তুমি বুড়া মানুষ; সংসারের অনেক জান, এমন ভয় করিতে আছে কি?"

সুতরাং খুড়া মহাশয় নিরুত্তর হইলেন। তখন এই গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবর, কর্দ্দম-বিলেপিতকায়, নিরুদ্ধনিশ্বাস বীরদ্বয় বারংবার চারিদিকে সভয় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, সন্নিহিত সাঁকোর উপর বসিয়া বিশ্রাম করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহারা তদর্থ সাঁকোর উপর উপবিষ্ট হইয়া হাঁফাইতে লাগিলেন সেই সময়ে একটা শৃগাল পথ বাহিয়া যাইতেছিল। বীরদ্বয় সেই শৃগালের গমন-জনিত থপ্-থপ্ শব্দ শুনিয়া সমস্বরে সকাতরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আবার ঐ এয়েছে গো বাবা!"

কিন্তু উভয়েই শ্রম-কাতর, চলচ্ছক্তিহীন এবং প্রেতিনীর আক্রমণ হইতে অব্যাহতিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধে নিরতিশয় ভরসাশূন্য, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উভয়েই কাঁপিতে কাঁপিতে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং উভয়েই ভীতিজনিত অঙ্গাদির অস্থিরতা হেতু তদবস্থায় সাঁকোর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। সাঁকোর নিম্নে ভেককুল-সমাকুল একটু জল ছিল। বীরদ্বয়ের আপাদমস্তক জলসিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল—অঙ্গে কোন আঘাত লাগিল কি না, তাহা তখন স্থির হইল না! কোনরূপ অঙ্গ-সক্ষালনাদি না করিয়া তাঁহারা কিয়ৎকাল তথায় নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পর নিতান্ত অস্ফুট-স্বরে ভাইপো জিজ্ঞাসিলেন,—"খুড়া, পেত্নী কোথায়?"

খুড়া বলিলেন,—"রাম রাম বল বাবা; ও নাম আর মুখেও আনিও না। আজি বড় অযাত্রা।"

তাহার পর খুড়া ও তাঁহার উপযুক্ত ভাইপো

অপরিসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া, অতি কষ্টে পুনরায় রাস্তার উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং দুটিতে এক হইয়া সাঁকো হেলান দিয়া বসিলেন। ভয় ও পরিশ্রমে তাঁহাদের শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল; তাঁহারা অনতিকালমধ্যে নিদ্রিত হইয়া আপাততঃ সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, এই দুই ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের দোকানদার। উন্নতিশীল কৃষ্ণনগরের এক জন উন্নতিশীল বালক দেশহিতৈষী ভলনটিয়ার হওয়ার আবশ্যকতা-সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হাটে মাঠে ঘাটে তাঁহার জলন্ত উন্মাদকরী বক্তৃতা শুনিয়া কৃষ্ণনগরের ছেলে বুড়ো ভলনটিয়ার হইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে অন্যান্য অনেক দোকানদারের সহিত শ্যাম ও যদুও যে ভলনটিয়ার হইবার জন্য যথেষ্ট ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আমরা রাখি। যদি মহামতি ট্যালবয়স্ হুইলার সাহেব বা অন্য কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে এই চিরস্মরণীয় ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তজ্জন্য আমাদের নিকট আবেদন করিলে আমরা এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণাদি প্রমাণ করিয়া তাঁহাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিতে সম্মত আছি। বলা আবশ্যক, এরূপ ঘটনা উল্লিখিতরূপ ঐতিহাসিকের লেখনীমুখে পরিব্যক্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খুড়া ও ভাইপো যখন এইরূপে সাঁকো হেলান দিয়া তন্দ্রাভিভূত ছিলেন, তখনও উষা-সমাগম ঘটে নাই। কবির ভাষায় বলিতে হইলে বলা উচিত ছিল যে, সূর্য্যদেব তখনও রাঙ্গা টোপর মাথায় দিয়া আকাশের পূর্ব্ব-দরজা হইতে উঁকি দিতে আরম্ভ করেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে দুনিয়ার সকল লোক কবি নহে।

ব্যবসায়িদ্বয় ঘুমাইতে ঘুমাইতে প্রেতিনীর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন কি না এবং স্বপ্নে তাহার রূপকল্পনা করিয়া আশঙ্কিত হইতেছিলেন কি না, তাহার সংবাদ আমরা রাখিতে পারি নাই। সুতরাং এ স্থলে ভারত-ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ নিতান্ত অঙ্গহীন হইয়া থাকিতেছে। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মানবের দ্বারা এ অপূর্ণতা নিরাকৃত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত অত্যদ্ভুত গবেষণা সহকারে ভারত-ইতিহাসের যাবতীয় অভাব মিটাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কৃপা হইলে এ অঙ্গহীনতা সংশোধিত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে; কারণ, এবংবিধ অসংখ্য গুরুতর বিষয়ের অত্যাশ্চর্য্য মীমাংসা তাঁহাদের গ্রন্থাদির ছত্রে ছত্রে মণিমুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

এইরূপ সময়ে মাল-বোঝাই ও ত্রিপল-ঢাকা এক গরুর গাড়ী 'ক্যাঁ—কোঁ—চাঁ - চোঁ' শব্দে দশদিক্ নিনাদিত করিতে করিতে কৃষ্ণনগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। তাহার গাড়োয়ান নিধিরাম ঘোষ নিরতিশয় বর্ব্বর, নচেৎ এই নিশাবসানকালে নিসর্গের নিরুপম শোভা সম্ভোগ না করিয়া সে গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া ঝিমাইতেছে কেন?

প্রেতিনী-চিন্তাপরায়ণ, অধুনা তন্দ্রাগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বয়ের কর্ণে সহসা সেই গো-যানের অত্যুৎকট ধ্বনি প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদের প্রতীতি জন্মিল, এবার দল বাঁধিয়া আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া, প্রেতিনীরা ধাইয়া আসিতেছে, সুতরাং আর নিস্তার নাই। তখন ভাইপো বলিলেন,—"ঐ ধর্‌লে গো! যাই গো!"

খুড়া বলিলেন,—"ঐ ধরেছে! বাবা গো!"

তখন খুড়া-ভাইপো জড়াজড়ি করিয়াই গড়াইতে গড়াইতে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই গোলমালে নিধিরাম গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সম্মুখস্থ ব্যাপার দেখিয়া সে মনে করিল, হয় তো কোন দস্যু পথিকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে এবং তজ্জন্য উভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে। সে শ্যাম খুড়াকে দস্যু এবং যদুকে পথিক মনে করিল। হতভাগা গাড়োয়ান, জগতের পরিত্রাণ কর্ত্তা প্রভু যীশুখৃষ্টের নীতিকথা কখন আলোচনা করে নাই, দার্শনিক-প্রবর জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের 'ইউটিলিটেরিয়ানিজম' শাস্ত্র কখন অধ্যয়ন করে নাই; সুতরাং তাহার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা একটুও বিদূরিত হয় নাই। "সারভাইবাল অফ্ দি ফিটেষ্ট' এই অপূর্ব্ব 'থিয়োরিটাও' যদি তাহার জানা থাকিত, তাহা হইলে কোনরূপে তাহা এই ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করিয়া হতভাগা নিশ্চিন্ত থাকিলেও থাকিতে পারিত। মূর্খ গাড়োয়ান সম্মুখস্থ ব্যাপার সন্দর্শনে বড়ই রাগিয়া উঠিল এবং গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া সে যদি চুপ করিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক সুপণ্ডিত তাহার চরিত্রগত সাম্যভাবের সমর্থন করিতে পারিতেন। মন্দমতি নিধিরাম বিনা বাক্যে হস্তস্থিত পাঁচনির দ্বারা খুড়া মহাশয়ের উপর বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম বসাইয়া দিল এবং অত্যন্ত ক্রোধের সহিত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"দাঁড়া শালা ডাকাইত, আজ তোর হাড় এক ঠাঁইয়ে, মাস এক ঠাঁইয়ে করিয়া তবে ছাড়িব! জানিস্ না হারামজাদা, এ কোম্পানীর মুলুক?"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান মহাশয় দ্বিগুণ জোরে পুনরায় শ্যাম খুড়ার পৃষ্ঠদেশ বেশ করিয়া সাজাইয়া দিলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আমরা জ্ঞাত আছি, নিধে গাড়োয়ান মহারাণীর এলাকাভুক্ত কোন স্থানেই 'জষ্টিস অব দি পিস্' বা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নহে এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা দারোগাগিরী কর্ম্মও সে করে না; সুতরাং এরূপ অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া দণ্ডবিধির অবমাননা করা তাহার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অন্যায় কর্ম্ম সন্দেহ নাই। যে কথা শিক্ষিতমাত্রেই বুঝেন, মূর্খের এক জনও তাহা বুঝিতে পারে না, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। সে যাহাই হউক, নিধিরামের কথায় যেরূপ রাজভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কিন্তু কখনই উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। সে বাক্যের দ্বারা যেরূপ রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি তাহা দয়া করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীযুক্ত নিধিরাম গাড়োয়ান মহাশয় রায় বাহাদুর অথবা 'স, আই, ই' উপাধিতে বিভূষিত হইতেন। বস্তুতঃ এইরূপ রাজভক্ত লোকই এই রাজ-সম্মানের উপযুক্ত।

কথা হইতেছে, মা'র বড় শক্ত জিনিস। কারণ, মা'রের আগে ভুত পলায়; সুতরাং প্রেতিনী কোন্ ছার। অধুনা পেত্নীর উপর মা'র না পড়িলেও পেত্নী-পাওয়া লোকের ঘাড়ে বিলক্ষণ সোটা পড়িয়াছে। সেই সোটার চোটে হয় তো পেত্নী ছাড়িয়া গেল। যদু বাবাজী প্রহারের শব্দ ও খুড়ার আর্ত্তনাদ শুনিয়া, সভয়ে খুড়ার বাহুমধ্য হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং কয়েক পদ অন্তরে গিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। এ দিকে যাতনাক্লিষ্ট শ্যাম খুড়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়োয়ানের পা জড়াইয়া বলিলেন,—"দোহাই বাবা, আমি কখন চোরও নহি, ডাকাইতও নহি। আমার সাতপুরুষের মধ্যে চোর-ডাকাইত ছিল না। ঐ যদু সম্পর্কে আমার ভাইপো হয়। কৃষ্ণনগরে আমাদের সবাই জানে; সেখানে আমাদের দোকান আছে।"

গাড়োয়ান সবিস্ময়ে একবার যদু ও একবার শ্যামের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "হাঁ—এ কি কাণ্ড? এ যে শ্যাম খুড়ো দেখ্ছি, ও যে যদ্দা। রাম রাম রাম—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

তখন শ্যাম-খুড়া নয়নের জল মুছিয়া গাড়োয়ানের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহাকে চিনিতে পারিয়া সক্রোধে বলিলেন,—"কে ও, নিধে না কি? হারামজাদা, মেরে ফেলেছিস্ একবারে।"

অতিশয় রাগের সহিত যদু বলিলেন,—"নিধে, তুই হতভাগা কোন্ আক্কেলে খুড়োর গায়ে হাত তুলি বল তো তোর সর্ব্বনাশ ক'রে তবে ছাড়্ব জানিস।"

তখন নিধে গোয়ালা বক্ষে নিধিরাম ঘোষ বড় দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইল। সে যেরূপ ঘটনার ও যেরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঘোর দুষ্কর্ম্ম ক'রিয়াছে, তাহা সবিনয়ে বুঝাইয়া দিল এবং তজ্জন্য বড়ই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। আজিকার বাজারে চলিত কথায় বলিতে হইলে বলা আবশ্যক যে, নিধে গোয়ালা যথোপযুক্ত 'এপলজি' করিল। দুই দশটা রাগ, অভিমান, তিরস্কার ও শাসন-বাক্যের পর খুড়া-ভাইপো একযোগে তাহার ক্ষমাভিক্ষা মঞ্জুর অর্থাৎ 'এপলজি' 'একসেপ্ট' করিয়া লইলেন।

এই স্থলে তত্ত্বদর্শিগণ নিধিরামের চরিত্র সমালোচনা করিয়া কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকের পক্ষে সেগুলো বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে বিবেচনায় তৎসমস্ত এখানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। নিধিরাম ঘোর মূর্খ; সে গরুর পৃষ্ঠদেশে বিলক্ষণ লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করে; লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া

রসিকতা করে; তাহাদের ভগ্নীকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসিত গালিগালাজ করে; তাহাদের জননীকে উদ্দেশ করিয়া সুরুচিবিরুদ্ধ অভদ্রতা করে; ঘাড়ে করিয়া গাড়ীর মাল বোঝাই করে; আবার সেইরূপে গাড়ী খালাস করিয়া দেয়। ইত্যাকার কাজ সে জানে, কিন্তু 'এপলজি' করিতে তাহার কখনই জানা সম্ভব নহে। আমাদের এক জন সম্মানিত ইংরাজ বন্ধু অনেক বিবেচনার পর স্থির করিয়াছেন যে, 'এপলজি' করাটা সভ্যতার একটা অঙ্গ। এ দেশ চিরদিন যেরূপে অসভ্য, তাহাতে এখানে 'এপলজি' কখনই প্রচার [illegible] না, ইহা স্থির। ইদানীন্তন কালে বিলাত [illegible] বস্তা বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইয়া যেমন দেশীয় আপামর সাধারণের নগ্নতা নিবারণ করিতেছে, সেইরূপ বস্তা [illegible] তার আমদানী হওয়ায় নাগাইদ নিধিরাম ঘোষ 'এপলজি' করিতে শিখিয়াছে। অতএব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের জয় হউক—তাঁহাদের অধিকার বসুন্ধরাব সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হউক। এই বিচার-নিপুণ পণ্ডিত মহাশয় আরও মীমাংসা করিয়াছেন, [illegible] প্রভৃতি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ [illegible] সম্পূর্ণ আয়ত্তী [illegible] [illegible] হইয়াছেন, [illegible] এতদ্দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই। এইরূপ লোকেরাই 'ন্যাশনাল কংগ্রেসে' ডেলিগেট হওয়ার উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত নিধিরাম ঘোষ গাড়োয়ান মহাশয় বোধ হয় উক্ত মহাসভার এক মেম্বর; যদি এখনও এ সম্মানের তিনি অধিকারী না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনতিকালমধ্যে কোন না কোন উন্নতিশীল স্থান হইতে 'ডেলিগেট' হইয়া 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামক সভায় তিনি উপস্থিত হইবেন এবং জলদগম্ভীর-স্বরে বক্তৃতা করিয়া ভারত উদ্ধার সমাধা করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত নিধিরাম অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইল। তখন খুড়া ও ভাই-পো ভাগাভাগি করিয়া এবং একের অপূর্ণতা অপরে পূরণ করিয়া, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পেত্নী দেখিয়াছেন, তাহার মূলার মত দাঁত, তাহার পা উল্টা, অঙ্গে শত শত কৃমি, নাকে কথা ইত্যাদি প্রেতিনীর চিরন্তন বিবরণ তাঁহারা বিবৃত করিলেন। এ সমস্তই তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সুতরাং অবিশ্বাস করিবার যো নাই। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিধিরাম বড় ভীত হইল এবং শান্তিপুরের রাস্তায় আর কখন রাত্রে গাড়ী চালাইবে না স্থির করিল। হায়! সুসভ্য নিধিরাম কি ভয়ানক কুসংস্কারের দাস!

সমস্ত কথা শুনিয়া নিধিরাম বলিল—"হালদার খুড়ো! পথে যখন ভয় পেয়েছ, তখন আর শান্তিপুর গিয়ে কাজ নাই; চল বাড়ী যাওয়া যাব

খুড়া অধোমুখে রহিলেন। নিধিরামের পরামর্শ তিনি নিতান্ত মন্দ বলিয়া মনে করিলেন না। কিন্তু কর্ম্মানুরক্ত ও ব্যবসায়ানুরাগী ভাইপো এ পরামর্শ ভাল বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি বলিলেন, —"বড় দরকারী কাজ—ফিরিয়া যাওয়া কোন রকমেই হয় না; বিশেষ শান্তিপুর তো আসাই হয়েছে—আর ক্রোশ দুই পথ বই তো না এত দূর আসিয়া ফিরিয়া গেলে লোকে কি বলবে? ওঠ খুড়ো! দুর্গা দুর্গা ব'লে চল, এ পথটুকু শেষ ক'রে ফেলি।"

খন ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই। নিধিরাম বলিল,—"যদি যেতে হয় তবে রোদ না উঠ্‌তে উঠ্‌তে এই বেলা ধীরে ধীরে দুর্গা দুর্গা ব'লে চল্‌তে আরম্ভ কর।"

তখন খুড়া মহাশয় পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং অতি-কষ্টে পা বাড়াইতে লাগিলেন। ভাইপোও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

নিধিরাম গাড়ীতে বসিল এবং গরুর লেজ মলিয়া গাড়ী চালাইয়া দিল।

শ্যামাচরণ হালদার ও যদুনাথ হালদার দূর সম্পর্কে খুড়া ভাইপো। কৃষ্ণনগরে যদু হালদারের এক জাঁকাল দোকান আছে; তাহাতে অনেক লোক ও টাকা খাটে। পূর্ব্বে যদুর পিতা সেই দোকান চালাইতেন। তাঁহার লোকান্তরের পর যদু সেই দোকান চালাইয়া আসিতেছেন। পিতা অতি সামান্য অবস্থা হইতে ঐ দোকান উপলক্ষ করিয়া ক্রমে বেশ দশ টাকার সংস্থান করিয়াছিলেন এবং উত্তম ঘর-দ্বার করিয়া দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া-কর্ম্মও সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পুত্র পিতার সকলই বজায় রাখিয়াছেন এবং অনেক বাড়াইয়াছেন। যদু

ছেলে ভাল। তাহার বাবুগিরী নাই, অহঙ্কার নাই, আলস্য নাই, অপব্যয় নাই, বরং কৃপণতা আছে, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, পরকালের ভয় আছে, ইন্দ্রিয়দমন আছে, পরোপকার আছে। সে ময়লা কাপড় পরে, গামছা কাঁধে করিয়া বেড়ায়, মাটীতেও বইসে, মুড়ি খায়, তামাক সাজে, ইত্যাদি অনেক অপকর্ম্ম করে। সে ছোট-বড় করিয়া চুল ছাঁটিয়া সীঁতে কাটে না, গায়ে কামিজ দিয়া ফুলিয়া বেড়ায় না, চুরুট মুখে দিয়া ইংরাজী ছড়ায় না, সুরাসেবন করিয়া মাত্‌লামী করে না, ইত্যাদি বহুবিধ সুকর্ম্ম সে করিতে জানে না। এখনকার কালে যাহাকে লেখা-পড়া বলে, তাহাও সে জানে না। স্কুলে-কালেজে সে পড়ে নাই। সে খাতা লিখিতে জানে, জমা-খরচ বুঝে ও মুখে সকল প্রকার দর কষিতে জানে। তা ছাড়া যদু বেচারা আর কিছুই জানে না। এতক্ষণে আমাদের এই উপন্যাস ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই। ছিঃ! ছিঃ! এই অপদার্থটার প্রসঙ্গ লইয়া যে উপন্যাসের প্রারম্ভ, তাহা কি মার্জ্জিতরুচি ভদ্রগণের পাঠ্য হইতে পারে? যদি যদুনাথ নিতান্তপক্ষে বাঙ্গালা খবরের কাগজের এডিটারও হইত, তাহা হইলেও না হয় চক্ষু-কর্ণ বুজিয়া তাহার কথা পড়া যাইত। আরে ছি! যদু একটা দোকানদার! ভারত-উদ্ধারের কোন সাহায্যই তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। দূর করিয়া ফেলিয়া দেও—এ উপন্যাস; এই জন্যই বাঙ্গালা উপন্যাস শিক্ষিত বঙ্গবাসীরা পড়িতে চাহে না! এ দেশে গ্রন্থকারেরা পাত্রনির্ব্বাচন করিতে জানে না; কাহার কথা বলা উচিত, কাহার কথা বলা উচিত নয়, তাহা বুঝে না; অত্যদ্ভুত ঘটনাবলী সমাবেশ করিতে পারে না, এবং বিশেষ কোন শিক্ষা বা উপদেশ দিতে জানে না। সুতরাং উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ যদি বা দয়া করিয়া এই উপন্যাসের এত দূর পড়িয়া থাকেন, অতঃপর আর ইহা পাঠ করিবেন না। আমরা বলি তথাস্তু। যাঁহারা যদুনাথের নামে ভয় না পান, তাঁহারাই দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন। আর, যাঁহারা যদুনাথের ভারটি সহিতে অক্ষম, তাঁহারা এই সময়ে দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করুন; আমরা যদুনাথের প্রসঙ্গ বলিয়াছি, বলিতেছি এবং বলিব।

শ্যামাচরণ যদুর পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। পুত্রও তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন। শ্যাম যদিও যদুর দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী, তথাপি যদু তাঁহাকে আপনার খুড়ার মতই মান্য করিত এবং মুরুব্বীবোধে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। যদু এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই শ্যামের অবাধ্য হইয়া চলে নাই। শ্যামও স্বার্থত্যাগী হইয়া সকল বিষয়েই সতত যদুর শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। এই দুই নিরীহ ব্যবসাদার কোন বিশেষ লাভজনক সওদার প্রত্যাশায় টাকা-কড়ি লইয়া অদ্য এই অসময়ে শান্তিপুর চলিতেছেন, এ কথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমে উষা-সমাগম হইল। যদি আপনারা দশ জনে সরল মনে অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এই সময়ে একবার প্রভাত-বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি। কাজটা তাহাদিগেরই একচেটিয়া; আমি কবি নহি, সুতরাং এ কার্য্যের অধিকারী নহি। কিন্তু বামনের কি কখনও চাঁদ ধরিবার সাধ হয় না? পঙ্গুর কি কখনও পর্ব্বত-লঙ্ঘন করিবার বাসনা হয় না? তবে এ স্পর্দ্ধা আমারই বা না হইবে কেন? আমার ক্ষমতা না থাকিলেও অদৃষ্টক্রমে কবি হৃদয়-সাগর-সমুত্থিত কাব্যসুধা এক আধটু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি। ইদানীন্তন কালের কীর্ত্তিলোলুপ গ্রন্থকারগণের ন্যায় সেই কবিগণের ভাবাপহরণ করিয়া এবং তাঁহাদের পরিগৃহীত পন্থায় বিচরণ করিয়া ধন্য হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি ইহাতে কাহারও ক্ষতি আছে কি? যদি কোন পাঠকের এ অদ্ভুত বর্ণনা ভাল লাগে, তাহা হইলে বাহবা পাইবার দাওয়া আমার, আর যদি কাহারও মন্দ লাগে, তাহা হইলে দোষ কবি মহাশয়গণের; সঙ্কলনকর্ত্তা আমি ক্ষমার যোগ্য।

সপ্তাশ্ব-সংযোজিত সুরম্য স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশের প্রান্তপ্রদেশে প্রকটিত হইলেন তদীয় সমাগম সন্দর্শনে সরোবরে কমলিনীকুল বিলাসভরে বিকসিত হইতে লাগিল। মার্ত্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড প্রতাপে অন্ধকার পলায়ন-পরায়ণ হইয়া গিরিগুহা প্রভৃতি দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ

করিল। ময়ূখমালা-মণ্ডিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল তমোমুক্ত রম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। নিশানাথ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া নীরবে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন; নীরশোভিনী নায়িকা নলিনী নিজ পতির বিচ্ছেদে বিয়োগ-বিধুরা বালিকাবৎ মলিনা, শ্রীহীনা ও কাতরা হইতে লাগিলেন। বিহঙ্গমগণ নিজ নিজ নীড় পরিত্যাগ করিয়া নভঃপ্রদেশে উড্‌ডীয়মান হইবার জন্য প্রয়াণ করিতে লাগিল এবং সপ্তস্বর-লহরী সহকারে সমস্ত প্রদেশ প্রকম্পিত করিতে লাগিল। কুসুমকুল বিকসিত হইয়া সৌরভে সকল স্থান আমোদিত করিতে লাগিল। মধুলোলুপ মধুপকুল গুণ্ গুণ্ শব্দে প্রসূনপুঞ্জের সন্নিধানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আমরাও এই সুযোগে জবাকুসুমসঙ্কাশ সর্ব্বপাপঘ্ন সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া অদ্যকার প্রভাত-বর্ণনা পরিসমাপ্তি করিলাম।

শ্যামাচরণ ও যদুনাথ এইরূপ সময়ে ধীরে ধীরে ও নীরবে শান্তিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। সহসা পথিপার্শ্ব হইতে যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক একটি অস্ফুট-ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাঁহারা উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। প্রেতিনীর ব্যাপার আবার তাঁহাদের মনে পড়িল কি? যে দিক্ হইতে শব্দ উত্থিত হইল, তাঁহারা উভয়েই সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, পথিপার্শ্বস্থ গুল্মাদির অন্তরালে বস্ত্রাবৃত এক মনুষ্যমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা বড়ই ভীত, বড়ই কুসংস্কারাপন্ন। তথাপি তাঁহারা সেই শায়িত মূর্ত্তির সমীপদেশে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক নিতান্ত কাতরভাবে সেই জলসিক্ত ঘাসের উপর পড়িয়া আছে। অপরিচিত পুরুষদ্বয়কে সমীপস্থ দেখিয়া স্ত্রীলোকটি বড়ই সঙ্কুচিত হইল এবং সযত্নে আপনার বদন সমাচ্ছন্ন করিবার যত্ন করিতে লাগিল। শ্যামাচরণ বলিল,—"মা, ভয় নাই—আমরা তোমার সন্তান।"

রমণী কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইল। যদু বলিল, "কি জন্য তুমি এখানে পড়িয়া বাছা? রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে? এ অসময়ে এখানে কোথা হইতে আসিলে? কোথায় তুমি যাইবে?"

রমণী কোন উত্তর দিল না দেখিয়া, যদু বলিল, "আমাদের দ্বারা তোমার ভাল ছাড়া মন্দ হইবে না। এখন কি করিলে তোমার উপকার হয় বল; আমরা যেমন করিয়া পারি, তাহা করিতেছি।"

রমণী উঠিয়া বসিবার প্রযত্ন করিল। অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল। ভাব দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে বড় বেদনা বলিয়া বোধ হইল। রমণী ধীরে ধীরে আপনার অবস্থা বিবৃত করিল, যদুর যাবতীয় প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিল। যতদূর তাহার বলা সঙ্গত ও সম্ভব, তাহাই সে বলিল। তাহার কথা শুনিয়া যদু মনে করিল, স্ত্রীলোকের কি অপূর্ব্ব মধুমাখা কণ্ঠস্বর! তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া যদুর মনে হইল, এই নারী কি অলৌকিক রূপরাশি সম্পন্না! বস্তুতঃ যদুর কোন মীমাংসাই ভুল হয় নাই। সেই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর বড়ই কোমল, বড়ই মধুর এবং যদিও অধুনা কাতরতাপূর্ণ, তথাপি স্বভাবতঃ হৃদয়-দ্রবকর। আর রূপরাশি বাস্তবিকই বড়ই মুগ্ধকর। সে ধূলি-ধূসরিতকায়া, রুক্ষকেশা, নিরাভরণা, গ্রন্থিযুক্ত-মলিন-বস্ত্রাবৃতা এবং নিরতিশয় কাতরা। তথাপি সেই স্বভাবসুন্দরীর নিরুপম শোভা, সেই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া পড়িতেছে এবং যেন আপনিই হাসিতেছে। অঙ্গের মলিনতা তাহার সুগৌর বর্ণের ছটা ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। দারিদ্র্য দুঃখ তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্য প্রচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না। হৃদয়ের কাতরতা তাহার আয়ত লোচনযুগলের উজ্জ্বলতা ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না এবং লজ্জা ও বিষণ্ণতা তাহার শোভাসমূহ লুকাইতে পারিতেছে না।

যদুর কৌশলময় প্রশ্নের উত্তরে সুন্দরী স্বকীয় পরিচয় ও অভিপ্রায়াদি যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহার যে যে অংশ প্রয়োজনীয়, তৎসহ আমাদের পরিজ্ঞাত অন্যান্য জ্ঞাতব্য-বিবরণ মিশাইয়া, সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

এই সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কন্যা—নাম বিরাজমোহিনী। নিবাস, কৃষ্ণনগরের উত্তর খণ্ডে নদীর অপর পারে অতি সামান্য এক পল্লীগ্রামে। যুবতীর বয়স অনুমান বিশ বৎসর। অতি শৈশবেই বিরাজ মাতৃহীনা। পিতা ভিন্ন সুন্দরীর আশ্রয়স্থান ছিল না। কিন্তু তাঁহার পিতাও তিন মাস হইল, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। পিতা অতি দুঃখী ছিলেন। কোনরূপে কষ্টে-সৃষ্টে তিনি আপনার ও কন্যার ভরণ পোষণ চালাইতেন। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির

পর হইতে বিরাজের কষ্টের সীমা নাই। বিরাজের উদরে অন্ন নাই, পরিবার বস্ত্র নাই, অঙ্গে তৈল নাই। ভিক্ষা করিয়া কি কাহারও বাটীতে দাসী-বৃত্তি করিয়াও বিরাজের চলিবার উপায় নাই। ভগবান্ দুঃখিনীকে রূপ-যৌবন প্রদান করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। হতভাগিনী যে দুঃখ করিয়া দিন কাটাইবে, তাহার উপায় নাই। যে দিকে সে গিয়াছে, জীবিকার জন্য যে উপায় সে অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়াছে। হৃদয়হীন পুরুষ-রাক্ষসেরা তাহার সর্ব্বনাশ সাধিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়াছে। ঘৃণিত অভিসন্ধি ও কুৎসিত রসিকতার সে যেন লীলাভূমি। সাধ্বী অতি অন্তর্পণে, অতি সাবধানে অনন্ত কষ্ট সহ্য করিয়াও এত দিন আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে; জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবে, ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

কিন্তু বিরাজমোহিনী তো সধবা। তাহার হাতের লোহ ও সীমান্তের সিন্দুর-বিন্দু তাহার পতি-বিদ্যমানতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তবে বিরাজের এত কষ্ট কেন? সে অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়বিহীনা কেন? বিরাজমোহিনী স্বামিত্যক্তা—তাই এ রূপের লতিকা এরূপ মর্ম্মপীড়িতা, বিমলিনা ও হতাদৃতা। বিরাজ নিরপরাধা। তাহার স্বামী বহুদিন পূর্ব্ব হইতে এক কুলটা কামিনীর প্রেমাসক্ত। বিরাজ সেই পাষণ্ড স্বামীর উদ্দেশে চরণপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করে না—শত দুঃখে প্রপীড়িতা হইয়াও এবং আপাত মনোহর অত্যুজ্জ্বল সুখ-সমূহ আয়ত্তগত করিবার শত সহস্র উপায় উপস্থিত থাকিতেও, সে কদাপি স্বামী ভিন্ন অন্য চিন্তা করে না। কিন্তু স্বামী ভ্রমেও বিরাজকে মনে করে না, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সন্ধান লয় না এবং বিরাজ আছে কি মরিয়াছে, তাহাও জানে না। শ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াও হতভাগা এক দিনও বিরাজের সংবাদ লয় নাই।

অতি সুকৌশলে শ্যাম ও যদু জানিয়া লইল যে, বিরাজের স্বামীর নাম কালিদাস চক্রবর্ত্তী। শান্তি-পুরে তাহার আড়ত আছে এবং বিশেষ উপার্জ্জন আছে। ঘটনাক্রমে এই কালিদাস চক্রবর্ত্তী শ্যাম ও যদুর বিশেষ পরিচিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অবস্থা যে ভাল এবং সে শান্তিপুরেই বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বেশ্যা লইয়া বাস করিতেছে, তাহাও তাহারা জানে। এই সুন্দরী সেই কালিদাসের পত্নী; ইঁহার এরূপ কষ্ট দেখিয়া, তাহারা নিতান্ত দুঃখিত হইল। কালিদাসের সহিত তাহাদের কতকটা বাধ্যবাধকতা আছে; সুতরাং বিরাজ-মোহিনীর সম্বন্ধে বিশেষ সুব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়া তাহারা আশা করিল।

আমরা ব্যাঘ্রাদিকেই বড় ভয়ানক প্রাণী বলিয়া ভয় করি; কিন্তু মানুষ যে ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা কত ভয়ানক, তাহা বড় ভাবিয়া দেখি না। বাঘের সহিত আমাদের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, সুতরাং সুযোগ পাইলে তাহারা আমাদের ধরিয়া খায়। কিন্তু মানুষ অনায়াসে সামান্য লোভের জন্য ভাইকে ভিখারী করে; কিঞ্চিৎ রজত-নামক পদার্থের লোভে নিরীহ মনুষ্যের প্রাণসংহার করে, অসংখ্য প্রকার জাল-জুয়াচুরি ও মামলার ফাঁদে ফেলিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে। অবাধে ক্রুদ্ধ হইয়া কত লোককে পুড়াইয়া মারে; সামান্য ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ছল-বলে-কৌশলে কুল মজাইয়া দেয়; একটু সুখের লোভে সমাজ হাহাকার ও আর্ত্তনাদে পরিপূরিত করিয়া দেয় এবং কারণে অকারণে বসুন্ধরাকে শোকের পুরী করিয়া তুলে। এই কাতরা দুঃখিনী কামিনীর কথা একবার বিচার করিলেই তো সকল তর্ক মিটিয়া যাইবে। এক জন অতি ঘৃণিত পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখ-সম্ভোগ করিতেছে, তাহার সেই অবৈধ ব্যবহার হেতু আর এক নিরপরাধা সুন্দরী দুর্ব্বহ দুঃখভার বহন করিয়া মরণাপন্ন হইতেছে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া বল দেখি, মানব নামক শ্রেষ্ঠ জীব এবং ব্যাঘ্রাদি নিকৃষ্ট পশু, ইহার মধ্যে অপরাধী কে বেশী? বিরাজমোহিনী এই বয়সে জগতের যাহা দেখিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছে, মানুষ-পশুই সকল পশুর অপেক্ষা ভয়ানক। তাই সে দুঃখিনী মানুষ-পশুর চক্ষে না পড়িবার আশায় এবং বাঘের হাতে পড়াও ভাল মনে করিয়া দিনে পথে বাহির হয় নাই। অন্ধকারে আপনার কাল-রূপ লুকাইয়া অভাগিনী পথ চলিতেছে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে পিতার সহিত সে আর এক-বার শান্তিপুরে স্বামীর নিকট আসিয়াছিল। গুণময় স্বামী তাহার সেই বিকাশোন্মুখ অনুপম রূপরাশি,

সেই কোমল স্বভাব, সেই অতুলনীয় মধুরতা দেখিয়াও, তাঁহাকে চরণে স্থান দেন নাই; দুইটি মিষ্ট বাক্যেও তাহাকে তুষ্ট করেন নাই; তাহার পোড়া পেট কিরূপে বুজিবে, তাহারও কোন ব্যবস্থা করেন নাই। দুঃখিনী বালিকা সেই দুর্ব্যবহার-রূপ দারুণ শক্তিশেল বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছিল এবং এখনও করিয়া আসিতেছে। বয়সের পরিপক্কতার সহিত তাহার [illegible] পরিপক্কতা হইয়াছে এবং আত্মত্যাগ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু রাগে বা কষ্টে, অভিমানে বা বাসনায় তাহার মনের বিকার একদিনও হয় নাই। স্বামী তাহাকে দেখিলে বিরক্ত হন, তাহার ছায়াও তাঁহার অসহ্য লাগে, এ জন্য [illegible]। সে এক দিনও ভুলে নাই; সুতরাং তাঁহার সম্মুখে সে কখন আসিত না এবং তাঁহাকে কোন প্রকারে বিরক্ত করিত না, ইহাও তাহার নিত্য-সঙ্কল্প ছিল। [illegible] ভগবান যখন মারেন, তখন কেহই রাখিতে পারে না। নারীকে যখন লাঞ্ছনা দেন, তখন ভগবান কিছুই বিবেচনা করেন না। [illegible] অভাগিনীকে বিশেষ [illegible] করিয়া পরীক্ষা করিতে বসিয়াছেন কি না—তাহার একটু ক্ষুদ্র অভিমানও তিনি রাখিবেন কেন? বিধি নিয়ন্তা এমনই বাম হইয়াছেন যে, প্রাণ যদি বজায় রাখিতে হয়, সংসারে যদি থাকিতে হয়, তাহা হইলে সেই স্বামীর সাহায্য-গ্রহণ ব্যতীত বিরাজমোহিনীর আর উপায়ান্তর থাকে না। স্বামীর দাসীর দাসী হইয়াও যদি সে জীবিকালাভ করিতে পারে, তাহা হইলেও সে এখন চরিতার্থ হইবে। লোকে ভোজন-শেষে কুকুরকে যেমন দেয়, সেইরূপ স্বামীর ভোজনাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় অন্ন খাইয়া থাকিতে পারিলেও সে আপনাকে এখন ধন্য জ্ঞান করিবে। যদি তাহাও না জুটে? সহৃদয় স্বামী যদি ততটুকু অনুগ্রহ করিতে সম্মত না হন? ইহাও কি সম্ভব? স্বামী নিতান্ত হৃদয়হীন হইলেও পরিণীতা পদাশ্রিতা পত্নীকে এতটুকু অনুগ্রহ না করিয়া থাকিতে পারে কি? যদি দুরদৃষ্টবশতঃ বিরাজমোহিনী স্বামীর এতটুকু করুণালাভও করিতে না পারে, তাহা হইলে সে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিয়া সকল জ্বালার শেষ করিবে, স্থির করিয়াছে।

এত পথ চলা বিরাজমোহিনীর কখন অভ্যাস নাই; সুতরাং তাহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। গত রাত্রি হইতে পায়ের বেদনায় ও শরীরের অবসন্নতায় সে নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্থানেই পড়িয়া আছে। রাত্রিতে একাকিনী গাছতলায় পড়িয়া থাকিতে তাহার বড় ভয় হইয়াছিল। দুই জন পথিক কথা কহিতে কহিতে শান্তিপুরের দিকে যাইতেছিল, তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাদিগকে সজ্জন বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, তাহাদের নিকট বিরাজমোহিনী কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু দয়া করা দূরে থাকুক, বিরাজমোহিনীর দুরদৃষ্টক্রমে তাহারা ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

যদু একবার শ্যামের মুখের দিকে চাহিল, শ্যাম একবার যদুর মুখের দিকে চাহিল। এই সজীব [illegible] ব্রাহ্মণী যে প্রেতিনী নহেন, ইহা তাহারা বুঝিয়া দেখিল। গত রাত্রির প্রেতিনী-ঘটিত ব্যাপারের এতক্ষণে মীমাংসা হইয়া গেল। তখন শ্যাম হাঁপ ছাড়িয়া বলিল,—"মা! সে আমরাই। না বুঝিতে পারিয়াই রাত্রিতে আমরা আপনারাও কষ্ট পাইয়াছি, তোমাকেও কষ্ট দিয়াছি। এখন বেলা হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের শান্তিপুরে বড় দরকারী কাজ আছে। দেরী হইলে বড়ই ক্ষতি হইতে পারে। বল, এখন আমরা তোমার কি করিব?"

যদু বলিল,—"খুড়া! কাজ আমাদের বড়ই দরকারী, বিলম্বে বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা, কিন্তু যতই ক্ষতি হউক, আর যতই বিলম্বই হউক, এ ব্রাহ্মণ কন্যাকে এ অবস্থায় [illegible] কোন মতেই যাইতে পারি না।"

[illegible], আর বিদ্যা[illegible], নিতান্ত [illegible] এবং সংসর্গদোষে অসভ্য ও অশিক্ষিত যদু যে [illegible] জন্য [illegible] বিপন্ন করিয়া, শান্তিপুরের দিকে ছুটিতেছিল, তাহার কথা ভুলিয়া গেল। বিপন্না কুলকামিনীর যথাসম্ভব সাহায্য করাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। সে তখন চাদর ভিজাইয়া জল আনিল এবং বিরাজকে মুখে দিতে বলিল। পরে নানাপ্রকারে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ ও আশ্বস্ত করিয়া বলিল,—"এক্ষণে ধীরে ধীরে পায় পায় হাঁটিয়া আপনি আমাদের সঙ্গে শান্তিপুর যাইতে পারেন কি? পথ বেশী নহে।"

বিরাজমোহিনী বলিলেন,—"আমার দাঁড়াইবার

সামর্থ্য নাই, হাঁটিব কি প্রকারে? তোমাদের দরকারী কাজ আছে, তোমরা যাও। বেলা হইয়া পড়িল। তোমরা কাছে ছিলে, বড়ই সাহস ছিল। এখন মধুসূদন আবার কি বিপদে ফেলিবেন, বলিতে পারি না।"

যদু বলিল, "না না—আমরা আপনাকে এখানে এ অবস্থায় কখনই ফেলিয়া যাইব না। দেখিতেছি, আপনার শরীর যেরূপ কাতর হইয়াছে, তাহাতে এক পা চলিতেও আপনি পারিয়া উঠিবেন না। দেখি—আর কোন উপায় হয় কি না।"

এই সময়ে গো-যানের স্খলিত চক্রনির্ঘোষ শুনিয়া যদু বলিল,—"একখানি গাড়ী আসিতেছে বোধ হয়। দেখি, উহাতে আপনার যাওয়ার কোন সুবিধা হইতে পারে কি না।"

বিরাজমোহিনী বলিলেন,—"কিন্তু গাড়ীতে চড়িতে হইলে যে ভাড়া দিতে হইবে, আমার তো একটিও পয়সা নাই।"

যদু হাসিয়া বলিল,—"সে জন্য চিন্তা নাই। গাড়ীর যে ভাড়া লাগিবে, তাহা আমরা আপনার স্বামীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইব।"

বিরাজমোহিনী বলিলেন,—"আমি এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত ভিখারিণী হইয়া যাইতেছি, আমি গাড়ী করিয়া গেলে তিনি হয় তো বড়ই রাগ করিবেন।"

যদু উত্তর দিল,—"তিনি রাগ করিতে না পারেন, এমন কৌশল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া লইব।"

গাড়ী নিকটস্থ হইল। গাড়ীখানি কৃষ্ণনগরের সোয়ারী লইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ছত্রি আঁটা এবং খড় বিছান ছিল। সুতরাং যদু যাহা ভাবিতেছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহাই হইল। যদু তাহার সহিত ভাড়া চুকাইয়া ফেলিল এবং বিরাজমোহিনীকে সাবধানে সেই গাড়ীতে উঠিতে বলিল। অতি কষ্টে বিরাজ গাড়ীর মধ্যে বসিলেন।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। যদু ও শ্যাম ধীরে ধীরে গাড়ীর পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন।

মূর্খ যদুও একটা বেশ কাজ করিয়া ফেলিল। হায় মূর্খতা! অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা তুমিই শ্লাঘনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কালিদাস চক্রবর্ত্তী কদাকার পুরুষ। তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ। লোকটা একহারা, লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ এবং লাবণ্যবিহীন। তাহার দাঁত উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ, শূকরের লোমের মত গোঁজ গোঁজ গোঁফ, বিরল কেশ, শিরাযুক্ত কলেবর, রক্তবর্ণ চক্ষু প্রভৃতি অনেক লক্ষণ মিলিয়া তাঁহাকে অদ্ভুত শ্রীযুক্ত করিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় জাত্যংশেও ভাল নহেন, এজন্য অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। বিরাজমোহিনীর পিতা নিতান্ত দরিদ্র; সম্ভ্রান্ত ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতে যে ব্যয়ভূষণের প্রয়োজন হয়, তাহা তাঁহার সাধ্যাতীত; এ জন্য নিরুপায় হইয়া তিনি দুহিতারত্নকে এই সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

কালিদাসের বিদ্যাসাধ্যও কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার সময় ভাল; কারবারে তাঁহার আয় বেশ। এই স্থলে কর্ম্মাভিমানী, বিদ্যাভিমানী, ক্ষমতাভিমানী, জ্ঞানাভিমানী মহাশয়েরা ক্রোধভরে হয় তো আমাকে গলা টিপিয়া মারিতে আসিবেন। তাঁহারা বলিবেন, যাহার বুদ্ধি বিদ্যা নাই, যাহার কৃতিত্ব বা দক্ষতা নাই, এ জগতে সে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কালিদাসের কারবার যখন চলিতেছে ভাল, তখন অবশ্যই তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে সন্দেহ নাই। কথাটা শুনিতে ভাল, কিন্তু বড় কাঁচা। নব্য সভ্য ভব্য লোকের মুখেই এ কথা শোভা পায়; বুড়া পাকা-পোক্ত লোকে এরূপ কথা মুখে আনে না এবং উহাতে সায় দেয় না। একটা সোজা দৃষ্টান্ত দেখাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে ওলাউঠা হইয়া সকল লীলা-খেলার শেষ হইবে কি না, ইহা যাহারা জানে না, সেরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে যাহারা প্রতীকার করিতে পারে না এবং তাদৃশ রোগ প্রতিরোধ করিবার কোন ব্যবস্থা জানে না, তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও কৃতিত্বের অহঙ্কার বড়ই হাস্যজনক। মানুষ ছুটাছুটি করে, হাঁপাহাঁপি করে, আর অহঙ্কারে গা দুলাইতে দুলাইতে ভাবে, আমি সব করিতেছি; কিন্তু যিনি করিবার, তিনি যাহা করিতেছেন, মানুষ শত-সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার একচুল এদিক্ ওদিক্ করিতে পারিতেছে না। তথাপি ছার অভিমান তো যায় না। যাহা হউক,

আমরা বলিতেছি, মূর্খ অকর্ম্মণ্য কালিদাসের বিষয়-কর্ম্মের বেশ উন্নতি।

কালিদাস যে বাটী প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা সুশ্রী, সুদৃঢ় এবং সুবিস্তৃত। তৈজস ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী কালিদাস মন্দ করে নাই। কিন্তু কালিদাসের উপপত্নী রঙ্গিণী তৎসমস্ত নিজের বলিয়া ব্যক্ত করে। কালিদাসের নগদ টাকা-কড়ি বড় নাই; তাহার উপপত্নীর অলঙ্কার-প্রতিকার অনেক। কালিদাস তাহা নিজেরই বলিয়া মনে করে। কালিদাসের ব্যবসায়ে বিস্তর টাকা খাটিতেছে; তাঁহার আড়ত বিশেষ বিখ্যাত এবং সেজন্য তিনিও বিখ্যাত। যাহার আছে, সে যদি সমাজ-কলঙ্ক মানব-প্রেত হয়,তথাপি তাহার সম্ভ্রমের ব্যাঘাত ঘটে না। সেই জন্য কালিদাসের ন্যায় ব্যক্তিরও মান-সম্ভ্রমের অভাব ঘটে নাই। হায়! রজতচক্র! এ সংসারে তুমিই অতুলনীয়। অয়ি অঘটনঘটন-পটীয়সী মুদ্রে! তুমি যাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছ, সে মূর্খ হইলেও পণ্ডিত, অজ্ঞ হইলেও বিজ্ঞ, দারুণ দুস্ক্রিয়াসক্ত হইলেও পরম সাধু।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কালিদাস আহারাদি করিয়া সুবিস্তৃত কক্ষে খাটের উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। কাল কুচকুচে একটি হুকা, তাহাতে আমের পাতার একটি নল। কালিদাস তামাকের ধূমের সহিত পান চিবাইতে চিবাইতে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার আনন্দের অঙ্গহীন হয় নাই; কারণ, সম্মুখে তাহার সকল আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপা তরঙ্গিণী দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি বলিতেছেন। হায়! পাপীয়সীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে লেখনী কলঙ্কিত করিতে হইতেছে। যাহাকে ঘৃণার সহিত সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহার নাম কেবল লজ্জা ও নিন্দার সহিত সংবদ্ধ, যাহার পরিচয় কেবল অপরিহার্য্য কলঙ্কই সজ্যোষিত করে, যাহার চরিত্র কেবল অপরিসীম অধঃপতনের পরিচায়ক, তাহার প্রসঙ্গ লিখিতেও কষ্ট ও লজ্জা উপস্থিত হয়। কিন্তু সংসারে কিছুই অনর্থক নহে—পাপেরও সার্থকতা আছে। পাপ নহিলে পুণ্যের মহিমা পরিস্ফুট হয় না, অন্ধকার নহিলে আলোকের গৌরব হয় না, দুঃখ নহিলে সুখের মর্য্যাদা হয় না। সংসারে বিরোধী ব্যাপারসমূহ পাশাপাশি চলে এবং সঙ্ঘর্ষণ ঘটাইয়া যাহা দুর্ব্বল, যাহা নিন্দিত, যাহা ঘৃণার্হ, যাহা অনাদৃত, তাহা হয় ভাঙ্গিয়া ফেলে, না হয় তাহা আপনার লঘুতা বুঝিয়া মস্তক নত করে এবং প্রতিপক্ষের মহিমা ও গৌরব জলন্তভাবে পরিব্যক্ত করিয়া দেয়। অতএব যে ক্ষেত্রে বিরাজমোহিনী আছেন, সে ক্ষেত্রে তরঙ্গিণীর আবির্ভাব অসম্ভব বা অনার্থক নহে। সুতরাং তরঙ্গিণী যখন দেখা দিয়াছে, তখন তাহার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলে চলিবে কেন?

তরঙ্গিণীর বয়স ত্রিশ ছাড়াইয়াছে। বেশ মোটা-সোটা, শ্যামবর্ণ, বিলোল-কটাক্ষশালিনী, হাসিভরা, বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। বুদ্ধিহীন কালিদাস যে এরূপ বিলাসিনীর ক্রীড়াপুত্তলী ও ক্রীতদাস হইয়াই থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? কালিদাস জানে, তরঙ্গিণীর মত রূপসী, বুদ্ধিমতী, সাধু স্বভাবা, উদার হৃদয়া সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা নারী বসুন্ধরায় আর কখন জন্মপরিগ্রহ করে নাই। বলা বাহুল্য যে, কালিদাস তরঙ্গিণীর নিতান্ত অনুগত। তরঙ্গিণী মনে করিলে কালিদাসকে নাচাইতে পারে, হাসাইতে পারে, কাঁদাইতে পারে, কালিদাস তরঙ্গিণীর পোষা বাঁদর। তরঙ্গিণীর মতেই কালিদাসের মত। তরঙ্গিণী যাহা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করে, বেদব্যাসের অপেক্ষা সার কথা জ্ঞান করিয়া, কালিদাস সেই মতেই চলে। তরঙ্গিণী যখন হাসে, কালিদাস কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও তখন হাসিয়া থাকে। সকল বিষয়েই সৌভাগ্যবান্ কালিদাস সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির অপেক্ষা ধর্ম্মশীলা এই কামিনীর মুখাপেক্ষী হইয়া চলে।

বাস্তবিক তরঙ্গিণী লোকটা কেমন? কালিদাস রাগই করুন, আর যিনি যাহাই বলুন, আমরা তরঙ্গিণীর প্রশংসাসূচক কোন কথাই বলিতে পারিব না। আমরা যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তরঙ্গিণী যৎপরোনাস্তি মন্দ লোক। তাহার সম্বন্ধে যাহা যাহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি,তাহা বলিতেছি। কালিদাস বাটী হইতে বাহির হইয়া আড়তে গেলে হারাধন নামে এক তিলিনন্দন তরঙ্গিণীর নিকট প্রায় প্রতিদিনই আইসে এবং তিন চারি ঘণ্টা তরঙ্গিণীর সহিত একত্র থাকে। কালিদাস এ ব্যক্তির গমনাগমনের কথা জানেন। লোকে বিশ্বাস করে, হারাধন ধর্ম্মশীলা তরঙ্গিণীর প্রেমিক। কালিদাসকে তরঙ্গিণী বলিয়াছে, হারাধন তাঁহার ধর্ম্মভাই।

সুতরাং কালিদাস যত্ন করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতাও করিয়াছেন। হারাধনের যাতায়াত, আহার-ব্যবহার প্রকাশ্যরূপেই চলে। হারাধন তরঙ্গিণীর ধর্ম্মভাই এবং কালিদাসের পরম আত্মীয়। তরঙ্গিণী নানা ছল করিয়া নূতন বাসন,শয্যা, অন্যান্য দ্রব্য খরিদ করায়। কিন্তু ব্যবহারকালে কালিদাস পুরাতন সামগ্রীই ব্যবহার করেন। লোকে বলে, তরঙ্গিণী দ্রব্য-সামগ্রী সততই মাসীর বাটীতে চালান করে। চাল, ডাল, নুণ, তেল, ঘি, ময়দা কিছুই বাদ যায় না। কালিদাসের গত কার্ত্তিক মাসে বড় জ্বর হইয়াছিল। তিনি নিরন্তর বমি করিয়া ঘর ভাসাইয়া ছিলেন, এবং ক্রমশঃ উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছিলেন। তরঙ্গিণী সে সময় তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিত না। যদি বা কখন একবার মুখে কাপড় দিয়া আসিত, তখনই চলিয়া যাইত। বলিত,—'কালিদাসের কষ্ট দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়; সেই জন্যই আমি ও-ঘরে যাই না। যদি বা যাই, তবে কান্না আটকাইবার জন্য মুখে কাপড় দিয়া থাকি।' হারাধন সে সময়ে তরঙ্গিণীর সহিত আত্মীয়তা করিতেন। তরঙ্গিণী বলিত,—'এমন বিপদের সময় সাহায্য করে, এমন এক জন আপনার লোক কাছে না থাকিলে চলে কি?' কালিদাস বেলা বারোটার সময় স্নানাহার করেন। তরঙ্গিণী বেলা নয়টার মধ্যে স্নান শেষ করিয়া একপেট রসগোল্লা খাইয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু কালিদাসকে বলে, 'স্নানের পর জল না খাইলে পিত্তি পড়ে বটে, কিন্তু কেমন পোড়া মন, তুমি বাড়ী আসিয়া স্নান আহার না করিলে, দুইটা চাউল মুখে দিয়া জল খাইতেও আমার ইচ্ছা হয় না!' তরঙ্গিণী পাঁচ ভরির গহনা করিয়া এগার ভরির দাম আদায় করিত, যোড়ায় যোড়ায় নূতন কাপড় কিনাইয়া দোকানে বিক্রয় করিত, ইত্যাদি নানা তুচ্ছ বিষয়ে বাজে লোকে তরঙ্গিণীর নানাপ্রকার কুৎসা গাহিত। ইহাতেই তরঙ্গিণীর যতদূর যিনি বুঝিতে ইচ্ছা করেন, বুঝুন—আমরা কিন্তু আর কোন কথা বলিব না, কারণ, তরঙ্গিণী বড় মুখরা—ঝগড়ায় তাহাকে কেহ আঁটিতে পারে না।

কালিদাসের এই বিলাস-মন্দিরে, তরঙ্গিণীর এই লীলাস্থলে আজি চারিদিন হইল, বিরাজমোহিনী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যদু ও শ্যাম তাহাকে সঙ্গে আনিয়া এখানে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, এবং কালিদাস অনেক বিবেচনার পর অর্থাৎ তরঙ্গিণীর অনুমতি পাওয়ার পর, তাহাকে বাটীতে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদু ও শ্যাম ভাবিয়াছে, তাহাদেরই আগ্রহে চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্ত্রীকে ঘরে লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের প্রসন্নতার পরিসীমা নাই। চক্রবর্ত্তী কালীদাস বিবেচনা করিয়াছেন, কাজটা মন্দ হয় নাই। দশ জন লোকে এই বিষয়টার জন্য দোষে বটে, তা থাক না কেন একদিকে পড়িয়া—দুইটা ভাত দিলেই সকল গোল চুকিল। কিন্তু বিরাজমোহিনীকে চক্রবর্ত্তীর গৃহে স্থান দেওয়ার মূল কারণ তরঙ্গিণী; সে এ উপলক্ষে খুব বাহাদুরী করিয়াছে। এ কথা তাহার নিকট পড়িতেই সে বলিয়াছে,—'তা আর এতে অন্য মত করো না—কোন বাদ-বিচার করো না—তাঁকে হাত ধরে গাড়ীর ভিতর হইতে উঠাইয়া আন। ছিঃ, এও কি ভাল দেখায়?' তরঙ্গিণী সন্তুষ্টমনে সম্মতি দিল—কালিদাস অবাক্ হইলেন। কিন্তু তরঙ্গিণী যখন আজ্ঞা দিয়াছে, তখন তাহার অন্যথা করিতে তাঁহার সাধ্য নাই। বিরাজমোহিনীকে আনিবার জন্য কালিদাসের হাত ধরিতে হইল না। তরঙ্গিণীর দাসী গিয়া বলিল, -"এসো গো ভাল মানসের মেয়ে, বাড়ীর মধ্যে এসো।" বিরাজমোহিনী হাতে স্বর্গ পাইল। সে এত সহজে স্বামীর গৃহে স্থান পাইবে, ইহা স্বপ্নেও আশা করে নাই। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। সে স্বামীকে একবার দেখিবার অভিপ্রায়ে মুখ তুলিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না—দেখিল, তরঙ্গিণীর ঈষৎ হাস্যময় মুখ আর তাহার হিংসাব্যঞ্জক বিশাল লোচন। বিরাজ সভয়ে মস্তক নত করিল। সে উদ্দেশে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গৃহমধ্যস্থা হইল।

আজন্মদুঃখিনী বিরাজমোহিনী বড় আশা করিয়া আর একবার স্বামীর গৃহে আসিয়া যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা তাহার হাড়ে বিঁধিয়া আছে; সুতরাং এবার এত সহজে অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় সে আপনাকে অসামান্যা ভাগ্যবতী এবং বর্ত্তমান ঘটনা অপরিসীম সৌভাগ্যোদয়ের পূর্ব্বসূচনা জ্ঞান করিল। বিধাতঃ! দুঃখিনীকে অধিকতর মনঃকষ্ট দিয়া তাহার এ সাধের সৌধ বিচূর্ণিত করিও না।

এখন তরঙ্গিণী যে এত বড় উদারতা দেখাইয়া ফেলিল, ইহার কারণ কি? এত বড় মহৎ কার্য্য

কৃা লহৃদয় হইলে, করিয়া উঠিতে পারিত কি? তরঙ্গিণী বড় চতুরা; সে অনেক ভাবিয়াই এ কাজ করিয়াছে। আসল কথা এই, দশ বুড়ি দিন হইতে তাহার পাচিকা ছাড়িয়া গিয়াছে। এই কয় দিন পাক করিয়া তাঁহার ননীর অঙ্গ গলিয়া যাইতেছে। সে ভাবিল, এ মাগী তো এখন রাঁধুক, তার পর বুঝিয়া কাজ করিলেই হইবে। মাহিনা লাগিবে না —দু'টা খেতে দিলেই চলিবে। কালিদাসকে যেরূপ মোটা শিকলে সে বাঁধিয়াছে, তাহা কাটিয়া যে কালিদাস-হাঁড়িচাচা পলাইবে [illegible]হার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহার সুত্রপাত [illegible] পারিলেই সে তখনই সর্ব্বনাশ বাধাইয়া দিবে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল, ভালমানুষী দেখাইবার— কালিদাসের পায়ের বাঁধন আর একটু কসিয়া দিনিবার এমন সুযোগ ছাড়া হইবে না। সুতরাং বিরাজমোহিনী আশ্রয় পাইল। তরঙ্গিণী এ [illegible]চলে দুই পাখী মারিল।

বিরাজমোহিনী অতি সন্তোষের সহিত হাঁড়ি ধরিয়াছে; দরিদ্রের কন্যা, গৃহকর্ম্মে সে বিশেষ পটু। সে স্বচ্ছন্দে রন্ধনাদি নির্ব্বাহ করিতেছে স্বামীর গৃহে স্থান পাইয়াও স্বামীর অন্ন খাইতে পাইয়া সে চরিতার্থ হইয়াছে, সে পরমানন্দে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে, নীচের একটি ঘরে শুইয়া হৃষ্টমনে রাত্রি কাটায়, একবার যখন স্বামীর কাছে ভাতের থালা পৌঁছিয়া দিতে হয়, তখন সে স্বামীকে দেখিতে পায়। ইহাই তাহার পরম আনন্দ। এই আনন্দে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলে সকল দিকেই চলিত ভাল। কিন্তু মানুষের চিত্ত উত্তরোত্তর অধিক সুখের জন্য চিরদিন ব্যাকুল। বসিতে পাইলে শুইতে অনেকেই চায়; হাত গিলিতে গিলিতে বাহু গেলার চেষ্টা অনেকেই করে। দুঃখিনী বিরাজমোহিনীকে এইরূপ একটা ভয়ানক লোভের হাতে পড়িতে হইল। স্বামীর সহিত একটা কথা কহার লোভ সে কোন মতেই সংবরণ করিতে পারিল না। কোন্ সুযোগে কখন্ কিরূপে স্বামীর সহিত একটা কথা কহিবে, ইহারই উপায় সে চিন্তা করিতে লাগিল। তরঙ্গিণীকে যমদূতের ন্যায় ডরাইত। তরঙ্গিণী এক দিনও তাহাকে একটি দুর্ব্বাক্য বলে নাই, তাহার সহিত একটিও অপ্রিয় ব্যবহার করে নাই। তথাপি বিরাজ তাহাকে দেখিলেই আতঙ্কে জড়সড় হইত, তাহার আওয়াজ শুনিলেই ভয়ে আড়ষ্ট হইত, যে দিকে তরঙ্গিণী আছে, সে দিকে যাইতে হইলে তাহার পা কাঁপিত ও বুক দুড়দুড় করিত। তরঙ্গিণী বাঘ নয়, ভালুক নয়, অথবা বিরাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ভয়ের কারণ স্বরূপ পুরুষমানুষও নয়। তবে বিরাজ তাহাকে এত ভয় কেন করিত? ভয় ও ভক্তি, বিরক্তি ও স্নেহ, এ সকল ভাব বোধ হয় সকল সময়ে বাহ্যব্যবহারসাপেক্ষ নহে। হৃদয়ের ভাব অনেক সময়ে, এ সকল আকর্ষণ বিকর্ষণ উৎপাদনের কারণ। এই তরঙ্গিণীরূপা রায়বাঘিনী সর্ব্বদা [illegible]রাজের স্বামীর পাশে পাশে। তরঙ্গিণীর সমক্ষে কথা বলা দূরে থাক্, ভয়েই বিরাজ ঘুরিয়া পড়ে। তবে [illegible] রার মধ্যে দুঃখিনী স্বামীর সহিত কথা কহে কখন্?

আজি দৈবাৎ বিরাজের কপালক্রমে একটা কথা কহিবার সু[illegible] [illegible] আজি য[illegible] বিরাজ স্বামীর কাছে ভাত দিতে গিয়াছিল, তখন তরঙ্গিণী সেখানে ছিল না; সে ঘৃত আনিবার জন্য [illegible]-ঘরে গিয়াছি[illegible], [illegible]তরাং সুবিশ্বাসী কালিদাস [illegible]পাহারা-পরিশূন্য। [illegible] তো সুন্দর সুযোগ বটে! ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুযোগ আর ঘটিবে কি? বিরাজ ভাতের থালা রাখিয়া হাত ধুইয়া ফেলিল। [illegible]হার পা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। কি বলিবে, তা [illegible] জানে না। দুঃখিনী গলায় কাপড় দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে টিপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমাকে একটু পায়ের ধুলা দিয়া আপনি কৃতার্থ করুন।"

হতভাগা কালিদাস কোন [illegible] দিল না নির্ব্বোধ হইলেও সে বুঝিতে পারিল, তাহার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে। সেই কম্পিত কোমল স্বর তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল কি? ভগবান্ জানেন, সে একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল, অশ্রুভারাবনতনয়না সুরসুন্দরী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। সে কোন কথা বলিল না—বোধ হয়, তাহার সাহস হইল না কিন্তু সে পা বাড়াইয়া দিল। বিরাজ সযত্নে পরিধান-বস্ত্রের প্রান্তভাগে সেই চরণ মুছাইয়া লইয়া আপনার মস্তকে সেই বস্ত্রাংশ স্থাপন করিল। তখনই তরঙ্গিণী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বিরাজ সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চোরের ন্যায় অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। হায়! সে আপনার ধনে

আপনি চোর। কালিদাসও ভয়ে একটু জড়সড় হইল। চরিত্রহীনের সৎসাহস কখনই থাকে না।

এই অতি ক্ষুদ্র ঘটনাটুকুর এক চুলও তরঙ্গিণীর অপ্রত্যক্ষ ছিল না; সে জানালার ফাঁক দিয়া সমস্তই দেখিয়াছে। বিরাজমোহিনীর এই দুষ্কর্ম্মের অতি গুরুতর শাস্তি দিতে সে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছে। বিরাজ, আজন্মদুঃখিনী, কেন তুমি এ দুরাশা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলে? কেন তুমি আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিলে? ক্ষুদ্র তুমি, কেন চাঁদে হাত দিতে চাহিয়াছিলে?

তরঙ্গিণী ঘরে প্রবেশ করিলেন। যেন কিছুই জানেন না, কিছুই বোঝেন না মাঝের মাছখানি। সে সমান হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিল। কালিদাসকে এটা ওটা খাইবার জন্য সমান পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ছোট লোকের মত ছোট চালে সে একটুও চলিল না।

কালিদাস একটু সঙ্কোচের সহিত যেন চোর চোর ভাবে আহার সমাধা করিয়া, খাটের উপর বসিলেন। তরঙ্গিণী তাঁহাকে পান দিল, দাসী তামাক দিল। কালিদাস তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন,—"আজি আমাকে এখনই আড়তে যাইতে হইবে, কয়েকটা বেপারী আসিয়াছে।"

বেপারী আসাটা কত দূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আজ তিনি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, না জানি, তাহার জন্য কি তুমুল কাণ্ড বাধিবে, ভাবিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এজন্য আপাততঃ তরঙ্গিণীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল। যে অপরাধী, সে নিতান্ত জনহীন স্থানেও সুন্দর সুযোগে চৌর্য্যবৃত্তি করিয়াও, সতত মনে করে, কে বুঝি দেখিয়াছে, কে বুঝি আসিতেছে, ঐ বুঝি ধরিল। আজ কালিদাসেরও সেই অবস্থা। কালিদাস লুকাইয়া পরিণীতা সহধর্ম্মিণীকে পদধূলি দিয়া যে দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ভয়ে তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত।

তরঙ্গিণী একটু মুখ ভার করিয়া বলিল,—"তা হবে না। কা'ল তোমার মাথা ধরিয়াছিল, আজি এখনই তোমাকে কোন মতে যাইতে দিব না। আসুক না কেন হাজার বেপারী। তোমার শরীর আগে—না টাকা আগে? এত টাকার ভাবনা ভাবিবার দরকার নাই। আড়ত না চলে না চলিবে। আমাদের দুটো পেট গাছতলায় থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইলেও চলিয়া যাইবে।"

রে ক্ষুদ্র কালিদাস-পতঙ্গ, এ উজ্জ্বল সম্মোহন আকর্ষণকারী আলোকে তুই যদি না পড়িবি, তবে আর পড়িবে কে? কিন্তু আগুনে যখন পড়িতেছ, তখন পুড়িয়া মরাই তোমার অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। পুড়িয়া মরিবে জানিয়াও পতঙ্গকুল আগুনের চারিদিকে ঘুরিতে ছাড়ে না। পুড়িয়া মরার পর তবে তাহাদের বহ্নি-তৃষ্ণা নিবারিত হয়। যতক্ষণ পুড়িয়া না মরিতেছ, ততক্ষণ কালিদাস, বহ্নিলোলুপ পতঙ্গের ন্যায় তরঙ্গিণীরূপা পাবকশিখার চারিদিকে মনের সাধে ঘুরিয়া বেড়াও। কিন্তু মৃত্যু এ লোভের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার। তুমি মূর্খ কালিদাস, কত পণ্ডিত, কত সুবিজ্ঞ, সুবোধ, সুবিচারক কালিদাস-পতঙ্গও এ তৃষ্ণা সংবরণ করিতে পারে নাই; তবে তোমাকে দোষ দিই কেন? ঘুরিয়া বেড়াও কালিদাস, ঐ উজ্জ্বল আলোকের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াও —ঐ সুদর্শন পাবকের চারিদিকে ভোঁ ভোঁ করিয়া পরিভ্রমণ কর - ঐ উন্মাদকারী কৃতান্তকে পরম সুখের নিকেতন জ্ঞানে উহাতে ঝাঁপ দিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হও।

তরঙ্গিণীর কথা শুনিয়া কালিদাস বড়ই আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অমার্জ্জনীয় অপরাধের কথা তরঙ্গিণী কিছুই জানিতে পারে নাই। জানিতে পারিলে এরূপ মধুমাখা, এরূপ প্রেমপূর্ণ, এরূপ আদরময় কথা তাহার মুখ হইতে কখনই বাহির হইত না; তাহার সুর বদলাইয়া যাইত। কালিদাস হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে যে না বুঝিতে পারিয়া বাস্তবিক অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে তাহার কোন সংশয়ই নাই। যাহাতে প্রেমময়ী, আনন্দময়ী, ধর্ম্মশীলা, উদারহৃদয়া তরঙ্গিণীর অন্তরে বেদনা জন্মে, এরূপ কর্ম্ম যে মহাপাপ, তাহার আর সন্দেহ কি? বোকা কালিদাস বড়ই ভুল বুঝিয়াছে, কিন্তু এইরূপ ভুল অনেক বুদ্ধিমান্ কালিদাসও বুঝে। কালিদাস একটা বোকার মত উত্তর দিল,—"তা তোমার মন না হইলে আমি কোথায় যাইব? বেপারী কয়টাকে বিদায় করা, তা—তুমি যখন বলিবে, তখনই যাইব।"

তরঙ্গিণীর অব্যর্থ সন্ধানে দ্রুতগতি হরিণ পলাইতে পারিত না, খোঁড়া কালিদাস-সজারুর তো

কথাই নাই। তরঙ্গিণী মনে মনে অনেক হাসিল; মুখে সামান্যমাত্র হাসিয়া বলিল,—"তুমি একটু শোও —আমি তোমাকে বাতাস করি। পাছে কালিকার মত মাথা ধরে, এই ভয়ে আমি অস্থির। একটু বিশ্রাম করার পর যেখানে যাইতে হয় যাইও, আমি তখন বারণ করিব না।"

কালিদাস হুঁকা রাখিয়া শয়ন করিল। তরঙ্গিণী অল্প অল্প পাখা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে আরম্ভ করিল, "তোমার স্ত্রী বলিয়া যিনি আসিয়াছেন, উঁহার কি বিলি করিবে মনে করিতেছ?"

ঐ রে—স্ত্রীর কথা তুলে কেন? কালিদাসের বুক ধড়াস-ধড়াস্ করিতে লাগিল। বলিলেন,—"বিলি—বিলি, তুমি যা বল। তুমিই তো তাহাকে এ বাটীতে স্থান দিয়াছ।"

তরঙ্গিণী বলিল, "স্থান দিয়াছি—দেওয়াই তো উচিত। কিন্তু যা ভাবিয়াছিলাম, তা যে নয়। উঁহাকে খাওয়া-পরার খরচ দিতে তুমি বাধ্য। তা এখানে রাখিয়া দেও, কি উঁহাকে বাপের বাটীতে পাঠাইয়া সেখানেই দেও।"

সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিণী অতি মধুরভাবে কালিদাসের চক্ষুর সহিত আপনার চক্ষু মিলাইয়া দিল। মূঢ় কালিদাস সভয়ে বলিল—"তুমি কি করতে বল?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি কি বলিব? উনি তোমার স্ত্রী—হাজার হউক আমি পর আমার কি কোন কথা বলা উচিত? তুমি বুঝিয়া যাহা ভাল হয় কর?"

কালিদাস বড় বিপদে পড়িল। তরঙ্গিণীর অভিপ্রায় কি, তাহা সে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল,—"তা উঁহাকে এখানে না রাখাই যদি তোমার মত হয়, তবে ও আজই চলিয়া যাউক।"

তরঙ্গিণী তাহাই চাহে। কিন্তু সাধুতার ভাণ সহজে কেহ ছাড়ে কি? বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ, তা কি বলিতে পারি? তবে কথাটা তোমাকে বলা উচিত নয়, আবার না বলিলেও আমার পাপ আছে। উঁহার রীত-চরিত্র যেমন ভাবা গিয়াছিল, তেমন নয় দেখিতেছি।"

কালিদাস উঠিয়া বসিল। বলিল,—"কি রকম? কি রকম?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"সকল কথা তোমার জানিয়া কাজ নাই। উঁহার স্বভাব ভাল নয়। আমি কু-কুলে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় কুমতি আমার কখনই নাই। তুমিই ধ্যান, জ্ঞান সকলই। কাজেই মন্দ রীতি-প্রকৃতি দেখিলে আমার কষ্ট হয়। আমি সে রকম লোকের সঙ্গে এক দণ্ডও থাকিতে পারি না। তাই বলিতেছি—"

কালিদাস জিজ্ঞাসিল, "বল কি? এই কয় দিনেই উঁহার কুরীত ধরা পড়িয়াছে; তবে তো ও অতি ভয়ানক লোক! উঁহাকে তো কোন রকমেই বাড়ীতে রাখা যাইতে পারে না।"

তরঙ্গিণী বলিল—"না না—অত রাগ করিও না। তবে আমি নষ্ট-দুষ্ট লোকের সঙ্গে এক জায়গায় থাকিতে পারিব না, তাহারই একটা ব্যবস্থা তুমি করিয়া দাও। উনি যেমন এখানে আসিয়াছেন, এখানেই থাকুন। আমায় একটা অন্য স্থান করিয়া দাও। উঁহার খোরপোষ না দিলে লোকে তোমাকে দুষিবে। সে তো সামান্য একটা কষ্ট।"

কালিদাস বলিল—"বিলক্ষণ লোকে দুষিবে বলিয়া আমি কি কালসাপ পুষিয়া তোমার কাছে ছাড়িয়া দিব? উঁহাকে এখনই জুতা মারিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতেছি।"

পাঠকগণের স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, কিরূপ প্রমাণে তরঙ্গিণী বিরাজমোহিনীর এরূপ কলঙ্ক প্রচার করিতেছেন, তাহা কালিদাস এখনও জানে নাই—জানিবার ইচ্ছাও করে নাই। তরঙ্গিণী যখন বলিতেছে, তখন অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? বুদ্ধিমান্ কালিদাস লোকের মুখে শুনিয়াই স্ত্রীকে জুতা মারিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত। তরঙ্গিণী তাহাকে বাধা দিয়া কহিল,—ছিঃ উতলা হইয়া কোন কাজ করিতে নাই আগে শুন সব কথা, তার পর যা হয় করিও।"

কালিদাস মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তরঙ্গিণী বলিল,—"হারাধনের সঙ্গে কালাচাঁদ বলিয়া সেই যে একটা বয়াটে ছেলে মধ্যে মধ্যে এখানে আইসে, দেখিয়াছ বোধ হয়। আমি তাহার সম্মুখে বাহির হই না—সে বড় মন্দ লোক শুনিয়াছি। সে যখন আইসে, তখন হারাধনের অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়া থাকে—আমাদের বাড়ীর মধ্যে আসিতে পায় না। তোমার স্ত্রী সেই কালাচাঁদের

সহিত আজ ফুসফুস করিয়া কথা কহিতেছিলেন আমি যে পাশের ঘরে ছিলাম, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার পেটের পীলে চমকিয়া গেল। কত কথা তোমাকে আমি লজ্জার মাথা খাইয়া বলিব? কালি সন্ধ্যার পর সে আবার আসিবে, তোমার স্ত্রী দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাকে ঘরে লইবেন।"

কালিদাস বলিল—"বল কি? তবে আর উহাকে এক মুহূর্ত্তও বাড়ীতে থাকিতে দিবার দরকার নাই। এখনই উহাকে তাড়াইয়া দিয়া তবে অন্য কাজ।"

তরঙ্গিণী বলিল, " । হইবে না। আমি মেয়েমানুষ, আমার বুঝিবার ভুল হইতে পারে, তুমি পুরুষমানুষ, তুমি নিজে না দেখিয়া, বুঝিয়া কোন কাজ করিতে পারিবে না। কালি রাত্রির বাও দেখিয়া যা হয় করিতে হইবে। আমরা মেয়েমানুষ, অবুঝ, অধীর তুমি অধীর হলে চলিবে কেন?

কালিদাস নীরবে মাথা বসিয়া রহিলেন। তরঙ্গিণী তাঁহাকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চতুরা তরঙ্গিণী আট-ঘাট না বাঁধিয়া কোন কাজ করে কি? সে যাহা করিতে বসিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহে। স্পর্দ্ধিতা বিরাজমোহিনী বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে গিয়াছে, তরঙ্গিণীর লাখরাজ জমী সে কাড়িয়া লইবার পথ করিতে গিয়াছে, সুতরাং সে অমার্জ্জনীয়া মুখে তরঙ্গিণী যতই সৌজন্য প্রকাশ করুক, সে বিরাজমোহিনীর সর্ব্বনাশ সাধিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। দশ দিন পরেও যে স্বামী তাহাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবেন, বা তাহার অপরাধে সন্দেহ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন বা স্থানান্তরে রাখিয়া তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, ইহার কিছুই তরঙ্গিণী হইতে দিবে না। বিরাজের এক তিল অপরাধে (এখন অপরাধই বলিতে হইতেছে) তরঙ্গিণী অপরিমিত শাস্তি না দিয়া ছাড়িবে না, স্থির করিয়াছে।

দুঃখিনী আজন্ম-সুখবিহীনা বিরাজ—তুমি নিরন্তর নিরপরাধ। স্বর্গের দেবতারা এ কথা অবশ্যই জানিতেছেন। ধর্ম্মের পুস্তকে ইহা নিশ্চয়ই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। বৎসে! দুঃখের প্রবল পীড়নে কদাপি অবসন্ন হইও না। ইহজগতে বুক পাতিয়া দুঃখ দারিদ্র্যের আক্রমণ সহ্য করাই মহত্ত্ব; তাদৃশ সহিষ্ণুতা কখনই কোথায় নিষ্ফল হয় হৃদয়ের যে বলে,—বৎসে! এত দিন অসহনীয় ক্লেশপরম্পরায় প্রপীড়িত হইয়াও আপনার ধর্ম্ম ও সততা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ, সেই বল তোমাকে যেন এখনও পরিত্যাগ না করে। সেই বল সহায় থাকিলে জগতের যাবতীয় বিপদ্ তুমি পিপীলিকাদংশনবৎ নগণ্যবোধে অবহেলার সহিত উপেক্ষা করিতে পারিবে বড় বিকট বিপদ বদনব্যাদান করিয়া তোমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাইয়া আসিতেছে—তুমি ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা, ধর্ম্ম ও সততা সম্মুখে রাখিয়া সাহসসহকারে দাঁড়াইয়া থাক। ভয় কি মা? অনাথনাথ বিপন্নবান্ধব নারায়ণ চিরদিনই ধার্ম্মিকের সহায়। ধর্ম্মরূপ পবিত্র জ্যোতি তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিলে যমও তোমার নিকটস্থ হইবে না।

কালিদাস কিয়ৎকালমাত্র বিশ্রাম করিয়া আড়তে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হারাধন আসিয়া তাঁহার দেখা হারাধন নিতান্ত বেলেল্লা, বিকটাকার চেহারার লোক। তাহার মাথায় চেরা সীঁথি, গায়ে বেল্-লাগান কামিজ, পরিধানে কালাপেড়ে ধুতি, পায়ে বার্ণিস-করা জুতা, বুকের উপর চেন। বদনে দুর্ব্বৃত্ততা যেন মাখা! হারাধন বিষয়-কর্ম্ম কিছুই করে না, কেবল টপ্পা মারিয়া বেড়ায়; অথচ তরঙ্গিণীর ধর্ম্মভাই বলিয়া তাহার অন্নবস্ত্র বা বাবুগিরির কষ্ট নাই। রতনে রতন চেনে। এই তরঙ্গিণীর সহিত হারাধনের এত আত্মীয়তা।

হারাধনের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা হইতে থাকিল, তাহা লিখিবার অযোগ্য। সে সকল কুৎসিত আলাপ সমাপ্ত হইলে, তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি বড় দায়ে পড়িয়াছি, তোমাকে তাহার উপায় করিতে হইবে। নহিলে ক্রমে ছুঁচ ফাল হইয়া দাঁড়াইবে। তখন তুমিও যাইবে, আমিও যাইব। সকল সুখ, সকল আমোদ জন্মের মত হাতছাড়া হইবে। বাঁদর

যদি একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।"

এই বলিয়া তরঙ্গিণী একে একে সমস্ত কথা বলিল। তাহার পর সে যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছে, তাহাও বলিল। সমস্ত কথা শুনিয়া হারাধন তাহার মন্ত্রণা-বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিল এবং বলিল,—"এর জন্য চিন্তা কি? আমি কালাচাঁদকে বলিয়া সকল পরামর্শ ঠিক করিতেছি। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ হইবে, তাহার জন্য কোন ভয় নাই।"

হারাধন চলিয়া গেল। তরঙ্গিণী একটু নিশ্চিন্ত হইল। বিরাজমোহিনীর সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য জাল পাতা হইল।

পরদিন [illegible] সকালে খাবার [illegible] বলিলেন। [illegible] ফিরিয়া [illegible] আহার করিলেন। তাহার আদেশমত [illegible] বিরাজের খুব [illegible] উপরে নামিয়া [illegible] আসিল। তাহার পর নিয়মমত সন্ধ্যার পর খাওয়া শেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে শয়ন করিতে গেল। [illegible] মহাশয় আড্ডার কাজ শেষ করিয়া বাটী আসিলেন। তিনি আসিলে তরঙ্গিণী তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিল। এ কাজটা তরঙ্গিণী চিরকালই স্বয়ং সম্পন্ন করে। [illegible] বাবু আড্ডায় গিয়াছেন, এতক্ষণ না দেখিয়া তরঙ্গিণীর কষ্টের সীমা নাই। তিনি দারুণ কষ্ট ও পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরিলে, লোকে তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিবে, তাহার পর তিনি উপরে উঠিয়া আসিবেন, তখন তরঙ্গিণী তাঁহাকে দেখিয়া মনপ্রাণ শীতল করিবে। বাপ রে, এক নিমেষ সহে কি? সুতরাং বাবু দরজার শিকলি নাড়িবামাত্র তরঙ্গিণী বেগে গিয়া দরজা না খুলিয়া থাকিতে পারিল না; দরজা খুলার পর বাবু দরজার ভিতরে আসিলে, দরজা বন্ধ করিলে যেমন শব্দ হয়, তরঙ্গিণী সেইরূপ শব্দ করিল; কিন্তু বাস্তবিকই দরজা বন্ধ করিল কি? না।

তরঙ্গিণী কালিদাসের হাত ধরিয়া সোহাগের হাসি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিল। কালিদাস জিজ্ঞাসিলেন,--"কি সংবাদ?"

তরঙ্গিণী যেন কিছুই জানে না বা কিছুই মনে করিয়া বসিয়া নাই। বলিল--"কিসের?"

কালিদাস বলিলেন,—"বলি ঐ পাপটার।"

তরঙ্গিণী যেন চমকিয়া বলিল—"ও হাঁ— বলি ঐ ঠাকরুণটির কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছো? আমি বলি—কি না জানি। তা কই নাই, এখনও তো কিছু টের পাই নাই। এই জন্যই তো তাই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি মেয়েমানুষ, আমার বুঝিবার ভুল হইতে পারে। তুমি না বুঝিয়া কোন কাজ করিতে পারিবে না। এ কথা আমি আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি।"

যেন দুধের ফুল, জলের ফল! কালিদাস জিজ্ঞাসিলেন, "এখন রাত্রি কত?"

"দশটা হবে বোধ হয়। তা তুমি খাও দাও, তার পর শুয়ে [illegible]। আজ এক ঢেঁড়া কথা তুলে রেখেছি, ভাবনায় তোমার [illegible] হয়ে পড়িল। আগে খাও দাও, নহলে আমি কোন কথাই শুনব না—কোন কথার জবাব দিব না।"

কালিদাস আহার করিতে বসিলেন। তাঁহার আহারসমাপ্তির প্রায় সমসময়েই নীচেকার দরজার [illegible] শব্দ হইল। কালিদাস সোৎসাহে বলিলেন, "হরি, হর! এ বুঝি কে দরজা খুলিল।"

তরঙ্গিণী যেন কিছুই জানে না, কোন কথাই তাহার মনে নাই। সে বলিল—"দরজা তো আমি তোমার সামনেই বন্ধ করিয়া আসিলাম। দরজা আবার এত রাত্রিতে কে খুলিবে?"

কালিদাস বলিল, "কোথা হইতে [illegible] আসিল। তোমার সাধের ঐ ঠাকরুণ বুঝি দরজা খুলিয়া তাহার রসিক নাগরকে ঘরে আনিলেন।"

তরঙ্গিণী সবিস্ময়ে বলিল,—"হাঁ— তাই তো! না —এই সন্ধ্যার সময়েই কি তা পারিবে? এখনও তোমার খাওয়া হয় নাই— তুমি ঘুমাও নাই। তবে মানুষের মনের কথা বলা যায় না। যদি কিছু হয়, তা কি এখনই হইবে?"

কালিদাস বলিল,—"না, তাই বটে— আর কিছু নয়। আমি মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়াছি। তুমি থাক, আমি যাই।"

তরঙ্গিণী সতীপ্রধানা। সে বিস্মিতের ন্যায় বলিল,—"ও মা, কি ঘেন্না— না না, তোমার ভুল হয়েছে. এও কি কখন হয়? ভাল, দাঁড়াও দেখি তুমি, আমি

যাই। হাঁ, সত্য বটে, কেউ বাড়ীতে এসেছে—আমিও যেন পায়ের শব্দ পেয়েছি।"

তখন কালিদাস কাণ্ডাকাণ্ডবোধশূন্য হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং ষাঁড়ের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বেগে দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। এরূপ সময়ে অতি সাবধানে ও নিঃশব্দে আসিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করাই বুদ্ধিমানের ব্যবস্থা। কিন্তু নির্ব্বোধ কালিদাস যাহার বুদ্ধি লইয়া চলেন, সে অন্যত্র হইলে অবশ্যই কালিদাসকে এ সম্বন্ধে সাবধান করিত; কিন্তু আজি আর সে কোন কথা [illegible] নিল না। সুতরাং কালিদাস বিনা আপত্তিতে, চীৎকার ও পদশব্দে দেশ মাথায় করিতে করিতে নামিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিণী আলোক হস্তে আসিতে লাগিল। কালিদাসের চীৎকার ও পদশব্দের সহিত তরঙ্গিণীর মলের শব্দ মিশিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি [illegible] দন করিতে থাকিল। তরঙ্গিণী চক্রবর্ত্তীর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল,—"তোমাকে কখনই ওখানে যাইতে দিব না। যদিই কেহ আসিয়া থাকে, সে এখন উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত হইলে সকলই করিতে পারে।"

যাহার চরিত্রের বল নাই, তাহার হৃদয়ের বল নাই। তাদৃশ কাপুরুষেরা শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইতে প্রায়ই সাহসী হয় না। এ স্থানে কালিদাসেরও সে সাহস হইল না। সে দেখিল, বিরাজমোহিনীর ঘরের দ্বার খোলা; সুতরাং নিশ্চয়ই ঘরে লোক প্রবেশ করিয়াছে। দ্বার খুলিয়াই বিরাজ শয়ন করিয়া থাকে—কোন দিনই বন্ধ করে না। এ কথা কালিদাস জানিত না। আর দেখিল, জামা গায়ে দেওয়া, মুখ কাপড় দিয়া ঢাকা এক পুরুষ, সেই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কালিদাসের সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিল এবং সদর-দরজা পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল। কালিদাস তখন উন্মাদের ন্যায় অস্থির হইল এবং বিরাজমোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ অশ্রাব্য ও অবক্তব্য গালি দিতে লাগিল। এই সকল গোলমালে নিদ্রিতা, অপাপবিদ্ধা, বিরাজমোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, এবং না জানি বাটীতে কি বিপৎপাত হইয়াছে ভাবিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই তুমুল কাণ্ড বাধিয়াছে, সে তাহার কিছুই জানে না। কিন্তু সে কথা আর শুনিবে কে? কালিদাসের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ বিশেষরূপে ভঞ্জন হইয়াছে। তিনি বিরাজের বিরুদ্ধে ভয়ানক অপবাদ শুনিয়াছিলেন, অধুনা তদ্বিষয়ে অখণ্ডনীয় প্রমাণ তাঁহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল। তরঙ্গিণী কি মিছা কহিবার লোক? রাধাকৃষ্ণ!

বিরাজমোহিনী বাহিরে আসিবামাত্র তাহার স্বামী তাহার বক্ষে সজোরে পাদুকা-সহ পদাঘাত করিলেন।

রে মূর্খ হতভাগ্য কালিদাস! রে হৃদয়হীন ভ্রান্ত পশু! আজি এই সতী সাবিত্রীর তুই যে অবমাননা করিলি, এ পাপের জন্য নিশ্চয়ই তোর অতি ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিতে হইবে। তোর এ দারুণ দুষ্কৃত রজনীর আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিবে না; সত্য মিথ্যায় রূপান্তরিত হইবে না; কোটি কোটি তরঙ্গিণী একত্র হইলেও তোর রক্ষাসাধন করিতে পারিবে না। তুই কাচ কাঞ্চনের বিচার করিস্‌ নাই; ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আলোচনা করিস্‌ নাই; অনন্যগতি, আশ্রয়হীনা, সারল্যপ্রতিমা, ধর্ম্মস্বরূপা সহধর্ম্মিণীর নিষ্পাপ শরীরে তুই যে পাপ-পঙ্কিল পদাঘাত করিলি এবং যে অশ্রাব্য, অনালোচ্য, অচিন্তনীয় অপবাদে তাঁহাকে কলঙ্ককালিমালিপ্ত করিলি, তোর এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বিশ্বনিয়ন্তা ন্যায়-পুরুষের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে। তোর ঐ পদাঘাত ধর্ম্মের বক্ষেই পড়িয়াছে। রে মূঢ়! তোর আর নিস্তার নাই। তোর তরঙ্গিণীর চটুল চাটুবাক্যে তুই সকলই ভুলিবি, তাহার বিলোল কটাক্ষে তোর সকল অবসাদ বিলীন হইবে কিন্তু রে হতভাগ্য কাপুরুষ! ধর্ম্মরূপী ভগবান্‌ এই অপরাধের এক বর্ণও ভুলিবেন না। সেখানকার জমাখরচের ঠিকে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই ধর্ম্মময় যথাসময়ে ন্যায়দণ্ড হস্তে লইয়া তোর দণ্ডবিধানার্থ উপস্থিত হইবেন এবং তোর সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, তখন তোর দশা কি হইবে? মূঢ়, ভ্রান্ত, দুর্ভাগ্য কালিদাস! এখনও উপদেশ শুনিয়া কাজ কর্‌। ঐ সাধ্বীর—ঐ ধর্ম্মময়ী সুন্দরীর হাত ধরিয়া সাদরে তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন কর। হতভাগ্য! এখনও সময় আছে, এমন সুযোগ আর পাইবি কি?

বিরাজ দারুণ আঘাতে পড়িয়া গেল, কিন্তু কাঁদিল না বা চীৎকার করিল না। তখনই উঠিয়া দুঃখিনী ক্রুদ্ধ স্বামীর সম্মুখ হইতে সরিবার অভিপ্রায়ে প্রকোষ্ঠমধ্যে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু

তখনই কালিদাস বলিল,—"আমার বুকের উপর বসিয়া তোর এই কাজ রে অভাগী? বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

এই বলিয়া লাথি, কিল ও ধাক্কা মারিতে মারিতে সেই নিষ্পাপ সুন্দরীকে বাটীর দরজা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আনিল। [illegible]হার যৎ-পরোনাস্তি হইল—চোর বা দুশ্চরিত্রাকে এমনই করিয়া লোকে মারে বটে, কিন্তু বিরাজ কাঁদিল না, বা একটি কথাও বলিল না।

দরজার কাছ পর্য্যন্ত আসার পর বিরাজ কবাট চাপিয়া ধরিল মারিয়া ফেলিলেও বাহিরে যাইবে না, ইহাই তাহার সঙ্কল্প। এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে কোথায় যাইবে? জগতে আর কোথাও তাহার স্থান নাই তো! কালিদাস সেই স্থানে তাহার চুলের মুঠা ধরিয়া অতিশয় বলপ্রয়োগে তাহাকে টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া আসিল। অভাগিনীর অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল নানা স্থান হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। বিরাজ পথের উপর ধূলি-শয্যায় পড়িয়া রহিল। কিন্তু বিরাজ কাঁদিল না বা একটি কথাও বলিল না। কালিদাস বড় ক্রোধের সহিত বলিল,—"তুই কোন সাহসে এখনও আমার বাড়ীতে থাকিতে চাহিস্? জানিস্ না হতভাগী, তোর নাগরের আসা-যাওয়া, তোর লীলাখেলা কিছুই আমার জানিতে বাকী নাই। তোকে যে এখনও খুন করি নাই, সেই ঢের গঙ্গায় ডুবে মরু গিয়া। ধিক্‌জীবনী, কালামুখী!"

এতক্ষণে অপরাধের ভাবটা কতক বিরাজমোহিনী অনুভব করিতে পারিল। কিন্তু সে ঝগড়া করিল না, এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল না, অনর্থক আপনার সত্যতা প্রমাণ করিবার প্রযত্ন করিল না, একটি কথাও কহিল না। কালিদাস বলিলেন,—"কালই যেন শুনিতে পাই, তুই মরিয়াছিস্, তোর পোড়ামুখ যেন আর কখনও দেখিতে না হয়।"

কালিদাস বেগে ফিরিয়া আসিল। তরঙ্গিণী বিরাজের কানে কানে বলিল,—"স্বামীর একটু পদ-ধূলির জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলি—এখন পেট ভরিয়া পায়ের ধূলা পাইয়াছিস্ তো? কুঁজো আবার চিৎ হয়ে শুতে চায়! চিনিস্ না আমাকে সর্ব্বনাশী?"

হায় হায়! পাপীয়সি! তরঙ্গিণি! ইহ-জীবনেই কর্ম্মাকর্ম্মের শেষ নহে, জীবনান্ত হইলেই সকল ফুরাইয়া যায় না, এ পরম জ্ঞান একবার ভ্রমেও তোর ন্যায় কুলটাদের মনে হয় না কি? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ঐ ধূলিধূসরিতা, রুধিরাক্তকলেবরা সতীর সর্ব্বনাশ করিতে পারিতিস্ কি? তাহা হইলে তাহার ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত অধিকার হইতে তাহাকে চিরদিন বঞ্চিত করিয়া তুই তাহা সানন্দ-চিত্তে সম্ভোগ করিতে পারিতিস্ কি? তাহা হইলে তুই অধুনা তাহার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে এরূপ কঠোর বাক্যরূপ লবণ দিতে পারিতিস্ কি? কিন্তু তরঙ্গিণি, তুমি [illegible] ভাবিতেছ, তাহা হইবে না [illegible] আলোকের পর অন্ধকার, দিবার পর রাত্রি যেমন অবশ্যম্ভাবী, সুখের পর দুঃখও তেমনই অবশ্যম্ভাবী; তোমার [illegible] সুখময়, আনন্দ-সন্তোষময় দিন সমান যাইবে [illegible]য়া তোমার মনে যে বিশ্বাস আছে [illegible]। অচ[illegible] [illegible]কৃত হইবে। তোমার এ অহঙ্কারে ছাই পড়িবে, [illegible]মার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হ[illegible] তোমার [illegible]লীলার পরিস[illegible]প্ত হইবে [illegible] যে অহঙ্কারে উন্মত্ত [illegible] এখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়াছ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছ, পরিণাম-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছ সেই অহঙ্কারেই তোমাকে ধূলায় লুটাইয়া রোদন করিতে হইবে; যে সাধ্বীকে তুমি পদবিদলিতা করিলে, তাহারই [illegible] চরণযুগল নয়ন-জলে ভিজাইতে হইবে। এক দিন পিতৃক্রোড়া-রোহণেচ্ছু দুঃখিনীনন্দন ধ্রুবকে তাহার বিমাতা অহঙ্কারস্ফীত [illegible] বড় কঠোর মর্ম্মবেদনা দিয়াছিল, বাক্যবাণে তাহার কোমল হৃদয় বড়ই বিদ্ধ করিয়াছিল [illegible] মর্ম্মপীড়িত দুঃখী শিশু অনন্যোপায় হইয়া, দুর্ব্বলের বল, বিপন্নের বান্ধব, আশ্রয়-হীনের সহায়, কাতরের বন্ধু পদ্মপলাশলোচনের শরণাগত হইয়াছিল। শ্রীহরির কৃপায় সেই ধ্রুবের গৌরবগীতি বসুন্ধরা চিরদিন গাহিতেছে, সেই নিপীড়িত শিশু এখন দেবতা। আর সেই গর্ব্বিতা বিমাতা সেই তিরস্কৃত বালকের ক্ষমা ও অনুকম্পা লাভ করিয়া উচ্চস্থানে সমাসীন। অয়ি দুর্ব্বল-হৃদয়ে পাপিনি! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণাদপি লঘু, নীচাদপি হেয় কালিদাসের অনুগ্রহে তুই স্ফীতা ও গর্ব্বিতা। কিন্তু জানিস্, ঐ মলিনা কাতরা কামিনীর সহায় কে? ক্ষুদ্র কালিদাস যাহাকে ভাবিতেও অধিকারী নহে, গর্ব্বিতা তুই যাহার নাম করিতেও অধিকারী নহিস্, সেই নরকান্তকারী

নারায়ণ ঐ নারীর সহায়। তোর মত, তোর কালিদাসের মত ক্ষুদ্র [illegible] ঐ দেবীর পদবিদলিতা [illegible] সমীপস্থ হইতে পারিলেও চরিতার্থ হইবি।

[illegible] শীঘ্র [illegible] বিরাজ কোন প্রতিবাদ করিল না। একটি কথাও সে বলিল না, এক ফোঁটা চক্ষের জল সে ফেলিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিল। তখন [illegible] হইয়া গেল।

[illegible] সত্য নহে। [illegible] স্বামী আমার [illegible] এমন কোন আজ্ঞা করেন নাই। আজ [illegible] আমার স্বামী আমাকে একটী আজ্ঞা করিয়াছেন। তিনি আমাকে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে [illegible]; তবে আর আমি কি করিব বলিয়া ভাবিতেছি কেন? সেই আজ্ঞা পালন করাই এখন আমার পরম ধর্ম।"

বিরাজমোহিনী কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাহার পর স্বামিমন্দিরের দিকে ফিরিয়া সে একবার ভূমাবলুণ্ঠিতা হইয়া স্বামীর চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

কোথা যাও, বিরাজমোহিনি, সুশীলে, এ গভীর নিশীথে একাকিনী কোথা যাও? দেখ, আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে, চন্দ্রের চারিদিকে নক্ষত্র হাসিতেছে, জ্যোৎস্নামণ্ডিত হইয়া জগৎ হাসিতেছে, কুসুমদল হাসিতে হাসিতে দুলিতেছে, তাহাদের সৌরভ হাসিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, আর তুমি সুন্দরী, যুবতী, সাধ্বী, তুমি হাসিতেছ না কেন মা? ভগবান তোমাকেই কেবল হাসিতে দেন নাই কেন মা? বৎসে! তাহা বলিয়া সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানকে তুমি নিন্দা করিও না। পরম দয়াল, অতি মহৎ অভিপ্রায়েই তোমাকে হাসিতে দেন নাই। স্থির হও বাছা, এমন দিন অবশ্যই আসিবে—যখন তোমার হাসিতেই বসুন্ধরা হাসিবে; তোমার হাসির কণিকামাত্র পাইলেই মানব ধন্য হইবে। কষ্ট ও সুখ উভয়ের বৈষম্য দেখিতে বড় ভয়ানক হইলেও বস্তুতঃ কিছুই নহে। স্থির হইয়া উভয়ের জন্যই হৃদয়কে সমান প্রস্তুত করিয়া রাখ। এ সংসারে পতি-পদাহতা, তাড়িতা, কুলটা কর্তৃক তিরস্কৃতা বিরাজমোহিনি, তুমিই অতি ধন্য। তাই বলিতেছি, কোথা যাইতেছ? শুভে—স্থির হও। এমন দিন কখনই থাকিবে না মা।

আঁচলে বাঁধা গলিত-সুখ-পাপ হইয়া ধীরে ধীরে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, বিরাজমোহিনী কত দূরই গেল। ও কিসের শব্দ? শব্দ? ও কাহার কুল-কুল ধ্বনি? বিরাজের সম্মুখে সেই কলভাষিণী, পুণ্যসলিলা, পূর্ণসলিলা জাহ্নবী। বিরাজ গুরাপিনী সেই গভীর নিশীথে, সেই ভাগীরথী-সৈকতে দাঁড়াইল। বসুন্ধরা হাস্যময়ী। আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে তরঙ্গভঙ্গে রঙ্গিণী গঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে ছুটিতেছেন, আনন্দ ও হাস্য সর্ব্বত্র, কেবল একটী দুঃখিনী অথচ পবিত্রহৃদয়া, সবলা অথচ নিপীড়িতা, সাধ্বী নিরানন্দময়ী। তাহার বদনের কোন স্থানেই হাস্যের রেখা নাই। বাহ্যজগতের হাস্য ও আনন্দে সে তখন নির্লিপ্ত; তাহার সঙ্গ বর্জিনী, শশাঙ্কশেখরশিরঃশোভিনী ঐ গঙ্গার বারিরাশি ভিন্ন আর কোন পদার্থেই তাহার দৃষ্টি নাই। জগৎ নিস্তব্ধ—মানব সুষুপ্ত, কেন দুঃখিনী আশ্রয়হীনা বিরাজমোহিনী একাকিনী এই নিশীথে গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মানা?

বিরাজমোহিনী সেই সৈকততীরে দাঁড়াইয়া একবার পতিপদ স্মরণ করিয়া ভক্তি সহকারে প্রণাম করিল। তাহার পর করযোড়ে বলিল,—"মা গঙ্গা, কোথাও এ অভাগিনীর স্থান হইল না। দয়াময়ি! তুমি এ দুঃখিনী কন্যাকে চরণে স্থান দিয়া কৃতার্থ কর মা।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, প্রফুল্লকুসুমবৎ লাবণ্যময়ী যুবতী ধীরে ধীরে সেই গঙ্গাপ্রবাহে অবতরণ করিল, এবং অচিরে

সেই প্লাবশাল সলিলরাশির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ সন্নিহিত এক বটবৃক্ষের সমীপদেশ হইতে এক সুগঠিত-কলেবর, বলিষ্ঠ পুরুষ গঙ্গা-প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কে এ দেবতা? কোথা হইতে এ অসময়ে এ স্থানে ইঁহার আবির্ভাব হইল?

এক্ষণে আমাদের উপক্রমের অংশ সমাপ্ত হইল। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবের উপক্রম আরম্ভ হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

"যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥"

অর্থ।—কিন্তু যাহারা অসূয়া পরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুসরণ না করে, [illegible] সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় জনগণকে বিনষ্ট জানিবে।

তাৎপর্য্য।—যে সকল মোহাচ্ছন্ন মনুষ্য শাস্ত্র সঙ্কেতে ভগবানের [illegible] সৎপথে বিচরণ না করিয়া অবৈধ কর্ম্মে রত হয়, তাদৃশ অসম্পাদিত কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য [illegible] বিবেচনা করিবে।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৩য় অধ্যায়। ৩২ শ্লোক। শ্রীভগবদুক্তি।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

শান্তিপুরের ক্রোশ কয়েক পশ্চিমোত্তরে রাজীব পুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। এই সামান্য পল্লীগ্রামের প্রান্ত-ভাগে এক ঘর অতি দরিদ্র তিলির বাস। এই গৃহস্থের সংসারে এক বিধবা গৃহিণী, এক বিধবা কন্যা, এক সধবা বধূ এবং দুইটি ক্ষুদ্র শিশু ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তরঙ্গিণীর হৃদয়সখা হারাধন নন্দী এই ভবনের অধিকারী। হারাধন শান্তি-পুরে দোকান করেন, ইহাই সর্ব্বত্র প্রচার এবং সেই উপলক্ষে তিনি বারো মাস শান্তিপুরেই থাকেন। ফলতঃ শান্তিপুরে তাঁহার এক দোকান আছে বটে, কিন্তু সে দোকান কদাচিৎ খোলা হয়। তিনি সেখানে যাহা করেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। তরঙ্গিণীর কৃপায় তাঁহার খাওয়া-পরা ও বাবু-গিরি চলে। কখন কখন তিনি বাটীতে যৎসামান্য খরচ পাঠাইয়া থাকেন। তাহাতে অতি কষ্টে পরি-বারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হয়। [illegible] নামেই তাঁহার দোকানে বখরা, এ[illegible] তিনি বাটী আসিতে পারেন না। যদি [illegible] কখন আসেন, তখন তাঁহার বাবুগিরি ও [illegible] গ্রামস্থ প্রতিবেশীরা অবাক্ হয় [illegible] একজন সমা-দারের [illegible]। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে [illegible] ও ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া, শাক ভাত, [illegible] খাইয়া, তৈল না মাখিয়া, [illegible] শয়ন করিয়া দিন কাটাইতে থাকেন। হারাধনকে বাটী না [illegible] তিনি বাঁচে চটিয়া যান। [illegible] হারাধনের গৃহগমনজনিত আশঙ্কাজনক [illegible] সতত ঘটে না। হারাধন প্রায়ই বাটী আসিতে পান না—তরঙ্গিণী তাঁহাকে ছাড়িয়া একটি দিনও থাকিতে পারে না।

হারাধনের পরিবারের মধ্যে বিধবা গৃহিণী,

তিনিই হারাধনের জননী। বিধবা কন্যাটি হারাধনের ভগ্নী—গিরিবালা। যিনি বধূ, তিনি হারাধনের পত্নী। শিশু দুইটি হারাধনের পুত্র-কন্যা। গিরিবালা বাল-বিধবা—অধুনা বয়স সপ্তদশ বর্ষ। গিরিবালা পরমা সুন্দরী, তাহার রূপরাশি নির্দ্দোষ ও উজ্জ্বল; এত দুঃখ-দারিদ্র্য ও মনস্তাপ সত্ত্বেও গিরিবালার রূপরাশি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। মলিন-বসনা, নিরাভরণা, ভোজ্য-বিহীনা গিরিবালা যদি সুখসেবিতা, রত্নালঙ্কারভূষিতা হইত, তাহা হইলে তাহার শোভা সংবর্দ্ধিত হইত কি অপচিত হইত, তাহা বিচার্য্য। বৃদ্ধা মাতার পরিচর্য্যা এবং অপোগণ্ড ভ্রাতৃসন্তানদ্বয়ের লালনপালনই গিরিবালার জীবনের প্রধান কার্য্য। সে দিবারাত্র প্রধানতঃ এই কার্য্য লইয়াই ব্যাপৃত থাকে; সংসারধর্ম্মের অন্যান্য কর্ম্ম হারাধনের স্ত্রী নির্ব্বাহ করেন। গিরিবালার চরিত্রগত কোন কলঙ্কের কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনা যায় নাই।

এই গ্রামের প্রান্তভাগে গ্রাম্য জমীদার মহাশয়ের বাস। জমীদার জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার আয় অনেক—বার্ষিক বিশ হাজার টাকার কম নহে। পাড়াগেঁয়ে জমীদার; সুতরাং প্রতাপ, শাসন, ধুমধাম অপরিসীম। যে জমীদার এইরূপ প্রতাপবান্ অর্থাৎ নিতান্ত অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারী, সর্ব্বত্র তাঁহার বড় সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, তাঁহার পীড়নে ব্যতিব্যস্ত লোকেরাও তাঁহার কথা উঠিলে, তাঁহার রাজকার্য্য-নিপুণতার ভূয়সী প্রশংসা করে এবং তাহাদের জমীদারের প্রবল প্রতাপে বাঘে-বকরিতে এক ঘাটে জল খায় বলিয়া গৌরবে উৎফুল্ল হয়। রাজীবপুরের জমীদার বাবুরা এইরূপ প্রবল-প্রতাপান্বিত। শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামের বর্ত্তমান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লেখাপড়ায় অদ্বিতীয়। লোকে যতটা বলে, ততটা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে ছুট-বাদ দিয়া বিচার করিলেও বাস্তবিক সুরেন্দ্রবাবুকে পণ্ডিত না বলিয়া থাকিবার যো নাই। সুরেন্দ্রবাবু ইংরাজীতে স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে পারেন, তাহার মধ্যে ব্যাকরণঘটিত বা অন্য কোন মারাত্মক ভুল প্রায়ই থাকে না। ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখিতেও তাঁহার স্বতন্ত্র কাগজ মুসাবিদা করিতে হয় না। ইংরাজী কাব্য উপন্যাসাদি সাহিত্যের কথা উঠিলে তিনি যেরূপ ভাবে মতামত ব্যক্ত করেন, তাহাতে তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতও তিনি মোটামুটি জানেন এবং অনেক শাস্ত্রাদিরও সংবাদ রাখেন। শাস্ত্রের বিচার উঠিলে, মুখে মুখে বচন বলিতে না পারিলেও, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের নাম তিনি বলিতে পারেন। বাঙ্গালা সাহিত্যও তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। বাঙ্গালা ভাষায় পাঠোপযোগী পুস্তক প্রায়ই তিনি পাঠ করিয়াছেন। এক আধ বার সখ করিয়া বাঙ্গালা মাসিক পত্রাদিতে দুই একটা প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধের ভাষা ও প্রণালী অনেকের নিকট প্রশংসিত। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ, তাহাতে সকল প্রকার ভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব এবং তাহার আলোচনা করা নিতান্ত অনাবশ্যক। যাহা হউক, সকল দিক বিচার করিয়া, বর্ত্তমান কালের হিসাবে সুরেন্দ্রবাবুকে সুশিক্ষিত ব্যক্তি বলাই সুসঙ্গত।

সুরেন্দ্রবাবুর মেজাজটা বড় সাহেবী রকম। হয় তো সুশিক্ষার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। তিনি ইংরাজী কথা কহিতেই বেশী ভালবাসেন। কোথায় যাইতে হইলে হাপ বুট, হাপ হোজ, টাউজজার, প্যাণ্টালুন, সার্ট, ওয়েস্টকোট, কোট, কলার এবং হ্যাট প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিচ্ছদে তিনি অঙ্গাবরণ করিয়া থাকেন। তামাক তিনি খান—কিন্তু দেশী হুঁকা, কলিকা, গুড়ুক তাঁহার চক্ষুঃশূল। তিনি ম্যানিলা বা হাভানা সিগার সেবন করেন। স্নান তিনি করেন, কিন্তু তেল মাখিয়া কলুর ঘানি হইতে বাহির হওয়া বড়ই লজ্জার বিষয় বলিয়া তিনি মনে করেন। পিয়ার্স বা রিমেলের সোপ মাখিয়া থাকেন। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তিনি সামাজিক শাসন বড় গ্রাহ্য করেন না। বাদশাহের জাতি কর্ত্তৃক প্রস্তুতীকৃত গ্রাম্য-কুক্কুটের পলাণ্ডু-গন্ধামোদিত মাংস তাঁহার বড় প্রিয় খাদ্য। আরও অধিক দূর তিনি অগ্রসর হন কি না, তাহা আমরা বলিব না। আতর-গোলাপ তাঁহার বড়ই বিরক্তিজনক। এ জন্য তিনি ক্রাউন পারফিউমারি কোম্পানীর ল্যাবেণ্ডার ও ফরাসী ইউডিকলো প্রভৃতি সামগ্রী ব্যবহার করেন। স্বাস্থ্যের অনুরোধে তিনি একটু একটু হুইস্কি পান করিয়া থাকেন, ইহাও জানি।

সুরেন্দ্রবাবু যে ইংরাজীতে যথেষ্ট কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বিবাহিত পুরুষ। তাঁহার একটি সন্তান হইয়াছে। ছেলেটি দেড় বছরের—স্ত্রীর বয়স প্রায় কুড়ি। সুরেন্দ্রবাবু কলিকাতায় থাকেন, কদাচ বাটী আসিলে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। স্ত্রী-পুত্র-সম্বন্ধেও সুরেন্দ্রবাবুর মত অদ্ভুত। তিনি বলেন, তাহারা আমার, এই ভাবটাই সুখের। তাহারা সুখসাধক বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং প্রয়োজন ব্যতীত তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার আবশ্যক নাই। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বা বুকে করিয়া ফিরিবার কোন দরকার নাই। যেহেতু, তাহারা যে ভাবে যেখানেই থাক, আমারই থাকিবে। সংসারে যত বস্তু আমার হইবে, ততই সন্তোষের বৃদ্ধি হইবে। সুরেন্দ্রবাবুর দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যস্নেহের পরিচয় তাঁহার এই মতেই প্রকাশ। সুরেন্দ্রবাবুর উচ্চশিক্ষা সার্থক।

অধিকার-মাত্রই শক্তি-সম্ভূত; এই মত সুরেন্দ্রবাবু অনেক স্থলেই প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন, আমি যদি ইন্দ্রিয়াসক্ত স্বেচ্ছাচারী হই, তাহাতে আমার স্ত্রীর আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, শক্তি, সামর্থ্য, পদ ও মানে তাঁহার অপেক্ষা আমি বড়। তিনি ছোট, আমি বড়; তিনি দুর্ব্বল, আমি সবল—তিনি অধীন, আমি প্রভু। তিনি ব্যভিচারিণী হইলে আমি তাঁহার যথোচিত দণ্ড দিব; যেহেতু, তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারে তাঁহার দেহের উপর আমার যে আধিপত্য ছিল, তাহার অন্যথা ঘটিতেছে। তিনি আমার সম্পত্তি—আমি নিজ সম্পত্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও হস্তান্তরিত হইতে দিব কেন? আমি তাঁহার সম্পত্তি নহি—আমি যাহা কেন করি না, তিনি তাহাতে কথা কহিবার কে? বলবানের দুর্ব্বলকে দখলে রাখাই জগতে নিয়ম। আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—চিরদিন আমাদেরই ছিল। কোথা হইতে মাসিডোনের আলেকজাণ্ডার ইহা দখল করিতে আসিলেন। তাঁহার দলীল কি? জোর। তাহার পর পাঠানেরা মালিক হইলেন। কেন? জোর। তাহার পর মোগলেরা এ দেশের বুক জুড়িয়া বসিলেন। অপবাধ? জোর। আর এখন ইংরাজেরা এ দেশ মারিয়া লইয়া সুখের রাজত্ব বসাইয়াছেন। কারণ কি? জোর। ইতিহাস তো কাহাকেও নিন্দা করে না, বরং এবংবিধ পরস্বাপহারীর বীরত্বেরই পূজা করে। সুতরাং দৈহিক শক্তি বা বলপ্রভাবে দুর্ব্বলকে অধীন করাই সাধু-সম্মত সুব্যবস্থা। অতএব বলিতে হইবে, শুভক্ষণে সুরেন্দ্রবাবু হোয়েটলে, হেমিলটন, বেন, মিল, জেভনস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লজিক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু বিজ্ঞানের বড় ভক্ত। ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিষয় তিনি আলোচনা করিয়াছেন। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যা, তাপশাস্ত্র ও তাড়িততত্ত্ব তিনি বিশেষ করিয়া আলোচনা করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রকে তিনি জগতের সার সম্পত্তি ও জ্ঞানরাজ্যের পরমধন বলিয়া মনে করেন। কেবল মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র অর্থাৎ মেটাফিজিকস, সাইকলজি প্রভৃতি মেণ্টাল সায়ান্সের প্রকার-ভেদ-সমূহ তাঁহার মতে অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র। তৎসমস্ত অধ্যয়নে সময়-হানি ভিন্ন কোন লাভ নাই। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অধ্যাপকগণকে তিনি ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং কেবল এই বিষয়েই তাঁহার নিকট পাশ্চাত্য অধ্যাপকেরা হীনপদস্থ। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের অঙ্গীভূত লজিক শাস্ত্রকে তিনি প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। তিনি বলেন, লজিকের গোলকধাঁধায় ফেলিয়া হয়কে নয় করিবার বড় সুবিধা, অতএব লজিক অবশ্য আলোচ্য ও অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র।

সুরেন্দ্রবাবু বলেন, বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর জগতের কতই শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না। বিজ্ঞানের অত্যুন্নতি অবশ্যই কালে হইবে। বিজ্ঞান-বলে জগতে জরা-মরণ থাকিবে না, যৌবনটা চিরদিনই বাঁধিয়া রাখা যাইবে, চুল পাকিবে না, দাঁত পড়িবে না, মৃত্যু হইবে না; যদি হয়, তবে ইচ্ছামৃত্যু হইবে, ইচ্ছাগামী রথ হইবে, সদ্য গাছ পুঁতিয়া সদ্যই তাহার ফল খাওয়া যাইবে, স্ত্রী-পুরুষে দেখাসাক্ষাৎ না থাকিলেও যন্ত্র-সাহায্যে সন্তান হইবে, মূল পদার্থ অর্থাৎ এলিমেণ্টসের রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগে এরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইবে যে, তাহাতে কৃষিকর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিস্ময়জনক ব্যাপার কালে ঘটিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। এ সকল আপাততঃ হাস্যজনক বলিয়া কেহ বিবেচনা

করিলে তিনি বলিয়া থাকেন, মনুষ্য চিরদিনই এই-রূপ অবিশ্বাসী। প্রত্যক্ষ ব্যাপার ভিন্ন বিজ্ঞান-মূর্খ মানবেরা কিছুই প্রণিধান করিতে পারে না। যখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিজ্ঞানের সামান্য সামান্য আবিষ্কারের কথা উঠিয়াছে, তখনও মূর্খেরা এইরূপে হাসিয়াছে এবং বিদ্রূপ করিয়াছে। তাহাদের হাস্য-পরিহাস চিরদিনই আছে। বিজ্ঞান বিদ্রূপবাণে মরিয়া যায় নাই—কখনও মরিয়া যাইবে না। প্রাচীন আর্য্যগণের পুষ্পরথ, ইচ্ছামৃত্যু, সহস্র বর্ষ পরমায়ু প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি বলেন, এই সকল বিষয় বিচার করিয়া পূর্ব্বকালে ভারতে অত্যুন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই; বিশেষতঃ তাহাদের ধর্ম্ম এবং বহুবাহু, বহুবদন ও বহুনেত্রযুক্ত দেবতা দেখিয়া তাহাদিগকে মানসিক উন্নতিবিহীন অতি বর্ব্বর ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যায় না। কৃতবিদ্য সুরেন্দ্রবাবুর জ্ঞান সর্ব্বতোমুখী বলিতে হবে।

সুরেন্দ্রবাবু সতত কলিকাতায় থাকেন। সম্প্রতি তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাটী আসিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনিই বিষয়ের মালিক—বিষয়কর্ম্ম স্বয়ং না দেখিলে চলে না। কাজেই তাঁহাকে আবার বাড়ী আসিতে হইয়াছে। দুই মাস কাল নিয়ত তিনি বাটীতেই আছেন।

এই সুরেন্দ্রবাবু প্রায়ই সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অশ্বারোহণে বায়ু সেবনার্থ বাহির হন। গ্রাম অতি কদর্য্য, তাহাতে বগি-ফিটন চলিবার পথ নাই। তিনি বাহির হইলে ছেলেপিলে, মেয়ে-পুরুষ সকলেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত পথের পাশে দাঁড়াইয়া আইসে। একে তিনি জমীদার, তাহাতে তাঁহার প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়া, তাহার উপর তাঁহার অত্যদ্ভুত সাজ-সরঞ্জাম ও বেশ-ভূষা—সকলই তাহাদের বিস্ময়জনক। আজি সুরেন্দ্রবাবু হারাধন নন্দীর বাটীর পাশ দিয়া অশ্বারোহণে হাওয়া খাইতে চলিয়াছেন। তাঁহার অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া হারাধনের মা ও গিরিবালা বাহিরে আসিল। গিরিবালা গাঁয়ের মেয়ে, সুতরাং একটু লজ্জা কম। গিরিবালার কোলে তাহার ভাইপো। তাড়াতাড়ি আসিতে হইতেছে, এ জন্য বড় আলু-থালু-বেশে গিরিবালা বাহিরে আসিয়াছে। তাহার আগুল্ফ-লম্বিত কেশরাশি অবেণীসংবদ্ধ, তাহার বস্ত্র একটু স্থানভ্রষ্ট, অঞ্চলাগ্র ভূলুণ্ঠিত। সমুজ্জ্বল নয়ন উৎসাহ ও কৌতূহল হেতু আয়ত ও প্রদীপ্ত। গিরিবালা কিয়দ্দূর আসিয়াই অশ্ব ও অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইয়া আর পা বাড়াইল না এক পা যেমন বাড়াইয়াছিল, তাহা তেমনই থাকিল। গিরিবালা তখন ভুবনমোহিনী। এই শোভাময়ী সুন্দরী অশ্বারোহী সুরেন্দ্রবাবুর চক্ষুতে পড়িল। বলা বাহুল্য, তিনি মোহিত হইলেন। অশ্ব চলিতে লাগিল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি আর কোন দিকে ফিরিল না। অশ্ব অনেক দূরে গেলে, যখন গিরিবালাকে দেখার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল, তখন সুরেন্দ্র অশ্ব ফিরাইলেন—পুনরায় গিরিবালার রূপরাশি তাঁহার নয়নে পড়িল। অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে গিরিবালার রূপ-সুধা পান করিতে করিতে সুরেন্দ্রনাথ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে দিন সুরেন্দ্রবাবুর আর বায়ুসেবন করা হইল না। তিনি বৈঠকখানায় আসিয়া ডাকিলেন—"মধু—মধু!"

করযোড়ে ঝটিতি মধু খানসামা বাবুর সম্মুখস্থ হইলে তিনি আজ্ঞা করিলেন,—"বামা মালিনীকে এখনই ডাকিয়া আন।"

মধু চলিয়া গেল। সর্ব্বনাশের বীজ রোপিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন দিন কাটিয়া গেল ইহারই মধ্যে কি করিয়া কি হইল, জানি না,—গিরিবালা কিন্তু আজি সুরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায়। গিরিবালার ভাব দেখিয়া সে যে দায়ে পড়িয়া আসিয়াছে, বা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছে, এরূপ বুঝায় না। মনুর আমলে আট প্রকার বিবাহ চলিত ছিল; তাহার মধ্যে রাক্ষস ও পৈশাচ দুই রকম। সুরেন্দ্রবাবু এই আর্য্যধর্ম্মবিলুপ্ত দেশে শেষোক্ত দুই রকম বিবাহও চালাইবার জন্য কয়েকবার পথ দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান কালে এক দল কৃতবিদ্য

পুরাতন ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার ইংরাজীমতে মাজিয়া ঘষিয়া পুনরায় বাহাল করিবার চেষ্টায় আছেন—অবশ্য নাম কিনিবার জন্য। ইঁহাদের এক দল স্তাবক অর্থাৎ গোঁড়া আছে। স্তাবক নহিলে কাজের সুত বাঁধে না। কবির দলেও এই প্রকার গোঁড়া থাকিত। তাহারা দস্তুক না দস্তুক, বাহবা দিয়া দেশ মাথায় করিত। যে দলের গোঁড়া বেশী থাকিত ও গলাবাজীতে বিশেষ পটু হইত, সেই দলই প্রায় জিতিয়া যাইত। কিন্তু শেষ টিকিত কি না, সেটা বড় সন্দেহের বিষয়। গোঁড়ারা প্রায়ই কিছু প্রত্যাশী। যে বলিয়াছিল যে, আমি আপনার চাকর নহি, বেগুনের চাকর নহি, চাকর হুজুরের—এবং হুজুর যাহা ভাল বলিবেন, তাহাই ভাল, সে গোঁড়া বেশ কিছু কথাটা বড় ঠিক বলিয়াছিল। এ নব্যতন্ত্র কালের লোকও অজ্ঞ—তাঁহাদের গোঁড়াও অজ্ঞ। এখনকার গোঁড়ারা উচিত হউক, অনুচিত হউক, যাহাকে খুব বাড়িতে দেখে এবং বুঝে যে, সে মানিবার যোগ্য হইলেও তাহাকে সহজে মানিবে না, আর তাহার বিনাশ, তাহার অনর্থে অনেক উপকার হইবে, তাহার গোঁড়ামী করিতে আরম্ভ করে। সে গোঁড়ামীও বেশ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। সে গোঁড়ামী এমনই তেল মাখান যে, বলিতে গেলেই ফসকাইয়া যাইবে। এ গোঁড়ামীর একটা প্রধান গুণ এই যে, যাহার গোঁড়ামী করা যায়, সে আবার গোঁড়াদের মর্য্যাদা বড় বাড়াইয়া দেয়। গোঁড়াদের বড় লোক খাড়া করিতে পারিলে, যাহার গোঁড়ামী করা যায়, সে খুব বড় লোক হইয়া পড়ে। গোঁড়ারাও খুব বড় লোকের মুখ্যাতি পাইয়া মনুমেণ্টের মত না হউক, অন্ততঃ তাল গাছের মত বড় হইয়া উঠে। ইংরাজীতে ইহাকে মিউচুয়াল এড্‌মিরেশন বলে। ইহার মূল্য কি, ইংরাজেরা ভাল জানেন। আমরা ইংরাজের নিকট হইতে মিউচুয়াল এড্‌মিরেশন শিখিয়াছি, কিন্তু ইহার মূল্য শিখিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, বর্ত্তমান কালের গিল্‌টী করা হিন্দুধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে গোঁড়ারা 'রিভাইভালিষ্ট' অর্থাৎ পুনঃ প্রবর্ত্তক নাম দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ মনুর মতে যেরূপভাবে দুই চারিবার আসুর ও পৈশাচ বিবাহ স্বয়ং প্রাকৃটিকালি অর্থাৎ হাতে-কলমে চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি গোঁড়াদের দ্বারা রিভাইভালিষ্টগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে সংস্থাপিত হইবার যোগ্য। সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ অর্থশালী ও সুশিক্ষিত লোক, তাহাতে তাঁহার চারিদিকে বিস্তর গোঁড়া লাগিবার সম্ভাবনা ছিল। হায়! ধর্ম্মের সুমর্ম্মজ্ঞ অভাগা সুরেন্দ্রনাথ, কেন তুমি দলে না মিশিয়া হেলায় এই প্রতিপত্তির সুযোগ হারাইলে?

গিরিবালা ইচ্ছার সহিত সুরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়াছে। তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিতে হয় নাই। তাহার ইচ্ছাটি কিন্তু আপনি হয় নাই—ইহা তৈয়ার করিবার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর বামা মালিনীকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছে। বামা অনেক সুকৌশলে, আবশ্যকমত অনেক ছিটাফোঁটা লাগাইয়া গিরিবালার মতি ফিরাইয়াছে। সে এ শাস্ত্রে বড় সুপণ্ডিত।

হায় লোভ! হায় সুখের আশা! তোমরা এ সংসারে কিরূপ কত অনর্থই না ঘটাইতেছ! সোনার হরিণে পড়িয়া সূর্পনখা নাক-কান হারাইয়াছেন, রাবণ সবংশে মজিয়াছেন, ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছেন, চন্দ্র কলঙ্কী হইয়াছেন, আকবর বাদশাহ চোরের অধীন হইয়াছেন, বিদ্যা মেঘরুদ্রিণী গুহ্যস্থান হইয়াছেন, স্কটের রাণী মেরী মাথা হারাইয়াছেন, রোমের উর্বশীরা মারা পড়িয়াছেন, পৃথিবী পড়িয়া কত অনর্থ না ঘটিয়াছে। তবে আর বেচারা গিরিবালার এত কি দোষ? সংসারের মহৎ অমহৎ অগণ্য লোকই যদি লোভের হাত না ছাড়াইয়া থাকে, যদি এত লোক অধিক সুখ, অধিক ভোগ এবং অধিক বিলাসের আশায় দিশাহারা হইয়া থাকেন, তবে বালিকা গিরিবালা ঐ সাগরে ঝাঁপ দিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা নহে।

ফলতঃ বামার অব্যর্থ সন্ধানে গিরিবালা-হরিণী বিদ্ধ হইল। তাহার পর সে সুরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায়। এ পাপ-পঙ্কিল ব্যাপারের অন্য অংশ আমরা চিত্রিত করিব না। গিরিবালা বড় আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। পাপের পথ বড় ক্রমনিম্ন ও অতিশয় পিচ্ছিল। একবার অসাবধানে নীচের দিকে পা ফেলিলে আর রক্ষা নাই। বিশেষ বলবান্‌ ব্যক্তি ভিন্ন সে পিচ্ছিল পথ হইতে কেহই

উঠিয়া আসিতে পারে না। সকলকেই উত্তরোত্তর অধিকতর অধোগতির পথে নামিয়া অচিরে সমাজ-কলঙ্ক অতি জঘন্য জীব হইয়া উঠিতে হয়। পাপের পথের প্রথম ভাগটা সুরভি-কুসুমাকীর্ণ, অতি মনোহর। সে পথে বেড়াইবার লোভ সংবরণ করা বড়ই কঠিন। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যে একবার সে পথে পা দেয়, সে উজ্জ্বল আনন্দের মদিরায় প্রমত্ত হইয়া উঠে এবং কোন প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য না করিয়া সেই পথে বিচরণ করিতে করিতে শেষ-সীমায় উপস্থিত না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। শেষে যে জীবনান্তকর কণ্টকাকীর্ণ দাবানল এবং অনন্ত বিষধরের অগণ্য দংশন, তাহা কেহ একবার ভাবেও না। গিরিবালা এখন অতি লোভে পাপের পথে পদার্পণ করিয়াছে। অতি আনন্দ বিহ্বলিত কুসুম সৌরভে তাহার প্রাণমন পূর্ণ হইয়াছে; অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার হৃদয় প্রমত্ত হইয়াছে, সে এখন অনন্তকুসুম সুখোপভোগ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে।

যাও গিরিবালা! হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে, এই আনন্দময় পথে নামিয়া যাও। কিন্তু ও কি!—তুমি অত ব্যস্ত কেন? এই সুখময় আনন্দময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য তোমার ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই—আপনিই উত্তরোত্তর তোমার অনন্তসুখ তোমাকে টোঁ করিয়া সবেগে টানিয়া লইয়া যাইবে এবং তোমার পরিগৃহীত পন্থার শেষ সীমায় উপনীত করিয়া দিবে। কিন্তু হায়! তখন কি হইবে, তাহা একবারও তোমার মনে হইতেছে কি? তখন অনন্ত যন্ত্রণা তোমার সহচর, জীবন্ত নরক তোমার নিয়তি হইবে। অবিরত রোদন, নিরন্তর আর্ত্তনাদ, অবিশ্রান্ত চীৎকার তখন তোমার অপরিহার্য্য অবলম্বন হইবে। আর তোমার ফিরিবার সামর্থ্য নাই। ক্ষুদ্রহৃদয়া বালিকা—ফিরিবার মত বল তোমার হৃদয়ে নাই। কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত কেন? অচিরে সকল সুখ আয়ত্ত করিবার জন্য তোমার এত আকিঞ্চন কেন? ধীরে ধীরে, একটু দেখিয়া শুনিয়া, পা বাড়াইলে চলিত না কি? ও কি!—তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ কেন, রাক্ষসি? তোমার পা টলিতেছে কেন, অভাগিনি? তোমার বাক্য জড়তাপূর্ণ অসংবদ্ধ কেন, পাপীয়সি? বুঝিয়াছি, তুমি প্রাণনাথ সুরেন্দ্রবাবুর হুইস্কির প্রসাদ পাইতে শিখিয়াছ। ইহারই মধ্যে এই দশ বারো দিনের মধ্যেই যখন তুমি এত দূর আসিতে পারিয়াছ, তখন তোমার সর্ব্বনাশ অতি সন্নিকট। যাও মূঢ়ে, জীবন্ত নরকের দাবানলে পুড়িবার জন্য প্রাণকে প্রস্তুত করিয়া রাখ। তোমার সম্মুখে ঐ কাল বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে—এখনই দংশন করিয়া অসহ্য যাতনায় তোমার তাবৎ সুখের আলোক নিভাইয়া দিবে, তোমাকে জীবন্মৃত করিবে; কিন্তু মৃত্যু হইবে না। সে অনন্ত অবক্তব্য, অনির্ব্বাণ যাতনা ভোগ করার অপেক্ষা মৃত্যুর জন্য তুমি সকাতরভাবে কতই প্রার্থনা করিবে, কিন্তু মৃত্যুও তখন তোমার উদ্ধারার্থ উপস্থিত হইবে না। কেন অভাগিনি! পূর্ব্বে মরিতে পার নাই? কেন গিরিবালা! এই নরকে ডুবিবার পূর্ব্বে তোমার জীবনান্ত হয় নাই?

এইরূপই চলিতে লাগিল—গিরিবালা সুরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিল। পোড়া পল্লীগ্রামের লোকে এ কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু গিরিবালার প্রথমে লোকনিন্দার যে ভয় ছিল, এখন আর সে ভয় নাই, এখন লোকে এ কথা কহিতেছে শুনিয়া গিরিবালা সগৌরবে হাসে! যাহারা দেখিবে গিরিবালা মুখ হেঁট করিবে ভাবিয়াছিল, তাহাদের দেখিলে সে এখন বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। এক দিন গিরিবালা মদ খাইয়া চেঁচামেচি করিয়াছিল, এবং সম্পর্কিত এক খুড়ার সহিত মুখোমুখি করিয়া বড় ঝগড়া করিয়াছিল। কথাটা নিতান্ত লজ্জাজনক হইলেও গিরিবালা গৌরবসূচক বলিয়াই স্থির করিয়া লইল। গিরিবালা সোনার বালা হাতে দিয়া, সিমলার কাপড় পরিয়া, কানে মাকড়ি ঝুলাইয়া মদ খাইতে থাকিল ও প্রতিদিন সুরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় যাতায়াত করিতে লাগিল। আরও মাস দুই তিন এইরূপে কাটিয়া গেল। সুরেন্দ্রবাবুর প্রবল প্রতাপ। তথাপি লোকে হারাধন নন্দীর পরিবারবর্গের সহিত আহার-ব্যবহার বন্ধ করিল। গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব, সুতরাং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার খুব কম। কাজেই এ কথাটা লইয়া আপাততঃ বড় গোল হইল না। গিরিবালা তখন পূর্ণবেগে পাপের পথে চলিয়াছে। অতএব

এ সামাজিক শাসন সে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিল; কিন্তু স্পর্দ্ধিত লোকগুলার উপর তাহার বড় রাগ হইল। সে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে এক দিন সুরেন্দ্রবাবুকে সমস্ত কথা জানাইয়া প্রতীকারের জন্য সাগ্রহে অনুরোধ করিল। সমস্ত কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আজি তোমার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া আমার কোন কাজই হয় না। কিন্তু গিরিবালা, প্রাণেশ্বরি, তোমার এই অনুরোধটি নিতান্ত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কেন, বুঝাইয়া দিই। ডাক্তার পার্কস্ সাহেব স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ 'হাইজিন' অর্থাৎ স্বাস্থ্যশাস্ত্রসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান পুস্তক—তিনি সেই গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গুরুভোজনের তুল্য স্বাস্থ্য-বিরোধী কার্য্য আর কিছুই নাই। নিমন্ত্রণে ভোজন করিলে, নানাবিধ আয়োজন হেতু, বিশেষতঃ অন্যায় অনুরোধে পড়িয়া লোকের গুরুভোজন ঘটে, তাহাতে সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি শরীরের বিরুদ্ধে অতিশয় অত্যাচার করা হয়। হিন্দুরা বলেন, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' অতএব গিরিবালা, যাহাতে শরীর সুরক্ষিত না হয়, সে কর্ম্ম নিতান্ত অন্যায়। এরূপ আহার করিলে অতি ভয়ানক দোষ হয়, তাহা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত সার্জ্জন মেজর ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় তাঁহার 'স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গিরিবালা, তোমরা আমার পরমাত্মীয় এবং তোমাদিগের ইষ্টানিষ্টের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এরূপ স্থলে তোমাদের নিমন্ত্রণ খাওয়া বন্ধ করিতে পরামর্শ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। যখন সমাজ আপনিই তোমাদের এই বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার পক্ষে কদাচ কর্ত্তব্য নহে।"

হরিবোল হরি! গ্রামের পোড়ারমুখো ও পোড়ারমুখীদের মাথায় জুতা মারিয়া গিরিবালা মনের রাগ মিটাইবে ভাবিয়াছিল, তাহার সফলতা হওয়া দূরে থাকুক, বাবু যে তাহাদের একটা মুখের কথা বলিবেন, সে আশাও থাকিল না। সে সুরেন্দ্রবাবুর শাস্ত্র ও বিজ্ঞানসঙ্গত বাক্যাবলীর তাৎপর্য্য বুঝিল না—কোন প্রতিবাদও করিতে পারিল না; কিন্তু মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইল।

গিরিবালা অনেক আশা করিয়াছিল, বামা তাহার সম্মুখে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল প্রথমে গিরিবালা অননুভূত-পূর্ব্ব ইন্দ্রিয় সুখে এতই মোহিত হইয়াছিল যে, অন্যান্য সুখের প্রসঙ্গ তাহার বড় মনে পড়ে নাই। তাহার বসন-ভূষণ অনেকই হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অসীম আশার তুলনায় এখনও সকলই অপূর্ণ। গিরিবালা স্বেচ্ছায় হউক বা লোকের প্ররোচনায় হউক, একে একে সুরেন্দ্রবাবুর নিকট আপনার প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। অনর্থক বাক্যাড়ম্বর শ্রবণে কর্ণকুহরের পরিতৃপ্তি ভিন্ন আর কোন লাভ হইল না। গিরিবালার মনস্তাপ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সে তখন নিতান্ত অধঃপতিতা; সুতরাং সুসঙ্গত ক্রোধ ও তেজ তাহার নাই। কেবল ঘৃণিত চিন্তা ও কলঙ্কিত কামনাই তাহার তখন সহচর।

গিরিবালার এই কলঙ্কের ঢাক সজোরে বাজিতে বাজিতে ক্রমে শান্তিপুরে হারাধন নন্দীর কর্ণসমীপে শব্দায়মান হইয়াছে। অপদার্থ হারাধন কথাটা শুনিয়া মর্ম্মাহত বা লজ্জিত হয় নাই; বরং ব্যাপারটা বিশেষ লাভজনক বলিয়াই সে মনে করিয়াছে। সে স্বয়ং একটা বেশ্যার কৃপায় গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছে, আবার তাহার গুণবতী ভগ্নী একটা লম্পটের অনুগ্রহ ভোগ করিতেছে; সুতরাং সংসারের সকল কষ্টই অতঃপর ঘুচিয়া যাইবে মনে করিয়া সে বড় আহ্লাদিত হইয়াছে।

ক্রমে তিন চারি মাস কাটিয়া গেল তথাপি হারাধনের ঘরে চন্দ্র-সূর্য্যের উঁকি দেওয়া বন্ধ হইল না, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও দুই বেলা ভাল করিয়া তাহার পুত্র, কন্যা, জননী ও পত্নীর উদরে প্রবেশ করিলেন না, এবং চারিদিকে অনন্ত লজ্জার রাশি দেখিয়া, লঘু সূতার কাপড় তাহাদের লজ্জার নিবারণ করার আবশ্যকতা অনুভব করিল না। হারাধন এ সকল সংবাদ পাইয়া বড়ই চটিয়া উঠিল, এবং ইহার যথাসম্ভব প্রতীকার করিবার বাসনায় সে জন্মভূমিতে আসিয়া দর্শন দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হারাধন বাটী আসিয়াছে বলিয়া গিরিবালাকে সঙ্কুচিত হইতে হইল না; সে সুরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় যেরূপ যাতায়াত করিতেছিল, সেইরূপই করিতে থাকিল। সে হারাধনের সম্মুখে হাতের বালা, কানের মাকড়ি বা পরিধানের কালাপেড়ে ধুতি কিছুই লুকাইল না। ভাই-ভগ্নী উভয়েই অতুলনীয়; হারাধন প্রতিদিনই গিরিবালার সহিত ফুস্‌ফুস্ গুজগুজ করিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিল। তিন চারি দিন পরে গিরিবালা সুরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাবু সেখানে নাই। এরূপ ঘটনা আর কোন দিন হয় নাই, এমন নহে। ইদানীং বাবুর অন্তর্দ্ধান সততই ঘটিত, কিন্তু দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইত না। অদ্য বাবুর অদর্শন বহুকালব্যাপী হইল। রাত্রিশেষে বাবু সুরাপহৃতবুদ্ধি হইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা তখন রাগের অভিনয় দেখাইবার জন্য সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ান রহিয়াছে। সে স্থির জানিত যে, সুরেন্দ্র এই অপরাধের নিমিত্ত কুণ্ঠিত হইবে ও তাহার নিকট মানভিক্ষা চাহিবে। কিন্তু সুরেন্দ্র তাহার আশানুরূপ কোন ব্যবহার না করিয়া নীরবে এক সোফার উপর শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ গিরিবালা অপেক্ষা করিল, কিন্তু বাবুর মান-ভিক্ষার কোন লক্ষণই বুঝিতে পারিল না; বরং তিনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রিত হইয়াছেন বলিয়াই তাহার মনে হইল। তখন সে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকরূপ কল্পনা করিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল এবং সুরেন্দ্রবাবুর সোফার নিকট আসিয়া তাঁহার গায়ে হাত দিল। যে অতি মধুর তেজ স্ত্রীজাতির ভূষণ-স্বরূপ, তাহা গিরিবালার আর নাই। কেন সে মরিল না?

করস্পর্শে সুরেন্দ্রবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন,—"কে ও, গিরিবালা? তুমি ঘুমাইতেছিলে না? তোমাকে ঘুমাইতে দেখিয়া আমি বড় নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। যাও, ঘুমাও গিয়া। রাত্রি আর বড় নাই; শেষরাত্রিতে জাগরণ বড়ই অনিষ্টকর।"

আর কোন স্ত্রীলোক হইলে অভিমানে মরিয়া যাইত। সে গৌরবের অভিমান অধঃপতিতা গিরিবালা কোথায় পাইবে? সে রাগও করিল না, সুরেন্দ্রবাবুর পরামর্শানুসারে শয়ন করিতেও গেল না। বলিল,—"অসুখ হয় হউক, আমি এখন আর ঘুমাইব না। আমার—"

তাহাকে বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তবে আমাকে আর ত্যক্ত করিও না; আমি এখন ঘুমাইব।"

এ উপেক্ষাও হতভাগিনী সহিয়া রহিল। ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় সে তো সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া উঠিল না; উৎপীড়িতা সিংহিনীর ন্যায় সে তো গর্জ্জন করিল না; অপমানিতা নায়িকার ন্যায় সে তো আরক্ত-নয়নে গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইল না। সে হাসি হাসি মুখে বলিল,—"তোমাকে আমি কয়টা কথা বলিব, সেই কয়টা কথা শুনিয়া তুমি ঘুমাও বাবু, আমি আর ত্যক্ত করিব না।"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"বল—শীঘ্র শীঘ্র কথার শেষ করিয়া ফেল—রাত্রি আর নাই।"

সুরেন্দ্রবাবুর আগমনের বিলম্ব হেতু বুঝি বা গিরিবালা ঝগড়া করিবে; সুরেন্দ্রবাবু তাহার মান ভাঙ্গেন নাই বলিয়া বুঝি বা সে বড় অভিমান করিবে; তাহার সহিত একটাও কথা না কহিয়া সুরেন্দ্রবাবু নিদ্রাগত হইয়াছেন বলিয়া, বুঝি বা সে বকাবকি করিবে; সুরেন্দ্রবাবুর বাক্যে বিস্তর অনাস্থার পরিচয় পাইয়া বুঝি সে রোদনের হাট বসাইবে। গিরিবালার এত প্রয়োজনীয় কথা কি শুনিবার জন্য তাঁহার বড়ই আগ্রহ হইতেছে? গিরিবালা বলিল,—"তুমি যে আমাকে বাড়ী করিয়া দিবে কথা ছিল, তাহা কবে দিবে?"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"এই কথা, না আরও কিছু আছে?"

গিরিবালা বলিল,—"আমাকে এক-গা গহনা দিবে বলিয়াছিলে, তা কই। কালই আমাকে সব গহনা দিতে হইবে।"

সুরেন্দ্রবাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আর কিছু বলিবে কি?"

গিরিবালা বলিল,—"নির্ভাবনায় আমার খাওয়া-পরা চলে, এমন টাকা আমাকে দিবে কথা ছিল, তাহা আমাকে কালই দিতে হইবে।"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তোমার কথা শেষ হইয়াছে বোধ হয়?"

গিরিবালা বলিল,—"হাঁ! ইহার কি উত্তর বল।"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"উত্তর কাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিব। আজি থাক।"

গিরিবালা বলিল,—"না, তা থাকিলে চলিবে না। উত্তর আজই দিতে হইবে।"

তখন সুরেন্দ্র হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিলেন,—"তবে শুন, গিরিবালা,—তোমাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই আমি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেছি, তাহার উপর আর একটি পয়সা দিতে আমার ইচ্ছা নাই, আমি দিবও না।"

এতক্ষণে গিরিবালার ক্রোধ হইল, এবং সে ঝগড়া করিতে সঙ্কল্প করিল। বলিল,—"দিবে না কেন? আমাকে মজাইয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়া, আমাকে এত লোভ দেখাইয়া, এখন তোমার এই কথা?"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তোমার মত দুঃখিনী সামান্যা স্ত্রীলোক আমার এই চমৎকার বৈঠকখানায় আসিতে পাইয়াছে, আমার এই অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়াছে এবং আমার মত লোকের সহিত 'তুমি আমি' করিয়া কথা কহিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছে, ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য। তুমি যে সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ, তাহার এক বর্ণও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার মত নীচ ঘরের স্ত্রীলোককে যে আমি গ্রহণ করিয়াছি, ইহাই তোমার অসীম আনন্দের ও গৌরবের কারণ হওয়া উচিত। আর তোমাকে লোভ দেখাইবার কোনই দরকার আমার নাই। যে ইচ্ছা করিলে ঘর জ্বালাইয়া দিতে পারে, মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারে, স্বামীর শয্যা হইতে যুবতী স্ত্রীকে উঠাইয়া আনিতে পারে, একটা নিঃসহায় নিরাশ্রয় বিধবাকে আনিবার নিমিত্ত তাহার কোনই লোভ দেখাইবার প্রয়োজন হইতে পারে কি?"

গিরিবালার মাথা ঘুরিয়া গেল! হায়! অভাগিনি! এ কলঙ্ক-মনস্তাপ ধৌত করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিবার জন্য তোর এখন ব্যাকুলতা হইতেছে না কি? না—না! গিরিবালা যখন দেহ বিক্রয় করিয়া অর্থ, অলঙ্কার ও অট্টালিকার কামনা করিতেছে, তখন তাহার হৃদয়ে অনুতাপের স্থান থাকিতে পারে না; তখন তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও আত্ম-সংশোধনের আশা একান্ত অসঙ্গত। সে ইন্দ্রিয়ভোগলালসায় এই পাপে ডুবিয়াছে, তাহার পাশব প্রবৃত্তি স্বল্প উপভোগেই নূতনত্ব-বিহীন হইয়াছে, এখন পাপীয়সী রূপ-যৌবনের বিনিময়ে অন্য লালসাসমূহ চরিতার্থ করিবার উপাদান অন্বেষণ করিতেছে। মূঢ়ে! মন্দভাগিনি! তোর এই ঘৃণিত কলঙ্ক-কাহিনীর বহুলাংশই আমাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হইল। লোক-শিক্ষার অনুরোধে যে সামান্য ভাগ লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে, তাহাই লিখিতে লেখনী কাতর ও অবসন্ন হইতেছে।

গিরিবালা অনেক দিন সুরেন্দ্রবাবুর সহিত এক প্রকার সমানভাবে কাটাইয়াছে; সুতরাং কতকটা সমান সুরে কথা কহিতে তাহার সাহস হইয়াছে। সে বলিল,—"সুরেন্দ্রবাবু, তুমি যে খুব বড়লোক, তোমার যে অধিক ক্ষমতা, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি তোমার কথা ঠিক রাখিবে না, আমার মত দুঃখিনীকে আশা দিয়া নিরাশ করিবে, ইহা তোমার উচিত নয়। তুমি আমাকে যত দূর নিঃসহায় মনে করিতেছ, আমি তত দূর নিঃসহায় নহি। আমার দাদা আছেন, তাঁরও কাজ-কারবার, আত্মীয়বন্ধু আছে। আমি দাদাকে কি বলিব, বল দেখি?"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তোমার দাদা অবশ্যই অতি বড়লোক। তিনি যখন ভগ্নীর উপার্জ্জনে অক্ষমতার কৈফিয়ৎ চাহিবেন, তখন তাঁহাকে কি বলিয়া তুষ্ট করিতে হইবে, ইহা বাস্তবিকই একটা অতিশয় ভয় ও ভাবনার কথা। আমি তাঁহার ভয়ে কোথায় লুকাইব, ভাবিয়া আকুল হইতেছি; তুমি দয়া করিয়া তোমার ভাইকে বলিও, তিনি যেন রাগের ভরে আসিয়া, হাতে আমার মাথাটা কাটিয়া না ফেলেন!"

গিরিবালা এখন ভিখারিণী, সুতরাং তৃণাদপি লঘু, তাহাতে চরিত্রহীনা। সে আবার সুর ফিরাইয়া বলিল,—"দেখ বাবু, তোমার অতুল সম্পত্তি। আমার ন্যায় দুঃখিনীকে কিঞ্চিৎ দিলে তোমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, আমাকে তুমি দয়া না করিলে কে দয়া করিবে?"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"দয়া!—দয়া কেন করিব? দয়া আমি কাহাকেও করি না। যে দাসীর অযোগ্য, তাহাকে আমি এত অনুগ্রহ করিয়াছি,

আবার দয়া কি? দয়া অতি দুর্ব্বল হৃদয়ের কার্য্য—আমি কাপুরুষ নহি।"

গিরিবালা বলিল,—"ভাল, আমাকেই যদি দয়া করা তোমার অমত হয়, তাহা হইলেও তোমার ঔরসে আমার যে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এ কথা এখনও আর কেহ না জানিলেও তুমি ত জান—সেই গর্ভস্থ শিশুর প্রতি দয়া করিতে তুমি বাধ্য। ভাল, তাহা রই একটা ব্যবস্থা কর।"

সুরেন্দ্রবাবু আবার হাসিয়া বলিলেন—"এত কাল বিজ্ঞান-শাস্ত্র আলোচনা করিলাম কি জন্য? এইরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক, বিজ্ঞান-পাঠে যদি তাহা না শিখিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে বৃথাই আমার জ্ঞান ও বিদ্যা। যে শিশু চির-দিন মনুষ্যসমাজে লজ্জা পাইবে, পিতার নাম বলিতে কুণ্ঠিত হইবে, মাতার কথা উঠিলে অধোমুখ হইবে, সে যাহাতে ভূমিষ্ঠ হইতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করাই তাহার প্রতি বিশেষ দয়া। বিজ্ঞান আমাকে সেরূপ দয়া প্রকাশের উপায় অনেক দিন শিখাই-য়াছে, এবং আরও দুই চারি স্থলে বিজ্ঞানবলে আমি সেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান স্থলেও আমি যে তোমার গর্ভস্থ শিশুর প্রতি সেই-রূপ দয়া প্রকাশ করিব, তাহার আর সন্দেহ কি?"

এত বিজ্ঞানের কথা গিরিবালা বুঝিতে পারিল না। সে স্থূলতঃ বুঝিল, সুরেন্দ্রবাবুর কথা বড় শুভ-সূচক নহে। সে আরও দুই চারিবার দুই চারি প্রকার কথা বলিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন সে অনর্থক বকাবকি অনাবশ্যক মনে করিয়া, শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। সুরেন্দ্রবাবু হাঁফ ছাড়িয়া অনতিকালমধ্যে নাক ডাকাইয়া বাঁচিলেন।

ঘরের প্রান্তভাগে এক মার্ব্বেল-টিপায়ের উপর অসলারের বাটীর চেম্বর ল্যাম্প দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল; সুতরাং আলোকের অভাব ছিল না। গিরিবালা অনেকক্ষণ শুইয়া শুইয়া কি ভাবিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া সুরেন্দ্রবাবুর শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইল; বুঝিল, বাবু গাঢ়নিদ্রায় নিমগ্ন। বাবুর বাক্স, ড্রয়ার, চেষ্ট প্রভৃতির চাবি যেখানে থাকে, তাহা গিরিবালা জানিত। সে ধীরে ধীরে যথাস্থান হইতে চাবি সংগ্রহ করিল। এ কার্য্যে যে শব্দ হইল, তাহাতে বাবুর নিদ্রায় ব্যাঘাত হইল না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে বাক্স প্রভৃতি খুলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবং বার বার নিস্পন্দভাবে স্থির থাকিয়া, সে একে একে বাক্স প্রভৃতি হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিস্তর সামগ্রী সংগ্রহ করিল। সংগৃহীত সামগ্রীসমূহ সে একটি পুঁটুলী করিয়া বাঁধিল। তাহার পর চাবি-গুলি যথাস্থানে রাখিয়া বাবুর নিকটস্থ হইয়া দেখিল, তিনি সমানভাবেই নিদ্রিত আছেন।

এ দিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। তখন গিরিবালা সাবধানে বস্ত্র-মধ্যে পুঁটুলী লইয়া বৈঠক-খানা হইতে অবতরণ করিল, এবং ক্রমে নিম্নে সদর-দরজার নিকটস্থ হইল, সেখানে রাম সিং নামক দ্বারবান কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে নিদ্রোত্থিত হইয়া পিতল-বাঁধান হুঁকায় প্রকাণ্ড নল লাগাইয়া, ভড়র্ ভড়র্ শব্দে সমস্ত দিনে যত তাম্রকূট ভস্মসাৎ করি-বেন, তাহার প্রাথমিক অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। গিরিবালা তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিল। গিরিবালার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র রাম সিং হুঁকা রাখিয়া ব্যস্ততাসহকারে দ্বার খুলিয়া দিলেন। গিরিবালা ইদানীং বড় মাত্রা চড়াইয়া তুলিয়াছিল—সে আর দ্বারবান্ সঙ্গে যাওয়া-আসার অপেক্ষা রাখিত না; সুতরাং নিঃসঙ্কোচে একাকিনী চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গিরিবালা বাটী আসিয়া দেখিল, একটি নূতন স্ত্রীলোক তাহাদের ভাঙ্গা ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। সে স্ত্রীলোক তরঙ্গিণী। হারাধন তর-ঙ্গিণীর নিকট দুই দিনের ছুটী লইয়া বাটী আসিয়া-ছিল; কিন্তু দুই দিনের স্থানে দশ দিন হইয়া গেল, তথাপি হারাধন-দিবাকর শ্রীমতী তরঙ্গিণী-কুঞ্জাকাশে উদিত হইলেন না দেখিয়া, বিরহ-বিধুরা তরঙ্গিণী হারাধনের অন্বেষণে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না; মূর্খ কালিদাসকে একটা প্রবোধ দিয়া আসা তরঙ্গিণীর ন্যায় চতুরা স্ত্রীলোকের পক্ষে একটুও কঠিন কাজ নহে। সে সহজেই মূঢ় চক্রবর্ত্তীর চক্ষুতে ধূলিপ্রক্ষেপ করিয়া এবং দুই তিন দিনের মধ্যে ফিরিবার আশ্বাস দিয়া, কালিদাসরূপ আয়ানের নিকট অবসর লাভ করিল এবং হারাধনরূপ শ্যাম

নটবরের নিকটস্থ হইয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিল। তাহার আগমনে হারাধনের অহঙ্কার সীমা ছাড়াইয়া গেল। তরঙ্গিণী যে তাহাকে কত ভালবাসে, তাহা এই ঘটনায় স্পষ্ট জানা যাইতেছে। এত ভালবাসার পাত্র যে, তাহার অহঙ্কার হইবে না কেন? হারাধন ও তরঙ্গিণী নিঃসঙ্কোচে অনেক ভালবাসাবাসির অভিনয় করিয়া, সকলের সমক্ষে আপনাদের দেবত্ব সপ্রমাণ করিল। আমরা তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

গিরিবালা বাটী আসিয়া এই অলঙ্কৃতা সুপরিস্কৃতা সুন্দরীকে আপনাদের ভগ্ন কুটীরে দেখিয়া সবিস্ময়ে তাহার পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইল। গুণবান্ ভ্রাতা গুণবতী ভগ্নীর নিকট তরঙ্গিণীর পরিচয় প্রদান করিলেন। তরঙ্গিণীকে দেখিয়া গিরিবালা মোহিত হইল, এবং দাদার কৃপায় এই দেবীর সহিত পরিচয় হওয়ায় সে সৌভাগ্যবান্ দাদার নিকট অনেক প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিল। তরঙ্গিণীর সহিত গিরিবালা নানাপ্রকার আলাপ করিতে লাগিল এবং তাহার পরিগৃহীত পন্থা যে পরম সুখময় ও অতি শ্লাঘনীয়, তাহাতে তাহার আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। সে যখন সম্পূর্ণ মনোযোগসহকারে তরঙ্গিণীর সহিত আলাপে রত আছে, সেই সময়ে তাহার দাদা অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসিল —"বলি, যা বলিয়াছিলাম, তাহার কি হইল, গিরি?"

গিরিবালা তখন আপনার কুক্ষিমধ্যস্থ ক্ষুদ্র পুঁটুলীটি বাহির করিয়া দাদার হস্তে দিল এবং বলিল— "খোসামোদে, ঝগড়ায়, কিছুতে কিছু হয় নাই; শেষে তোমার পরামর্শমতে ইহাই সংগ্রহ করিয়াছি।"

হারাধন পুঁটুলীর ক্ষুদ্রতা দেখিয়া ভগ্নীর উপর বড় অসন্তুষ্ট হইতেছিল। শেষে তাহা খুলিয়া ও তদন্তর্গত পদার্থ-সমূহ ভাল করিয়া দেখিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন হারাধন, তরঙ্গিণী ও গিরিবালা তিন জনে সেই পুঁটুলীর মধ্যস্থ সামগ্রীসমূহের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে ঘড়ী, চেন, আংটী, মোহর, নোট, টাকা প্রভৃতি যে সকল সামগ্রী ছিল, তাহার সকলগুলির দাম নির্ণয় করা তাহাদের সাধ্যাতীত হইলেও ইহা তাহারা স্থির-নিশ্চয় করিল যে, গিরিবালা প্রভূত বিত্ত সংগ্রহ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

তরঙ্গিণী বলিল,—"এ সকল দেখিয়া আমোদ করিলে তো চলিবে না। এখান হইতে না পলাইলে কোনমতেই রক্ষা নাই। তাহার ব্যবস্থা আগে কর।"

হারাধন বলিল,—"তা তো বটেই। এখন পরামর্শ কি, বল।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"গিরিবালাকে লইয়া চল, আমরা কৃষ্ণনগরে যাই। এই সকল জিনিস বেচিয়া যে টাকা হইবে, তাহার কিছু ভাঙ্গিয়া গিরিবালার অলঙ্কার গড়াইয়া দেও, আর কিছু তাহার হাতে রাখিয়া দাও। আর বাকী তুমি আপনার কারবারে লাগাও।"

হারাধন বলিল,—"বেশ কথা।"

পরামর্শটা গিরিবালারও বড় মনের মত হইল। এইবার সে তরঙ্গিণীর ন্যায় সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে।

তরঙ্গিণী আবার বলিতে লগিল, –"গিরিবালার শ্রীছাঁদ ভাল। দশ দিনের মধ্যেই একটা না একটা রাজা কি জমীদারের চক্ষে পড়িয়া যাইবে। তাহার পর রাণীর হালে থাকিবে।"

এমন সুন্দর পরামর্শ সুবুদ্ধিমতী তরঙ্গিণী ছাড়া আর কেহ দিতে পারে কি? গিরিবালা তো আহ্লাদে আটখানা। স্থির হইল, অপহৃত দ্রব্য-সামগ্রী আপাততঃ তরঙ্গিণীর হাতে থাকিবে। কারণ, এমন বিশ্বাসপাত্র এ জগতে আর কে আছে? হারাধন, তরঙ্গিণী ও গিরিবালা স্থির করিল, এ গ্রাম হইতে সরিয়া গেলেই তাহাদের সকল আশঙ্কা কাটিয়া যাইবে। তখন কেহই তাহাদিগের সন্ধানই পাইবে না; সুতরাং ধরিতেও পারিবে না।

যে টিপ, সেই ফোঁড়। যেমন পরামর্শ ধার্য্য হইল, অমনই তদনুযায়ী কার্য্যও হইল। তরঙ্গিণী যে গোযানে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল, তিন জন তাহাতেই আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিল। হায় পাপ! তুমি মানুষকে কি হৃদয়হীন পশুই করিয়া দেও! অভাগিনী গিরিবালা প্রস্থানকালে একবার বৃদ্ধা মাতার নিকট বলিয়াও আসিল না। সে কালামুখী বলিবেই বা কি? যে পথে পদার্পণ করিতে সে অগ্রসর হইল, তাহার কথা জগতে কাহাকেও জানাইবার নহে। হারাধনের যে পুত্র-কন্যাকে গিরিবালা লালন-পালন করিত, গৃহত্যাগের সময় অভাগিনী একবার তাহাদিগকেও দেখিয়া গেল না।

কীর্ত্তিকুশলেরা প্রস্থান করিল। এই যাত্রায় তাহাদের মহাপ্রস্থান না হইল কেন?

গিরিবালা বৈঠকখানা হইতে চলিয়া আসার প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ বেলা প্রায় ১১ টার সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এইরূপ প্রাতেই তিনি প্রায় প্রতিদিন শয্যাত্যাগ করেন। খানসামা বেলা ৫টার সময় হাওয়া খাইতে যাইবার জন্য বাবুকে সাজাইতে আসিল। তখন সেখানে একটা বড় গোলের কথা উঠিয়া পড়িল। খানসামা চাবি লইয়া বাবুর বাক্স খুলিল; কিন্তু ঘড়ী পায় না, চেন পায় না, আংটী পায় না। এ কথা বলিতে গেলে হয় তো চিরদিনের জন্য মাথাটি হারাইতে হইবে; সে বেচারা থতমত খাইয়া কাণ্ডা-কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। এ দিকে বাবু সুরেন্দ্র-নাথ সাজগোজের বিলম্ব হওয়ায় চটিয়া লাল হইতে লাগিলেন। কাজেই খানসামা প্রকৃত কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তখন একটা বিষম গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। গোলমাল শুনিয়া দেও-য়ানজী পর্য্যন্ত সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিবালার প্রতি সন্দেহ অনেকেরই হইতে থাকিল; কিন্তু সে কথা বলে কাহার সাধ্য? গিরিবালা বাবুর প্রণয়িনী—সে চুরি করিয়াছে, এ কথা কেহ বলিতে পারে কি? অবশেষে সেই খানসামাটা সাহসে ভর করিয়া, রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে বুঝিয়া বলিল,—"হুজুর, কাহাকেও এ সকল জিনিস বখ্‌সিস দেন নাই তো?"

সুরেন্দ্রবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"বখ্‌সিস্! হারামজাদা, বখসিস্ কেন দিব আমি? যখন তুই ছাড়া বাক্‌স আর কেহ খোলে না, আর যেখানে চাবি থাকে, তুই ছাড়া আর কেহ যখন জানে না, তখন তুই হতভাগাই চুরি করিয়াছিস্। তুই যদি আকাট মূর্খ না হইতিস্, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিতিস, এ চুরির দাবী তোর ঘাড়ে ভিন্ন আর কোথাও পড়িতে পারে না। আজি তোর সর্ব্বনাশ করিয়া তবে ছাড়িব জানিস্।"

খানসামাটা বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে তখন মোরিয়া। তাহাকে যমে ধরিয়াছে। কাজেই মরণকালে মুখ ফুটিয়া কথা বলা আবশ্যক বোধ করিল। বলিল,—"দোষ তো আমার ঘাড়েই পড়িতেছে বটে, কিন্তু হুজুর কোন বিবিকে এ সকল জিনিস দিতে না পারেন, বা কোন বিবি হুজুরের সহিত তামাসা করিবার জন্য এ সকল জিনিস লইয়া যাইতে না পারেন, এমন নহে। ধর্ম্মাবতার! গরিবকে মারিয়া পৌরুষ নাই। আপনি মনে করিয়া দেখুন।"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমার সহিত তামাসা করিতে পারে, এমন লোক দুনিয়ায় নাই। তোর ও সকল বোকামি রাখিয়া দে! মনে করিয়াছিস্ কি মুখের কথার অপরাধ ঢাকিয়া দিবি, পাজি?"

সুরেন্দ্রবাবু রাগের ভরে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে একটা ধোঁকা লাগিয়া গেল। গিরিবালার অর্থাদি ভিক্ষা, তাহার সহিত কথান্তর, তাহার না বলিয়া চলিয়া যাওয়া ইত্যাদি সমস্ত কথা তাঁহার মনে পড়িল। তখন তিনি অনেকক্ষণ অধো-বদনে চিন্তা করিলেন। তাহার পর রামসিংহ দর-ওয়ানকে ডাকিয়া গিরিবালার সন্ধানে নন্দী-বাড়ী যাইতে আজ্ঞা করিলেন। রামসিংহ অনতিকাল-মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, গিরিবালা, তাহার ভাই হারাধন, আর শান্তিপুরের একটা স্ত্রীলোক এই তিন জনে আজি বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ঘোড়া তৈয়ার আছে?"

এক জন ভৃত্য সভয়ে নিবেদন করিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

তখন সুরেন্দ্রবাবু দ্রুতপাদবিক্ষেপে নিম্নে অব-তরণ করিলেন। দরওয়ান মহাশয়রা তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া, খাটিয়া ছাড়িয়া, গোঁপে তা দিয়া, দাড়ি মুচ্‌ড়াইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং লম্বা লম্বা সেলামে বাবুকে অভিনন্দিত করিলেন। বাবু কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, লাফ দিয়া ঘোড়ায় উঠি-লেন। বলিলেন,—"পাঁচ জন দরওয়ান ঢালতলো-য়ার লইয়া আমার সঙ্গে আসুক!"

পাঁচ জন দরওয়ান তখনই মাথায় পাগ্‌ড়ী জড়া-ইতে জড়াইতে এবং জামার বন্ধ আঁটিতে আঁটিতে বাবুর সহিত ধাবিত হইল। সকলেই বুঝিল, আজি নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার ঘটিবে।

বিষম ব্যাপারই ঘটিল বটে। হারাধন নন্দীর গৃহসমীপস্থ হইয়া, বাবু সুরেন্দ্রনাথ তাহার জননীকে

ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বৃদ্ধা থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে দরওয়ানের ধাক্কা খাইতে খাইতে বাবুর সম্মুখে হাজির হইল। বাবু তাহার পৃষ্ঠদেশে চাবুক মারিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল্ হারামজাদী, তোর ছেলে-মেয়ে কোথায় আছে?"

বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই বাবা, তাহারা কোথায় গিয়াছে, আমি তাহার কিছুই জানি না। আমাকে তাহারা কোন কথা বলে নাই।"

বাবু বলিলেন,—"চুলের মুঠা ধরিয়া হারাধনের বউকে আমার সম্মুখে লইয়া আয়।"

নিমকহালাল দ্বারবান্গণ চুলের মুঠা ধরিয়া, বাড়ার ভাগ গলাধাক্কা দিয়া, হারাধনের যুবতী ভার্য্যা ভুবনমোহিনীকে সেই নরপ্রেতের সম্মুখে উপস্থিত করিল। তাহার পুত্র-কন্যা ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিতে থাকিল।

বাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। হারাধনের মাতা বাবুর পা জড়াইয়া বলিল,—"তুমি মান অপমানের কর্ত্তা; দোহাই তোমার, তুমি ঘরের বউকে বে-ইজ্জত করিও না, বাবা।"

সুশিক্ষিত সুরেন্দ্রনাথ পদাঘাতে হারাধনের মাতাকে দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং বজ্রনির্ঘোষে ক্রন্দনশীলা বধূকে জিজ্ঞাসিলেন—"তুই নিশ্চয় জানিস্—হারাধন আর গিরিবালা কোথায় আছে? যদি ভাল চাহিস্, তাহা হইলে বল্, তাহারা কোথায়?"

ভুবনমোহিনী অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আপনি বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না। আমরা গরিব—নিরুপায়—আপনি আমাদের উপর অত্যাচার করিয়া সুখী হন করুন; কিন্তু মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, তিনি সকলই দেখিতেছেন।"

সুরেন্দ্রবাবু অতি ক্রোধে বলিলেন,—"ছোটমুখে বড় কথা—চুপ রহ হারামজাদী।" তাহার পর আপনার দলবলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ইহাদের বাটীর টিক্‌টিকি সমেত বদ্‌মায়েস। গিরিবালা আমার জিনিসপত্র চুরি করিয়া কোথায় পলাইয়াছে, তাহা ইহারা নিশ্চয়ই জানে। ইহারা সহজে তাহা বলিবে না। ইহাদের প্রতি দয়া করিবার কোনই দরকার নাই। তোমরা ইহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেও।"

হারাধনের মা উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু হারাধনের স্ত্রী এখন আর কাঁদিল না। সে আপনার শিশু পুত্র-কন্যার হাত ধরিয়া এবং আকাশের দিকে চাহিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্য সত্যই ঘরে আগুন দেওয়া হইল। জীর্ণ ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ঘর হইতে ঘটী, বাটি, বা কাঁথা বালিস, বা কাপড়খানা, মাদুরটা, কিছুই বাহির করা হইল না। কে বাহির করিবে? কেহ এক ফোঁটা জল দিয়া আগুন নিবাইবার যত্ন করিল না। কাহার ঘাড়ে দুইটা মাথা?

সুশিক্ষিত সুরেন্দ্রবাবু ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া গেলেন। যাহাদের আশ্রয়হীন করিয়া পথে বসাইয়া গেলেন, যাইবার সময় একবার তাহাদের দিকে চাহিয়াও গেলেন না।

ধন্য সুরেন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য! গিরিবালার পাপে হারাধনের পুত্র, কন্যা ও পত্নীকে পথের ভিখারী করা যে লজিক শাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহা অবশ্যই অত্যদ্ভুত। কেন সুরেন্দ্রনাথ, তুমি মূর্খ হও নাই? কেন সুরেন্দ্রনাথ, তুমি নীচবংশে জন্মগ্রহণ কর নাই? তাহা হইলে তোমার মূর্খতা স্মরণ করিয়া, তোমার হীনজন্ম আলোচনা করিয়া হয় তো জগৎ তোমার অপরাধ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষমা করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু তুমি সুপণ্ডিত, তুমি জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত, তুমি আত্মাভিমানপূর্ণ, তুমি বুদ্ধিমদে অহঙ্কৃত হায়! তোমার এই ব্যবহার? হায় ধন-সম্পত্তি! এ সংসারে তোমার লীলা নিরতিশয় দুর্জ্জেয়। পাত্রবিশেষে তুমি অশেষ শুভসংগঠনের নিদানভূত হইয়া, বসুন্ধরার দুঃখস্রোত মন্দীভূতা করিতেছ। আবার স্থলবিশেষে তোমারই প্রতাপ জগতের হাহাকার-ধ্বনি সংবৰ্দ্ধিত করিয়া, নিদারুণ নরকের বিভীষিকাপূর্ণ চিত্র নর-নয়নের সম্মুখে পরিস্থাপিত করিতেছে। যাও—বিলাসী, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অবিবেকী সুরেন্দ্রনাথ! বেগগামী অশ্বপৃষ্ঠে দেহ দুলাইতে দুলাইতে, বসুন্ধরাকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতে করিতে, মানবগণকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটের তুল্য বোধ করিতে করিতে আপনার বিলাস-মন্দিরে গমন কর। আজি যে নিরপরাধ নারী ও শিশুগণকে অত্যাশ্চর্য্য সুবিচার

সহকারে তুমি বৃক্ষতলাশ্রয় করিয়া গেলে, তাহাদের কথা মনে করিয়া তোমার ও পাষাণহৃদয় এক তিলও কাতর হইবে না। যদি হয়, তাহা হইলে সে কথা স্মরণ করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ! তোমার এই 'অমার্জ্জনীয় অপরাধ কোনমতেই প্রক্ষালিত হইবে না। আজি হউক, কালি হউক, বা বহুকাল পরেই হউক, তোমাকে এই দারুণ দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে হইবে। ঐ যে দুঃখিনী পুত্রকন্যার হাত ধরিয়া—ঐ যে আশ্রয়হীনা যুবতী নীরবে আকাশে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, জান তুমি মূঢ়, ও কাহার নিকট আপনার দুঃখকাহিনী জানাইতেছে? কোন্ বিচারালয়ে ঐ কামিনী আপনার অবস্থা দেখাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিতেছে? কাহাকে ঐ অভাগিনী আপনার দুর্দ্দশার সাক্ষী করিয়া রাখিয়াছে? সেই ন্যায় ও ধর্ম্মের স্থাপয়িতা, জ্ঞান ও মুক্তির প্রতিষ্ঠাতা, সত্য ও সততার নিদান, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বদর্শী, বিপন্নবান্ধব, আশুসহায় নারায়ণের ধর্ম্মাধিকরণে হারাধনের স্ত্রী আজি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া রাখিল। সেখানে ধনসম্পত্তির প্রভাবে বিচারের তারতম্য নাই, ধনি-দরিদ্রের বৈষম্য নাই, প্রভু-ভৃত্যের ইতরবিশেষ নাই, রাজা-প্রজার বিভিন্নতা নাই। তোমার ধনসম্পত্তি, তোমার অহঙ্কার, তোমার স্বার্থপরতা, তোমার অলৌকিক যুক্তি, তোমার অত্যদ্ভুত জ্ঞান ও বিদ্যা কিছুই তোমার রক্ষাসাধনে সমর্থ হইবে না। সে দিন সে বিচারকালে, ঐ পদবিদলিতা নারী তোমার অপেক্ষা অত্যুচ্চ স্থানে সমাসীনা হইবে। আর তুমি? তোমার দুঃখের তখন ইয়ত্তা থাকিবে না। অহঙ্কৃত সুরেন্দ্রনাথ! সেই ভয়ানক দিন আগতপ্রায়।

অগ্নিদেব অতি সত্বরেই সেই সুজীর্ণ সামান্য গৃহ দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষে পরিণত করিলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। কোন লোকই সুরেন্দ্রনাথের ভয়ে হারাধনের পরিবারবর্গকে আপনাদের বাটীতে আশ্রয় দিবার প্রস্তাব করিতেও সাহসী হইল না। যখন শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অদৃশ্য হইল, তখন হারাধনের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমি যদি সতী-সাধ্বী হই, তবে ভগবান্ আমার দুঃখের কথা অবশ্যই বিচার করিবেন। আজি হইতে গাছতলা আমার আশ্রয়। উত্তম!"

কথা-সমাপ্তির সম-সময়ে পার্শ্বস্থ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া এই বিপন্ন পরিবারের সমীপবর্ত্তী হইল এবং অতি কোমলস্বরে বলিল,—"অবশ্যই ভগবান্ এ অত্যাচারের প্রতীকার করিবেন। কিন্তু গাছতলা তোমার আশ্রয় হইবে কেন মা? আমি কন্যাটি কোলে লই, তুমি পুত্রটিকে কোলে লইয়া, বৃদ্ধা শাশুড়ীর হাত ধরিয়া আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমার সন্তান। আমি তোমাদিগকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইব।"

এই ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের দোকানদার আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত মূর্খ যদু হালদার। সে এই অসময়ে এখানে কেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বড় ভয়ে ভয়ে হারাধন, তরঙ্গিণী ও গিরিবালা রাজীবপুর হইতে প্রস্থান করিল। অনেক ধন-রত্ন তখন তাহাদের আয়ত্ত, সুতরাং তাহারা বড়ই আনন্দিত হওয়া সম্ভব; কিন্তু অতি সহজেই যে তাহারা ধরা পড়িতে পারে, অতি অল্পসময়ের মধ্যেই যে তাহাদের সকল আনন্দের অবসান হইতে পারে, এ সকল দুশ্চিন্তা তাহাদিগকে নিতান্ত বিমর্ষ করিয়া রাখিয়াছে। গিরিবালা বলিতেছে, সুরেন্দ্রবাবু দুই চারি দিনের মধ্যেই এ সকল অপহৃত সামগ্রীর অনুসন্ধান করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই। গিরিবালা অবশ্যই বাবুর রীতি-প্রকৃতি বেশী জানে; সুতরাং তাহার কথা সবিশেষ বিশ্বাসযোগ্য, সন্দেহ নাই। তথাপি তিন জনের কেহই আশঙ্কাবর্জ্জিত নহে। বিধাতঃ! ধন্য তোমার সুব্যবস্থা! অপরাধীর শাস্তি এইরূপে অবিরত তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে।

টাকা ছাড়া আর যে যে জিনিস ছিল, তাহার কতক কৃষ্ণনগরে ও কতক শান্তিপুরে বিক্রয় করিতে তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্ত আপাততঃ তরঙ্গিণীর নিকট গচ্ছিত থাকিবে, পরে আবশ্যকমতে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার হইবে। কয়েক দিন মাত্র শান্তিপুরে থাকিয়া তাহারা কৃষ্ণনগরে যাইবে স্থির করিয়াছে, সেখানে গিরিবালার জন্য একটা বড়গোছ মাছ জালে ফেলিতে হইবে। হারাধন গিরিবালার বড় ভাই, সুতরাং তাহার

শুভাশুভ না ভাবিয়া থাকিতে পারে কি? সৌভাগ্যক্রমে জগতে ঘর ঘর এমন বড় ভাই জন্মগ্রহণ করে না!

এই পরম ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্রয়কে বহন করিয়া গো-যান অতি সত্বর শান্তিপুর-সন্নিহিত হইল। নগরের মধ্যে প্রবেশ করার বহু পূর্ব্বে শকটারূঢ় ব্যক্তিত্রয় দেখিতে পাইল, অদূরে বৃক্ষতলে একখানি পাল্কী রহিয়াছে, আর একটি বাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া, পাল্কীর ছাদে গুড়গুড়ী রাখিয়া তামাকু খাইতেছেন। গাড়ী অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইল। হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর বেশ-ভূষা বড় জাঁকাল। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবুর গুড়-গুড়ী রূপার, রূপার কলিকায় রূপার সরপোষ জিঞ্জির আঁটা, মুখনলটা সোনার। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবু অতি সুপুরুষ, তাঁহার মুখখানি হাসিভরা। হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর ঘড়ীর সোনার চেনটা খুব মোটা, তাহাতে হীরাও আছে। তর-ঙ্গিণী দেখিল, বাবুর চক্ষু দুটি যেন বিধাতার আঁকা, রঙ্গটি যেন কাঁচা সোনা, গোঁপ জোড়াটি অপরূপ! হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর গায়ে সিল্কের জামা, পায়ে বার্ণিস করা বিলাতী জুতা। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবুর কি চওড়া বুক, সর্ব্বাঙ্গের কি অদ্ভুত গঠন। বাবুর তামাকের গন্ধ হারাধনের নাকে প্রবেশ করিল। এমন সুগন্ধ তামাক হয়, তাহা হারাধন জানিত না। তাহার মনপ্রাণ আমোদিত হইয়া উঠিল। হারাধন এ অপূর্ব্ব তামাক একবার টানিবার লোভ অসংবরণীয় বলিয়া জ্ঞান করিল। তখন হারাধন গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িল এবং অতীব বিনীতভাবে বাবুর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিল,—"মহাশয় ব্রাহ্মণ?"

বাবু উত্তর দিলেন,—"হাঁ।"

হারাধন বিশেষ নম্রতার সহিত প্রণাম করিল।

বাবু হাস্যমুখে অতি মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "কল্যাণ হউক। তুমি তামাক খাইবে কি?"

হারাধন পরমানন্দে হাত যোড় করিয়া বলিল,—"বড়ই ভাল তামাক—আমরা গরিব লোক; এমন তামাক কখন খাই নাই।"

ধন্য তামাকু দেবি! অতি শুভক্ষণেই তুমি ভূভার হরণ করিতে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূতা হই-য়াছ! তোমার প্রসাদে কত নগণ্য লোক কত গণ্য লোকের আত্মীয় হইয়াছে এবং কত গণ্য লোক কত নগণ্য লোকের আত্মীয় হইয়াছে। যেখানে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতার কোন সম্ভাবনা নাই, সেখানেও তুমি পরিচয় ও সৌহৃদ্য সংঘটন করিতেছ। নচেৎ এরূপ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যুবার সহিত বেশ্যান্নসেবী তিলি হারাধনের কথাবার্ত্তা কিরূপে ঘটিতে পারে?

দূরে অন্য এক বৃক্ষতলে বাবুর আট জন বেহারা, এক জন দ্বারবান্, এক জন খানসামা এবং এক জন সরকার ছিল। এক জন অপরিচিত আগন্তুক বাবুর নিকটস্থ হইতেছে দেখিয়া, তক্‌মা-আঁটা, গালপাট্টাধারী, ঢাল-তলোয়ারযুক্ত দ্বারবান্ ছুটিয়া আসিল। বাবু তাহাকে দূরে থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"রামা, শূদ্রের হুঁকার জল করিয়া লইয়া আয়।"

হারাধনের গাড়ী নিকটস্থ হইল; গাড়ীর মধ্যগতা সুন্দরীরা গাড়ী থামাইতে বলিলেন বোধ হয়। বাবুর দৃষ্টি গাড়ীর ভিতরে গেল এবং একবার তরঙ্গিণী, একবার গিরিবালার সহিত মিলিল। তরঙ্গিণী একটু অতি মধুর, অতি মৃদু হাসি হাসিল। গিরিবালা মুগ্ধার ন্যায় চাহিয়া রহিল। এত বড় বাবুর সম্মুখে খানসামা হারাধনকে হুঁকা আনিয়া দিবে, এটা বড় লজ্জার কথা বোধ করিয়া হারাধন স্বয়ং সেই দূরস্থ বৃক্ষতলে গেল এবং সরকারের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল যে, কি সর্ব্বনাশ! যাঁহাকে সে বাবু মনে করিয়াছে, তিনি যে সে লোক নহেন, রামপুরের রাজা, নাম অরবিন্দকুমার রায়, আয় চারি পাঁচ লক্ষ টাকা, জাতিতে ব্রাহ্মণ। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। শান্তিপুরে অসংখ্য বিগ্রহ দেখিবার জন্য তাঁহার আগমন হইয়াছে। তিনি এখন কিছু দিন শান্তিপুরেই থাকিবেন, এ স্থান তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে। এরূপ অসাধারণ লোকের সহিত এমন অসম্ভাবিত উপায়ে পরিচয়ের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় হারাধন আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বোধ করিল এবং এই সুসংবাদ শকটারূঢ় আত্মীয়গণকে জানাইবার জন্য সে ধাবিত হইল। সে গিয়া দেখিল, যাহা তাহার হৃদয়ের বাসনা, তাহারই অনু-কূল কার্য্য ভগবান্ ঘটাইতেছেন। রাজার দিকে চাহিয়া গিরিবালা ঈষৎ হাস্যের সহিত মুখ নত করিতেছে, রাজাও সেই হাসির প্রতিদান না

করিতেছেন. এমন নহে। তাহাকে শকট-সন্নিহিত দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কই, তুমি তামাক খাইলে না ?"

হারাধন বলিল,—"আজ্ঞে যাই।"

হারাধন শকটে প্রবেশ করিয়া রাজার সমস্ত পরিচয় তরঙ্গিণী ও গিরিবালাকে জানাইল। তরঙ্গিণী সমস্ত শুনিয়া মনে করিল, "দাঁও তো একেই বলি।" সে আবার একবার রাজার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত করিয়া একটু মধুর হাসি হাসিল। রাজা দুই একবার গিরিবালার প্রতি নেত্রপাত করিয়াছেন, ইহা শুভ লক্ষণ না হইলেও, তরঙ্গিণী লালসাসূচক নয়নবাণ ছাড়িতে ক্ষান্ত হইল না। সে মনে করিল, একবার দুইটা কথা কহিতে পাইলেই রাজাকে সে বাঁধিয়া ফেলিবে, তাহার আর ভুল নাই। রাজা হারাধনকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ইহারা তোমার কে ?"

হারাধন বলিল,—"একটি আমার ভগ্নী, আর একটি—আজ্ঞে আর একটি আমার বড় আত্মীয় লোক।"

রাজা একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যাহার বয়স কম, তিনিই বোধ হয় তোমার ভগ্নী। তুমি এ সুন্দরীদের লইয়া কোথায় যাইতেছ ?"

রাজার এই কথায় তিন জনের মনে তিন রকম ভাব জন্মিল। তরঙ্গিণী মনে মনে ভাবিল, এত বড় মাছটা শেষে কি গিরিবালার জালেই পড়িবে ? পোড়া বয়সই কি সব ? গিরিবালা আমার কিসে লাগে ? গিরিবালা ভাবিল, রাজা-জমীদার মজাইবার মত আমার সকলই আছে। আমার ভাল পড়তাই পড়িয়াছে ; একটা জমীদার ছাড়িয়া আসিতে না আসিতে একটা রাজা জুটিতেছে, আমাকে ভগবান্ এমনই করিয়াছেন। হারাধন ভাবিল, যা ভাবিয়া বাহির হইয়াছি, তাই। এত বড় রাজাটা যদি গিরিবালার ফাঁদে পড়ে, তবে আর চাই কি ? হারাধন অপরিসীম আনন্দ সহকারে বলিল,—"আজ্ঞে, আমরা শান্তিপুর যাইতেছি। শান্তিপুরের বড়বাজারে আমার দোকান আছে। আমরা সেখানে আজি থাকিব।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"আজি দোকানে থাকিবে, তার পর ?"

"আজ্ঞে তার পর—তার পর মহারাজের যেমন হুকুম হইবে।"

রাজা একটু হাসিয়া ফেলিলেন। লোকটার ইতরতা দেখিয়া কি ? হইবে। বলিলেন,—"তা বেশ তো। বেলা বেশী হইতেছে। তোমরা এখানে এখন জলটল খাও না কেন ? পাল্কী-বেহারাদের কাছে তোমাদের গাড়োয়ানকে বসিতে বলিয়া তোমরা কিছু খাওয়া-দাওয়া করিয়া যাও না কেন ? শান্তিপুরে তো আসাই হইয়াছে। ঐ যে মাঠের মধ্যে তাঁবু পড়িয়াছে দেখিতেছ, ও আমারই। তোমাদের ইচ্ছা হয় তো ওখানেও আসিতে পার। আমি এখন ওখানেই যাইতেছি।"

হারাধন বাসনা-সিদ্ধির এমন সহজ পন্থা দেখিয়া চরিতার্থ হইল। সে তরঙ্গিণী ও গিরিবালাকে লইয়া রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলিল এবং অবিলম্বে সেই সুদৃশ্য পটমণ্ডপে উপস্থিত হইল। সেখানকার শোভা ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হারাধন ও তাহার সঙ্গিনীরা অবাক্ হইল। গালিচা, পর্দ্দা, খাট, চেয়ার, টেবিল, গদি, বিছানা, বালিস সকলই তাহাদের পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অতি চমৎকার। তাহারা সেখানে গিয়া বসিলে, রাজার আদেশক্রমে ভৃত্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপার থালে করিয়া কতকগুলা লুচি, কচুরি, আলুর দম প্রভৃতি সামগ্রী দিল, রূপার গ্লাসে করিয়া জল দিল। আর রাজা স্বয়ং আলমারীর ভিতর হইতে একটা তার-জড়ান বোতল বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন,—"দোষ কি ? যদি অভ্যাস থাকে, তবে ইহাও ইচ্ছামত খাও না কেন ? আমি প্রাতে ওটা খাই না, নতুবা আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতাম।"

বোতলের সহিত আত্মীয়তা তিন জনেরই যথেষ্ট আছে। সুতরাং তিন জনই বোতল দেখিয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইল। হারাধন আনন্দে আটখানা, তরঙ্গিণী কিছু বিমর্ষ, গিরিবালা অহঙ্কৃতা। গিরিবালা এখন মনে ভাবিতেছে, তাহার রূপ-যৌবন অবশ্যই অলৌকিক, নচেৎ ব্রহ্মাণ্ডের বড়লোকেরা তাহাকে দেখিয়া মজে কেন ? তাহার অধঃপতন সম্পূর্ণ হইয়াছে কি ? তরঙ্গিণী যে কিছু বিমর্ষ, এ কথা রাজা মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, এবং অবিলম্বে ইহার প্রতীকার করিতে সঙ্কল্পও করিলেন। দুই চারিবার গ্লাস ঘুরিয়া আসার পর তরঙ্গিণী ছাড়া সকলেরই কথা উঁচু উঁচু হইয়া উঠিল। রাজাকে আর বড় তফাৎ বলিয়া বোধ থাকিল না। গিরিবালাই রাজার সহিত কিছু বেশী কথা কহিতে লাগিল। এ কথা

সে কথার পর সে বলিল,—"তোমার মত আমারও আংটী আছে। দেখিবে?"

হতভাগিনী একেবারেই তুমি বলিয়া ফেলিল। রাজা বড়ই হাসিলেন। বলিলেন,—"তা তোমার থাকিবে বই কি?"

গিরিবালা অপহৃতা পুঁটুলী খুলিতে আরম্ভ করিল। হারাধন বলিল,—"থাক্ থাক্—ও সব খুলিয়া কি কাজ? রেখে দে!"

গিরিবালা সে কথা শুনিল না। আপন মনে পুঁটুলী খুলিতে থাকিল। রাজা তরঙ্গিণীকে অস্ফুট-স্বরে বলিলেন.—"তুমি ভাই আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন?"

তরঙ্গিণী অগাধ জলের মাছ। রাজা ভাই বলাতেই সে গলিল না। মনের ঝাল মিটাইয়া বলিল,—"আমরা বুড়া-হাবড়া মানুষ, আমাদের আবার কথা।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজা বলিলেন,—"কুন্তীদেবীর বয়সে কি যৌবন যায়। রসের পরিপাক তো তোমাতেই। মানুষ তো তুমিই।"

কথাটা তরঙ্গিণীর মনের মত হইল। সে ঢুলু ঢুলু নয়নে কটাক্ষ ছাড়িয়া একটু হাসিল। গিরিবালা পাঁচটা আংটী লইয়া রাজার নিকটে আসিল। এত নিকটে আসিল যে, রাজার গায়ে তাহার অঙ্গ-স্পর্শ হয় হয় হইল। রাজা অতি সাবধানে আপনার শরীর বক্র করিয়া বলিলেন,—"বাঃ, বেশ, বেশ আংটী! এ আংটী সকল কাহার বখসিস? বাঃ, এটিতে যে কি লেখা রহিয়াছে—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র জমীদার। রাজীবপুরের সুরেন্দ্রবাবু বুঝি? তুমি কি তাঁহারই হীরামন?"

হারাধন অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবুর নামটা কানে যাওয়ায় সে উঠিয়া বলিল,—"কি, সুরেন্দ্রবাবুর নাম লেখা—আংটীতে? ওটা ফেলিয়া দাও, ধরা পড়িতে হবে না কি?"

রাজা বলিলেন,—"তবে এ সকল বখসিস নয়? লইয়া আসা? তা বেশ তো। সে লোকটা কখন একটি পয়সা কাহাকে দিতে চায় না। তাহার নিকট হইতে এরূপে না লইলে উপায় কি?"

গিরিবালা বলিল, "হতভাগার নাম বুঝি ক্ষোদা আছে। তা ভাই, তোমার সঙ্গে আমাদের আলাপ হইয়াছে। আমরা গরিব বলিয়া যদি কেহ ধরে, তার উপায় তোমাকে করিতে হইবে। তা—তা—আমাকে সে বড় কষ্ট দিয়াছে।"

রাজা সকলই বুঝিলেন। হারাধন আবার তন্দ্রা-গ্রস্ত। গিরিবালা বলিতে লাগিল,—"আমার দোষ নাই—আমাকে সে অনেক দিব বলিয়া কিছুই দেয় নাই। তা আমি না লইব কেন? তা রাজা, আমি সুরেন্দ্রের মুখে ঝাঁটা মারি—তুমিই আমার সব।"

এই বলিয়া সেই উন্মাদিনী কুলটা রাজার গলা জড়াইয়া ধরিতে গেল। রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"তা তুমি বেশ করিয়াছ। কিন্তু ধরা পড়িতে পার; একটু সাবধান হওয়া উচিত।"

তখন টলিতে টলিতে গিয়া গিরিবালা হারাধনকে উঠাইল। এরূপ মূল্যবান্ সামগ্রী সকল তাহাদের নিকট থাকিলে তাহারা যে সহজেই চোর বলিয়া ধরা পড়িবে, তাহা তাহারা স্থির বুঝিল। তখন তরঙ্গিণী প্রস্তাব করিল,—"এ সকল জিনিস রাজার নিকট থাক না কেন? রাজা বড় ভদ্র, অমায়িক, খুব বড় লোক। উঁহার কাছে থাকিলে কার সাধ্য কে কি বলে?"

প্রথমতঃ তাহার বয়সাধিক্য, তাহার প্রতি অনু-রাগ-উৎপাদক কথা বলায়, তাহার পর গিরিবালা অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে রাজার সাবধানতা দেখিয়া তরঙ্গিণী স্থির করিয়াছেন, মুখে রাজা গিরি-বালার সহিত যেমন করিয়া কথা কহুন, প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনি তরঙ্গিণীরই অনুরাগী হইয়াছেন। হই-বারই কথা। বারনারীর যদি এ গৌরব না থাকে, তবে তাহার থাকে কি? তরঙ্গিণী স্থির করিয়াছে, দুইটা শত্রু সঙ্গে না থাকিলে রাজা তাহারই গোলামী করিতেন। সুযোগ উপস্থিত হইলে সে সৌভাগ্য অবশ্য তাহার ঘটিবে। সে রাজার হস্তে যে সেই অপহৃত পুঁটুলী ন্যস্ত করিতে বলিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তাহার মনে আরও লোভ ছিল। রাজার হাতে পড়িলে এ সকল জিনিস সে একাই হস্তগত করিতে পারিবে। তা ছাড়া সে বুঝিয়া ছিল, এ চোরাই মাল আপাততঃ কাছ-ছাড়া করাই আব-শ্যক। নচেৎ তাহাকেও চোর হইতে হইবে। সুতরাং জলে ফেলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা পাওয়া যাই-বার আশা থাকে, এমন স্থানে রাখাই ভাল।

তরঙ্গিণীর রায়ে হারাধনও রায় দিল। গিরি-বালাও সুতরাং সম্মত হইল। তাহাদের অনুরোধে

রাজা নোট-বহি বাহির করিয়া জিনিসের ফর্দ্দ করিয়া লইলেন। বলিলেন,—"আমাকে যদি শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তোমাদের জিনিস তখনই ফিরাইয়া লইতে হইবে।"

গিরিবালা বলিল,—"তুমি যদি যাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমার জিনিস তখনও তোমার সঙ্গেই থাকিবে।"

রাজা বলিলেন,—"তা বেশ কথা। আপাততঃ প্রায় অপরাহ্ণ হইয়াছে। আমার শান্তিপুরে যাইবার দরকার; তোমরাও চল, শান্তিপুরে আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমার সরকার সঙ্গে যাইয়া তোমাদের বাসস্থান চিনিয়া আসিবে। গঙ্গার ধারে বড় থামওয়ালা বাটীতে আমার বাসা। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সে-ই আমার বাসা দেখাইয়া দিবে।"

এখান হইতে উঠিতে হারাধনের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রাজা যখন থাকিতেছেন না, তখন থাকিতে কাহারও মত হইল না। তাহারা টলিতে টলিতে গাড়ীতে উঠিতে চলিল।

রাজা সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ইহারা বড়ই মন্দ লোক। ঐ স্ত্রীলোকটা কালিদাস চক্রবর্ত্তীর উপপত্নী তরঙ্গিণী, আর ঐ স্ত্রীলোকটা হারাধনের ভগ্নী গিরিবালা। বোধ হয়, গিরিবালা অন্তঃসত্ত্বা। ইহাদের সঙ্গে যাও। দেখিও, ইহারা কোথায় যায়, কি করে। আমি অনেক কথা আদায় করিয়াছি। তুমি যত দূর যাহা জানিতে পার, চেষ্টা করিবে।"

রাজা পাল্কীতে উঠিলেন। দ্বারবান্ ও খানসামা পশ্চাতে ধাবিত হইল। গোল করিতে করিতে মাতালের দলেরা গাড়ী ছাড়িয়াছিল। সরকার গাড়ীর পশ্চাতে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হারাধনের দল বড়ই মাতলামী করিতে করিতে বেলা তিনটার সময় শান্তিপুরে পৌছিল। শান্তিপুরে আসিরা তাহারা কালিদাসের বাটীতে গেল না; হারাধনের যে একটা নাম মাত্র দোকান ছিল, সেখানেও গেল না; বাজারের নিকট একটা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিল। এরূপ থাকিতে তরঙ্গিণীরই বেশী আগ্রহ। তরঙ্গিণী যাহা মনে করিবে, হারাধন তাহাতেই সায় দিবে। কেন তরঙ্গিণী আপনার বাটীতে গেল না? কয় দিন অসাক্ষাতের পর সে কেন তাড়াতাড়ি বাটী যাইয়া বিরহ-বিধুর কালিদাসকে সুস্থ করিতে ব্যাকুল হইল না? এ সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর আমরা দিতে পারি না, কিন্তু একটা অনুমান করিতে পারি। আমাদের বোধ হয়, রাজাকে দর্শন করার পর হইতে তরঙ্গিণীর হৃদয়ে অনেক দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুরভিসন্ধি জন্মিয়াছে। সে একবার একাকিনী সুযোগমতে রাজার সহিত কথা কহিতে পাইলেই যে তাঁহার হৃদয়েশ্বরী হইতে পারিবে, সে বিষয়ে তাহার কোনই সংশয় নাই। বাটীতে গিয়া সেরূপ সুযোগ ঘটিবার সুবিধা হইবে না। আর রাজার হস্তে যে সকল অপহৃত সামগ্রী গচ্ছিত করা হইয়াছে, রাজার সহিত আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা ও প্রণয় স্থাপন করিয়া সে যে তৎসমস্ত হস্তগত করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। রাজার সহিত আলাপ-পরিচয়ের এই অবসর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে এ সকল কিছুই হয় না। অনেক ভাবিয়া তরঙ্গিণী ঘর ভাড়া করিয়া থাকিল। গিরিবালার বেশী নেশা হইয়াছিল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। হারাধন একবার বমি করিল। তরঙ্গিণী খাড়া ছিল।

সরকার উহাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল এবং হারাধনের নিকট বিদায় চাহিল। হারাধন তাহাকে বিদায় দিবার সময় বলিল,—"তোমার সঙ্গে গিয়া রাজবাড়ী একবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল—তা এখন শরীর ভাল নাই। একটু পরে যাইব। কি জান ভাই, রাজার কাছে আমাদের সর্ব্বস্ব গচ্ছিত আছে। কে জানে, রাজা লোক কেমন? কোন ভয় নাই তো বাবু?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"বুড়া হইতে গেলে, মানুষ চিন্‌তে পার না? রাজা লোক কেমন, তা আর জানিতে হয়? তুমি যা অতুল সম্পত্তি ভাবিতেছ, রাজার তাহাতে সংবৎসরের জুতার কড়িও হয় না। ভাল. তোমার যদি বিশ্বাস না হয় আমি জামীন থাকিতেছি। টাকায় জিনিসে যা রাজার কাছে আছে, তা আমি দিব।"

হারাধন নীরব। সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তরঙ্গিণী তখন সরকারকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত

করিল। একটু তফাতে সরিয়া গিয়া তরঙ্গিণী একটু হাসির সহিত মিশাইয়া জিজ্ঞাসিল,—"সরকার মহাশয়! তোমার নামটি কি ভাই?"

সরকার উত্তর দিল,—"আমার নাম শ্রীনীলরতন চৌধুরী।"

"চৌধুরী মহাশয়েরও কি রামপুরে বাড়ী?"

"হাঁ।"

আলাপটা পাকাপাকি করিবার বাসনায় তরঙ্গিণী অনেক কথা ফাঁদিল এবং অনেক প্রকারে চৌধুরীর মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তুত হইল। সকল কথা গ্রন্থে লিখিবার অযোগ্য।

নীলরতন সরকার লোকটি বড়ই গম্ভীর ও সাবধান। কথাবার্ত্তা শুনিলে ও ব্যবহারাদি দেখিলে, সামান্য সরকার অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক উচ্চ-শ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ। চৌধুরী মহাশয় লম্বা-চওড়া মন্দ ছিলেন না।

তরঙ্গিণীর কথা শুনিয়া চৌধুরী বলিলেন,—"তুমি যেরূপ সুন্দরী ও রসিকা, তাহাতে রাজা তোমাকে পাইলে যে বড়ই আদর করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই, তা আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমার উপর তাঁহার খুব মন পড়িয়াছে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমার অবশ্যই এক জন আপনার লোক আছে। তুমি রাজার প্রণয়িনী হইলে, সে লোকটা চটিয়া যাইবে এবং হয় তো হাঙ্গামা বাধাইবে। রাজা ওরূপ গোলমালে বড় ভয় করেন।"

তরঙ্গিণী বলিল,—সে জন্য কোন ভয় নাই, আমার প্রতি রাজার মন পড়িয়াছে জানিতে পারিলেই আমি ঠিক করিয়া লইব। আমার গহনা-গাঁটি যা কিছু আছে, হস্তগত করিয়া এমন সরিয়া পড়িব যে, কেহই আমার সন্ধান করিতে পারিবে না, আছি কি মরিয়াছি, তাহাও জানিতে পারিবে না।"

নীলরতন বলিলেন—"তা বেশ; আটঘাট বাঁধিয়া কাজ করিও—দেখিও, গোল না হয়। আমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না। আমি তোমার পক্ষেই আছি—থাকিবও। তবে ভাই, আমি গরিব মানুষ। চাকরী করি সত্য, দশ টাকা পাইও সত্য, কিন্তু খরচ অনেক, ডাহিনে আনিতে বাঁয়ে কুলায় না। আমার বিষয় তোমার বিবেচনা করিতে হইবে। রাজার রাণী আছেন বটে, কিন্তু জানই তো তুমি, ওরূপ ইয়ার লোকের রাণীকে কেবল কাঁদিয়াই দিন কাটাইতে হয়। তুমি জুটিয়া গেলে রাণী যে বাঁদী হইবেন, তাহার আর ভুল নাই—তখন তুমিই আদত রাণী হইবে।"

বড়ই লোভের কথা। তরঙ্গিণী চতুরা হইলেও কিন্তু ধন-রত্ন-সুখ-সৌভাগ্যের লোভ তাহার হৃদয়ে বড়ই প্রবল। কুৎসিতদর্শন, সামান্য দোকানদার, অপদার্থ কালিদাসের সেবা সে অনেক দিন করিয়াছে। তাহাতে তাহার অনেক বাসনাই অতৃপ্ত রহিয়াছে। রাজার অপরিসীম রূপ, অতুলনীয় ধনসম্পত্তি, অত্যদ্ভুত বিলাসিতা এবং হৃদয়মোহকর সরলতা ও রসিকতা তাহার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তরঙ্গিণী বড়ই মজিয়াছে! হিতাহিতজ্ঞান তাহার আর নাই। সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিবার শক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। সে বলিল,—"তোমার বিষয় বিবেচনা করিব, তাহা আর বলিতে! যদি আমার বাসনা সিদ্ধ হয় তাহা যে তোমার সাহায্যেই হইবে, তাহা কি আমি বুঝিতেছি না? তোমাকে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট করিব। আমার হাতে এখন কিছু নাই, থাকিলে আমি এখনই তোমাকে এক শত টাকা দিতাম ভাই! তা—তা আমার হাতের তাগা তোমাকে খুলিয়া দিতে পারি, তুমি লও না কেন?"

চৌধুরী বলিলেন,—"তা আমি লইব না। রাজা জানিতে পারিলে আমার উপর রাগ করিবেন। যদি কিছু দেওয়া মত হয়, নগদ দিও,—জিনিস-পত্র লইয়া রাজার হাতে মারা পড়িব না কি?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তাহাই হইবে। আমি তোমার জন্য নগদ টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আবার কখন্ তুমি আসিবে? কখন্ তুমি আমাকে রাজার কাছে লইয়া যাইবে?"

চৌধুরী বলিলেন,—"সন্ধ্যার পর। আমি রাজার সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া তোমার সহিত দেখা করিব, তৈয়ার থাকিও। কিন্তু ওরা যে থাকিবে? হারাধনের সম্মুখে আমার আসাও ভাল নহে, তোমার যাওয়াও ভাল নহে। অত বড় একটা রাজা কি শেষে একটা ছোট লোকের সহিত দাঙ্গা বাধাইবেন? এ কথা তুমি বেশ করিয়া বিবেচনা কর।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"সে জন্য ভয় নাই। আমি এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব যে, কিছুই জানিতে পারিবে না।"

নীলরতন বলিলেন,—"যেন গোল না হয়। আর একটা কথা—গিরিবালা আর হারাধনের ব্যবহারে রাজা অসন্তুষ্ট। এটা নিগূঢ় কথা। গিরিবালার কথা রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি ওরূপ লোকের সহিত তোমাকে কথাবার্ত্তা কহিতে দিবেন না, থাকিতেও দিবেন না। রাজার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হইতেছে, তখন আগেই উঁহাদের সকল কথা তোমার জানাইয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে তুমি যে উঁহাদের মত নয়, এ বিষয়ে রাজার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

তখন তরঙ্গিণী আপনার সততা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত, গিরিবালা-সুরেন্দ্রবাবু-ঘটিত সমস্ত কথা—প্রথম আলাপ হইতে গিরিবালার চৌর্য্য ও পলায়ন পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিল এবং হারাধন যে অতি সামান্য ও জঘন্য লোক, তাহাও সে বার বার বলিল। সুরেন্দ্রবাবুর স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কাহিনী, তাঁহার অবিচার ও অত্যাচার সকলই তাহার বাগ্মী রসনা ব্যক্ত করিল। গিরিবালার গর্ভসঞ্চার ও সে গর্ভ নষ্ট করিবার সঙ্কল্প পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয়ের গোচর করা হইল। এ কুৎসিত পরামর্শের সে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রণাদাত্রী ও উদ্যোগকর্ত্রী হইলেও অধুনা আপনার সাধুতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশায় সমস্ত অপরাধ হারাধনের ঘাড়ে চাপাইয়া দিল। হারাধন আপনার ভগ্নীকে লইয়া ব্যবসায় করিতে বাহির হইয়াছে, ইহাও সে বলিল। সত্যের সহিত সে মিথ্যাও অনেক মিশাইল। গিরিবালার বয়স সম্বন্ধেও সে প্রধান মিথ্যা কথা বলিল। সে বলিল, 'গিরিবালার বয়স ত্রিশ বৎসরের কম নহে, ইহা সে ঠিক জানে। তাহার অপেক্ষা গিরিবালা ৫।৭ বৎসরের বড়, ইহা সে প্রতিপন্ন করিল। রোগা ও খর্ব্বাকার বলিয়া গিরিবালাকে ছোট দেখায়।'

সমস্ত কথা শুনিয়া নীলরতন বলিলেন,—"এখন আসি তবে। সন্ধ্যার পর আসিব। দেখিও, কোন গোল হয় না যেন—হারাধন যেন জানিতে না পারে। রাজাকে ঠিক করিয়া আসিব। কোন ভাবনা নাই। আমার বিষয় যেন মনে থাকে।"

তরঙ্গিণী তাঁহাকে অনেক আশ্বাস দিয়া বিদায় করিল। তরঙ্গিণী গৃহাগতা হইয়া দেখিল, হারাধন সুনিদ্রিত। তখন সে যথাবিহিত যত্নে আপনার দৈহিক পারিপাট্যসাধনে ব্যাপৃত হইল। সে জানে, তাহার রূপ তো কম নহে; এ রূপের ফুল রাজার উদ্যানেই ফুটা উচিত। কুৎসিত কালিদাস চক্রবর্ত্তী কি ইহার উপযুক্ত পাত্র? কেবল সুযোগের অভাবে কেবল অনুকূল ঘটনা না ঘটায়, এ মুক্তামালা এত দিন বানরের গলায় দুলিতেছে। সে সুযোগ—সে অনুকূল ঘটনা যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর ফসকাইবার যো আছে কি? অনেক আশা করিয়াই তরঙ্গিণী গা ঘসিতে ও চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

তরঙ্গিণীর বেশ-ভূষা সাঙ্গ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হারাধনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সন্ধ্যার বেশী বিলম্ব নাই। বেশের ঘটা হইতেছে দেখিয়া হারাধন বলিল,—"কাণ্ডখানা কি? এ জায়গায় এত রূপের ঢোলন কেন বাহির করিতেছ ভাই?"

তরঙ্গিণী বলিল,—'আজি যদি রূপ না ছড়াইব, তবে ছড়াইব কবে? আজি তুমি আমি একা—এমন সুযোগ কবে হইবে? চিরদিনই চক্রবর্ত্তীর ভয়ে লুকোচুরী করিয়া দিন কাটাইতে হয়। তোমাকে লইয়া মন খুলিয়া আমোদ করিতে পাই না। বিধাতা যদি সুযোগ ঘটাইয়া দিয়াছেন, তবে ছাড়িব কেন? এই লোভেই আমি বাড়ী যাই নাই। কালিও যাইব না। মনের সকল সাধ মিটাইব।" হারাধন গলিয়া জল হইল। তরঙ্গিণী আবার বলিল,—"বাড়ীতে চক্রবর্ত্তীর জন্য ভাল করিয়া মদ খাওয়া প্রায়ই হয় না। আজি তোমাতে আমাতে ভাল করিয়া মদ খাইব। তুমি তিনটি টাকা লইয়া যাও। এক টাকার খাবার, দুই টাকার মদ লইয়া আইস। দেরী করিও না।"

এরূপ সৎকল্পে ও শুভ কার্য্যে দেরী করিবার লোক হারাধন নহে। সে তখনই গামছা কাঁধে ফেলিয়া ও টাকা টেঁকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। তরঙ্গিণী কাজ শেষ করিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। হারাধন ফিরিয়া আসিল। তরঙ্গিণী তাহাকে বড় আদর করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে গিরিবালা ঘুমাইতেছিল। তাহার ঘুম আপাততঃ যাহাতে না ভাঙ্গে, তজ্জন্য তরঙ্গিণী সাবধান করিয়া দিল।

অধিক মাত্রায় সুরা প্রয়োগ করিয়া হারাধনকে অচেতন করাই তরঙ্গিণীর অভিপ্রায়। তাহা হইলে,

নীলরতন আসিলে কথাবার্ত্তার অসুবিধা বা রাজার ভবনে যাইবার প্রয়োজন হইলে, কোনই ব্যাঘাত ঘটিবে না। সুতরাং কালব্যাজ না করিয়া তরঙ্গিণী একটি প্রদীপ জ্বালিল এবং খাদ্যসামগ্রী, মদ ও গ্লাস লইয়া বসিল। বড় আদর ও যত্ন সহকারে সে হারাধনকে মদ ঢালিয়া দিল। বিনীত ও আজ্ঞাবহ হারাধন তাহা গলাধঃ করিলেন। হারাধন মধ্যে মধ্যে তরঙ্গিণীর মুখে খাদ্য তুলিয়া দিতে লাগিল। অনুরোধ-রক্ষার জন্য খালি গ্লাস মুখে ধরিয়া তরঙ্গিণী মুখ বিকৃত করিতে থাকিল। এক বোতল শেষ হইল, দ্বিতীয় বোতল আরম্ভ হইল। সুরা হারাধনের মস্তিষ্ক ও শোণিত অধিকার করিয়া দেহকে অধীন করিয়া ফেলিল, সে আর মদ গিলিতে পারে না। কিন্তু তরঙ্গিণীর যে আদর, যে মধুমাখা কথা, তাহাতে 'না' বলা যায় কি? হারাধন সুখের সাগরে ভাসিতেছে। অনেক ধান্যেশ্বরী তাহার সুবিশাল উদরে প্রবেশ করিল। তখন হারাধন বলিল, "না, —না—তরি—আর না।"

তখন তরাঙ্গণী হারাধনের গলদেশ আপনার সুগোল বামবাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তে এক পাত্র সুরা লইয়া তাহার মুখের নিকট ধরিল। হারাধন তখন তরঙ্গিণীর চিবুকে হাত দিয়া অতি বিকৃতস্বরে একটা কুৎসিত গান ধরিল।

ঠিক এই সময়ে সেই পাপ কুঠীর দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং এক কৃষ্ণকায় পুরুষ চক্ষুর নিমেষ-মধ্যে গৃহমধ্যস্থ হইয়া, হস্তস্থিত লগুড়ের দ্বারা হারাধনের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। হারাধন তৎক্ষণাৎ রুধিরাক্ত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইল। অতঃপর তরঙ্গিণীর মস্তকে অনুরূপ আঘাত করিবার নিমিত্ত প্রহারকারী সেই লগুড় উত্তোলন করিল। এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক্ হইতে এক সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধারী বিশালোরস্ক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রহারকারীর হস্ত ধারণ করিলেন। প্রহারকারী বহু চেষ্টাতেও সেই ব্রাহ্মণের বজ্রমুষ্টির মধ্য হইতে আপনার বাহু উন্মুক্ত করিতে পারিলেন না। ভয়বিকম্পিতা তরঙ্গিণী দেখিল, প্রহারকারী কালিদাস চক্রবর্ত্তী। কিন্তু কে এ ব্রাহ্মণ?

তৃতীয় খণ্ড

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥"

অর্থ;—যিনি আত্মা দ্বারা মনকেও জয় করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আত্মা বন্ধু; কিন্তু অজিতমনা ব্যক্তির আত্মাই শত্রুর ন্যায় অনিষ্ট সাধনে নিযুক্ত থাকে।

তাৎপর্য্য।—যিনি বুদ্ধিবলে বিষয়াসক্ত, ভোগানুরত, কার্য্যকারণ-সঙ্ঘাতরূপ মনকে পরাভূত করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন এবং আত্মার প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাঁহারই আত্মা শুভানুধ্যায়ী বন্ধুস্বরূপ। আর যে আত্মজয় করিতে সমর্থ নহে, তাহার আত্মা চিরদিনই অনিষ্টকারী শত্রু স্বরূপ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৬ষ্ঠ অধ্যায়। ৬ষ্ঠ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদুক্তি।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুমি জ্ঞানগর্ব্বিত দার্শনিক মহাশয়! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া তোমার মহিমা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তোমার সকল মত গ্রহণ করিতে কদাপি প্রস্তুত নহি। তুমি অদৃষ্ট মান না, পূর্ব্বজন্ম স্বীকার কর না, জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফলাফল গ্রাহ্য কর না, প্রারব্ধ কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহ এবং সকলই মানবের বর্ত্তমান কর্ম্মাকর্ম্মের পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ কর, অথবা অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনার ফল বলিয়া যাবতীয় রহস্যের মীমাংসা কর। তোমার এই তত্ত্ব যথেষ্ট সারবান্ ও যুক্তি-যুক্ত হইলেও সংসারের ব্যাপারসমূহ ইহার নিতান্ত বিরুদ্ধ। জগতে যে সকল কাণ্ড অনুক্ষণ পদে পদে প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহার অধিকাংশ স্থলে তোমার এই সারবান্ তত্ত্ব প্রয়োগ করিলে কোনই মীমাংসা হয় না। কেন নিরপরাধা মা, অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিয়া হায় হায় করিতে করিতে দিন কাটাইতেছে? কেন ঘোর দুষ্ক্রিয়ান্বিত মহাপাপী আনন্দোন্মত্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে? কেন সাধুপুণ্য-প্রাণ মহাজন মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িত হইতেছে? কেন নরহন্তা দস্যু ভোগের উপর ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে? কেন এক জন যৎপরোনাস্তি অপরাধ করিয়াও স্বচ্ছন্দে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে? কেন পাপসংস্পর্শশূন্য ব্যক্তি দণ্ডভোগ করিতেছে? কেন হত্যাকারী রাজ-দ্বারে মুক্তিলাভ করিয়া বুক ফুলাইতেছে? কেন পরম অহিংসুক ব্যক্তিকে হত্যাপরাধে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইতেছে? ইত্যাদি যে সকল বিষদৃশ ব্যাপার সংসারের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা আলোচনা করিলে তোমার ঐ সুমহান্ তত্ত্বে অবশ্যই অশ্রদ্ধা হয়। তখনই মনে হয়, এ সংসার এক সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রমাত্র। জীব এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত। কেহ বা উৎসাহ-সহকারে, কেহ বা নিরুৎসাহে, কেহ বা স্বেচ্ছায়, কেহ বা অনিচ্ছায়, কেহ বা দায়ে, কেহ বা সখে কর্ম্ম করিতেছে। ক্রিয়াশীলতাই জগতের ব্যবস্থা—নিষ্ক্রিয় কেহই নাই। যে মুহূর্ত্তে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিতে হইয়াছে, যে মুহূর্ত্তে মানবকে এই সীমাশূন্য সমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় ভাসিতে হইয়াছে, তখনই নিরুদ্ধদর্শন বলীবর্দ্দের ন্যায় তাহাকে কর্ম্মে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আর তাহার কর্ম্মের বিরতি নাই। কর্ম্ম তাহার সঙ্গী ও অপরিহার্য্য সহচর। স্নেহময় পিতামাতা তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, প্রিয় সুহৃদ্গণ তাহাকে

পরিত্যাগ করিবেন, প্রাণাধিকা প্রণয়িনী তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু কর্ম্ম তাহাকে কদাপি পরিত্যাগ করিবে না। সে ধনী বা দরিদ্র হউক, ভিক্ষুক বা রাজ্যেশ্বর হউক, সমর্থ বা মূর্খ হউক, বুদ্ধিমান্ বা নির্ব্বোধ হউক, সমর্থ হউক বা অসমর্থ হউক, কর্ম্ম করিতে সে জন্মিয়াছে, কর্ম্ম করিতে সে বাধ্য; কর্ম্ম তাহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। কর্ম্ম করিতে মনুষ্য এত বাধ্য বটে, কিন্তু ইহার ফলাফল সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ। তাহারা কর্ম্মের দাস, কর্ম্ম তাহাদের দাস নহে। ফলের আকাঙ্ক্ষায় তাহারা কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু ফল তাহাদের দুর্জ্ঞেয়, অনায়ত্ত ও ইচ্ছাতীত। চিকিৎসক বহুযত্নে রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন; কিন্তু বলিতে পারেন কি তিনি, রোগীর পরিণাম কি হইবে? আজি যাহা সহজ জ্বর, কালি তাহা সান্নিপাতিক বিকার হইয়া চিকিৎসকের সকল বিদ্যাবুদ্ধিকে বিদ্রূপ করিবে। বহুদিনের পর প্রবাসী আপনার প্রিয়জনবর্গকে দেখিবার জন্য বস্ত্রালঙ্কার লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন,—আর কয়েক ব্যাম মাত্র অতিক্রম করিলে তাঁহার সুখময় আবাস নয়নগোচর হয়; কিন্তু হায়! পশ্চাদ্বর্ত্তী তস্করের মুদ্গরাঘাতে সেই স্থানে তাঁহার প্রাণান্ত হইল। উপায়ক্ষম যুবক অনন্ত সুখের আশা করিয়া, সুন্দরী ও গুণবতী ভার্য্যার সহিত বড় আনন্দের গৃহস্থালী পাতিয়াছে; নির্ম্মম যম সেই যুবার প্রাণান্ত করিয়া সেই আনন্দময়ী যুবতীকে পথের ভিখারিণী করিয়া দিতেছে। এইরূপে পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয়, মনুষ্য কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে তাহার কোনই ক্ষমতা নাই। অদৃষ্ট তাহার ব্যবস্থাপক—ক্রিয়াশীল মানবের ক্রিয়াফল বিধি-নিয়োজিত।

আমাদের পরিচিত রাজীবপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বা সাহেব সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সুবিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইলেও, অন্যান্য সকল মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্মের দাস। ভগবান্ বলিয়াছেন, 'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।' এ মহাবাক্যের তিনিও এক জন দৃষ্টান্তস্থলভূত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবান্ স্থানান্তরে বলিয়াছেন—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' এই মহদুক্তির প্রয়োগস্থল তিনি কোন ক্রমেই হইতে পারেন না। কর্ম্মফলে তাঁহার আসক্তি যথেষ্ট এবং কর্ম্মফল ইচ্ছাধীন ও অবধারিত বলিয়া তাঁহার পূর্ণবিশ্বাস। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী সুরেন্দ্রবাবু যথেচ্ছাচারের মূর্ত্তিমান্ অবতার হইয়া উঠিয়াছেন, এবং অনুগত ও অধীনস্থ মানবগণকে যদৃচ্ছাক্রমে পদাবদলিত করিতেছেন। সতী স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ, নিরপরাধ ব্যক্তির নিরতিশয় দণ্ডবিধান, গুণবানের প্রতি অযথা অত্যাচার প্রভৃতি নিষ্ঠুরাচরণ, এই সুশিক্ষিত পাষণ্ডের নিত্যব্রত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিরঙ্কুশভাবে ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, ইচ্ছানুরূপ ফলভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। কিন্তু তিনি যাহাই মনে করুন, বসুন্ধরা ভগবদ্বিহীন নহে এবং ক্রিয়াফল মনুষ্যের প্রতাপ বা ধনসম্পত্তি, বিদ্যা বা কৃতিত্বের অধীন নহে। এ জ্বলন্ত সত্য কখনই মিথ্যা হইবে না।

যে দিন হারাধনের গৃহদাহ করিয়া সুরেন্দ্রবাবু কীর্ত্তি বিস্তার করেন, তাহার কয়েক দিন পরে তিনি এক সম্ভ্রান্ত প্রজার পৃষ্ঠদেশে বিলক্ষণ বেত্রাঘাত করিয়া আপনার মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রজার অপরাধ, সে অশ্বারোহী সুরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া হস্তস্থিত হুকা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। গ্রামস্থ তাবৎলোকেই সুরেন্দ্রবাবুকে যথেষ্ট সম্মান জ্ঞাপন করে; এ ব্যক্তিরও তাহা উচিত ছিল; তথাপি তাহার এ ত্রুটি কেন হইল বলা যায় না। সুরেন্দ্রবাবু মনে করেন যে, এ ব্যক্তি অত্যহঙ্কৃত, সুতরাং ইহার দমন একান্ত আবশ্যক। যদিই সুরেন্দ্রবাবুর অনুমান যথার্থ হয়, বাস্তবিকই যদি এ ব্যক্তি অহঙ্কৃত হয়, তাহা হইলেও সুরেন্দ্রবাবুর প্রযুক্ত দণ্ড যে যৎপরোনাস্তি অযথা হইয়াছে, তাহার আর ভুল নাই।

সেই দিন সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রবাবু আপনার উদ্যানমধ্যস্থ বিলাস-গৃহে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন। চারি পাঁচটি বয়স্ক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সুরা চলিতেছে না, কুকর্ম্ম হইতেছে না, কুচর্চ্চাও বড় নয়—চলিতেছে কেবল খোসগল্প। দিনের কুকীর্ত্তি সুরেন্দ্রবাবুর একটিও মনে আছে, এমন বোধ হয় না। থাকিবার কথা নয়; যে সকল লোমহর্ষণ কার্য্য তিনি সতত অনুষ্ঠান করেন, তাহার তুলনায় আজিকার কাজ এতই কি ভয়ানক যে, সে জন্য হৃদয়ে দাগ পড়িবে? বড়ই হাসির রোল চলিতেছে। সকলেই গল্পে ডুবিয়া আছেন।

সহসা সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত দ্বারদেশ হইতে শব্দ হইল,—"হর হর বম্ বম্।" সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। কি গম্ভীর ও মিষ্ট, উন্নত ও কোমল, ভীতিজনক ও মধুর কণ্ঠস্বর। সকলে দেখিল - অপূর্ব্ব দর্শন! দেখিল, এক বিভূতি-বিলেপিত-কলেবর, জটাজুটধারী, বিশালবক্ষা, সুস্থূল, হসন্মুখ, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান, ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী, সজীব শিবের ন্যায় সেই প্রকোষ্ঠদ্বারে দণ্ডায়মান। এই দেবকল্প পরম শোভাময় সন্ন্যাসী সন্দর্শনে সকলেই বিমুগ্ধ ও বাক্যহীন। হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী সুরেন্দ্রনাথও প্রথমতঃ কিয়ৎকাল অবাক্ হইয়া সেই স্থির ও পাষাণ-গঠিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সভ্যতার ভাষায় এরূপ অনুরাগ, আগ্রহ বা আবেগ প্রভৃতিকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলে। কোন্‌টি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও কোন্‌টি সরলতা, তাহা আমরা ভাল জানি না বলিয়া, সে কথার কোন মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমাদের বিশ্বাস, যে সকল লম্বা লম্বা কথার আবরণে জুয়াচুরীর অঙ্গ ঢাকিয়া এবং তাহাকে ভদ্র সাজাইয়া সভ্য-সমাজে চালাইবার সুব্যবস্থা সভ্যতার শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কথাটা তাহারই অন্যতম। যাহাই হউক, সভ্য সুরেন্দ্রবাবু হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সরলতাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,—"কে তুমি? কেন সং সাজিয়া এখানে আসিয়াছ? কে তোমাকে এখানে আসিতে দিল? জান, আমি এখন তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারি।"

নির্ভীক সন্ন্যাসী মৃদুতা ও গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরে বলিলেন—"আমি সন্ন্যাসী। সং সাজি নাই, সন্ন্যাসী সাজিয়াই এখানে আসিয়াছি। কেহ আমাকে বলে নাই, আমি আপনি আসিয়াছি। আমি জানি, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে পার না, পারিলেও করিবে না।"

এই বলিয়া সেই সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তত্রত্য সুপরিষ্কৃত বিছানার উপর উপবেশন করিলেন। সুরেন্দ্রবাবু সন্ন্যাসীর সাহস ও ভরসা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বলিলেন,—"তুমি কি পাগল! এখানে বসিতেছ কোন্ সাহসে? জান, এখনই আমার দ্বারবান্‌গণ তোমাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে তাড়াইয়া দিবে?"

সন্ন্যাসী অপূর্ব্ব স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। সে হাস্যধ্বনি যেন ঘরের মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া দুলিতে লাগিল। বলিলেন,—"আমি পাগল নহি। শুনিয়াছিলাম, তুমি লেখাপড়া জান। আমার সহিত কোন্ শাস্ত্রের বিচার করিতে চাহ, কর। পাগলে কি শাস্ত্র-বিচার করিতে পারে? আমি আপনার সাহসে এখানে বসিতেছি। তোমার অপেক্ষা অনেক বড়-লোক ভারতবর্ষে আছেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই, বোধ হয়। আমি তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বড়লোকদের নিকট যে সাহসে বসি, সেই সাহসেই এখানে বসিতেছি। তোমার দ্বারবান্‌গণ কখনই আমাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইতে পারিবে না। তোমার কয়জনই বা দ্বারবান্ আছে? বড় জোর দশ জন। একটা ফৌজ আসিলেও আমাকে নড়াইতে পারে কি না সন্দেহ। ইচ্ছা হয়, তোমার দ্বারবান্‌দের ডাকিয়া বিশেষ বখ্‌সিস্ দিবার লোভ দেখাইয়া আমাকে ফেলিয়া দিতে হুকুম দেও দেখি। যদি তাহা পারে, তখন ধাক্কা দিয়া তাড়াইবার কথা হইবে। কিন্তু সুরেন্দ্র! আমাকে তাড়াইবার জন্য তুমি কেন এত ব্যস্ত হইতেছ? আমি তোমার গৃহে আসিয়াছি মাত্র, কোন অনিষ্ট করি নাই তো?"

সুরেন্দ্র বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিয়া কথা কহে, এমন সাধ্য কাহার? কোথা হইতে একটা উলঙ্গ, ছাইমাখা, নিতান্ত অসভ্য সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল—তাড়াইয়া দিলে উঠিতে চায় না—লম্বা লম্বা কথা কয়—এত অত্যাচার সুরেন্দ্রবাবুর সম্মুখে? তিনি দারুণক্রোধের সহিত বলিলেন,—"তুমি এখনই আমার ঘর হইতে উঠিয়া যাইবে কি না, শুনিতে চাহি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"এখনই তো দূরের কথা—আজি রাত্রিতে যাইব না—কালি দিবারাত্রেও—বোধ হয় যাইব না—পরশ্ব হয় তো যাইতে পারি।"

"আমি তোমাকে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে দিব না। তুমি আপন ইচ্ছায় এখানে থাকিবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যতক্ষণ এখানে আমার দরকার, ততক্ষণ আমাকে থাকিতে দিতেই হইবে। আমি আপন ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছি, আপন ইচ্ছায় থাকিব, এবং আপন ইচ্ছায় যাইব। কেন তুমি এত বিরক্ত হইতেছ? তোমার বিরক্তি তোমার বিপজ্জনক হইতে পারে, কিন্তু আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। প্রথমতঃ আমি সন্ন্যাসী,

সুতরাং বিপদ্‌সম্পদের অধীন নহি। দ্বিতীয়তঃ আমার দেহে যে শক্তি আছে, তাহাতে হেলায় আমি মত্তহস্তীকে ধরিয়া রাখিতে পারি। তৃতীয়তঃ আমার যে বিদ্যা আছে, তাহাতে কোনমতেই পরাভূত হইবার নহি। অতএব সুরেন্দ্রনাথ, তোমাকে ভয় করিবার আমার কোনই কারণ নাই। বরং আমাকে ভয় করিবার তোমার যথেষ্ট কারণ আছে। তোমাকে শাসন করিতেই আমি আসিয়াছি। হয় তোমাকে শাসন করিব, না হয় তোমার সর্ব্বনাশ করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। বসুন্ধরায় তোমার ন্যায় দুরাত্মার স্থান হইতে পারে না।”

সুরেন্দ্রনাথের এতই ক্রোধ হইল যে, তাঁহার বাক্য-কথনে ক্ষমতা তিরোহিত হইল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে দেরাজ খুলিয়া একটা রিভল্‌ভার বাহির করিলেন, এবং তাহা ঠিক আছে দেখিয়া বলিলেন,—“যে হতভাগা বিনা হুকুমে আমার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া শান্তিভঙ্গ করে, আমাকে শাসন করিতে চাহে, আমাকে নাম ধরিয়া ডাকে, আমার সহিত সমানভাবে কথা কহে, তাহাকে মারিয়া ফেলাই আবশ্যক। ভণ্ড সন্ন্যাসী, এই তোমার মৃত্যু উপস্থিত।”

গুডুম করিয়া শব্দ হইল, গুলী লাগিয়া একটা গ্লাসকেশ ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, অগ্নি ঝলসিয়া উঠিল, সুরেন্দ্রবাবুর বয়স্যগণ চমকিয়া উঠিল, ধূম ও গন্ধ ছড়াইয়া পড়িল। রুধিরাক্ত মৃত সন্ন্যাসীর দেহ দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহে ও উৎকণ্ঠায় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সেখানে সন্ন্যাসী নাই। সন্ন্যাসী কোথায়? সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সুরেন্দ্রনাথ সেই দিকে ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইবামাত্র সন্ন্যাসী তাঁহার হস্ত হইতে রিভল্‌ভার কাড়িয়া লইলেন। তখনই সুরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিকই এ সন্ন্যাসীর শরীরে মত্তহস্তীর বল আছে। সন্ন্যাসী পিস্তল লইয়া, হেলায় তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বামহস্তে সুরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করিলেন। বলিলেন,—“মূঢ়, অহঙ্কৃত, দুরাত্মন্, এখন বুঝিয়াছ তুমি, আমার দেহে কত শক্তি? জানিতে পারিয়াছ তুমি, তোমার দেহ তৃণের ন্যায় লঘু? আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে এখনই বিচূর্ণিত করিতে পারি; কিন্তু তাহা করিলে সকলই তো শেষ হইয়া যাইবে। তোমাকে অন্যরূপ শাস্তি দেওয়াই আমার অভিপ্রায়। সে শাস্তি দিতে যে আমার যথেষ্ট শক্তি আছে, তাহা তুমি বুঝিয়াছ? কি শাস্তি দিব, তাহা তুমি ক্রমশঃ জানিতে পারিবে।

সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথকে নামাইয়া দিলেন।

সুরেন্দ্র কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় থাকিয়া বলিলেন, “মনে করিও না, তোমার দেহে অসুরের ন্যায় বল আছে দেখিয়া আমি ভীত হইব। দেহে শক্তি থাকিলেই যে লোকের গৃহে জোর করিয়া প্রবেশ করিবে, ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত সুব বস্থা নয়। তুমি সন্ন্যাসী সাজিয়াছ, অথচ এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান তোমার নাই? তুমি ক্ষমার অযোগ্য।”

সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিলেন। সে অট্টহাসির ধ্বনিতে সুরেন্দ্র ও তাঁহার বয়স্যগণ চমকিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী ভৈরবস্বরে বলিলেন,—“মূর্খ, তুমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য পশু, তাই তুমি ন্যায় বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছ। আমার দেহে শক্তি আছে বলিয়া যদি অত্যাচার করা অসঙ্গত হয়, তোমার ধন-সম্পত্তি ও প্রভুতা আছে বলিয়া অনবরত উৎপীড়নে ও অবিচারে নিরীহ প্রজাবৃন্দের সর্ব্বনাশ করা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? যে মূঢ় রাজশাসন উপেক্ষা করিয়া অকাতরভাবে পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, যে পাষণ্ড ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া একের পাপে অন্যের গুরুতর দণ্ডবিধান করে, যে দুরাত্মা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা বিদলিত করিয়া অনবরত কুলকামিনীর সতীত্বসম্পত্তি অপহরণ করে, যে দুর্ব্বৃত্ত স্নেহ-মমতা-বর্জ্জিত হইয়া স্বার্থের অনুরোধে পুনঃ পুনঃ ঔরসজাত ভ্রূণের সংহার করে, যে নরকুলকলঙ্ক পিশাচ যদৃচ্ছাক্রমে নিরপরাধ মানবগণকে আশ্রয়বিহীন করিয়া দেয়, যে হৃদয়হীন বর্ব্বর সামান্য ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া অতি দুষ্কর নরহত্যা করে, তাহার সহিত যুক্তির কথা কহিতে আমি কদাচ সম্মত নহি। প্রতাপ ও ধনসম্পত্তির প্রভাবে যে নরাধম এবংবিধ অত্যাচারে বসুন্ধরা পরিপ্লাবিত করিতে পারে ও নিরীহ মানবকুলের সর্ব্বনাশ করিয়া হাহাকারধ্বনিতে অবনীমণ্ডল পরিপূরিত করিতে পারে, তাহা হইলে আমি দৈহিক বলের প্রভাবে তাদৃশ পিশাচের নিপাতসাধন কেন করিব না? এরূপ পাষণ্ড এ বসুন্ধরায় কদাপি থাকিতে পারিবে না। নরাধম সুরেন্দ্রনাথ

তুই আমার বধ্য। আজি তোর বিধি-নিয়োজিত হন্তা উপস্থিত।

সেই প্রদীপ্তকায় সন্ন্যাসী বিকট হুঙ্কার-ধ্বনি ত্যাগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের গলদেশ ধারণ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ 'বাবা গো' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সহচরগণ কম্পান্বিত-কলেবরে পলায়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রাজীবপুরে একটা বড় ভয়ানক জনরব উঠিল,—'কৈলাস হইতে হরগৌরী আসিয়া ত্রিশূলের আঘাতে সুরেন্দ্রবাবুকে বধ করিয়াছেন।' কেহ বলিতেছে,—'কেবল শিব আসিয়াছিলেন।' কেহ তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া বলিতেছে,—'তুই ছাই জানিস, উমা-মহেশ্বর দুই জনেই ছিলেন, নন্দী-ভৃঙ্গীও সঙ্গে ছিলেন।' এক জন বলিতেছে,—'বাবুদের বাড়ীর পিছনে আমবাগানে ভৃঙ্গী মহাশয় মহাদেবের ষাঁড় বাঁধিয়াছিলেন।' অন্যত্র এক জন খুব হাতমুখ নাড়িয়া বলিতেছেন,—'ত্রিশূল দিয়া মারেন নাই; মহাদেব দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার কপাল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া, একেবারে সুরেন্দ্রবাবুকে ছাই করিয়া ফেলিয়াছে। যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন, সেখানে কতকগুলা ছাই পড়িয়াছে মাত্র।' আর এক যুবা বলিলেন,—'খুড়া মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহাই বটে, তবে সকল কথা উনি ঠিক করিয়া জানিতে পারেন নাই। আগুনে পোড়া নয়, সাপে খাওয়া। যেই মহাদেব আসা, সেই তাঁহার মাথার সাপটা সুরেন্দ্রবাবুর কপালে কামড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! লাস এখনও পড়িয়া আছে।' খুড়ামহাশয় বড়ই রাগের সহিত বলিলেন,—'এখনকার ছেলেগুলা বড়ই বেল্লিক হইয়াছে। হতভাগা দেখে আয়, সেখানে ছাই—ছাই—ছাই—পুড়ে আছে। দেখ দেখি মহাশয়, কোথা থেকে সাপের গল্প নিয়ে এসে উপস্থিত। এ কি গুলির আড্ডা রে হারামজাদা?' ভাইপো থামিয়া গেলেন। আর একস্থানে এক জন বলিতেছেন, সুরেন্দ্রবাবু মরার পরে এক জন বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে খুব বিষম ঝগড়া বাধিল; মহাপাপী হইলেও শিবের হাতে মৃত্যু, বড় ভাগ্যের কথা। যমদূতের সাধ্য কি, সে দেহ স্পর্শ করে। বিষ্ণুদূত বাবুকে লইয়া গেল।' একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া জিজ্ঞাসিল,—'ঠাকুরদাদা! হেলায় হারাইলে—তুমি কেন সঙ্গে মিশিয়া গো-ভাগাড়ের হাত এড়াইলে না?' ছোকরাও পলাইয়া বাঁচিল, নচেৎ বৃদ্ধের হাতের এক লাঠি তাহার খাইতেই হইত। মৃত সিংহকে গাধাও লাথি মারিয়াছিল; আজি মুখ ফুটিয়া অনেক নিন্দাবাগীশ সুরেন্দ্রবাবুর কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া বাঁচিল।

জনরব শতমুখে হত্যার কাহিনী চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এই প্রসঙ্গ প্রচারিত হইল। রাজীবপুরের ক্রোশদুই উত্তরপশ্চিমে, কাননমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র কুটীরে এ সংবাদ পৌঁছিল। বড় ঝরঝরে ঘরখানি—অতি পরিষ্কার উঠানটুকু—বেশ সমান বেড়াঘেরা। সেই উঠানে বসিয়া এক যুবতী কাঁথা সেলাই করিতেছে। যুবতী কৃষ্ণবর্ণা। যাহার রং কালো, তাহাকে সুন্দরী বলিলে অনেকেই হয় তো ভ্রূকুটী করিবেন। সেই ভয়ে আমরা এ যুবতীকে সুন্দরী বলিব কি না, স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু কালো হইলে যদি সুন্দরীর শ্রেণীতে স্থান না পাওয়াই নিয়ম হয়, তাহা হইলে দ্রুপদনন্দিনীকে লাভ করিবার জন্য আর্য্যাবর্ত্তের রাজাগুলা দ্বাপরযুগে মারামারি করিয়াছিল কেন, বলিতে পারি না। যাহা হউক, ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, যুবতী একে কাঁথা সেলাই করিতেছে, তাহাতে কালো, তথাপি সুন্দরী। অদূরে একটি বৃক্ষমূলে একটি বালক ও একটি বালিকা খেলা করিতেছে। আমরা এ যুবতীকে জানি না কি? এই সুন্দরী হারাধনের স্ত্রী ভুবনমোহিনী। ভুবনমোহিনী মনঃসংযোগ করিয়া কাজ করিতেছে, আর একবার ছেলেমেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, আবার কাজ করিতেছে।

বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে। তিনটা বাজিয়া গিয়াছে—প্রায় চারিটার আমল। ধীরে ধীরে এক প্রবীণা স্ত্রীলোক ভিজা কাপড় পরিয়া ও কাঁধের উপর এক বোঝা ভিজা কাপড় লইয়া সেই কুটীরাঙ্গনে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ভুবনমোহিনী তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া গেল, এবং তাহার স্কন্ধের বোঝা

উঠাইয়া বলিল, "মা, কাপড়গুলা ভিজিয়া ভারি তো কম হয় নাই। তখনই বলিয়াছিলাম, তোমার বড় কষ্ট হবে, রাখিয়া দাও, কালি আমি স্নানের সময় কাচিয়া আনিব। আমি থাকিতে এত কষ্ট কেন কর মা তুমি?" ভুবনমোহিনী শীঘ্র একখানি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল। বস্ত্র পরিধান করিয়া বৃদ্ধা বলিল,—"তুমি একা কত করিবে মা? তুমিই কি একদণ্ড বসিয়া থাক? বাছা! অনেক সাধ করিয়াই তোমাকে ঘরে আনিয়াছিলাম; তোমাকে অনেক সুখে অনেক আদরে রাখিব ভাবিয়াছিলাম। পোড়া গর্ভের দোষে আমার সকল সাধেই বাদ হইল, এখন এই লক্ষ্মীর এই কষ্ট! আমার যা হইবার হইয়াছে; আজি বাদে কালি মরিব—সকল জ্বালা জুড়াইব। তোমার এই বয়স —এই সোনার চাঁদ ছেলে মেয়ে; কাহার আশ্রয়ে তুমি জাতিকুল বাঁচাইয়া দিন কাটাইবে, ইহাই আমার ভাবনা। যাহারা আমার পেটে আসিয়াছিল, তাহারা আমার মুখে চুণকালি দিয়া গিয়াছে। তাহারা বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরাই ভাল। কিন্তু মা, তোমার কি হইবে! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আশর্ব্বাদ করি, যেন তোমার পায়ে আর কাঁটাটিও না ফোটে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে তোমার যেন কোন কষ্ট পাইতে না হয়, তুমি যেন রাজার মা হও। কিন্তু আমার মত অভাগিনীর কথা ভগবান্ শুনবেন কেন? এত পাপী যাহার সন্তান, তাহার অনেক পাপ। সে মহাপাপীর আশীর্ব্বাদ ফলিবে কেন?" বলা বাহুল্য, এই বৃদ্ধা কুলধ্বজ হারাধন ও গিরিবালার জননী। ভুবনমোহিনী সিক্ত বস্ত্র সমূহ বেড়ার গায়ে শুখাইতে দিতে দিতে বলিল,—"তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব হইবে। যদি তোমার পায়ে আমার মতি থাকে, অবশ্যই তুমি যাহা বলিতেছ, সকলই হইবে।"

এ কথা তখন চাপা পড়িয়া গেল। বৃদ্ধা বলিল, —"ও মা, এতক্ষণ বলা হয় নাই গঙ্গার ঘাটে লোকের মুখে বড় অশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। কাল রাত্রিতে না কি সুরেন্দ্রবাবু মারা পড়িয়াছে।"

ভুবনমোহিনী চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"মরিয়া গিয়াছেন? কেন? কি হইয়াছিল?"

তখন বৃদ্ধা কৈলাস পর্ব্বত হইতে শিবের আগমন অবধি আরম্ভ করিয়া, সুরেন্দ্র-বধ-পর্ব্ব সমস্ত বর্ণনা করিল। ভুবনমোহিনী নীরবে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল - শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল—কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তাহার হৃদয় তখন সেই অত্যাচারী, সেই পীড়নকারী দুরাত্মার জন্য কাঁদিতেছে। সে তখন ভাবিতেছে,—'সুরেন্দ্রনাথের এত ধনসম্পত্তি, এত সুখ-সম্পদ এত ক্ষমতা ও প্রতাপ ছিল, কিন্তু কেন তাঁহার ধর্ম্ম ছিল না? কেন অনবরত পাপানুষ্ঠান করিয়া সে দেবতার বিরাগভাজন হইল? কেন সে পতঙ্গের ন্যায় পাপের আগুনে পড়িয়া এই নবীন বয়সে জীবন হারাইল?'

হারাধনের পুত্র-কন্যা আসিয়া ভাত খাওয়াইয়া দিবার জন্য বৃদ্ধাকে বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল; সুতরাং তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল।' এ সম্বন্ধে আলোচনা তখন বন্ধ হইল। শিশুদের ভাত মাখিয়া দিয়া হারাধনের মা উপকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। উপকথা বেশ জমিয়া উঠিল। ছেলেরা হুঁ দিতে দিতে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে গল্প শুনিতে লাগিল।

"মা কোথায় গো? দাদা দিদি ভাল আছে তো?"—বলিতে বলিতে একটি লোক বেড়ার দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আনন্দে ভুবনমোহিনীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ছেলেরা ভাত ফেলিয়া ও উপকথা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল। হারাধনের মা ভাতের হাতেই উঠিয়া আসিলেন। এক মুহূর্ত্তমধ্যে এই ক্ষুদ্র সংসার আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। আপনাদের অবস্থার কথা কাহারও মনে থাকিল না। ভুবনমোহিনী সেই অঙ্গনমধ্যে একখানি চট পাতিয়া দিয়া বলিল,—"ব'স বাবা। বাটী হইতে কখন্ আসিলে? শরীর ভাল আছে তো? মা ভাল আছেন? দাদা ভাল আছেন?"

আগন্তুকের হাতে একটা পুঁটুলি ছিল। সে তাহা ভূমিতলে রক্ষা করিল। কিন্তু আসন গ্রহণ করিয়া, ভুবনমোহিনীর অনুরোধ রক্ষা করিল না, তাহার এত প্রশ্নের একটা উত্তর দিল না। 'দাদা দাদা' বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হারাধনের পুত্র-কন্যা তাহার নিকটস্থ হইল। সে বড় সোহাগের সহিত দুই কোলে ছেলে-মেয়েকে তুলিয়া লইল। আদরে তাহারা গলিয়া গেল। খোকার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। আগন্তুকের চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িয়া গেল।

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—"উহাদের সকড়ি মুখ বাবা,—একবার নামাইয়া দেও—হাত-মুখ ধুয়াইয়া

দিই। উহারাই তোমার সব—আমরা কি কেহ নহি? আমি এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার একটাও উত্তর দিলে না?"

আগন্তুক খোকা-খোকীকে নামাইয়া দিয়া কহিল, "কেন উত্তর দিব? দিদি-মার বাড়ী—তুমি কোথাকার কে? দিদি-মা আমার সঙ্গে একটি কথাও কহিলেন না; তবে আমি এখানে বসিব কেন? এস দাদা দিদি, আমরা রাগ করিয়া চলিয়া যাই।"

হারাধনের মা বলিলেন,—"তা যাবে বই কি? সবে আজ বাড়ী হইতে আসিয়াছ—এখন বুড়ীর কথা ভাল লাগিবে কেন? আমি ভাই, ভয়ে ভয়ে কথা কহিতেছি না। যার কথা ভাল লাগিতে পারে, সে-ই গলা জড়াইয়া ধরিয়া কথা কহুক, আমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখি। রাধী, (হারাধনের কন্যার নাম রাধিকা) তোর দাদাকে ছাড়িস্ না। তোর মন যোগা'তেই আসে—বুঝিয়াছিস্?"

বড় সেকেলে অশ্লীল রসিকতা। কিন্তু সেকেলে লোকের হাতে, সেকেলে লোকের মুখে, এরূপ অবৈধ ব্যবহার হইবারই কথা। সুরুচিমার্জ্জিত সাধু পুরুষেরা দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। বৃদ্ধা আবার বলিল,—"রাধী, তোর দাদাকে বসিতে বল্। আমার কথায় কি তোর দাদা বসিবে? বিশেষ আজি বাড়ী হইতে আসিয়া তোর সতীনের ভাবনায় দাদার মন কেমন করিতেছে।"

আগন্তুক যুবাপুরুষ, তথাপি তাহার রুচি নিতান্ত নিন্দনীয়। সে বলিল,—"সতীন রাধীর কেন হইবে? তোমারই সতীনকে আজি ছাড়িয়া আসিয়াছি। তা তোমার সতীন কিন্তু ছিস্‌ছিটে নয়। সে তোমার ভাবনায় অস্থির। সেই তো তোমার কাছে আসিবার জন্য দিন রাত্রি আমাকে বলে।"

বৃদ্ধা বলিল,—"তা বলিবে বই কি? তাহার দিন-কাল আছে—বুড়ীর কাছে আসিতে বলায় তাহার ভয় হইবে কেন? তাহা হউক, তিন দিন পরে আসিবে বলিয়া, দশ দিনেও যে তাহার হাত ছাড়াইয়া আসিতে পারিয়াছ, ইহাই আমার পরম ভাগ্য। এখন ব'স—বাড়ীর সব খবর বল।"

যুবা এবার বসিল—বিনা নিমন্ত্রণে হারাধনের পুত্র কন্যা তাহার কোলে আসিয়া বসিল। বালক-বালিকা কোলে বসিতেছে দেখিয়া ভুবনমোহিনী বলিল যাও, তোমরা ভাত খাইয়া আইস—ভাত পড়িয়া আছে। তোমাদের দাদা বসিয়া থাকিবেন এখন। বাবাকে একটু জল খাইতে দেও মা! হাত-পা ধোও বাবা, পায়ে কত ধুলা।"

যুবা বলিল,—"দাদা দিদি, ভাত খাইতে খাইতে উঠিয়া আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ! আমার ভাই-ভগ্নী এখন ভিজা ভাত কেন খাইবে? আইস, আমরা সন্দেশ খাই।"

এই বলিয়া, যুবা সেই পুঁটুলি খুলিয়া সন্দেশ বাহির করিল। বলিল,—"এই দিদি-মার ভাগ, এই মা'র ভাগ, এই তোমাদের কালি খাইবার ভাগ, আর এইগুলা সব আমরা এখন খাই। কেমন?"

বলা বাহুল্য, খোকা-খুকী বড় আনন্দিত হইল। তখন সেই যুবা ছেলেদের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া বালকের ন্যায় আনন্দে সন্দেশ খাইতে লাগিল। ভুবনমোহিনী জল আনিয়া দিলেন। খাওয়ার ব্যাপার শেষ হইলে সে মা ও দিদিমার সহিত নানা প্রকার সাংসারিক কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইল। ঘরে চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল ইত্যাদি সামগ্রী আছে ... তা সে সন্ধান ... কোন্ সামগ্রী কালই চাহি, তাহা স্থির করিয়া লইল। নগদ পয়সা ফুরাইয়া গিয়াছে জানিয়া সে কত টাকা দিল। তাহার পর বলিল,—"আমি আজি যাইব আবার ছ সাত দিন পরে আসিব। তোমরা বড় সাবধানে থাকিবে। খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট করিবে না। যে সকল জিনিস ফুরাইয়াছে, তাহা কালি প্রাতে আসিয়া পৌঁছিবে। যদি বিশেষ কোন দরকার পড়ে, তাহা হইলে যে জায়গা বলিয়া দিয়াছি, খবর দিবে। তাহা হইলে, হয় আমি নিজে, না হয় অন্য কোন আত্মীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ঈশ্বর-কৃপায় সকলেরই শরীর নীরোগ থাকিবে। যদি কাহারও পীড়া হয়, তাহা হইলে যে কবিরাজের কথা বলিয়া দিয়াছি, তাঁহার নিকট খবর পাঠাইবামাত্র তিনি আসিয়া দেখিয়া যাইবেন—ঔষধ দিবেন। কোন বিষয়ে কোন ভয় নাই—ভাবনা নাই। যে স্ত্রীলোক তোমাদের দেখা-শুনা করিবে, খবর লইবে, হাট-বাজার করিয়া দিবে স্থির করিয়া দিয়াছি, সে সর্ব্বদা আইসে তো? আবশ্যক হইলে তাহাকে

দিন-রাত্রি বাটীতে রাখিয়া দিবে। তাহার বড় সাহস—রাত্রি দু'পরে তাহাকে কোন ভার দিলেও সে তাহাতে নারাজ হইবে না।"

সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে, ভুবনমোহিনীর চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন, "আমাদের জন্য এত ভাবনা কেহ কখনও ভাবে নাই। অতি আপনার লোকেও এমন যত্ন করে না বাবা। তুমি আমাদের কে?"

যুবা বলিল,—"আমি তোমার পেটের ছেলে মা। আর এই খোকার দাদা, কেমন রাধা!"

রাধা বলিল—"না, আমাল।"

যুবার গলা জড়াইয়া খোকা বলিল,—"আমাল।" "আমাল—আমাল।" যুবা দুই জনকেই আদর করিয়া বলিল,—"আমি তোমারও দাদা, তোমারও দাদা —কেমন? দেখ দেখি মা, আমি তোমার পেটের ছেলে কি না! মা-বোনের যত্ন সবাই করে তো মা!"

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—"তুমি দেবতা। তুমি আমার ছেলে হইয়াছ—আমি ভাগ্যবতী। ভগবান তোমাকে নিরাপদে রাখুন।"

যুবা বলিল,—"মা'র আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। অবশ্যই ভগবান্ আমাকে নিরাপদে রাখিবেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"কিন্তু ভাই, আমাদের জন্য তোমার অনেক খরচ হইতেছে। তুমি আপনার সংসার চালাইয়া আবার আমাদের বোঝা কত দিন বহিতে পারিবে দাদা?"

যুবা হাসিয়া বলিল,—"দিদিমা, তুমি তো বুড়া হইয়াছ। কয়খানা হাড়ে আর কত বোঝা হইবে? আর এ দুইটি ছেলেও বড় ভারী বোঝা নয়। এক মা। তা মার বোঝা আর জোয়ান ছেলে বহিতে পারিবে না? কেন দিদি, তুমি এত ভাবিতেছ? আমার সংসারে আর তোমাদের সংসারে কি তফাৎ আছে দিদি? যদি সে সংসার চলে, তবে এ সংসারও চলিবে যদি সেখানে না চলে, এখানেও চলিবে না। সেখানেও আমার গৃহিণী; এখানেও আমার গৃহিণী। জোর দু'জায়গাতেই সমান। কি বল দিদি?"

বৃদ্ধার চক্ষুতেও জল। তিনি নেত্রমার্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"তুমি কখনই মানুষ নও।"

যুবা বলিলেন—"তবে আমি কি বাঘ, না ভালুক? সরিয়া যাও দিদি—আমি কামড়াই।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"মা যাহা বলিয়াছেন, তুমি তাহাই। তুমি দেবতা।"

যুবা বলিলেন,—"তবে দিদি, তোমার সশরীরে স্বর্গ। আমি দেবতা নই, কিন্তু দেবতা আমার সহায় বটেন। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে ও তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমি দেবতার দাস হইয়াছি। সে দেবতার ঘরকন্না আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে, আহার-ব্যবহার লোক-লৌকিকতা আছে। তিনিও তোমার আমার মত মানুষ—তথাপি তিনি দেবতা, তিনি কার্য্যময়। যেখানে বিবাদ, যেখানে দুঃখ, সেখানে তিনি। তাঁহাকে ডাকিতে হয় না, সংবাদ দিতে হয় না, তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র উপস্থিত। তিনি কখন দুরাত্মার দণ্ড দিতেছেন, কখন সাধুর সেবা করিতেছেন, কখন দুঃখীর জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন, কখন কখন ইচ্ছা করিয়া কাহাকে দুঃখ দিতেছেন। তিনি রাজা নন, ধনী নন; কিন্তু তাঁহার অভাব নাই, তাঁহার কার্য্যে অর্থের অভাব হয় না। তিনি ভিক্ষা করেন না, অথচ লোকেও তাঁহার চরণে ধন ঢালিয়া দেয়। তাঁহার সঞ্চয় নাই, কেবল ব্যয়। তাঁহার কার্য্যে স্বার্থ নাই, কেবল পরের জন্যই তাঁহার কার্য্য। তাঁহার ভয় নাই—কেহ তাঁহাকে অবসন্ন করিতে পারে না। তাঁহার ভয়ে অনেকে অস্থির। তিনি সাক্ষাৎ সাহস ও ভরসা। তিনি কখন্ কোথায় থাকেন, স্থির নাই—অথচ যেখানে আবশ্যক, সেখানেই তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহার আদালত নাই, তিনি হাকিম নহেন, অথচ সকল স্থানেই তিনি স্বাধীনভাবে সূক্ষ্ম বিচার করিতেছেন। দিদি-মা, তোমাদের আশীর্ব্বাদে আজি দুই মাস হইল, আমি সেই দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। সে সময় একটা বিশেষ দরকারের জন্য আমার হাতে হাজার টাকা ছিল। আমি সেই টাকা তাঁহারই কাজে লাগাইয়া দিতেছি। সেই অবধি আমি সেই দেবতার দাস হইয়া আছি। তাঁহার উপদেশে আমার কাজকর্ম্মে কোন অসুবিধা নাই—আমি সর্ব্বপ্রকারে বড় সুখে আছি। আমি সেই দেবতার হুকুমে তোমাদের যত্ন করি। ভাগ্যে থাকিলে তোমরাও অবশ্য সে দেবতার সাক্ষাৎ পাইবে।"

যুবার মা ও দিদি-মা নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দিদি-মা বলিলেন,—"এমন যিনি, তিনি তো দেবতাই বটেন। তোমার ন্যায় পুণ্যবান্ না হইলে

অন্থে সে দেবতার সাক্ষাৎ পাইবে কেন? আমি মহাপাপী, আমি কি সে দেবতা দেখিতে পাইব?"

যুবা বলিল,—"অবশ্য পাইবে। কেন, আমি দেখিলেই কি তোমার দেখা হয় না? তবে তোমার কিসের ভালবাসা? আমি এখন আসি। রাত্রি হইয়া পড়িল। আমাকে এখন শান্তিপুরে যাইতে হইবে। দিদি মা, তোমার ছেলে মেয়ের জন্য ভয় নাই, তাঁহারা ভাল আছেন।"

দিদি-মা বলিলেন,—"তাহাদের নামে কাজ নাই। তাহারা আছে কি মরিয়াছে, তাহাও জানিতে সাধ নাই। তুমি এখনই যাইবে কেন? যদি যাইতে হয়, তবে খাওয়া-দাওয়া করিয়া যাইবে।"

যুবা বলিল,—"আমার অনেক কাজ আছে। এখনই না যাইলে নহে।"

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—"বাবা, তুমি দেবতার কথা বলিলে বলিয়া মনে হইতেছে। মা শুনিয়া আসিয়াছেন, কৈলাস পর্ব্বত হইতে শিব আসিয়া না কি সুরেন্দ্রবাবুকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ কথা কি সত্য, বাবা?"

যুবা বলিল,—"এ কথা তোমাদের এখানেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বুঝি? কৈলাস পর্ব্বত না হউক, কোন বনজঙ্গল হইতে কোন সন্ন্যাসী সুরেন্দ্র-বাবুর বৈঠকখানায় গিয়াছিলেন বটে। আমি সব জানি। সুরেন্দ্রবাবুর কোন অনিষ্টই সন্ন্যাসী করেন নাই। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। কথাটা এরূপ হইয়া প্রচার হইল কেন, জানি না।"

ভুবনমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"কে সে সন্ন্যাসী?"

যুবা উত্তর দিলেন,—তোমারই কোন বাবা হইবে।"

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—"আমার বাবা তো সন্ন্যাসী নহেন।"

যুবা উত্তর দিলেন,—'সন্ন্যাসী যেই হউন, তিনি সুরেন্দ্রবাবুর কোন অনিষ্ট করেন নাই। সুরেন্দ্রবাবু যদি সাবধান হইয়া না চলেন, যদি পাপে বিরত না হয়েন, তাহা হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন বলিয়াছেন।"

ভুবনমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"সন্ন্যাসী এখন কোথা?"

"তাহা জানি না মা। আমি এই সকল গল্প শুনিয়া রাজীবপুরে জানিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, সন্ন্যাসী এইরূপ শাসন শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম, সুরেন্দ্রবাবু বারান্দায় বসিয়া মুখ ধুইতেছেন। কিন্তু যাহাই হউক মা, সন্ন্যাসীর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার মনে বোধ হইয়াছে, যদি সুরেন্দ্রবাবু সাবধান হইয়া না চলিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুতর বিপদ্ ঘটিবে। সন্ন্যাসী মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। তিনি তোমাদের প্রতি সুরেন্দ্রবাবুর অত্যাচারের খবরও জানেন। সুরেন্দ্রবাবুকে যে যে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি শাসন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এ কথাও ছিল।"

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—"তোমার কথা শুনিয়া আমি আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম। সুরেন্দ্রবাবুকে মারিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল। এক দিন না এক দিন তাঁহার মতিগতি অবশ্যই ভাল হইবে। তাঁহার ধন আছে, ক্ষমতা আছে, তখন তাঁহার দ্বারা কত লোকের কত উপকার হইবে। সঙ্গদোষে এখন মন্দ বলিয়া, চিরদিন তিনি মন্দ থাকিবেন না। তিনি মারা যান নাই শুনিয়া, আমার বড় আহ্লাদ হইল।"

যুবা মনে মনে ভাবিলেন, "এই জন্য মা তোমাকে দেবী ভাবিয়া তোমার সন্তান হইয়াছি। দেবী যে তুমি, তাহার সন্দেহ কি?" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"তবে এখন আমি আসি মা! পাঁচ সাত দিন পরে আবার আসিব।"

যুবা, বালক-বালিকাকে কোলে লইয়া চুম্বন করিলেন, তাহাদের অনেক আদর করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

ভুবনমোহিনী, যুবার নিকটস্থ হইয়া অবনত-বদনে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসিলেন—"যাঁহাদের কথা বলিতেছিলে বাবা, তাঁহারা বাস্তবিকই ভাল আছেন কি?"

যুবা বলিলেন,—"হাঁ মা, নন্দী মহাশয় ও তাঁহার ভগ্নী দুই জনেই ভাল আছেন। ভগবানের কৃপা হইলে তাঁহাদের মতি-গতি ভাল হইবে। তাঁহারা যাহাতে কষ্ট না পান, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

ভুবনমোহিনী যেন একটু নিশ্চিন্ত হইলেন। যুবা প্রস্থান করিলেন। যত দূর তাঁহাকে দেখা যায়, ভুবনমোহিনী তত দূর তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—

"মা, আমার ছেলে চলিয়া গেলে সংসার অন্ধকার। এমন যার ছেলে, তার কিসের দুঃখ মা? আমার ছেলে কি সত্যই মানুষ?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"তোমার ছেলে যদিই মানুষ হয়, সহজ মানুষ কখনই নয়। দেবতা আর কাহাকে বলে বাছা?"

কাঁদিতে কাঁদিতে খোকা বলিল, -"মা মা, আমার ডাডা কই?"

রাধিকা বড়। সে বলিল, —"মা, আমি দাদার কাছে যাব।"

ভুবনমোহিনী উভয় শিশুকে কোলে লইয়া বলিলেন—"তোমাদের দাদা গিয়াছেন। আবার শীগ্‌গীর আসিবেন যাদু।"

বৃদ্ধার নাতি, ভুবনমোহিনীর ছেলে, খোকা-খুকীর দাদা, এ লোকটা কে, তাহা পাঠক মহাশয়রা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? বলা বাহুল্য, লোকটা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, কৃষ্ণনগরের দোকানদার, সেই মূর্খ যদু হালদার।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হারাধন লাঠি মারিয়া তরঙ্গিণীকে মারিতে উদ্যত হইলে, অপরিচিত এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া, কালিদাস চক্রবর্ত্তী সে স্থান হইতে পলায়ন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিল। সে কাপুরুষ—ভাবী বিপদের বিভীষিকা কল্পনা করিয়া অবসন্ন হৃদয়ে পলায়ন করিল। বুক পাতিয়া এরূপ ব্যাপারের সম্মুখীন থাকিতে যে সাহসের প্রয়োজন হয়, তাহা তাহার নাই। সে চলিয়া গেলে অপরিচিত পুরুষ হারাধনের নিকটস্থ হইলেন এবং সযত্নে আহত হারাধনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, —"মারা যায় নাই, যত্ন করিলে এখনও বাঁচিতে পারে।"

তরঙ্গিণী এতক্ষণ প্রায় অজ্ঞান হইয়া ছিল, তাহার সম্মুখে সহসা যে ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইল, যে লাঠির হাত হইতে এই ব্রাহ্মণের কৃপায় সে অব্যাহতি পাইল, কি ভাবিতে ভাবিতে কিরূপ কার্য্য ঘটিয়া গেল, ইত্যাদি সমস্ত ভয়ভাবনা মিলিয়া তাহাকে সাতিশয় অবসন্ন করিয়াছিল। সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কেন সেখানে আছে, সকল কথাই এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণের বাক্য কর্ণগোচর হওয়ায়, তাহার সংজ্ঞা হইল। সে তখন বলিল,—"তবে মারা যায় নাই। কেমন মহাশয়? এক্ষণে উপায়?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"যত্ন করিলে বাঁচিতে পারে! আমার সাহায্য কর—বাঁচিয়া উঠিবে।"

তরঙ্গিণী বলিল, "আমি কি করিব? আমাকে রক্ষা করুন।"

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, যত্ন করা দূরে থাকুক, এ স্ত্রীলোকের দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলিলেন, -"ওদিকে ঘুমাইতেছে, ও কে?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"ও ইহারই ভগ্নী। আপনি উহাকে উঠাইয়া যাহা করিতে হয়, বলুন। আমি এখন কোথায় যাই মহাশয়?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তুমি যাইবে কোথায়? এখনই থানার লোকেরা তদারক করিতে আসিতে পারে। তুমি যে সঙ্গে ছিলে, তাহা অনেক লোকেই বলিবে। তোমার উপরই তখন সকল ঝোঁক পড়িবে। বিশেষ উহার ঐ ভগ্নী উঠিয়া তোমাকে দেখিতে না পাইলে বলিবে,—তুমি তাহার ভাইকে মারিয়া পলাইয়া গিয়াছ। এ ইংরাজের মুলুক—পলাইয়া কোথায় যাইবে? সহজেই ধরা পড়িবে এবং খুনের দায়ে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

তরঙ্গিণী কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—"আপনি আমাকে একবার বাঁচাইয়াছেন! দয়া করিয়া আর একবার আমার সাহায্য করিবেন না কি? আপনি না থাকিলে এখনই কালিদাসের লাঠিতে আমার প্রাণ যাইত। যখন প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তখন এ দায় হইতে রক্ষা করিবেন না কি? এখানে থাকিতে আমার বড় ভয় হইতেছে। আমি এখানে কোনমতেই থাকিতে পারিব না। আপনি দয়া করিলে আমি পলাইয়া যাইতে পারি, আপনি একটু সাহায্য করিলে আমি বাঁচিয়া যাই।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমাকে কি করিতে বল?"

তরঙ্গিণী বলিল, —"এখানে গঙ্গার ধারে, মোটা থামওয়ালা বাটীতে এক জন রাজা আছেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে। আমাকে একবার সঙ্গে করিয়া সেখানে পৌঁছাইয়া দিলে, আমার আর বিপদ্ থাকিবে না। আপনি দয়া করিবেন কি?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এ জন্য সাহায্য করিবার কোনই আবশ্যক দেখিতেছি না। রাত্রি এখনও বেশী হয় নাই। পথে-দোকানে এখনও লোক যথেষ্ট। সে রাজার বাড়ী বেশ সদর জায়গায়। সকলেই সে বাড়ী জানে। অতএব তুমি সহজেই সেখানে একা যাইতে পারিবে। কিন্তু তুমি তোমার সঙ্গীকে এই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবে কিরূপে?"

"কেন যাইব না? ও তো আমার কেহ নহে? আমি এখানে আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার বড় ভয় করিতেছে।"

ব্রাহ্মণ। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তুমি ইহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মদ খাওয়াইয়াছিলে। অবশ্যই ইহার সহিত তোমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। ইহার এই বিপদ্, আর তুমি ফেলিয়া যাইবে?

তরঙ্গিণী। উহার সহিত আমার আলাপ ছিল বটে; তেমন আলাপ আমার আরও কত লোকের সঙ্গে আছে। কিন্তু এখানে তাই বলিয়া থাকিতে পারি না। যদি আবার কালিদাস চক্রবর্ত্তী আইসে? না মহাশয়, আমি এখানে থাকিব না।

ব্রাহ্মণ। তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমার অনিষ্ট করিব। আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাকে সকল রকম দায়েই ফেলিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না। যদি দারোগা আইসে, আমি তোমার নামটিও করিব না, তোমার কোন সন্ধানও বলিব না; কিন্তু উহার ভগ্নী অবশ্যই সকল কথা বলিবে। তখন কি উপায় করিবে?

তরঙ্গিণী। "আমার সন্ধান করিতে পারিবে না। আমি রাজার নিকট নিশ্চয়ই আশ্রয় লইব। সে আশ্রয় হইতে আমাকে ধরে, কার সাধ্য?

ব্রাহ্মণ। আর যদি এই রাত্রিতে রাজার দরওয়ানেরা তোমাকে ভিতরে ঢুকিতে না দেয়, যদি তুমি রাজার সহিত দেখা করিয়া উঠিতে না পার, তাহা হইলে কি হইবে?

তরঙ্গিণী একটু চিন্তা করিল। এ সম্ভাবনা একবারও তাহার মনে হয় নাই। বাস্তবিকই বড় ভাবনার কথা! সে একটু ভাবিয়া বলিল,—"তা যা হয় হইবে, আমি এখানে থাকিতে পারিব না। আমি যাই।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"যাইবে যাও—আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না, বরং যাহাতে কেহ তোমার সন্ধান না করে, তাহারই ব্যবস্থা করিব। কিন্তু তুমি ঐ স্ত্রীলোকটার একটা ব্যবস্থা করিয়া যাও। ও তোমার সঙ্গিনী—উহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"উহার আমি কি ব্যবস্থা করিব? আমি স্ত্রীলোক, আমার ব্যবস্থা কে করে ঠিক নাই, আমি আবার পরের কি ব্যবস্থা করিব! উহার ভাইয়ের জন্যই উহার সহিত আমার আলাপ; ও আমার কে যে, আমি উহার ভাবনা ভাবিয়া মরিব? আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। আমি যাই মহাশয়, যদি চক্রবর্ত্তী আবার আইসে!"

ব্রাহ্মণ। তোমার ইচ্ছা হয়, যাইতে পার। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না, কিন্তু ঈশ্বর তোমার ব্যবহারে তুষ্ট থাকিবেন না। অবশ্যই তাঁহার বিচারে তোমার দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

তরঙ্গিণী কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহিরে আসিল এবং বারংবার চতুর্দ্দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বাস্তবিকই পলায়ন করিল।

দেখ হারাধন! তোমার সাধের প্রেমের আজি এই পরিণাম! যাহার প্রেমে তুমি গর্ব্বিত ছিলে, যাহার প্রেম তুমি তুলন-রহিত বলিয়া মনে করিতে, যাহার প্রেমানুরোধে তোমার সাধ্বী ধর্ম্মপত্নীকে তুমি অবহেলা করিতে, তোমার সেই সাধের কুলটা তরঙ্গিণী, তোমাকে এই দশাপন্ন দেখিয়াও স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিল। আর যে পত্নীকে তুমি কখন ভাল কথা বল নাই, কি খাইবে না খাইবে ভাব নাই, নিকটস্থ হইলে যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছ, মুখ দেখিতে হইলে বিপদ্ জ্ঞান করিয়াছ, সেই দেবী আজি এখানে থাকিলে কি করিতেন, জান? তোমার চরণ বক্ষে ধরিয়া, তোমাকে বাঁচাইবার

জন্য, প্রাণের প্রাণ লুটাইয়া ভগবানের নিকট কাঁদিতেন। হায়! তথাপি ভ্রান্ত মানব অবৈধ প্রেমের অনুরাগী কেন হয়?

ধন্য ব্রাহ্মণ তুমি! হারাধন তোমার কেহ নহে। তাহার সহিত কখন তোমার পরিচয় নাই। কোথা হইতে অতি সুসময়ে অবতীর্ণ হইয়া, তুমি তাহার জীবনরক্ষায় ব্রতী হইয়াছ! কি তোমার শক্তি! কি তোমার কৌশল! কি তোমার অভিজ্ঞতা! তুমি কি চিকিৎসক? সকল বিদ্যাই কি তোমার আয়ত্ত? ধন্য তুমি! তৃণাদপি লঘু হারাধনের জীবন-রক্ষার্থ এ আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হইবে না। তোমার কৃপায় হারাধন হয় তো বাঁচিয়া যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তরঙ্গিণী ভয়ে ভয়ে চলিতে লাগিল। প্রতি পাদক্ষেপেই নানা আশঙ্কায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকিল। সম্মুখ দিয়া বেগে একটা মানুষ চলিয়া যাইতেছে—বুঝি বা কালিদাস। পার্শ্ব হইতে একটা লোক উঁকি দিয়া দেখিতেছে—ঐ বুঝি চক্রবর্ত্তী। পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিতেছে—বুঝি কালিদাস ধরিতে আসিল! একটা দোকানদার ঝুপ করিয়া বাক্সের ডালা ফেলিয়া দিল—বুঝি কাহার ঘাড়ে কে লাঠি মারিল! তরঙ্গিণী বড় ভয়ে চলিতে থাকিল। দুই একটা লোক তাহাকে দেখিয়া হাসিল—তরঙ্গিণী ভাবিল, তবে ইহারা হয় তো জানে, কোথায় কালিদাস আছে—ধরাইয়া দিবে বা! দুই এক জন দোকানের লোক তাহাকে দেখিয়া গা টেপাটেপি করিল—তরঙ্গিণী ভাবিল, তবে হয় তো ইহারা তাহাকে চিনিয়াছে। দুই একটা লোক তাহাকে একাকিনী দেখিয়া দুই চারিটা অতি কুৎসিত রসিকতা করিল। বারনারীর হৃদয় এ সম্বন্ধে চিরাভ্যস্ত, সুতরাং তরঙ্গিণী তাহা গায়ে মাখিল না। এইরূপে চলিতে চলিতে সে গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইল। বড় গুঁড়ায় নৌকা বাঁধিবে ইহাই তাহার কামনা। কালিদাসের নিকট অবিশ্বাসিনী হওয়ায়, সে এখন ক্ষতি বোধ করিতেছে না। কোনরূপে রাজার নিকটস্থ হইতে পারিলেই তাহার মনোরথ সফল হইবে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। হারাধন তাহার কে তাই তাহার জন্য সে ভাবিবে? যাহারা দেহ বিক্রয় করিয়া প্রেমের ব্যবসা করে, তাহাদের হৃদয় এইরূপই হইয়া থাকে। দোকানদার যেমন বড় খরিদ্দার পাইলে ছোট ক্রেতাকে উপেক্ষা করিয়া বড়র সংবর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তরঙ্গিণীও তাহাই করিতেছে। রাজাকে হস্তগত করাই এখন তাহার একমাত্র বাসনা, সে যে কৃতকার্য্য হইবে, তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

তরঙ্গিণী গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইল। বড় থামওয়ালা বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইল না। বড় থামওয়ালা বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া সে দেখিল, দ্বারে সঙ্গীনসমেত বন্দুকধারী, পোষাক-আঁটা এক পাহারাওয়ালা পায়চারি করিতে করিতে দরজায় পাহারা দিতেছে। তাহার নিকটস্থ হইতে প্রথমতঃ তরঙ্গিণী সাহস করিল না। অন্য উপায় থাকিলে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালাকে দেখিয়াই পলাইয়া যাইত; কিন্তু তাহার তখন আর উপায় নাই। সে তখন সাহসে ভর করিয়া, সেই পাহারাওয়ালার নিকটস্থ হইল। অন্য লোক এত কাছে আসিলে পাহারাওয়ালা চেঁচাইয়া দেশ মাথায় করিত। কিন্তু এই রাত্রিকালে একটা স্ত্রীলোক কাছে আসিতেছে দেখিয়া সে গোল করিল না। বরং গোঁপ-দাড়ি একবার ঠিক করিয়া লইয়া, একটু বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোক নিকটে আসিলে, পাহারাওয়ালা তত্রত্য আলোকের সাহায্যে দেখিল, স্ত্রীলোক সুন্দরী এবং যুবতী বটে। বলা বাহুল্য, সে বড়ই খুসী হইল। স্ত্রীলোক বলিল,—"পাহারাওয়ালাজী, তোমার সহিত আমার দুই একটা কথা আছে।"

পাহারাওয়ালা মনে করিল, আজি তাহার সুপ্রভাত বটে। বলিল,—"বল, আমার কি করিতে হইবে?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"করিতে বড় কিছুই হইবে না; কেবল তোমাদের রাজাকে একবার খবর দিতে হইবে।"

একে স্ত্রীলোক, তায় সুন্দরী, সুতরাং সাত খুন মাপ। পাহারাওয়ালা যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না। স্ত্রীলোকটা রাজার সন্ধান করে! সে

জিজ্ঞাসা করিল—"রাজাকে তোমার কি দরকার? তিনি তো বাড়ী নাই—খানিকক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছেন। কখন্ ফিরিবেন, ঠিক নাই।"

তরঙ্গিণী একটু দমিয়া গেল। বলিল,"কোথায় গিয়াছেন, জান?"

"রাজারাজড়ার কথা কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু রাজার কাছে তোমার কি দরকার? তুমি কি রাজাকে জান?"

"জানি।"

পাহারাওয়ালা এ উত্তরের পর তরঙ্গিণীর সহিত কোন প্রকার আত্মীয়তা-স্থাপনের চেষ্টা অসম্ভব বলিয়া মনে করিল। তরঙ্গিণী আবার জিজ্ঞাসিল,—"নীলরতন চৌধুরী মহাশয় বাড়ী আছেন?"

পাহারাওয়ালা এবার বুঝিল, রাজার সহিত এ স্ত্রীলোকের বাস্তবিকই বিশেষ পরিচয় আছে। রাজার পরিচিত স্ত্রীলোক, এমন ভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, ইহা একটু অসঙ্গত হইলেও, সে তরঙ্গিণীকে খাতির না করা অন্যায় বলিয়া মনে করিল। বলিল,—"আছেন। তাঁহাকে খবর দিতে হইবে কি?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"যদি দেও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।"

পাহারাওয়ালা তরঙ্গিণীকে সঙ্গে আসিতে বলিল। তরঙ্গিণীকে নীচের একটা ঘরে রাখিয়া সে একটা খানসামার দ্বারা সরকার বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইল। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ নীলরতন চৌধুরী তথায় হাজির হইলেন এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"এ কি? মেঘ না হইতে জল! এই রাজার সঙ্গে এতক্ষণ তোমারই কথা হইতেছিল। তা তুমি কাহার সঙ্গে আসিলে? আমি এখনই তোমার নিকট যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। কিন্তু ও কি! তোমাকে বড় কাতর ও উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। বসি আগে, তাহার পর সকল কথা বলিতেছি। বড় ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে।" এই বলিয়া সে তত্রত্য এক চারিপাইয়ে বসিয়া পড়িল এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। যে যে ভয় ও ভাবনায় সে পলাইয়া আসিয়াছে, এ বিপদে রাজার আশ্রয় না লইয়া সে যে থাকিতে পারিতেছে না, ইত্যাদি কথাও সে বলিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"ভালই করিয়াছ। তুমি যেমন রাজার জন্য ভাবিতেছ, রাজাও তোমার কথা তার চেয়ে দশগুণ বেশী ভাবিতেছেন। তাঁহাকে আমি বেশ করিয়া ফাঁদে ফেলিয়াছি। আজি তাঁহার এমন একটা নিমন্ত্রণ আছে যে, কোনক্রমে সেখানে না যাইলে চলিবার উপায় নাই। নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইয়াছে। সেখানে নাচ-গান আছে, তাঁহাকে যে ছাড়িবে, এমন বোধ হয় না। তিনি যাইবার সময় আমাকে তোমার নিকট যাইতে ও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বিশেষ করিয়া হুকুম দিয়া গিয়াছেন। আমিও যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় তুমি আপনি আসিয়া উপস্থিত। তা ভাই, বলিতে গেলে তুমিই তো এখন আমাদের রাণী হইতে বসিলে। আর তোমার সহিত সমানভাবে কথা কহিতেও আমাদের সাহস হইবে না। দেখিও ভাই, গরিবের দরখাস্তটা ভুলিও না।"

ভাল হউক, মন্দ হউক, আশা সফল হইলেই মানুষের অপরিসীম আনন্দ হয়। তরঙ্গিণী বড় আশা করিয়াছিল, বড় সুসংবাদ সে পাইল। আনন্দে বিগত ঘটনা সকল ভুলিয়া গেল। তখন তাহার চিরাভ্যস্ত রূপগৌরব মনে উদিত হইল। সে তখন মনে করিল, কালিদাস-বানরের হাতে পড়িয়া সোনার রূপ-যৌবন সে প্রায় মাটী করিয়াছে; কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহাও পর্ব্বত, অবলীলাক্রমে রাজা-রাজড়ার মাথা ঘুরাইয়া দিতে সমর্থ। এখনই বা কি হইয়াছে। এই রাজাকে মুঠার মধ্যে না করিয়াই কি সে ছাড়িবে? থাকুক না কেন রাজার দশটা রাণী। তরঙ্গিণী তাহাদিগকে বিরাজমোহিনীর মত লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিবে, ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

সরকার মহাশয় বলিলেন,—ইহার পর আর বলিবার সময় ও সুযোগ হইবে কি না সন্দেহ। এই বেলা বলিয়া রাখি ভাই, আমাকে দয়া করিয়া নগদ যাহা দিতে ইচ্ছা হয়, দিও। আর একটা কথা—শীঘ্রই রাজার দেওয়ানের পদ খালি হইবে। বৃদ্ধ দেওয়ান আর কাজ করিতে পারিতেছে না, রাজা তাহাকে একটা জমীদারী দিয়া বিদায় করিবেন। তোমার কাছে আমি এই সময় হইতে দরখাস্ত

করিয়া রাখিতেছি, সে চাকরী আমি ছাড়া আর কেহ যেন না পায়। আমি জানি, কালি হইতে তোমার কথাতেই রাজা উঠিবেন বসিবেন। রাজার বিষয়কর্ম্ম তোমার হুকুমেই চলিবে। সুতরাং ভাই, তুমি কৃপা করিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।”

বড়ই আহ্লাদের কথা। দেখ আসিয়া মূঢ় হত-ভাগা কালিদাস, তরঙ্গিণীর আজি কত সৌভাগ্য উপস্থিত। তোর মত একটা জাম্বুবানের আনুগত্য সে করিয়াছে এত দিন, ইহাই তোর কত সৌভাগ্য! একটু অবিশ্বাসিনী হইয়াছিল বলিয়া—না বুঝিতে পারিয়া দৈবাৎ একটু বিপথগামিনী হইয়াছিল বলিয়া, তুই কি না তাহার মাথায় লাঠি মারিতে আসিস্। আশ্চর্য্য তোর স্পর্দ্ধা!

তরঙ্গিণী সে সম্বন্ধে নীলরতনকে বিশেষ ভরসা দিলে, নীলরতন বলিলেন, “এক্ষণে কি করিবে, মনে করিতেছ?”

তরঙ্গিণী বলিল,—“রাজাই আমার প্রাণ—রাজাই আমার সর্ব্বস্ব। আমি রাজার জন্য সকলই ছাড়িয়াছি, রাজাকে এ জীবনে ছাড়িব না; এখানে আসিয়াছি, এখানেই থাকিব।”

নীলরতন বলিলেন,—“তাহা তো বটেই, রাজার যে রকম ঝোঁক, তাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে তিনিই বা পারিবেন কেন? তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসার পর আর এই পর্য্যন্ত রাজা আমার সঙ্গে কেবল তোমারই কথা কহিয়াছেন। তোমারই রূপ, গুণ, কথাবার্ত্তা, স্বভাব সকলই তাঁহাকে এত মজাইয়াছে যে, এখন তোমাকে না পাইলে তাঁহার বিষয়কর্ম্ম, সংসারধর্ম্ম সকলই রসাতলে যাইবে। সুতরাং রাজা যে তোমার হইয়া থাকিবেন, তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু তুমি বড় কাঁচা কথা কহিতেছ কেন? তোমার এত বুদ্ধি অথচ তোমার কথা ছেলেমানুষের মত কেন? যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার এখানে থাকা হইবে না। কালিদাস চক্রবর্ত্তীর যে বাটী, সে বাটী বাস্তবিক তোমারই। সেখানেই তোমাকে যাইতে হইবে—সেখানেই তোমাকে থাকিতে হইবে।”

তরঙ্গিণী বলিল,—“এই ঘটনার পর সেখানে আমি কোন্ সাহসে যাইব, কেমন করিয়া থাকিব? আমাকে চক্রবর্ত্তী মারিয়া ফেলিবে যে!”

নীলরতন হাসিয়া বলিলেন,—“তুমি পাগল। তোমার বয়সও যেমন কাঁচা, বুদ্ধিও তেমনই কাঁচা। কালিদাস চক্রবর্ত্তী তোমাকে মারিয়া ফেলিবে? কাহার ঘাড়ে দুটা মাথা যে, রাজা অরবিন্দকুমার রায় বাহাদুরের প্রণয়িনীকে একটা কথা কহে? চক্রবর্ত্তী তো সামান্য একটা দোকানদার, স্বয়ং লাটসাহেবকেও তোমাকে সেলাম করিয়া কথা কহিতে হইবে। এই সময় এই সুযোগে তোমাকে সেই ঘর বাড়ী, জিনিস-পত্র দখল করিয়া রাখিতে হইবে। সে বাড়ী, সেখানকার দ্রব্য-সামগ্রী, কখনই হাতছাড়া হইবে না। চক্রবর্ত্তী এখন কোথায়? সে খুন করিয়া পলাতক হইয়াছে। সে কি এই ঘটনার পর চুপ করিয়া বাটীতে গিয়া বসিয়া আছে? সে এখন প্রাণের ভয়ে কোথায় গিয়া লুকাইয়াছে ছয় মাসের মধ্যে সে এ-মুখো হইবে না, ইহা স্থির জানিবে। এই সময় সব দখল করিতে হইবে।”

তরঙ্গিণী বলিল,—“যদিই সে পলাইয়া থাকে, তাহা হইলে দশ দিন পরেও তো আসিবে। তখন আমার দশা কি হইবে?”

নীলরতন আবার হাসিয়া বলিলেন,—“যদিই আইসে, আমরা তাহাকে বাটীতে ঢুকিতে দিব কেন? রাজার সঙ্গীন আঁটা পাহারাওয়ালা তোমার দরজায় পাহারা দিবে জান? কাহার সাধ্য সেখানে প্রবেশ করে? মাথাটি দরজায় রাখিতে হইবে না? তুমি কে, তাহা যে তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। যমে তোমাকে ছুঁইতেও পারিবে না, তায় চক্রবর্ত্তী কোন্ ছার। তাহার মত লোক তো তখন তোমার রাঁধুনী হইবে। আরও দেখ, একটা আলাহিদা বাটীতে না থাকিলে, তোমার বা রাজার আমোদ-আহ্লাদ হইবে না। এটা আমি অনেক বিবেচনা করিয়া একটা ঘরাও কথা বলিতেছি। রাজা এ পরামর্শের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। বিবেচনা কর, আমাদের আমোদ-আহ্লাদের স্থান যেখানে, সেখানেই যদি রাজার কাছারী, বিষয়কর্ম্ম দেখা-সাক্ষাৎ, সকল বিষয়ের স্থান হয়, তাহা হইলে দেখিতে শুনিতেও ভাল হইবে না, তোমাদেরও আমোদ হইবে না, আর রাজার কাজকর্ম্ম সকলই মাথায় উঠিবে। তিনি নিশ্চয় দিবারাত্রি তোমাকে লইয়া বসিয়া থাকিবেন, এ দিকে বিষয়কর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইবে। যখন তুমি সর্ব্বপ্রধান আত্মীয়, তখন যাহাতে রাজার সর্ব্বনাশ

না ঘটে, তাহার ভাবনা তুমি না ভাবিলে কে ভাবিবে বল? বুঝিতেছ না তুমি, রাজার বিষয়-কর্ম্মের যত শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ততই তোমার সুবিধা? রাজা হয় তো তোমাকে এখানে দেখিলে আর নয়নের আড় করিতে চাহিবেন না। কিন্তু সেটা তো ভাল নয়।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তা আচ্ছা—কিন্তু রাজা কি আর সেখানে যাইবেন?"

নীলরতন বলিলেন—"যাইবেন—তা আর বলিতে? তুমি যেখানে থাকিবে, সেখানেই তাঁহার মন পড়িয়া থাকিবে। কালি প্রাতে তিনি গিয়া তোমার শ্রীমন্দিরে হাজির হইবেন। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, একটু তফাতে থাকিলে পাওনা-নেওয়ার সুবিধা বেশী হয়। এক বাড়ীতে থাকিয়া সকল জিনিস কি স্বতন্ত্র করিয়া [illegible] হইবে? রাজার তো বিষয় সহজ নহে [illegible] তো চার লক্ষ! তা ছাড়া সোনা, [illegible], হীরা, মুক্তা, নগদ টাকা কত, বলিয়া শেষ [illegible] না। ইহার যদি বখরা ভাগ তোমার ঘরে না আসে, তবে রাজার সহিত প্রণয় করিয়া লাভ কি? কিন্তু ভাই, বলিয়া রাখিতেছি, আমাকে যেন সুখের সময় ভুলিও না। আমি আজিও যেমন ভাল পরামর্শ দিতেছি, চিরদিনই সেইরূপ দিব। আমি রাজার জন্মের পূর্ব্ব হ[illegible] সংসারে আছি। তাঁহার স্বভাব-প্রকৃতি আমি যেমন জানি, এমন আর কেহ জানে না। আমি যে [illegible] যেমন যেমন পরামর্শ দিব, সেইরূপ চলিলে চিরদিনই তুমি সর্ব্বেশ্বরী হইয়া থাকিবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তোমার মত লোক আমি আর কখন দেখি নাই। তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে! আমার লাভেই তোমার লাভ হইবে, তাহা তুমি নিশ্চয় জানিবে। কিন্তু ভাই, এ রাত্রিতে আমি সে বাটীতে যাইতে পারিব না।"

নীলরতন বলিলেন,—"কেন? কিসের ভয়? তুমি একা তো যাইবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব, দুই জন বরকন্দাজ সঙ্গে যাইবে। তোমাকে সেই বাটীতে রাখিয়া, সকল ব্যবস্থা করিয়া, বরকন্দাজ পাহারা রাখিয়া আমি বাটী ফিরিব। সে জন্য তোমার কোন ভয় নাই।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তা যাহা ভাল হয় কর। আমি তোমার মন্ত্রণা ছাড়া চলিব না।"

তরঙ্গিণী, নীলরতন, আর দুই জন বরকন্দাজ সেই গভীর রাত্রিকালে সেই রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শান্তিপুরের উত্তরপশ্চিম কোণে গোপীনাথপল্লী বা নূতনগ্রাম নামে একটি অতি সামান্য পল্লী। এই পল্লী শান্তিপুর-সংলগ্ন এবং শান্তিপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত। এখানে অনেক দর অতি দুঃস্থ [illegible] সকলেই দীন এবং নিরাশ্রয়। শাক[illegible] একমাত্র [illegible]দিগের নিকট হইতে [illegible] কর্মচারিগণ [illegible] আদায় করিতে [illegible] এবং তাহাদের [illegible] ঘটী, [illegible] নহেন। কিন্তু তাহাদের [illegible] কি না, তাহাদের [illegible] আছে কি না, তাহাদের [illegible] কি না, তাহাতে কাহা[illegible] নাই। সুতরাং [illegible] জল নাই, [illegible] পরিপূর্ণ, [illegible] হইয়াছে, কিন্তু তথাপি [illegible] মানন্দজনক, উৎসাহপ্রদ, প্রীতিকর [illegible] আছে। তাহাদের সেখানে 'জ্যেঠা গোপীনাথ' নামে এক শ্রীবিগ্রহ আছেন। সেই শ্রীবিগ্রহ [illegible] পরমানন্দের উৎস এবং সর্ব্ব[illegible] প্রীতির নিকেতন-স্বরূপ। গোপীনাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি দারুময়; কিন্তু সুবিশাল এবং অলৌকিক শ্রীযুক্ত। এই দেববিগ্রহ কতদিনের, কে ইঁহার আদি প্র[illegible] কিরূপে ইনি শান্তিপুরে স্থাপিত হন, ইঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যায় না। প্রথমে শান্তিপুরের যে ভাগে ইঁহার শ্রীমন্দির বিরাজিত ছিল, সে স্থান ভাগীরথীর গর্ভসাৎ হইবার উপক্রম হইলে, তদানীন্তন সেবক ইঁহাকে জাহ্নবীতট হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী এই পল্লীমধ্যে স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে এই স্থানে লোকের বসতি ছিল না; এ জন্য

সেই সময় হইতে এই স্থান নূতন পল্লী বা নূতন গ্রাম নামে অভিহিত হয়। শান্তিপুরে এই শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাব ও স্থাপনার সম্বন্ধে পূর্ব্ব ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নানা প্রকার কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সমন্বয় করিয়া যে বিবরণ সংগঠিত হয়, তাহা এই ভগবদ্বিগ্রহের অলৌকিক মহিমা ও অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। এই শ্রীবিগ্রহের দেবত্ব ও মহিমা এতই অবিসংবাদিতরূপে প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত ও পরিজ্ঞাত যে, তৎসম্বন্ধে কোনই প্রমাণ-প্রয়োগ সর্ব্বথা অনাবশ্যক। এই দেববিগ্রহ বহু প্রাচীন এবং পিতৃপদবাচ্য অন্যান্য বিগ্রহাপেক্ষা প্রবীণ বলিয়াই ইহার নামের অগ্রে পিতার জ্যেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক জ্যেঠা শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই শ্রীবিগ্রহের বর্ত্তমান সেবক দরিদ্র এবং দরিদ্র স্থানে তিনি অধিষ্ঠিত। সুতরাং শ্রীমন্দির শোভাবিহীন, দেবতা বসন ভূষণশূন্য এবং দেবালয় আড়ম্বর ও উৎসাহ-বর্জ্জিত। কিন্তু এই আড়ম্বরবিহীন দেবালয়, এই বসনভূষণবিহীন দেববিগ্রহ দরিদ্র গ্রামবাসিগণের অতীব গৌরবের স্থল, পরম আনন্দের আধার। সম্প্রতি নূতন পাড়াকে অনেকে গোপীনাথপল্লী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পল্লীর প্রান্তভাগে হরিদাস নামে এক জন অতি দরিদ্র তন্তুবায়ের বাস। হরিদাসের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। হরিদাসের স্ত্রী, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক একটি পুত্র, দুইটি অবিবাহিতা কন্যা এবং একটি বিধবা ভগ্নী,—এইগুলি লোক তাহার পোষ্য। হরিদাসের দুইখানি খড়ের ঘর—দুইখানিই জীর্ণ ও পতনোন্মুখ। তাহার সংসারে কষ্ট মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহাদের শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন, শিরা-প্রকটিত শীর্ণ কলেবর, রুক্ষ কেশ, সকলই তাহাদের নিরতিশয় দরিদ্র-দশার পরিচয় দিতেছে। হরিদাস সমস্ত দিন কাপড় বুনিয়াও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলান করিতে পারে না। সে নিরন্তর যেরূপ পরিশ্রম করে, তাহা দেখিলেও দুঃখ হয়, কিন্তু তাদৃশ পরিশ্রমেও তাহার একবার অর্দ্ধাশন ব্যতীত পূর্ণাহার প্রায়ই ঘটে না।

ম্যাঞ্চেষ্টর! তোমার প্রতিযোগিতায় আজি ভারতের বহু লোক অন্নহীন ও জীবন্মৃত হইয়াছে; ভারতের বস্ত্রব্যবসায় বিনষ্ট হইয়াছে এবং তন্তুবায়গণ নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। ভারতের অশেষ শিল্পোন্নতির পরিচায়ক কার্পাসবস্ত্র আর বিক্রীত হয় না, তোমার স্থূল কাপড়েই দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাঁহারা ভারত উদ্ধারের পাণ্ডা, এ তুচ্ছ বিষয় তাঁহাদের চক্ষুতে লাগে না। সুতরাং এ দারুণ দুর্গতির প্রতীকারের কোন উপায় কেহই ভাবিতেছে না। এরূপ দুঃখ-দারিদ্র্য থাকিলেও, যাঁহারা বক্তৃতা করিতে জানেন, তাঁহাদের রসনা নিরুদ্ধ হইবার কোনই কারণ উপস্থিত নাই; সুতরাং কোলাহল যথেষ্ট চলিতেছে।

আর হরিদাসের স্ত্রী ও ভগ্নী - তাহারাই কি বসিয়া থাকে? তাহারাও যখন সাংসারিক কর্ম্ম হইতে অবসর পায়, তখনই অনন্যমনে কাপড়ে ফুল তুলে। এই উপায়ে যে উপার্জ্জন হয়, পরিশ্রমের তুলনায় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ইহাই তাহারা যথেষ্ট জ্ঞান করে। যাহা হউক, এই সকল উপায়ে যাহা উপার্জ্জন হয়, তাহাতে সংসার কোনমতে চলে না। বালক-বালিকারা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায়, হরিদাসেরও কতক হয়, কিন্তু তাহার স্ত্রী ও ভগ্নীর প্রায়ই নামমাত্র আহার হয়।

তথাপি হরিদাস বড়ই সাধু। এত দুঃখদারিদ্র্য সত্ত্বেও সে আপনার সততা ত্যাগ করে নাই। হরিদাস কখনও কাহার সহিত বিবাদ করে না। [illegible] নানা সময়ে নানা গোল উঠে, [illegible] হইবে না? তুমি কে, মাথা দেয় না। তাহার [illegible] সময়ে তেলেকে ছুঁইকার সম্ভবে না, তথাপি সে পরোপকারের চেষ্টা করে; লোক শুনুক বা না শুনুক, সে সকলকেই সুপরামর্শ দেয়। কাহারও কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে হরিদাস আন্তরিক উৎকণ্ঠিত হয় এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনার মধ্যে থাকে না। সুতরাং এ বাজারে হরিদাস পরম সাধু। কেহ কেহ বলিতে পারেন, হরিদাসের এমন কি গুণের কথা বলা হইল যে, তজ্জন্য তাহাকে প্রশংসা করা যাইতে পারে? এ সকল গুণ মনুষ্যমাত্রেরই থাকা উচিত, এবং তাহাতে আশ্চর্য্য বা মহত্ত্ব কিছুই নাই তো। কথা ঠিক। কিন্তু শুনিতে পাও না কি, অমুক বড়লোক বড় মাতৃভক্ত, সুতরাং বড়ই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু অমুক মহাশয় পিতাকে প্রণাম করেন, সুতরাং বড়ই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু অমুক মহাত্মা বিপন্ন সহোদরকে দুই টাকা দিয়া সাহায্য

করেন, সুতরাং বিশেষ প্রশংসাযোগ্য! যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে মাতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ প্রভৃতি অবশ্যপালনীয় ধর্ম্মও যখন প্রশংসার কথা হইয়া পড়িয়াছে, তখন ক্ষুদ্র হরিদাসের সাধুতার প্রশংসা না করিব কেন? হরিদাস কখন সভ্য হয় নাই—হইবার আশাও নাই। তাহার 'গুপ্তচরিত্র' ও 'সদর চরিত্র' নাই। সুতরাং সভ্যতাসম্মত মার্জ্জনীয় প্রতারণাও সে জানে না। এমন লোককে নিতান্ত বর্ব্বর ভিন্ন আর কিছুই বলিতে তোমরা রাজি নও।

গাজিপুরে রামনগরে অদ্বৈত ঘোষ নামে এক মহাজনের বাস। সে জাতিতে কায়স্থ; কিন্তু ব্যবহারে চণ্ডাল। টাকা আদান প্রদানই অদ্বৈত ঘোষের ব্যবসায় এবং সে এ সম্বন্ধে করুণাকণা-বিবর্জ্জিত। নয়নজল বা বদন-জল অদ্বৈত ঘোষ কিছুরই বাধ্য নহে। এই হীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ তৃষ্ণা কোনমতে নিবারিত হইবার নহে। সে সমান তেজে, নিষ্করুণভাবে তেজারতি কারবার চালাইতেছে। অদ্বৈতের বয়স প্রায় ষাটি, দেহ বড় স্থূললিত, ভুঁড়িটি সমুন্নত ও সুপরিণত; নাভিকুণ্ড চিরদিন অনাবৃত, নাকের উপর হইতে ললাট পর্য্যন্ত গোপীচন্দনের তিলক, দেহের নানা স্থানে রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত। কণ্ঠে তুলসী মালা, তাহাতে হরিনামের ঝুলি, মুখে হরি হরি বোল ও মধুর হাস্য, হৃদয়ে শাণিত খুব। অদ্বৈত পরম বৈষ্ণব, ফলতঃ বৈষ্ণবের অনেক লক্ষণই তাহার আছে। তাহার ক্রোধ নাই। খাতক যদি তাহাকে অন্তরের সহিত যার-পর-নাই গালি দিয়া যায়, তথাপি সে রাগে না বা তাহাদের সুদের একটা পয়সা ছাড়ে না। ব্রাহ্মণ দেখিলেই অদ্বৈত অতীব ভক্তির সহিত প্রণাম করে। কাহারও কোন বিপদের কথা শুনিতে না শুনিতেই সে হায় হায় করিয়া দেশ মাথায় করে। খোল-করতাল বাজাইয়া টপ্পা গান গাহিতে শুনিলেও সে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠে। অদ্বৈত নিঃসন্তান। তাহার তৃতীয় পক্ষের গৃহিনী ঘরে। গৃহিনী মঞ্জরী দাসী সুন্দরী এবং বয়সও চব্বিশ ছাড়ায় নাই। বলা বাহুল্য যে, মঞ্জরী দাসী বৈষ্ণব-চূড়ামণি অদ্বৈত ঘোষের সাত রাজার ধন!

কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সে সময়ে দ্রব্যসামগ্রী এতই দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল যে, কোন মতেই কাহারও চলে না। সন্তানেরা অন্নাভাবে মারা যায় দেখিয়া হরিদাস অদ্বৈতের নিকট পোনের টাকা ধার করিয়াছিল। হরিদাসের ভিটাটুকু বন্ধক না রাখিয়া অদ্বৈত টাকা দেন নাই। হরিদাসের আশা ছিল, বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়া কিছু পণ পাইবে এবং তাহাতেই এই ঋণ শোধ করিবে। মেয়ের বয়স মোটে তখন চারি বৎসর। তাহাদের ঘরে সে বয়সেও মেয়ের বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু হরিদাসের দুরদৃষ্টক্রমে মনের মত পাত্র জুটিয়া উঠিল না। হয় তো পাত্রের চাল-চুলা কিছুই নাই, নয় তো হরিদাসের অপেক্ষা পাত্র অনেক অধিক-বয়স্ক, নয় তো নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎস্বভাব। ধর্ম্মভীত হরিদাস দেখিয়া শুনিয়া এরূপ অপাত্রে কন্যাদান করা মহাপাপ বলিয়া মনে করিল। কিন্তু মহাজনের টাকা সুদে আসলে বেশ ফাঁপিয়া উঠিতে থাকিল। অদ্বৈত সময় থাকিতে টাকার জন্য একবারও তাগাদা করিল না, খত তামাদি হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে হরিদাসের নিকটে আসিয়া পঁয়ত্রিশ টাকা দাবী করিল। হরিদাস ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। পঁয়ত্রিশ টাকা! কি সর্ব্বনাশ! এত টাকা কেমন করিয়া শোধ করিব? তখন অদ্বৈতের নিকট হাত-যোড় করিয়া বলিল,—"এত দিন গিয়াছে, আর দুইটা মাস অপেক্ষা কর দাদা! আমি এই মাসে মেয়েব বিবাহ দিয়া তোমার টাকা শোধ করিয়া দিতেছি। জানই তো দাদা, আমার আর কোন উপায় নাই।"

অদ্বৈত ঘোষ বলিলেন,—"কি করিব ভাই, আমার আর অপেক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। এত দিন তুমি চেষ্টাচরিত্র কর নাই কেন? হরি হে, তোমার ইচ্ছা!"

হরিদাস অনেক চেষ্টা করিয়া যে যে কারণে কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা বিশেষ করিয়া বলিল। সমস্ত কথা শুনিয়া অদ্বৈত বলিল,—"তা দাদা, তুমি মেয়ের বিবাহ দিয়া উঠিতে পারিলে না, এটা কি আমার দোষ? এ দিকে খৎ যে তামাদি হইয়া যায়। এখন তুমি টাকা না দিলে, কাজেই আমাকে নালিশ করিতে হয়।"

হরিদাস চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"নালিশ? না দাদা, তোমার পায় পড়ি, নালিশ করিও না। নালিশ করিলে তো খরচ লাগিবে?"

অদ্বৈত বলিল,—"তা লাগিবে বৈ কি? পঁয়-ত্রিশের জায়গায় তখন পঞ্চাশ হইয়া উঠিবে। তা কি করিব ভাই, খৎ তামাদি হইবার সময় না আসিলে তাগাদাই করিতাম না। এখন নালিশ না করিলে আমার যে সকলই পড়িয়া যায় দাদা!"

হরিদাস আবার বলিল,—"আর দুইটা মাস সবুর কর—এত দিন সবুর করিয়াছ, আর দুইটা মাস আমাকে সময় দেও। আমি যেমন করিয়া হউক, টাকার যোগাড় করিয়া দিতেছি।"

অদ্বৈত বলিল,—"তা বেশ—তুমি টাকার যোগাড় কর না কেন? নালিশ করিলে যে মিটমাট হয় না, এমন তো নয়; আর নালিশ করিলে যে সেই দিনই টাকা না দিলে চলে না, এমনও নয়। তুমি টাকার যোগাড় কর। মোকদ্দমা চুকিতে কোন্ এক মাস সময় না যাইবে? তার জন্য এত ভয় কিসের?"

হরিদাস আর কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু তাহার প্রাণে বড় ভয় হইল। অদ্বৈত চলিয়া গেল। হরিদাসও পাড়ার আর দুই জন লোককে সকল কথা জানাইতে গেল। লোকেরা তাহাকে বড়ই ভয় দেখাইল। কিন্তু কেহই কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল না। তখন সে জ্যেঠা গোপীনাথ দেবের শ্রীমন্দির-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কর-যোড়ে সকল কথা জানাইল। ভগবান্ তাহাকে কি বুঝাইলেন, জানি না, সে কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বাটী গমন করিল।

সেই দিন হইতে সে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত পাত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কাজকর্ম্ম অনেকক্ষণ করিয়া বন্ধ থাকিতে লাগিল। আয় আরও কমিয়া গেল, আহারও প্রায় বন্ধ হইল।

তিন চারি দিনের মধ্যে অদ্বৈত পেয়াদা সঙ্গে লইয়া হরিদাসের বাটী আসিল এবং তাহার হাতে শমন ধরাইয়া গেল। হরিদাস কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—"দাদা, আমি কিছুই জানি না, আদালত চিনি না, কাহারও সহিত আমার আলাপ নাই, লেখা-পড়া বোধ নাই, কেন দাদা, তুমি আমাকে শমন দিলে? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি সমন ফিরাইয়া লও। আমি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি। আর মাঝে একটি মাস, তাহার পরেই বিবাহ দিয়া তোমার টাকা শোধ করিয়া দিব। তুমি শমন ফিরাইয়া লও।"

শমন যে ফিরাইয়া লইবার নহে, তাহা হরিদাস জানে না। সে ভাবিল, ঐ কাগজটুক তাহার হাতে থাকিলেই সর্ব্বনাশ হইবে এবং হাত-ছাড়া হইয়া গেলেই সকল বিপদ্ কাটিয়া যাইবে। অদ্বৈত বলি-লেন,—"তোমার এ জন্য ভয় কি ভাই? নালিশ না করিলে নহে বলিয়াই করিয়াছি। তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে? তোমার আদালতে যাইবার কোন দরকার নাই; কাহারও সহিত আলাপেরও প্রয়োজন নাই। তুমি আমার ধার সত্য কি না, বল; আর সে জন্য খত লিখিয়া দিয়াছ কি না, বল।"

হরিদাস বলিল,—"তা আর বলিতে? টাকা যে তোমার ধারি, তার কোন ভুল নাই। বড় অসময়েই তুমি টাকা দিয়া আমার ছেলেপিলেকে বাঁচাইয়াছ—আমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছ। খৎ তো কাগজ বই নয়, জ্যেঠা দেখিতেছেন, আমার প্রাণে তোমার টাকার কথা লেখা আছে কি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"তবে আর তোমার আদালতে যাইবার দরকার কি? যদি মিথ্যা নালিশ হইত, তাহা হইলে আদালতে যাইয়া, সাক্ষী দিয়া, নালিশ যে মিথ্যা, তাহা যেরূপে হউক, প্রমাণ করা উচিত ছিল। তাহা যখন নয়, তখন তোমার যাওয়া না যাওয়া একই কথা। আর নালিশ করা হইয়াছে বলিয়া তুমি এত ভয় পাইতেছ কেন? তোমার টাকার যোগাড় হইলে ফেলিয়া দিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে, সে জন্য ভাবনা কি? আমি সহজে তোমার উপর কোন দৌরাত্ম্য করিব না দাদা।"

হরিদাস এ কথা শুনিয়াও বড় আশ্বাস পাইল না। এ দিকে তাহার ভগ্নী আসিয়া অদ্বৈতের পা জড়াইয়া ধরিয়া—"আমাদের রক্ষা কর, দোহাই তোমার দাদা"—বলিয়া, কাতর স্বরে কাঁদিতে লাগিল। একটু দূরে দাঁড়াইয়া হরিদাসের স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিল। বালিকা দুইটি, অবশ্যই কোন সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে মনে করিয়া অথবা বাপ, মা ও পিসীর কান্না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অদ্বৈত দুই চারিটা অভয় দিয়া হরিদাসের ভগ্নীকে বুঝাইল এবং সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া প্রস্থান করিল। হরিদাস শমনখানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের পরম বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অস-হায়ের সহায় জ্যেঠা গোপীনাথের নিকটস্থ হইল,

এবং গলদশ্রুনয়নে আপনার বিপদের বার্ত্তা জানাইল। শ্রীহরি অন্ত তাহাকে কি আশ্বাস দিলেন, জানি না। সে কিন্তু কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া গৃহে ফিরিল এবং পরিবারবর্গকেও আশ্বস্ত করিল। অধিকতর যত্ন সহকারে সে কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিল। কিন্তু এত যত্ন করিয়া কোন স্থানে সে পাকাপাকি সম্বন্ধ করিয়া উঠিতে পারিল না। সময় যখন মন্দ হয়, তখন এইরূপই ঘটে। হরিদাস কন্যার বিবাহের ভাবনায় ব্যস্ত থাকিল। অদ্বৈত দাদা বলিয়াছে, মোকদ্দমা করিতে যাওয়ার কোন দরকার নাই। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া হরিদাস মোকদ্দমায় গেল না। এ দিকে অদ্বৈতের মোকদ্দমায় এক-তরফা মায় খরচা একান্ন টাকা আট আনা ডিক্রী হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত ডিক্রী হওয়ার পাঁচ সাত দিন পরে হরিদাসের বাটীতে আসিল এবং ডিক্রীর সংবাদ জানাইয়া টাকা চাহিল। হরিদাস ডিক্রী শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল,—"দাদা, তুমি তো বলিয়াছিলে, মোকদ্দমা হইতে এক মাস লাগিবে। তা এখনই এক মাস হইল কি?"

অদ্বৈত বলিল, "তা প্রায় হইল বৈ কি? তা আইন আদালতের কথা তোমার আমার কথায় কি যায় আইসে? সে কথা থাক্, এখন টাকার কি বল ভাই। টাকা তো আমি আর এক দিনও ফেলিয়া রাখিতে পারিব না।"

হরিদাস সজল-নয়নে বলিল, "আমি তো বলিয়াছি দাদা, অগ্রহায়ণ মাসে মেয়ের বিবাহ দিয়া টাকা দিব। তার আগে আমি কোথায় পাব দাদা?"

অদ্বৈত বলিল,—"তুমি কোথায় পাবে, তা আমি জানি না। তুমি কবে মেয়ে বিবাহ দিবে না দিবে, এত খোঁজে আমার কি দরকার ভাই? তুমি ছেলে-মেয়ের বিবাহ দাও, আমোদ-আহ্লাদ কর, আমি কি তাহাতে বাদী? এখন আমার টাকা কয়টা দুই চারি দিনের মধ্যে না দিলে নয়। কবে আসিব বল। টাকা তো দুটি একটি নয় যে, আমার ফেলিয়া রাখিলে চলিবে।"

হরিদাস জিজ্ঞাসিল,—"সব শুদ্ধ কত টাকা হইয়াছে দাদা?"

"একান্ন টাকা আট আনা।"

হরিদাস চমকিয়া বলিল,—"অ্যাঁ—বল কি? একান্ন টাকা আট আনা!"

অদ্বৈত বলিল, "হাঁ! আদালতে হাকিম বিচার করিয়া ডিক্রী দিয়াছেন। বিশ্বাস না হয়, ডিক্রীর নকল আনাইয়া দেখিও। এখন টাকার জন্য কবে আসিব বল?"

হরিদাস বলিল,—"আসিয়া কি করিবে? এক টাকাই হউক, আর একান্ন টাকাই হউক, মেয়ের বিয়ে না হইলে আমার কিছুই দিবার সামর্থ্য নাই। মেয়ের বিবাহের পূর্ব্বে আমি এক পয়সাও দিতে পারিব না।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি তখনই জানি, তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিবে। আবার খরচা বাড়িবে, তখন ভাল হইবে। আমি যে তোমার মেয়ের বিবাহের জন্যে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিব, তা তুমি মনে করিও না। যদি টাকা দেওয়ার মত হয়, তবে চারি পাঁচ দিনের মধ্যে আমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিও। আমি আর আসিব না। কলিকাল—কেহই সহজ লোক নয়। হরিদাস এমন করিয়া আমাকে কষ্ট দিবে, তাহা আমি এক দিনও ভাবি নাই। হরি হে, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

হরিদাস অদ্বৈতের পা ধরিয়া বলিল,—"দোহাই দাদা, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি রাগ করিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি বড় গরিব, আমাকে এ আশ্রয়টুকু হইতে তাড়াইও না, তোমার পায়ে পড়ি দাদা।"

অদ্বৈত বলিল,—"লোকের টাকা লইবার সময় এক সুর, দিবার সময় আর এক সুর। তোমাকে তাড়ান না তাড়ানর মালিক আমি নহি। এখন আইন-আদালতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর ঘরাও কথা নাই। আইন-আদালত যেরূপ করিবে, এখন তাই হইবে। আমাকে অকারণ দোষের ভাগী করিও না। হরি হরি!"

হরিদাসের ভগ্নী আসিয়া অদ্বৈতের চরণসমীপে অনেক কাঁদাকাটা করিল, এবং হরিদাসের স্ত্রীও তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া অনেক কাঁদিতে লাগিল। মেয়ে দুইটি অদ্বৈতকে বাঘ-ভালুকের

মত ভয়ানক জন্তু মনে করিয়া দূর হইতে তাহার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরিদাসের ছেলেটি তখন বাড়ী ছিল না।

অদ্বৈত এত লোকের এত করুণ প্রার্থনায় একটু বিচলিত হইল না। একটা বড় আশ্বাসের কথাও বলিল না। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে টাকা না দিলে আইন-অনুসারে কার্য্য হইবে, ইহাই তাহার এক কথা। অদ্বৈত প্রস্থান করিল। হরিদাস নিতান্ত কাতরভাবে আপনার অবস্থা বুঝাইতে বুঝাইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলিল। কিন্তু সে পাষাণ একটু কোমল হইল না। তাহাতে অঙ্কপাত করে, কাহার সাধ্য?

হরিদাস তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বাটী ফিরিল না। সে সেই বিপদ্‌ভঞ্জন জ্যেঠা গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে আসিল এবং কাতরকণ্ঠে সকল বার্ত্তা তাঁহাকে জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কি আশ্বাস দিলেন, জানি না; সে কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া বাটী ফিরিল, এবং বিহিতবিধানে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কিছু দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নকালে অদ্বৈত একটা পেয়াদা সঙ্গে করিয়া হরিদাসের বাটীর আমগাছে একটা লম্বা কাগজ আঁটিয়া দিয়া গেল। কয়েক দিন পরে এক জন ঢোলওয়ালা আসিয়া, অদ্বৈত ঘোষের পাওনার জন্য হরিদাসের ভদ্রাসন-বাটী অমুক তারিখে নীলাম হইবে, ইহাই ঘোষণা করিয়া গেল। সে দিন হরিদাসের স্ত্রী ও ভগ্নী ধূলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই—এত দিন পরে তাহাদের আশ্রয়-স্থানটুকুও ঘুচিয়া যায়। হায়! স্ত্রী, ভগ্নী ও সন্তানদের লইয়া হরিদাস অতঃপর কোথায় দাঁড়াইবে? হরিদাস এ সংবাদ শুনিয়া কাহারও সহিত কোন পরামর্শ করিতে গেল না, কাহাকেও কোন কথা বলিল না। যাঁহার চরণে সে সকল বিপদের কথা নিবেদন করে, আজিও সেই জ্যেঠা গোপীনাথের নিকটস্থ হইয়া সকল কথা জানাইয়া আসিল।

বাটী নীলাম হইয়া গেল। অদ্বৈত তাহা চব্বিশ টাকায় ডাকিয়া লইল। ডিক্রীজারি, নীলাম ইত্যাদি বাবদে অদ্বৈতের সর্ব্বসমেত পাওনা হইয়াছিল বাষট্টি টাকা। হরিদাসের বাটী লইয়াও তাহার দেনা মিটিল না—এখনও আটত্রিশ টাকা বাকী। অদ্বৈত আবার আসিয়া হরিদাসের সহিত দেখা করিল। তাহাকে বাটী ত্যাগ করিয়া সত্বর উঠিয়া যাইতে বলিল এবং বাকী টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য তাগাদা করিল। হরিদাস পূর্ব্ব পূর্ব্ব-বারের ন্যায় সপরিবারে বিস্তর কাঁদাকাটা করিল, কিন্তু অদ্বৈত তাহাতে একটুও বিচলিত হইল না। সে চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"আইন আদালতের কাজ। আমি কি করিব বল। তুমি বুঝিলে না হরিদাস। কাজে কাজেই আমাকে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিতে হইবে।"

আরও এক মাস কাটিয়া গেল। হরিদাসের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। অনেক খুঁজিয়া সে মনের মত পাত্র পাইল। আর এক মাস পরে বিবাহ হইবে—দিন স্থির হইয়া গেল। হরিদাসের অনেক ভরসা হইল। যদিও অদ্বৈত বাটী খরিদ করিয়াছে, তথাপি নগদ টাকা পাইলে সে নিশ্চয়ই তাহা ছাড়িয়া দিবে এবং তখন তাহার নিকট হইতে আর একটা কোবালা লিখিয়া লইলেই চলিবে। বড় জোর সে না হয় কিছু ছাড়িয়া দিবে না। না দেয়, না দিবে, কিছু অধিক টাকা যাবে বই তো আর কিছু নয়। তা কি করা যাইবে? কন্যার বিবাহ দিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার অধিকাংশই অদ্বৈতের পেটে যাইবে। মান তো থাকিবে, আশ্রয়হীন তো হইতে হইবে না। হরিদাস নিশ্চিন্ত হইল এবং জ্যেঠা গোপীনাথকে হৃদয়ের ভাব জানাইয়া আসিল।

আর একটা বড় বিপদ্ উপস্থিত হইল। হরিদাসের পুত্র স্নান-আহার করিয়া হাটে গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় এক জন প্রতিবেশীর সঙ্গে সে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিল—বড় জ্বর। সে রাত্রিতে তাহার কোন তদ্বির হইল না। এক জন প্রতিবেশী হাত দেখিতে জানে; তাহাকে পরদিন প্রাতে ডাকিয়া আনা হইল। সে হাত দেখিয়া বলিল,—"জ্বর খুব। এখন তো ভয়ের কারণ কিছু দেখা যাইতেছে না। কিন্তু জ্বরটা যেন পরে 'বাঁকা হইবে বোধ হয়। ডাক্তার দেখান উচিত।" সে দিনটাও গোলমালে কাটিয়া গেল। পরদিন সেই প্রতিবেশী হাত দেখিয়া বলিল,—"জ্বর খারাপই বোধ হয়।" সেই প্রতিবেশী উদ্যোগী হইয়া এক জন ইংরাজী মতের

চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যাঁহাকে ডাকিয়া আনিল, তাঁহার রীতিমত পড়া-শুনা নাই ; কিন্তু তিনি দেখিয়া শুনিয়া একরকম শিখিয়াছেন মন্দ নয়। লোকটির শরীরে দয়াও যথেষ্ট। ডাক্তার রোগীর অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"রোগ ভাল নহে।—বাত-শ্লৈষ্মিক বিকার একেই বলে। বিশেষ যত্ন হইলে ২১ দিনের পর সারিলেও সারিতে পারে।"

হরিদাস নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল,—"তা বাবু, আমি তো বড় গরীব। এখন উপায় ? কি হইবে গোপীনাথ জ্যেঠা ?"

ডাক্তার বলিলেন,—"তুমি বড় গরীব, আমি তা জানি। বিশেষ, অদ্বৈত ঘোষ তোমার সহিত যে ব্যবহার করিতেছে, তাহাও আমি শুনিয়াছি। তা আমি প্রতিদিন যতবার আবশ্যক আসিয়া দেখিয়া যাইব, সে জন্য তোমার অবশ্য কোন খরচ হইবে না। ঔষধ অনেক লাগিবে, তার দামও অনেক হইবে। আমারও অবস্থা ভাল নয়, তা তোমরা সকলেই জান। তা যাহাই হউক, ঔষধের সিকি দামও তুমি কোন রকমে যোগাড় করিয়া দিতে পারিবে না কি দাদা ?"

হরিদাসের অপেক্ষা ডাক্তারের বয়স অনেক কম। হরি পরমানন্দে ডাক্তারের মাথায় হাত দিয়া বলিল,—"তোমার কল্যাণ হউক, ছেলে-পিলে নিয়ে তুমি লক্ষেশ্বর হও ভাই ! আমার ছেলে যদি বাঁচে, তোমার দয়াতেই বাঁচিবে। সিকি দাম আমি যেমন করিয়া পারি, অবশ্যই দিব।"

হরিদাস গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে গিয়া কাঁদিয়া আসিল। এক জন প্রতিবেশী ডাক্তারের সঙ্গে গিয়া ঔষধ আনিল। ঔষধ খাওয়ান হইতে লাগিল। দশ দিন কাটিয়া গেল। একাদশ দিনে পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হইল। ডাক্তারের যত্নের ত্রুটি নাই, কিন্তু রোগ ভাল দিকে গেল না, বড়ই মন্দ হইয়া পড়িল। ডাক্তার দেখিয়া পাঁচ জন প্রতিবেশীকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"হরিদাসের ছেলের পীড়া বড়ই কঠিন হইয়াছে। এখনও ভরসাহীন হই নাই ; যদি আর না বাড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসা চলিবে। কিন্তু আর বাড়িলে, চিকিৎসা করিয়া কোন ফল হইবে বোধ হয় না ! যাহা হউক, যতক্ষণ ভরসা আছে, ততক্ষণ রীতিমত চিকিৎসা চালাইতে হইবে। এখনকার চিকিৎসায় খরচ পড়িবে বিস্তর, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আর এখন দিবারাত্রি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর পাশে বসিয়া তদ্বির করিবার লোক আবশ্যক। সে লোক একটু লেখা-পড়া জানা হইলেই তবে ঠিক হয়। ইহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সকলে মিলিয়া ইহার একটা বিবেচনা কর।"

ডাক্তারের প্রস্তাব দুইটি—দুয়েরই অপ্রতুল। গ্রামে এমন কেহ নাই যে, এইরূপ সময়ে দুই টাকা দিয়া সাহায্য করে। এমনও কেহ নাই যে, দিবা-রাত্রি কাজ বন্ধ করিয়া রোগীর পাশে বসিয়া থাকিতে পারে। সকলকেই প্রতিদিন উপার্জ্জন করিয়া খাইতে ও খাওয়াইতে হয়। বসিয়া থাকিলে কাহার চলিবে ? আর লেখাপড়া বা চতুরতা তাহাদের বড় নাই। সুতরাং রোগীর যত্ন করিবে কে ? যাহাদের বাটীতে পীড়া, তাহারা এ কয়দিন নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হরিদাস দুই তিন দিন তাঁত বুনে নাই। দুই দিন তাহারা এক মুঠা করিয়া কাঁচা চাউল খাইয়া জল খাইয়াছে মাত্র। আজি এক জন প্রতিবেশী মেয়ে দুইটিকে খাওয়াইবার জন্য আপনার বাড়ীতে লইয়া গেল।

হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমার একটা ঘড়া, দুখান কাঁসার থালা, একখান পিতলের থালা, একটা কাঁসার ঘটী, দুইটা পিতলের ঘটী আছে। ইহা বিক্রয় করিলে, পাঁচ ছয় টাকা হইতে পারে। জ্যেঠার কৃপায় আমার ছেলে যদি বাঁচে, তখন ও দু'খান ফুটা তৈজসের জন্য আটকাইবে না। তোমরা আমার ছেলেকে একটু দেখ, আমি বাসন কয়খানা গুছাইয়া লইয়া হাটে বিক্রয় করিতে যাই।"

আপাততঃ এ পরামর্শ নিতান্ত মন্দ বলিয়া কেহ মনে করিল না। হরিদাস তখনই বাসনগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং তৎসমস্ত ধামা পূরিয়া মাথায় করিল। ঠিক এই সময়ে এক অলৌকিক শোভাময়ী সুন্দরী সেই কুটীরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। সুন্দরী যুবতী। তাঁহার হাতে শাঁখা, সীমন্তে সুবিস্তৃত সিন্দুর-রেখা, পরিধান এক অতি চওড়া লালপেড়ে সাটী। বস্ত্রে তাঁহার দেহ সুন্দররূপে সমাবৃত। সুন্দরী হাস্যময়ী অথচ নত-নয়না,

কোমলতাময়ী অথচ প্রদীপ্তাননা, চারুশীলা অথচ জ্যোতির্ম্ময়ী, যুবতী অথচ ধীরা। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ডাক্তার বলিলেন,—"এই যে, মা লক্ষ্মী আসিয়াছেন।"

বালক-বৃদ্ধ-নর-নারী সকলেই 'মা মা' করিয়া উঠিল। সে স্থান—সেই নিদারুণ বিপদের লীলাক্ষেত্র, তখন যেন আনন্দের পুরী হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল, যখন মা আসিয়াছেন, তখন আর কোন ভাবনা নাই।

ডাক্তার জিজ্ঞাসিলেন,—"অনেক দিন মা লক্ষ্মীকে দেখি নাই কেন?"

মা বলিলেন,—"আমি ছিলাম না বাবা! ভাগ্যে আজি জ্যেঠার কাছে আসিয়াছিলাম, তাই শুনিতে পাইলাম—গোপালের কঠিন পীড়া।"

কি মধুর স্বর! কি কোমলতা! তাহার পর হরিদাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এ কি হইতেছে বাবা? দেখি, তোমার ধামার কি?"

যুবতার আগমনমাত্র হরিদাস বুঝিয়াছে যে, জ্যেঠা কৃপা করিয়া এই বিপত্তিকালে মা-লক্ষ্মীকে আনিয়া দিয়াছেন। যখন মা আসিয়াছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে সকল ভরসাই আসিয়াছে। সে ধামা নামাইয়া দিল।

মা বলিলেন,—"এগুলি বেচিতে যাইতেছিলে বুঝি? তা ভালই হইয়াছে, আমার এরূপ কয়েকটা জিনিসের দরকার আছে। এ বাসনগুলার বেশী দাম হইবে না বোধ হয়। হয়ও যদি, আমি তোমার মেয়ে—দশ টাকার বেশী দিব না। এই লও বাবা দশ টাকা, তোমার বাসনগুলা কিনিয়া লইলাম।"

এই বলিয়া যুবতী আপনার বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া হরিদাসের হাতে দিলেন এবং আর কাহারো সহিত কোন কথা না কহিয়া, বাসনের ধামা কাঁখে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ ও ভরসা, উৎসাহ ও আশা সঙ্গে লইয়া সুন্দরী সেই যে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত আর একবার সে স্থান হইতে উঠিলেন না। নিরন্তর বিহিত বিধানে রোগীর শুশ্রূষায় তিনি ব্যাপৃত রহিলেন। অথচ বাটীর লোকেরা যাহাতে সময়মত খাইতে পায়, তাহাদের উদ্বেগ যাহাতে কমিয়া যায়, তাহার সকল উপায় তিনি বসিয়া বসিয়া করিতে থাকিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

অর্থ।—দুষ্কৃতিকারী, মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ, আসুরিক স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাকে আরাধনা করে না।

তাৎপর্য্য।—মায়ার প্রভাবে যাহারা জ্ঞানহীন, সেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত নরাধমেরা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া, অসুরের ন্যায় ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭ম অধ্যায়। ১৫শ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

তরঙ্গিণী বাড়ী-ঘর দখল করিয়াছে। তাহার দ্বারে দরওয়ান হইয়াছে, নূতন পাচিকা ও চাকরাণী হইয়াছে, সাবেক লোকদের সে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে আছে ভাল। কালিদাস চক্রবর্ত্তীর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সে যে কোথায় গিয়াছে, কেমন আছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সে জন্য কিন্তু তরঙ্গিণীর বড় ভাবনা আছে। রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারী নীলরতন, সে জন্য তাহাকে নিশ্চিন্ত হইতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিলেও তরঙ্গিণী সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। কালিদাস হয় তো কতই দুঃখ পাইতেছে বলিয়া তরঙ্গিণী ভাবে কি? কালিদাস কি বিপদে পড়িয়াছে মনে করিয়া তরঙ্গিণী ভাবে কি? কালিদাস হয় তো খাওয়া-পরার কষ্ট পাইতেছে, মনে করিয়া তরঙ্গিণী ভাবে কি? রাধাকৃষ্ণ! এ সকল ভাবনা ভাবিবার জন্য তাহার দায় পড়িয়াছে। সে ভাবে, পাছে চক্রবর্ত্তীর মূর্ত্তি আবার দেখা দেয়, পাছে সে আসিয়া আবার গোল করে, পাছে সে উপস্থিত হইয়া বাড়ী-ঘর জিনিসপত্র দখল করে। সে মরিয়া গিয়াছে, সংবাদ পাইলেই তরঙ্গিণী নিশ্চিন্ত হয়। কালিদাস মরিয়া গিয়াছে কি না জানি না; কিন্তু লাঠি মারার পর দুই তিন মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি কালিদাস আর দেখা দেয় নাই। তাহার কোন সংবাদও নাই। সে সম্বন্ধে রাজা এবং নীলরতন তরঙ্গিণীকে অনেক অভয় দিয়াছেন: তথাপি তরঙ্গিণীর ভাল করিয়া ভয় ঘুচিতেছে না। বলা আবশ্যক যে, কালিদাসের আড়ত উঠিয়া গিয়াছে। দুই চারি জন পাওনাদার তরঙ্গিণীর বাড়ীতে আসিয়া গোল করিয়াছিল, কিন্তু দ্বারস্থিত পাঁড়েজী মহারাজ কৈঁই-মেই করিয়া তাহাদিগকে ভাগাইয়া দিয়াছেন। সেই অবধি সে সম্বন্ধে গোলমাল বন্ধ হইয়াছে।

তরঙ্গিণী আছে ভাল। সেই বাড়ী-ঘর সবই আছে, জিনিসপত্র কিছুই যায় নাই। গিয়াছে কালিদাস—কুৎসিত কালো দোকানদার, অরসিক কালিদাস। তাহার হাত হইতে সে অব্যাহতি পাইয়াছে—বাঁচিয়াছে। তাহার স্থানে এখন কে তাহার প্রণয়প্রার্থী জান? অরবিন্দ রায়—সুন্দর, সুপুরুষ যুবা, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজা অরবিন্দ রায় এখন তাহার প্রণয়ের উমেদার। এখনও উমেদার কেন? তরঙ্গিণী তো তাঁহারই জন্যে ব্যাকুল? তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য সে তো যথেষ্ট উৎসুক। তবে এখনও রাজার উমেদারি চলিতেছে কেন? কথাটা ভাল বুঝা যায় না। সুতরাং কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না।

রাজা অরবিন্দ রায় এ পর্য্যন্ত একদিনও সশরীরে তরঙ্গিণীর ভবনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এখন তাঁহার অনেক কাজ, মামলা-মোকদ্দমা

লইয়া নিয়ত তাঁহাকে অতিশয় বিব্রত থাকিতে হয়; এ জন্য তরঙ্গিণীর শ্রীমন্দিরে আগমন করার সময় হয় না। কিন্তু তিনি যাহাই বলুন, কথাটা দেখিতে শুনিতে ভাল নয় তো। যাহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন, তাহাকে দেখিতে আসিতে একবার সময় না পাওয়া বড় কেমন কেমন শুনায় না কি? রাজার আরও বিশেষ আপত্তি আছে। রাজার যেরূপ মান-সম্ভ্রম, বিশেষতঃ শান্তিপুরে তাঁহার যেরূপ স্বধর্ম্ম-পরায়ণতা ও নিষ্ঠার সুখ্যাতি, তাহাতে এ স্থানে পরনারীর সহিত আমোদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার অপযশের সীমা থাকিবে না। সুতরাং নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া অনিচ্ছায় তাঁহাকে তরঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাতে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশে দিন কাটাইতে হইতেছে।

এ সকল যুক্তি সহসা সুসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে পারে। কবে কোন্ ধনবান্ ব্যক্তি সমাজের ভয়ে বা লোকনিন্দার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঞ্ছনীয় সুখভোগে ক্ষান্ত হইয়াছেন? কোথায় কোন্ বিলাসী পুরুষ একটু অখ্যাতির ভয়ে প্রেমিকা সুন্দরীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন? সুতরাং রাজার এই সকল যুক্তি বড় সুসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে পারে। কিন্তু তোমার আমার কারণগুলি উপযুক্ত ও যথেষ্ট বলিয়া প্রতীত না হইলে কোন ক্ষতি নাই। স্বয়ং তরঙ্গিণী এ জন্য অসন্তুষ্ট নহে। সে আত্মাবস্থায় পরিতৃপ্ত ও সুখী আছে। তবে আর কথা কহিবার প্রয়োজন কাহারও নাই।

রাজার সরকার নীলরতন চৌধুরী সতত তরঙ্গিণীর বাটীতে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহার মুখে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া তরঙ্গিণী বেশ বুঝিয়াছে, রাজা তাহার প্রেমে একান্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অতি সত্বর রাজা এখানকার কাজকর্ম্ম ও কৃষ্ণনগরের মামলা-মোকদ্দমা ফেলিয়া দেশে চলিয়া যাইবেন। তরঙ্গিণীকে তিনি সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সেখানে তিনি স্বাধীন ও প্রকাশ্যভাবে এই সুন্দরীর সহিত আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইবেন। এ সকল কথা তরঙ্গিণীর বেশ হৃদগত হইয়াছে। বক্তার কৌশলে এ সম্বন্ধে তরঙ্গিণীর আর কোনই সন্দেহ নাই।

কথা ছাড়া কাজেও তরঙ্গিণী যথেষ্ট প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়াছে যে, রাজা তাহার রূপে গুণে বড়ই মজিয়াছেন। রাজা প্রায় প্রতিদিনই তরঙ্গিণীর নিকট নানাপ্রকার মূল্যবান্ উপহার-সামগ্রী পাঠাইতেছেন। জড়াও বালা, ইয়ারিং, বেনারসী রুমাল, ঢাকাই কাপড়, পার্‌সী সাড়ী ইত্যাদি অনেক সামগ্রী তরঙ্গিণীর শ্রীচরণ-সরসিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিবিধ অত্যুপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রায় প্রত্যহই রাজবাটী হইতে তরঙ্গিণীর নিকট প্রেরিত হয়। তদ্ব্যতীত এই কয়দিনের মধ্যে রাজা তাহার নিকট দুই শত টাকা পাঠাইয়াছেন। অপরিসীম ভালবাসার বন্ধন না ঘটিলে এরূপ উপহার কেহ কাহাকে দিয়া থাকে কি? তরঙ্গিণী বুঝিয়াছে, রাজা অরবিন্দরূপ প্রকাণ্ড কাতলা-মাছ, তাহার রূপগুণের জালে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, আর ছাড়াইয়া পলাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তরঙ্গিণী বড় সুখে পরমানন্দে আছে।

আজ তিন দিন হইল, হারাধন তাহার ভবনে আসিয়াছিল। হারাধন মরে নাই, সে মরিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে। তরঙ্গিণীর দ্বারবান্ তাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এরূপ ব্যবহারে হারাধন বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং গৃহস্বামিনী জানিতে পারিলে দরওয়ানকে নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া সে ভয় দেখাইল। পাঁড়ে ঠাকুর ভয় পাইল না দেখিয়া, সে তাঁহাকে গৃহস্বামিনীর নিকট সমস্ত কথা জানাইতে বলিল। পাঁড়ে ঠাকুর সমস্ত কথা জানাইয়া কর্ত্রীর হুকুম চাহিলেন, তরঙ্গিণী তাহাকে তাড়াইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন।

দরওয়ানের নিকট অর্দ্ধচন্দ্র লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, হারাধন নিতান্ত বিমর্ষ হইল, এবং কেন এরূপ ঘটিল, স্থির করিতে না পারিয়া, কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিল। তাহার পর উপরে দাঁড়াইয়া তাহার একটা কথা শুনিবার জন্য তরঙ্গিণীকে অনেক কাকুতিমিনতিপূর্ব্বক অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। পাছে সে আসিলে, বা তাহার সহিত কথা কহিলে, রাজা শুনিতে পান ও রাগ করেন, এই ভয়ে তরঙ্গিণী উপর হইতে দাঁড়াইয়াও তাহার সহিত একটা কথা কহিল না। দ্বারবান্ কড়ায় গণ্ডায় কর্ত্রীর আজ্ঞা পালন করিল, সুতরাং হারাধনকে চলিয়া যাইতে হইল। হারাধন তখন বড় দুর্ব্বল, বড় কাতর; বিশেষতঃ অনাহারে নিতান্ত অবসন্ন। তরঙ্গিণী যে তাহার সহিত দেখা করিবে না, ইহা সে

একবারও ভাবে নাই। সে কাতরভাবে দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, আপনার অবস্থার কথা বিশেষ করিয়া জানাইল, অবশেষে দেখা হয় না হয়, তাহাকে দুইটা টাকা দিয়া সাহায্য করিতে বলিল। তরঙ্গিণী সকল কথা শুনিতে পাইল, কিন্তু তাহার কোনই অনুরোধ রক্ষা করিল না। সে দূরে দাঁড়াইয়া চিল্লাইতেছে দেখিয়া, দ্বারবান্ সেখান হইতেও ধাক্কা দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। বলা বাহুল্য, হারাধন নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ ও যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়িত হইয়া গেল।

পরদিন বেহায়া হারাধন আবার আসিল। দ্বারবান্ তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে নড়িল না, কেবল নিরন্তর মিনতি করিয়া কর্ত্রীর নিকট খবর দিতে অনুরোধ করিতে থাকিল। তাহার উপরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া দ্বারবান্ অগত্যা তরঙ্গিণীর নিকট সংবাদ দিল। তরঙ্গিণী অত্যন্ত রাগের সহিত বলিল,—"কে সে? আমি তাহাকে চিনি না। আমি কি যে সে লোকের সহিত কথা কহি? সে ছোট লোক। আমার সহিত কথা কহিতে তাহার স্পর্দ্ধা কেন? তুমি তাহাকে দূর করিয়া দাও।" দ্বারবান্ ফিরিয়া আসিয়া সকল কথাই হারাধনকে বলিল, এবং তাহাকে সহমানে যাইতে উপদেশ দিল।

হারাধন সমস্ত কথা শুনিয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইল। বলিল,—"আচ্ছা!" হারাধন চলিয়া গেল। তরঙ্গিণী রাজার নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিল। রাজা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আজি সন্ধ্যার পর চৌধুরী মহাশয় আসিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবেন। তরঙ্গিণী মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বেশ-ভূষার পরিপাট্য করিতে লাগিয়াছে। বড় যত্নে অনেক গুছি লাগাইয়া সে মোহিনী কবরী বাঁধিয়াছে, গালে রং মাখিয়াছে, ঠোঁট লাল করিয়াছে, হাতে একটু আলতার ছোপ দিয়াছে, বড় ভাল জামা গায়ে দিয়াছে, রাজদত্ত পার্সি সাড়ী, জড়াও বালা, ইয়ারিং পরিয়াছে, তা ছাড়া আরও অনেক অলঙ্কার তাহার গায়ে উঠিয়াছে। মোটের উপর সে সাজিয়াছে ভাল এবং তাহাকে দেখাইতেছে মন্দ নয়।

এইরূপে সাজিয়া গুজিয়া তরঙ্গিণী অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় নীলরতন সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন। চৌধুরী মহাশয় আগমন করিবামাত্র তরঙ্গিণী উৎকণ্ঠার সহিত নিকটস্থ হইল এবং সাগ্রহে বলিল,—"এস এস, খবর কি? কয়দিন দেখা নাই যে?"

নীলরতন বলিলেন,—"খবর ভাল, খুবই ভাল, আবার তোমার জন্য বিশ ভরির তারা প্যাটার্ণ হারের ফরমাইস হইয়াছে। তোমারই দিন পড়িয়াছে। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা হইয়াছে কি না, বল।"

তরঙ্গিণী একটু গর্ব্বের হাসি হাসিল। মনে মনে যাহা অনেক দিন বুঝিয়াছে, আজি তাহাই বুঝিল। তাহার রূপ দেখিয়া কাহার সাধ্য না মজিয়া থাকে। কিন্তু সে কথা তো নীলরতনকে বলা ভাল নয়। বলিল,—"তুমি যখন আমার পক্ষে, তখন সকলই হইবার কথা। কিন্তু সে যাহাই হউক, রাজা যদি মোটেই আমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ না করেন, তাহা হইলে তো আমি আর থাকিতে পারি না। তাঁহার সহিত একবার আমার দেখা হইলে খুব ঝগড়া করিব।"

নীলরতন বলিলেন,—"তা তুমি খুব ঝগড়া করিতে পার। কিন্তু আমি জানি, রাজা তোমার জন্য পাগল। তিনি আমার সঙ্গে তোমার কথা ছাড়া অন্য কথা কন না। তোমার কথা উঠিলে রাজকর্ম্ম, সংসারধর্ম্ম সকলই ভুলিয়া যান; আর বিশেষ কথা বলি শুন,—রাণীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছে। রাণী সম্মুখে আসিলে, তিনি রাগিয়া উঠেন। রাণী কেবল কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছেন। আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজা বলিয়াছেন, 'কি করিব? তরঙ্গিণী ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকের সহিত মুখের একটা কথা কহিতেও আমার আর প্রবৃত্তি হয় না।' কাজেই বলিতেছি, রাজা যতদূর গোলাম হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছেন।"

তরঙ্গিণী আবার হাসিল। যাহা পুনঃ পুনঃ সে ভাবিয়াছে, তাহাই আবার ভাবিল। তাহার এ রূপরাশি নয়নে পড়িলে, কাহার সাধ্য স্থির থাকে? সে তখন এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও ভীতভাবে হারাধনের আগমনের কথা বলিতে আরম্ভ করিল। যেন সে এই ঘটনায় যার-পর-নাই ভয় পাইয়াছে। সে চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া, মুখ ভার করিয়া, এই ব্যাপারের বর্ণনা শেষ

করিয়া বলিল,—"দেখ ভাই, রাজার কাছে মনে বা মুখেও অবিশ্বাসী হইতে আমার সাধ্য নাই। আমি যে কি ক্ষণেই রাজাকে দেখিয়াছি, বলিতে পারি না। পাছে সে হতভাগার সহিত একটা কথা কহিলে রাজা কিছু মনে করেন, এই ভয়ে আমি তাহার সহিত একটা কথাও কহি নাই, একবার দেখাও করি নাই। ভাই, এখন কি হইবে?"

নীলরতন বলিলেন,—"ইহার জন্য ভাবনার কারণ কি আছে? একটা রাজা যাহার মুঠার মধ্যে, একটা সামান্য তিলির ভয়ে তাহাকে কেন অবসন্ন হইতে হইবে? এ জন্য তোমার কোন ভয় নাই। তিলি যাহাতে তোমার বাটীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে, তাহার উপায় আমি আজই করিয়া দিব। এখন এ কথা যাউক, তুমি আমার বিষয় কি করিলে বল। আমি তোমার জন্য দিবা-রাত্রি ভাবিতেছি, কিসে তোমার ভাল হয়, তাহারই উপায় করিতেছি, তুমি আমার জন্য কি করিতেছ বল।"

তরঙ্গিণী জানে, বাস্তবিকই নীলরতন তাহার পরম শুভানুধ্যায়ী। তাহার রূপ যথেষ্ট থাকিলেও সে জানে ও বুঝে, এরূপ একটা লোক মধ্যে না থাকিলে, এ রাজার সহিত সদ্ভাব বজায় থাকিবে না, এবং লাভালাভের সুবিধা হইবে না। নীলরতন যে রাজার প্রধান মন্ত্রী, তাহাও সে জানে। নীলরতনকে হাতে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সে ভাবিয়া ভাবিয়া নীলরতনকে বাধ্য করিবার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিয়া লইল। নীলরতনের দিকে একটু সরিয়া আসিয়া, কটাক্ষ-মিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল,—"তোমাকে আর কি দিব ভাই? তোমাকে আমার অদেয় কি আছে? রাজার ভয়ে তুমি আমার সহিত মন খুলিয়া আমোদ কর না বলিয়া আমার বড় কষ্ট। কেন এত রাজার ভয়? রাজা কি এখানে বসিয়া আছেন? কিসের ভয়? খেলিতে জানিলে সব তাতেই খেলা যায়।"

নীলরতন মনে মনে অনেক হাসিলেন। কিঞ্চিৎ-কাল পূর্ব্বে তরঙ্গিণীর উচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে হারাধনকে আসিতে দেয় নাই, তাহার সহিত একটা কথাও কহে নাই, একবার দেখাও করে নাই,—কেন? পাছে রাজার কাছে অবিশ্বাসিনী হইতে হয়, এই ভয়ে। আর এখন সে নীলরতনকে গোপনে দেহ উৎসর্গ করিয়া দিতে চায়, গোপনে আমোদ চলে না বলিয়া দুঃখিত হয়—পাছে রাজা সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্তাগত না থাকেন, এই ভয়ে। সুতরাং তরঙ্গিণী বড়ই সাধ্বী! ঘৃণিত জীবেরা মরে না কেন?

নীলরতন মনে মনে অনেক হাসিয়া বলিলেন,—"সে কথা তো পড়িয়াই আছে। আমি যে তোমারই, তা কি তুমি জান না ভাই? তা যা হউক, তোমাকে আমি আপাততঃ একটা বড় ভয়ানক সংবাদ দিব বলিয়াই আসিয়াছি। রাজা এখনও এ খবর জানেন না। আমি কালিদাস চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে পাইয়াছি।"

কথা শেষ করিতে না দিয়াই তরঙ্গিণী বলিল,—"অ্যাঁ—বল কি? কি হইবে তবে?"

নীলরতন বলিলেন,—"শুন আগে—সব বলি আগে—তাহার পর পরামর্শ হইবে। আমার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সে জোর করিয়া এখানে আসিবে এবং তোমাকে তাড়াইয়া দিয়া তোমার ঘর-বাড়ী, জিনিসপত্র দখল করিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"এখন উপায়? কোথায় তাহার সহিত তোমার দেখা হইল? সে কি বলিল? এখন উপায়?"

নীলরতন বলিলেন,—"তাহার সহিত অতি কুস্থানে আমার দেখা হইয়াছিল। গাঁজার আড্ডায় সে বসিয়াছিল। আমি পথ দিয়া যাইতেছিলাম, দেখিয়াই সে ছুটিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল,—'আপনিই না রাজার সরকার? আপনারা তরঙ্গিণীকে যে বাড়ীঘর দেওয়াইয়া দিয়াছেন, তাহা আমার। আমার নাম কালিদাস চক্রবর্ত্তী। আমি সহজে তাহা ছাড়িব না। আমি একটা মাথা একবার ফাটাইয়াছি, আর পাঁচটা ফাটাইতে হয় ফাটাইব। আমার জিনিস আমি ছাড়িব কেন? আমারও অনেক লোক আছে জানিবেন। এই আড্ডায় যত লোক যায় আইসে, সকলেই আমার বাধ্য। আমার জন্য সকলে প্রাণ দিবে। আমি সে মাগীকে তাড়াইয়া দিয়া বাড়ীঘর দখল করিব।' তাহার যেরূপ চেহারা ও যেরূপ দলবল, তাহাতে কিছুই তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"এখন উপায় ?"

নীলরতন বলিলেন,—"আমি তো ভাই তাড়াতাড়ি তোমাকে খবর দিতে আসিয়াছি। উপায় যে আমি স্থির করি নাই, এমন নহে। তোমার জিনিসপত্র যাহা আছে, তাহার মধ্যে যাহা যাহা দামী, যাহা যাহা ভাল, সকলই কোন বিশ্বাসী স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। আর তোমার বাড়ীখানি তোমার কোন আপনার লোকের নামে বেনামী করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর যদি কালিদাস আইসে, আমাদের বরকন্দাজেরা তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিবে। তাহার পর যদিই সে আইন-আদালতে যায়, তাহা হইলেও তাহার সকল পথ বন্ধ করিয়া রাখা হইল। বাড়ী তখন তোমার নহে, জিনিসপত্র কিছুই নাই। সে লইবে কি? আমি তো ভাই ভাবিয়া চিন্তিয়া এই পরামর্শ স্থির করিয়াছি; এখন তুমি যাহা বিবেচনা কর।"

তরঙ্গিণী কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল,—"তুমি পরামর্শ করিয়াছ ভাল; কিন্তু তোমরা ছাড়া আমার এমন আপনার লোক আর কেহই নাই। তা রাজা কি এত ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করিতে চাহিবেন? তিনি যদি স্বীকার করেন, তবেই তো সকল দিক্ রক্ষা হয়। আর তো আমার কেহই নাই। তুমি ভাই, তাঁহার মত করাইয়া দিতে পারিবে না?"

নীলরতন বলিলেন,—"তোমার বিষয়ে তাঁহার মতামত করাইতে আমার ওকালতী লাগে না। এ প্রস্তাব রাজার নিকট করিলে তিনি হয় তো স্বামেই ইহাতে অস্বীকৃত হইবেন। অনেক লোক অনেক সন্দেহ করিবে, হয় তো এ জন্য আদালতে যাতায়াত করিতে হইবে, হয় তো তোমার সহিত প্রণয়ের কথা হাটে-বাজারে প্রচার হইবে, এই ভয়ে তিনি ইহাতে রাজি হইবেন না। কিন্তু তাঁহাকে সকল কাজেই রাজি করিবার কল তোমার মুখের কথা। তুমি তাঁহাকে হুকুম করিয়া না করাইতে পার কি? এ কাজটা পারিবে না?"

তরঙ্গিণী একটু গৌরবের হাসি হাসিল। নীলরতন বলিলেন,—"তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। আমি এক্ষণে বিদায় হই। যাহাতে সকল দিক্ ভাল হয়, তাহার উপায় করিও।"

অল্পকালমধ্যে বিহিত বিধানে বিদায় লইয়া নীলরতন প্রস্থান করিলেন।

নীলরতন চৌধুরী সদর-দরজা পর্য্যন্ত আসিলে একটা নিতান্ত দরিদ্র-বেশধারী ক্ষীণকলেবর লোক তাঁহার নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করিল। আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি?"

আগন্তুক নিতান্ত কাতর-স্বরে উত্তর দিল,—"আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না, আমার অদৃষ্ট মন্দ। আমি হারাধন নন্দী।"

চৌধুরী বলিলেন,—"বটে! হারাধন? তোমার এমন অবস্থা কেন?"

দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে তরঙ্গিণী সভয়ে বলিয়া উঠিল,—"ঐ সে হতভাগা আবার আসিয়াছে!"

হারাধন বলিল,—"চৌধুরী মহাশয়, যিনি এখন আমার গলার আওয়াজ শুনিয়া ভয়ে শিহরিতেছেন, এক সময়ে আমি তাঁহার প্রাণনাথ ছিলাম। এক দিন আমাকে না দেখিলে, তিনি চৌদ্দ ভুবন অন্ধকার দেখিতেন, আমি তাঁহার মরণকাটী-বাঁচনকাটী ছিলাম। তখন তিনি যাহার আশ্রয়ে ছিলেন, সে বামুন বড় বোকা, বড় বেকুব ছিল, কাজেই তাহার চোখে ধুলা দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু তাঁহার কপাল ভাল। তিনি এখন আপনাদের আশ্রয় পাইয়াছেন। আমার ভগ্নার হাত হইতে তিনি রাজাকে কাড়িয়া লইয়াছেন বলিলেই হয়। তা বেশ। তাঁহার ভাল হইয়াছে, তাহাতে আমি হিংসা করি না। কিন্তু অবস্থা ফিরিলেই যে চিরকালের আত্মীয়দিগকে ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কোন শাস্ত্র নাই। আমরা তাঁহার চিরদিনের বন্ধু। তিনি এখন শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছেন। চ'খে ধুলা দিয়া তাঁর ঘরে যাওয়া-আসা যার তার এখন সম্ভব নয়। ভালই কথা। কিন্তু তাই বলিয়া একবার দেখা করা যায় না কি? সাবেক বন্ধুবান্ধবের একটু উপকার করা যায় না, এমন কোন কথা নাই তো। আমার এখন সময় বড় মন্দ; তাঁহার এখন সময় খুব ভাল। ভাল! সে কালের কথা মনে করিয়া আমাকে একটু সাহায্য করিলে ক্ষতি কি?"

চৌধুরী বলিলেন,—"ক্ষতি কি? এ কাজ করাই উচিত। কেন তরঙ্গিণি, তুমি ইহার সাহায্য কর না? ইহারা তোমার অনুগত লোক।

ইহাদের উপকার করায়, তোমার ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম নাই।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"ও মিথ্যাবাদী, উহার কথা শুনিও না। আমার সহিত উহার প্রণয় ছিল! হতভাগার আস্পর্দ্ধা দেখ, আমি উহাকে চিনিতাম বটে। তা চিনিলেই কি প্রণয় থাকিতে হয়? উহাকে আমার দরজা হইতে তাড়াইয়া দেও; ও যেন কখন এ দিকে না আসিতে পারে।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"শুন হারাধন, তরঙ্গিণীর সহিত অনর্থক ঝগড়া করিয়া কোন ফল হইবে না। আমি তরঙ্গিণীর কথা ঠেলিয়া তোমার কথা বিশ্বাস করিব, ইহা তুমি কখন মনেও করিও না। তুমি এ সকল কথা বলিলে তরঙ্গিণী কখনই তোমাকে দয়া করিবে না। ভাল করিয়া বল, মিথ্যা কথা বলিয়া রাগাইও না; যাহাতে উহার দয়া হয়, তাহার উপায় কর, অবশ্যই তোমার দুঃসময়ে উপকার করিবে। আমি এখন যাইতেছি। যদি শুনিতে পাই যে, তুমি তরঙ্গিণীকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছ, তাহার সহিত ঝগড়া করিয়াছ, তাহা হইলে আমি রাজাকে বলিয়া এমন ব্যবস্থা করিব যে, তুমি আর এ বাটীর ত্রিসীমায় আসিতে পাইবে না, এবং যার-পর-নাই অপমানিত হইবে। যদি তরঙ্গিণী তোমাকে সাহায্য না করে, তুমি আমাদিগকে জানাইও।"

চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন। তরঙ্গিণীর নিকট মিষ্ট কথায় হারাধন সাহায্য প্রার্থনা করিল। তরঙ্গিণী তাহাকে নানাবিধ কুৎসিত তিরস্কার করিয়া, তাহার মুখে জুতা মারিবার নিমিত্ত দরওয়ানকে আদেশ করিল। দরওয়ান তৎক্ষণাৎ পায়ের নাগরা হাতে তুলিয়া হারাধনকে তাড়া করিল। সম্মুখ-যুদ্ধ নিষ্ফল জানিয়া হারাধন পলায়ন করাই আবশ্যক মনে করিল। যাইবার সময় সে আবার বলিয়া গেল,—"আচ্ছা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হারাধন মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিল। পথে সে ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক ভাবিতে লাগিল। এখন তাহার প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়স; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সে যে কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, এরূপ তাহার মনে হইল না। তাহার জীবন নিষ্কলঙ্ক, পাপবিরহিত, পরম শুভ্র বলিয়াই সে বিবেচনা করিল। অতীত জীবনের যত কার্য্য অন্যায় বলিয়া তাহার একবার মনে হইল, তৎক্ষণাৎ অন্য কোন ব্যক্তির স্কন্ধে তাহার দায়িত্ব আরোপ করিয়া, সে তৎসম্বন্ধে আপনার চিত্ত ধৌত করিয়া লইল। সে আপনি আপনাকে সাধুতার নিকেতন বলিয়া স্থির করিল এবং মনুষ্যসমাজ নিতান্ত অত্যাচারী, অবিচারক ও পক্ষপাতী বলিয়া মীমাংসা করিল। জগৎ তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই, মানবেরা তাহার সহিত ভদ্রোচিত কার্য্য করে নাই, ইহাই তাহার ধারণা হইল। অতীত ঘটনার যতই সে আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সে জীবনের একদেশমাত্র দেখিতে লাগিল, অতীত ঘটনাবলীর এক পার্শ্বমাত্র সে আলোচনা করিতে থাকিল। জগতে অধিকাংশ মনুষ্যই এইরূপ বিচার করিয়া থাকে: এক দিক্ই সকলে দেখে ভাল, দুই দিক্ বড় একটা কেহই দেখে না। দুই দিক্ দেখে না বলিয়াই মানুষ আপনার গণ্ডা বুঝে ভাল, আপনার কথাই কহে বেশী এবং আপনার সকল বিষয়ই নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করে। আইন বল, আদালত বল, তর্ক বল, ঝগড়া বল, সকলই এই একদেশদর্শিতার বিচারের জন্য।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হারাধন সংসারের উপর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সুরেন্দ্রবাবু পাপাত্মার একশেষ, সে তাহার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কিন্তু সমুচিত মূল্য দেয় নাই কেন? কালিদাস চক্রবর্ত্তী অতি পাষণ্ড, সে তরঙ্গিণীকে রাজীবপুরে যাইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিল কেন? রাজা লোকটা যার-পর-নাই মন্দ, সে তাহার হাত হইতে তরঙ্গিণীকে কাড়িয়া লইল কেন? তরঙ্গিণী অতিশয় জঘন্য স্ত্রীলোক, সে তাহার প্রণয়ে ভুলিল কেন? গিরিবালা যত দূর সম্ভব বেকুব, সে রাজাকে হাত করিতে পারিল না কেন? এইরূপে হারাধন সংসৃষ্ট তাবৎ লোককে দোষী করিতে করিতে আপনার আবাসস্থানে ফিরিল।

রাত্রি অনেক; বড় অন্ধকার। একখানি সামান্য খড়ের ঘরের মধ্যে, রুগ্ন-শয্যায় শায়িতা এক

স্ত্রীলোক যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতেছে। ঘরের মেজে বড় সেঁতা, জল উঠিতেছে বলিলেই হয়। কোণে একটি মাটীর দীপাধারে মিটমিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। পীড়িতা একখানি চেটাইয়ের উপর খড়ের বালিস মাথায় দিয়া পড়িয়া আছে। তাহার পরিধানবস্ত্র নিতান্ত মলিন—ছিন্ন-ভিন্ন এবং এত ক্ষুদ্র যে, তাহা পরিধান করা একপ্রকার অনর্থক। ঘরে তৈজসপত্র কিছুই নাই, পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে একটা মৃৎভাণ্ডে জল আছে, সে তাহা সময়ে সময়ে পান করিতেছে। স্ত্রীলোক গর্ভিণী।

এই নারী গিরিবালা। কিন্তু হায়! কোথায় তাহার সে রূপরাশি? কোথায় তাহার সে অহঙ্কার ও তেজ? গিরিবালার দেহ অস্থি-চর্ম্মাবশেষে পরিণত, নিদারুণ ক্ষয়রোগ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, পথ্যাভাবে ও শুশ্রূষাভাবে পীড়া ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে, সে এখন মরণাপন্ন হইয়াছে। ক্ষুধায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, শীতে সে কাতর হইয়াছে, ভয়ে সে অবসন্না হইয়াছে, মৃত্যুর বিভীষিকা সে চারিদিকে দর্শন করিতেছে, তাহার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই।

তাহাদের কিছুই নাই। ঘটী, বাটী, থালা সকলই হারাধন বিক্রয় করিয়াছে, কাপড়-চোপড় সে বেচিয়াছে, কোন সম্বলই সে রাখে নাই। কোন কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করে নাই—এখনই কিসে অভাব মিটিয়া যায়, তাহারই সকল ফিকির সে করিয়া বেড়াইয়াছে,—অভাব মিটে নাই, আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তরঙ্গিণীর দ্বারে সে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, মারি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অন্যত্র ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজার নিকট সাহায্য পাইবার অভিপ্রায়ে সে যাতায়াত করিয়াছে, দেখা হয় নাই; দরওয়ান তাহাকে বাটীর নিকটে যাইতে দেয় নাই। চুরী করা গহনাগুলি রাজার নিকট হইতে পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। চুরী করিতে সে চেষ্টা করিয়াছে, সুযোগ অভাবে দুই এক দিন হতাশ হইয়া ফিরিয়াছে—এক দিন ধরা পড়িয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়াছে। এ সকল নীচ চেষ্টা সে করিয়াছে। কিন্তু কাহারও বাড়ীতে চাকরী করিতে কি বাজারে মোট বহিতে কি লোকের ফরমাইস খাটিতে সে কখন চেষ্টা করে নাই। হারাধনবাবু না বলিলে, চিরদিন সে রাগ করিয়াছে, আজি বাবুত্বের বিরোধী কাজ সে করিবে কেন? সুতরাং তাহার ঘরে অপ্রতুলতা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

হারাধন অনেক আশা করিয়া গিরিবালাকে সঙ্গে আনিয়াছিল। গিরিবালা অসৎপথে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারিবে, ইহা সে স্থির জানিত। গিরিবালা গর্ভবতী, গিরিবালা পীড়িতা, সুতরাং উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, সে এখন হারাধনের গলগ্রহ।

অভাব যেখানে এত, বিবাদ সেখানে অবশ্যম্ভাবী। কুলকলঙ্ক ভাই ও কুলপাবনী ভগ্নীর মধ্যে কলহ নিরন্তর বিরাজমান। ভাই বলেন, ভগ্নীকে লইয়াই যত জ্বালা, সে কোন কর্ম্মের নহে জানিলে, তিনি কখনই তাহার বোঝা ঘাড়ে করিতেন না, সে তাঁহার গলগ্রহ। ভগ্নী বলেন, যাহা হউক, তিনি ছিলেন ভাল, খাওয়া-পড়া চলিতেছিল, ভাইয়ের কোন যোগ্যতা নাই সিকি পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নাই, ভাইয়ের সঙ্গে আসিয়াই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি থাকিলে কষ্টের কঠোরতা থাকে না। এ অভাগাদের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।

গিরিবালা যখন যাতনায় 'আহা উহু' করিতেছে, সেই সময়ে ঘরের ঝাঁপ ঠেলিয়া হারাধন তথায় প্রবেশ করিল। পীড়িতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। সে কুক্কুর আসিয়াছে ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "ছেই—ছেই।"

হারাধন বলিল,—"এখনও তো মর নাই, এরই মধ্যে চোখের মাথা খাইয়াছ? তুমি মরিলে কুক্কুর তোমাকে খাইতে আসিবে বটে, তেমন দিন কি হইবে?"

বড় মর্ম্মবিদারক, বড় নিষ্ঠুর, বড় অস্বাভাবিক কথা! গিরিবালা বলিল,—"কে ও দাদা? আমি দেখিতে পাই নাই। দেখিতে পাইবই বা কিসে? একে এই রোগের জ্বালা, তাহাতে ক্ষুধায় মরিতেছি। কিছু খাবার আনিতে পারিয়াছ কি?"

হারাধন বলিল,—"খাবার লইয়া সব লোক বসিয়া রহিয়াছে, কেবল খাই খাই। আমাকে

না খাইয়া তোর ক্ষুধা মিটিবে না। তাই আমাকে খা না হয়?"

গিরিবালা বলিল,—"আমি তোমাকে খাই না খাই, তুমি সকল রকমেই আমাকে খাইলে। আমার জ্বালা তোমাকে আর বড় বেশী ভোগ করিতে হইবে না। বড় জোর এক দিন, না হয় দু'দিন; কিন্তু ভগবান্ দেখিতেছেন, আমার এ কষ্ট—এ অপমৃত্যু সকলই তুমি ঘটাইলে।"

হারাধন বড় রাগিয়া বলিল,—"আমি ঘটাইলাম কিসে?"

গিরিবালা বলিল,—"তুমি ঘটাইলে না? সুরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি এক রকম দিন কাটাইতেছিলাম। সুখে হউক, দুঃখে হউক, আমার খাওয়া-পরা চলিতেছিল। তোমারই পরামর্শে আমি এক রাজার দৌলত চুরী করিয়া আনিলাম; সেগুলা হাতে থাকিলেও আমি চিরদিন নিভাবনায় কাটাইতাম। তোমার তরঙ্গিণীর পরামর্শে তুমি সেগুলা কোথাকার এক রাজার হাতে দিলে।"

হারাধন বলিল,—"আমি দিলাম? আমি কেমন করিয়া দিলাম? তুই তো সেগুলা বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইলি।"

গিরিবালা বলিল,—"আমি দেখাইলাম সত্য, কিন্তু তরঙ্গিণীর জেদে তুমি মত না করিলে সেগুলা কখনই রাজার হাতে পড়িত না। তাহার পর তুমি মদ খাইতে খাইতে মারি খাইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িলে। তোমার চিকিৎসায়, তোমার পথ্যাদির খরচে হাতের বালা দু'গাছা, কানের মাকড়ীকটা, কাপড় চোপড় যাহা ছিল, সকলই গেল। সেগুলা থাকিলেও আমার এই অসময়ে কত উপকার হইত।"

হারাধন বলিল,—"এত যদি জান, তবে আমার জন্য এত খরচ করিয়াছিলে কেন? আর খরচই বা কত করিয়াছ যে, চিরদিন তাহার খোঁটা দাও? দু'চারি শিশি ঔষধ—তার জন্যই তোমার সব গেল?"

গিরিবালা বলিল,—"দুই চারি শিশি ঔষধ, কি আর কত, তা তুমি না জানিতে পার, কিন্তু আর অনেকেই জানে। যাহাই হউক, তখন ভাবিয়াছিলাম, তুমি সারিয়া উঠিলেই সকল রক্ষা হইবে। তুমি সারিয়া উঠিলে, কিন্তু উপায় কিছুই করিতে পারিলে না। তরঙ্গিণীর কাছে সাহায্য পাইবে বলিয়া কয় দিন ঘুরিলে, সে তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল, একটা মুখের কথাও কহিল না। দুঃখ-কষ্ট ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাজার নিকট হইতে আমার চুরী করা গহনাগুলা চাহিতে বার বার বলি, কিন্তু ভয়ে সেখানে তুমি যাইতেই পার না, চাহিবে কি? রাজা জানিয়াছেন—কি বুঝিয়াছেন, আমরা সেগুলা চুরী করিয়া আনিয়াছি। যদি চাহিতে গেলেই তিনি ধরাইয়া দেন, ইহাই তোমার ভয়। কেন তিনি ধরাইয়া দিবেন? যেমন করিয়াই আনি, আমরা তাহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি। তিনি তাহা কেন ফিরাইয়া দিবেন না? তুমি পুরুষমানুষ। তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া আমাদের জিনিসগুলা চাহিয়া আনিতে তোমার সাহস হয় না। আবার বল, তুমি আমার কি ক্ষতি করিয়াছ? সর্ব্বনাশ যতদূর করিতে পারা যায়, তাহার সকলই তুমি করিয়াছ। আর আমার দিন নাই; কষ্টের শেষ হইয়া আসিয়াছে। এত সহিয়াছি তো আর দুই এক দিনও সহিতে পারিব। এ শেষকালে আমি আর তোমার সহিত ঝগড়া করিব না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনিই বিচার করিবেন।"

হারাধন কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"বেশ বেশ। কালি প্রাতেই আমি রাজার কাছে গিয়া জিনিস চাহিব। আমাদের এই দুঃসময়, কেন তিনি গচ্ছিত জিনিস দিবেন না।"

গিরিবালা কোন উত্তর দিল না। যন্ত্রণায় সে 'আহা উহু' করিতে লাগিল। এইরূপ অনাহারে ও কষ্টে সে রাত্রিও কাটিল। প্রাতে উঠিয়া বাস্তবিকই হারাধন রাজবাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল। যাইবার সময় সে গিরিবালাকে কোন কথাই বলিল না, তাহার কোন সংবাদও লইল না।

রাজবাটী পৌছিয়া সাহসে ভর করিয়া সে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অতি কষ্টে সে খবর পাঠাইল। প্রথমতঃ নীলরতন চৌধুরী আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে রাজার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিলে, নীলরতন বলিলেন—'তাহার প্রয়োজন কি জানিতে পারিলে, তিনি রাজার সহিত তাহার দেখা করাইয়া দিবেন।

তখন হারাধন তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া, গচ্ছিত জিনিসপত্র রাজার নিকট হইতে ফেরত চাহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। নীলরতন তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাজার সম্মুখে লইয়া গেলেন।

রাজা তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা-ঘটিত সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। কন্যা তরঙ্গিণী তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাও রাজা শুনিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তুমি যাও, আমার লোক এখনই তোমার বাসায় যাইবে এবং তোমার আপাততঃ যে সকল সামগ্রীর দরকার, তাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়া আসিবে, এ জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তাহাতে যে ব্যয় হইবে, তাহা আমি করিব। তুমি আমার কাছে আইস নাই কেন?"

হারাধন রাজার এইরূপ সদয়ভাব দেখিয়া বড় আশ্বাস পাইল; বলিল,—"আসিয়াছিলাম, দেখা করিয়া উঠিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, তরঙ্গিণী অবশ্যই কিছু সাহায্য করিবে, আপনাকে ত্যক্ত করিতে হইবে না। কিন্তু সে আমার সহিত যতদূর সম্ভব অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে। এখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি।"

তাহার পর হারাধন ধীরে ধীরে জিনিসপত্রের কথা উত্থাপন করিল এবং সেগুলা ফেরত চাহিল। তাহার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তোমার জিনিস যেমন, তেমনই আছে। আমি তাহার একখানিও নষ্ট করি নাই, কাহাকেও দিই নাই। কিন্তু হারাধন, আমিও জানি, তুমিও জান, সেগুলি তোমার নহে—পরের। পরের জিনিস তুমি লইয়া যাইতে কেন ইচ্ছা করিতেছ? তোমার হাতে পড়িলেই তাহা নষ্ট হইবে। যাহার জিনিস তাহাকে যদি কখন এগুলা ফিরাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে নষ্ট হওয়ার পর আর সে উপায় থাকিবে না। কেন তুমি পরের জিনিস—চুরী করা সামগ্রী ফেরত লইয়া নষ্ট করিতে চাহিতেছ?"

হারাধন বলিল,—"চুরী করাই হউক, আর যাহাই হউক, আমার বড় অসময়। আমি সেগুলা আপনার নিকট রাখিয়াছি, আপনার নিকট ফেরত চাহিতেছি। সেগুলা দিতেই হইবে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"শুন হারাধন, আমি তোমাকে সেগুলা কোন মতেই ফেরত দিব না; আমি নিজেও তাহা ব্যবহার বা বিক্রয় বা অপর কাহাকেও দান করিব না। যাহার জিনিস, তাহাকে যদি কখন দিবার দরকার হয়, তবে দিব। তোমাকে কদাপি দিব না। তুমি যদি এ সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি কর, তাহা হইলে পুলিস ডাকাইয়া এখনই তোমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিব। তোমার উপস্থিত দুঃসময়ে যে কিছু সাহায্য আবশ্যক, তাহা তুমি এখনই পাইবে। সে জন্য কিছু চিন্তা নাই। তুমি বাটী যাও।"

হারাধন আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে কিয়ৎকাল অধোমুখে অপেক্ষা করিয়া রাজাকে প্রণাম করিল, এবং নীরবে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিরিয়া আসিবার সময় হতভাগ্য হারাধন আবার তরঙ্গিণীর ভবনদ্বারে আসিল। দেখিল, কতকগুলা মুটিয়ায় তরঙ্গিণীর বাটী হইতে বাক্স, তোরঙ্গ সিন্দুক প্রভৃতি বিস্তর সামগ্রী বাহির করিতেছে। নীলরতন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ অনুসারে, তরঙ্গিণী অস্থাবর দ্রব্য-সামগ্রী রাজবাটীতে পাঠাইতেছে। হারাধন এ সকল কাণ্ডের কিছুই জানিত না; সুতরাং বিস্ময়াবিষ্ট হইল। ভাবিল, তরঙ্গিণী হয় তো এ স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেছে; কেন যাইতেছে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। তখন মুটিয়া ও অন্যান্য লোকের নিকট সন্ধান করিয়া সে বুঝিল, তরঙ্গিণী জিনিসপত্র রাজবাটীতে পাঠাইতেছে। কেন?—সে কি অতঃপর রাজবাটীতেই বাস করিবে? এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হারাধন করিতে পারিল না। হতভাগ্য হারাধন চীৎকার করিয়া গিরিবালার অবস্থা ও আপনাদের দৈন্যদশার কথা তরঙ্গিণীকে জানাইল, এবং সকাতরে অন্ততঃ দুই চারি আনা পয়সা ভিক্ষা করিল। কোন সাহায্যই সে পাইল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অপেক্ষাও অধিকতর অপমানিত হইয়া অভাগাকে বাটী ফিরিতে হইল। আসিবার সময় সে আবার বলিয়া আসিল,—"আচ্ছা।"

গৃহে আসিয়া হারাধন দেখিল, বিপদ্ আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে,—গিরিবালা অসময়ে অষ্টম মাসের শেষে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে এবং সে নিজে মরণাপন্ন হইয়াছে। হারাধন ভগ্নীর নিকটস্থ হইল এবং বার বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। গিরিবালা তখন সংজ্ঞাহীনা। মনে করিল, "এই ভগ্নী আমার পুত্র-রত্ন প্রসব করিয়া কুল উজ্জ্বল করিয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু এ জন্য আমি আর করিব কি? যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বড় বেশী ভাবনা ভাবিতে হইবে, এমন বোধ হয় না। ভগবানই শীঘ্র সকল কাজ সুবিধা করিয়া দিবেন। এরূপে আর খানিকক্ষণ থাকিলে, মা ও ছেলেকে সাতিশয় পবিত্র দেখিয়া তিনি শীঘ্র আপনার কাছে ডাকিয়া লইবেন। কিন্তু কেন? গিরিবালা কি তরঙ্গিণীর চেয়ে বেশী পাপী? তরঙ্গিণীর সুখের উপর সুখ, আর আমার ভগ্নীর এই কষ্টে মরণ! ভগবানের রাজ্যে কি এমন অবিচার!"

হারাধন আবার ভগ্নীকে ডাকিল, নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল। গিরিবালা উত্তর দিল না। তখনও সে অজ্ঞান। হারাধন তাহার পর ভাগিনেয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, সেই সেঁতা মাটীর উপর এক স্বরূপ শিশু পড়িয়া মুখে হাত চুষিতেছে। সে কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে সেই সুকুমার শিশুকে দর্শন করিল। তাহার পর বলিল,—"ভগবান, আমার ভগ্নী যদি অপরাধী হয়, এ সোনার পুতুলী কোন্ পাপে পাপী? ইহাকে এত কষ্ট দিবার আয়োজন কেন করিলে, নারায়ণ?"

স্নেহহীন, হৃদয়হীন, বর্ব্বরের হৃদয়ের কোন্ কোণে হয় তো একটু কোমল প্রবৃত্তি চাপা পড়িয়াছিল। সেই প্রবৃত্তিটুকু এখন বড় সতেজ হইয়া উঠিল। যাহা হইবার নহে, তাহাও হইল। হারাধনের চক্ষুতে জল দেখা দিল।

এই সময়ে গিরিবালা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"দাদা আসিয়াছ কি? কোথায় তুমি? আমার আর দেরী নাই, মরণ উপস্থিত। আর তোমার গলগ্রহ থাকিয়া আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। কিন্তু দাদা, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার এই সন্তানটিকে তুমি যত্ন করিও। পাপের ফল হইলেও, ও নিজে কোন পাপের পাপী নহে। উহাকে যদি বাঁচাইতে পার, তাহার চেষ্টা করিও আমার যাহা অদৃষ্টে ছিল, হইল। তুমি উহাকে দয়া করিও।"

হারাধন বলিল,—"আমার যত কষ্ট হয়, হউক, তোমার ছেলে কোন কষ্ট পাইবে না। যেমন করিয়া হউক, উহাকে আমি বাঁচাইয়া রাখিব—উহাকে সুখে রাখিব। কিন্তু গিরিবালা, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে কেন? আমি আর কখন তোমার সহিত ঝগড়া করিব না।"

গিরিবালা বলিল, —"আমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ কখন বাঁচে না। তুমি আমার ছেলেটিকে দয়া করিবে জানিয়া, মরিতে আর দুঃখ নাই। আমি বড় পাপী। মাকে বলিও, আমার জন্য যেন না কাঁদেন। আমার পাপজীবন ফুরাইল। আমাকে ভগবান্ বড় দণ্ড দিবেন। তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।"

আর কথা গিরিবালা বলিল না। সে তখনই মুখ বড় বিকৃত করিল। তাহার শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। অসময়ে অতি কষ্টে গিরিবালার মৃত্যু হইল।

হারাধন নীরবে দাঁড়াইয়া সহোদরার শেষ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল। তাহার পর তাহার শেষজীবনের যাবতীয় কষ্টের কথা একে একে স্মরণ করিল। তাহাকে স্বয়ং যত মন্দ কথা বলিয়াছে ও তাহার সহিত যত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, তৎসমস্ত আলোচনা করিল। তাহার পর বলিল, —"তরঙ্গিণি, তোমারই জন্য আমার এই সহোদরা এই নবীন বয়সে প্রাণ হারাইল! তোমারই পরামর্শে তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আনিয়াছি, তোমারই পরামর্শে তাহার চুরী করা জিনিস রাজার নিকট গচ্ছিত করিয়াছি, তোমারই কুহকে পড়িয়া কালিদাসের লাঠি খাইয়াছি; শেষ জিনিসপত্র যাহা ছিল, তাহাও পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট করিয়াছি। তোমার নিকট অনাহারে কাতর হইয়া দুই চারি আনা পয়সা ভিক্ষা চাহিয়াছি, তুমি তাহাও দাও নাই; যাহাদের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহাদের একটা খবরও লও নাই; ভিক্ষুকের মত দ্বারে উপস্থিত হইলেও, মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ। জগদীশ্বর! এই মরা বহিন সম্মুখে এই কষ্ট চারিদিকে, সৎকার করিবার উপায় নাই, আর ঐ সোনার ছেলে মাটীতে পড়িয়া, নাড়ী পর্য্যন্ত

কাটা হয় নাই। যে এ সকল কষ্টের মূল, তাহার সমুচিত শাস্তি দিতে পারিব না কি? পারিব, পারিব, পারিব।"

তাহার পর সে নেত্র-নিঃসৃত দুই ফোঁটা জল সরাইয়া, ভাগিনেয়ের নিকটস্থ হইল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

এই সময়ে দুইটি স্ত্রীলোক ও পাঁচ জন পুরুষ সেই কুটীরে প্রবেশ করিল। প্রথমাগত রমণীর রূপরাশিতে সেই ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার পরিধান অতি শুভ্র চওড়া লাল পেড়ে সাটী, হাতে শাঁখা, সীমন্তে সুস্থূল সিন্দুর-রেখা, বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপ সমাচ্ছাদিত। এই দেবীকে আমরা আর একবার দেখিয়াছি। হরিদাসের বাটীতে যে দেবী তাহার পীড়িত পুত্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মা-লক্ষ্মী। মা-লক্ষ্মীর সঙ্গিনী এক ধাত্রী। তাঁহার হস্তে এক প্রকাণ্ড পুঁটুলি।

হারাধন এই রূপরাশিসম্পন্না রমণীকে দেখিয়া অবাক্ হইল। জিজ্ঞাসিল,—"মা, আমাদের এই দারুণ বিপত্তিকালে কে আসিলে তুমি? তুমি কি দেবতা?"

মা-লক্ষ্মী মধুরস্বরে বলিলেন,—"তুমি যা, আমিও তাই বাবা।"

ধাত্রী বলিল,—"উনি মা লক্ষ্মী।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"বিপদ্ আপদ্ সংসারের সকলেরই হয়, সেই জন্য ভাবিতেছ কেন বাবা?"

এই বলিয়া সেই সুন্দরী হারাধনের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"দেও, আমার কোলে ছেলে দেও। তুমি পুরুষ, ছেলের তত্ত্ব তুমি কি জান!"

হারাধনের কোল হইতে পুত্র লইয়া সেই দেবী তথায় উপবেশন করিলেন। ধাত্রী পুঁটুলির মধ্য হইতে যন্ত্রাদি বাহির করিয়া তাহার নাড়ী কাটিয়া দিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিল এবং তৎকালে তাহার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্তই সে সম্পন্ন করিল।

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"হারাধন, তোমার ভাগিনেয়কে আমি লইয়া যাইব। আমি ইহাকে পরম যত্নে রাখিব, লালন-পালন করিব, তোমার যখন ইচ্ছা, তুমি গিয়া দেখিয়া আসিবে।"

হারাধন বলিল,—"মা-লক্ষ্মী, আপনার দয়ার সীমা নাই। আমি এই ছেলে লইয়া কি করিব, ভাবিয়াই আকুল হইতেছিলাম। মা, আমার ভাগ্নে বাঁচিবে কি? এ যে বড় অসময়ে জন্মিয়াছে।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"অবশ্য বাঁচিবে। তুমি জ্যেঠা গোপীনাথের নিকট প্রার্থনা করিও। তিনি অবশ্যই তোমার ভাগিনেয়কে বাঁচাইয়া রাখিবেন।"

হারাধন ভক্তিভাবে জ্যেঠা গোপীনাথের উদ্দেশে ভাগিনেয়ের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। জীবনে এরূপ কার্য্য সে আর কখন করে নাই। তাহার হৃদয় বড় প্রশান্ত হইল, সে যেন নিশ্চিন্ত হইল, তাঁহার হাত-পা যেন খোলসা হইয়া গেল। মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"হারাধন, জন্মিলেই কোন না কোন দিন মরিতে হয়। তোমার ভগ্নীর মৃত্যু হইয়াছে। মরণান্তে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা এখন করিতে হইবে। আমার সঙ্গের এই লোকেরা শব গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতেছে। তুমি উঁহাদের সঙ্গে গিয়া যথানিয়মে সৎকার করিয়া আইস।"

হারাধন বলিল,—"মা, আমি বড় গরীব। তাহাতে কিছু ব্যয় হইবে। কেমন করিয়া আমি খরচ করিব?"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। দাদা, হারাধনকে পাঁচটি টাকা দেও। তোমরা সকলে উদ্যোগী হইয়া মড়া চালান কর। বিলম্ব করিও না। ঐ টাকা লইয়া এখানকার কাজ শেষ করিয়া আইস। পরের ব্যবস্থা পরে হইবে।"

এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া হারাধনের হস্তে পাঁচটি টাকা দিল। এ লোকটা আমাদের চেনা নয় কি? এ সেই যদু হালদার নয় কি? হাঁ—এই সেই কৃষ্ণনগরের মূর্খ দোকানদার যদু হালদার বটে। তখনই বাঁশের খাট আসিল। গিরিবালার শবদেহ তাহাতে স্থাপিত হইল এবং হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে তাহা গঙ্গাতীরাভিমুখে লইয়া চলিল। অধোমুখে হারাধন পশ্চাতে চলিল।

গঙ্গার তীরে চিতার অগ্নিতে গিরিবালার পাপ-কায়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহার সকল ভাবনা, দুষ্প্রবৃত্তি চিরদিনের মত শেষ হইয়া গেল। তাহার দেহ ভস্মাবশেষে পরিণত হইলে, হারাধন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"যাহার জন্য, যাহার

কুপরামর্শে, যাহার নিষ্ঠুরতায় আমার এই সহোদরা প্রাণ হারাইল, তাহাকে অবশ্যই ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।"

চিতা নির্ব্বাপিত হইল। শব-বাহকেরা চলিয়া গেল। যদু হালদার হারাধনের নিকটস্থ হইয়া বলিল, —"নন্দা মহাশয়, এখন কোথায় যাইবেন ? আপনার মা-ঠাকুরাণী ও স্ত্রীপুত্র ভাল আছেন। আপনি তাঁহাদের কাছে যাইবেন কি ?"

হারাধন বলিল, —"না, তাঁহাদিগকে এ মুখ আমি আর দেখাইব না। আমার ভাগিনেয় কোথায় থাকিবে ? আমি কেবল সময়ে সময়ে তাহাকে দেখিতে চাহি। মা-লক্ষ্মী কোথায় থাকেন ?"

যদু বলিল, —"জ্যেঠা গোপীনাথের বাটীতে সন্ধান করিলেই আপনি মা-লক্ষ্মীর তত্ত্ব পাইবেন। যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই আপনি ভাগিনেয়কে দেখিয়া আসিবেন। এখন আপনার হাতে খরচ-পত্র আছে ?"

হারাধন বলিল, —"আমার হাতে দেড় টাকা আছে। ইহাই যথেষ্ট। আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব, কি মারা পড়িব, কি ফাটকে যাইব, কি ফাঁসিতে ঝুলিব, তাহার ঠিক নাই। সুতরাং খরচ-পত্র অনাবশ্যক। যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে মা-লক্ষ্মীর চরণে অবশ্যই প্রণাম করিতে যাইব। আমি তাঁহার দাস। আপনারা আমার ভাগিনেয়ের প্রতি দয়া করিবেন। মা লক্ষ্মীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।"

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হারাধন চলিয়া গেল। যদু হালদার তাহার অবস্থা দেখিয়া একটু ভীত হইল।

পঞ্চম খণ্ড

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগর্ত্তি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

অর্থ।—সকল ভূতের যাহা রাত্রি, জিতেন্দ্রিয়ব্যক্তি তথায় জাগ্রত। যথায় ভূতসমূহ জাগিয়া থাকেন, [মু]নিগণ তথায় রাত্রি দেখেন।

তাৎপর্য্য - অবিবেকী মানবগণ জ্ঞানোন্নতির অভাববশতঃ তত্ত্ববিষয়ক ব্যাপার-সমূহ, নিশার ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয়-ব্যাপার-সমূহ প্রকৃত মনে করিয়া তাহার উপভোগে ব্যাপৃত হয়। অর্থাৎ মায়াবিহীন মানবগণ বিষয়-ব্যাপার রাত্রিবৎ জ্ঞান করিয়া তত্ত্বালোচনায় স্থিরচিত্ত থাকেন।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ২য় অধ্যায়, ৬৯ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

শান্তিপুরের শ্যামবাজারে অদ্বৈত ঘোষের বাড়ী। বাড়ীখানি সামান্য; দুইটি ইটের কুঠরী এবং একখানি খড়ের ঘর মাত্র। বাড়ী প্রাচীর-ঘেরা।

বেলা ১২টার সময় অদ্বৈত গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিল। বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া সে সর্ব্বাঙ্গে ঝাঁকাইয়া তিলক-সেবা করিল। গোপীচন্দনের অলকাতিলকায় সে দেহের যথাস্থান সযত্নে সমাচ্ছন্ন করিল। তাহার পর হরিনামের ঝোলার মধ্যে হাত দিয়া সে নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবিকই হরিনাম করিতে লাগিল, কি খাতকদিগের নিকট প্রাপ্য সুদের হিসাব করিতে থাকিল, তাহা যাঁহার নামের সে মালা, তিনি ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। অদ্বৈতের মালাজপা যখন চলিতেছে, সেই সময়ে তাহার গৃহিণী, একটি পাথরের বাটিতে কতকগুলি ভিজা ছোলা ও একটি সন্দেশ এবং এক ঘটী জল দিয়া গেল। অদ্বৈত ছোলা ও গুড় খাইয়া থাকে, সন্দেশ কোনও দিন খায় না। সুতরাং আজ এ অপব্যয় দেখিয়া গৃহিণীর উপর বড় চটিয়া উঠিল। বলিল,—"এ কি! সন্দেশ খাওয়াইয়া আমাকে ডুবাইতে বসিয়াছ না কি! সন্দেশ কিনিয়া আনিলে, এ তোমার কোন্‌দেশী আক্কেল, গৃহিণি?"

গৃহিণী অনঙ্গমঞ্জরী বড় রাগতস্বরে জবাব দিল,—"মর পোড়ারমুখো! তোমাকে ডুবাইয়া আমার বড় লাভ হইবে কি না? তুমি ঘাটের মড়া, বাহাত্তুরে বুড়ো, যমের অরুচি, এখনও সিকি পয়সা খরচ করিতে হইলে চক্ষু দিয়া প্রাণ বাহির হয়। আমার যেমন পোড়া কপাল, তাই ওঁকে দিয়েছি সন্দেশ খেতে! সন্দেশটা খেতে মুখে ঝাল লাগে, না হয় রেখে দেও। পয়সা কি তোমার সঙ্গে যাবে হতভাগা?"

এত তীব্র গালাগালির কোনই উত্তর অদ্বৈত দিল না,—একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল,—"পাগলি, পয়সা আমার সঙ্গে যাউক, না যাউক, যার জন্যে আমার দিন-রাত্রি ভাবনা, তাহার কাজে লাগিবে; আমি বুড়া বলিয়াই তো তোমার জন্যে পয়সা বাঁচাইয়া রাখিতে আমার এত যত্ন। তোমার দিনকাল সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, আমি তো আর চিরদিনের পাট্টা লইয়া আসি নাই। পয়সা না থাকিলে, তাহার পর তোমার কি দশা হইবে?"

অনঙ্গ বলিল,—"আমার জন্য এত ভাবনায় কাজ নাই। মরার পর আমার সুখের ব্যবস্থা না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া আমার হাড়ে একটু বাতাস লাগিতে দেও দেখি। আমার যেমন পোড়া কপাল, তাই এমন হতভাগা বুড়ার হাতে পড়িয়া প্রাণটা গেল।"

অদ্বৈত এ কথার কোন জবাব না দিয়া

বলিল,—"সন্দেশ কিনিলে কেন? এমন করিয়া অপব্যয় করা কি ভাল? তুমি ছেলেমানুষ, পয়সার মায়া তোমার নাই, তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা।"

অনঙ্গ বলিল—"ভয় নাই, সন্দেশ কিনিয়া আনি নাই। তুমি যেমন অনামুখো অযাত্রা, সংসারের কেহ যেমন তোমার মুখ দেখিতে চাহে না, আমার তো আর তেমন নয়; যে যেখানে আপনার লোক আছে, সকলেই তোমার পর, কেবল টাকাপয়সাই তোমার আপন। কেহই তোমার খোঁজখবর লয় না, তোমাকে আপনার লোক বলিয়া মনেও করে না। আমার পাঁচদিকে পাঁচটা আপনার লোক আছে, আমার জন্য তারা ভাবিয়া থাকে। আমার সেজো খুড়া সন্দেশ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তোমার পয়সা দিয়া কেনা হয় নাই।"

এতক্ষণে অদ্বৈত একটু সুস্থ হইল। বলিল,—"বটে? পাঠাইয়া দিয়াছেন? কত সন্দেশ? চারি পাঁচ সের হইতে পারে? কৈ, কোথায় আছে দেখি! তা অত সন্দেশ আমাদের ঘরে নাহক রাখিয়া কি দরকার? তোমার জন্য দুইটা রাখ। আমাকে যেটা দিয়াছ, সেটাও তোমার জন্য থাক। বাকী সন্দেশ আমাকে দেও, আমি নবা ময়রার দোকানে দিয়া আসি।"

অনঙ্গ এ কথা শুনিয়া বড়ই রাগিয়া উঠিল। বলিল,—"পোড়া কপাল তোমার, মুখে আগুন তোমার। হতভাগা মিনষে, আমার খুড়া পাঠাইয়াছেন সন্দেশ, তাই উনি বেচিয়া পয়সা করিবেন! গলায় দড়ি জুটে না তোমার! যম তোমায় ভুলিয়াছে নাকি?"

অদ্বৈত বলিল,—"রাগ কর কেন? রাগের কথা কি হইল? মন্দ কথাটা কি বলিয়াছি? পচাইয়া পাঁচদিন ধরিয়া কতকগুলা সন্দেশ খাইয়া অসুখ করার চেয়ে, বেচিয়া পয়সা করা কি মন্দ পরামর্শ? কোথায় সন্দেশ, দেখাও আমাকে। যদি পাঁচ সের হয়, তা' হ'লে অভাবে একটা টাকার কাজ হবে এখন। চল, সন্দেশ দেখি, চল—চল। তুমি ছেলেমানুষ—না বুঝিয়া রাগ কর। এ বুড়া পাকা কথা ছাড়া কয় না।"

অনঙ্গ বলিল,—"দাঁড়াও হতভাগা, সন্দেশ দেখাই তোমাকে। মুড়া ঝাঁটাগাছটা কোথায় গেল? খ্যাংরা দিয়া তোমার মুখ না ছিঁড়িয়া দিই তো আমার নাম মিথ্যা!"

অনঙ্গ চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে ঝাঁটা হস্তে রণরঙ্গিণী-বেশে তথায় আগমন করিল। তাহাকে দর্শনমাত্র অদ্বৈত বলিল,—"সত্য সত্যই ঝাঁটা লইয়া আসিলে যে! আমি বলি, তুমি সন্দেশ আনিতে গেলে। তা যা হউক, এখন তামাসা রাখ। ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া সন্দেশ আন। আমি নবা ময়রার দোকান হইতে ঘুরিয়া আসি। আমাকে এখনই রাণাঘাট যাইতে হইবে।"

তখন অনঙ্গ বলিল,—"ঝাঁটা ফেলিয়া দিব কেমন! এই যে দিই—তোমাকে আগে একটু সাজাইয়া দিই!"

এই বলিয়া সে রণরঙ্গিণীর ন্যায় ক্রোধে অদ্বৈতের নিকটস্থ হইল, এবং তাহার শ্রীমুখচন্দ্রে উপর্য্যুপরি ঝাঁটা প্রহার করিয়া বলিল,—"হতভাগা! রাণাঘাট যাইবেন! একেবারে গঙ্গার ঘাটে যা না কেন! আমার হাড়টা জুড়াক!"

অদ্বৈত মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। বুঝিল, দুই এক স্থান ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেছে। বলিল,—"যা হইবার হইয়াছে; ঠিক দুপুরবেলা আর ঘরে ঘরে ঝগড়া করিবার দরকার নাই। তা—তা—সন্দেশগুলো তবে কি হবে?"

অনঙ্গ বলিল,—"ওঃ সর্ব্বনেশে! এখনও সন্দেশগুলা কি হইবে জিজ্ঞাসা করছিস্? ঝাড়ানটা ভাল রকম হয় নাই! নাথির কাঁঠাল কিলে কি পাকে!" এই বলিয়া সেই সম্মার্জ্জনী ধৃতকারিণী পতিপ্রেমমুগ্ধা অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমান্ অদ্বৈত ঘোষকে তাড়া করিল। দাঁড়াইয়া মার খাওয়া অবৈধ বোধে এবার অদ্বৈত পলায়ন করিবে স্থির করিল। তথাপি তাহার প্রণয়িনী আসিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে দুই চারি ঘা ঝাঁটা মারিতে ছাড়িলেন না। অদ্বৈত ছুটিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহার পিঠে ঝাঁটার দাগ বেশ ফুলিয়া উঠিল। সুতরাং এই সমর-প্রত্যাগত বীরের, মধুসূদন-বর্ণিত দূতের ন্যায়, 'পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা' এ—গর্ব্বোক্তি করিবার উপায় থাকিল না।

অদ্বৈত পলায়ন করিলে, অনঙ্গ বাটীর দরজা বন্ধ করিয়া আসিল। তাহার পর ঝাঁটা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাগ ও শ্রমে সেই সুন্দরীকে

এখন বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। বাস্তবিক অনঙ্গমঞ্জরী পরমা সুন্দরী। তাহার অঙ্গের গঠন, দেহের বর্ণ, কেশের বাহুল্য, লোচনের বিস্তার সকলই তাহার সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। মঞ্জরী এখন মাতৃ-পিতৃহীনা। তাহার পিতা ধনলোভে এই কৃপণ বৃদ্ধের হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিয়াছিল। অদ্বৈত তৃতীয়পক্ষে এই সুন্দরীকে পত্নীস্বরূপে লাভ করিয়াছেন। অদ্বৈতের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, আর মঞ্জরী দ্বাবিংশবর্ষীয়া। অসামঞ্জস্য অতিশয়। মঞ্জরীর স্বভাব চিরদিনই এমন ছিল না। সে এগারো বৎসর বয়সে অদ্বৈতের হাতে পড়িয়াছে। পাঁচ বৎসর সে অদ্বৈতের মতানুবর্ত্তিনী হইয়াই চলিয়াছিল এবং যাবজ্জীবন চলিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু অদ্বৈতের দুর্ব্যবহার সহ্য করা ক্রমে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে সুন্দরী, যুবতী। অদ্বৈত তাহাকে পেট ভরিয়া ভাত খাইতে দেখিলে নারাজ হয়। তাহাকে নিতান্ত জঘন্য কাপড় ছাড়া পরিতে দেয় না। ভাল করিয়া মাথায় তেল মাখিতে দেয় না। একটু ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিলে মারিতে আইসে। এই সকল কারণে স্বামী ও স্ত্রীতে বিবাদ আরম্ভ হয়। প্রথম কথা-কাটাকাটি, তাহার পর মারামারিতে আসিয়া দাঁড়ায়। মারামারি আরম্ভ হইলে, অদ্বৈত হারি মানিত। একে বৃদ্ধ, তাহাতে মোটা মানুষ, সে এই যুবতীকে আঁটিতে পারিত না। বিশেষতঃ তাহার এক জন বন্ধু বলিয়া দিয়াছিল,—"অদ্বৈত, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর গায়ে খবরদার হাত তুলিও না। তোমার স্ত্রীর উপর পাড়ার অনেক লোকেরই নজর পড়িয়াছে। অনেকে তোমার ন্যায় বানরের গলা হইতে এ মুক্তার মালা লুকিয়া লইবার চেষ্টায় আছে। যদি তোমার স্ত্রী একবার বাটীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে, অত্যাচার করা দূরে থাকুক, অনেক বাবু তাহাকে বুকে তুলিয়া রাখিবার জন্য উমেদার আছে জানিবে। সাবধান!" বন্ধুপ্রদত্ত এই উপদেশবাক্য অদ্বৈতের হাড়ে-হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। সে তাহার পর হইতে মারামারি বাধিলে দাঁড়াইয়া সাক্ চোরের মারি খাইয়া আসিতেছে, তথাপি সুন্দরীর গায়ে একটি টোকা মারিবার চেষ্টাও করিতেছে না। তাহার পর হইতে সে খাওয়া-পরার কতকটা সুব্যবস্থা করিয়াছে এবং যৎকিঞ্চিৎ পয়সা-কড়িও স্ত্রীর হাতে দিতেছে। অদ্বৈত স্ত্রীকে বাধ্য রাখিবার জন্য এত করিয়াছে কিন্তু তাহার স্ত্রী যে হাত ছুটাইতেছে, তাহা আর ফিরায় নাই—কথান্তর হইবামাত্র একটু মতবিরোধ ঘটিবামাত্র, ঝাঁটা আনিয়া অদ্বৈতকে উত্তম-মধ্যম দিতে ছাড়ে না। অদ্বৈতের বিজাতীয় হৃদয়হীনতা হেতু মঞ্জরীর ভক্তি-শ্রদ্ধা এককালেই তিরোহিত হইয়াছে। সে তাহাকে কটুবাক্য ও সম্মার্জ্জনী-পুরস্কার সততই প্রদান করে।

মারি খাইয়া অদ্বৈত ঘোষ পলায়ন করিল বটে; কিন্তু অবিলম্বে আবার ফিরিয়া আসিয়া দরজায় ঘা দিতে লাগিল। বারংবার আঘাত করার পর অনঙ্গমঞ্জরীর দ্বারের নিকট গমন করিল এবং ফাঁক দিয়া অদ্বৈতকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—"আবার আসিয়াছ পোড়ারমুখো? এবার বাড়ীতে ঢুকলে, তোমার গায়ের মাংস টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া তবে ছাড়িব।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি রাণাঘাট যাইতেছি। যদি দুটা ভাত দিতে, তাহা হইলে খাইয়া যাইতাম। তাই বলিতেছি, একবার দরজা খুলিয়া দুটা ভাত দেও না কেন?"

মঞ্জরী বলিল—"তোমাকে ভাত দিবে, না উনানের ছাই দিবে। কেনা দাসী পাইয়াছ কি না, তোমার জন্য ভাত তৈয়ার করিয়া বসিয়া আছি।"

অদ্বৈত বলিল,—"তাই তো, ভাত তবে হয় নাই? তাই তো! সারাদিনটা শুধু কাটিয়া যাইবে? হয় তো ফিরিতে অনেক রাত্রি হইবে।"

মঞ্জরী বলিল,—"জন্মের মত যাও না কেন? না ফিরিলেই তো ভাল হয়।"

অদ্বৈত বলিল,—"তাই বলিতেছিলাম, সারাদিনটা উপবাসে কাটাইতে হইবে। তবে আর উপায় কি? তা, তবে আমি আসি। হরি হে! তোমারই ইচ্ছা। বলি, আমার চাদরখানা চাই। একবার দরজাটা খোল না কেন?"

মঞ্জরী বলিল,—"চাদর আমি দিতেছি। দরজা আমি কখনই খুলিব না।"

মঞ্জরী চাদর আনিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া ফেলিয়া দিল। অদ্বৈত বলিল,—"তবে বুঝ্‌লে তুমি? আমি রাণাঘাট চলিলাম। সাবধানে থাকিও। আমি হয় তো অনেক রাত্রে ফিরিব।"

তাহার গুণবতী গৃহিণী বলিল,—"চুলোয় যাও

না কেন, আমাকে তাহা বলিবার দরকার কি? কখন্ ফিরিবে, সেই ভাবনায় আমি প্রায় অস্থির। ঠাকুর করেন যেন আর না ফের।"

মঞ্জরী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গৃহপ্রবিষ্টা হইল। অদ্বৈত কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া রাণা-ঘাট অভিমুখে প্রস্থান করিল।

অদ্বৈত চলিয়া যাওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে, তাহার দরজায় আঘাত শব্দ হইল। মঞ্জরী তখন ঘরের মধ্যে শুইয়া ছিল। শব্দ শুনিবামাত্র, সে বেগে বাহিরে আসিল, এবং দ্বার-সন্নিহিত হইয়া পূর্ব্ববৎ রন্ধ্র দিয়া দর্শন করিল। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিল।

তখন 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া দণ্ডকমণ্ডলু-ধারী কেশশ্মশ্রু-গুম্ফ-বিহীন এক যোগী তথায় প্রবেশ করিলেন। মঞ্জরী তাঁহাকে দর্শনমাত্র বড়ই আনন্দিতা হইল, এবং সাদরে তাঁহাকে আনিয়া গৃহ-মধ্যে আসনে বসাইল।

যোগিবেশধর পুরুষ আসন পরিগ্রহ করিয়া মঞ্জরীর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মঞ্জরী তাঁহাকে অদ্যকার সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল,—"প্রভো, আমার উপায় কি হইবে! নীচ-সংসর্গে ও ইতর-সহবাসে আমি নিতান্ত মন্দলোক হইয়া পড়িয়াছি। আমি বুঝিতেছি যে, তাহার অপেক্ষা আমারই অপরাধ অধিক। কিন্তু কি করিব ঠাকুর, তাহার কথা আর আমি মোটেই সহিতে পারি না, তাহার ভাল কথাও যেন আমার গায়ে আগুন ছিটাইয়া দেয়। তাহাকে অযথা মারিয়াও আমার সন্তোষ হয় না। তাহাকে অনর্থক গালি দিয়াও আমার মনে হয়, গালাগালি ও তিরস্কার কম হইল। তাহাকে দেখিলে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়। সে যে সামান্য সুদের জন্য গরীবের জল খাইবার ভাঙ্গা ঘটীটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া আইসে, সে যে এক পয়সার জন্য অনায়াসে মিথ্যার উপর মিথ্যা বলে, সে যে মানুষের সময়-অসময়, বিপদ্-আপদ্ কিছুই না বুঝিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে ছাড়ে না, সে যে পয়সা খরচ হইবে বলিয়া পেটে খায় না, পায়ে জুতা দেয় না, মাথায় ছাতা দেয় না, শীতে গায়ে কাপড় দেয় না, এই সকল বিষয় যখন আমার মনে হয়, তখন তাহাকে বাঘ-ভালুকের চেয়েও অধম বলিয়া আমার জ্ঞান হয়। তাহার সংসর্গে আমার স্বভাব নিতান্ত মন্দ হইয়া গিয়াছে। আমার কি উপায় হইবে ঠাকুর? তাহাকে স্বামী ভাবা দূরে থাকুক, তাহার সহিত আলাপ আছে মনে হইলেও আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা হয়। আমি কি করিব, ঠাকুর?"

যোগী বলিলেন,—"মঞ্জরি, তোমাকে বলিয়া-ছিলাম, সমুচিত সময় উপস্থিত হইলে তোমাকে বিহিত উপদেশ দিব। সময় উপস্থিত হইয়াছে। আজি তোমাকে কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দিতেছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিদাসের পুত্র গোপালের পীড়া সমান ভাবেই চলিতেছে। মা-লক্ষ্মী সমান যত্নে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। দুই এক দিন তিনি চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আবার যথাসময়ে আসিয়া রোগীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারও যত্নের ত্রুটি নাই। তথাপি সপ্তদশ দিনে রোগের আবার ভয়ানক বৃদ্ধি হইল। সে দিন ডাক্তার দেখিয়া বলি-লেন,—"আজি আর ভরসা নাই। এ অবস্থা হইতে রোগী আর বাঁচিতে দেখা যায় না। আমাদের এত পরিশ্রম, এত উদ্বেগ, ব্যয়, সকলই বোধ হয় বৃথা হইল। আজিকার দিন যে কাটে, এমন বোধ হয় না।"

বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। হরিদাসের স্ত্রী ও ভগ্নী ধূলায় পড়িয়া আছড়াপিছড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ায় হাহাকার পড়িল। অনেকেই জ্যেঠা গোপীনাথের নিকট মাথা খুঁড়িতে লাগিল। হরিদাস অধোমুখে হাতের উপর মাথা রাখিয়া, আমগাছতলায় বসিয়া রহিল, এবং হৃদয়ের সহিত সেই বিপত্তির মধুসূদন জ্যেঠা গোপীনাথকে ডাকিতে লাগিল।

এ দিকে যখন এরূপ অবস্থা, তখন অদ্বৈত সেখানে দেখা দিল। অদ্বৈত এবার একা নহে, তাহার সহিত আদালতের নাজির, দুই জন পেয়াদা এবং আর দুইটা লোক ছিল। নাজির হরিদাসকে বলিল,—"এখনই তোমাদিগকে এ বাটী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। বাটী নীলামে বিক্রী হইয়া

গিয়াছে। তুমি পরের বাড়ীতে বাস করিতেছ। যে বাড়ী কিনিয়াছে, সে তোমাকে থাকিতে দিবে কেন ?"

কি সর্ব্বনাশ! এমন বিপদের সময় এই বজ্রাঘাত! হরিদাস চিত্রার্পিত পুত্তলির ন্যায় হাঁ করিয়া নাজিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে একে একে সেখানে অনেক লোক জুটিয়া গেল। ডাক্তারও আসিলেন। তখন হরিদাস নাজিরকে বলিল—"মহাশয়, আমার বড় বিপদ্। আমার ছেলেটি মারা যায়—বড় কঠিন পীড়া—বড় খারাপ অবস্থা। এখান হইতে উঠিয়া আমি কোথায় যাইব? যদিই যাইতে হয়, এ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া যাইব?"

নাজির বলিল,—"কোথায় যাইবে বা কেমন করিয়া যাইবে, তাহা আমি জানি না। আমি সরকারী আমলা; আইনমত কাজ করিতে আমি বাধ্য। তোমাকে উঠিয়া যাইতে হইবে।"

হরিদাস তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"এ অবস্থায় আমি উঠিব কোথায়? আমার আর স্থান নাই। আমার ছেলে মারা যায়! আপনারা এখন যান, আমার বড় বিপদ।"

নাজির বলিল,—"তোমার বাড়ী এই অদ্বৈত ঘোষ নীলামে খরিদ করিয়া খাস দখলের প্রার্থনা করিয়াছে। তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। আমি সেই খাস-দখল দেওয়াইতে আসিয়াছি। তুমি সহজে না উঠিলে, আমি জোর করিয়া তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিব এবং ইহার বাটীতে ইহাকে দখল দেওয়াইব।"

হরিদাস আবার সেই কথাই বলিল—বাড়ার ভাগ নাজিরের পায়ে হাত দিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বাড়ী ঘরের জন্য আমার আর মায়া নাই—আমার ছেলে আজি মারা যাইতেছে—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। স্বচ্ছন্দে অদ্বৈত দাদা ঘর-বাড়ী দখল করুন। আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যাউন, কিছুতেই আমার আপত্তি নাই।" কিন্তু দুটা দিন আমাকে ক্ষমা করুন। যতক্ষণ আমার ছেলেটা আছে, ততক্ষণ আমাকে এখানে থাকিতে দেন। সে মরিয়া গেলেই আমারও শেষ হইবে। তখন আর কোন কথা কহিব না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে দু'দিন মাপ করুন। এই ডাক্তারবাবু রহিয়াছেন, আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমার ছেলের কিরূপ অবস্থা?"

রোগীর অবস্থা যে নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন, ডাক্তারবাবু তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ সময়ে স্থানান্তরিত করিতে গেলে, ছেলেটি এমন অবস্থায় আছে যে, সে রোগীকে স্থানান্তর করা অসম্ভব, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। স্থানান্তর করিতে গেলে তৎক্ষণাৎ মারা যাইবে, তাহাও বলিলেন, এবং যাহা করিতে হয়, আর দুই দিন দেখিয়া করিবার জন্য নাজিরের হস্ত ধরিয়া অনুরোধ করিলেন।

নাজির বলিল,—"আপনার কথা শুনিয়া আমি বুঝিতেছি, কিছু দিন অপেক্ষা করাই নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলা অনর্থক। অদ্বৈত ঘোষ সম্মত হইলে আমি ফিরিয়া যাইতে রাজি আছি। অদ্বৈত যদি দরখাস্ত করে যে—নাজির আসিয়াছিল বটে কিন্তু উপরোধে পড়িয়া বা টাকা খাইয়া অমনই চলিয়া গিয়াছে, আমার কোন কাজ করে নাই; তাহা হইলে আমার চাকুরী লইয়া গোল বাধিবে। অতএব অদ্বৈতের মত না হইলে আমি স্বয়ং কিছুই করিতে পারিব না। আপনারা অদ্বৈত ঘোষকে স্বীকার করাইতে পারিলেই আমার কোন আপত্তি নাই।"

অদ্বৈত বলিল,—"হরি হে! সকলই তোমার ইচ্ছা। সংসার করিতে হইলে আপদ্-বিপদ সকলেরই আছে। সকল রোগ-শোক বাঁচাইয়া বিষয়-কর্ম্ম করিতে গেলে চলে কি মহাশয়? বেয়ারাম হইয়াছে—কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। তা বলিয়া বিষয়কর্ম্ম বন্ধ রাখিবার দরকার কিছুই নাই। আমি যে কত যোগাযোগ করিয়া রাণাঘাট হইতে নাজির মহাশয়কে আনাইলাম, আজ কি নাহক ফিরিয়া যাইবার জন্য? নাজির মহাশয়, আপনার কাজ আপনি করুন। লোকের কথা শুনিতে গেলে কাজকর্ম্ম চলে না?"

নাজির বলিল,—"দেখুন মহাশয়, আমি কি করিব?"

ডাক্তার বলিলেন,—"অদ্বৈত দাদা, তুমি প্রবীণ ও বিবেচক লোক; বিশেষ তুমি বড় কৃষ্ণভক্ত। এ অসময়ে তুমি যদি দয়া না করিবে, তবে দয়া করিবে কে?"

অদ্বৈত বলিল,—"দয়া কি জান, ডাক্তারবাবু, দয়াধর্ম্ম করিতে হইলে, বিষয়-কর্ম্ম হয় না। বিষয়-কর্ম্মে দয়া-ধর্ম্ম করিতে নাই। আর আমি গরীব—দয়া করা আমার মত লোকের কাজ, দাদা?"

ডাক্তার বলিলেন,—"এমন কথা বলিও না দাদা। দয়া করা তোমারই কাজ। তুমি দয়া করিলেই হরিদাস রক্ষা পায়। আমরা সকলে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, এ বিষয়ে তোমায় ক্ষান্ত থাকিতেই হইবে।"

অদ্বৈত বলিল, "বিলক্ষণ কথা! আমি পয়সা খরচ করিয়া বাড়ী খরিদ করিলাম. দখল লইবার জন্য রাণাঘাট হইতে পেয়াদা আনিলাম, নাজির আনিলাম। এখন গাঁ শুদ্ধ লোক অনুরোধ করিতেছেন, ক্ষান্ত থাকিতেই হইবে। যখন হরিদাস টাকা ধার করিয়াছিল, যখন তাগাদা করিতে করিতে আমার পায়ের সুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, যখন নালিশ করিবার জন্য রাণাঘাট আর ঘর করিতে হইয়াছিল, যখন খরচের উপর খরচ করিয়া আমার খরচান্ত হইয়াছিল, তখন তোমরা কোথায় ছিলে বাবু? তখন কেহ দয়া করিয়া হরিদাসকে আমার হইয়া দুইটা অনুরোধ করিতে পার নাই, তখন গরীবের টাকাগুলা যাহাতে আদায় হয়, তাহার কেহ উপায় করিতে পার নাই? আজি সব পরম ধার্ম্মিক দয়ার সাগরেরা আমাকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন! না বাপু, সে সব হইবে না. আমি বিষয়-কর্ম্মে কাহারও অনুরোধ শুনি না। নাজিরবাবু, আপনি আপনার কাজ করুন।"

নাজির বলিল,—"মহাশয়েরা আমাকে দোষী করিবেন না। পেয়াদা, ইহাদের ঘর হইতে জিনিস-পত্র বাহির করিয়া ফেল।"

তখন গ্রামের আর একটি প্রবীণ লোক অদ্বৈতের হাত ধরিয়া বলিল,—"এমন কাজ করিও না দাদা, ইহাতে তোমার ভাল হইবে না। তুমি আমার কথা শুন। নাজির আর পেয়াদা আনিতে যাহা তোমার খরচ হইয়াছে, তাহা আমরা তোমাকে দিতেছি, তুমি এ কাজে ক্ষান্ত হও।"

অদ্বৈত বলিল,—"কি মজার কথা! আজি তোমার কথায় ক্ষান্ত হই, কালি আর এক জনের কথায় ক্ষান্ত হই, ইহাই করিয়া আমি বেড়াই, কেমন? তোমাদের আপ্যায়িতে আমার শরীর জল হইয়া গেল! নাজির মহাশয়, এ সকল ভুয়া গোল শুনিতে গেলে কাজ চলিবে না। আপনি যাহা করিতে আসিয়াছেন, শীঘ্র তাহা শেষ করিয়া ফেলুন!"

নাজির পেয়াদাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"তোরা কি দেখিতেছিস্—হাঁ করিয়া? যা না, শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেল্।"

সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া সকলেই অধোমুখে চিন্তিত। পেয়াদারা হরিদাসের ঘরের দাওয়ায় উঠিল। ডাক্তার রোগীকে ধরাধরি করিয়া এক জন প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল।

এই সময়ে পার্শ্বস্থ ঘরের পার্শ্বদেশ হইতে একটি ভদ্র বেশবান্ বৃদ্ধ পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধের বুক জুড়িয়া ধপ্‌ধপে শাদা দাঁড়ি, মস্তকে শাদা চুলের রাশি. বর্ণ সুগৌর। বৃদ্ধ দুর্ব্বল বা কাতর নহেন। যুবার ন্যায় তাঁহার শরীর সমুন্নত, গতি ক্ষিপ্র, দন্তরাজি শোভাময়, নয়ন জ্যোতিষ্মান্ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতেজ। এই অপরিচিত বৃদ্ধকে দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। বৃদ্ধ সেই জনতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া আদেশব্যঞ্জক ও প্রভুতা-বিজ্ঞাপক স্বরে বলিলেন,—"কে ও, হরিদাসের ঘরে উঠিতে যাইতেছ কেন তোমরা? আমি বারণ করিতেছি। এমন কাজ খবরদার করিও না। নামিয়া আইস; যদি ভাল চাও, তবে এখনই নামিয়া আইস।"

পেয়াদারা একটা কথাও বলিতে সাহস করিল না। তাহারা নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভীত-ভাবে এই বর্ষীয়ান্ আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নাজিরও পেয়াদাদের কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"মহাশয় আপনি কে. তাহা জানি না। কিন্তু আপনি যেই হউন, সরকারী কাজে বাধা দিতে আপনার কোনই অধিকার নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"সরকারী কাজে কলঙ্ক করিও না। তুমি মূর্খ, নিতান্ত হৃদয়হীন লোক; তাই সময়-অসময় বিবেচনা না করিয়া, দায়-অদায় না বুঝিয়া এইরূপে সরকারী কাজ চালাইতে আসিয়াছ! এরূপ অসময়ে চক্ষের জল না ফেলিয়া যে সরকারী কাজ চালাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, সে

ডাকাইতের অপেক্ষা অধম লোক। তোমার মত জঘন্য আমলার জন্যই রাজার প্রতি প্রজার অশ্রদ্ধা হয় এবং রাজার কলঙ্ক হয়। এমন অবস্থায় প্রজার প্রতি অত্যাচার করিলে কোন রাজাই সন্তুষ্ট হন না। আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি এখনই তোমার দলবল লইয়া প্রস্থান কর। তোমার সরকারী কাজ আর এক সময়ে আসিয়া সম্পন্ন করিও।"

নাজির বলিল,—"আমার তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু কি করিব আমি—খরিদ্দার এখনই দখল না লইয়া ছাড়ে না যে।"

বৃদ্ধ, অদ্বৈতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কেন হে বাপু অদ্বৈত ঘোষ, আর দুই দিন অপেক্ষা করিলে কি তোমার কৃষ্ণনামে কলঙ্ক হইবে নাকি? যাও, এখান হইতে দূর হও ভণ্ড! আজি এ বাড়ী দখল করা কোন মতেই হইবে না।"

বৃদ্ধের ভাবভঙ্গী, তাঁহার বাক্যের তেজ, তাঁহার নির্ভীকতা ইত্যাদি আলোচনা করিয়া অদ্বৈত ভীত হইল। কিন্তু ভয় করিলে বিষয়-কর্ম্ম চলে না, এ সুনীতি স্মরণ করিয়া সে বলিল,—"আপনি যেই হউন মহাশয়, আপনার কথাটা বড় অন্যায় হইতেছে। আমি টাকা পাইব, টাকা দিয়া বাড়ী খরিদ করিয়াছি, অথচ আমি দখল করিতে পাইব না? আমার টাকাগুলা মাটী হইয়া যাইবে, ইহা আপনার কিরূপ ব্যবস্থা?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বটে! টাকা পাইবে? কত টাকা দিয়া বাড়ী খরিদ করিয়াছ? কত টাকা পাইবে তুমি?"

এই বলিয়া বৃদ্ধ আপনার পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেন,—"বল সর্ব্বসমেত তোমার কত টাকা?"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি বাড়ী খরিদ করিয়াছি চব্বিশ টাকায়। আমার খরচাও পড়িয়াছে আর চারি টাকা। তা ছাড়া আমার এখনও পাওনা আছে আটত্রিশ টাকা।"

বৃদ্ধ পকেট হইতে একখানি ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—"উত্তম। তোমার সমস্ত টাকা তুমি বুঝিয়া লও। আর এই ষ্ট্যাম্প কাগজে তোমার পক্ষে কবালা লেখা আছে, তুমি ইহাতে সহি করিয়া, খোস্‌কবালা দ্বারা হরিদাসের নিকট এ বাটী বিক্রয় কর। লইয়া আইস তো একটা দোয়াত-কলম।"

এক জন দোয়াত-কলম সংগ্রহ করিতে গেল। সকলেই এই অপরিচিত বৃদ্ধের ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইল। অদ্বৈত বলিল,—"তা—তা মহাশয়, আমি এ সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি, তা ইহা আমি ছাড়িব কেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"দেখ অদ্বৈত, তুমি যদি দুই দশ টাকা বেশী চাহ, তাহাও আমি দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমাকে এই খোসকবালায় এখনই সহি করিয়া এ বাটী বিক্রয় করিতে হইবে।"

অদ্বৈত ভাবিল, বড়ই শুভ-সুযোগ উপস্থিত। একটু রগড়া-রগড়ি করিলে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা। সে বলিল,—"এ বাড়ী আমি মোটেই বিক্রয় করিব না। ইহা আমার রাখিবার আবশ্যক আছে।"

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই ভীত হইল। তিনি রাগত স্বরে বলিলেন,—"বটে! তুমি এ বাড়ী মোটেই বিক্রয় করিবে না? খোসকবালায় তুমি সহি করিবে না? তুমি যে তুমি, তোমার চোদ্দপুরুষ উপস্থিত হইলে, আমার হাত হইতে ছাড়াছাড়ি নাই।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ পার্শ্বস্থ আম্রবৃক্ষের একটা শাখা মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন,—"তোর ন্যায় পাষণ্ডের মরাই উচিত। আজি তোকে মারিয়া ফেলিব। এক ডালের আঘাতে তোর মাথা গুঁড়া করিব।"

বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া অদ্বৈতের উপর পড়িলেন। অদ্বৈত কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপতিত হইল; বৃদ্ধ তাহার বুকে পা দিয়া বলিলেন,—"কে তোকে রক্ষা করে দেখি। তুই মহাপাপী, তোকে বধ করাই ধর্ম্ম।"

বৃদ্ধ তাহার বক্ষে চরণ পেষণ করিলেন। সে 'বাবা গো মা গো' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আবার বলিলেন,—"এখনও আমার কথা শোন্, টাকা লইয়া দশ জন লোকের সাক্ষাতে নাম লিখিয়া দে।"

অদ্বৈত বলিল,—"দিতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দেন।"

বৃদ্ধ চরণ উঠাইয়া লইলেন। ভয়ে ভয়ে নাজির বলিল—"আজ্ঞে যদি অনুমতি করেন, তবে আমরা যাই।"

বৃদ্ধ সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলে, তাহারা 'পড়েতো-উঠে-না ভাবে' সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিতেও তাহাদের সাহস হইল না। অদ্বৈত গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া বলিল,—"আজ্ঞে, যদি কুড়িটি টাকা বেশী দিতেন, তাহা হইলেই আমার সকল দিকে সুবিধা হইত। আমি আর কি বলিব? আপনার দয়া।"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"তাহাই পাইবি, কিন্তু আর কথা কহিলে তোকে নিশ্চয় যমালয়ে পাঠাইব।"

এই বলিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি এখানকার ডাক্তার না? আপনি এই টাকা লইয়া এই নরাধমের দাবী মিটাইয়া দিন। কুড়ি টাকা বেশী দিবেন, এই দলিলে উহার নাম সহি করিয়া লইবেন। তিন জন সাক্ষীর নাম লিখিয়া লইবেন। ইহার বাকী দাওয়া মিটাইয়া দিবেন এবং সে জন্য রীতিমত রসিদ লিখাইয়া লইবেন। নোটের মধ্যে একখানি রসিদের টিকিট আছে। এ সকল বাদেও টাকা কিছু বেশী হইবে। হরিদাসের ছেলের চিকিৎসার জন্য তাহা আপনার নিকট থাকিবে। আজি রোগীর অবস্থা কেমন?"

ডাক্তার বলিলেন,—"আজ্ঞে, বড় খারাপ।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"হরিদাস, সকল ঔষধের সার ঔষধ তোমার ছেলেকে দিয়াছ কি? ভক্তি করিয়া জ্যেঠা গোপীনাথের চরণামৃত তোমার ছেলেকে খাওয়াও, তাহার সর্ব্বাঙ্গে দেও, অবশ্যই ভাল হইবে। প্রভুর মহিমার আদি নাই জানি। ডাক্তার মহাশয়, আপনি এখনি প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া এই তিলকধারী ভণ্ডটার কাজ শেষ করিয়া আসুন।"

হরিদাস করযোড়ে বলিল,—"আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আমার ছেলে অবশ্যই ভাল হইবে। কিন্তু দয়াময়! আপনি কে?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"সে কথা পরে হইবে। তুমি আগে চরণামৃত আনিয়া রোগীকে খাওয়াও।"

হরিদাস আজ্ঞা পালনে গমন করিল। অবিলম্বে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেই তেজস্বী বৃদ্ধ সেখানে নাই। কে তিনি? কোথায় তিনি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই দিন সায়ংকালে অপরিচিত বৃদ্ধের নিকট হইতে হরিদাসের দেনা সমস্ত বুঝিয়া লইয়া অদ্বৈত বাটী ফিরিল। তাহার স্ত্রী তাহাকে কোন কথাই বলিল না, তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ কিছুই করিল না। অদ্বৈত স্নান-আহার করিয়া, বাজারে যে সকল খাতকের নিকট প্রতিদিন তাগাদা করিয়া টাকা পয়সা আদায় করিতে হয়, তাহাদের সন্ধানে যাত্রা করিল। তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া, হিসাবের ভুল করিয়া, কালিকার আদায় আজি অস্বীকার করিয়া দোকানদারদের নিকট সুদের সুদ তস্য সুদের হিসাবে, পোকায় খাওয়া, ধূলাময় মসলা ও ডাউল, পচা পান প্রভৃতি লইয়া তাহাদের নিকট কতক প্রকাশ্য ও কতক অপ্রকাশ্য গালি খাইয়া অদ্বৈত ঘোষ পয়সা-কড়ি ও জিনিস-পত্র সহিত সন্ধ্যার পর আবার বাটী ফিরিল। তাহার ভার্য্যা তাহার সহিত কোন প্রকার কলহ করিল না। অদ্বৈত বলিল,—"জিনিসপত্রগুলা আনিলাম, দেখিয়া শুনিয়া তুলিয়া রাখ।"

মঞ্জরী তুলিল না,—জিনিস পত্রের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। অদ্বৈত বলিল,—"বলি, এগুলা কি এখানে পড়িয়া ইন্দুর বাঁদরের পেটে যাইবে? যে কষ্টে এ সকল সংগ্রহ করিয়াছি, তা আর কি বলিব?"

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল,—"লোকের নিকট এক রকম ভিক্ষা করিয়া, এক রকম চুরী করিয়া, এক রকম ডাকাইতী করিয়া, জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়াছ—কেমন? লোকে তোমাকে কুকুর বেড়ালের মত দূর-ছেই করিয়াছে, তবু তুমি ছাড় নাই; কেহ তোমার হাত হইতে জিনিস কাড়িয়া লইয়াছে, তবু তুমি ছাড় নাই; কেহ তোমাকে গালি দিয়াছে; সে কথা মনে করিলে ক্ষতি হয়, এ জন্য তুমি তাহা শুনিয়াও শুন নাই। কেহ তোমাকে দেখিবামাত্র 'হতভাগাটা আসিতেছে' বলিয়া মুখ ফিরাইয়াছে, তবু তুমি সর নাই। কেহ তোমাকে চোর, কেহ জুয়াচোর বলিয়াছে, কেহ তোমার মৃত্যু-কামনা করিয়াছে, কেহ তুমি একটু সরিয়া গেলেই তোমার পিতৃকুলকে উদ্ধার করিয়াছে, তুমি কাহারও দোকান হইতে লুকাইয়া এক থাবা জিনিস তুলিয়া

লইয়াছ, এইরূপ অনেক কাণ্ড তুমি বাজারে করিয়া আসিয়াছ। কিন্তু এ সকল কার্য্য অন্যের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইলেও, তোমার পক্ষে কোনই কষ্টকর হইতে পারে না। কারণ, তোমার এ সকল নিত্যকর্ম্ম - ইহাই তোমার ব্যবসায়। তবে তুমি আজি কষ্টের কথা কেন বলিতেছ ?"

অদ্বৈত হাসিয়া বলিল,—"যা বলিতেছ, তা কতকটা ঠিক বটে। সংসার-ধর্ম্ম করিতে গেলে সবই করিতে হয়। কিন্তু আজি একটু বিশেষ আছে। ঐ যে সুপারিগুলা দেখিতেছ, ও জাহাজে নয়—পোকা লাগাও নয়। ভাল জিনিস। হরে বেণের দোকানে এগুলা আমদানী হইয়াছে। হরে বেণে অনেককাল আগে আমার কিছু টাকা ধারিত। সে টাকা আসল ও সুদের সুদ সমেত অনেক দিন হইল আদায় হইয়া গিয়াছে। তবু সুদের ছিট্ ক'গণ্ডা পয়সা বাকী করিয়া তাহার দোকানে এখনও যাওয়া আসা করি। সে কিন্তু পয়সা বাকীর কথা মানে না, বাড়ার ভাগ পয়সা-টাকার কথা বার বার বলিলে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখায়। ছোঁড়াটা বড় গোঁয়ার, বড় বেকুব। যাহাই হউক, সে যতই বলুক, আমি পয়সা ক'গণ্ডার কথাও ছাড়ি না, তার দোকানে যাওয়াও বন্ধ করি না। আজি আবার পয়সার কথা বলায় সে বেটা বড়ই চটিয়া উঠিল, আমাকে অপমান করিতে আসিল। শেষে একরকমে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আমি বলিলাম, "পয়সা যদি নিতান্তই না দিবি, তবে দে আমাকে একসের সুপারি।" সে সুপারি না দিয়া আমাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল। আমি তাহার সামান্য ধাক্কা খাইয়াই পড়িয়া গেলেম ; সঙ্গে সঙ্গে 'বাবা গো, মা গো, মারিয়া ফেলিল গো' শব্দে চীৎকার করিয়া হাটের লোক জমা করিয়া ফেলিলাম। অনেকেই হরের এ কাজ ভাল হইয়াছে বলিতে লাগিল। দুই একটা লোক বলিল, 'বাপের বয়সী বুড়া-মানুষটাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ভাল হয় নাই।' যাহা হউক, মোটের উপর হরেই দোষী হইল। তখন পাঁচ জনের কথায় হরে কতকটা লজ্জায় পড়িল। অনেকের অনুরোধে সে তখন আমাকে এই এক পোয়া সুপারি দিয়া বিদায় করিল। সুপারিগুলা ভাল। যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখ, ছমাস ঐ সুপারিতে কাজ চালাইতে হইবে।"

মঞ্জরী বলিল,—"ছমাস কেন, তুমি ছবৎসর এ সুপারিতে চালাও, আমার তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তোমাকে যদি আমি আপনার লোক বলিয়া মনে করিতাম, তাহা হইলে তোমার এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইত। তোমার সুখদুঃখে আমার সম্বন্ধ নাই, কাজেই কোন সুখদুঃখই মনে করি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"সে কি কথা ?"

মঞ্জরী বলিল,—"কথা নূতন নয়। গত ছয় বৎসর হইতে আমি তোমাকে পর বলিয়া মনে করিতেছি। ক্রমেই সে ভাব আমার মনে বাড়িয়া আসিয়াছে। এখন তোমাকে একবারও আপনার লোক ভাবিতে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে।"

অদ্বৈত বলিল,—"সে কি মঞ্জরি ? কেন তুমি এমন ভাবিতেছ ? তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী। ইহার চেয়ে আপনার লোক আর কি হইতে পারে ?"

মঞ্জরী বলিল,—"বিবাহ তোমার সহিত আমার হইয়াছিল বটে ; কিন্তু সে বিবাহের জন্য আমি কত দূর বাধ্য, তাহা বলিতে পারি না। যদি কোন ভালুকের সহিত মানুষের মেয়ের বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা তাহার ভালুক স্বামীকে আপনার লোক মনে করিতে পারে কি ? তোমার গায়ে মানুষের চামড়া আছে, আর তোমার চেহারাও মানুষের মত। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে সত্য ; কিন্তু আমি বাঘ-ভালুককে আপনার স্বামী করিতে অক্ষম।"

অদ্বৈত বলিল,—"ছি মঞ্জরি, স্ত্রীলোকের এমন কথা মুখে আনিতে নাই।"

মঞ্জরী বলিল,—"কেবল মুখেও আনিতে নাই নয়, মনেও ভাবিতে নাই। আমি সে সব ধর্ম্ম-কথা বিশেষ জানি। কিন্তু তোমাকে আপনার লোক মনে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কারণে নিশ্চয়ই আমাকে পতিত হইতে হইবে। যদি এ পাপের কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহাও করিতে হইবে।"

অদ্বৈত বলিল,—"কেন তোমার মনে এ ভাব হইল ? আমি বৃদ্ধ বলিয়া, কুৎসিত কুরূপ বলিয়া কি তুমি আমাকে আপনার লোক মনে কর না ?"

মঞ্জরী বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ ! তুমি যদি

গলিতকুষ্ঠ হইয়া মানুষ হইতে, তাহা হইলেও আমি জিহ্বা দিয়া তোমার ঘা চাটিয়া দিতে পারিতাম। তুমি যদি কাণা, খোঁড়া, কালা ও বোবা, একসঙ্গে সবই হইয়া মানুষ হইতে, তাহা হইলেও আমি সকল রকমে তোমার সেবা করিয়া সুখী হইতাম। কিন্তু আমার পোড়া কপালক্রমে তুমি মানুষের চামড়া-ঢাকা বাঘ-ভালুক। ঐ সকল জন্তু দেখিলে, মানুষ যেমন মারিতে কাটিতে চাহে, তোমাকে দেখিলে আমিও তোমার সেইরূপ শত্রুতা করিতে চাহি। কাজেই তোমাকে আমি আপনার লোক মনে করিতে পারি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"কেন তুমি আমাকে এরূপ মনে কর, তাহা তো বুঝিতে পারি না। আমি তোমার কি ক্ষতি করিয়াছি? যদিই করিয়া থাকি, আর না হয় করিব না।"

মঞ্জরী বলিল,—"কেন তোমাকে এরূপ মনে করি, তাহা তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি। তোমাকে মানুষ করিয়া আপনার লোক করিবার অনেক যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। ফল কিছুই হইবার আশা নাই দেখিয়াই তোমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। আমার যে ক্ষতি তুমি করিয়াছ, তাহা গুরুতর হইলেও আমি অতি সামান্য বলিয়াই জ্ঞান করি। কেবল আমার ক্ষতি করিয়াই তুমি যদি মানুষ হইতে, বাঘ ভালুকের মত প্রাণিহিংসা না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতাম।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি দুনিয়ার লোকের কাহার পাকা ধানে মই দিয়াছি? সংসারধর্ম্ম করিতে হইলে, দেনা-পাওনা করিতে হইলে, যাহা না করিলে চলে না, যাহা সবাই করে, তাহাই আমি করিয়া থাকি। ইহাতে আমি বাঘ-ভালুক কিসে হইলাম, তাহা তো বুঝি না।"

মঞ্জরী বলিল,—"কোন্ কথাটা তোমায় বলিব? তোমায় কোন্ কাজটাই দেখাইব? আজি তুমি জ্যেঠা গোপীনাথের পাড়ায় যে ব্যবহার করিয়াছ, মানুষে কখন কোথাও তাহা করিতে পারে না। হরে বেণের দোকানে এখনই তুমি যে কাজ করিয়া আসিয়াছ, কেহ কখনও তাহা করিতে পারে না। এক দিনের এই কথা। দশ বৎসর আমি তোমার ঘরে আসিয়াছি। এই কালের সকল কথাই আমার মনে আছে। প্রত্যেকটিই চমৎকার। সবগুলি ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে, বাঘ-ভালুকও তোমার মত বাঘ-ভালুক নয়। তুমি জাল-খৎ তৈয়ার করিয়া চাটুয্যেদের বড় ঠাকুরুণের সর্ব্বনাশ করিয়া তাঁহাকে পথে বসাইয়াছ। আহা! ব্রাহ্মণ-কন্যা কোলের ছেলেটিকে লইয়া এখন ভিক্ষা করিয়া খায়। তুমি মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া বড়বাজারের রায়েদের সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়া লইয়াছ। তাহারা এখন বাজারে পান বেচিয়া খায়। তুমি রামলাল-বাবুর টাকা খাইয়া কায়েতদের জাতিকুল খাইয়াছ। সে নাকি তোমার কিছু টাকা ধারিত, কোন রকমেই শোধ করিতে পারে না। তুমি প্রতিদিনই তাহা-দের বাড়ী হইতে তাড়াইবার ভয় দেখাইতে। তাহারা কত কাঁদিয়া তোমার পায়ে লুটাইত। শেষে তাহাদের বিধবা একমাত্র কন্যা যদি রামলালবাবুর সহিত প্রণয় করে, তাহা হইলে টাকা ছাড়িবে বলায় অগত্যা তাহাতেই সম্মত হয়। এখন সেই কন্যাকে পাষণ্ড রামলাল ত্যাগ করিয়াছে। তাহার দুর্গতির শেষ নাই। মনে করিয়া দিতেছি, তাহাদের এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া টাকা সমস্ত ছাড়িব বলিয়াও তুমি কিছু কর নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে ডিক্রিজারি করিয়া তুমি তাহাদের ঘর-বাড়ী, ঘটী-বাটি সকলই কাড়িয়া লইয়াছ। তুমি নরাধম, তুমি পিশাচ! এ জগতে কে তোমাকে আপনার ভাবিতে পারে? তোমারই মত নরাধম ও পিশাচের হয় তো তোমার সহিত আত্মীয়তা সম্ভব; কিন্তু আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, আপনার পোড়া কপালকে শতেক ঝাঁটা মারি, পূর্ব্বজন্মের অশেষ পাপের ফলে তোমার ন্যায় জীবের হাতে পড়িয়াছি মনে করি!"

অদ্বৈত অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল,—"বিষয়কর্ম্ম করিতে হইলে যাহা করা উচিত, তাহাই আমি করিয়াছি। ইহাতে যে বাঘ-ভালুক কেন হই, তাহা বুঝি না। তুমি রূপসী, যুবতী; আমি কুৎসিৎ বৃদ্ধ, কাজেই তুমি আমাকে ঘৃণা কর। ইহাই আসল কথা, তাই কেন ভাঙ্গিয়া বল না! তোমার কপাল মন্দ বটে, নহিলে এত রূপ লইয়া একটা বুড়ার সহিত কেন কাল কাটাইতে হইবে? ফল কথা, এ বুড়াকে আর তোমার ভাল লাগিতেছে না; একটা মনের

মত লোক হইলে এত কথা উঠিত না। সেই চেষ্টাই মনে উঠিয়াছে, যোগাযোগও হইয়াছে হয় তো! আমি এ কথা অনেক দিনই ভাবিয়া রাখিয়াছি। জানি আমি, অবশ্যই কোন না কোন দিন তুমি আমার কুলে কালি দিবে। তা যা তোমার ইচ্ছা হয়, তাই কর; নাহক কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইও না, দোহাই তোমার।"

মঞ্জরী একটু হাসিয়া বলিল,—"তোমার মত লোকের এইরূপই মনে করা উচিত; সুতরাং তোমার কথায় আমি একটুও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি না। তুমি বিশ্বাস কর বা নাই কর, জগতে কোন পুরুষেই আমার প্রণয় নাই। যে জন্য স্ত্রীলোকে পুরুষে আসক্ত, সে আকাঙ্ক্ষা আমি বহুদিন হইতে বিশেষরূপে দমন করিয়াছি। সংসারে বয়সে বড় যত পুরুষ, সকলেই আমার পিতা; বয়সের ছোট যত পুরুষ, সকলেই আমার পুত্র; তুমি ইতর, অধম, পশু। তুমি তোমার মনে আমাকে বিচার করিতেছ। তোমার যাহা খুসী, ভাবিতে পার। আমি তোমার অনুগ্রহ-নিগ্রহের প্রত্যাশী নহি। সুতরাং তোমার মতামতে আমার যায় আসে না!"

অদ্বৈত বলিল,—"ভাল, বুঝলাম তোমার খুব ধর্ম্মনিষ্ঠা। তা এখন কি করিবে, স্থির করিয়াছ?"

মঞ্জরী বলিল,—"করিব যে কি, তাহা বলিতে পারি না। আর করিব না যে কি, তাহাও বলিতে পারি না; তবে একটা কাজ যে করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল—আমি তোমার সহধর্ম্মিণী। বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও তোমাকে যখন ভাল পথে আনিতে পারিলাম না, তখন অন্য উপায়ে তোমার কৃত অনিষ্ট সকল নিবারণ করিয়া তোমার স্ত্রীর কাজ করিব—তোমার পরকালের ভাল যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তুমি লোভে পড়িয়া যে সকল লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, আমি সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া তাহাদের উপকার করিব—তাহাদের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনই করিয়া দিবার উপায় করিব। ইহাই আমার এক সঙ্কল্প; আমার দ্বিতীয় সঙ্কল্প, আমি এক জনকে ভালবাসিব। জন্মাবচ্ছিন্নে আমি কাহাকেও ভালবাসি নাই। আমার প্রাণ ভালবাসিতে ও ভালবাসা ভোগ করিতে ব্যাকুল হইয়াছে। আমি একটা স্থানে এই ভালবাসার দেনাপাওনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"তাহাই তো আমি বুঝিয়াছি, আসল কথাই তো তাই। এতক্ষণ সেই কথা বল নাই কেন? কে সে প্রাণের লোক—রসিক নাগর, শুনি।"

মঞ্জরী বলিল,—"তুমি ইতর—সামান্য লোক। ভণ্ড। সে কথা তোমার বুঝিবার সাধ্য নাই। তথাপি তোমাকে তাহা বলা ভাল। আমার সে প্রাণের নাগর ভগবান্। আমি যদি পারি, তাহা হইলে ভগবান্‌কে আত্মসমর্পণ করিব—এ জীবন-যৌবন তাঁহারই পায়ে ফেলিয়া দিব। তাঁহার নিকট ভণ্ডামী নাই, প্রেমের অভাব নাই, দয়ার সীমা নাই, সুখের শেষ নাই, আনন্দের পার নাই। আমি তাঁহারই চরণে প্রেম দিব ও সেই চরণ হইতে প্রেম লইব।"

অদ্বৈত নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"আমি বুঝিয়াছি, কোন্ বেটা বাবাজী আমার মাথা খাইয়াছে। নিশ্চয়ই কোন বৈরাগী বোল-চাল দিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। এ বৈরাগী ঢঙের কথা। বল, কে তোমার মাথায় এ সকল বদমায়িসী ঢুকাইয়া দিল?"

মঞ্জরী বলিল,—"তুমি মূর্খ। তোমাকে আর কি বলিব?"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি মূর্খই হই, আর পণ্ডিতই হই, এ সকল বৈরাগী শিক্ষা; তার ভুল নাই। কোন্ বেটা আসিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই মজাইয়াছে। সে আপনাকে ভগবান্ বলিয়া বুঝাইয়াছে; তাহার পর তোমাকে ভগবানে মজিয়া ধর্ম্ম ও পুণ্য করিতে পরামর্শ দিয়াছে।"

মঞ্জরী বলিল,—"তুমি তুলসীর মালা গলায় দিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তিলক-সেবা করিয়া, নামের ঝোলা হাতে করিয়া বাবাজী সাজ; অথচ সকল প্রকার পাপ ও কুৎসিত কার্য্যেই থাক। সুতরাং যাহা তোমার বিবেচনায় মন্দ কর্ম্ম, তাহাই কোন বাবাজী করিয়াছে বলিয়া স্থির করা তোমার পক্ষে অসঙ্গত নয়। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যা খুসী মনে আসে কর; আমার তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তোমাকে সকল কথা বলা উচিত হউক না হউক, তথাপি বলিয়া রাখিলাম।"

মঞ্জরীকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া অদ্বৈত তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"বলি, যাও কোথা ? তোমার কথা তো ভাল বুঝিতেছি না। এ সকল স্পষ্ট ব্যভিচারের কথা। তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইবে ? এখনই ইহার প্রতীকার করিতে হইবে।"

মঞ্জরী বলিল,—"কি প্রতীকার করিতে চাহ, কর। যদি আমাকে ব্যভিচারিণী বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার সহিত সম্বন্ধ রাখা তোমার অন্যায়। তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিতে পার, আমি তাহাতে একটুকুও দুঃখিত বা কাতর নহি। তুমি আমাকে যাহা খুসী বক, তাড়াইয়া দাও, আমি কিছুতেই তোমার সহিত আর ঝগড়া করিব না। মারামারি তো মোটেই নয়। আমাকে তাড়াইয়া দেওয়াই যদি মত হয়, তাহা হইলে এখনই বলিলে আমি এখনই চলিয়া যাইতে রাজী আছি। যাহা ভাল হয়, বিবেচনা করিয়া কালি বলিও, আমি এখন আহারের উদ্যোগ করি।"

মঞ্জরী গৃহান্তরে গমন করিলে, অদ্বৈত মাথায় হাত দিয়া অকূল পাথার ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অপরিজ্ঞাত বৃদ্ধের পরামর্শানুসারে জ্যেঠা গোপীনাথের চরণামৃত সেবনে ও লেপনে, হরিদাসের পুত্র গোপাল ক্রমেই রোগমুক্ত হইয়া উঠিল। পাঁচ দিন পরে ডাক্তার বলিলেন, "দাদা, আর আমার যাওয়া-আসার প্রয়োজন নাই। তোমার ছেলে গোপীনাথের কৃপায় সম্পূর্ণরূপ স্বচ্ছন্দ হইয়াছে।"

হরিদাস বলিল, -"দাদা, গোপাল যে বাঁচিয়াছে, সে তোমারই দয়ায়। তোমার এ ঋণ আমি ইহজন্মে শুধিতে পারিব না।"

ডাক্তার বলিলেন, -"মানুষের দ্বারায় কি হয় ভাই, সকলই জানিবে, গোপীনাথের দয়া। দেখ না দাদা, বড় যখন বিপদ্, শুশ্রূষা অভাবে ছেলে মারা যায়, বাড়ীর লোক অবসন্ন, ঠিক সেই সময়ে মা-লক্ষ্মী আসিয়া ছেলে কোলে করিয়া বসিলেন। যখন হতভাগা অদ্বৈতের অত্যাচারে আমরা সকলে অস্থির, কি উপায় করি ভাবিয়া ঠিক করিতে অক্ষম, চারিদিকে ব্যাকুলতা ও হায় হায় শব্দ, ঠিক সেই সময়ে এক দেবতা আসিয়া তোমার সকল দায় উদ্ধার করিলেন। তিনি দেবতা নন তো কি, দাদা? আমি দেখিতেছি, তোমার উপর ভগবানের দয়া হইয়াছে, মানুষে আর তোমার কি করিবে ?"

হরিদাস বলিল,—"বৃদ্ধ যে কোথায় গেলেন, তাহার আর সন্ধান হইল না। সত্যই কি তিনি দেবতা ? আর একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়ি। তুমি কি তাঁহার সন্ধান বলিতে পার ?"

ঠিক সেই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাদ্দিক্ হইতে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী বলিয়া উঠিলেন,—"আমি সন্ধান বলিতে পারি বাবা।"

উভয়ে সসম্ভ্রমে ফিরিয়া দেখিলেন, মা-লক্ষ্মী জগৎ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমি তাঁহার সন্ধান বলিতে পারি। তিনি দেবতা নন, তোমার আমার মত মানুষ।"

ডাক্তার বলিলেন,—"তোমার মত মানুষ যদি তিনি হন, তা হইলে তিনি দেবতা। কোথায় যাইলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মা ?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কোথায় যাইতে হইবে না বাবা, আবশ্যক হইলে ঘরে বসিয়াই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। আমাকে যদি তোমরা দেবতা ভাবিয়া সুখী হও, তাহাতে আমি কি বলিব ? কিন্তু আমি জানি, আমি তোমাদেরই মত মানুষ, তোমাদের মা-বাপেরা যেমন মানুষ, আমিও তেমন মানুষ। তোমাদের চেয়ে অধম বা উৎকৃষ্ট মানুষ কখনই নহি। তা যাহা হউক, গোপাল গোপীনাথের কৃপায় সারিয়া উঠিয়াছে বাবা, এখন নিয়ম মত পথ্যাদি দিয়া চলিতে পারিলেই আর কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। তা বাবা, আমি এখন বিদায় হই।"

হরিদাস বলিল,—"তোমার কাছে আমরা চিরদিনের জন্য কেনা রহিলাম। আমার গোপাল তোমার দাস। তুমি যাইবে শুনিলে, প্রাণ বড় অস্থির হয়। আর দুই দিন থাকিবার উপায় নাই কি মা ?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন, "না বাবা, আমার এক জায়গায় বড় দরকার আছে। আমি তো তোমার মেয়ে। বাপের বাড়ী মেয়ে কত বারই আসিবে, সে জন্য চিন্তা কি ?"

ডাক্তার বলিলেন,—"সে দেবতা যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈতের দেনা মিটাইয়া দিয়া—আমার ঔষধের দাম কাটিয়া লইয়া, এখনও একশত টাকা বাঁচিয়াছে। এ টাকা তিনি তোমাকে দিতে বলিয়াছেন। এই লও দাদা, সে টাকা।"

এই বলিয়া ডাক্তার পকেট হইতে দশ টাকার দশখানি নোট বাহির করিলেন। হরিদাস বলিল,—'এ টাকা আমি আর লইব না দাদা তাঁহাকে যে ফিরাইয়া দিতে হইবে। মা-লক্ষ্মী তাঁহার সন্ধান জানেন, উঁহারই নিকট ও টাকা দেও, তাহা হইলে তিনি উহা পাইবেন।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"টাকা তাঁহাকে দিতে হইবে না। গোপালের পথ্যাদির খরচ চালাইয়া যদি কিছু উদবৃত্ত হয়, তাহা দ্বারা তুমি ভাল করিয়া কাজকর্ম্ম করিবে। আমি বিদায় হই।"

হরিদাস বলিল,—'মা, তোমার সে বাসনগুলা কোথায় পাঠাব?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"সেগুলা আমার এই বাপের বাড়ীতেই থাকিবে। আমার মা, বাবা, ভাই, ভগ্নী এখন তাহা ব্যবহার করিবেন। যখন দরকার উপস্থিত হইবে, তখন আসিয়া আমি সেগুলা লইয়া যাইব।"

মা-লক্ষ্মী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তার ও হরিদাস তাঁহাকে প্রণাম করিবারও সময় পাইলেন না। পরে হিন্দু ও মুসলমান নানাবিধ লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি সকলের সঙ্গেই মিষ্ট কথা কহিয়া কুশলাদির সংবাদ লইতে লাগিলেন। বালকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিল। ক্রোড়স্থ শিশুগণও 'মা দান্তে' বলিয়া হাত নাড়িতে লাগিল। এইরূপে লোকালয় পার হইতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। ক্রমে বেলা প্রায় দুইটা বাজিল।

একটা জলাশয়ের পার্শ্বদেশ দিয়া মা লক্ষ্মী চলিতে লাগিলেন। তাহার ওদিকে মাঠ ও বন; প্রায় দুই এক ক্রোশের মধ্যে আর লোকালয় নাই। রৌদ্রে তাঁহার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। রবি-করোদ্ভাসিত রক্তিম গৌরবর্ণ বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পরিশ্রম ও তাপাবসিত লোচনদ্বয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ মুক্তাফলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এই অদ্ভুত প্রকৃতিসম্পন্না সুন্দরী নারী, সন্নিহিত এক বটবৃক্ষ মূলে বিশ্রাম মানসে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, আর এক সুন্দরী বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এ সুন্দরী আমাদের পরিচিতা—মঞ্জরী।

মঞ্জরী বলিল,—"আপনাকে আমি আর কখন দেখি নাই, আপনিও আমাকে আর কখন দেখেন নাই, আমি পরমহংসঠাকুরের মুখে যে পরিচয় শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি, আপনিই মা-লক্ষ্মী। আমি শুনিয়াছি, আজি এই পথ দিয়া আপনি যাইবেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কে আপনি? আমি আপনার কি কাজে লাগিতে পারি?'

মঞ্জরী বলিল,—"আমি যে কে, তাহা বলিলেই হয় তো আপনার দ্বারা আমার কি কাজ হইতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। আমি কি বলিয়া আমার পরিচয় দিব? আমি সধবা হইলেও বিধবা। আমার স্বামী আছে, কিন্তু সে নরাধম, সে পশু। আমি তাহাকে স্বামী বলিয়া কখনই মনে করি না; সুতরাং আমি কি বলিয়া পরিচয় দিব?"

মা-লক্ষ্মী দন্তে রসনা কাটিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "ছি, ছি! কুলকামিনীর মুখে এমন কথা কখনও শুনি নাই। পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া ভগবতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আজি নারী নিজমুখেই পতিনিন্দা করিতেছে। তুমি রাক্ষসী। আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?"

মঞ্জরী। বাস্তবিকই মা, আমি রাক্ষসী। আমি পাপিষ্ঠার একশেষ। পতি আমার চক্ষুঃশূল। আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া, পতিকে ভালবাসিতে পারিলাম না। আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

মা।—যাহা মনে করিলে পাপ হয়, তুমি কি সে মহাপাপেরও পাপী? স্ত্রীলোকের যাহা জীবন, নারীর যাহা সার ধন, তুমি অভাগী কি সে সতীত্ব-সম্পত্তিও হারাইয়াছ?

এইবার মঞ্জরী সতেজে বলিল,—"সে মহাপাপ

এ অভাগীর শরীরে নাই। জীবনে কখন আমি পুরুষান্তরের কামনা করি নাই। স্বামীর সহিত প্রণয় না থাকিলেও অন্য পুরুষের সহিত প্রণয় করিতে কখনও আমার বাসনা হয় নাই। স্বামী আমার চক্ষুঃশূল হইলেও এ জগতে আমার আর কোন প্রণয়াস্পদ পুরুষ নাই। পৃথিবীর যত পুরুষ, সকলকেই আমি পিতা বা পেটের ছেলে বলিয়া জ্ঞান করি, মনেও আমি কখনও দ্বিচারিণী হই নাই।"

মা। তবে তুমি অভাগী, স্বামীকে ভালবাসিতে পার না কেন?

তখন মঞ্জরী একে একে জীবনের সমস্ত কথা বলিল। স্বামীর স্বভাব-চরিত্র-সংক্রান্ত সমস্ত কথাই সে নিবেদন করিল। যেরূপে সে স্বামীকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে, যেরূপে সে নিরন্তর তাঁহার হিতচিন্তা করিয়াছে, যেরূপে সে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, যেরূপে তাহার স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ-তিরোহিত হইয়াছে, যেরূপে তাহার প্রাণে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যেরূপে সেই অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া, সকলই মা-লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"বুঝিলাম, তোমার স্বামী নরাধম ও নিতান্ত ঘৃণার্হ মানব। তথাপি, তোমাকে পাপীয়সী বলিতেই হইবে। নারীজন্ম লাভ করিয়া স্বামি-সেবায় যার সুখ নাই, স্বামীর দোষই যে দেখিল, তার জীবনে ধিক্! তোমার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে। আপাততঃ তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

তখন মঞ্জরী যেরূপে স্বামিকৃত দুষ্কৃতিসমূহের প্রতিবিধান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার স্বামী যাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—যেরূপে সে তাহাদের উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছে এবং যেরূপে সে অতঃপর জীবনপাত করিবে স্থির করিয়াছে, সমস্তই সে নিবেদন করিল। তাহার কথা শেষ হইলে, মা-লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে পরমহংসের কথা বলিতেছিলে, তিনি তোমার কে?"

মঞ্জরী।—তিনি আমার কেহই নহেন। দয়া করিয়া তিনি আমাকে তিন চারি দিবস দর্শন দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমি অকপটে মনের সমস্ত কথা বলিয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা জানাইলে আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়তা হইবে বলিয়া, তিনি ভরসা দিয়াছেন। তিনিই আমাকে দয়া করিয়া আপনার সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বল, মা, আমি কি করি? কি উপায়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে?

মা।—এই পুকুরের ডাইনদিকে বাঁশগাছের ফাঁক দিয়া ঐ যে খড়ের ঘর কয়খানি দেখিতে পাইতেছ, উহা সনাতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। তিনি আমার দাদা হন। আমি ঐ বাটীতে থাকি। তোমাকে গৃহধর্ম্ম করিতে হইবে, বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে, আজি তুমি বাটী যাও। কালি মধ্যাহ্নকালে তুমি ঐ বাড়ীতে আসিও। আমি সাধ্যমত তোমার সাহায্য করিব। আমার দাদা যদি সে সময় বাড়ী থাকেন, তাহা হইলে তিনিও তোমাকে অনেক সুপরামর্শ দিতে পারিবেন।

মঞ্জরী বলিল,—"আপনার রূপ দেখিয়া ও আপনার কথা শুনিয়া, বাড়ী আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। তা আচ্ছা, আমি যাই, কালি কিন্তু মা, আমি আবার আসিব।"

প্রণাম করিয়া মঞ্জরী প্রস্থান করিলে, ধীরে ধীরে মা-লক্ষ্মী পুষ্করিণীর অপর-পারস্থিত সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

মাটীর দেওয়াল দেওয়া, খড় ঢাকা চারিখানি বড় বড় ঘর। একদিকে একখানি বড় ঘরের পশ্চাতে একখানি ছোট রান্নাঘর এবং ঢেঁকিশালা। আর এক দিকে আর একখানি বড়ঘরের পশ্চাতে একখানি প্রকাণ্ড গোশালা। সমস্ত বাটীর চারিদিকে জিওল ও ভেরেণ্ডা গাছের প্রকাণ্ড বেড়া। বাড়ীখানির সর্ব্বত্র সুপরিষ্কৃত।

একটি তিন বছরের ছেলে উঠানে বসিয়া ধূলা লইয়া খেলা করিতেছিল। মা-লক্ষ্মীকে দর্শনমাত্র সে বলিয়া উঠিল,—"ওরে! পিসীমা এয়েছে।"

ঘরের মধ্য হইতে সাত আট বছরের একটি মেয়ে ও তার চেয়ে ছোট একটি ছেলে ধাইয়া আসিয়া পিসীমাকে জড়াইয়া ধরিল। মা-লক্ষ্মী ধূলামাখা ছোট ছেলেটিকে কোলে লইলেন, আর দুইটির মুখচুম্বন করিলেন।

রন্ধনশালায় একটি অলোকসামান্যা সুন্দরী বসিয়া

ছেলেদের খাবার তৈয়ার করিতেছিলেন। সেই আলুলায়িত-কুন্তলা সুন্দরী-শিরোমণি হাতের কাজ ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র মা-বলিলেন,—"বউ-ঠাকরুণ! প্রাতঃপ্রণাম।"

বউ-ঠাকরুণ বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, ভাই-সোহাগী হও।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।"

"এখন ভাইটিকে কোথায় রাখিয়া আসিলে বল।"

মা।—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। ঘরে কিছু খাবার আছে, চল বাবা, আমারা কেড়ে খাই গে।

ষষ্ঠ খণ্ড

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থ—যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি নিত্যসন্ন্যাসী জানিবে; যেহেতু, হে অর্জ্জুন, রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তি অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন।

তাৎপর্য্য।—যাঁহার হৃদয়ে কোন বিষয়েই দ্বেষ নাই, কোন পদার্থলাভার্থ যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাদৃশ পুরুষকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। কারণ, হে অর্জ্জুন, সুখ-দুঃখ-রূপ দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ অনায়াসেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৫ম অধ্যায়। ৩য় শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদুক্তি।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজীবপুরের দুই তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কানন-মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র ঘরে হারাধনের জননী, পত্নী ও সন্তানগণ বাস করিতেছে, এ কথা বোধ হয়, পাঠকগণের স্মরণ আছে। সেই সুপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ভবনের অঙ্গনে বেলা এক প্রহরের সময় হারাধনের পত্নী ভুবনমোহিনী একটি উনানে শুকনা পাতা জ্বালইয়া ভাত রাঁধিতেছে। আর হারাধনের জননী ঘরের মধ্যে একখানি বঁটী পাতিয়া কাঁচকলা ও বেগুন কুটিতেছেন। হারাধনের কন্যা রাধিকা ও খোকা অঙ্গনের এক পার্শ্বে ধূলার ঘর করিয়া খেলা করিতেছে। সকলেই নিশ্চিন্ত ও শান্তমূর্ত্তি।

সহসা উঠানের বেড়ার অপর দিক হইতে শব্দ হইল,—"হারাধন নন্দীর পরিবারেরা এখানে থাকে কি?"

সকলের নিশ্চিন্ততা ও শান্তি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই যেন এ কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সকলেই এ স্বর বিপজ্জনক ও কঠোর বলিয়া মনে করিল। বালক-বালিকা ধূলাখেলা ফেলিয়া সভয়ে জননীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। জননী রন্ধন ছাড়িয়া সন্তানদ্বয়ের মধ্যে শাশুড়ীর নিকটস্থ হইলেন। আবার শব্দ হইল, "কেউ বাটীতে আছ কি? আমার কথা শুনিতেছ কি? এ বাটীতে রাজীবপুরের হারাধন নন্দীর মা ও স্ত্রী বাস করে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

হারাধনের মা অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"যাহার জন্যে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহারই গলার স্বর। জানি না, অদৃষ্টে কি আছে।" তাহার পর স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন,—"এইখানেই তাহারা থাকে বটে। আপনি কে? তাহাদিগকে আপনার কি দরকার?"

বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে উত্তর হইল,—"আমি তোমাদের পরম শত্রু হইলেও, এখন আমি তোমাদের হিতৈষী. আমি রাজীবপুরের সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। এ নাম শুনিয়া তোমরা ভয় পাইতে পার; কিন্তু আমি বলিতেছি, এখন আর ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তোমাদিগকে দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। তোমরা নির্ভয়ে তাহার উত্তর দিলে আমি বড় সুখী হইব।"

হারাধনের মা ঘরের মধ্য হইতে বলিলেন,—"বলুন।"

সুরেন্দ্রবাবু বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে জিজ্ঞাসা সিলেন, -"আপনি বোধ হয়, হারাধনের মা?"

উত্তর হইল,—"হাঁ।"

সুরে। আপনাদের সংসার কিরূপে চলিতেছে? খরচপত্রের সঙ্কলান হইতেছে কিরূপে?

হা-মা। সে জন্য আমাদের কোন অসুবিধা নাই। ভগবান্ আমাদের সহায় হইয়া সকল অভাব মিটাইয়া দিতেছেন।

সুরে। বুঝিয়াছি। আপনারা যাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াছেন, তিনি ভগবান্‌ই বটেন। আমি তাঁহার উদ্দেশে ভ্রমণ করিতেছি। আমি অনেক কষ্টে আপনাদের সন্ধান করিয়াছি। আমার অত্যাচারে আপনারা অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। সাধ্যমতে সে অত্যাচারের প্রতীকার করিতে বাসনা করি।

হা মা। অত্যাচারের কোন কথা এখন আর আমাদের মনে নাই। আমাদের কোন অসুবিধা থাকিলে, আপনার নিকট জানাইতে পারিতাম।

সুরে। সে কথা যাউক, এক্ষণে একটা অপ্রিয় সংবাদ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি বলিতে পারেন, গিরিবালা এখন কোথায় আছে?

হারাধনের জননীর কণ্ঠস্বর একটু সংক্ষুব্ধ হইল। বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, সে মারা গিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ কাতরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মারা গিয়াছে? আপনি ঠিক জানেন কি, গিরিবালা আর এ সংসারে নাই?"

হারাধনের জননী ব্যথিত স্বরে উত্তর দিলেন,—"হাঁ, যাঁহার মুখে আমি এ সংবাদ শুনিয়াছি, তিনি মিথ্যা বলিতে পারেন না।"

তখন সুরেন্দ্রনাথ সেই স্থলে বসিয়া পড়িল এবং উড়ানির দ্বারা মুখ ঢাকিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। হারাধনের মা বহুক্ষণ তাহার স্বর শুনিতে না পাইয়া, সাহসে ভর করিয়া একটু অগ্রসর হইলেন এবং বেড়ার ফাঁক দিয়া সেই রোদননিরত যুবাকে দর্শন করিলেন। এ দৃশ্য তাঁহাকে ব্যথিত করিল। তিনি বধূমাতাকে সংক্ষেপে সমস্ত কথা জানাইলেন এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে এক ঘটী জল লইয়া বাহিরে আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথের নিকটস্থ হইয়া বৃদ্ধা বলিলেন, —"আপনি সে হতভাগিনীর জন্য কাঁদিতেছেন কি? সে যেরূপ পাপ করিয়াছে, তাহাতে তাহার জন্য কাহারও দুঃখ হওয়া উচিত নহে। আপনি মুখে জল দিউন, স্থির হউন।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"গিরিবালা পাপ করে নাই; আমিই তাহাকে পাপে মজাইয়াছি। তাহার পাপের জন্য আমিই দায়ী। হা! ভগবান্ ঘোর পাপের নিমিত্ত আমাকে একবার গিরিবালার চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবারও সুযোগ দিলেন না। আপনি জানেন বোধ হয়, কিরূপে কোথায় গিরিবালার মৃত্যু হইয়াছে?"

হারাধনের মা বলিলেন,—"অনাহারে অতি কষ্টে সে শান্তিপুরে মারা গিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে এ সংবাদ বজ্রের ন্যায় কঠোরভাবে প্রবেশ করিল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, —"গিরিবালা অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সেই অবস্থায় তাহার জীবনান্ত হইয়াছে কি?"

হারাধনের মা বলিলেন,—"না। এক পুত্র প্রসবের পরই অভাগিনী মরিয়া গিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসিলেন,—"বোধ হয় সন্তানও সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়িয়াছে?"

হারাধনের জননী বলিলেন,—"না। আমি শুনিয়াছি, ছেলে বাঁচিয়া আছে, ভাল আছে!"

সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন—"কোথায় আছে?"

হারাধনের জননী বলিলেন,—"ঠিক জানি না, শুনিয়াছি, শান্তিপুরে ঠাকুরদের নিকটে আছে।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি এক্ষণে বিদায় হই। পুত্রের সন্ধান না করিয়া আমি আর স্থির হইব না। আমার দ্বারা যদি আপনাদের কোন উপকার হয়, তাহা হইলে আমি সুখী হইব। আমি অধম পাপী, কিন্তু আপনার সন্তান। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

সেই সুরেন্দ্রনাথের মুখে এইরূপ কোমল কথা শুনিয়া হারাধনের জননীর চক্ষুতে জল আসিল। সেই সন্ন্যাসীর সহিত সুরেন্দ্রনাথের সম্মিলনের গল্প বৃদ্ধার মনে পড়িল। যদু হালদারের কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি বুঝিলেন, সেই সকল মহাত্মার সংস্পর্শে পাষণ্ডেরও এক মুহূর্ত্তে সাধু হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বলিলেন, "আপনি স্থির হউন, একটু বিশ্রাম করুন। তাহার পর যাহা হয় করিবেন।"

সুরেন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অদূরে শব্দ হইল,—"মা কোথায়, বুড়ী দিদি কোথায়? দাদা-দিদি কই গো?"

তখনই মাতার অঞ্চলাশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভীত বালকবালিকা বাহিরে আসিল। বৃদ্ধা ও সুরেন্দ্রনাথ আগন্তুকের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন।

আগন্তুক আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সেই মূর্খ দোকানদার যদু হালদার। তাহার হাতে এক প্রকাণ্ড পুঁটুলি। তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই; এক সামান্য ধুতি সে পরিধান করিয়া কোমরে এক চাদর জড়াইয়াছে। যদু হালদার বেড়ার দরজা দিয়া উঠানে প্রবেশ না করিয়া বালকবালিকার হাত ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

তাহাকে দর্শনমাত্র সুরেন্দ্রনাথ নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"যে দিন কৃপাময় মহাপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে, তাহার পরদিন রাজীবপুরের বাটীতে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আপনি মহাত্মা। আমি শুনিতেছি, আমার সন্তান জীবিত আছে। আপনি নিশ্চয়ই তাহার সন্ধান জানেন। আজি ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পাইয়া ধন্য হইলাম। এক্ষণে দয়া করিয়া বলিয়া দিউন, আমি কোথায় আমার সন্তানকে দেখিতে পাইব?"

যদু বলিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আপনার সন্তান অতি উত্তম স্থানে সযত্নে পালিত হইতেছে। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া সে স্থানে লইয়া যাইব।" আপনি কাঁদিতেছিলেন দেখিতেছি; অতীত ঘটনার নিমিত্ত কাতরতা অনাবশ্যক। বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহারই বুদ্ধিমানের কার্য্য; আপনি মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছেন; সুতরাং চিন্তা বা শোক অনাবশ্যক। এক্ষণে আপনি বিশ্রাম করুন। দিদি-মা, বাবুর জন্য একটু খাবার জল আন। একটা মাদুর কি কম্বল আন।"

হারাধনের জননী জলের ঘটী সেই স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যদু হালদার বলিলেন,—"আপনি রাজরাজেশ্বর! এরূপ স্থানে জলগ্রহণ আপনার শোভা পায় না। কিন্তু দেহরক্ষার জন্য কৃপা করিয়া এ অযোগ্য স্থানে একটু মিষ্ট মুখে দিয়া একটু জল খাইতে আপত্তি করিবেন কি?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আপনি দেবতার পার্শ্বচর। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

যদু বলিলেন, —"কৃপা করিয়া আপনি ঘটীর জল একটু মুখে হাতে দিউন।"

সুরেন্দ্রনাথ মুখে হাতে জল দিলেন। বৃদ্ধা আসিয়া একখানি কম্বল পাতিয়া দিলেন এবং পুনরায় জল আনিতে প্রস্থান করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আসনগ্রহণ করিলে, যদু হালদার পুঁটুলি খুলিয়া কয়েকটি সন্দেশ বাহির করিলেন এবং তাহার দুইটি সবিনয়ে সুরেন্দ্রবাবুর হস্তে প্রদান করিয়া আর দুটি বালকবালিকার হাতে দিলেন। বৃদ্ধা পানীয় জল লইয়া আসিলেন। যদু হালদার বলিলেন, —"আপনি কৃপা করিয়া ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। এই বাটীতে আমার মা আছেন। এই বালকবালিকা আমার ভগ্নী। আমি বাটীর মধ্যে গিয়া মা'র সহিত দুইটা কথা কহিয়া শীঘ্রই আসিতেছি।"

সুরেন্দ্রনাথ এখন আর সে অহঙ্কৃত, সে শিক্ষাগর্ব্বিত, সে বিলাসী পুরুষ নহেন। তিনি নিশ্চয়ই কোন মন্ত্রবলে আপনাকে তৃণাদপি নীচ বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন। তাঁহার বস্ত্র, জামা, চাদর, জুতা সকলই সামান্য। দোকানদার, মূর্খ যদু হালদার তাঁহার এখন ঘৃণার পাত্র নহে। সহজেই সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

যদু হালদার বলিলেন,—"আইস বুড়ী দিদি, আমার দুই একটা কথা শুনিতে সময় হইবে না কি?"

বৃদ্ধা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যদু হালদার বালকবালিকার হাত ধরিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যামবাজারে অদ্বৈত ঘোষের সেই বাটীতে অনঙ্গ-মঞ্জরী মধ্যাহ্নকালে একাকিনী বসিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছে। তাহার দীক্ষা হইয়াছে। দীক্ষায় সে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু সে নানাপ্রকার পুষ্প সংগ্রহ করিয়া এবং চন্দনাদি বিবিধ উপকরণ লইয়া, অনেকক্ষণ বসিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অদ্বৈত ঘোষের সহিত সে আর বিবাদ করে না, তাহাকে কোন কটুবাক্য বলে না, তাহার ভাল মন্দ কার্য্যাকার্য্যের কোন সন্ধান করে না, তাহার সহিত প্রণয় বা অভি-মানের কোন কথাই কহে না। অনঙ্গ এক প্রকার উদাসীন। সে সংসারে থাকিয়াও সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। দিনের অধিকাংশ সময় তাহার পূজায় অতিবাহিত হয়। তাহার পর তৃতীয় প্রহরকালে সে পাক করে। অদ্বৈতকে এক পাথর ভাত দেয়, আপনিও যৎসামান্য আহার করে। অদ্বৈতের সহিত তাহার কথাবার্ত্তা নাই বলিলেই হয়। তাহার পর সে বাটী হইতে প্রস্থান করে। অদ্বৈত লুকাইয়া দেখিয়াছে, তাহার সুন্দরী পত্নী বাটী হইতে প্রস্থান করিয়া কোন কুস্থানে বা কুকার্য্য সম্পাদন করিতে যায় না। অনঙ্গ বাটী হইতে প্রস্থান করিয়া বত্মপথে কিঞ্চিৎ দূরে সেই সনাতন ঠাকুরের বাটীতে যায়। সেখানে সেই ঠাকুরের পত্নী ও কখন কখন মা-লক্ষ্মীর নিকটে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা কথা শুনে; কোন কোন দিন তাঁহাদের সহিত সে জ্যোঠা গোপীনাথের অঙ্গনে আসিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দেয়। তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে বাটীতে ফিরিয়া আইসে।

পত্নীর এইরূপ পরিবর্ত্তনে সাংসারিক আনন্দের কোন বৃদ্ধি না হইলেও, অদ্বৈত বিশেষ সুখী হই-য়াছে। কারণ, এ ভাবান্তরে তাহার প্রতি তির-স্কার, তাহার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা ও তাহার সম্বন্ধে ঘৃণাসূচক বাক্যাবলী তিরোহিত হইয়াছে। সংসারে প্রণয়লীলা বা প্রেমালাপ নাই বটে, সুখ-দুঃখ, কার্য্যাকার্য্যে সমপ্রাণতা নাই বটে, তথাপি অসুখ ও অশান্তি নাই। কলহ ও চীৎকার অদ্বৈ-তের গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সে এখন সুখী হইয়াছে। কথাবার্ত্তা থাকুক না থাকুক, গালাগালি ও কলহ নাই, ইহাতে আনন্দিত হই-য়াছে। মাসাধিক কাল এইরূপ চলিতেছে।

অদ্য মধ্যাহ্নকালে অনঙ্গ পূজা করিতেছে। পূজায় বসিয়াছে অনেকক্ষণ; পূজা করিতে করিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত বাটীতে ফিরিয়াছে। পত্নীকে দূর হইতে পূজায় নিযুক্তা দেখিয়া সে আর সে দিকে আইসে নাই। যথাস্থান হইতে একটু তৈল লইয়া সে মাথায় দিয়াছে এবং ধীরে ধীরে স্নান করিতে গিয়াছে। অনঙ্গমঞ্জরী আজি বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া দেবার্চ্চনা করিতেছে। এত দিন সে পূজা করিতেছে, কিন্তু এমন অলৌ-কিক আত্মবিস্মৃতি তাহার কোন দিন হয় নাই। তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, দেহ আলোকিত, নেত্র মুকুলিত, গণ্ডে অশ্রু বিগলিত। সে আর পুষ্প লইয়া চন্দন মাখাইয়া দেবতাকে দিতেছে না; সে আর মন্ত্র বা বাক্য বলিতেছে না; আত্মহারা উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ সময়ে স্নানাদির পর অদ্বৈত ধীরে ধীরে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং পত্নীর এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িল। বাহ্যলক্ষণাদি দেখিয়া পত্নীর কোন কঠিন পীড়া হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল। অনঙ্গের বিরাগভয়ে এ সময়ে কথা কহিয়া তাহার অবস্থা জানিতে চেষ্টা না করা সে অবৈধ বলিয়া মনে করিল। তখন অতি সাব-ধানে নিকটস্থ হইয়া সে ধীরে ধীরে ডাকিল,—"মঞ্জরি, অনঙ্গমঞ্জরি, তুমি এমন করিয়া রহিয়াছ কেন?"

অনঙ্গ কোন উত্তর দিল না; কিন্তু তাহার শরীর যেন একটু চঞ্চল হইল। অদ্বৈত আবার ডাকিল,—"অনঙ্গ, কথা কহিতেছ না কেন?"

অনঙ্গমঞ্জরী যেন মন্ত্রচালিত হইয়া চক্ষু মেলিল এবং অদ্বৈতের বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অতি মধুর, অতি প্রশান্ত দৃষ্টি। তাহার পর সহসা অদ্বৈ-তের অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া গলায় কাপড় দিয়া এবং বহুক্ষণ অদ্বৈতের চরণে মস্তক-স্থাপন করিয়া রহিল, অদ্বৈত নিশ্চল ও অবাক্। পত্নীর দেহের সহিত তাহার দেহের সংস্পর্শ বহুকাল ঘটে নাই। আজি অনঙ্গের মস্তক তাহার চরণে সংলগ্ন হইয়া রহিল। অদ্বৈতের দেহে যেন অননুভূত-পূর্ব্ব মোহ-ময় মদিরার আবেশ উপস্থিত হইল। সে যেন

সহসা কোন পূর্ণানন্দময় অভিনব রাজ্যে নীত হইয়া পরমানন্দের অধিকারী হইল।

মঞ্জরী বহুক্ষণ পরে মস্তকোত্তোলন করিল। তখন তাহার গণ্ড বহিয়া শতধারায় অশ্রু বহিতেছে। সে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,— "তোমার এত রূপ, এত শোভা, এত গুণ, এত পুণ্য, এত বাৎসল্য! এমন আর কখন দেখি নাই। ধন্য আমি! যুগে যুগে যেন তোমার এই ভাব দেখিয়া আমি ধন্য হই।"

অদ্বৈত ঘোষ পত্নীকে সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া থাকিতে দেখিল, তাহার নয়নের অশ্রুপ্রবাহ দেখিল, তাহার বাক্যাবলী শুনিল। কিন্তু এ অবস্থায় কি বলিতে হইবে, তাহা তাহার মনে হইল না। সে অনেকক্ষণ পরে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল, তাহার পর আপনার বস্ত্রাগ্র দ্বারা অনঙ্গের চক্ষু ও বদন মুছাইয়া দিল। তাহার পর উভয় বাহু দ্বারা সে সুন্দরীকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। মঞ্জরী বলিল,— "কি ভয়ানক ভ্রমে আমি এত দিন ডুবিয়াছিলাম! কি পাপে আমি এত দিন অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছি। আমি তোমাকে এত দিন মানুষ ভাবিয়া কি যাতনাই না পাইয়াছি। তুমি যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণপুরুষ, এ সত্য কথা আমি এত দিন জানিতাম না। তোমার শোভার তুলনা নাই—তোমার গুণের শেষ নাই, তোমার কার্য্যাকার্য্য নাই। ক্ষুদ্র নারী হইয়া প্রত্যক্ষ ভগবান্ স্বামীর কার্য্যের ভালমন্দ বিচার করিতে আছে কি? ছি ছি! আমি কি পাপই না করিয়াছি।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি মহাপাপী, আমি প্রতারক, প্রবঞ্চক, পরস্বাপহারী দস্যু ও হিংস্র জীবের অপেক্ষাও অধম ব্যক্তি। তুমি আমাকে দেবতা ভাবিতেছ কেন?"

অনঙ্গ বলিল,—"ছি ছি! ও কথা বলিও না। ও সকল কথা কানে শুনিলেও পাপ হয়, তুমি যাহা কেন কর না, সকলই ভাল; তোমার কার্য্যে ভাল ভিন্ন মন্দ দেখিলে আমার পাপ হয়।"

অদ্বৈত বলিল, —"অনঙ্গ, তুমি এ সকল আশ্চর্য্য শিক্ষা কোথায় পাইলে? তোমার এরূপ দেবত্ব কিরূপে হইল?"

মঞ্জরী বলিল,—"ছি. দাসীকে কি দেবতা বলিতে আছে? আমি কত পাপ করিয়াছি, তাহার সীমা নাই। তুমি দয়াময়! দয়া করিয়া অবোধের পাপ ক্ষমা করিও।"

অদ্বৈত বলিল, "তোমার নিকট আমি শত অপরাধী। তোমার ক্ষমাই আমার প্রার্থনীয়। সে যাহা হউক, বল মঞ্জরি, কাহার উপদেশে তোমার এরূপ জ্ঞান জন্মিল?"

মঞ্জরী বলিল,—"তিনি স্বর্গের দেবী। তাঁহাকে তুমি তো জান। তিনি মা-লক্ষ্মী। তাঁহার উপদেশে আমি আমার দেবতা চিনিতে পারিয়াছি।"

অদ্বৈত একবার সাদরে মঞ্জরীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—"মা-লক্ষ্মীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। তাঁহার কৃপায় আমি আজি ধন্য হইলাম।"

মঞ্জরী বলিল,—"আমি এখন যাই। তোমার সেবার আয়োজন করিতে হইবে। বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে।"

মঞ্জরী চলিয়া গেল। অদ্বৈত একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'বাস্তবিকই আমি অতি ঘৃণিত পাপী। তথাপি আমার আজি এই ভাগ্যোদয়। আমাকে দেবতা বলিতেছে, পাপী হইয়াও যদিও এই মান, এই সুখ, এই ভাগ্য হইল, নিষ্পাপ হইলে না জানি কি সৌভাগ্যই ঘটিতে পারে! মঞ্জরী নিশ্চয়ই দেবতা হইয়াছে। মঞ্জরীর উপদেশে কাজ করিতে হইবে। যাই, মঞ্জরী যেখানে বসিয়া আছে, তাহার নিকটে গিয়া বসিয়া থাকি। তাহার অঙ্গের বায়ু গায়ে লাগিলেও মন পবিত্র হইতে থাকে। যাহার গৃহে এমন দেবী, তাহার কি কোন পাপ করিতে আছে?"

অদ্বৈত ধীরে ধীরে উঠিয়া পাকশালায় গমন করিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মঞ্জরী তাড়াতাড়ি একখানি পিঁড়ি পাতিল এবং অঞ্চলদ্বারা তাহা পরিষ্কৃত করিয়া অদ্বৈতকে তাহার উপর বসিতে বলিল।

যথাসময়ে অন্নাদি পাক হইলে মঞ্জরী সযত্নে অদ্বৈতের সম্মুখে আহার্য্য আনিয়া দিল। অদ্বৈত যতক্ষণ আহার করিল, ততক্ষণ মঞ্জরী পার্শ্বে বসিয়া তাহার দেহে পাখার বাতাস দিতে লাগিল। অদ্বৈতের আহার সমাপ্ত হইলে সে বিশ্রাম করিতে গেল। মঞ্জরী তখন ভক্তি সহকারে অদ্বৈতের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করিল।

বড় সুখে অদ্বৈতের দিন কাটিতে লাগিল। এত আনন্দ সে আর জীবনে কখন ভোগ করে নাই। তাহার চিত্তেরও যথেষ্ট ভাবান্তর হইতে লাগিল। সে আপনার অতীত জীবনের আলোচনা করিয়া অশেষ দুষ্কৃতির আলেখ্য দেখিতে লাগিল। সে সতত মঞ্জরীর সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কহিতে লাগিল। মঞ্জরী এক দিন তাহাকে বলিল,—"আমি পাপিষ্ঠা নারী, ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন কথাই আমি জানি না। পাপের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে মরিতে আমি মা-লক্ষ্মীর আশ্রয় লইয়াছিলাম। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, যে নারী স্বামীকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করে, সে পাপীয়সীর একশেষ। জ্যেঠা গোপীনাথ-বিগ্রহ দেখাইয়া তিনি স্বামীকেও সেইরূপ জ্ঞান করিতে বলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি স্বামীকে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী ভাবিয়া ধ্যান-পূজা করিতে অভ্যাস করি। অনেক চেষ্টায় এ অন্ধকার-হৃদয়ে আলোক আসিয়াছে, এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি, স্বামীর কাজ সকলই ভাল। তাঁহার ভাল-মন্দ আলোচনা করাও মহাপাপ। তোমার কি করা উচিত, কি না করা উচিত, আমি তাহার কি জানি? তুমি যাহা কর, সকলই ভাল, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার চরণে আমার অবিচলিত মতি থাকে।"

বড় সুখে দিন কাটিতে লাগিল বটে, কিন্তু অদ্বৈত ক্রমে বড়ই চিন্তাকুল হইতে লাগিল। সে অনেক সময় আপনার বিগত ক্রিয়া-কলাপের কথা ভাবিতে লাগিল। শেষে এক দিন বৈকালে সে গোপীনাথ-পল্লীতে আসিল। অন্য কোন দিকে না গিয়া সে প্রথম সেই জ্যেঠা গোপীনাথ দেবের ভবনে উপস্থিত হইল এবং সম্মুখস্থ অঙ্গনে মস্তক স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ সে প্রণাম করিল। যখন সে মাথা তুলিল, তখন তাহার নয়নে জল, হৃদয়ে শান্তি আসিল। এমন ভাবে দেবতা-প্রণাম সে কখনও করে নাই; প্রণাম করিয়া এত সন্তোষ সে আর কখন ভোগ করে নাই।

সে স্থান হইতে অদ্বৈত হরিদাসের ভবনে উপস্থিত হইল। হরিদাসের সে দিন বড় উদ্বেগ—তাহার ঘরে চাউল নাই। এ উদ্বেগ তাহার মাসের মধ্যে প্রায় পনের দিন ভুগিতে হয়। সে কাপড় বুনিতে বসিবে, এমন সময় তাহার ভগ্নী তাহাকে এই বিষম সংবাদ দিল, হরিদাস কাজকর্ম্ম ভুলিয়া গেল। এমন সময় মা-লক্ষ্মীর সন্তাপনাশিনী মূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল। মা-লক্ষ্মী আসিবামাত্র হরিদাস উঠিয়া তাঁহাকে ভক্তিসহ প্রণাম করিল। মা-লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস সকল চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কাজে বসিল। এমন সময় দূরে অদ্বৈত ঘোষকে আসিতে দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ক্রমে সে দেখিল, অদ্বৈত তাহারই বাটীর দিকে আসিতেছে। অদ্বৈত অচিরে হরিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাল আছ হরিদাস? ছেলে ভাল আছে?"

হরিদাসের তখন ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং সে নমস্কার করিল না। কথার প্রকৃত উত্তরও দিতে পারিল না। বলিল,—"দাদা, তা, তুমি এ দিকে কেন? দেনা তো মিটিয়া গিয়াছে।"

অদ্বৈত বলিল,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি সে জন্য আসি নাই। তোমরা কেমন আছ, তাহাই একবার দেখিতে আসিয়াছি। আর একটা কথাও আছে। তোমার কাছে ডিক্রীজারী করিয়া যে টাকা আমি আদায় করিয়াছি, তাহাতে আমার কিছু ভুল হইয়াছে।"

হরিদাস নিতান্ত কাতরভাবে বলিল,—"দাদা, আমাকে প্রাণে মারিও না। আমি আর টাকা দিতে পারিব না। আমি টাকা কোথায় পাইব? এক মহাত্মা দয়া করিয়া দেওয়ায় তোমার দেনা শোধ করিতে পারিয়াছি। দোহাই দাদা, সে কথা আর তুলিও না।"

অদ্বৈত বলিল,—"তোমাকে আর টাকা দিতে হইবে না। তুমি যে টাকা দিয়াছ, তাহাতে ভুলক্রমে কিছু বেশী লওয়া হইয়াছে। সেই টাকা কয়টি তোমাকে ফেরত লইতে হইবে।"

হরিদাস বলিল,—"যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আর ফেরত লইবার আবশ্যক নাই দাদা, তোমার টাকা হাতে লইলেই আবার আমার ঘর দুইখানি লইয়া টানাটানি পড়িবে। টাকা আমার দরকার নাই দাদা! তুমি ও কথা আর বলিও না।"

অদ্বৈত বলিল,—"এ টাকার রসীদ লইব না, খৎ লিখাইব না, কেহ সাক্ষী থাকিবে না; সুতরাং

বিপদ ঘটিবার কোন ভয় নাই। তোমার হক টাকা আমি ফিরাইয়া দিব মাত্র। ভয় কি ভাই?"

হরিদাস বলিল,—"টাকা আমার নহে, আমি তাহা দিই নাই। আমি ফেরত লইব কেন? তোমার যদি ইচ্ছা হয়, যাহার টাকা, তাঁহাকে তুমি ফিরাইয়া দিতে পার।"

অদ্বৈত বলিল,—"তাঁহার সাক্ষাৎ আমি কোথায় পাইব? তুমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জান। তুমিই তাঁহাকে টাকা দিতে পারিবে। তুমি টাকা রাখিয়া দেও।"

হরিদাস বলিল,—"না দাদা, আমি টাকা রাখিব না মা- তাঁহাকে জানেন, মা-লক্ষ্মী এখন ঐ ঘরের মধ্যে আছেন, তিনি বাহিরে আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা ভাল হয়, করিও।"

তখনই মা-লক্ষ্মী গোপালের মা ও পিসীর সহিত কথা কহিতে কহিতে বাহিরে আসিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। মা-লক্ষ্মী নিকটস্থ হইলেন। অদ্বৈত ভক্তিসংকারে ভূপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ তাঁহাকে প্রণাম করিল।

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমি সকল কথা শুনিয়াছি। কত টাকা ভুল হইয়াছিল?"

অদ্বৈত বলিল,—"বত্রিশ টাকা সাড়ে বার আনা।" মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"তুমি আমার সহিত আইস। যাহার টাকা, তাঁহার নিকট তোমাকে লইয়া যাইব। তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই হইবে।"

মা-লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। অদ্বৈত ঘোষ তাঁহার অনুসরণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোপীনাথ-পল্লীর উত্তর-পশ্চিমে প্রকাণ্ড প্রান্তর আছে। তাহারই এক পার্শ্বে একটি ঘন বাঁশ ও আমবাগানের মধ্যে সনাতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস। মুখোপাধ্যায় মহাশয় দরিদ্র গৃহস্থ। কিঞ্চিৎ নিষ্কর-ভূমি আছে; তাহার আবাদ করিয়া তাঁহার অন্নাদির সঙ্কুলান হয়; তিনটি গাভী আছে, তাহাদের দুগ্ধ পাওয়া যায়; আবশ্যকের অধিক ধান্য বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়; তাহাতে অন্যান্য খরচ চলে। গৃহসংলগ্ন একটু বেড়া-দেওয়া জমী আছে। তাহাতে নানা প্রকার তরকারী হয়। সুতরাং বিশেষ সমৃদ্ধির সহিত না হইলেও, অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যায়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃত শ্রমশীল ও বলিষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ; কিন্তু দেহ পঞ্চবিংশ-বর্ষীয় যুবার ন্যায় মাংসল ও উজ্জ্বল। কৃষিকর্ম্ম, গোপালন ও সাংসারিক অন্যান্য অনেক কর্ম্ম মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং সম্পাদন করেন। তিনি নিষ্কর্ম্মাবস্থায় এক মুহূর্ত্তও থাকেন না।

সনাতন মুখোপাধ্যায় লেখা-পড়ায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃতভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার আছে এবং দর্শনাদি শাস্ত্র তিনি রীতিমত আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার। এরূপ ব্যক্তি রাজকার্য্যাদিতে লিপ্ত হই অত্যু পদ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে প্রবৃত্তি ও শিক্ষা তাঁহাকে সে পথে তে দেয় নাই। তিনি অর্থলালসা ও ভোগলালসা পরিহার করিয়া এইরূপ হীন ও অপরিচিত ভাবে জীবনপাত করাই পরম সুখময় বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

সংসারে তাঁহার পত্নী মাধবী দেবী ও দুইটি শিশু পুত্র-কন্যা আছেন। সনাতনের সহধর্ম্মিণী মাধবী দেবীর রূপ অলৌকিক এবং স্বভাব দেবোপম। অলঙ্কার বা শোভাবর্দ্ধক পদার্থে তাঁহার প্রয়োজন হয় না। আলস্য বা বিলাসপ্রিয়তা তাঁহার নি নি দেখিলেই দূরে পলায়ন করে সীমন্তে স্থুল সিন্দূর রেখা বিন্যাস করিয়া, দেহ স্থুল ও পরিষ্কার লালপেড়ে সাড়ীতে সুন্দররূপে আচ্ছন্ন করিয়া, প্রকোষ্ঠে শঙ্খ ও লৌহভূষণ ধারণ করিয়া এই সুন্দরী নিয়ত সন্তুষ্টচিত্তে ও প্রসন্ন বদনে পতি-সেবা, গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, সন্তান পালন ও অন্যান্য বিবিধ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। মাধবী দেবীর বয়স পঞ্চত্রিংশ বর্ষ হইলেও অষ্টাদশবর্ষীয়া নারীর ন্যায় লাবণ্যময়ী।

ইঁহাকে লোকে মা-লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করে এবং তিনি লক্ষ্মীরূপে আনন্দ ও সন্তোষ বিতরণ করিতে করিতে প্রতিনিয়ত বিপন্নের সহায়তায় আত্ম নিয়োজন করিয়া থাকেন তিনিও এই বাটীতে বাস করেন। সম্পর্কে তিনি সনাতনের ভগ্নী।

সনাতনের ভবন অতি সামান্য। কয়েকখানি তৃণাচ্ছাদিত ঘরে তাঁহারা বাস করেন। একখানি ঘরে গাভী থাকে, একখানিতে পাক হয়, একখানিতে আগন্তুক পুরুষেরা বসিয়া থাকে, আর দুইখানি ঘরে সনাতন বাস করেন। সকল ঘরই সুপরিষ্কৃত ও সর্ব্বত্র আবর্জ্জনাশূন্য। বাটীর চারিদিকে কচার বেড়া।

এক দিকের বেড়ার বাতা খসিয়া গিয়াছে ও কচা গাছ সকল ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে। সনাতন অনেকবার তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার গৃহিণীও কয়েক দিন সে বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। অবকাশ অভাবে সনাতন এই প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অদ্য হাতে বিশেষ কার্য্য না থাকায় সনাতন সেই কার্য্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার ভগ্নী বেড়ার অপর দিকে থাকিয়া ভ্রাতৃকার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

সনাতনের মাথায় গামছা বাঁধা। বক্ষের উপর স্থূল উপবীত। হাতে একখানি ছোট দা। পার্শ্বে এক তাল দড়ি এবং অনেক কচার ডাল ও কয়েকখানি বাখারি। এইরূপ হীনজনোচিত কর্ম্ম-সম্পাদন-কালেও সনাতনের কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! কি অপরূপ জ্ঞানালোক-সমুদ্ভাসিত অলৌকিক মুখশ্রী! কি শোভাময় সুগঠিত সমুজ্জ্বল কলেবর!

সনাতন বেড়ার বাহিরের দিকে এবং মা-লক্ষ্মী ভিতরের দিকে বসিয়াছেন। মা-লক্ষ্মী আবশ্যকমত দড়ি ঘুরাইয়া দিতেছেন, বাখারি ধরিতেছেন ও কচাগাছ সমান করিয়া বসাইতেছেন। কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলেও ভাই-ভগ্নীর সুখের বিরাম নাই। তাঁহারা নিয়ত নানা-বিষয়ক কথা কহিতেছেন। মা-লক্ষ্মী বলিতেছেন,—"কিন্তু দাদা, সুরেন্দ্র বাবুকে এখনই ছেলে ছাড়িয়া না দিলে হইত। হয় তো সুরেন্দ্র ছেলের ভাল যত্ন করিবে না; তখন খোকা কষ্ট পাইবে, অসুখ হইবে, মারাও যাইতে পারে

সনাতন বলিলেন,—"আমার মনে সে আশঙ্কা নাই। সুরেন্দ্র যত্ন করুক না করুক, তাঁহার স্ত্রী যে খোকার রীতিমত যত্ন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সন্তান হয় নাই। তাঁহার লক্ষ্মী-রূপা স্ত্রী একটী পুত্রের জন্য বড়ই ব্যাকুলা। স্বামীর পুত্র আছে জানিয়া তিনি সেই পুত্র পাইবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহান্বিতা। তাঁহার নিকট খোকা স্বচ্ছন্দে থাকিবে, মাতৃহীন শিশু মা পাইবে, পিতার আশ্রয়ে পিতার ঐশ্বর্য্যভোগে শিশু নিশ্চয়ই সুখে থাকিবে।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"হারাধন নিশ্চয়ই শীঘ্র ভাগিনেয়কে দেখিতে আসিবে। সেও তো বার বার খোকাকে দেখিতে আইসে। এবার আসিলে কি বলিবে?"

সনাতন বলিলেন,—"হারাধনকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব। সুরেন্দ্র ও হারাধন উভয়েরই মন অনেক নির্ম্মল হইয়াছে। তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এ ব্যবস্থায় হারাধন নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমার কিন্তু খোকার জন্য মন কেমন করিতেছে।"

সনাতন হাসিয়া বলিলেন,—'তাই কেন বল মা। তুমি নিজে খোকাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছ না, তাহা না বলিয়া ব্যবস্থাটা ঠিক হয় নাই বলিতেছ কেন? কিন্তু দিদি, মায়া মোহ কমিয়া আসাই তো আবশ্যক? পরের ছেলেই হউক, আর নিজের ছেলেই হউক, কাহারও জন্য অনাবশ্যক মায়া ভাল নহে। যতটুকু প্রয়োজন, যাহা নহিলে নহে, কর্ত্তব্য-পালনের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তাহার অধিক মায়া এ জগতে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধেই থাকা উচিত নহে।"

মা-লক্ষ্মী কোন উত্তর না দিয়া এক দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সনাতন বলিলেন,—"বুঝিয়াছি দিদি,তোমার নীরব বাক্য আমি প্রণিধান করিয়াছি। তুমি বলিবে, অনেক স্থলে ধর্ম্ম-সাধনার্থও মায়ার প্রয়োজন। দেবতার প্রতি মমতা পরমধর্ম্ম; তাহা বর্জ্জন করিলে অধর্ম্ম হয়। এ কথা সত্য। কিন্তু ভগ্নি, এ সংসারে কর্ত্তব্য অনেক। অন্য কর্ত্তব্যের গুরুভার সম্বন্ধ লইয়া এ কটা কর্ত্তব্য ত্যাগ করায় ক্ষতি কি? সকল কর্ত্তব্যই সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেই বোধ হয় পূর্ণতা হয়।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিন্তু দাদা, আমার বোধ হয়, এ ধর্ম্মনীতি নারীর পক্ষে আদরণীয় নহে। নারীর প্রধান কর্ত্তব্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পতিপরায়ণতা। সে কর্ত্তব্যসাধন না করিয়া অন্য সহস্র কর্ত্তব্য পালন করিলেও বোধ হয়, নারীর ধর্ম্মহীনতা ও অপূর্ণতা ঘটে। তুমি দেখ দাদা, মঞ্জরী দাসী ধর্ম্মশীলা সতী

হইলেও এক পতিবিদ্বেষরূপ মহাপাপে সে নরকের অনলে পুড়িতেছিল।"

সনাতন বলিলেন,—"তোমারই কৃপায় তাহার চিত্তে শান্তি আসিয়াছে।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"যেরূপেই হউক, ভগবানকে স্বামী ভাবিয়া আরাধনা করিতে করিতে সে স্বামীকেই ভগবান্ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল যাতনার শেষ হইয়াছে। তবেই দাদা, নারীর পক্ষে কোন অবস্থা, কোন ধর্ম্ম, কোন কর্ত্তব্যই পতিপরায়ণতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।"

সনাতন বলিলেন,—"তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তবে প্রতারকরূপে যেখানে সে ধর্ম্মপালনের সুযোগ না হয়, সেখানে নারী মনে মনেও সে ধর্ম্ম পালন করিয়া পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইতে পারে।"

মা-লক্ষ্মী পুনরায় একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সনাতন বলিলেন,—"কিন্তু দিদি, অনঙ্গমঞ্জরীর পরিবর্ত্তনে আমি বিশেষ কোন আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না কেন না, সে তোমার ন্যায় দেবীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে। তোমার প্রদত্ত উপদেশ ও শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত ঘোষের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে অতীত দুষ্কৃতির জন্য এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, এখন সে সর্ব্বপ্রকারে অতীত দুষ্কৃতির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"ইহাতে আমি কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছি না দাদা। তাহার পত্নী এখন দেবীস্বভাব। সাধু সঙ্গের পরিণাম চিরকালই আশ্চর্য্য ও মহৌষধি অপেক্ষা বলবান্। অনঙ্গমঞ্জরীর সংস্পর্শে অদ্বৈতও এখন সাধু হইতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য কথা কিছুই নাই।"

সনাতন বলিলেন,—"তুমি শুনিয়াছ কি লক্ষ্মি, অদ্বৈত তাহার বহু আয়াসে অর্জ্জিত কুড়ি হাজার টাকা এই সেবাব্রতে ব্যয় করিবার নিমিত্ত আমার হাতে দিতে উদ্যত হইয়াছে?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমি তাহা শুনিয়াছি। আর সুরেন্দ্র বাবুও এই কার্য্যে বার্ষিক পনর হাজার টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এরূপও শুনিয়াছি। তুমি কি ব্যবস্থা করিয়াছ দাদা?"

সনাতন বলিলেন, "আমি অদ্বৈতকে বলিয়াছি, আবশ্যক হইলে তোমার টাকা ক্রমে ক্রমে লওয়া যাইতে পারে; সেবার ভাণ্ডারে এখন টাকার অপ্রতুল নাই। আর সুরেন্দ্রকে বলিয়াছি, উপস্থিত সময়ে পরোপকারব্রত যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে এত টাকার প্রয়োজন হইবে না। যদি সকলের চেষ্টায় এই ব্রত আরও ব্যাপকরূপে অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই টাকার প্রয়োজন হইবে। তখন অবশ্যই তোমার টাকা গ্রহণ করিতে হইবে। সুরেন্দ্র এই পরসেবাব্রত বহু বিস্তৃত করিতে অভিলাষী হইয়াছে।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"গোপীনাথের কৃপায় এ অনুষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব

লাবণ্যময়ী মাধবী দেবী হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—"ভাই-বোনে বেড়াই বাঁধিতেছ—এ দিকে বেলা কত হইল, আছে কি?"

সনাতন বলিলেন,—"সত্যই বেলা অনেক হইয়াছে। লক্ষ্মি, তুমি যাও, আর সামান্য কাজ বাকী আছে, আমি এটুকু শেষ করিয়া যাইতেছি

মা-লক্ষ্মী বলিলেন, 'আমি তো যাইব না। বউঠাকরুণের সহিত আমার ঝগড়া হইয়াছে। সকালবেলা যখন ছেলেরা চালিভাজা খায়, তখন আমি বউঠাকরুণের কাছে দুইটি চালিভাজা চাহিয়াছিলাম উনি আমাকে দেন নাই। আমার কি রাগ হইতে পারে না?"

মাধবী বলিলেন, বেশ তো, ভাইয়ের কাছে আমার নামে ঠকামি করিলে। আমিও বলি, ঠাকুর, কালি রাত্রিতে তোমার ভগ্নীর শরীর খারাপ হইয়াছিল, তাই আমি প্রাতে উঁহাকে চালিভাজা খাইতে দিই নাই। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে কি?"

সনাতন বলিলেন,—'তোমার যে দিন অপরাধ হইবে, সে দিন চন্দ্র-সূর্য্য নিভিয়া যাইবে। লক্ষ্মি, তোমার শরীর খারাপ হইয়াছিল, এ কথা তুমি তো একবারও বল নাই।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিছুই নহে - একটু মাথা ধরিয়াছিল মাত্র, বউ-ঠাকরুণ ফাঁকি দিয়া চালিভাজা খাইতে দিলেন না। অসুখ কাহাকে বলে, তাহা তো তোমার কৃপায় আর জানিতে পারি না দাদা!"

বেড়া শেষ হইয়া আসিল। সনাতন বলিলেন, "কাজ শেষ হইয়াছে, বেলাও অনেক হইয়াছে, চল, এখন আহারাদির চেষ্টায় যাওয়া যাউক। মাধবী দেবি, আজি কি পাক করিয়াছ বল।"

মাধবী বলিলেন, "মা-লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যাহা জুটাইয়া দিয়াছেন।"

মাধবী হাসিতে হাসিতে মা-লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। সকলে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজীবপুরের জমীদার সুরেন্দ্র বাবুর অন্তঃপুরে এক সুন্দরী যুবতী একটি দেড় বৎসর-বয়স্ক ভুবনমোহন শিশু ক্রোড়ে লইয়া সোহাগ করিতেছেন। এই সুন্দরী সুরেন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিণী রাজবালা; আর এই শিশু সুরেন্দ্র বাবুর পাপ-প্রবৃত্তির জ্বলন্ত পরিচয়স্থল—গিরিবালার সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয়ের পরিণাম-ফল। শিশু বড়ই সুকুমার, বড়ই পুষ্টদেহ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। রাজবালা সন্তানরূপে এই শিশুকে পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছেন। শিশু তাঁহাকে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছে। খোকার অন্য নাম থাকিলেও রাজবালা তাহাকে 'সোনার চাঁদ' এবং সংক্ষেপে 'চাঁদ' বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। রাজবালার অন্য কাজ নাই; দাস-দাসীতে সংসার নির্ব্বাহ করে; তিনি কেবল দিন-রাত্রি তাঁহার চাঁদকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন। চাঁদ প্রায় এক মুহূর্ত্তও তাঁহার কাছছাড়া হইতে পায় না।

রাজবালা বৈকালে চাঁদকে কোলে লইয়া অন্তঃপুরের একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে পরিভ্রমণ করিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে কত সোহাগের কথা, কত আদরের কথা বলিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। চাঁদ সে সকল কথা বুঝিতে পারুক না পারুক, সে-ও তাঁহার সঙ্গে অনেক হাস্য করিতেছে।

ধীরে ধীরে সুরেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে খোকার ও রাজবালার এই আনন্দাভিনয় দর্শনে বড়ই সুখী হইলেন। মনে মনে তাঁহার একটু লজ্জাও হইল। এই অতুলনীয়া সুন্দরীর সহিত প্রাণের মিলন দূরে থাকুক, কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয়ও ছিল না। এই গুণময়ী, লাবণ্যময়ী সুবর্ণপ্রতিমার সহিত তিনি একটা কথাও কহিতেন না, এ জন্য লজ্জা হইল। আর লজ্জা হইল—সেই সুন্দরীর অঙ্কস্থিত সেই নয়নবিনোদ নন্দন দর্শনে। এই শিশু তাঁহার লজ্জার পরিচায়ক এবং তাঁহার পত্নীর ঘৃণার স্থল হইলেও, রাজবালা তাহাকে অকপট স্নেহের সহিত গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় সমাদরে লালন-পালন করিতেছেন। মাতৃহীন শিশু স্নেহময়ী মা পাইয়াছে; পিতৃ-পরিত্যক্ত শিশু পিতার আশ্রয় পাইয়াছে; শাপজাত পরিচয়হীন শিশু সর্ব্বসমক্ষে পিতৃ-পরিগৃহীত হইয়াছে। শিশুর সকলই শুভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু পিতার লজ্জা তো যায় না। এক বৎসর পূর্ব্বে হইলে এরূপ ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সুরেন্দ্র বাবু বুক ফুলাইয়া মনুষ্য-সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিতেন; পত্নী এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, সুরেন্দ্র বাবু হয় তো তাঁহার কোমল কলেবরে কশাঘাত করিতেন। কিন্তু এখন আর সে সুরেন্দ্র বাবু নাই, তাঁহার হৃদয় আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে সহসা সুরেন্দ্র বাবুর মূর্ত্তি রাজবালার নয়নে নিপতিত হইল। তিনি প্রণয়-সূচক হাস্য করিয়া, মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন,—"তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া আছ বুঝি? কেন, কাছে আসিলে ক্ষতি কি? আবার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি?"

সুরেন্দ্র একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"অপরাধ তুমি করিবে কেন? যে চির-অপরাধী, সেই কাছে আসিতে ভয় পায়।"

"কেন, আমি কি বাঘ না ভালুক? আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিব না—ভয় নাই। তুমি ও পোড়া অপরাধের কথাটা বার বার বলিয়া কেন আমাকে লজ্জা দাও বল দেখি? তোমার কিসের অপরাধ?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"অপরাধ গণিয়া শেষ হয় না। কোন্‌টা বলি, বল? আপাততঃ অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমার ঐ কোলে।"

রাজবালা আর একটু অগ্রসর হইয়া সুরেন্দ্রের অতি নিকটে আসিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"অপরাধ করিয়া যদি সোনার চাঁদ লাভ করা যায়,

তবে তাহা অপরাধ নয়—পুণ্য। বহু পুণ্যে এমন সোনার চাঁদ পাওয়া যায় না।"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"তাহা যাহা হউক, যেরূপে এ সোনার চাঁদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কি পুণ্য? তাহাও কি অপরাধ নয়?"

রাজবালা বলিলেন,—"ছি! তাহাতে কি হইয়াছে? নানা কারণে পুরুষের নানা প্রকার স্বাধীনতা আছে। তাহা যখন আছে, তখন পুরুষে তাহার ব্যবহার করিলে অপরাধ হয় না। সেই-রূপ স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে গিয়া এই সোনার চাঁদের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে ক্ষতি কি?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"এরূপে অতি সহজে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে সকলই উড়াইয়া দেওয়া যায়। তোমাকে যে এত দিন একবারও চক্ষু দিয়া দেখি নাই, তোমার এ সোনার দেহ যে অনাদরে শুকাইতেছে, সে কথা একবারও ভাবি নাই, তাহাতেও কি আর আমার অপরাধ হয় নাই?"

রাজবালা বলিলেন,—"কিছু না। তুমি দেখ বা না দেখ, তোমাকে ভক্তি করা, মনে মনে তোমার চরণ চিন্তা করা, তোমাকে পূজা করা আমার ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের, সে সুখের, সে আনন্দের কোনই ব্যাঘাত হয় নাই। আর অনাদরের কথা বলিতেছ? স্বামীর আশ্রয়ে থাকিতে পাওয়াই নারীর পরম সুখ। সে সুখে তো তুমি আমাকে বঞ্চিত কর নাই। তবে আবার অনাদর কি?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"এত অত্যাচার এরূপ সহজে উড়াইয়া দেওয়া অসাধারণ ক্ষমতার কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কথার বিচার এখন থাকুক। আপাততঃ তোমার সোনার চাঁদকে দেখিবার জন্য তাহার মাতুল হারাধন আসিয়াছে। একবার সোনার চাঁদকে, বিশ্বাস করিয়া আমার কাছে দিবে কি?"

রাজবালা একটু ভীতভাবে সোনার চাঁদকে একটু চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন,—"তিনি কেন আসিয়াছেন? সত্য বটে, ছেলে আমার গর্ভে জন্মে নাই—তাঁহার ভগ্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে। কিন্তু ছেলে যে তোমার, তাহার তো কোনই ভুল নাই। তোমার ছেলে হইলেই কাজেই এ ছেলে আমার। বিশেষ যখন ছেলের মা নাই, তখন ছেলে নিশ্চয়ই আমার। আমি এ ছেলে যাহার তাহার কাছে যাইতে দিব কেন? তোমার ছেলে তোমার কাছে দিব না বলিতে আমার কোন অধিকার নাই। কিন্তু হারাধনের এ ছেলের উপর দাবী থাকিতে পারে না তো। তবে তিনি কেন ছেলে দেখিতে আসিলেন?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"তিনি অধিকার সাব্যস্ত করিতে আইসেন নাই, ছেলে লইয়া যাইতেও আইসেন নাই। ছেলের সহিত তাঁহার রক্তের সম্বন্ধ আছে, তাই তিনি স্নেহের অনুরোধে একবার সোনার চাঁদকে দেখিতে চাহেন।"

রাজবালা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তা আচ্ছা! তুমি লইয়া যাইবে, আবার তুমিই লইয়া আসিবে। যাহার তাহার কোলে সোনার চাঁদকে দিতে পাইবে না। বেশী বিলম্ব করিলে হইবে না। বড় জোর আধ ঘণ্টার জন্য আমি সোনার চাঁদকে তোমার কাছে ছাড়িয়া দিব। এ সকল কথায় স্বীকার হও যদি, তবে খোকাকে লইয়া যাইতে পার।"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"বেশ কথা। আমি ঠিক তোমার আদেশমত কাজ করিব।"

রাজবালা বলিলেন,—"দাঁড়াও, এখনই কোল পাতিও না। সোনার চাঁদকে গহনা পরাইয়া দিই, ভাল জামা গায় দিয়া দিই, চুল আঁচড়াইয়া দিই, সঙ্গে এক জন দাসী দিই, তাহার পর তোমার কোলে দিব।"

এক জন দাসীর নাম ধরিয়া ডাকিয়া রাজবালা সোনার চাঁদের অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি আনিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসিলেন—"হারাধন এখন কি করেন?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"বড় কিছু করেন না। ভগ্নীর দুর্দ্দশা ও অকাল-মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার চিত্ত বড় অবসন্ন হইয়াছে।"

রাজবালা বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে তিনি মা, স্ত্রী ও সন্তানাদি লইয়া এই গ্রামেই বাস করেন না কেন? তুমি যদি অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার একটু পাকা বাড়ী করিয়া দেও এবং কিঞ্চিৎ মূলধন দিয়া তাঁহাকে একটা কারবার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেও, তাহা হইলেই বড় ভাল হয়।"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"তোমার মুখে এ পরামর্শ শুনিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার নিকট এ সকল

প্রস্তাব করিয়াছি। তিনি বলেন, এ গ্রামে মুখ দেখাইতে তাঁহার লজ্জা হয়, আর স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইতে তাঁহার বড়ই সঙ্কোচ হয়।"

দাসী অলঙ্কারাদি লইয়া উপস্থিত হইল। রাজবালা খোকাকে লইয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন এবং তাহাকে সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন,—"তাঁহার লজ্জা ও সঙ্কোচ সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তুমি একটু চেষ্টা করিলেই বোধ হয়, এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আমরা সুখী হইতে পারি।"

খোকা অলঙ্কার পরিতে ও জামা গায়ে দিতে বড়ই আপত্তি করিতে লাগিল। রাজবালা তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন, অনেক ভয় দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু খোকা হাত ছুড়িয়া, পা নাচাইয়া, শুইয়া পড়িয়া, পরিচ্ছদ পরণে অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রাজবালা "দুষ্টছেলে" ও "চুপ" বলিয়া তিরস্কার করিলেন, তৎক্ষণাৎ অভিমানী শিশু ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজবালা অনেকক্ষণ বুকে করিয়া, অনেক আদর করিয়া তাহাকে ভুলাইলেন।

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"তোমার কথামত হারাধনের সুব্যবস্থা করিতে আমি চেষ্টা করিব। বোধ হয়, কৃতকার্য্য হইব। তোমাকে একটা কথা বলা হয় নাই। সে অভাগিনী আমার ঘড়ী, চেন, আংটী, নোট, মোহর ও টাকা প্রভৃতি যে সকল জিনিস লইয়া গিয়াছিল, তাহা সকলই হারাধন লইয়া আসিয়াছে। কিছুই নষ্ট হয় নাই।"

রাজবালা বলিলেন,—"সে সকল সামগ্রী না লইয়া, নন্দী মহাশয়কেই লইতে বল না কেন?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"তাহা তিনি কিছুতেই লইবেন না।"

রাজবালা বলিলেন,—"সেগুলা আর আমাদের লইয়া কাজ নাই। অন্য উপযুক্ত কোন কার্য্যে তাহার ব্যবহার করিলেই হইবে। খোকাকে সাজান প্রায় শেষ হইল। চুল কয়টা একটু গুছাইয়া দিলেই হয়। দেরী হইতেছে বলিয়া রাগ করিতেছ কি?"

"তোমার কার্য্যে রাগ? আমাকে লজ্জা দিবার জন্যই কি এ কথা বলিতেছ রাজবালা?"

রাজবালা বলিলেন,—"তুমি যখন রাগ করিতেছ না, তখন আর একটা কথা বলি। সেই তোমার বৈঠকখানায় সন্ন্যাসিরূপে যিনি দর্শন দিয়াছিলেন, কয় দিন প্রাতে দয়া করিয়া যিনি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাকে তুমি আবার একবার দেখিয়াছ। কিন্তু আমার অদৃষ্টে সে দেবদর্শন আর ঘটিল না। সে গোপীনাথ-পল্লী আমি কখন দেখিতে পাইলাম না। সে প্রত্যক্ষ দেবতা গোপীনাথ-বিগ্রহ-দর্শনও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আর তোমার মুখে শুনিয়াছি, সেখানে মা-লক্ষ্মী আছেন। তাঁহাকে দেখিলে পাপতাপ দূরে যায়। সে দেবী-দর্শনও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। ইহার কোন উপায় তুমি করিতে পার না কি?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"উত্তম কথা। নিশ্চয়ই শীঘ্র ইহার সুব্যবস্থা করিব। আপাততঃ দয়া করিয়া তোমার সোনার চাঁদকে আমার কাছে দেও।"

রাজবালা বলিলেন,—"হাঁ, সব ঠিক হইয়াছে, এখন লইয়া যাও।"

গলায় হীরার হার, গায়ে মুক্তাখচিত সাঁচ্চা কাজ করা জামা, হাতে জড়াও বালা, তাহার পশ্চাতে সরু সরু সোণার চুড়ি প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে খোকা ভূষিত হইয়াছে। স্বভাবসুন্দর শিশু বড়ই শোভাময় হইয়াছে। সুরেন্দ্র তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সোনার চাঁদ ভাল করিয়া মা'র গলা জড়াইয়া ধরিল; পিতার কোলে যাইতে সম্মত হইল না। শেষে একটু জোর করিয়া সোনার চাঁদের অনিচ্ছায়, সুরেন্দ্র লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাবে তাহাকে কোলে ধারণ করিলেন। রাজবালার আজ্ঞাক্রমে দাসী সঙ্গে চলিল। সুরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

রাজবালা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—"তোমার আবার অপরাধ! যাহার অপরাধেও এমন সোনার চাঁদ পাওয়া যায়, তাহাকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, তাহা আমার মত অজ্ঞান নারী কি বুঝিবে? আমার কাছে লজ্জা কেন? সঙ্কোচ কেন? আমি তো আশ্রিতা দাসী তবে এত দিন সাক্ষাৎসম্বন্ধে চরণ-সেবা করিতে সুযোগ পাই নাই; এখন সে অধিকার লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"

রাজবালা অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শান্তিপুরের পূর্ব্বোত্তর-প্রান্তস্থিত পল্লীতে এক-খানি জীর্ণ ও পতনোন্মুখ সামান্য খড়ের ঘরে এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট পীড়িত ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে। এক-খানি সামান্য তক্তাপোষের উপর অতি মলিন ও ছিন্ন শয্যায় রুগ্ন পুরুষ শায়িত আছে। তাহার মাথার নিকট একটি পিতলের গ্লাসে জল রহিয়াছে, কাতর পুরুষ সময়ে সময়ে হাত বাড়াইয়া সেই গ্লাস লইতেছে এবং একটু একটু করিয়া জল খাইতেছে। তাহার নিকটে লোক নাই; ঘরের মধ্যে একটা ঘটী, একটা কলসী, দুইটা হাঁড়ি ছাড়া অন্য কোন সামগ্রী নাই। ঘর নানা প্রকার আবর্জ্জনা-পূর্ণ এবং গৃহস্বামীর নিতান্ত দুর্দ্দশার পরিচায়ক। রোগীর নিকটে কোন লোক নাই। প্রবেশদ্বার অর্গলবদ্ধ নহে, চাপা রহিয়াছে মাত্র। এই রুগ্ন পুরুষ আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

কালিদাস তিন মাস হইতে নানাপ্রকার রোগ ভোগ করিতেছে। অল্প অল্প জ্বর হয়, আহারে নিতান্ত অপ্রবৃত্তি, নিতান্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, ইহাই তাহার পীড়া। উপযুক্ত ঔষধাদি পাইলে, রীতিমত চিকিৎসা হইলে কালিদাস হয় তো সহজেই সারিয়া উঠিতে পারিতেন এবং তাঁহার এরূপ জীর্ণ দশা হইত না। কিন্তু তাঁহার অর্থ নাই, সহায় নাই, বন্ধুবান্ধব নাই, আশ্রয় নাই। এরূপ ব্যক্তির যত্ন করে কে? চিকিৎসা হয় কিরূপে? শুশ্রূষা করিবার লোক কোথায়? কাজেই কালিদাসের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে তাঁহাকে শয্যাগত করিয়াছে। এক সময়ে কালিদাসের অনেক পসার ছিল, অনেক ভালমন্দ লোক তাঁহার অনুগত ছিল। তাঁহার কারবার উঠিয়া গেল, বাড়ী-ঘর হাতছাড়া হইল, হাতের পয়সা ফুরাইল, আত্মীয়-বন্ধুর সম্বন্ধও শেষ হইল। এক জন কায়স্থ বেপারী কালিদাসকে পীড়িত ও নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া আপনার এই ঘরে তাঁহাকে বাস করিতে দিয়াছেন। প্রথম প্রথম তিনি ব্রাহ্মণকে যৎসামান্য অর্থ-সাহায্যও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে নানা কারণে তাঁহার সহায়তালাভে কালিদাসকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

কালিদাসের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তিনি শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছেন,—"শরীর আর বহিবে না। বহিয়া কাজ কি? দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে; এখন মৃত্যু হইলেই মঙ্গল। আমার সকলই ছিল; বাড়ী, ঘর, টাকা, জিনিসপত্র কিছুরই অভাব ছিল না, সকলই গেল। কেন এমন হইল? ঠিকই হইয়াছে। আমি কুলটা অবিশ্বাসিনীর কথা শুনিয়া লক্ষ্মীরূপা পত্নীকে অন্নবস্ত্র দিই নাই,—পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছি। আজি তরঙ্গিণী সুখের সাগরে ভাসিতেছে, আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পরমানন্দে কাল কাটাইতেছে। আর আমার সে স্ত্রী? সে আমার একটু পদধূলি চাহিয়াও পায় নাই, একটু মুখের আদরও পায় নাই। আজি সে থাকিলে কি এমন দশা হইত? সে হয় তো ভিক্ষা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া আমার সেবা করিত। সে আর নাই। হায়, আমি হেলায় সকলই হারাইয়াছি! এ পাপের ফল এ জন্মে ভুগিতেছি; পরজন্মেও ভুগিব।"

রোগীর চক্ষুতে জল আসিল। তিনি আবার বলিলেন,—"দুইখানা বাতাসা কি একটু মিছরি পাইলে মুখে দিয়া জল খাই; শুধু জল আর খাইতে পারি না। কিন্তু কে বা পয়সা দিবে, কে বা আনিয়া দিবে!"

কালিদাস গ্লাস টানিয়া একটু জল খাইলেন। আবার বলিলেন,—"এ সংসারে যাহার স্ত্রী নাই, তাহার কেহই নাই। আমার লক্ষ্মীরূপা স্ত্রী ছিল—আমার সব গিয়াছে।"

সহসা ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল। সেই দ্বার দিয়া একটি নারী ও একটি পুরুষ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। নারী বলিলেন,—"আপনার সকলই আছে, আপনি হতাশ হইবেন না।"

কি মধুর স্বর! কি আশ্বাসের বাণী! নারীর আগমনে সেই মলিন ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আশা ও আনন্দ পীড়িত ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিল। নারীর হস্তে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলী। তিনি তাহা শয্যার এক পার্শ্বে রক্ষা করিয়া রোগীর মূর্ত্তি একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। নারীর সঙ্গী পুরুষ বলিলেন,—"চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমি কৃষ্ণনগরের সেই যদু হালদার।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ঠিক, তোমাকে চিনিয়াছি। আর ইনি কে?"

যদু বলিলেন,—"ইঁহাকে আপনি চিনেন না?

ইঁহার নাম এ অঞ্চলে কে না জানে? ইনি মা-লক্ষ্মী।"

কালিদাস বলিলেন,—"তিনি তো দেবী শুনিয়াছি। ইঁহার আকার দেখিয়াও দেবী মনে হইতেছে। কিন্তু আমার ন্যায় পাপী নরাধমের প্রতি দেবীর দয়া কেন?"

যদু বলিলেন,—"এমন কথা বলিবেন না। মা-লক্ষ্মীর দয়া সকলের প্রতিই সমান। আপনি তো ব্রাহ্মণ, মাথার মণি। চণ্ডালের প্রতিও মা-লক্ষ্মীর কৃপার শেষ নাই।"

কালিদাস বলিলেন,—"আমি তবে প্রণাম করি?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ —আমার পরম গুরু। আপনি প্রণাম করার কথা মুখে বলিলেও আমার পাপ হইবে। আমি আপনার চরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ করিতেছি।"

মা-লক্ষ্মী তখন কালিদাসের চরণে মস্তক স্থাপন করিলেন। তাহার পর রোগীর শিয়রে বসিয়া পুঁটুলী হইতে মিছরি, বাতাসা, বেদানা, পানিফল প্রভৃতি নানা সামগ্রী বাহির করিলেন। রোগীর মুখে প্রথমে একটি পানিফল দিলেন, তাহার পর কয়েকটি বেদানার দানা দিলেন। রোগীর মুখ জুড়াইয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ, প্রাণটা শীতল হইল। আপনি সাক্ষাৎ স্বর্গের দেবী। আমি আপনাকে দেবী বলিয়াই ডাকিব।"

মা-লক্ষ্মী রোগীর শুশ্রূষা লইয়া ব্যস্ত হইলেন। এ দিকে যদু হালদার ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পসময়ের মধ্যে ঘর পরিচ্ছন্ন হইল। তাহার পর যদু হালদার নূতন কলসী আনিয়া ভাল জল রাখিলেন, পুরাতন কলসীতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জল থাকিল। এ দিকের কার্য্য শেষ হইলে যদু একবার সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইল। অপরাহ্ণ-কালে তিনি প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই জন মুটে। তাহাদের মাথায় দিয়া যদু অনেক সামগ্রী আনিয়াছেন। লেপ, চাদর, বালিস, মাদুর, কম্বল, সকলই আসিয়াছে। দুধ, কড়াই, কাষ্ঠাদি আসিয়াছে। গড়গড়া, নল, কলিকা, টীকা, তামাক আসিয়াছে। লণ্ঠন, বাতি, দিয়াশালাই আসিয়াছে। ঘড়া, ঘটী, গাড়ু, রেকাব, বাটি, থালা ও গ্লাস আসিয়াছে। জিনিসপত্রে ক্ষুদ্র ঘর পূর্ণ হইল।

তখনই কালিদাসকে সরাইয়া ও তক্তাপোষ ঝাড়িয়া ভাল বিছানা করা হইল। চারিদিকে বালিস দেওয়া হইল, সেই বিছানায় কালিদাস না শুইয়া একটু বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার পর গড়গড়ায় তাওয়া দিয়া, বড় কলিকায় উত্তম তামাকু সাজিয়া, তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। কালিদাস অত্যন্ত তামাকুপ্রিয়। ঘরের এক কোণে একটা থেলো হুঁকা, একটু দাকা তামাক এবং একটা ভাঙ্গা কলিকা ছিল। তামাক ওবেলা শেষ হইয়াছে। সহসা ভাগ্যপরিবর্ত্তনে কালিদাস বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

মা-লক্ষ্মী উঠিয়া দুধ গরম করিবার ব্যবস্থা করিলেন। গরম দুধ আনিয়া কালিদাসের মুখে ধরিলেন। কালিদাস অল্প অল্প করিয়া তাহা খাইয়া যথেষ্ট আরাম অনুভব করিলেন। নূতন বস্ত্র কালিদাসকে পরান হইল, দেহ জামায় ঢাকা হইল। সন্ধ্যা হইল। হারিকেন লণ্ঠন জ্বালা হইল। একটি বাতিও ঠিক করিয়া রাখা হইল। যদু হালদার ভূতলে কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন। যে দৃশ্য পূর্ব্বে ঘৃণাজনক ও বিষাদময় ছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা প্রীতিজনক ও আনন্দময় হইয়া উঠিল।

মা-লক্ষ্মীর অঞ্চলে একটা ঔষধ ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা কালিদাসকে খাওয়াইয়া দিলেন। অভাগা কালিদাস এই সকল দ্রব্য-সামগ্রী, সেবা-শুশ্রূষা, সর্ব্বোপরি এই দেবীর পরিচর্য্যা দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"আমি অতিশয় পাপী। আপনারা আমার জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহা বৃথা নষ্ট হইতেছে।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আপনি পাপী হউন, পুণ্যাত্মা হউন, আমরা তাহা জানি না। আপনাকে সুস্থ করা আমাদের প্রয়োজন। আমরা সে জন্য কোন অর্থব্যয় কেন, প্রাণপাত করিতে হইলেও করিব; আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

কালিদাস বলিলেন,—"আমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি। একটু দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কোন রোগ আমি বুঝিতে পারিতেছি না; এক্ষণে রাত্রি হইয়া পড়িল। এখানে থাকিলে আপনাদের অনেক

অসুবিধা হইবে। আপনারা এখন প্রস্থান করিতে পারেন। কল্য কোন সময় দয়া করিয়া আমার সন্ধান করিলে চরিতার্থ হইব।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমরা কোথাও যাইব না। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আমরা সকলেই এ স্থান ত্যাগ করিব। আপনি আর একটু দুধ খান, একটু বেদানা খান, তাহার পর নিদ্রা যান। আমাদের জন্য কোন চিন্তার আবশ্যক নাই।"

রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পর নাপিতের দ্বারা ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ করা হইল। ঔষধ ও পথ্যাদি সেবন করান হইল। তিন দিন পরে কালিদাস নীরোগ হইয়া উঠিলেন। বেলা দশটার সময় অন্নাদি সেবন করিয়া কালিদাস শয্যার উপর বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। যদু হালদার আজ প্রাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুস্থ হইয়াছেন বুঝিয়া, কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। মধ্যাহ্নকালে তিনি আসিলেও আসিতে পারেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি যে সেই জীর্ণ কুটীরে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মা লক্ষ্মী তখনকার প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্মাদি শেষ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর একটা পান দিব কি?"

কালিদাস বলিলেন,—"না। আমি একে মহাপাপী, তাহার উপর আবার যে কত পাপ হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আপনি দেবী। আপনি আমার জন্য যে সকল পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাহাতে আমার বড়ই পাপ হইতেছে। আমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি। আপনার সাহায্য না পাইলেও এখন আমার অনিষ্ট হইবে না। আপনি আমার আর পরিচর্য্যা করিবেন না।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"স্ত্রীলোকে গৃহকর্ম্ম যেরূপ করিতে পারে, পুরুষে তাহা পারে না। এখন স্ত্রীলোকের সহায়তা না পাইলে আপনার অসুবিধা হইবে। আপনি সুস্থ হইয়া এ স্থান হইতে ভাল জায়গায় যাওয়ার পর যাহা ভাল হয় করিবেন।"

কালিদাস বলিলেন,—"স্ত্রীলোকের দ্বারা যেমন শুশ্রূষা হয়, এমন আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না, এ কথা আমি বেশ জানি। কিন্তু তাই বলিয়া সুস্থ হইয়াও দেবীর সেবা লইয়া পাপসঞ্চয় করিব কেন? আমার যাবজ্জীবন অনুক্ষণ সাধ্বী পত্নীর সেবা পাইবার উপায় ছিল। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সুখ নষ্ট করিয়াছি।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিরূপে?"

কালিদাস বলিলেন,—"আপনার নিকট আমি মিথ্যা বলিব না। আমি এক চতুরা কুলটার প্রেমাসক্ত ছিলাম। পত্নীর কখন সন্ধানও করি নাই। সতী অন্নাভাবে কষ্ট পাইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি সেই কুলটার মিথ্যা কথায় ভুলিয়া ধর্ম্মশীলা পত্নীকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছি। আমার স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। এখন রোদন ভিন্ন আমার উপায় নাই।"

কালিদাসের চক্ষুতে জল আসিল। মা-লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিলেন, "তাহার পর আপনার স্ত্রীর কি হইল?"

কালিদাস বলিলেন,—"তাহার পর আমি কোন সন্ধান করি নাই। আমার আশঙ্কা হয়, দুঃখিনী গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"তবে তো সকল জ্বালাই চুকিয়া গিয়াছে। আর তাহার জন্য ভাবিয়া ফল কি?"

কালিদাস বলিলেন,—"এমন কথা বলিবেন না। যত দিন বাঁচিতে হইবে, কেবল তাহার জন্যই ভাবিতে হইবে। সংসারের সকল মোহ আমি দেখিয়াছি। সকলই অসার—সকলই স্বার্থমাখা—সকলই ক্ষণস্থায়ী। কেবল ধর্ম্মপত্নীর ভালবাসাই সার। আমি তাহাকে পাইলে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইলেও সুখী হইব। আহা! আমার একটু পদধূলির আশা করিয়া অভাগিনীকে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন তাহাকে দেখিতে পাইলে, তাহার চরণতলে আমি লুটাইয়া পড়ি।"

কালিদাসের চক্ষুতে আবার জল আসিল।

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"তাহার জন্য যখন আপনার এত কষ্ট, তখন তাহাকে সন্ধান করা উচিত। তাহার আকার কিরূপ ছিল, আপনার মনে পড়ে কি?"

কালিদাস বলিলেন,—"ভাল মনে পড়ে না। বিবাহের পর আমি কখনই তাহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই। এক দিন তাহাকে একবারমাত্র

দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে চেহারা আমার মনে বেশ জাগিয়া আছে। একবার তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি। সে স্বর আমার বেশ মনে আছে।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আপনি যদি আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহার সন্ধান করিতে পারি।"

কালিদাস বলিলেন,—"পারি; কিন্তু বলিতে সাহস হয় না। যদি তাহার বর্ণ আর একটু উজ্জ্বল, আর একটু জ্যোতির্ম্ময় হইত, যদি তাহার চক্ষুতে আর একটু দয়া-মিশান কোমল ভাব থাকিত, যদি তাহার শরীরে দেবভাব থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে বলিতে সাহস হয় না—তাহা হইলে সে আপনার মত হইতে পারিত। আর তাহার কণ্ঠস্বর যদি একটু গম্ভীর হইত, তাহা হইলে আপনার স্বরের মতই শুনাইত। বলিতে ভয় হয়, আমি অনেক সময় আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়াছি।"

মা-লক্ষ্মী ধীরে ধীরে সেই শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কালিদাস বলিলেন,—"সে মানবী—আর আপনি দেবী। আমার এরূপ তুলনা করা অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, তাহার ব্যবহারে ও কার্য্যে অনেক দেবত্ব ছিল।"

মা-লক্ষ্মী আর একটু সরিয়া বসিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু জড়িত হইল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"যদিই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনি তাহাকে এক্ষণে চরণে স্থান দিবেন কি?"

কালিদাস চমকিত হইয়া বলিলেন, "এইরূপ কণ্ঠস্বর। আমার সে বিরাজমোহিনীর এমনই স্বর। চরণে স্থান দিব কি বলিতেছ? আমি তাহাকে একবার দেখিয়া মরিতে পাইলেও চরিতার্থ হইব। হায়, সে কোথায় গেল!"

কালিদাস কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নয়নের জলে মা-লক্ষ্মীর বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"প্রাণেশ্বর! দাসী বিরাজমোহিনী তোমার চরণতলে।"

তৎক্ষণাৎ মা-লক্ষ্মী কালিদাসের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রিতে বহুসংখ্যক দস্যু তরঙ্গিণীর ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে এবং তাহার গৃহে ও শরীরে যে কিছু অলঙ্কারাদি ছিল, তৎসমস্ত অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। রাত্রিতেই তরঙ্গিণীর দ্বারবান্ থানায় এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে। প্রাতে তাহার দ্বারে, ভবনে, সন্নিহিত অঙ্গনে ও পথে অনেক মনুষ্য সমাগম হইয়াছে।

থানার দারোগা প্রভৃতি বহু লোক উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বারবান্ প্রভৃতির জোবানবন্দী শুনিয়া থানার লোকেরা হারাধন নন্দী বা কালিদাস চক্রবর্ত্তী, অথবা রাজা অরবিন্দ রায়কে এই নারী-হত্যার পাতকে লিপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হয় তিন জন একযোগে, না হয় ঐ তিন জনের কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে দল জুটাইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন, ইহাই দারোগা প্রভৃতির বিশ্বাস হইয়াছে।

তরঙ্গিণী কিন্তু একবারও সে কথা বলিতেছে না। সে বলে, যাহারা এ কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সে সুস্পষ্টরূপে দেখিয়াছে এবং এখনও দেখিতে পাইলে চিনিতে পারে। তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত তিন জনের কেহই ছিলেন না, ইহা তরঙ্গিণী জোর করিয়া বলিতেছে। কিন্তু থানার লোকেরা এ কথা সহজেই উড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহারা বলেন, ঐ তিন ব্যক্তির কেহই উপস্থিত না থাকিলেও, তাঁহাদের নিয়োজিত লোকে এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, ইহার কোনই ভুল নাই।

তরঙ্গিণীর আঘাত অতি গুরুতর হইয়াছে। হাতে, গায়ে অনেক অস্ত্রাঘাত হইয়াছে, এবং সে জন্য প্রভূত রক্তক্ষয় হইতেছে বটে; কিন্তু তাহাতেও আহতা নারীর জীবনান্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তাহার তলপেটে এক গভীর অস্ত্রাঘাত হইয়াছে, সেই আঘাত সাংঘাতিক; পীড়িতার যাতনা এখন আর বড় নাই। রাত্রিকালে আঘাতের পরই তাহার অসহ্য যন্ত্রণা হইয়াছিল; কিন্তু প্রাতে ক্লেশ কমিয়া গিয়াছে এবং তরঙ্গিণী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। তাহাকে এখন কঠিন পীড়ায় পীড়িত বিবর্ণ রোগীর ন্যায় দেখাইতেছে; সহসা তাহার জীবনের সমাপ্তি হইবে,

এরূপ কোন আশঙ্কা তাহাকে দেখিয়া কাহারও মনে হইতেছে না।

দারোগা প্রভৃতি অনেকে তরঙ্গিণীকে পাল্কী করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের লেখা-পড়া শেষ হইয়াছে; এক্ষণে আহতা নারীকে হাঁসপাতালে চালান দিলেই আপাততঃ তাঁহাদের কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হয়। তাহার পর ঐ তিন ব্যক্তিকে ধরিতে পারিলেই যে আসামীর কিনারা হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাঁহারা স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তরঙ্গিণীকে তাঁহারা হাঁসপাতালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

অতি কাতরস্বরে তরঙ্গিণী বলিল,—"আমার জীবনের শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। এখন আমাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলে, হয় তো বাহির করিবার সময়ই আমার মৃত্যু হইবে; না হয় পথে যে মৃত্যু হইবে, তাহার ভুল নাই। সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, আপনারা যে তিন ব্যক্তির উপর সন্দেহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যদি একবার এ সময় আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

দারোগা বলিলেন,—"তাহারা নিশ্চয়ই ভাগড়া হইয়াছে। তাহাদের সহিত দেখা হওয়ার কোন আশা নাই। তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য আমি লোক লাগাইয়াছি। তোমার কথামত এখনও তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করায় কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।"

তখনই সেই ঘরে চারি জন পুরুষ ও একটি নারী প্রবেশ করিলেন। তরঙ্গিণী চিনিতে পারিল, রাজা অরবিন্দ রায়, কালিদাস চক্রবর্ত্তী এবং হারাধন নন্দী তাহার সম্মুখে উপস্থিত। চতুর্থ ব্যক্তিও আনন্দ প্রতিমার ন্যায় সমুজ্জ্বল! নারীকে সে চিনিতে পারিল না। সেই নারী মা-লক্ষ্মী এবং সেই পুরুষ যদু হালদার।

দারোগার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তরঙ্গিণী বলিল,—"যাঁহাদের আপনি ভাগড়া বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এখানে উপস্থিত।"

দারোগা এই তিন আসামীর কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারাদি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিবেন স্থির করিয়া, একটু দূরে সরিয়া বসিলেন।

অন্য কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে মা-লক্ষ্মী অগ্রসর হইয়া তরঙ্গিণীর শিয়রে বসিলেন এবং নিতান্ত ব্যথিতভাবে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"দিদি, আঘাত কি বড় গুরুতর হইয়াছে। বড় যাতনা হইতেছে কি?"

দেবীর করস্পর্শে তরঙ্গিণীর বড় শান্তি জন্মিল। সে বলিল,—"আঘাত বড় গুরুতর হইয়াছে, জীবনের শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই! আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনিতে পারিতেছি না।"

হারাধন অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"তুমি মা-লক্ষ্মীর নাম শুন নাই? ইনি সেই মা-লক্ষ্মী।"

তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে কপালে হাত তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; হাত বাড়াইয়া তাঁহার পদধূলি লইল। কালিদাস বলিলেন—"ইঁহাকে তোমার ভাল করিয়া চিনিতে পারা উচিত। ইনিই আমার স্ত্রী—বিরাজমোহিনী।"

তরঙ্গিণী ভাল করিয়া মা-লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—"অসম্ভব নহে। সেই মূর্ত্তিরই উপর কেমন দেবত্বের আলোক লাগিয়াছে। উনি এ সময়ে দেখা দিয়া বড়ই দয়া করিয়াছেন; আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আমি এই সতী-লক্ষ্মীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া লাথি খাওয়াইয়াছি, তাঁহার ন্যায্য স্থানে তাঁহাকে তিষ্ঠিতে দিই নাই, স্বামীর অন্ন-বস্ত্র ভোগ করিতে দিই নাই, কিন্তু আমার অশেষ পাপ। পাপের হিসাব দিয়া কি করিব? এখন কয়েকটি দরকারী কথা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে বলিয়া ফেলিতে পারিলেই হয়।"

হারাধন, কালিদাস, অরবিন্দ ও যদু তরঙ্গিণীকে ঘেরিয়া বসিলেন। হারাধন বলিল,—"ধীরে কথা বল। অল্প কথায় শেষ কর। যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে কোন কথা বলিয়া কাজ নাই।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"বলিতেই হইবে। রাজা মহাশয়! এই বাটী আপনার নামে বেনামী করা হইয়াছে। অনেক জিনিসপত্র আপনার বাটীতে রাখা হইয়াছে। সে সকলই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার অধিক কথা বলিতে হইবে না। আমি জানি সে সমস্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সামগ্রী, পাছে তুমি কোন প্রতারকের কুহকে পড়িয়া সে সমস্ত ধ্বংস কর, এই আশঙ্কায় আমি সে সকল তোমার নিকট হইতে লইয়াছি। তুমি বলিবার পূর্ব্বেই আমি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এ সংবাদ

জানাইয়াছি. জিনিসপত্রের তালিকা তাঁহাকে দিয়াছি, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামে বাটী লেখাপড়া প্রস্তুত করিয়াছি। তুমি আর কি বলিতে চাহ, বল?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"গিরিবালার নিকট হইতে আমি যে অলঙ্কারাদি লইয়া আপনার নিকট দিয়াছিলাম, তাহা হারাধনকে দিলে ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা হারাধনকে দেওয়া হয় নাই। হারাধনের দ্বারা তৎসমস্ত সুরেন্দ্রবাবুকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমার পরামর্শে গিরিবালার অশেষ দুর্গতি, শেষ মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়াছি, গিরিবালার একটি ছেলে আছে। সেই ছেলের আর হারাধনের একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হইত।"

রাজা বলিলেন, "সে জন্য তোমার কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। সুরেন্দ্রবাবু ছেলেকে আপন উত্তরাধিকারিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর হারাধনের জন্যও সুব্যবস্থা হইয়াছে।"

তরঙ্গিণী বলিল, "আমার শরীর বড় ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে আর দেরী নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমি আপনার নিকট অনেক পাপ করিয়াছি, অনেক অত্যাচার করিয়াছি। আপনার সহিত আমি নিয়ত প্রতারণা করিয়াছি। সে কথা আর বলিয়া ফল কি? এত অপরাধে যে কি শাস্তি হইবে, তাহা বলিতে পারি না।"

কালিদাস বলিলেন,—"আমি অকপট-চিত্তে তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেছি প্রার্থনা করি, তুমি পরকালে সুখী হইবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি ভাল করিয়া কথা বলিতে পারি না। বুঝি শেষ কাল আসিতেছে। হারাধন, আমি তোমার ভগ্নীর মৃত্যুর কারণ। তোমাকে আঘাতে মৃতপ্রায় দেখিয়াও আমি তোমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছি।"

হারাধন বলিল,—"বেশ করিয়াছ। তাহাতেই এই মহাত্মাদের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। আমি সুখী হইয়াছি। আমার নিকট তুমি কোন অপরাধ কর নাই।"

তরঙ্গিণী একটু অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। মা-লক্ষ্মী তাহার মস্তক আপনার ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। তরঙ্গিণী বলিল,—"তুমি আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিয়াছ। তোমার কি কষ্টই আমি ঘটাইয়াছি।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন—"কিছু না। তোমার কৃপায় আমার পরম মঙ্গল হইয়াছে। আমি জ্যেঠা গোপীনাথের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমার যেন শান্তি হয়।"

মা-লক্ষ্মীর কোলে তরঙ্গিণীর মস্তক স্বতঃ এদিক্ ওদিক্ করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, তরঙ্গিণীর আর বিলম্ব নাই। সে বলিল,—"কি মিষ্ট আলাপ! গোপীনাথ! গোপীনাথকে ডাকিব কি?"

রাজা বলিলেন,—"ডাক—ডাকিতে না পার, তাঁহাকে মনে মনে ভাব। নিশ্চয় তোমার মঙ্গল হইবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আর রাজা, আপনি কে? আপনি তো মানুষ নহেন। আপনি কি দেবতা?"

রাজা বলিলেন,—"আমি রাজা নহি, আমি দেবতা নহি, আমি সামান্য মানুষ, আমার নাম সনাতন মুখোপাধ্যায়। সাধ্যমত পরের হিতসাধন আমার ব্রত। আমি এ ব্রত একাকী সম্পাদন করিতে পারি না। এ কার্য্যের আমার অনেক সহায় আছেন। কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি কখন রাজা, কখন ব্রাহ্মণ, কখন বৃদ্ধ, কখন সন্ন্যাসী, কখন দণ্ডী সাজিয়া থাকি।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আপনিই কি বড়বাজারে চক্রবর্ত্তীর লাঠি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন?"

সনাতন বলিলেন, "হাঁ, আমি পূর্ব্বেই রাজা সাজিয়া সুরেন্দ্রবাবুর অপহৃত ধন আদায় করিয়া তখনই ব্রাহ্মণ সাজিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছি।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আপনাকে প্রণাম। আপনি দেবতা! এ কি, হঠাৎ সকলই অন্ধকার হইল কেন? গোপীনাথ! দেখা দেও—বিরাজমোহিনি, পায়ের ধূলা দেবতা কই?"

সনাতন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তুমি আমাদের কথা ভুলিয়া যাও। এখন কেবল গোপীনাথকে ভাব।"

তরঙ্গিণী মুখ বড় বিকৃত করিল। তাহার মস্তক মা-লক্ষ্মীর ক্রোড় হইতে পড়িয়া গেল। তাহার প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

শেষ।

তরঙ্গিণীর মৃতদেহ সদরে চালান হইল। সেখানে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া কর্তৃপক্ষ লাস জ্বালাইয়া দিতে হুকুম দিলেন।

দারোগা মহাশয় দস্যুদের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না; অথচ যে তিন ব্যক্তির উপর তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও ফাঁদে ফেলিবার কোন উপায়ও করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ডাকাতির ও হত্যার কোন কিনারা করিতে না পারিলেও, দারোগা মহাশয় আর একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিলেন। সনাতন মুখোপাধ্যায় আইনের ও রাজশক্তির অবমাননা করিয়া স্বয়ং শাসন পালন নির্ব্বাহ করেন এবং পরের অর্থ আত্মসাৎ করেন, ইত্যাদি নানা কথা লিখিয়া তিনি এক রিপোর্ট পাঠাইলেন। সদর হইতে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষম অভিযোগের তদন্ত করিতে আসিলেন। অনেক দিন ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনেক অনুসন্ধান তিনি করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই। তদন্তের শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং সনাতন মুখোপাধ্যায়ের সেই পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সাহেব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন, এই সংসার বিশাল "কর্ম্মক্ষেত্র।"

স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে কর্ম্ম-সম্পাদন করিবার অভ্যাস করিলেই যথার্থ মনুষ্যত্ব হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় অধিকার, বুদ্ধির সারবত্তা, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের উচ্চতা প্রণিধান করিয়া বার বার তাঁহার সাধুবাদ করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অবলম্বিত ব্রতের প্রণালী প্রভৃতি সকলই সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। যেরূপে আবশ্যকমত অর্থ তাঁহার হস্তগত হয়, যেরূপে সে অর্থ ব্যয়িত হয়, যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহকারী লোক এ ব্রতে যোগ দেয়, সকলই তিনি ব্যক্ত করিলেন। এই আশ্চর্য্য পরসেবাব্রতের বিবরণাদি সাহেব লিখিয়া লইলেন। যথাসময়ে তিনি তাহা গভর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সনাতন মুখোপাধ্যায়ের নামে ধন্যবাদ প্রচারিত হইল। অধিকন্তু আবশ্যক হইলে, তিনি অবলম্বিত কার্য্যে পুলিশের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, এরূপ আদেশ হইল। পরসেবাব্রত আরও বিস্তারিতরূপে চলিতে লাগিল। অনেক মহাত্মা ইচ্ছাপূর্ব্বক সনাতন মুখোপাধ্যায়ের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে উপস্থিত হইলেন।

হারাধন জননী ও স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া রাজীবপুরে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু সনাতন মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য হইয়া তিনি যে পরসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে তাঁহার সাধ্য হইল না।

সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পত্নী এই সেবা-ব্রতের প্রধান উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সোনার চাঁদ ক্রমেই বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও অব্যাহত স্বাস্থ্যের পরিচয় দিতে লাগিল।

যদু হালদারের কারবারের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি। তাহার শ্যামখুড়োই কারবার চালাইয়া থাকেন। যদুকে বড় দেখিতে হয় না। যদু ক্রমশঃ এই সেবাকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োজন করিল।

মা লক্ষ্মী স্বামীর সহিত ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। কালিদাস আর কাজ কারবার করিলেন না; সনাতন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় যে সামান্য অর্থ তিনি লাভ করিলেন, তাহাতেই কোন প্রকারে গ্রাস চ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন। কালিদাস এই ব্রতানুষ্ঠানের এক জন প্রধান উদ্যোগী হইয়া পড়িলেন। যাহারা কখনও ধর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই, ধর্ম্মের মধুর ভাব তাহাদের হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিলে, বড়ই বদ্ধমূল হইয়া উঠে এবং তাহার আকর্ষণ বড়ই প্রবল হয়। কালিদাস সেবাব্রতের জন্য উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিলেন। পতিসেবা প্রধান অবলম্বনীয় হইলেও মা-লক্ষ্মী সেবাব্রতের নায়িকা হইয়াই রহিলেন। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, ভরসা ও আনন্দ তাঁহার অগ্রে অগ্রে সে দিকে যাইতেন, তখন অবনতশিরে তাবৎ নরনারী তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিত। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই লোকে সে দিন সুপ্রভাত বলিয়া জ্ঞান করিত। যে যে স্থলে তাঁহার চরণাঙ্ক নিপতিত হইত, অনেকে তত্রত্য মৃত্তিকা লইয়া মস্তকে ধারণ করিত। সকলেই তাঁহাকে সন্তাপনাশিনী দেবী বলিয়া জ্ঞান করিত।

এই সেবাব্রত সম্পাদনে আরও শত শত সম্পন্ন ও দরিদ্র মানব মিলিত হইল। আমরা এই সেবা-ব্রতধারী নরনারীগণকে প্রণাম করিয়া এই স্থানে গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছি। প্রার্থনা করি, এই ব্রত-গ্রহণের নিমিত্ত যেন সকল মানবই চিরদিন ব্যাকুল হয়।

সম্পূর্ণ।

কমলকুমারী

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপা

শ্রীমতী মাতৃদেবীর শ্রীচরণোদ্দেশে,

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপে,

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

বিজ্ঞাপন

"কমলকুমারী" পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। উপন্যাস-লেখকগণের চূড়ামণি সার্ ওয়াল্টার স্কটের ব্রাইড অব লামের মুর্ অবলম্বনে ইহা বিরচিত। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলেই কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস অধীত এবং গল্প-বৈচিত্র্যের তারতম্যানুসারে সমাদৃত ও অনাদৃত হইয়া থাকে। এরূপ পাঠকের নিকটে এই জগদ্বিখ্যাত কবির অত্যদ্ভুত উপন্যাস বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, হৃদয়-মন-বিহ্বলকারী ও বাহ্যজ্ঞান-বিলোপকারী গল্পরহস্য ইহাতে নাই। যাঁহারা উপন্যাসে কবিজনোচিত বর্ণনা, সুসঙ্গত ঘটনার সমাবেশ ও মানব-হৃদয়ের বিশ্লেষণ দেখিতে অভিলাষ করেন, এ পুস্তক পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারাই প্রীত হইবেন।

যাঁহারা বর্ত্তমান কালের উপন্যাসসমূহ গল্প ভিন্ন আর কিছু নহে বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারাই উপন্যাসের গল্পাংশের প্রতি অধিক মনঃসংযোগ করেন এবং সময়ে সময়ে উপন্যাস-পাঠ নিতান্ত অনাবশ্যক ও সময়-হানিকর বলিয়া চীৎকার করেন। বস্তুতঃ মানবচরিত্র পর্য্যবেক্ষণে ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় যদি মনুষ্যমন উন্নত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উপন্যাস-পাঠ অবশ্যই নিতান্ত হিতকর কার্য্য। গল্প উপন্যাসের সহকারী গুণবিশেষ; উপন্যাসের প্রকৃত মহিমা চরিত্রবর্ণনে, স্বভাবচিত্রণে এবং নানারূপ দশা-বিপর্য্যয়মধ্যে মানব-হৃদয়ের গতি অন্বেষণে। যদি গল্পই উপন্যাসের সার বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ডিকেন্স ও থ্যাকারের মনোহর উপন্যাসসমূহ এ দেশে কখনই স্থান পাইবে না।

মহামনস্বী স্কট্ বর্ত্তমান উপন্যাসে যেরূপ অসাধারণ গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার লেখনী ভাষান্তরকালে তাহা রক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। বঙ্গীয় পাঠকের রুচিকর করিবার অভিপ্রায়ে, আমি স্থানে স্থানে হ্রাস-বৃদ্ধি ও বহুস্থানেই রূপান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। তথাপি যেরূপ করিব বলিয়া বাসনা ছিল, সেরূপ করা হইয়া উঠে নাই। মূলের সহিত সঙ্গত অনুবাদ আমি কুত্রাপি করি নাই। পাঠকগণ ও সমালোচকগণ আমার এবংবিধ স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে অতুল আনন্দের বিষয়। যদি কখন এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে সকল অপূর্ণতা ও ত্রুটি এখনও ইহাতে রহিয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত তৎকালে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। ইতি

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১২৯১।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা

কমলকুমারী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিবারের রাজধানী উদয়পুরের বহুদূর উত্তরে পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে কমলা নামে একটা ক্ষুদ্র জনপদ আছে। পূর্ব্বকালে এই স্থানে একটি ক্ষুদ্রকায় দুর্গ ছিল এবং সেই দুর্গে মিবারের রাণার অধীন এক জন সেনানায়ক বাস করিতেন। এই ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে রাণার রাজকোষে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন এবং সন্নিহিত পাঁচ ছয়খানি গ্রামের উপর আধিপত্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত, রাণার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে যথাসম্ভব লোকজন সঙ্গে লইয়া উদয়পুরে উপস্থিত হইতে হইত এবং আবশ্যক হইলে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইত। অধুনা মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় রাণাবংশের আর সে তেজ নাই, সে গৌরব নাই, এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় প্রকৃষ্ট নিয়মাবলীও নাই। ক্রমশঃ কালসহকারে কমলানগরীর সে দুর্গ ধ্বংস হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে তাহার বিশেষ কোন চিহ্নও বিদ্যমান নাই।

বহুকাল হইতে রাওল নামক মহামাননীয় বংশ-বিশেষের পুরুষপরম্পরা এই দুর্গ ও তদধীন গ্রাম সমস্ত সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা তৎপ্রদেশে দুর্গস্বামী নামে খ্যাত। দুর্গস্বামিগণ অত্যন্ত বিচক্ষণ,অসাধারণ বীর, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা, অপরিসীম সাহসী ও একান্ত রাজানুগত বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিলেন। বহু সমরে ও বহু ঘটনা উপলক্ষে এই দুর্গস্বামিগণ রাণার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অনেকেই প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্গস্বামিগণ অত্যন্ত দানশীল ও ব্যয়শীল ছিলেন এবং অর্থের প্রতি কখনই বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। এ জন্য ক্রমে ক্রমে আয়াতিরিক্ত ব্যয় ঘটায় ও বৈষয়িক কার্য্যে শিথিলতা হেতু, তাঁহাদের ভগ্নদশা উপস্থিত হইল। কালে এমন হইয়া পড়িল যে, তাঁহারা আর আপনাদিগের পদমর্য্যাদা ও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। বারংবার রাজ-করদানে অশক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের অধিকার হস্তান্তরিত হইয়া পড়িল। মহারাণা জয়সেনের সময়ে (১৭৫৬ অব্দে) কমলা দুর্গের চিরন্তন অধিকারিগণ তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা ক্রোশত্রয় দূরবর্ত্তী পিপলি নামক ক্ষুদ্র গ্রাম-সন্নিধানে পর্ব্বত-নিম্নবর্ত্তী একটি সামান্য ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এবংবিধ অবস্থান্তর ঘটিলেও প্রজাবর্গ ও অন্যান্য লোক সকল তাঁহাদিগকে তখনও দুর্গস্বামী বলিয়াই ডাকিত।

বর্ত্তমান দুর্গস্বামী রাওল লক্ষ্মণ সিংহ সম্পত্তিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সামান্য দশা প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এক দিনও পূর্ব্বগৌরব, চিরপ্রসিদ্ধ তেজ ও অসীম বীরত্ব ত্যাগ করিল না। লক্ষ্মণসিংহের মনে ধারণা জন্মিল যে, তাঁহার পরিবর্ত্তে সম্প্রতি যে ব্যক্তি দুর্গ লাভ করিয়াছে, সেই তাঁহার পতনের প্রধান কারণ। সে ব্যক্তি অধিক কর দিতে অগ্রসর না হইলে, অথবা চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে রাণার মনান্তর না জন্মাইলে, কখনই তাঁহাদের এরূপ অবস্থা ঘটিত না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণসিংহ তাঁহার স্থানাভিষিক্ত ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন ও প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। নূতন দুর্গস্বামী সুকৌশলী, রাজনীতিনিপুণ ও বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ধনসম্পত্তি, সাংসারিক প্রাধান্য লাভের অত্যুৎকৃষ্ট উপায় জ্ঞানে, তৎসংগ্রহে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন এবং কিয়ৎ-পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল চতুরতা হেতু তিনি রাণা জয়সেনের সভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং "কিল্লাদার" এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কাজেই সুকৌশলী কিল্লাদার উগ্রস্বভাব ও অবিবেচক দুর্গস্বামীর পক্ষে বড় উপেক্ষণীয় শত্রু ছিলেন না। কিল্লাদার প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্গস্বামীর কোন শত্রুতা করিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। কেহ কেহ বলিত, কিল্লাদার যথার্থ মূল্য দিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোনই অন্যায় কার্য্য হয় নাই; দুর্গস্বামী কেবল হিংসা ও ক্রোধ হেতু তাঁহার সহিত কলহ করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ এমনও বলিত, কিল্লাদার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে দুর্গস্বামীর সর্ব্বনাশ-সাধন করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে ক্রমশঃ নানা ঋণ-জালে জড়িত করিয়া, অবশেষে তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন।

তৎসাময়িক ইতিহাসোক্ত বিশৃঙ্খলা-সমূহও সাধারণের এবংবিধ সন্দেহ সমস্ত উত্তেজিত করিবার সহায়তা করিয়াছিল। রাণা স্বয়ং আওরঙ্গজেবের সিংহাসনলোলুপ ভ্রাতৃবর্গের ঘোর যুদ্ধে মিশ্রিত ও তাঁহার চিত্ত বহুদিন সেই চিন্তায় নিয়ত নিবিষ্ট থাকায় এবং বারংবার বৈদেশিক শত্রু প্রভৃতির আক্রমণ হেতু, মিবার নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং রাজ্যে প্রকৃষ্ট বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং যথারীতি সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় ও সুযোগ ছিল না। এতাদৃশ সময়ে কৌশলী ব্যক্তি যে সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নহে। উৎকোচ আদান-প্রদান তৎকালে বিলক্ষণ চলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিচারকার্য্য নিতান্ত ঘৃণার্হরূপে সম্পাদিত হইত। এরূপ স্থলে কিল্লাদারের মনোরথ সিদ্ধ হইবার নানা সহজ উপায় ঘটিয়াছিল, সন্দেহ কি?

কিল্লাদারের নাম রঘুনাথ রায়। রঘুনাথের অপেক্ষা তাঁহার পত্নী অধিকতর তেজস্বিনী ছিলেন। ঐ কামিনীর নাম যোধ-সুন্দরী। কিল্লাদারণী কিল্লাদারের অপেক্ষা উঁচুঘরের মেয়ে; সুবিখ্যাত ও ইতিহাস-প্রথিত শৈলম্বর-রাজবংশের অন্যতম নিম্নতর শাখা হইতে তাঁহার জন্ম। এ জন্য তাঁহার মনে মনে বিলক্ষণ অহঙ্কার ছিল এবং তিনি এ জন্য সর্ব্বত্র স্বামীর মর্য্যাদাস্থাপন করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর উপর নিজের আধিপত্য অধিকতর বিস্তার করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিতেন না। এক সময়ে তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন; এখন সে দিন নাই বটে, তথাপি তাঁহার গম্ভীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া, এখনও সকলেই তাঁহাকে ভীতভাবে ভক্তি করিত। কিল্লাদারণীর মানসিক শক্তি যথেষ্ট ছিল এবং ক্রোধাদি প্রবৃত্তিও কম ছিল না। তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্র সর্ব্বথা প্রশংসাযোগ্য ছিল। কিন্তু এবংবিধ সদ্‌গুণ থাকিলেও লোকে যোধসুন্দরীকে হৃদয়গত প্রীতি ও অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করিত না। তাঁহার সকল কার্য্যের ও ব্যবহারের মূলে স্বার্থসিদ্ধির বাসনা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। যেখানে লোকে এ ভাব বুঝিতে পারে, সেখানে সহজে ভক্তি করিতে অগ্রসর হইবে কেন? তাঁহার বিশ্রম্ভালাপের মধ্যেও লোকে তাঁহার স্বার্থ-সাধন-বাসনার ছায়া দেখিতে পাইত, এ জন্য তাঁহার সমকক্ষেরা তাঁহার সহিত সন্দিগ্ধ ও সঙ্কুচিতভাবে ব্যবহার করিত এবং নিকৃষ্টেরা ভীতভাবে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত।

স্বামীর উপর যোধসুন্দরীর এরূপ অসামান্য প্রভুতা ছিল যে, লোকে সময়ে সময়ে কিল্লাদারকে কিল্লাদারণীর অনুগত দাস বলিয়া মনে করিত। কিল্লাদার নিজের কোন বংশমর্য্যাদা না থাকায় এবং পত্নীর সৌন্দর্য্য ও মানসিক ক্ষমতাসমূহের আতিশয্য দেখিয়া, কখন বা তাঁহাকে ভয়, কখন বা ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার সহিত নিতান্ত আজ্ঞাধীন অনুগতের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এ সকলই হৃদয়ের কথা। কিন্তু বাহ্যতঃ স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই এক জন আপনার প্রাধান্য, অপর আপনার হীনতা প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন, তথাপি সুচতুর ও অভিজ্ঞ লোকেরা সহজেই তাঁহাদের উভয়ে যথার্থ ভাব অনুমান করিতে পারিত। মনের এরূপ ভাব থাকিলেও স্বার্থের সাম্যহেতু, উভয়েই বিশেষ একতার সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

কিল্লাদারের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক্ষণে তিনটিমাত্র জীবিত আছেন। বড়টি বাদশাহ বাহাদুরের অধীনে সৈনিক-বৃত্তি করেন, সুতরাং অধিকাংশ সময় আগ্রায় বাস করেন। ২য়—একটি সপ্তদশবর্ষীয়া কন্যা-সন্তান এবং ৩য়—চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক।

দুর্গস্বামী লক্ষ্মণ সিংহ বহুদিনাবধি কিল্লাদারকে

উচ্ছেদ করিয়া, কমলা-দুর্গের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল এবং তাঁহার সকল বিবাদ বিসংবাদ সর্ব্বদর্শী পরম বিচারকের ধর্ম্ম বিচারণে লইয়া গেল। তাঁহার পুত্র বিজয় দারিদ্র্যদুঃখ-নিপীড়িত পিতার মৃত্যুকালীন হৃদয়জ্বালা স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাঁহার শত্রুর উদ্দেশে অভিসম্পাত-সমূহ স্বয়ং শ্রবণ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, পিতৃভক্তির চিহ্নস্বরূপে এই প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনি ধর্ম্মতঃ দায়ী। ইহার পরে যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে এই নিদারুণ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত করিয়া দিল।

সৎকারার্থ বিগতজীব দুর্গস্বামীর দেহ যখন শ্মশানোদ্দেশে নীত হয়, তখন সন্নিহিত জনপদ-সমূহের যাবতীয় ভদ্রলোক আন্তরিক ভক্তিপ্রদর্শনার্থ তথায় সমাগত হইল। লক্ষ্মণ সিংহের জীবন কালে যে সমারোহ ঘটে নাই, মরণান্তে তাহা ঘটিল। বহু লোক তাঁহার সৎকারার্থ সমারোহে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যথাকালে শব নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইলে, চন্দনাদি কাষ্ঠভারে চিতা রচিত হইল এবং যথারীতি সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া, বিজয় সিংহ সেই চিতায় অগ্নিসংযোগ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় কিল্লাদারের এক দূত সেই ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া চিতায় অগ্নিসংযোগ করিতে নিষেধ করিল। রক্তনেত্রে বিজয় সিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি ?"

আগন্তুক বলিল,—"আমি কিল্লাদারের দূত। আপনারা গ্রাম্য দেবতার পূজার অর্থ না দিয়া শবদাহ করিতে পাইবেন না, ইহাই কিল্লাদারের আদেশ।"

এ অপমান বিজয় সিংহের অসহ্য হইল। তিনি অসিতে হস্তার্পণ করিলেন। দূত সভয়ে পিছাইয়া গেল।

রাজপুতানার স্থানে স্থানে নিয়ম আছে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার সৎকারের পূর্ব্বে গ্রামের শান্তির নিমিত্ত গ্রাম্য দেবতার পূজা দেওয়া আবশ্যক। কেবল রাজা অথবা রাজবৎ মান্য ব্যক্তিগণ এ নিয়মের অধীন নহেন। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তির শরীরে দেবাংশ বিদ্যমান আছে, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এ অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে দুর্গস্বামীর দেহ সম্বন্ধে কিল্লাদারের বর্ত্তমান আদেশ, বিজয় সিংহ ও তাঁহার বন্ধুগণ নিতান্ত অপমানজনক বলিয়া মনে করিলেন। বস্তুতঃ এ কাল পর্য্যন্ত কখন কোন দুর্গস্বামী এ নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই। অধুনা তাঁহাদের অবস্থা যে নিতান্ত হীন হইয়াছে এবং তাঁহারা যে সাধারণ মনুষ্যাপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত নহেন, ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই কিল্লাদারের দূতপ্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য। বিজয় সিংহের হৃদয় এতদ্ব্যবহারে মথিত হইয়া গেল। কিন্তু তৎকালে কর্ত্তব্যসমাপনার্থ বহু যত্নে ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়কে কিয়ৎপরিমাণে প্রশান্ত করিলেন। তাহার পর বিহিতবিধানে সৎকার সমাধা হইল। দূত আর কিছুই বলিতে সাহস করিল না। সে নির্ব্বাক ভাবে অদূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

যখন লক্ষ্মণ সিংহের দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল, তখন ভার ভার জল দ্বারা চিতা ধৌত করা হইলে সকলে স্নান করিলেন। তাহার পর আত্মীয়গণ একত্র হইলে বিজয় সিংহ বলিলেন,—"আত্মীয়গণ! অদ্যকার ব্যাপার আপনারা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিলেন। লোকে আত্মীয়-স্বজনের সৎকার শোক-সহকারে সম্পন্ন করে, কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে পবিত্র কর্ত্তব্যপালন-সময়েও আমাদিগকে নিরুপায় হইয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতে হইল। হউক, আমি জানি, কোন্ তূণ হইতে এ বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর সাক্ষী, আপনারা সাক্ষী—আমি যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, আমি অবশ্যই এ অপমানের প্রতিশোধ দিব।"

বিজয় সিংহের এ বাক্য শ্রবণে অনেকেই বিশেষ উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু যাহারা অপেক্ষাকৃত ধীর ও দূরদর্শী লোক, তাহারা এ সকল কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং ভাবিল, এ সকল কথা ব্যক্ত না হইলেই ভাল হইত। এ সকল কথা হইতে অবশ্যই বিষম ব্যাপার ঘটিবে এবং সেরূপ ঘটিলে দুর্গস্বামিগণের অবস্থা যেরূপ হীন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পরাজিত ও ক্লিষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু এ আশঙ্কা আপাততঃ অমূলক হইয়া পড়িল, কারণ,

এতদ্ধেতু আশু কোন অশুভ ফলই উপস্থিত হইল না।

যথাসময়ে যথাসম্ভব সমারোহে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল। পিপ্‌লির ভবন জন-কোলাহলে কয়েক দিন পরিপূর্ণ রহিল এবং দুর্গাস্বামীর ভাণ্ডারে যে কিছু আয়োজন ছিল, ভুরিভোজে সকলই নিঃশেষিত হইয়া গেল। তাহার পর আত্মীয়-স্বজন ও কুটুম্বগণ গৃহত্যাগ করিলেন।

বিজয় সিংহ একাকী সেই নির্জ্জন ভবনে বসিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশার অসারতা অবস্থার বিপর্য্যয়, তাঁহাদের পতনের কারণস্বরূপ পরিবারের অভ্যুদয় ইত্যাদি নানা বিষয় বিভিন্ন ভঙ্গীতে তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে লাগিল। স্বভাবতঃ বিষাদ-সমাচ্ছন্ন বিজয় সিংহ একাকী এই সকল অকূল চিন্তায় ভাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিল্লাদার সুবিস্তৃত কক্ষ-মধ্যে অতি পরিষ্কার গালিচার উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি সুদৃশ্য ও গম্ভীর। উজ্জ্বল লোচনদ্বয় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। বিশেষরূপে দেখিলে বুঝা যাইত, কিল্লাদারের মতের দৃঢ়তা অল্পই ছিল এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে সতত কথোপকথন করিত, তাহারা জানিত যে, তাঁহার প্রতি কার্য্যে ও প্রতি কথায় স্বার্থপরতার রেখা থাকিত।

এক জন দূত কিল্লাদারের সমীপাগত হইল এবং সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। এই ব্যক্তি বিগত দুর্গাস্বামী লক্ষ্মণ সিংহের অন্ত্যেষ্টিকার্য্যের নিষেধসূচক আদেশ লইয়া গিয়াছিল। সেখানে যাহা ঘটিয়াছিল, দূত সমস্তই নিবেদন করিল। কিল্লাদার মনোযোগ সহকারে সমস্ত শ্রবণ করিলেন; তাঁহার স্বভাবতঃ গম্ভীর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, এখন তিনি ইচ্ছা করিলে দুর্গস্বামীর অবশিষ্ট সম্পত্তিও আত্মসাৎ করিতে সমর্থ। দূত বিদায় হইল।

রঘুনাথ কিল্লাদার কিয়ৎকাল গভীর চিন্তা করিলেন। তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পর আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—"ক্ষুদ্র বিজয় সিংহ এখন আমার করতলে—আমার বাসনার অধীন। এখন তাহাকে হয় ভাঙ্গিতে হইবে না হয় নত হইতে হইবে। তাহার পিতা আমার যেরূপ শত্রুতা করিয়াছে, আমাকে ক্রমাগত যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছে, প্রতিনিয়ত আমাকে রাণার দরবারে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করিয়াছে ও নিয়ত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া এবং আমার সকল প্রকার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া আমাকে যেরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, তাহার একবর্ণও আমি ভুলি নাই। এই বালক—এই উদ্ধতস্বভাব, স্থূল-বুদ্ধি, উন্মাদ বিজয়সিংহ, পাখা না উঠিতেই উড়িতে চাহিতেছে। আচ্ছা আচ্ছা—ভাল—ভাল। এখন আমাকে দেখিতে হইবে, কোন সুযোগ পাইয়া সে উড়িতে না পারে। এই যে ঘটনা—এই ঘটনাই তাহার কাল হইয়াছে। হতভাগা এ কার্য্য দ্বারা রাণার অপমান করিয়াছে, ধর্ম্মের অপমান করিয়াছে এবং আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে। এ কথা রাণার দরবারে উপস্থিত করিলে, আমি উহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। চির-নির্ব্বাসন চিরাবরোধ—সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সকলই করা যাইতে পারে। এমন কি, ইহা হইতে উহার জীবন লইয়া টানাটানি পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যেন আমাকে করিতে না হয়। না না, উহার জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে আমার বাসনা নাই; কিন্তু ও বাঁচিয়া থাকিলে, কে জানে, উহার দ্বারা কি অনিষ্টই না ঘটিতে পারে। কে জানে, কত ব্যক্তিই উহাকে সাহায্য করিতে পারে এবং হয় তো উহার দ্বারা মহারাণার সিংহাসনও বিপন্ন হইতে পারে।"

রঘুনাথ কিল্লাদার ইত্যাদি বহুবিধ আলোচনা করিয়া মহারাণার নিকট এই দুর্ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি তদর্থে এক লিপি লিখিতে বসিলেন। এই লিপি যথেষ্ট চতুরতা সহকারে লিখিতে হইবে বলিয়া মনে করিলেন। বিজয় সিংহের দোষটি এমনই ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে যে, তাহাতে রাণার ক্রোধ ভয়ানক উদ্দীপ্ত হইবে এবং তাহাকে বিশেষরূপ শাস্তি দিতে তাঁহার অতিশয় ব্যগ্রতা

জন্মিবে; অথচ কিল্লাদার তজ্জন্য যে কোনরূপ অনুরোধ করিতেছেন, অথবা সে জন্য কোন উত্তর-সাপেক্ষতা করিতেছেন তাহা একটি কথাতেও ব্যক্ত হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া সুচতুর রঘুনাথ লিপিরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং অতি যত্নে ও কৌশলে লিপির শব্দবিন্যাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা তাঁহার দৃষ্টি কক্ষ-মধ্যস্থ বাতায়ন-বিশেষে সঞ্চারিত হইল। সেই বাতায়ন-পার্শ্বে প্রস্তর-ভিত্তিতে অস্ত্রাঘাতহেতু একটি বহ্বায়ত চিহ্ন ছিল, সেই অস্ত্র-চিহ্নে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে, সহসা তাঁহার যেন কি মনে পড়িয়া গেল।

তাঁহার মনে হইল, অতি পূর্ব্বকালে আর একবার এই দুর্গ ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য সম্পত্তি রাওল বংশীয় দুর্গস্বামীদের হাত হইতে হস্তান্তরিত হইয়াছিল। এক দিন অভিনব দুর্গস্বামী বহু বন্ধুবান্ধব সহ সম্মিলিত হইয়া, এই কক্ষে ভোজন ও আহ্লাদ-আমোদ করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা প্রাচীন দুর্গস্বামী আসুরিক শক্তিসহকারে ঐ বাতায়ন ভগ্ন করিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ এবং একাকী, নব দুর্গস্বামী সহ উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকে নিহত করেন। তাঁহার সেই ভীষণ যুদ্ধকালে বাতায়নপার্শ্বস্থ প্রস্তরে আঘাত লাগিয়াছিল। সেই আঘাতের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া, সমস্ত ঘটনা স্মরণ করাইতেছে। উক্ত অঙ্কসম্বন্ধীয় এই প্রচলিত উপাখ্যান কিল্লাদারের মনের ভাবান্তর জন্মাইয়া দিল। তিনি লেখ্য উপাদান সমস্ত সরাইয়া রাখিলেন এবং পত্রের লিখিত অংশ একবার পাঠ করিয়া, তাহা যত্নে পেটিকা-বদ্ধ করিলেন। তাহার পর রঘুনাথ রায় সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে তখন নানাবিধ ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে পরিণামে কি শুভাশুভ ঘটিতে পারে, এই বিষয় তাঁহার চিত্তের প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল।

পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র রঘুনাথের কর্ণে তাঁহার কন্যার সঙ্গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। গায়ক নেত্রপথের অন্তরালে থাকিলে, দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি আমাদিগকে বিস্ময়সংবলিত আনন্দে অভিভূত করে, এবং হরিৎপত্রাচ্ছাদিত নিকুঞ্জমধ্যস্থ পক্ষি-সমূহের সমবেত সুস্বরবৎ স্বাভাবিক মধুরালাপ আমাদিগের হৃদয়কে পুলকিত করিয়া তুলে। রঘুনাথ যদিও এতাদৃশ কোমল-বৃত্তির সমধিক অনুরাগী ছিলেন না, তথাপি তিনি মানুষ এবং পিতা তো বটেনই। সুতরাং মানবোচিত অনুরাগ এবং জনকোচিত অসীম বাৎসল্য লোপ পাইবে কিরূপে? দুহিতা কল্যাণী অদূরে মধুর স্বর-লহরীতে মধু-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং কিল্লাদার স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করিতে থাকিলেন। কল্যাণী গাহিতেছেন,—

> "সৌন্দর্য্যের মোহে মন, কখনই ভুলো না,
> অসার সম্পদ্-গর্ব্বে কখনই মজো না,
> ধন-লোভ ওরে মন কখনই করো না,
> পাপের কণ্টক-পথে কখনই যেও না,
> বিলাসের সাধ হৃদে কখনই রেখো না,
> নিষ্পাপ নয়ন মন হৃদয়ে রাখিয়ে,
> যাও মন ধীরে ধীরে, শান্তি ধামে চলিয়ে।"

সঙ্গীত সমাপ্ত হইল; কিল্লাদার কন্যার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

কল্যাণী যে সঙ্গীতটি গাহিতেছিলেন, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয়ভাবের পরিচায়ক। কল্যাণীর পরম সুন্দর, অথচ বালিকার ন্যায় সরলতাপূর্ণ মুখখানি দেখিলেই বোধ হইত যে, তিনি সাংসারিক সামান্য আমোদের অনুরাগিণী ছিলেন না এবং তাঁহার মন শান্তি ও পবিত্রতায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার সুগোল সমুজ্জ্বল ললাটের উপর হইতে সমস্ত মস্তক ব্যাপিয়া ঘনকৃষ্ণ নিবিড় চিকুরদাম অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। কল্যাণীর কোমল নয়ন কখন অপরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টিমাত্রও সহ্য করিতে পারিত না এবং ভীত ও সঙ্কুচিতভাবে তাদৃশ দৃষ্টির পথ হইতে অপসৃত হইত। যে পরিবারের মধ্যে কল্যাণীর জন্ম, সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব তাঁহার অপেক্ষা কঠিনতাময়, উদ্যমপূর্ণ, উৎসাহময় এবং কার্য্যানুরাগী। কল্যাণীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন হওয়ায়, তিনি সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ও পরবাসনানুবর্ত্তিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহার মন অনুরাগশূন্য বা ভাববিহীন হইয়া যায় নাই। তিনি যখন একাকিনী থাকিতেন, তখন তাঁহার চিত্ত পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছামত পথে ক্রীড়া করিত। তিনি রাজস্থানের ইতিবৃত্তোক্ত অপূর্ব্ব

কাহিনী সকল তখন আলোচনা করিতেন এবং সেই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, শূন্যপথে মনোহর রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেন। তিনি যখন নির্জ্জনে থাকিতেন, তখনই কেবল এইরূপ আকাশ-কুসুমের সেবা করিতেন। যখন তিনি একান্তে স্বীয় প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেন, অথবা যখন তিনি আপনার পুষ্পকাননে একাকিনী বিচরণ করিতেন, তখনই তাঁহার চিত্ত স্বাভাবিক সজীবতায় পরিপূর্ণ হইত এবং তখনই তিনি নারী-কুলকমলিনী পদ্মিনীর ন্যায় দেশের নিমিত্ত, যশের নিমিত্ত, মানের নিমিত্ত জ্বলন্ত অনলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেন; অথবা রাণী কর্ম্মদেবীর পবিত্র আখ্যান স্মরণ করিয়া, কাল্পনিক সমরে অবতীর্ণা হইতেন; কখন বা প্রতাপ সিংহের অমানুষ তেজ ও সহিষ্ণুতা চিন্তা করিতে করিতে কল্পনা-রাজ্যে তাঁহার মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া, ভক্তি ও প্রীতি-কুসুম দ্বারা তাঁহার চরণার্চ্চনা করিতেন; কখন বা বালক বাদলের বীরকীর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাকে চিরপরিচিত আত্মীয় জ্ঞানে তাঁহার বিয়োগ-কাতরতা প্রকাশ করিতেন এবং কখন বা পুত্র-জননীর সহিত একত্র থাকিয়া বীরবালকের সমর-সজ্জা করিয়া দিতেন।

কল্পনারাজ্যে কল্যাণীর হৃদ্‌বৃত্তি স্বাধীনভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইত বটে, কিন্তু বাহ্য রাজ্যে তাঁহার মনোবৃত্তি সন্নিহিত আত্মীয়জনের বাসনা দ্বারাই পরিচালিত ও বিকসিত হইত। পরকীয় বাসনার অনুগামী না হইয়া এবং আত্মবাসনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, তিনি কোনই মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, সুতরাং তিনি স্বেচ্ছায় নিজ চিত্তকে আত্মীয়জনের মতানুসারিণী করিয়া পরিচালিত করিতেন। পাঠক অবশ্যই কোন না কোন পরিচিত পরিবারমধ্যে দেখিয়া থাকিবেন, অপেক্ষাকৃত সতেজহৃদয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক এক জন স্বভাবতঃ নিতান্ত কোমল, নমনশীল ও শান্ত-প্রকৃতির লোক থাকে; স্রোতস্বিনীর গর্ভ-নিক্ষিপ্ত ভাসমান পুষ্প যেরূপ নিশ্চেষ্ট ও অক্ষমভাবে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়, তাহারাও তদ্রূপ বিনা আপত্তিতে পরকীয় ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পরিবারমধ্যে যে কোমল ও সরল স্বভাব ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে পরকীয় কর্ত্তৃত্বের অধীন করিয়া রাখে, প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহারা তাহার বাসনার পরিচালক, তাহারা তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া থাকে।

কল্যাণীর সম্বন্ধেও অবিকল এইরূপ ঘটিয়াছিল। তাঁহার কথপ্রিয়, কটচিন্‌ পূর্ণ নানা বিষয়াবিষ্ট পিতা তাঁহাকে এতই স্নেহ করিতেন যে সময়ে সময়ে তিনি আপনা আপনিই তাঁহার স্নেহের পরিমাণ স্মরণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। কল্যাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাদশাহ-দরবারে উচ্চ গৌরবলাভার্থ লোলুপ—সমরক্ষেত্রে বীরকীর্ত্তি দেখাইয়া, স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত—নবীন বয়সে, নবীন উৎসাহে তিনি নিরন্তর ভাসমান—তাঁহার হৃদয়-প্রবাহ কেবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রমুখে প্রবাহিত, তথাপি তাঁহার সেই অবসরহীন হৃদয়েও কল্যাণীর জন্য অপরিমেয় স্নেহ সঞ্চিত ছিল এবং তিনি কল্যাণীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিয়া সুখ লাভ করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ মুরারি নিতান্ত বালক। তাহার বালক জীবনের যাহা কিছু আনন্দ, যাহা কিছু উদ্বেগ, তৎসমস্ত ব্যক্ত করিবার একমাত্র স্থল কল্যাণী। বালক, তীর দ্বারা কেমন মৃগ শীকার করিয়াছে, পাথর দিয়া কেমন করিয়া একটা ভয়ানক সাপ মারিয়াছে, গুরু মহাশয়ের সহিত কেমন করিয়া কলহ করিয়াছে, সমস্ত কথাই সে কল্যাণীকে বলিয়া সুখী হইত। এই সকল কথা যতই সামান্য হউক, কল্যাণী ধীরভাবে ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন। মুরারি যে সকল বিষয়ের অনুরাগী, কল্যাণীর কর্ণও সুতরাং তত্তদ্বিষয়ের অনুরাগী।

কেবল কল্যাণীর জননী, কন্যার এরূপ কোমল স্বভাব ঘৃণার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন; এ জন্য তিনি তাঁহাকে অন্যান্য সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কল্যাণীর শরীরে তাহার অপেক্ষাকৃত হীনবংশ-সম্ভূত পিতৃশোণিতেরই প্রাধান্য ছিল, এরূপ নির্ব্বোধ ও তেজস্বভাব দুহিতাকে ভাল না বাসা অসম্ভব, তথাপি বিল্লাদারণী কন্যার অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে জননীর পিতৃকলানুরূপ অপরিমেয় পুরুষতার সমাবেশ ছিল, এই জন্যই তিনি মাতার আনন্দ-নিকেতন হইয়াছিলেন।

বিল্লাদারণী বলিতেন,—'আমার শম্ভু মাতৃকুলের গৌরব বজায় রাখিবে, পিতৃকুল উজ্জ্বল করিবে ও

তাহার গৌরব বাড়াইয়া দিবে। কল্যাণী কোন উঁচুঘরে পড়িবার অনুপযুক্ত। কোন সামান্য জমীদারের সহিত উহার বিবাহ হইবে, সে উহার খাওয়া-পরা চালাইবে, উহার হীনজনোচিত বাসনা মিটাইবে, কিন্তু ও কখন তাহার কোন কাজে লাগিবে না, তাহার অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধেও কোনই সহায়তা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় উহার অপেক্ষা অনেক অধিক উদ্যমশীল অথবা এককালে উহারই মত উদ্যমহীন লোকের সহিত যদি উহার বিবাহ হয়, তাহা হইলেই বড় ভাল হয়।"

সন্তানদিগের গুণ ও পারিবারিক সুখ-শান্তির অপেক্ষা বংশ-মর্য্যাদার পক্ষপাতিনী জননী এইরূপ ভাবে কল্যাণীর জীবনের সমালোচনা করিতেন। অনেক জননী যেমন পূর্ব্বাহ্ণে বুঝিতে পারেন না—তিনিও এইরূপ বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহার কন্যার হৃদয়-ক্ষেত্রে এরূপ ভাবের অঙ্কুর নিহিত আছে, যাহা হয় তো এক দিবসেই এমন বৃদ্ধি পাইবে যে, যখন তাহার বল ও ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িবে। এতাবৎকাল কল্যাণীর জীবন-প্রবাহ ধীর ও মন্থর গতিতে সমভূমির উপর দিয়া, সমানভাবেই চলিয়া যাইতেছে। ইহা কল্যাণীর পক্ষে সুখেরই বিষয় যে, তাহার জীবনে এখনও এমন কোন ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে তাহার জীবন-প্রবাহের গতি বিভিন্ন পন্থা পরিগ্রহ করিতে পারে।

কল্যাণীর সঙ্গীত-সমাপ্তির সমসময়েই কিল্লাদার তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "মা, কল্যাণি! এই বয়সেই সাংসারিক সুখের প্রতি তোমার এত বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে মা? এখনও তো সুখ-দুঃখময় জীবন সংই সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। তুমি সাংসারিক সুখের কি জান—কি দেখিয়াছ যে, তাহা এত ঘৃণার জিনিস বলিয়া বর্ণনা করিতেছ?"

কল্যাণী লজ্জা সহকারে বলিলেন "গান আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া গাই নাই তো বাবা, আর আমার নিজের মনের ভাবের সঙ্গেও গানের কোন সম্বন্ধ নাই—যাহা মনে পড়িল, তাহাই গাহিলাম।"

তাহার পর কিল্লাদার কন্যাকে বায়ু সেবনার্থ তাঁহার সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

দুর্গ-সন্নিহিত পাহাড় ও তাহার পাদদেশাশ্রিত বনভূমি পরম রমণীয় দৃশ্য। বনভূমিতে কেবল অত্যুন্নত আরণ্য-বৃক্ষসকল শোভা পাইতেছে এবং কুঠারাঘাত হেতু প্রতিহত না হওয়ায় বর্দ্ধিতায়তন হইয়া গগন স্পর্শ করিতে মস্তক উত্তোলন করিতেছে; নিম্নভূমি অধিকাংশ স্থলেই সুপরিস্কৃত এবং কণ্টকলতাদি-পরিশূন্য। বৃক্ষাদির অন্তরাল হইতে পাহাড়ের প্রাবৃট্‌কালীন নিবিড় কৃষ্ণমেঘসদৃশ গম্ভীর শ্রী বড় সুন্দর দেখাইতেছে। পিতা ও পুত্রী এইরূপ স্থানে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় এক জন ধনুর্দ্ধারী ভীল তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া সসম্মানে অভিবাদন করিল। কিল্লাদার তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রে রঙ্গুয়া, হরিণ শীকার করতে বাহির হইয়াছিস?"

"আজ্ঞা হাঁ ধর্ম্মাবতার! আপনি দেখিবেন কি?"

রঘুনাথ কন্যার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া বলিলেন,—"না—আর কাজ নাই।"

শীকার দেখা উত্থাপিত হইবামাত্র কল্যাণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নিরীহ হরিণ যে বাণবিদ্ধ ও রুধিরাক্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট্ করিবে, এ দৃশ্য তাঁহার কোমল প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। পিতা শীকার দেখিতে অস্বীকার করায়, তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু যদি তাঁহার পিতা অস্বীকার না করিয়া রঙ্গুয়ার সহিত শীকারের তামাসা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে কল্যাণী কোন ক্রমেই আপনার অনিচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না।

রঙ্গুয়া কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল,—"কেমন দিন পড়িয়াছে, এখন আর রাজপুতের শীকার ভাল লাগে না। এখন শম্ভু রাজা (কিল্লাদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র) শীঘ্র বাটী না ফিরিলে এ রাজ্যে আর শীকারের সুখ পাওয়া যাইবে না। মুরারি রাজা (কিল্লাদারের কনিষ্ঠ পুত্র) কতকটা মানুষের মত হইবেন বলিয়া ভরসা ছিল, কিন্তু তাঁহাকে যেরূপ বৃথা পড়া শুনার জন্য তাগিদ করা হইতেছে, তাহাতে তাঁহারও ভরসা ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দুর্গস্বামীর সময়ে কিন্তু এরূপ ছিল না। সে সময় হরিণ মারিবার কথা উঠিলে সকল লোক মায়ের কোলের ছেলেটি পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য দৌড়িত। তাহার পর যখন হরিণ মারা পড়িত, তখন দুর্গস্বামী শিরোপা দিতেন। এখনকার দুর্গস্বামী বিজয় সিংহের মত শীকারী, রাণা সংগ্রামসিংহের পর আর কখনও হয় নাই। কিন্তু

পাহাড়ের এ দিকে শীকারে আসিতে এখন আর তাঁহার বড় একটা মন দেখা যায় না।"

রঙ্গুয়ার বক্তৃতার মধ্যে কিল্লাদারের বিরক্তিকর কথা অনেকই ছিল কিল্লাদার বুঝিলেন যে, তাঁহার এই সামান্য ভৃত্যও, তাঁহার রাজপুতোচিত মৃগয়ায় অনাসক্তি হেতু তাঁহাকে স্পষ্টই ঘৃণা করে। কিন্তু এই সকল ভীল শীকারী মৃগয়া-নিপুণতা হেতু প্রভুদিগের নিতান্ত অনুগ্রহ-ভাজন ছিল। সুতরাং তাহারা কখন কখন প্রভুদিগকে দুই একটা অপ্রিয় কথা বলিলেও বিরক্তি প্রকাশ করার রীতি ছিল না। কিল্লাদার হাসিতে হাসিতে রঙ্গুয়াকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অন্য বিষয়ের আলোচনায় অদ্য তাঁহার মন নিবিষ্ট আছে, এ জন্যই আজি তিনি শীকারের আমোদ ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার পর বস্ত্রমধ্য হইতে কিছু পয়সা বাহির করিয়া রঙ্গুয়ার হস্তে প্রদান করিলেন। রঙ্গুয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

তখন কিল্লাদার কোন বিশেষ অ বশ্যকতা হীন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে যেরূপ ভাব হয়, সেই-রূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্গস্বামীকে যেরূপ উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ, শীকারী ও সাহসী বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করে, বাস্তবিকই তিনি কি সেরূপ?"

রঙ্গুয়া বলিল,—"সাহসী—ওঃ! সাহসের কথা কি বলিব একবার বাল্যকালে স্বর্গীয় দুর্গস্বামী লক্ষ্মণসিংহ, বর্ত্তমান দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ আরও অনেক লোক শীকারে গিয়াছিলেন আমিও সে সঙ্গে ছিলাম। ওবে বাপ রে! মহাশয়, একটা বুনো মহিষ সকলকে এমন তাড়া করিল যে, প্রাণ যায় আর কি! আমরা তো প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিলাম দেখিলাম, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসিংহ মারা যান যান হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্গস্বামী বিজয়সিংহের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। মহাশয়, ষোল বৎসরের ছেলে সেখানে তখন যেরূপ সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন, তাহা আর জীবনে কখন ভুলিব না। বালক সেই দুর্দ্দান্ত মহিষের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে তরবারি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন! ওঃ! এমন বীর—এমন সাহসী আর কি হয়? ঈশ্বর তাঁহাকে সুখে রাখুন।"

কিল্লাদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অসি-চালনায় তাঁহার যেমন নিপুণতা আছে, ধনুর্ব্বাণেও কি তেমনই পারদর্শিতা আছে?"

রঙ্গুয়া সমুৎসাহে বলিল,—"ধনুর্ব্বাণ তাঁহার সিদ্ধ-বিদ্যা। অধিক কি বলিব, আমার এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে যে পয়সাটি রহিয়াছে, দুর্গ স্বামী ইচ্ছা করিলে, দুই শত হাত দূর হইতে ইহা তীর দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া দিতে পারেন। আর আপনি কি চান?"

রঘুনাথ বলিলেন —"এ আশ্চর্য্য বটে। তবে এস রঙ্গুয়া, অনেকক্ষণ তোমাকে কথাবার্ত্তায় আটকাইয়া রাখিয়াছি।"

রঙ্গুয়া প্রণাম করিয়া অনুচ্চস্বরে গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। যতই সে বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই ক্রমে ক্রমে তাহার সঙ্গীত-ধ্বনি মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। রঙ্গুয়ার গীত এককালে থামিয়া গেলে, কিল্লাদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কল্যাণি! তুমি তো বাছা এ দেশের চাঁদ বর্দাই * এ দেশের যাবতীয় লোকের প্রাচীন বৃত্তান্ত তোমার জানা আছে। তুমি বলিতে পার, এই রঙ্গুয়া কখন দুর্গস্বামীদিগের অধীনে কোন কাজ করিয়াছিল কি না যেকটা তাহা না হইলে দুর্গস্বামীদিগের এত অনুরাগী কি জন্য?"

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বাবা! চাঁদ বর্দাই রাজ-কাহিনী, যুদ্ধ-কাহিনী প্রভৃতির

* মহাত্মা কর্ণেল টড লিখিয়াছেন,—

"The work of Chund is a universal history of the period in which he wrote, in the sixty nine books, comprising one hundred thousand stanzas, relating to the exploits of Prithi Raja, every noble family of Rajasthan will find some record of their ancestors &c."

অর্থাৎ চাঁদের গ্রন্থ যে সময় লিখিত হইয়াছে, তাহা তৎসাময়িক সুবিস্তৃত ইতিহাস। এই লক্ষ-শ্লোকাত্মক উনসপ্ততি সর্গে বিভক্ত, পৃথিরাজের বীরকীর্ত্তির বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ রাজপুত-বংশ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের কোন না কোন বর্ণন নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন।—। শ্রীযুক্ত হরি-মোহন মুখোপাধ্যায়-প্রকাশিত ইংরাজী রাজস্থান ১ম খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠ দেখ।

বর্ণনা করিতেন; আর আমি রঙ্গুয়া ভীলের কাহিনী, না হয় সেইরূপই অপর কোন লোকের কাহিনী বর্ণনা করিয়া—চাঁদ কবির সমকক্ষতা কেমন করিয়া পাইব? সে যাহা হউক, আমার বোধ হয়, রঙ্গুয়া বাল্যকালে দুর্গস্বামীদিগের অধীনে নিযুক্ত ছিল। তাহার পর সে এ দেশ ছাড়িয়া হারাবতীতে চলিয়া যায়। সেখান হইতে আপনি তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বাবা! প্রাচীন দুর্গস্বামীদিগের কোন বিবরণ জানিতে যদি আপনার বাসনা থাকে, তাহা হইলে শান্তা বুড়ীর নিকটে গেলে সে আপনাকে সব জানাইতে পারিবে।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"তাহাতে আমার কি দরকার বাছা? তাহাদের ইতিহাস বা তাহাদের গুণপণার কথা আমি জানিয়া কি করিব কল্যাণি?"

কল্যাণী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি না; আপনি রঙ্গুয়াকে দুর্গস্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই জন্যই বলিতেছি।"

কিল্লাদার কহিলেন,—"তুমি বুঝি বাছা, এ অঞ্চলের সকল বুড়ীদেরই চেন?"

কল্যাণী বলিলেন, "তা চিনি বই কি বাবা! না চিনিলে তাহাদের বিপদের সময় সাহায্য করিতে পারিব কেন? কিন্তু শান্তা বুড়ীর বাদশাহ—উপকথার রাণী! রাজা-রাজড়ার যত প্রাচীন কাহিনী, সে সবই শান্তা বুড়ীর কণ্ঠস্থ। শান্তা বুড়ী কাণা হইলেও সে যখন কথা কহে, তখন বোধ হয়, যেন শান্তা কোন উপায়ে শ্রোতার মর্ম্ম-স্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতেছে। যদিও গত বিশ বৎসর শান্তা চক্ষু রত্ন হারাইয়াছে, তথাপি যখনই আমি তাহার সহিত কথা কহি, তখনই হয় মুখ ফিরাই, অথবা হাত দিয়া মুখ ঢাকি; আমার যেন বোধ হয়, শান্তা আমার মুখের ভাবান্তর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। শান্তার ব্যবহারাদি দেখিয়া আমার বিশ্বাস হয়, সে কোন বড় ঘরের মেয়ে। আসুন বাবা, আপনার শান্তাকে দেখিতেই হইবে; তাহার কুটীর এখান হইতে অধিক দূর নহে তো।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"কল্যাণি! তুমি এত কথা বলিলে বটে, কিন্তু আমার কথার উত্তর হইল না। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এ বুড়ীকে এবং প্রাচীন দুর্গস্বামীদের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ?"

কল্যাণী বলিলেন,—"বোধ করি, কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শান্তার দুইটি পৌত্র আপনার অধীনে কি কাজ করিত; সেই জন্য শান্তা এখনও এখানে থাকে। শান্তা সতত সময়ের পরিবর্ত্তন এবং এই কালাদুর্গ ও তৎসংসৃষ্ট বিষয়াদি হস্তান্তর হওয়ায় যেরূপ দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাতে বোধ হয় যে, সে নিতান্ত অনিচ্ছায় এখানে থাকে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তবে তো শান্তা বড় উদারস্বভাবই বটে। সে আমারই অন্ন খাইয়া উদর পূরণ করে এবং যাহারা তাহার বা অপর কোন লোকেরই কোন উপকারে লাগে না, তাহাদেরই জন্য সতত দুঃখ করে ও তাহাদের অধীনে থাকিতে না পাওয়ায় কাতরতা প্রকাশ করে,—এ ব্যবহার সদাশয়তার উত্তম পরিচয় সন্দেহ কি?"

কল্যাণী কহিলেন,—"বাবা! শান্তার সম্বন্ধে তোমার অন্যায় বিচার করা হইতেছে। শান্তা পয়সার প্রত্যাশিনী নহে। সে যদি উপবাস করিয়া মারা যায়, তথাপি কাহারও নিকট কখন একটি পয়সাও ভিক্ষা করিবে না, ইহা স্থির। বুড়ো হইলে সকল মানুষই যেমন আপনাদের সময়কালের গল্প করিতে বড় ভালবাসে, সে-ও তেমনই গল্প করিতে ভালবাসে মাত্র। শান্তা অনেক দিন দুর্গস্বামীদের অধীনে কাটাইয়াছে, এই জন্য সে দুর্গস্বামীদিগের গল্পই কিছু অধিক করে। ইহা আমার স্থিরবিশ্বাস যে, এক্ষণে তুমি তাহার রক্ষক বলিয়া সে তোমার প্রতিও কৃতজ্ঞ এবং তুমি তাহার নিকটস্থ হইলে, সে অপর কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, সানন্দে তোমারই সহিত কথোপকথন করিবে। এস বাবা, তোমায় শান্তাকে দেখিতেই হইবে।"

আদরিণী কন্যার ন্যায় কল্যাণী স্বাধীনতা সহকারে পিতাকে স্বেচ্ছামত পথে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কল্যাণী পথ-প্রদর্শিকারূপে পিতাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কিল্লাদারের চিত্ত সর্ব্বদা বহু গুরুতর বিষয়-চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিত, এ জন্য তিনি তাঁহার সুবিস্তৃত অধিকারের সর্ব্বস্থান সতত সন্দর্শন করিতে সময় পাইতেন না; সুতরাং অধিকাংশ স্থান তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কল্যাণীর তাদৃশ কারণ না থাকায়, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক শোভা-সন্দর্শনে সমধিক আসক্তি হেতু তিনি সততই সন্নিহিত স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিতেন। তদ্ধেতু তত্রত্য যাবতীয় বনভূমি, গিরিসঙ্কট, আরণ্য পন্থা সকলই তাঁহার সুন্দররূপ জ্ঞানগোচর ছিল। রঘুনাথ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া প্রীত হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার ক্ষুদ্রকায়া, স্নেহপরায়ণা, আদরিণী কন্যা কখন বা কোন অতিকায় বৃক্ষের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করাইয়া, কখন বা কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব পথ বা প্রান্তর দেখাইয়া, কখন বা কোন উচ্চস্থান হইতে নিম্নভূমির শোভার উল্লেখ করিয়া এবং কখন বা ঘনারণ্য প্রভৃতির মধ্যবর্ত্তী হইয়া তত্রত্য গম্ভীরভাবের বর্ণনা করিয়া কিল্লাদারের প্রীতি শতগুণে সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

উক্তরূপ উচ্চস্থানে একবার উপনীত হইয়া কল্যাণী পিতাকে বলিলেন যে, তাঁহারা শান্তা বুড়ীর কুটীর-সমীপস্থ হইয়াছেন। পরক্ষণেই যেমন তাঁহারা তত্রত্য ক্ষুদ্র পাহাড়পার্শ্বস্থ পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, অমনি গভীর উপত্যকামধ্যস্থ বুড়ীর দুর্দ্দশাপন্ন কুটীর তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। কুটীরের হীনাবস্থা ও আলোকহীনতা তদধিকারিণীর অবস্থার সহিত বিশেষ সমতা স্থাপন করিয়াছে।

বৃদ্ধার কুটীর একটি উচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে সংস্থিত; পাহাড়ের উর্দ্ধভাগ কুটীরের উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, তাহার অসংলগ্ন অংশবিশেষ সহসা স্খলিত হইয়া নিম্নস্থ ভঙ্গুর আশ্রয়কে চূর্ণীকৃত করিবে বলিয়া বিভীষিকা দেখাইতেছে। তৃণাচ্ছাদিত কুটীরখানির নিতান্ত জীর্ণ দশা। কুটীরোর্দ্ধ হইতে নীলাভ বাষ্প মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়া তদূর্দ্ধস্থ ধূসরবর্ণ গিরির সহিত সম্মিলিত হইতেছে এবং তৎসংস্পৃষ্ট দৃশ্যকে নিরতিশয় নয়নবিনোদন করিতেছে। কুটীরের পুরোভাগ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নানাবিধ বৃক্ষাদি-পরিবৃত। সেই বৃক্ষাদি-সন্নিধানে শান্তা বুড়ী বসিয়া কয়েকটি মেষ শাবককে যত্নসহকারে নবীন তরুপল্লবাদি খাওয়াইতেছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মেষপালনই শান্তার জীবনযাত্রার উপায়।

এই মেষপালিকার ব্যবসায় তাহার অদৃষ্টের বক্রতা, তাহার হীন আবাস, সকলই নিতান্ত দুর্দ্দশার পরিচায়ক। কিন্তু দৃষ্টিমাত্রই প্রতীত হয় যে, বৃদ্ধার অত্যধিক বয়স বা দুরদৃষ্ট বা দৌর্ব্বল্য কিছুই তাহার মানসিক তেজের খর্ব্বতাসাধনে সমর্থ হয় নাই।

একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে বৃদ্ধা উপবিষ্টা। তাহার দেহ সমুন্নত—বয়োধিক্য হেতু কিঞ্চিন্মাত্রও অবনত নহে। তাহার পরিচ্ছদ সামান্য হইলেও মলিনতা-বর্জ্জিত। এই স্ত্রীলোকের মুখের ভাব এরূপ স্বাভাবিক গম্ভীরতায় আচ্ছাদিত যে, দর্শনমাত্রে দর্শক তাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলেই আন্তরিক সম্মানসহকারে তাহার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হয়। বৃদ্ধাও তাদৃশ ব্যবহার তাহার প্রতি অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে অবিকৃত চিত্তে তাহাতে কর্ণপাত করিতে থাকে। যৌবনকালে বৃদ্ধা সুন্দরী ছিল—এখন তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তাহার বদনে সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উচ্চতা-সূচক ভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। নেত্ররত্নহীন বদন এতাদৃশ হৃদয়-ভাবব্যঞ্জক হইতে পারে, ইহা আশ্চর্য্য বটে! বৃদ্ধার চক্ষু সর্ব্বতোভাবে নিমীলিত ছিল; সুতরাং দৃষ্টিহীন বিকট নয়নতারকা তাহার বদনশ্রীর কোন প্রকার অপচয় করিতে পারে নাই।

কল্যাণী, বৃদ্ধার প্রাঙ্গনদ্বারের অর্গল উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—"শান্তা! আমার পিতা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।"

কল্যাণী ও কিল্লাদারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধা মস্তক নত করিয়া বলিল, "আসিতে আজ্ঞা হউক, —আমার পরম সৌভাগ্য।"

রঘুনাথ কিল্লাদার বৃদ্ধার আকৃতি দেখিয়া কতকটা সমাদর সহকারে বৃদ্ধার সহিত আলাপ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। বলিলেন,—"মা, মেষপাল তুমি কেমন করিয়া রক্ষা কর, তাহা আমি বুঝিতে

পারিতেছি না বোধ হয়, এ জন্য তোমার যথেষ্ট কষ্ট হয়।"

বৃদ্ধা বলিল,—"না, কেন হইবে? যাহার যাহা জীবিকা, তাহাতে তাহার কষ্ট হইলে চলিবে কেন? নরপতিগণ প্রতিনিধি দ্বারা যেরূপে প্রজাসমূহ শাসন করেন, সেইরূপে আমিও প্রতিনিধি দ্বারা মেষপালন করিয়া থাকি। সৌভাগ্যক্রমে এ সম্বন্ধে আমার যোগ্য মন্ত্রী আছে।—পার্ব্বতি! এ দিকে এস।"

হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে একটি বালিকা তথায় আগমন করিল। সেই বালিকা পার্ব্বতী। শান্তা তাহাকে বলিল,—"পার্ব্বতি! কিল্লাদার মহাশয় এবং কুমারী কল্যাণী আসিয়াছেন। ইঁহারা যেরূপ সম্ভ্রান্ত লোক, আমাদের তদনুরূপ অভ্যর্থনা করা আবশ্যক। অতএব তুমি ইঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য, গৃহমধ্যে যে ফলমূল থাকে, আনিয়া দাও। যেন অপরিষ্কার না হয়।"

পার্ব্বতী আজ্ঞাপালনার্থ গমন করিল। কিল্লাদার এরূপ দরিদ্র ও সামান্য লোকের বাটীতে খাদ্য গ্রহণ করা অবৈধ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে সে নিয়ম পালন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না এবং তদ্রূপ করিতে তাঁহার ইচ্ছাও হইল না। পার্ব্বতী বৃক্ষপত্র বিস্তৃত করিয়া, তাহাতে কিল্লাদার ও তাঁহার কন্যার নিমিত্ত কয়েকটি ফলমূল স্থাপন করিল। তাঁহারাও তাহার কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। তখন কিল্লাদার জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এই স্থানে বহুকালাবধি আছ বোধ হয়।"

বৃদ্ধার উত্তর প্রত্যুত্তর যদিও যথেষ্ট শিষ্টাচারে পরিপূর্ণ, তথাপি তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং ঠিক যাহা না বলিলে নহে, কেবল তাহাই। কিল্লাদারের বাক্যের উত্তরস্বরূপে বৃদ্ধা বলিল,—"বিগত ষাটি বর্ষকাল আমি এই কমলায় আছি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, মিবার তোমার আদিম নিবাস নহে।"

বৃদ্ধা বলিল,—"না, মাড়বার আমার জন্মভূমি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"কিন্তু এ দেশের প্রতি তোমার জন্মভূমির মতই অনুরাগ দেখিতেছি।"

তখন বৃদ্ধা বলিল,—"এই প্রদেশেই আমার ভাগ্যচক্র কখন সুখ, কখন বা দুঃখের পথে আবর্ত্তিত হইয়াছে; এই দেশেই আমি উন্নতমনাঃ ও প্রেমপরায়ণ ব্যক্তির পত্নীরূপে জীবনের বিংশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছি; এই স্থানেই আমি ছয়টি আনন্দনিকেতন পুত্র প্রসব করিয়াছি; এই স্থানেই আবার পরমেশ্বর আমাকে এই সকল সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; এই স্থানেই একে একে সকলেই কালের করাল কবলে কবলিত হইয়াছে এবং শ্মশানভূমিতে ভস্ম হইয়া পঞ্চভূতে আপনাদের ভূতময় দেহ মিশাইয়াছে। যত দিন তাহারা জীবিত ছিল, তত দিন তাহাদের দেশই আমার দেশ ছিল, এক্ষণে তাহারা নাই; সুতরাং আমারও তাহাদের দেশ ছাড়া অন্য দেশ নাই।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার ঘরখানি নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে।"

কল্যাণী, লজ্জামিশ্রিত আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—"বাবা, যদি দোষ মনে না করেন, তাহা হইলে আপনার কর্ম্মচারীদিগকে এই ঘরখানা ভাল করিয়া দিবার আদেশ করিয়া দিলে ভাল হয়।"

বৃদ্ধা বলিল,—"কুমারি! আমার জীবনকাল এই ঘরে বেশ কাটিয়া যাইবে। এই বিষয়ের জন্য কিল্লাদার মহাশয় একটুও কষ্ট করেন, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

কল্যাণী বলিলেন,—"এককালে তুমি ভাল বাটীতেই বাস করিতে, যথেষ্ট ধনজনও ছিল। এক্ষণে এই বৃদ্ধবয়সে এই কদর্য্য কুটীরে কেমন করিয়া বাস করিবে?"

বৃদ্ধা বলিল, "যে সকল যন্ত্রণা আমি স্বয়ং সহ্য করিতেছি এবং অপরকে সহ্য করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে যখন এ হৃদয় ভাঙ্গে নাই, তখন নিশ্চয়ই ইহা নিতান্ত কঠিন। এরূপ কঠিন হৃদয় সামান্য দশাবিপর্য্যয়ে কেন কাতর হইবে?"

কিল্লাদার বলিলেন, "আমার বোধ হয়, তুমি জীবনকালে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়াছ এবং সম্ভবতঃ সে সকল ঘটনা ঘটিবে বলিয়া তুমি পূর্ব্ব হইতে জানিতে।"

শান্তা প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না দিয়া বলিল,—"কেমন করিয়া সে সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হয়, তাহা আমি জানিয়াছি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"কালে তাদৃশ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জানিতে।"

আবার বৃদ্ধা উত্তর দিল,—"ঠিক কথা। যে

বৃক্ষমূলে আপনি উপবেশন করিয়াছেন, তাহা সময়-ক্রমে হয় আপনিই, না হয় ছেদকের কুঠারাঘাত হেতু ধ্বংস হইবে ইহা যেমন সুনিশ্চিত, তেমনই বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন স্থিরনিশ্চিয় কিন্তু ইহা আমার বোধ ছিল না যে, যে বৃক্ষ আমার অবাসভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার নাশ আমাকে দেখিতে হইবে।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"তুমি মনে করিও না যে আমার বিষয়-আশয়ের বিগত অধিকারীদিগের বৃত্তান্ত তুমি সবিষাদে স্মরণ করিতেছ বলিয়া আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইব। প্রত্যুত তাহাদিগের প্রতি আসক্ত থাকিবার অবশ্যই তোমার প্রকৃষ্ট কারণ আছে; আমি তোমার এতাদৃশ কৃতজ্ঞতার সম্মান করিতেছি। আমি তোমার কুটীরের জীর্ণসংস্কার করিবার আদেশ দিব এবং ভরসা করি, উত্তরোত্তর পরিচয়ের বৃদ্ধি সহকারে আমরাও পরস্পর আত্মীয় ভাবে জীবনপাত করিতে সমর্থ হইব।"

বৃদ্ধা বলিল,—"এ বয়সে আর নূতন আত্মীয়তা কেহই করে না, তাহা আপনি জানেন। তথাপি আপনার আন্তরিক সদাশয়তা হেতু আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমার যাহা যাহা প্রয়োজন, তৎসমস্তই আমার আছে, সুতরাং আমি মহাশয়ের নিকট হইতে আর কিছুই গ্রহণ করিতে চাহি না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তুমি অতি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক দেখিতেছি। আমি ভরসা করি, তুমি জীবনের অবশিষ্ট কাল আমার এই জমীতে বিনা খাজনায় বাস করিবে।"

বৃদ্ধা কহিল,—"বোধ হয় তাহা করিব। যদিও সামান্য কথা মহাশয়ের মনে না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার যেন মনে হইতেছে, কমলা-দুর্গ ও তৎ-সংক্রান্ত ভূ-সম্পত্তি যখন মহাশয়ের নিকট বিক্রীত হয়, তখন সে বিক্রয়-পত্রে একটা নিয়ম ছিল যে, যাবজ্জীবন ঘরের খাজনা না দিয়া এখানে বাস করিতে পাইব।"

কিল্লাদার কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"ঠিক ঠিক—আমার মনে ছিল না বটে। দেখিতেছি, তুমি দুর্গস্বামীদিগের এতই অনুরোগিণী যে, আমার নিকট হইতে কোনই উপকার-গ্রহণে তোমার মত নাই।"

শান্তা বলিল,—"না মহাশয়, আপনার প্রস্তাবিত উপকার আমি গ্রহণ করিতেছি না বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ। ঐ সকল প্রস্তাবের প্রতিশোধস্বরূপে আমি এখন মহাশয়কে যে সকল কথা জানাইতে বাসনা করিয়াছি, উপকার প্রতিশোধের তদপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্টতর উপায় জানিলে আমি সুখী হইতাম।"

কিল্লাদার বিস্মিত ও নিস্তব্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন। শান্তা বলিল, "কিল্লাদার মহাশয়, আপনি সতর্ক হউন। আপনার এক্ষণে বিষম পতোনোন্মুখ অবস্থা।"

রঘুনাথ বলিলেন, "বটে? কোন গুপ্ত মন্ত্রণা, কি কোন চক্রান্তের সংবাদ তুমি জানিতে পারিয়াছ না কি?"

বৃদ্ধা বলিল,—"না কিল্লাদার। যাহারা তাদৃশ ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তাহারা রুগ্ন, অন্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কখনই পক্ষ করে না। আমার সংবাদ অন্যরূপ। আপনি দুর্গস্বামীদিগের সহিত নিতান্ত কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন। জানিবেন, তাহারা ভয়ানক বংশ; এবং ইহাও জানিবেন যে, মানুষ ক্রোধান্ধ হইলে হিতাহিত বোধ থাকে না।"

কিল্লাদার বলিলেন, "আমি তাহাদের সহিত রাজব্যবস্থামত কার্য্যই করিয়াছি। তাহারা যদি আমার কার্য্য মন্দ মনে করে তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের সর্ব্বাগ্রে রাজ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।"

বৃদ্ধা বলিল,—"তাহারা অন্যরূপ মনে করিতে পারে এবং দুঃখ-নিবারণের জন্য অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, হয় তো অবশেষে রাজ-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার অভিপ্রায় কি? নবীন দুর্গস্বামী আমার দেহের উপর অত্যাচার করিবেন বলিয়া কি তোমার মনে হয়?"

শান্তা বলিল, "ঈশ্বর করুন, আমার মুখ দিয়া কখন যেন তেমন কথা না বাহির হয়। যুবক দুর্গস্বামীর চরিত্র কেবল উচ্চাশয়তা, সরলতা, সম্মানজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চগুণসমূহে পূর্ণ। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি দুর্গস্বামীদিগের বংশোদ্ভব। রাঘবেশ রায় ও ভবানীপতি সিংহের পরিণাম স্মরণ আছে কি, তাহাদিগের সে দশাও দুর্গস্বামীদিগেরই কার্য্য!"

কিল্লাদার চমকিয়া উঠিলেন। এই ভয়ানক ও লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডদ্বয় তাঁহার আমূল স্মৃতিপথারূঢ় হইল। যেরূপে ঐ দুই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, দুই বিভিন্ন সময়ে দুর্গাস্বামীদিগকে অপমানিত করিয়াছিল, এবং প্রতিহিংসাস্বরূপে যেরূপে দুর্গস্বামিগণ তাহাদের ভয়ানক শাস্তি দিয়া অবশেষে প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বৃদ্ধা বর্ণন করিল। সমস্ত শ্রবণ করিয়া কিল্লাদারের হৃদয় বস্তুতই ভয়ে আকুল হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, তাঁহার সম্বন্ধেও তাদৃশ ব্যবহার করা বর্ত্তমান দুর্গস্বামীর পক্ষে একটু অসম্ভব নহে। তিনি শান্তার নিকট হইতে আত্ম-হৃদয়ের ভীতি প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে শান্তা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, তাহার বাক্য সমূহ কিল্লাদারের হৃদয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। কিল্লাদার কয়েকটি সামান্য কথামাত্র কহিয়া, উত্তরাপেক্ষা না করিয়া, কন্যা সহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিল্লাদার ও কল্যাণী বহুদূর নীরবে গমন করিতে লাগিলেন। শান্তার মুখে পিতার বিপদ্-বার্ত্তা শুনিয়া কল্যাণীর চিত্ত নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিয়া পিতার চিন্তা-স্রোতের গতি রুদ্ধ করা অবৈধ বলিয়া তিনি মনে করিলেন; সুতরাং নীরবে চলিতে লাগিল।

সহসা কিল্লাদার জিজ্ঞাসিলেন,—"কল্যাণি, তোমাকে কাতর দেখিতেছি কেন?"

কল্যাণী প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া, অদূরে যে বন্য গো ও মহিষপাল চরিতেছিল, তদ্দর্শনে ভীত হইয়াছেন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। বস্তুতঃ এই সকল মহিষ-পাল ভয়ানক জন্তু, যদি তাহারা কোন প্রকারে কোন মানব কর্তৃক উত্ত্যক্ত বা ক্রুদ্ধ বা অপর কোন কারণে হিংসা-পরবশ হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই মানবকে শৃঙ্গ দ্বারা বিদারিত ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্ষান্ত হয়। তাহাদের দেহে অপরিসীম শক্তি, তাহাদের মূর্ত্তি ভয়ানকের একশেষ।

কল্যাণীর বাক্য সমাপ্ত হইলে কিল্লাদার অমূলক ভয়ের জন্য পরিহাস করিতে উদ্যত হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, অদূরে এক বিকট-মূর্ত্তি কৃষ্ণকায় মহিষ অতি বেগে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। হয় কল্যাণীর রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ দেখিয়া, না হয়, স্বাভাবিক হিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন-বাসনায় এই মহিষ উত্তেজিত হইয়াছে। মহিষ সজোরে ভূতলে পদাঘাত, শৃঙ্গ দ্বারা সময়ে সময়ে ভূ-পৃষ্ঠ বিদার এবং বিকট শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল।

কিল্লাদার মহিষের এবংবিধ ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ পশু অনিষ্ট সাধনোদ্দেশে নিবিষ্ট। তখন ভয়ে তিনি চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিলেন এবং উভয় হস্তে সজোরে কন্যার বাহু ধারণ করিয়া বেগে বিপরীত দিকে পলাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে পলায়নপর দেখিয়া উত্তেজিত পশু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং অধিকতর বেগে তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। সেই ক্রোধান্ধ পশুর ভয়ানক অবস্থা নিম্নোদ্ধৃত মহিষাসুরের বর্ণনা স্মরণ করাইতে লাগিল,—

"সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ ক্ষুরক্ষুণ্ণ-মহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥
বেগ-ভ্রমণ বিক্ষুণ্ণা মহী তস্য বিশীর্য্যতঃ।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ॥
ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ॥*

কিল্লাদার কন্যার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রাণপণ যত্নে দৌড়িতে লাগিলেন। ভয়ে, পরিশ্রমে ও উৎকণ্ঠায় কল্যাণী নিতান্ত উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন ক্রমে তাঁহার পাদচালন-ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া গেল এবং অবশেষে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন কিল্লাদার কন্যাকে লইয়া আর পলায়ন-চেষ্টা অসম্ভব জানিয়া, সেই ভূমিতলে দুহিতাকে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মূর্চ্ছিতা কন্যা ও ক্রুদ্ধ পশু এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন সেই ঘোর উত্ত্যক্ত ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর পশু অতি নিকটস্থ হইয়াছে প্রাণ বাঁচাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ওঃ! কি ভয়ানক অবস্থা!

* মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

হয় পিতা, না হয় পুত্রী, অথবা উভয়েরই জীবন অপ্রতিবিধেয় কারণে গতপ্রায়। তৎকালে তাঁহাদের রক্ষা-সাধনের কোনই উপায় নাই এবং সেই বিকট পশুর শৃঙ্গবিদারিত হইয়া কাল-কবলিত ব্যতীত অন্য পরিণাম অসম্ভাবিত। এইরূপ সময়ে কে জানে কেন, সেই যমোপম দুরন্ত পশু হঠাৎ বিকট ধ্বনি করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং মরণাপন্ন হইয়া অঙ্গাদি সঙ্কোচন করিতে লাগিল। মহিষের মেরুদণ্ড ও মস্তকের সন্ধিস্থলে একমাত্র তীর বিদ্ধ। কোথা হইতে কে এ তীর মারিল, তাহা কিল্লাদার স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার তাদৃশ চিন্তার উপযুক্ত অবস্থাও নহে। তিনি তখন নিতান্ত নিশ্চল ও কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান। এ দিকে কল্যাণী চেতনাহীন অবস্থায় ভূপতিতা, মধ্যে কিল্লাদার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান, অপর দিকে দুরন্ত ভয়ঙ্কর মহিষ সহসা মৃত্যু-কবলিত হইয়া নিপতিত! কেমন করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কাণ্ড সংঘটিত হইল, এখনই যে ভয়ানক জীবের আক্রমণে তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, সহসা তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই সাক্ষাৎ যমোপম পশু কেমন করিয়া এরূপ অবস্থাপন্ন হইল, এ কথা কিল্লাদার তো মীমাংসা করিতে পারিলেনই না; অধিকন্তু এ সকল কাণ্ড এত শীঘ্র ও এতাদৃশ অচিন্তিতপূর্ব্বরূপে সংঘটিত হইয়া গেল যে, কারণ অনুমান করা দূরে থাকুক, কিল্লাদার তৎসমস্ত চিত্তে ধারণা করিতেও সমর্থ হইলেন না। ফলতঃ কিল্লাদার যদি তৎকালে মনে করিতেন যে, ভগবানের ইচ্ছাপ্রভাবে তাঁহারা সে দিন সে দায় হইতে জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তাঁহার মীমাংসা অসঙ্গত হইত না। এইরূপ সময়ে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্য হইতে এক ধনুকধারী যুবক-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল।

এই যুবক-মূর্ত্তি সন্দর্শনে কিল্লাদারের মনে বাহ্যজগতের সত্তা ও আপনাদের অবস্থা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কন্যার সাহায্যার্থ লোকের প্রয়োজন। তিনি মনে করিলেন, ধনুকধারী ব্যক্তি হয় তো তাঁহার কোন প্রজা। সে যেই হউক, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিলেন এবং যুবক নিকটস্থ হইলে মূর্চ্ছিতা কন্যাকে সন্নিহিত কোন নির্ঝরিণী-সমীপে লইয়া গিয়া তাঁহার যথোচিত শুশ্রূষা করিবার ভার দিয়া, স্বয়ং শান্তার কুটীর হইতে অন্য প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও লোকজন সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইলেন।

যুবক বিহিত যত্নে যুবতীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আরব্ধ সৎকার্য্য অর্দ্ধ সমাপিত অবস্থায় ত্যাগ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি না হওয়ায় তিনি যুবতীকে ক্রোড়ে করিয়া সন্নিহিত এক পরম রমণীয় উৎসাভিমুখে গমন করিলেন। গমনকালে বুঝা গেল, সমীপবর্ত্তী প্রত্যেক স্থানই যেন যুবকের সুপরিচিত। যে উৎস-সমীপে ধনুকধারী পুরুষ মূর্চ্ছিতা সুন্দরীকে বহন করিয়া সমাগত হইলেন, এক সময়ে তাহা বিচিত্র শোভার স্থান ছিল এবং তাহার উপরিভাগে অতি মনোহর ছাদ এবং চতুর্দ্দিকে সুরম্য স্তম্ভাবলী বিরচিত ছিল। কালে ও অযত্নে তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া, অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। উৎসনিঃসৃত সুনির্ম্মল বারিরাশি পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত পথ দিয়া কুল্-কুল্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া সুদূরে চলিয়া যাইতেছে।

এই মনোহর প্রস্রবণ সম্বন্ধে সন্নিহিত জনপদসমূহে এক আশ্চর্য্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, বহুকাল পূর্ব্বে রায়মল নামে এক জন দুর্গস্বামী মৃগয়াকালে এই প্রস্রবণ-সমীপে এক ভুবন মোহিনী যুবতী কামিনী সন্দর্শন করেন। সুন্দরী-শিরোমণিস্বরূপা সেই রমণীর রূপরাশি দুর্গস্বামী রায়মলের নয়ন মন যৎপরোনাস্তি আকর্ষণ করিল। অতঃপর সূর্য্যাস্তের অত্যল্প পূর্ব্বে দুর্গস্বামী রায়মল ও সেই অজ্ঞাতনামা সুন্দরী এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হইতে লাগিলেন যুবতী আগমনকালে ও প্রস্থানকালে সেই উৎসেরই সমীপদেশ দিয়া অজ্ঞাতসারে গমনাগমন করিতেন; এই জন্য প্রেমোন্মত্ত রায়মল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সুন্দরীর জীবন-বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই কোন অনৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত সংবদ্ধ। সুন্দরী তাঁহাদের মিলন সম্বন্ধেও যে কয়েকটি নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও সন্দেহজনক ও রহস্যপূর্ণ। এই রমণী সমাগতা হইতেন কিন্তু কদাপি অধিকক্ষণ থাকিতেন না। সন্নিহিত গ্রামে দেবারতিসূচক বাদ্যধ্বনি হইবামাত্র তিনি প্রস্থান করিতেন। প্রেমমগ্ন

রূপোন্মত্ত রায়মলের চিত্তে সুন্দরীর এই সকল আশ্চর্য্য নিয়মাধীনতার কারণ স্থির করিতে অবসর ছিল না; তিনি সেই প্রেমগুণ গানেও সেই রূপ-রত্ন-চিন্তনে সতত নিবিষ্ট থাকিতেন। সুন্দরীর সাক্ষাৎকালের নিরতিশয় অল্পতা হেতু রায়মল নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ছিলেন, কিন্তু যুবতীকে বারংবার অনুরোধ করিলেও তিনি মিলনকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতে মত করিলেন না। অতৃপ্ত রায়মল স্থির করিলেন, গ্রামস্থ দেবালয়ে দেবারতি-সূচক বাদ্য ধ্বনি সুন্দরীর প্রস্থানকালের নিদর্শন; অতএব ঐ আরতি যদি অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হয়, তাহা হইলে বাদ্যধ্বনিও বিলম্বে কর্ণগোচর হইবে, সুতরাং যুবতীর অবস্থান-কালও অবশ্যই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে। ভবিষ্যৎ-বিমূঢ় প্রেমান্ধ প্রণয়ী এই উপায় স্থির করিয়া, গ্রাম্য পূজককে সেই দিন হইতে অন্ততঃ ছইদণ্ড কাল পরে দেবারতি করিতে আদেশ দিলেন নিয়মিত সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে রায়মল নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন; যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুবতী সমাগত হইলেন। যুবক যুবতী বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া প্রণয়সাগরে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। একের করে অপর বদ্ধ হইয়া তাঁহারা তৎকালে অপার্থিব সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। যে নিয়মিত সময়ে প্রতিদিন বাদ্য-ধ্বনি হয়, সে সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল; যুবতীর তাহা জ্ঞান নাই। যখন বাদ্যধ্বনি হইল তখন যুবতী প্রণয়াস্পদের আলিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করিয়া প্রস্থানার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তখনই আপনার দেহের ছায়া দর্শনে বুঝিতে পারিলেন যে, নিয়মিত প্রস্থানকাল বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কথা বুঝিবামাত্র যুবতী হৃদয়ভেদী চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং উন্মাদিনীর ভাবে 'চিরকালের নিমিত্ত বিদায়' এই কথা ব্যক্ত করিয়া, সবেগে সেই প্রস্রবণের বারিরাশিতে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার দেহ-নিমজ্জন হেতু অবিলম্বে সেই জলরাশিতে বুদ্‌বুদ-সমূহ সমুত্থিত হইল। মর্ম্মাহত, ব্যথিত, অনুতাপ-দগ্ধ রায়মল সেই সলিলসমীপে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কি? দেখিলেন, সেই বুদ্‌বুদসমূহ শোণিত-সংস্পর্শ হেতু রক্তবর্ণ! রায়মল বুঝিলেন যে, তাঁহারই অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা হেতু এই লোক-ললামভূতা সুন্দরী অদ্য জীবনহীন! কাতর রায়মলকে এই অসহ্য বিরহযন্ত্রণা বহুদিন সহ্য করিতে হয় নাই। সুবিখ্যাত হলদিঘাট-সমরে শত্রুর অসি তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বেই তিনি এই গভীর প্রেমের আশ্রয়ভূমি এবং তাঁহার প্রণয়িনীর অন্তিম নিকেতন-স্বরূপ এই প্রস্রবণের উপরে ছাদ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভ ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া এই স্মরণীয় ক্ষেত্রে সাধারণ-সংস্পর্শ-সম্ভাবনা-পরিশূন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন কথিত আছে, এই সময় হইতেই দুর্গস্বামিবংশের পতনারম্ভ হয়।

এই চির প্রচলিত প্রবাদ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইত। কেহ কেহ বলিত, পুরাণোক্ত পুরূরবা যেরূপ উর্ব্বশী নাম্নী স্বর্গকন্যার প্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান ঘটনাও সেইরূপ। রায়মল-প্রণয়িনী কোন শাপভ্রষ্টা স্বর্গ-কন্যা; —নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এবং অলৌকিক উপায়ে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। কেহ কেহ এমনও বলিত যে, ঐ সুন্দরী কামিনী কোন সামান্য গৃহস্থের কন্যা। তাহার পিতা-মাতা বংশ মর্য্যাদায় বা জাত্যংশে এতই হীন যে, দুর্গস্বামীর তাহাকে বিবাহ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না, এ জন্য তাঁহারা গোপনে এই স্থলে সম্মিলিত হইয়া প্রেমালাপ করিতেন। হয় তো কোন দিন ঐ নীচ কন্যার স্বভাবদোষ দেখিয়া, ক্রোধ হেতু দুর্গস্বামী তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিত যে, ঐ উৎস সমীপাগত হওয়া বা তাহার জলপান করা দুর্গস্বামিবংশীয় ব্যক্তিগণের পক্ষে নিতান্ত অশুভজনক।

এই ভয়ানক প্রবাদের জন্মভূমিস্বরূপ উৎস-সমীপে মূর্চ্ছিতা কল্যাণীর চৈতন্যের আবির্ভাব হইল এবং সুশীতল বায়ুরাশি বহুক্ষণ পরে নিশ্বাসরূপে আবার তাঁহার সুকোমল হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিল। তাঁহার উন্মুক্ত কেশরাশি উচ্ছৃঙ্খলভাবে পার্শ্বে ও পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, অর্দ্ধ-মুকুলিত, অলসিত লোচনদ্বয় কেবলমাত্র একই দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রভূত জলসিঞ্চন হেতু তাঁহার বক্ষের ও স্কন্ধের আর্দ্র বসন দেহের সহিত সংলগ্ন হইয়া, তত্তৎস্থলের গঠনের পূর্ণতা ও সুকুমারতা প্রদর্শন

করিতেছে। তাঁহাকে এই অবস্থায় উপবিষ্টা এবং অদূরে সেই ধনুকধারী যুবককে নির্নিমেষ নয়নে সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া দুর্গস্বামী রায়মল ও সেই অজ্ঞাতনাম্নী কামিনীর বিষাদময় বৃত্তান্ত কাহার না স্মরণে আসিবে?

সংজ্ঞালাভ সহকারে, প্রথমেই যে ভয়ানক কারণে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়, সেই চিন্তা কল্যাণীর মনে সমুদিত হইল—পরক্ষণেই পিতার জন্য ভাবনা হইল। তিনি ব্যাকুল-নয়নে চাহিলেন, কিন্তু কুত্রাপি পিতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"বাবা! আমার বাবা কই?"

অপরিচিত স্বরে উত্তর হইল,—"কিল্লাদার রঘুনাথ রায় নিরাপদে আছেন এবং এখনই আপনার সহিত মিলিত হইবেন।"

কল্যাণী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"আপনি নিশ্চয় জানেন কি? মহিষ আমাদের নিতান্ত নিকটে আসিয়াছিল।—আপনি আমাকে থামাইবেন না—আমি এখনই পিতার সন্ধানে গমন করিব।"

তিনি সেই অভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিলেন; কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ বল-ক্ষয় ঘটিয়াছিল যে, বাসনানুযায়ী কার্য্য সাধন তো দূরের কথা, তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হইলেই তত্রত্য প্রস্তরোপরি বেগে পতিত হইতেন যে, হয় তো তাহাতে গুরুতর আঘাত পাইতেন।

যুবক যখন কোন সুন্দরী কামিনীর বিপদ্-নিরাকরণার্থ অগ্রসর হন, তখন কোন প্রকার অনিচ্ছা নিতান্ত অস্বাভাবিক হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই অপরিচিত ব্যক্তি অনিচ্ছাসহকারে এই পতনোন্মুখী কামিনীকে আপনার বাহু পাতিয়া ধারণ করিলেন। সেই কৃশাঙ্গী কোমল-কায়া কামিনীর ক্ষুদ্র বপুও যেন এই দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকের পক্ষে ভারবোধ হইতে লাগিল এবং তিনি কালব্যাজ না করিয়া তাঁহাকে পুনরায় উপল-পার্শ্বে স্থাপন করিলেন ও কয়েক পদ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয় কুশলে আছেন এবং এখনই এখানে আসিবেন। নিতান্ত শুভাদৃষ্ট হেতু তিনি রক্ষা পাইয়াছেন। আপনি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইবেন না এবং যতক্ষণ আমার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ কোন মতেই উঠিবার চেষ্টা করিবেন না।"

কল্যাণী দেখিলেন, এই অপরিচিত যুবার দেহ মৃগয়াকালোচিত পরিচ্ছদে আবৃত। তাঁহার কটিবন্ধে কিরীচ, পৃষ্ঠে তূণ, স্কন্ধ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত বহ্বায়ত ধনু। যুবকের দেহ পূর্ণায়ত ও সর্ব্বাঙ্গই যথেষ্ট শক্তিসমন্বিত। তাঁহার বদনের গম্ভীর অথচ শক্তিময় ভাব দেখিলেই যেন তাঁহাকে কোন উন্নত পুরুষ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বোধ হয় যেন, কোন কঠিন সংকল্প তাঁহার সমস্ত বদন-শ্রী আবৃত করিয়া রহিয়াছে।

কল্যাণীর নয়ন ধনুক-ধারী যুবকের সমুজ্জ্বল আয়ত লোচনের সহিত সম্মিলিত হইবামাত্র কল্যাণী লজ্জায় বদনাবনত করিলেন। উপস্থিত বীরই তাঁহার এবং তাঁহার পিতার নিকট রক্ষক বলিয়া কল্যাণী মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, সুতরাং কর্ত্তব্যবোধে তাঁহার নিকট ধীরে ধীরে অস্ফুট ভাষায় কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেরূপ কৃতজ্ঞতাসূচক উক্তি ধনুকধারী যুবকের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারিল না। তিনি যেন একটু বিরক্তিসহকৃত উচ্চ ও মধুর স্বরে বলিলেন,—"আমি এক্ষণে প্রস্থান করিতেছি। আপনি যাঁহাদের ইষ্টদেবীস্বরূপা, আমি আপনার ভার তাঁহাদেরই হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি।"

যুবকের বাক্য-শ্রবণে কল্যাণী আন্তরিক দুঃখিত হইলেন ভাবিলেন, হয় তো তাঁহারই অসংবদ্ধ বাক্য-মধ্যে যুবকের অসন্তোষ-জনক কোন কথা অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া থাকিবে। তিনি পুনরায় বলিলেন,—"আমার দুরদৃষ্টক্রমে আমি হয় তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। আমার মনে হইতেছে না, কি বলিয়াছি; কিন্তু নিশ্চয়ই আমি না বুঝিয়া, না জানিয়া কোন অপ্রীতিকর কথা বলিয়া থাকিব। আপনি দয়া করিয়া আমার পিতা কিল্লাদার মহাশয়ের আগমন-কাল পর্য্যন্ত এ স্থলে অপেক্ষা করুন। তিনি আসিয়া আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আপনার পরিচয় গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে এ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।"

যুবক বলিলেন,—"আমার পরিচয় অনাবশ্যক—আমার পরিচয় জানিয়া কিল্লাদার সুখী হইবেন না।"

কল্যাণী সাগ্রহে বলিলেন,—"না না, বীরবর, আমার পিতা আপনার সহিত পরিচয় ও আমাদের মুক্তি হেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বড়ই সুখী হইবেন। আপনি আমার পিতাকে জানেন না, অথবা হয় তো আপনি আমার নিকট তাঁহার সম্বন্ধে অলীক কথা বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিতেছেন। তিনি হয় তো এতক্ষণ সেই ভয়ানক পশুর আক্রমণে মরণাপন্ন হইয়াছেন, এ দিকে আমরা তাঁহারই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি।"

এই চিন্তা কল্যাণীর মনে উদিত হইবামাত্র তিনি সেই ভয়ানক ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধনুকধারী যুবক তাঁহাকে সে কল্পনা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"ভদ্রে! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি বলিতেছি, আপনার পিতা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ্ আছেন।"

কিন্তু কল্যাণী এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি পিতার নিকটস্থ হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা বীর-যুবক বলিলেন,—"যদি কথা না শুনেন--যদি যাই-তেই চাহেন-তাহা হইলে, যদিও আমার ইচ্ছা নাই, তথাপি আপনি আমার স্কন্ধে বা বাহুতে হস্তা-র্পণ করিয়া চলুন, নচেৎ আপনার পতিত হইয়া আঘাত পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।"

ব্যাকুলচিত্ত কল্যাণী ধনুকধারী যুবকের বাহু ধারণ করিয়া বলিলেন,—"চলুন—চলুন—আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না, পিতার নিকট লইয়া চলুন। না জানি, তিনি কত কষ্টই পাইতেছেন।"

তখনই সেই কম্পান্বিতা বাহু আশ্রিতা সুন্দরী সহ ধনুকধারী বীর অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে শান্তা বুড়ীর আশ্রিতা পার্ব্বতীনাম্নী বালিকা ও দুই জন কাষ্ঠচ্ছেদক সমভিব্যাহারে রঘুনাথ কিল্লাদার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে নিরাপদ দর্শনে কিল্লাদারের আনন্দের সীমা রহিল না। অত্যধিক আনন্দ হেতু তখন তাঁহার মনে হইল না যে, তাঁহার কন্যা এক জন পরপুরুষের বাহু ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কিল্লাদার সানন্দে বলিলেন,—"কল্যাণি! মা আমার—ভয় কি মা? মহিষ তো মরিয়া গিয়াছে। আর কোন ভয় নাই।"

কল্যাণী তখন অপরিচিত পুরুষের হস্ত-ত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে ও প্রেমাশ্রু-পূর্ণলোচনে পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা এক্ষণে নিষ্কিঘ্ন হইয়াছি। আপনাকে যে নিরাপদ্ দেখিলাম, ইহা আমাদের অদ্যকার সৌভাগ্যের মূল।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এই বীর যুবকের যত্ন ও চেষ্টা নিষ্ফল যাইবে না। ইনি অদ্য আমার দুহিতার ও আমার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আজি হইতে রঘুনাথ কিল্লাদার ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিল। আমি ইঁহাকে অনুরোধ করিতেছি—"

ধনুকধারী যুবক কিল্লাদারের কথায় বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"আমাকে কোনই অনুরোধ করিবেন না। আমি দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।"

তখন ক্ষণেক সেই স্থানে মরণোপম নীরবতা আবির্ভূত হইল। তখন সেই উদ্ধত বীর কল্যাণীর নিকট অস্ফুট স্বরে দুই একটি শিষ্টাচার-সূচক বাক্যমাত্র কহিয়া তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ বনান্তরালে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বিস্ময়ের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলে কিল্লাদার বলিলেন,—"দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ! শীঘ্র তাঁহার অনুসরণ কর—তাঁহাকে একবার ফিরিয়া আসিয়া, দয়া করিয়া আমার সহিত এক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে অনুরোধ কর।"

কাষ্ঠচ্ছেদকদ্বয় তখনই দুর্গস্বামীর পথানুসরণ করিল এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া কিছু ভীত ও বিচলিত ভাবে বলিল, "তিনি আসিবেন না।"

কিল্লাদার ঐ দুই ব্যক্তির এক জনকে কিছু অন্তরে লইয়া গিয়া, দুর্গস্বামী ঠিক কি কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নিমিত্ত আদেশ করি-লেন।

অকারণ অপ্রীতিকর বাক্য ব্যক্ত করায় কাজ কি ভাবিয়া, সে ব্যক্তি বলিল,—"দুর্গস্বামী বলিলেন যে, তিনি আসিবেন না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই তিনি আরও কিছু বলিয়াছেন, তোমাকে তাহা বলিতেই হইবে।"

তখন সে ব্যক্তি অধোবদনে বলিল,—"তবে কি করিব? তিনি যাহা বলিলেন—কিন্তু আপনি

তাহা শুনিয়া সুখী হইবেন না। আমি ঠিক বলিতেছি. দুর্গস্বামী কোন মন্দ কথা বলেন নাই।"

"মন্দ হউক, ভাল হউক, তাহার বিচার তোমাকে করিতে হইবে না। তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেই সকল কথা শুনিতে চাই।"

কাষ্ঠচ্ছেদক বলিল,—"আচ্ছা। তিনি বলিলেন যে, রঘুনাথ কিল্লাদারকে বল গিয়া, আবার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহা এত সুখের হইবে না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"ওঃ—আমার বোধ হয়, বিগত রাখী পূর্ণিমার দিন আমরা একটা বাজী রাখিয়াছিলাম. তিনি হয় তো সেই বাজীর কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আচ্ছা, দেখা যাইবে।"

কন্যার এক্ষণে গমনোপযোগী শক্তি হইয়াছে দেখিয়া, রঘুনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাটী ফিরিলেন। এই ঘটনা কল্যাণীর শয়নে ও জাগরণে অবিচ্ছেদ্য চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। জাগ্রৎকালে সেই দুরন্ত মহিষমূর্ত্তি, মৃত্যুর বিভীষিকা ও দুর্গস্বামী বিজয়সিংহের অদ্ভুত ক্ষমতা এবং তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যবহার নিরন্তর মনে উদিত হইত; নিদ্রাকালেও এই সকল বিষয় স্বপ্নরূপে তাঁহার মানস-মন্দিরে বিচরণ করিত। এইরূপ আলোচনায় ক্রমশঃ একই বিষয় তাঁহার চিত্তের প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিল। সে বিষয় দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ। দুর্গস্বামীর অসীম সাহস, অদ্ভুত প্রকৃতি, তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থা. তাঁহাদের গৌরব ইত্যাদি বিষয় পুনঃ পুনঃ চিত্তক্ষেত্রে সমাগত হওয়ায়, তিনি ক্রমশঃ দুর্গস্বামীর নিতান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িলেন। যুবতী কামিনীর পক্ষে যুবজন সম্বন্ধে এতাদৃশ চিন্তা অবৈধ হইলেও, কল্যাণী ইহা মন হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না।

কালক্রমে বিভিন্ন মনোজ্ঞ চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট হইলে, স্থান ও কালের পরিবর্ত্তন ঘটিলে এবং আত্মীয়তার অন্য উৎকৃষ্টতর স্থল উপস্থিত হইলে, চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয় অনুরাগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে পারিত। কিন্তু কল্যাণীর পক্ষে সকলই প্রতিকূল হইয়াছিল। কিল্লাদারণী এ সময় দুর্গে ছিলেন না। তিনি কোন প্রয়োজন হেতু অধুনা উদয়পুরে অবস্থান করিতেছিলেন। কল্যাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত, তাঁহার কনিষ্ঠ সর্ব্বদা ক্রীড়া ও মৃগয়া লইয়া ব্যস্ত এবং কিল্লাদার মহাশয় নিরন্তর বৈষয়িক কার্য্য-সাগরে নিমগ্ন। কাজেই কল্যাণীকে সর্ব্বদা একাকিনী থাকিতে হইত এবং একাকিনী থাকিতে হইলে অগত্যা একই চিন্তা পুনঃ পুনঃ মনোরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিত।

কল্যাণীর চিত্তের যখন এই অবস্থা, তখন তিনি বারংবার শান্তা-বুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বৃদ্ধার সহিত দুর্গস্বামি-সংক্রান্ত কথোপকথন করিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। শান্তা তাঁহার এবংবিধ কথায় কখনই যোগ দিত না বরং সে যাহা বলিত, তাহা নিতান্তই নিরুৎসাহজনক। বর্ত্তমান দুর্গস্বামীর দুরবস্থা-বিষয়ক কথার উল্লেখ করিয়া সে দুঃখ প্রকাশ করিত এবং তিনি যে অতি দুর্দ্দান্ত ও অক্ষমবান্ ব্যক্তি, সে তাহাও বলিত। ফলতঃ তাহার কথা শুনিয়া এবং তাহার পিতাকে দুর্গস্বামী সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে সে যে উপদেশ দিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া কল্যাণী নিতান্ত ভীতা হইতেন।

কিন্তু কল্যাণী আবার মনে করিতেন, যদি দুর্গস্বামী প্রকৃতই এইরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে শান্তার মুখে সেই সকল সন্দেহসূচক কথা শুনিয়া আমরা বাহির হইতে না হইতে তিনি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখ হইতে আমার পিতাকে এবং আমাকে রক্ষা করিবেন কেন? যদি তাঁহার মনে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে তৎকালে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে স্বহস্তে কোনই নিন্দনীয় কার্য্য করিতে হইত না, অথচ তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপ চরিতার্থ হইত। তিনি যদি এক মুহূর্ত্তমাত্র সাহায্য করিতে বিরত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শত্রু তদ্দণ্ডেই উৎকট যন্ত্রণা সহকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন, অথচ সে কলঙ্ক হেতু তাঁহার হস্ত হইত না। অতএব বালিকা সিদ্ধান্ত করিলেন, লোকে যাহা ভাবে ও শান্তা যাহা বলে, তাহা ভ্রমাত্মক। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বালিকা কতই সাধময়, সুখময় ও অনুরাগময় কাল্পনিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পিতাও সেই দিনের পর হইতে দুর্গস্বামীর কথা বারংবার আলোচনা করিতেন

দুর্গ-স্বামীর বর্ত্তমান ব্যবহারে কিল্লাদারের মন নিতান্ত বিগলিত ও ভাবান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যে দুর্গ-স্বামীকে তিনি প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, এখন আর তাঁহার সম্বন্ধে সেরূপ চিন্তা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই তিনি ভবিষ্যতে কোমল ব্যবহার দ্বারা দুর্গ-স্বামীর দুর্দ্দমনীয় চিত্তকে প্রশমিত করিয়া আনিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যে দিন কিল্লাদার ও তাঁহার দুহিতা আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে দুর্গ-স্বামীর যত্নে রক্ষা পাইয়াছেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর কমলা ও পিপ্‌লি এতদুভয় স্থানের মধ্যপথে একটি বৃক্ষমূলে দুইটি লোক বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন; তাঁহাদের অনতিদূরে অপর এক বৃক্ষে তিনটি অশ্ব নিবদ্ধ ছিল।

ব্যক্তিদ্বয়ের এক জনের বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। তাঁহার দেহ সুদীর্ঘ ও কৃশ, নাসিকা উন্নত, নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ এবং ক্রূরবুদ্ধির পরিচায়ক। অপর ব্যক্তির বয়স ত্রিশের কিঞ্চিৎ অধিক, শরীর অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। তাঁহার মুখের ভাব সাহসিকতা এবং প্রতিজ্ঞাশীলতাব্যঞ্জক; তাঁহার লোচন-যুগল প্রসন্নতায় পূর্ণ এবং আভ্যন্তরিক ভীতিবিরহিত স্বাধীনভাবে উৎফুল্ল। লোকদ্বয়ের সন্দিগ্ধ ও চিন্তাকুল ভাব। অপেক্ষাকৃত নবীন ব্যক্তি বলিলেন,— "আঃ! এ দুর্গস্বামীর ব্যাপারটা কি? কেন তাঁহার এত বিলম্ব হইতেছে? নিশ্চয়ই তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। কেন তুমি আমাকে তাঁহার সহিত যাইতে বাধা দিলে?"

অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক সঙ্গী বলিল, "এক জন আপনার শত্রু দমন করিবে, তাহার সহিত সাত জন কেন যাইবে? আমরা অনর্থক তাহার জন্য এতদূর আসিয়া আপনাকে বিপন্ন করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট।"

সঙ্গী উত্তর দিল, "শিবরাম, তুমি কিছু মাথা-পাগ্‌লা, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকে।"

শিবরাম কটি-সংলগ্ন অসির কিয়দংশ বাহির করিয়া বলিল,—"কিন্তু কেহই কখন আমার সাক্ষাতে তাহা বলিতে সাহস করে নাই। যদি তোমার মত চঞ্চল লোকদের আমি বদ্ধপাগল বলিয়া মনে না করিতাম, তাহা হইলে"—শিবরাম আর কিছু না বলিয়া উত্তরাপেক্ষায় চুপ করিল।

অপর ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল,— "তাহা হইলে কি করিতে? যাহা করিতে, তাহা কর না কেন?"

শিবরাম অসি আরও একটু বাহির করিল। তাহার পর সমস্ত অসি সজোরে কোষ-নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "করি না; কারণ, তোমার ন্যায় উন্মাদকে হত্যা করা অপেক্ষা আমার আরও গুরুতর উদ্দেশ্য আছে।"

অপর ব্যক্তি বলিল,— "ঠিক—ঠিক! আমি যে পাগল, তাহা আমি যখন তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছি, তখনই সপ্রমাণ হইয়াছে বটে। তুমি আমাকে বাদশাহের অধীনে সেনাপতি করিয়া দিবে, এ লোভ যদি না দেখাইতে, তাহা হইলে আজি তোমার সহিত আমার এ বিবাদের কোনই কারণ থাকিত না। আমি ভাই মিবারবাসী রাজপুত, কাজ কি আমার যবনের অধীনতায়? আমার পিতা-পিতামহ কেহই যে কার্য্য কখন করেন নাই, আজি কেন আমি তাহার জন্য লালায়িত? আর ভাই, আমার দিদিমাই বা আর কত দিন বাঁচিবেন?"

শিবরাম বলিল,— "তাহা কে বলিতে পারে? বীরবল! হয় তো তিনি এখনও অনেক দিন বাঁচিতে পারেন। তুমি তোমার পিতার কথা তুলিয়াছ; তোমার পিতাতে আর তোমাতে অনেক প্রভেদ। তোমার পিতার ভূম ছিল, জীবিকার উপায় ছিল, তিনি কাহার নিকট ধারও করিতেন না, কর্জ্জও করিতেন না। তিনি আপনার আয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে জীবনপাত করিতেন।"

বীরবল বলিলেন,— "আমি যে পিতার ন্যায় স্বচ্ছন্দভাবে জীবনপাত করিতে পারি না, সে কাহার দোষ ভাই? তুমি এবং তোমার মত আরও দুই এক জন সুখের পায়রা আমার ঘাড়ে চাপিয়াই কি আমার সর্ব্বনাশ ঘটাও নাই? আমার বিষয়-আশয় সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এখন আমার দশাও তোমাদেরই মত হইয়া উঠিয়াছে—এখন পথে পথে ঘোরাই আমার ভরসা। এখন মুসলমানের আশ্রয়ে ভরণ-পোষণ চালাইবার ভরসায় প্রাণ বাঁচাইতে হইতেছে, ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা?"

শিবরাম বলিল,— তুমি আমার উপর দিয়া অনেক কথা চালাইলে। যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, আপাততঃ আমি যে উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা কি মন্দ ?"

বীরবল বলিলেন,—"জানি না, তোমার এ উপায় হইতে কি ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু দুর্গস্বামীর সহিত তুমি যে যোগ দিয়াছ, তাহাতে কোন ফল ফলিবে না, ইহা স্থির। দুর্গস্বামীর ধন নাই, ভূমি নাই, সুতরাং মান নাই—সে ব্যক্তি আমারই মত লক্ষ্মীছাড়া। এমন লোকের পক্ষাবলম্বন নিতান্ত অনর্থক।"

শিবরাম বলিল—"স্থির হও ভাই, শিবরাম না বুঝিয়া কোন কাজই করেন না। ঐ যে দুর্গস্বামী, উহাদের বংশ গত একটা বড় মান আছে, এবং উহার পিতার সম্রাট্-দরবারে বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। এখন ঐ দুর্গ-স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরাও কর্ম্মের প্রার্থনায় উপস্থিত হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেহ আমাদের ছোট লোক মনে করিবেন না, বরং অতবড় একটা মানী লোকের সমকক্ষ হইয়া যাওয়ায়, আমাদেরও সেইরূপ মান করিবে। আর কি জান, দুর্গস্বামী লোকটা তোমার মত নির্ব্বোধ নহে; কেবল শীকার লইয়া হৈ হৈ করিয়া বেড়ায় না। তাহার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে; সুতরাং নিশ্চয়ই তাহার পদোন্নতি ও সম্মান হইবে এবং আমরাও সেই সঙ্গে বিকাইয়া যাইব।"

বীরবল বলিলেন,—"শিবরাম, রাগ করিও না ভাই। মধ্যে মধ্যে তরবারে হাত দিতেছ কেন? তুমিও আমার সঙ্গে মারামারি করিবে না, এবং আমিও তোমার সঙ্গে মারামারি করিব না, এ কথা তুমিও জান, আমিও জানি। এখন সত্য করিয়া বল দেখি, কি কৌশলে তুমি দুর্গস্বামীকে তোমার এ পরামর্শে লওয়াইলে ?"

শিবরাম বলিল,—"তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া। কিল্লাদারের উপর তাহার ভয়ানক রাগ। সময় বুঝিয়া সেই রাগের সপক্ষতা করিয়া ক্রমশঃ তাহার আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছি। পূর্ব্বে দুর্গস্বামী আমাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত, কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। আজি দুর্গ স্বামী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে গিয়াছে। যদি তাহার সহিত কিল্লাদারের সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলেই তাঁহার সর্ব্বনাশ। যদি কেহ নাও মরে, তাহা হইলে বিষম গোলযোগ বাধিবে। মহারাণার দরবারে সংবাদ যাইবে যে, বিজয়সিংহ এক জন মহারাণার অনুগত সামন্তের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। কথা শক্ত হইয়া উঠিবে—এখানে বিজয়সিংহের থাকা ভার হইয়া পড়িবে—কাজেই তাঁহার মিবার ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আগ্রা অঞ্চলে না পলাইলে উপায় কি ?"

বীরবল বলিলেন,—"তোমার অভিপ্রায় বুঝিলাম বুঝিলাম, দুর্গস্বামীর সঙ্গী হইয়া আমরাও সমাদৃত হইব, নচেৎ আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির কোন সমাদরের সম্ভাবনা নাই। এখন দুর্গ স্বামী যাইবার পূর্ব্বে যদি কিল্লাদারের মস্তকটা এক তীরে দুই ফাঁক করিয়া আসিতে পার, তাহা হইলেই ভাল হয়। বৎসর বৎসর এইরূপ নরাধম সামন্ত দুই চারিটাকে মারা ভাল। তাহা হইলে যাহারা থাকিবে, তাহারা আপনাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া লইতে পারিবে।"

শিবরাম বলিল,—"কথা ঠিক বটে। কিন্তু ভাই, যদিই কমলা-দুর্গে কিছু কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণ লইয়া পলাইবার উপায় অগ্রেই করিয়া রাখা আবশ্যক। ঘোড়াই আমাদের একমাত্র ভরসা। অতএব ভাই, আমি একবার ঘোড়াগুলার অবস্থা দেখিয়া আসি। কিন্তু ভাই, তোমার সাক্ষাতে আমি যে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে আমাকে দোষী হইতে হয়, এমন কোন কথাই নাই, কেমন ? আমি দুর্গস্বামীর কার্য্যের কোনই সহায়তা করি নাই। কেমন ভাই, আমার কি দোষ ?"

বীরবল বলিলেন,—"না, তোমার দোষ কি ? তুমি সহায়তা কর নাই, কিন্তু উত্তেজনা করিয়াছ। এই দুই কার্য্যে যতটুকু প্রভেদ, তাহা তোমার অবিদিত নাই। একটা গান আছে;—

আমি জানি না, জানে হাত,
হাত ঘটালে এ উৎপাত।"

শিবরাম উদ্বিগ্নভাবে বলিল,—"কি বলিতেছ ? —অ্যাঁ ?"

বীরবল বলিলেন,—"একটা গানের দুইটা কথা মনে পড়িল, তাহাই বলিতেছিলাম।"

শিবরাম বলিল,—"তুমি অনেক গান জান; যদি আর কিছু না করিয়া গানের ব্যবসায় করিতে, তাহা হইলে মন্দ হইত না।"

বীরবল কহিলেন,—"আমিও তাহাই মনে করি। তোমার সহিত এই সকল জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত না থাকিয়া সে ব্যবসায় করায় হানি ছিল না। এখন তুমি অশ্ব-রক্ষকের কার্য্যে গমন করিতেছ, যাও।"

শিবরাম প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে পুনরাগত হইয়া অতি উৎকণ্ঠার সহিত বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! দুর্গ-স্বামীর ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর তো ঘোড়া নাই। কি হইবে?"

বীরবল বলিলেন,—"তাই তো! তবেই তো যাইবার মহা অসুবিধা! আচ্ছা, এমন দুর্ঘটনা যখন ঘটিয়াছে, তখন দুর্গ-স্বামীর উপকারার্থে তুমি তোমার ঘোড়াটা তাঁহাকে দিলেও তো দিতে পার।"

শিবরাম বলিল,—"বিলক্ষণ, বড় মজার পরামর্শ। আমি আমার ঘোড়াটাকে দিয়া বসিয়া থাকি, আর আমাকে ধরিয়া লইয়া যাউক।"

বীরবল বলিলেন—"তাহাতে ক্ষতি কি? আমার বোধ হয় না যে, দুর্গ স্বামী প্রবীণ ও অস্ত্র-হীন কিল্লাদারের দেহে অস্ত্রক্ষেপ করিবেন। মনে কর, যদিই কমলা-দুর্গে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাতে তোমার ভয় কি? তুমি তো সে সম্বন্ধে সহায়তা কর নাই বলিতেছ।"

শিবরাম কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"হাঁ—তা, তা বটে তা বটে। তবে কি জান, আমার নাকি বাদশাহ-দরবারে যাইবার বন্দোবস্ত আছে।"

বীরবল হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তো, যদি তুমি নাই দেও, তাহা হইলে দুর্গস্বামীকে আমি আমার নিজের ঘোড়া দিব।"

"তোমার ঘোড়া?"

"হাঁ, আমার ঘোড়া। লোকে যে বলিবে, আমি এক জনের পক্ষাবলম্বন করিয়া কার্য্যকালে তাহার কোন সাহায্য করি নাই এবং সে বিপন্ন হইলে তাহার মুক্তিরও কোন উপায় করি নাই, এ কথা আমার যেন শুনিতে না হয়।"

"তোমার ঘোড়া তাহাকে দিবে? তোমার কি ক্ষতি হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ?"

"ক্ষতি কি? আমার ঘোড়া দুর্গস্বামীর ঘোড়া অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। তাঁহার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা আরাম করিতে কতক্ষণ? নিমের পাতা দিয়া জল গরম করিয়া, ঘোড়ার পা সেই জল দিয়া খানিকক্ষণ ডলিয়া মলিয়া দিতে পারিলে, "

শিবরাম বাধা দিয়া বলিল,—"তুমি তাই করিতে থাক—এ দিকে কিল্লাদারের লোক আসিয়া তোমাকে ধরিয়া লইয়া ফাঁসী দিউক্। ব্যাপার শক্ত বীরবল, বুঝিতেছ না—কথা ভয়ানক! আমাদের এ মিলন-স্থান আর একটু তফাতে নির্দ্দিষ্ট হইলে ভাল হইত।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা হইলে আমার ঘোড়া দুর্গস্বামীর জন্য রাখিয়া, আমার অগ্রেই চলিয়া যাওয়া পরামর্শ। দাঁড়াও, ঘোড়ার পদ-শব্দ শুনিতে পাইতেছি—দুর্গস্বামী বুঝি আসিতেছেন।"

শিবরাম বলিল, "তুমি কি একটা ঘোড়ার পদ শব্দ শুনিলে? না না, তোমার ভুল হইয়াছে; আমি অনেক ঘোড়ার পদশব্দ পাইতেছি।"

বীরবল বলিলেন,—"তোমার এত ভয়, তুমি আবার বাদশাহের অধীনে কর্ম্ম করিবে? ঐ দেখ, দুর্গস্বামী একাকী আসিতেছেন। ও কি! দুর্গস্বামীর মুখের ওরূপ ভাব কেন?"

দুর্গস্বামী তথায় আসিয়া লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর দারুণ বিষাদভারে অবসন্ন। তিনি ঘোর চিন্তিতভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত-ক্ষেত্রে অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় উপবেশন করিলেন।

বীরবল ও শিবরাম উভয়ে একসঙ্গে জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্যাপার কি? কি করিয়াছ?"

দুর্গস্বামী বিরক্তভাবে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—"কিছু না।"

"কিছু না, অথচ ঐ বৃদ্ধের দ্বারা তোমার, আমার এবং দেশের যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য আমাদিগকে অনর্থক বসাইয়া রাখিলে? তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল?"

"হাঁ।"

বীরবল বলিলেন,—"দেখা হইয়াছিল অথচ কোন ফল হয় নাই? দুর্গস্বামিবংশীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার আমরা আশা করি নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমরা কি আশা করিয়াছিলে, তাহা আমি জানি না। আমার কার্য্যের জন্য আমি আর কাহারও নিকট দায়ী নহি।"

বীরবল ক্রুদ্ধ হইয়া উপযুক্ত উত্তর-প্রদানে উদ্যত হইতেছিলেন, কিন্তু শিবরাম বাধা দিয়া বলিল,—"স্থির হও। নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা দুর্গস্বামীর উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বন্ধুগণের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া, দুর্গস্বামী নিশ্চয়ই আমাদিগের কৌতুহল হেতু দোষ গ্রহণ করিবেন না।"

দুর্গস্বামী উদ্ধতভাবে বলিলেন,—'বন্ধুগণ! জানি না, আমার সহিত কোন্ সৌহৃদ্যবলে আপনি এই শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। আপনাদের সহিত আমার বাধ্যবাধকতা অতি সামান্য। কথা হইয়াছিল যে, আমার পৈতৃক দুর্গ একবার দেখিয়া ও তাহার বর্ত্তমান দখলি-কারের (তাহাকে অধিকারী বলিতে আমার মন নাই) সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া, আপনাদের সহিত একত্র মিবার ত্যাগ করিয়া আগ্রা গমন করিব।"

বীরবল বলিলেন "তাই ত। কিন্তু আমরা মনে করিয়াছিলাম যে আপনি যাহা করিবেন, তাহাতে হয় ত আপনার গর্দ্দান লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইবে; এই ভাবিয়া শিবু এবং আমি আপনার জন্য একটু অপেক্ষা করিতে এবং কাজেই আমাদের গর্দ্দানকেও কতকটা বিপদে ফেলিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। শিবুর কথা ছাড়িয়া দিউন; উহার গলায় যে ফাঁস বসিবে, তাহা উহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু আমি ভদ্রলোকের ছেলে—অকারণ অপরের জন্য সেরূপে আমার পিতৃ-বংশ কলঙ্কিত করিতে আমার কি দরকার?"

দুর্গস্বামী বলিলেন, "আমার জন্য আপনাদের অসুবিধা হইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ইহা বোধ হয়, আপনারা স্বীকার করিবেন যে, আমার আত্মকার্য্যের উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমি পূর্ব্ব-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছি। এ বর্ষমধ্যে মিবার ত্যাগ করিব না, স্থির করিয়াছি।"

শিবরাম বলিল,- "মিবার ত্যাগ করিবেন না? কি সর্ব্বনাশ! আমাদিগকে এত খরচ খরচান্ত করাইয়া, এত কষ্ট দিয়া, এখন যাইবেন না স্থির করিয়াছেন!"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিবার যদি কোন কারণ উপস্থিত হয়, তথাপি আমি যাইব, এমন কথা আমি একবারও বলি নাই। আপনারা যে আমার নিমিত্ত কষ্ট করিয়াছেন, সে জন্য আমি বাস্তবিক দুঃখিত হইয়াছি। খরচের কথায় আর কি উত্তর দিব? আমার এই মুদ্রাধারে যাহা কিছু থাকে, আপনি তাহা গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একটি লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র থলিয়া বাহির করিয়া ধরিলেন।

এমন সময় বীরবল কহিলেন, —'শিবু, সাবধান! থলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য তোমার অঙ্গুলি অস্থির হইয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তাহা হইলে তোমার অঙ্গুলি কয়টি আর হাতের সহিত একত্র থাকিতে পারিবে না। যখন দুর্গস্বামী মতপরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন আমার মতে আমাদের আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটি কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি।"

শিবরাম বলিল, "তোমাকে যাহা বলিতে হয়, তাহা পরে বলিও। আমি দুর্গস্বামীকে বলিতেছি যে, আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করায় তাঁহার মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে। আমরা আগ্রা অঞ্চলে যাইবার পথ ঘাট জানি, তাহার পর সেখানে আমার অনেক বড়-লোকের সহিত পরিচয় আছে, সুতরাং আমাদের সঙ্গে যাইলে আলাপ-পরিচয়ের কোন অসুবিধা ঘটিবে না।"

বীরবল বলিলেন, - "আর আমার ন্যায় ব্যক্তির বন্ধুত্বশূন্য হওয়াও বড় কম কথা নহে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি যখন বাদশাহের অধীনে কর্ম্মার্থিরূপে উপস্থিত হইব, তখন আমাকে কুচক্রীর দ্বারা পরিচিত হইতে হইবে না; এবং কোন উষ্ণ শোণিত আস্থিরমতি ব্যক্তির বন্ধুত্ব বিশেষ শ্লাঘনীয় বলিয়াও আমার মনে হইতেছে না।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী উত্তরাপেক্ষা না করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। তখনই তাঁহার অশ্ব সবেগে ধাবিত হইল। বীরবল ও শিবরাম কিয়ৎকাল পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া, নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বীরবল বলিলেন,—"আমাকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে। আমার একবার দেখা চাহি। শিবু, তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসিতেছি।"

এই বলিয়া বীরবল অশ্বে আরোহণ করিয়া, যে দিকে দুর্গস্বামী গমন করিয়াছেন, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। শিবরাম সেই স্থলে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সবেগে ঘোড়া চালাইয়া বহুদূরে আসিয়া, বীরবল দুর্গস্বামীর দেখা পাইলেন। তিনি সম্মুখে অশ্বারোহী দুর্গস্বামীকে দেখিতে পাইবামাত্র চীৎকারশব্দে বলিলেন,—"অপেক্ষা করুন মহাশয়, আমি দাম্ভিক শিবরাম নহি, আমি বীরবল; আজি পর্য্যন্ত কেহই আমাকে কোন প্রকার অপমান করিয়া পার পান নাই, তাহা আপনি জানেন কি ?"

দুর্গস্বামী অশ্ববেগ সংযত করিয়া, গম্ভীর অথচ প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন,—"জানি বা না জানি, আপনার কথা সর্ব্বাংশেই রাজপুতের অনুরূপ; এ জন্য আমি তাহার সমাদর করি। কিন্তু মহাশয়ের সহিত আমার কোনই বিবাদ নাই। আমাদের পরস্পরের গৃহ-গমনের পথ অথবা জীবনের গতি উভয়ই নিতান্ত বিভিন্ন, সুতরাং ভবিষ্যতেও আর আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা নাই কি? যদিও আপনি আমাদিগকে কুচক্রী বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন, তথাপি বোধ হয়—"

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া পুনরায় প্রশান্তভাবে বলিলেন,—"আপনি বিগত ঘটনা উত্তমরূপে স্মরণ করিয়া যাহা বলিতে হয়, বলিবেন। আপনার সঙ্গী শিবরামকে আমি ঐ শব্দ দ্বারা লক্ষিত করিয়াছিলাম। মহাশয় অবশ্যই তাহাকে ঐ ভাবে জ্ঞাত আছেন।"

বীরবল বলিলেন, "তাহা হইলেও সে ব্যক্তি আমার সঙ্গী। আমার সমক্ষে আমার সঙ্গীকে অপমানিত করিতে আপনার কোন অধিকার নাই।"

দুর্গস্বামী পুনরায় গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"এরূপ হইলে মহাশয়ের যত্নসহকারে সঙ্গী নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, নচেৎ তাহাদের মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত আপনাকে নিয়তই ব্যস্ত থাকিতে হইবে। এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া রাত্রিটুকু নিদ্রায় অতিবাহিত করুন; তাহার পর কল্য বিবেচনা করিয়া রাগ করিবেন।"

"আপনার ভুল হইয়াছে। আপনি যে শান্তভাবে হাত নাড়িয়া, পরিষ্কার কথা কহিয়া আমাকে ভুলাইয়া দিবেন মনে করিয়াছেন, তাহা হইবে না। আর আপনি আমাকেও দুর্ব্বাক্য বলিতেছেন, আমি সে কথার প্রতিশোধ চাহি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমার কথা অন্যায়, ইহা যদি আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে যেরূপ আপনার ইচ্ছা, সেইরূপে আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে সম্মত আছি।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা হইলে আমার সহিত বিবাদ করাই আপনার অভিপ্রায়। ভাল, তাহাই হউক, আমার অপমানকারীকে আমি কখনই নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাইতে দিব না। অতএব অশ্ব হইতে অবতরণ করুন—আমার সহিত যুদ্ধ করুন।"

দুর্গস্বামী ক্রোধ-বিরহিত স্বরে বলিলেন,—"ভগবান্ ভবানীপতি জানেন, আপনার সহিত বিবাদে আমার কোনই বাসনা নাই। কিন্তু আমি রাজপুত; আপনি আমাকে সমরাহ্বান করিতেছেন—তাহাতে বিমুখ হইলে আমার বংশ কলঙ্কিত হইবে। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি সাধ্যমতে আপনাকে আক্রমণের চেষ্টা করিব না।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং আত্মরক্ষার ভাবে অসি পাতিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন বীরবল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্গ স্বামী বিজয়সিংহ, আক্রমণ বা প্রত্যাঘাত চেষ্টা না করিয়া, কেবলই আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। স্থানটি তৃণাচ্ছাদিত ও পরিষ্কার। বীরবল ক্রোধান্ধ হইয়া দুর্গস্বামীকে আঘাত করিবার জন্য অনবরত লম্ফ-ঝম্প করিতে করিতে একবার দৈবাৎ স্খলিতপদ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। তখনই দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ হস্তস্থিত অসি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মূঢ়, আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই চিরকালের মত তোমার সমর-সাধ মিটাইতে পারিতাম, তাহা বুঝিয়াছ? যাও বীরবল, প্রস্থান কর, তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম।"

বীরবল বুঝিলেন, বাস্তবিক দুর্গস্বামী ইচ্ছা করিলে, অন্য সময়ে হউক বা না হউক, এই অবসরে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবন সংহার করিতে পারিতেন। বীরবল ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন,—"আমি

আপনার বীরত্বের এবং অসাধারণ সদাশয়তার প্রশংসা করিতেছি। আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশের ভূষণ। এক্ষণে আপনার আলিঙ্গন প্রার্থনা করি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আলিঙ্গনের পর রাজপুতের আর মনোমালিন্য থাকে না। যদি আপনি মনকে শান্ত করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আসুন,—আলিঙ্গনে আমার কোন আপত্তি নাই।"

উভয়ে সেই স্থানে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন, সকল বিবাদের অবসান হইয়া গেল। এইরূপ সময় অদূরে একটা লোক আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। বীরবল বলিলেন,—"এ পথে এরূপ সময়ে লোকটা কি জন্য আসিতেছে?"

অনতিদীর্ঘকালমধ্যে লোকটা নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"মহাশয় গো, ঘোড়া ছুটাইয়া সরিয়া পড়ুন। বড় গোলের কথা। শিবরাম মহাশয়—কি কে জানে কে—আমাদের গ্রামে একটা খোঁড়া ঘোড়া বেচিতে গিয়াছিলেন। কোথা হইতে কতক গুলা লোক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা আবার বীরবল মহাশয়কে—কে জানে কে—ধরিবার জন্য ছুটিতেছে। আমি এই পথে যাহাকে দেখিতে পাইব, তাহাকেই এই সব কথা শিবরামের এক জন লোক বলিতে বলিল। তা মহাশয়, পালাও—পালাও।"

বীরবল বলিলেন,—"তোমার সংবাদ ঠিক বটে। এই তোমার পুরস্কার।" এই বলিয়া বীরবল তাহাকে একটি রৌপ্য-মুদ্রা প্রদান করিলেন। তিনি আরও বলিলেন,—"এখন আমার কোন্ পথে যাওয়া আবশ্যক, তাহা যদি কেহ আমাকে বলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিতে সম্মত আছি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"সে কথা আমি বলিয়া দিতেছি। আমার আবাসে এমন স্থান আছে যে, সেখানে লুকাইয়া থাকিলে সহস্র ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়াও বাহির করিতে পারিবে না। অতএব আপনি তথায় চলুন।"

"আপনার এই প্রস্তাবে অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু পাছে আমার জন্য আপনার কোন বিপদ্ ঘটে, এই আশঙ্কায় আমি মহাশয়ের প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারিতেছি না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আমার পক্ষে ভীত হইবার কোন কারণই নাই।"

বীরবল বলিলেন,—"তবে নিশ্চিন্ত-মনে আপনার সঙ্গেই গমন করি। শিবরাম আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, না জানি কত মিথ্যাই বলিবে, না জানি, মহাশয়ের ও আমার স্কন্ধে কত মিথ্যা দোষ চাপাইবে।"

তাঁহারা নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গমন করিতে লাগিলেন। বীরবল বলিলেন,—"আমার নিজের দোষে যত না হউক, আমি সংসর্গ-দোষে নানাপ্রকার কষ্ট পাইয়া থাকি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ইহা যদি আপনি জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ সঙ্গ আপনার সত্বর পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।"

বীরবল বলিলেন,—"আমি তাহাই স্থির করিয়াছি। আমার দিদিমার মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা হয় হউক, তাহার পর হইতে আমি যে আর কোন কুসংসর্গে মিশিব না, তাহা আমার স্থিরসঙ্কল্প।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"সৎসঙ্কল্প শীঘ্রই সফল করা আবশ্যক।"

বীরবল বলিলেন,—"অদ্য হইতেই আমি সংকল্পানুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টাবান্ হইলাম। এখন রাত্রিটা মহাশয়ের আবাসে নির্ব্বিঘ্নে পৌছিয়া নিরুপদ্রবে কাটাইতে পারিলে বাঁচি।"

দুর্গস্বামী কহিলেন,—"নির্ব্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব সম্বন্ধে আমি মহাশয়কে রাজপুতের কথা দ্বারা আশ্বস্ত করিতেছি, তবে স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে আমি মহাশয়কে কোনই ভরসা দিতে পারি না। কারণ, আমার আবাসে এমন কিছুই নাই, যাহাতে আপনাকে স্বচ্ছন্দে ও সুখে রাখিতে পারি। আমার ভাণ্ডারে যাহা কিছু ছিল, তাহা বিগত পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমি ধন-জন-শূন্য; আমার আবাসমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা আমি সন্তোষসহকারে মহাশয়ের সেবায় নিয়োজিত করিব।"

বীরবল বলিলেন,—"আবাসে কিছুই নাই, এখন কি হইবে?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমার সন্দেহ হইতেছে, তাহাই ঠিক। কিন্তু আর তর্কে কি কার্য্য—ঐ

সম্মুখে আমার আবাস দেখা যাইতেছে। তথায় কি আছে না আছে, আপনি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন।"

সম্মুখে দুর্গস্বামীর সুবিস্তৃত প্রস্তর-নির্ম্মিত আবাস নয়নগোচর হইল। এই বৃহৎ ভবনের নিম্নতলস্থ প্রকোষ্ঠবিশেষে পূর্ব্বকালে কোন সময় শার্দ্দূল-যুগল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তথায় তাহাদের শাবক জন্মিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে এই বৃহৎ নিকেতন "শার্দ্দূলাবাস" নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছে। লোকে অধুনা সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে 'আবাস' বলিয়াও এই ভবনের উল্লেখ করিয়া থাকে।

রাত্রি এখনও অধিক হয় নাই বটে, তথাপি দুর্গস্বামীর আবাস জনশূন্য ও আলোক-বিহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেবল একমাত্র বাতায়ন ভেদ করিয়া অতি ক্ষীণ আলোকের আভা প্রকাশিত হইয়া আবাসের নিতান্ত জনহীনতার বিরোধে সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া অনুমিত হইল।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঐ যে আলোক দেখিতেছেন, ঐ আলোক-সমীপে আমার একমাত্র ভৃত্য উপবিষ্ট আছে। ও যে এখনও ঐ স্থানে আছে, ইহাই আমার সৌভাগ্য। কারণ, উহাকে না পাইলে আলোক বা শয্যা কিছুরই সংস্থান হইবার সম্ভাবনা ছিল না।"

ক্রমে তাঁহারা সেই সুবৃহৎ ভবন-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেই বৃহদ্দ্বার অভ্যন্তর হইতে অর্গলবদ্ধ। তখন দুর্গস্বামী "কানাই কানাই" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং সজোরে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার-শব্দে ও দ্বারাঘাত-ধ্বনিতে সমস্ত ভবন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তথাপি কোন মনুষ্য-কণ্ঠ তাঁহার চীৎকারের উত্তর দিল না। তখন তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তবে কি কানাই মরিয়াছে? আমার যে চীৎকার, তাহাতে সাক্ষাৎ কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইবার কথা!"

অবশেষে ক্ষীণ ও কম্পিতকণ্ঠে উত্তর হইল, 'কে ও? কে—দুর্গস্বামী মহাশয় না কি? তিনিই বটে তো?"

দুর্গস্বামী উত্তর দিলেন,—"হাঁ কানাই, আমি দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।"

আবার প্রশ্ন হইল,—"সত্য বটে তো? আর কিছু নহে তো?"

দুর্গস্বামী উত্তর দিলেন,—"ভয় নাই, ভয় নাই, কোন অপদেবতা নহে।"

বাতায়ন-পথ দিয়া আলোকের গতি দেখিয়া বুঝা গেল যে, আলোক-বাহক ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুবিস্তৃত সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছে। তাহার ধীরপাদবিক্ষেপহেতু বিজয়সিংহ নিরতিশয় বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার উদ্ধতপ্রকৃতিক সঙ্গী বারংবার অস্ফুটস্বরে গালি দিতে লাগিলেন। অবশেষে কানাই দ্বারের বিপরীত দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু দ্বার খুলিল না এবং পুনরায় জানিতে চাহিল, যাঁহারা এত গোল করিতেছেন, তাঁহারা বস্তুতঃ মানুষ কি না এবং ভিতরে আসিতে চাহেন কি না?

বীরবল বলিলেন,—"আমি যদি এখন তোমার কাছে থাকিতাম, তাহা হইলে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতাম, আমি মানুষ কি না?"

বিজয়সিংহ এই বর্ষীয়ান ভৃত্যের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করা অবিধেয় মনে করিয়া এবং উভয়ের মধ্যে লৌহময় দ্বার ব্যবধান থাকাতে শত-সহস্র উক্তি নিষ্ফল জানিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হাঁ কানাই তোমার ভয় নাই—দরজা খোল।"

তখন ধীরে ধীরে কম্পিতহস্তে বৃদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল। বৃদ্ধ নিতান্ত কৃশাঙ্গ। তাহার এক হস্তে একটা মশালের ন্যায় আলোক জ্বলিতেছে, অপর হস্ত দ্বারে সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহার সেই উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত ক্ষীণমূর্ত্তি, বদনের দারুণ ভীতি ও সন্দিগ্ধভাব দেখিবার সামগ্রী বটে। কিন্তু অশ্বারোহিদ্বয় তৎকালে এতাদৃশ কাতর ছিলেন যে, তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ না করিয়া, এককালে ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কানাই তাঁহাদের দেখিয়া বলিল,—"এ কি আমার প্রভু, দুর্গস্বামী মহাশয়! কি অন্যায়! নিজের বাটীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! কিন্তু কে জানে, আপনি এত শীঘ্রই ফিরিবেন! তাহা তো আমরা ভাবি নাই। ও কি! সঙ্গে কে? এক জন হাতিয়ার-বাঁধা সোয়ার। বেশ, বেশ।" তাহার পর চীৎকার শব্দে বলিল,—"রামমণি, রামমণি, শীঘ্র—ঘরটর ঠিক্‌ঠাক্ কর। শীঘ্র—খুব খবরদার। আপনি এত

শীঘ্র ফিরিবেন, তাহা কি ছাই জানি? ঘরেও জিনিসপত্রের কতকটা বেবন্দোবস্ত হয়ে আছে। তা—আপনাদের কোন কষ্ট হবে না। যেমন ক'রে হউক, আর যাই হউক—"

বিজয়সিংহ বলিলেন,—"তা যেমন ক'রেই হউক আর যাহাই হউক, আমাদের ঘোড়া দুইটা রাখিয়া দেও, আর আমাদেরও একটু থাকিবার জায়গা দেও। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছি বলিয়া তুমি কি দুঃখিত হইয়াছ?"

কানাই বলিল,—"দুঃখিত? সে কি কথা! আপনি ফিরিয়া আসিলেন—চাকর-বাকরেরা বাঁচিয়া গেল। এই তিন শ বছরের মধ্যে কবে কোন্ দুর্গস্বামী বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছেন? দুর্গস্বামীরা আপনারা বাড়ীতে লোকজন খাওয়াইয়া, হাসিয়া খেলিয়া কাল কাটান। তাঁরা বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যাবেন কেন—কি দুঃখে? এই শার্দ্দূলাবাস—বাড়ী তো কম বাড়ী নয়—কত ঘর—কত জায়গা; মজবুতই বা কেমন! লোকে বলে যে, এরূপ প্রাচীন বাড়ী আর দেখা যায় না। এই জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে লোকে ইহা দেখিতে আইসে! ইহার বাহিরটাই কি সামান্য কাণ্ড! দেখ্‌বার জিনিস বটে।"

বিজয়সিংহ বুঝিলেন যে, প্রকারান্তরে কানাই তাঁহাদিগকে বিলম্ব করাইতে চাহে। একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি হবে বাড়ীর বাহিরটা আমাদিগকে ভাল করিয়া না দেখাইয়া ছাড়িবে না, কেমন?"

বীরবল বলিলেন,—"না—আর বাটীর বাহির দেখিয়া কাজ নাই। এক্ষণে আমরা ঘরের ভিতর, আর ঘোড়াগুলা আস্তাবলের ভিতর যাওয়াই আবশ্যক।"

কানাই বলিল,—"অবশ্য, অবশ্য, তা আর বল্‌তে? আমাদের বাড়ী মহাশয়, বুঝ্‌লেন?"

বীরবল বলিলেন,—"তুমি এখন ও কথা রাখিয়া দিয়া ঘোড়ার ব্যবস্থা কি, বল? ঘোড়া অনেক খাটিয়াছে, এখানে এমনি করিয়া হিমে দাঁড়াইয়া থাকিলে একেবারে অধঃপাতে যাইবে। আমার ঘোড়া অনেক দামী ঘোড়া, এমন করিয়া নষ্ট করা তো চলে না। তাহার যাহা হয়, একটা উপায় শীঘ্র কর।"

কানাই বলিল,—"ঠিক কথা। রাজপুতের ঘোড়ায় যত্ন আগে চাই। দাঁড়ান মহাশয়, আমি সহিসগুলাকে একবার ডাকি। এ হনুমান্—ও জনার্দ্দন ওরে রামধন—"

কানাই অনেক চীৎকার করিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না; কেহই আসিল না। সে নিজেও জানিত যে, আসিবার কেহ নাই তা আসিবে কে? বলিল,—

"মহাশয়, কথা আছে যে, 'বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর্' এটা ঠিক কথা! দুর্গস্বামী বাড়ী নাই কি না—আর লোকজন সব সুবিধা পাইয়া গিয়াছে। দেখুন মহাশয়, এক বেটা সহিসকেও কাজের সময় পাওয়া যায় না। কে যে কোথায়, তার ঠিকই নাই। তা যাই হউক, ঘোড়ার তদ্বির করিতেছি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাই কর কানাই—তাহা না করিলে অন্য উপায়াভাবে ঘোড়াগুলা মারা পড়িবে।"

কানাই দুর্গস্বামীকে জনান্তিকে বলিল,—"ও কি মহাশয়! করেন কি? মান তো বজায় রাখিতে হইবে? দেখিবেন, এখন আমার বুদ্ধিতে যত মিথ্যা যোগায়, সে সকল বলিয়াও আজি রাত্রে যে মান বজায় থাকিবে, এমন বোধ হয় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"সে জন্য ভাবনা নাই। আস্তাবলে ঘাস আছে, দানা আছে?"

একবার কানাই বীরবলের কর্ণগোচর হয়, এইরূপ উচ্চস্বরে বলিল,—"ঘাস দান? যথেষ্ট—যথেষ্ট।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বেশ কথা। তুমি ঐ সকল তদ্বির দেখ। আমি ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া তিনি কানাইয়ের হস্ত হইতে আলোকটা জোর করিয়া গ্রহণ করিলেন।

কানাই বলিল,—"একটু দেরী করুন—এই বাহিরে দাঁড়াইয়া হাওয়া খাউন। দেখুন দেখি, কেমন চাঁদনি রাত্রি! এমন কি আর হয়? একটু দেখুন না। আপনি আলো হাতে করিয়া যাইবেন, সেটা ভাল দেখায় না। একটু দেরী করুন, আমি আলো ধরিয়া যাইতেছি। উপরের

ঝাড়টা একটু বে-মেরামত রহিয়াছে; আমি না যাইলে ঠিক হইবার উপায় নাই। একটু অপেক্ষা করুন।"

দুর্গস্বামী কহিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি কি? যতক্ষণ তুমি না আসিতেছ, ততক্ষণ আমাদিগের এই আলোতেই চলিবে। আলোকের অভাবে তোমার কোন কষ্ট হইবে না বোধ হয়। কারণ, আমার যেন স্মরণ হইতেছে, প্রায় অর্দ্ধেক আস্তাবলের ছাত ভাঙ্গা—কাজেই যথেষ্ট আলো পাইবে।"

কানাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে হাঁ, শ্রাদ্ধের সময় অনেক ঘোড়া আসিয়াছিল, পাছে এক সঙ্গে এত ঘোড়া থাকিয়া গরম হয়, এই জন্য খানিকটা ছাত খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল বটে। হতভাগ্য মিস্ত্রী বেটাকে রোজ সেইটুকু সেরে দিতে বলি, তবু আর তার সময় হয় না।"

কানাইয়ের বাক্যানুবর্ত্তী না হইয়া দুর্গস্বামী ও বীরবল উঠিতে লাগিলেন। দুর্গস্বামী যাইতে যাইতে বলিলেন,—"আপনার দুর্ভাগ্য লইয়া আপনি তামসা করিতে ভাল লাগে না, নচেৎ এখানে সে সুযোগ যথেষ্ট আছে। কানাই বেচারা আমার এই দুরবস্থার কথা প্রাণপণ যত্নে লুকাইতে চেষ্টিত। আমার এই দরিদ্র পুরীর প্রকৃত অবস্থা লোককে জানাইতে কানাইয়ের বড় কষ্ট; আমাদের অবস্থা যেরূপ হইলে ভাল হয় বলিয়া সে মনে করে, প্রাণপণে অবস্থার সেইরূপ চিত্র লোক-সমক্ষে উপস্থিত করিতে উৎসুক। নিজের অবস্থা উপলক্ষ করিয়া হাস্য-পরিহাস বড়ই অপ্রিয়। তথাপি সময়ে সময়ে বৃদ্ধ কানাইয়ের ব্যবহারে আমি বড় আমোদিত না হইয়া থাকিতে পারি না।"

কথা-সমাপ্তি সহকারে দুর্গস্বামী একটা সুবিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিলেন। সে প্রকোষ্ঠে বসিবার স্থান নাই। তথায় নানা সামগ্রী নিরতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে নিপতিত। সে প্রকোষ্ঠের অবস্থা দেখিলেই গৃহস্বামীর বর্ত্তমান বৈষয়িক অবস্থার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ভগ্ন খট্টা, ছিন্ন-ভিন্ন গালিচা, জীর্ণ শয্যা প্রভৃতি সামগ্রী প্রকোষ্ঠে স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় বসিবার উপযুক্ত একটু স্থান দেখিতে পাইয়া, দুর্গস্বামী সমাদরে সঙ্গী বীরবলকে তথায় লইয়া আসিলেন। বলিলেন,—"দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন, সুখ-শান্তি আমার এ দুর্গ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। আপনাকে আমি তাহা দিতে পারিব না। তবে আপনি যাহাতে সকল প্রকার বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায়, বোধ হয়, আমার অসাধ্য নহে।"

বীরবল বলিলেন, "আমার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। সামান্য আহার করিয়া রাত্রি কাটাইতে পারিলেই যথেষ্ট।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আহারেরও যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহাও আমার বোধ হয় না। কানাইয়ের অশেষ গুণের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ—সে একটু কালা। এই জন্যই সময়ে সময়ে যে কথা আর কেহ শুনিতে পাইতেছে না, মনে করিয়া সে বলে, তাহা যাহাদের সে লুকাইতে চাহে, তাহাদের কর্ণেই অগ্রে প্রবেশ করে। ঐ শুনুন না, কানাই কি বলিতেছে।"

তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, কানাই রামমণিকে বলিতেছে,—"ঐ ময়দাতেই কাজ সারিতে হইবে, ভাল হউক, মন্দ হউক, ঐ ভিন্ন উপায় নাই।"

রামমণি বলিল,—"কেমন করিয়া হইবে? এতে কি রুটী হয়? এ যে বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

কানাই বলিল,—"তা বলিলে কি হয়, ওতেই কাজ সারিতে হইবে। । বলিস্ তোর বেকুবিতে রুটী পুড়িয়া তেত হইয়া গিয়াছে। ময়দা যে মন্দ, তাহা বলা হইবে না। যেমন করিয়া হউক, মান বজায় রাখা চাই।"

রামমণি বলিল,—"কিন্তু আলো কই? আমাদের মোটে একটা আলো, তাও দুর্গস্বামীর হাতে। আর একটা আলোর যোগাড় না হইলে তো কাজ চলে না।"

কানাই বলিল,—"আচ্ছা দাঁড়া তুই, আমি যোগাড় করিয়া ঐ আলোটাই আনিতেছি।"

যে ঘরে দুর্গস্বামী ও তাঁহার সঙ্গী বসিয়া আছেন, কানাই আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার গুপ্ত পরামর্শ সমস্তই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। তাহাকে দুর্গস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ হে কানাই,

আজি রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কোন যোগাড় হইতে পারিবে কি ?"

কানাই নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্টভাবে বলিল,—"খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়। সে কি কথা ? এই দুর্গস্বামীর বাটীতে যত লোকই কেন আসুন না, ফিরিবার কোন কথা নাই তো। তবে রুটী ছাড়া আর কোন জিনিস এখন টাট্‌কা তাজা মিলিবার সম্ভাবনা নাই। মেঠাই, পেঁড়া প্রভৃতি সামগ্রী টাট্‌কা হইবে না ; রামমণি বুড়া মানুষ, এখন সে সকল করিয়াও উঠিতে পারিবে না।"

ঈষৎ হাস্যের সহিত দুর্গস্বামী বীরবলকে বলিলেন, 'যে রামমণিকে কানাই বুড়ী বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, সে উহার অপেক্ষা অন্ততঃ ত্রিশবৎসরের ছোট।"

বীরবল দেখিলেন, বৃদ্ধ কৌলিক মান বজায় রাখিবার নিমিত্ত নিতান্ত গোলে পড়িয়াছেন, তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত করিবার আশয়ে বলিলেন,—"মেঠাই, পেঁড়া আমি তো খাই না। মিষ্ট খাইলে আমার বড় অসুখ করে। দুইখানি রুটী পাইলেই আমার যথেষ্ট খাওয়া হইবে।"

কানাই অমনি বলিল,—"আঁা, বলেন কি ? দুখানি রুটী ছাড়া আর কিছুই খাইবেন না ? আমরা এত উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছি, সকলই মাটী।"

দুর্গস্বামী বলিলেন, "কানাই, তোমাকে বলি শুন, ইনি রাওল বীরবল। কোন কারণে উঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে হইতেছে, তাহারই উপায় চিন্তা কর।"

কানাই বলিল, "তার আর ভাবনা কি ? এখানকার অপেক্ষা লুকাইয়া থাকিবার উত্তম স্থান আর কোথায় আছে ?"

কানাই প্রস্থান করিল। কোন প্রকারে রাত্রের আহার সমাপ্ত হইল। তাহার পর ভবন-মধ্যস্থ এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বীরবলের শয্যা করিয়া দেওয়া হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এইরূপ ভাবে প্রথম চারিদিন কাটিয়া গেল। কানাইয়ের কৌশলে আহারাদি কায়ক্লেশে চলিতে লাগিল।

দুর্গস্বামীর চিত্তের অবস্থা বড় ভয়ানক। এক দিকে কিল্লাদারের প্রতি প্রবল প্রতিহিংসা—পিতৃপুরুষের অন্তিম সময়ের বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া বিজাতীয় বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা, আর এক দিকে কিল্লাদারের কুমারী কল্যাণীর কমনীয়তা এই উভয়ই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল। এই উভয় ভাবের প্রাবল্যে তাহার হৃদয় নিতান্ত বিচলিত। তিনি কি করিবেন, কি করিলে ভাল হয়, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে অক্ষম। একবার তিনি মনে করিতেছেন, এ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবার নহে। ইহা ত্যাগ করিলে ধর্ম্মের সমীপে, পিতৃপুরুষগণের সম্মুখে, জগৎসমীপে, আত্মীয়-সমাজে ঘোরতর পাতকী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। না, ইহা আমার সঙ্গের সাথী। জীবনে ও মরণে এ প্রতিহিংসার সহিত আমার সম্বন্ধ।" আবার তাঁহার মনে হইতেছে, "কিন্তু কল্যাণী—সেই সরলতাপূর্ণ সুন্দরী শিরোমণি-স্বরূপ। রঘুনাথ-কন্যা তাঁহার কি দোষ ? তিনি তো আমার সহিত জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কখনই কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাই। আমি সেই সরলা বালার সহিত সে দিন নিতান্ত বিসদৃশ—যৎপরোনাস্তি পরুষ ব্যবহার করিয়াছি। আমার সে দিনকার ব্যবহার নিতান্ত নিন্দনীয়। কল্যাণীর পিতা আমার পরম শত্রু হইতে পারেন, কিন্তু সে শত্রুতা হেতু তাঁহার তনয়ার সহিত শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যবহার করা কোন ক্রমেই আমাদের সঙ্গত হয় নাই সেদিনকার ব্যবহার স্মরণ করিয়া আজ আমি নিতান্তই লজ্জিত হইতেছি।"

দুর্গস্বামীর হৃদয়ের এরূপ ভাব। একদিকে আকর্ষণ, অপর দিকে বিকর্ষণ। এ বড় বিষম অবস্থা!

এইরূপ অবস্থায় এক দিন প্রাতে বীরবল জিজ্ঞাসিলেন "এক্ষণে কি স্থির করিতেছেন ? মিবারে থাকিয়াই রাজপ্রসাদলাভের চেষ্টা করিবেন, কি এ দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে অদৃষ্ট-পরীক্ষার সঙ্কল্প করিতেছেন ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কি যে করিব, তাহা আমি জানি না ; আমার এমনই ভাগ্য যে, আমার বন্ধুবান্ধবেরাও তাহা স্থির করিতে অক্ষম। এই পত্র পাঠ করুন।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী বীরবলের হস্তে একখানি

পত্র প্রদান করিলেন। বীরবল তাহা পাঠ করিলেন,—

"রাম রাম।

"শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহ দুর্গস্বামী মহাশয়

প্রবলপ্রতাপেষু—

পত্র বহুদিন পাইয়াছি। উত্তর দেওয়া আজকাল সহজ কথা নহে। কেন, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় লোকের প্রাণ লইয়া টানাটানি। কখন্ কি হয়, তাহার স্থির তা নাই। আপনার সম্বন্ধে রাণা দরবারে মূর্খ লোক মিথ্যা অভিযোগ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং আপনার সহিত যে লোক ঘনিষ্ঠতা রাখিবে বা দেখাইবে, সে-ও দোষী হইয়া পাড়বে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, এমন দিন থাকিবে না। অচিরে সমস্ত বিষয়েরই অন্যথা ঘটিবে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ পত্রে লেখা উচিত নহে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। বিদেশে যাওয়ার মত ত্যাগ করুন। তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বদেশে বসিয়াই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন। আপনি আমাদের পরমাত্মীয়। তথাপি সর্ব্বদা আপনার সংবাদাদি না লওয়া নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে বিশেষ দোষ। কার্য্য-কারণ স্মরণ করিয়া ক্ষমা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। পত্রবাহক বিশ্বাসী লোক বলিয়া এত কথা সাহস করিয়া লেখা গেল। আপনি এ লোকের দ্বারা ইচ্ছামত উত্তর পাঠাইবেন। ইতি—

নিত্যশুভাধ্যায়ী

রামরাজা।"

বীরবল পত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পত্রলেখক কে? রামরাজা অতি বিখ্যাত ও প্রতাপান্বিত প্রদেশপতি মহারাণার অধীনস্থ এক জন প্রধান সামন্ত। মহারাণার দরবারে তিনি বড়ই সম্মানিত। রামরাজার সহিত দুর্গস্বামি-বংশের অতি নিকট সম্পর্ক হইলেও, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া চতুর রামরাজা দুর্গস্বামীর সহিত ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন।

বীরবল দুর্গস্বামীর হস্তে পত্র ফিরাইয়া দিয়া, বলিলেন, "এ পত্র লেখা না লেখা উভয়ই সমান। ইহার কোনই অর্থ নাই। আপনাকে দেশত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু এখানে থাকিলে কি ইষ্ট-সম্ভাবনা আছে, তাহা ব্যক্ত করা নাই। শীঘ্র বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অন্যথা হইবে বলা হইয়াছে, কি অন্যথা, তাহার আভাস নাই। এমন দিন থাকিবে না, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে কেমন দিন ঘটিবে, তাহা বলা হয় নাই। ফলতঃ এ পত্র পাঠ করিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি যদি বুঝিয়া থাকেন, বলিতে পারি না।"

দুর্গস্বামী এ কথার উত্তর দিলেন না। তাঁহার মন তখন অন্য প্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"মহাশয়, সম্পত্তি না থাকা এ সংসারে সময়ে সময়ে বড়ই দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে—আপনিও তাহা বিশেষ বুঝিয়াছেন, সন্দেহ নাই।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে? সেই জন্যই তো দিদিমা বুড়ী কবে মরিবে ভাবিয়া আপাততঃ আমি তো যাইতেছি।"

"আপনার দিদিমার সম্পত্তি কি অনেক?"

বীরবল বলিলেন,—"আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

এমন সময় কানাই আসিয়া বলিল,—"আপনারা কয় দিন স্নান করেন নাই, আজি স্নান করিবেন কি? আমি ফুলেল তেলটেল যথেষ্ট পরিমাণে স্নানের স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি, আপনারা আসুন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই! এ আবার তোমার কোন্ রঙ্গ?"

বীরবল বলিলেন,—"চলুন না, দেখা যাউক।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কয়েক দিন পরে এক দিন অতি প্রত্যূষে বীরবল দুর্গস্বামীর গৃহাগত হইয়া উৎসাহ সহকারে বলিলেন,—"উঠুন, উঠুন; আপনি ঘুমাইয়া সব মাটী করিলেন। দেখিতেছেন না, বাহিরে কত ধুম লাগিয়াছে। কত লোক, কত ঘোড়া, কত পাল্কী চলিতেছে। আপনি ঘুমাইয়া কাল কাটাইলেন—ছি!"

দুর্গস্বামী চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বলিলেন,—"ব্যাপারটা কি? কিসের এত ধুম? লোকজন কেন চলিতেছে?"

বীরবল বলিলেন,—"কেন এত ধুম, তা আমি কি জানি? আপনি উঠুন—দেখুন ব্যাপারটা কি?"

তখন দুর্গস্বামী উঠিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত

করিলেন। দেখিলেন, বাস্তবিক অনেক লোকজন অশ্বাদি সহিত পিপ্‌লি গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; তাহাদের সঙ্গে একখানি শিবিকাও আছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল, কোন মহিলা তাহা অধিকার করিয়া আছেন। দুর্গস্বামী দেখিয়া বলিলেন,—"তাই ত, ব্যাপারটা কি?"

এমন সময় কানাই পশ্চাদ্দিক্ হইতে বলিল,—"ব্যাপার আর কিছুই নয়—নিশ্চয়ই কোন বড়লোক সপরিবারে ভগবান্ অনাথনাথের পূজা দিতে চলিয়াছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ কানাই। আমাদেরও দেখিতে গেলে হয়। বিশেষতঃ ভগবান্ অনাথনাথের মন্দির আমারই সম্পত্তি। পিপ্‌লি গ্রাম আমার হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু দেবালয়ের স্বত্ব কোন ক্রমেই তো অন্যের হস্তগত হইতে পাবে না; এ জন্য তাহা আমারই আছে। আমার হস্তে দেব দুর্গতি; এক্ষণে যথারীতি দেবসেবার বন্দোবস্ত অথবা মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার কিছুই করা হয় না। ভগবান্! তোমারই নিগ্রহে এই অশুভ ফলের উদ্ভব। যাহা হউক, বীরবল, দেবদর্শনার্থী যাত্রিগণ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। উঁহারা আমারই অধিকারের মধ্যে আমারই দেবালয়ে গমন করিতেছেন। আমি উঁহাদের সহিত আলাপ করি বা না করি, ঐ স্থানে কোন ওজরে উপস্থিত থাকিতে পারিলে সাধ্যমতে উঁহাদের অসুবিধা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে পারিব। দেবালয়ে কোন প্রকার সুব্যবস্থাই নাই। এরূপ স্থলে আমার একটু যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে হইতেছে। আপনার কি মত?

বীরবল বলিলেন,—"আমার মতে আপনি অতি সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন। আর অন্য মতে কাজ নাই, আমি অশ্ব প্রস্তুত করিতেছি, আপনি আসুন।"

বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে কানাই বলিল,—"দুর্গে থাকিবার যে লোক নাই—আমিও আপনার সহিত যাইতে পারিলে বড়ই ভাল হইত।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কেন কানাই?"

"কেন? তাহা আর কি বলিব? আমার পোড়া কপাল, তাই আজিও বাঁচিয়া আছি। আজি আপনি একাকী অনাথনাথের মন্দিরে চলিতেছেন; কিন্তু এমন দিন এই কানাই দেখিয়াছে, পতাকা উড়িয়াছে, লোকজনের তো কথাই নাই। আজি আপনি সেই দুর্গস্বামীর বংশধর আপনি আজি সঙ্গিহীন—একাকী আমি যত দূর সাধ্য যত্নে পূর্ব্বগৌরব বজায় রাখিবার চেষ্টায় সঙ্গে যাইতে চাহি।"

দুর্গস্বামী গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তাহাতে কাজ নাই।"

বিনা বাক্যব্যয়ে দুর্গস্বামী নিম্নে অবতরণ করিয়া আপনার দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রকায় অশ্বে আরোহণ করিলেন। বীরবল স্বীয় অপেক্ষাকৃত উন্নত ও বলিষ্ঠ অশ্বপৃষ্ঠে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শার্দ্দূলাবাস ত্যাগ করিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা ভগবান্ অনাথনাথের মন্দিরসম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন।

বীরবল বলিলেন,—"ভিতরে চলুন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"না; বোধ হয়, শিবিকাস্থিতা মহিলা পূজা করিতে গিয়াছেন, এ সময়ে ভিতরে যাওয়া নিতান্ত অন্যায়।"

দুর্গস্বামী দেখিলেন,—যাত্রিগণের অশ্বসমূহ আরোহিবিহীন এবং শিবিকা জনশূন্য সুতরাং সহজেই অনুমান হইল, লোকজন সকলেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, পুরোহিত আবশ্যকমত সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন এবং যাত্রিগণের এ স্থানে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। তাহার পর দুর্গস্বামী দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন "ভগবান্ অনাথনাথ! ইহসংসারে আমার প্রার্থনা করিবার কিছুই নাই। এ ছিন্ন-ভিন্ন মর্ম্মাহত কাতর সন্তান শান্তির সাক্ষাৎ ইহজীবনে প্রত্যাশা করে না, সুতরাং সে তাহার প্রার্থী নহে। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—না, তাহাতে কাজ কি? হাঁ, প্রতিহিংসাই একমাত্র প্রার্থনীয়। সে সাধও মিটিবে না কি দেব?"

দুর্গস্বামীর প্রণাম ও প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে বীরবল দেখিলেন, দুর্গস্বামীর স্বভাবতঃ বিষাদ-তমসাচ্ছন্ন বদন আরও বিষাদময়, তাঁহার গম্ভীর ও উৎকণ্ঠিত ভাব আরও গাম্ভীর্য্য ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ। দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আর বিলম্বে কি কাজ? চলুন গৃহে যাই।"

বীরবল বলিলেন, -"বিলক্ষণ, দেবমূর্ত্তি না দেখিয়া কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"উত্তম কথা, আপনি দেবদর্শনার্থে অপেক্ষা করুন। আমি ততক্ষণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হই।"

বিজয়সিংহ কিয়দ্দূরমাত্র অগ্রসর হইলে এক জন বর্ষীয়ান অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইল। আগন্তুক যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই সুন্দররূপে অনুমিত হইতে লাগিল। তাঁহার মস্তকের উষ্ণীষ দ্বারা মুখের বহুলাংশ আবৃত। আগন্তুক নিকটস্থ হইয়া দুর্গস্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"সম্মুখে যে সুবৃহৎ ভবন পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহাই শার্দ্দূলাবাস নহে কি ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,— "হাঁ মহাশয়, উহাই শার্দ্দূলাবাস বটে।"

আগন্তুক কহিলেন,- "ঐ সুবৃহৎ ভবনের ও উহার অধিকারীদিগের সহিত মিবারের উত্থান ও পতন, সুখ ও দুঃখের কতই সম্বন্ধ আছে!"

দুর্গস্বামী এ কথার বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না। আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"এই ভবন অতি প্রাচীনকাল হইতে দুর্গস্বামিবংশের অধিকারভুক্ত আছে না ?"

বিজয়সিংহ বলিলেন,--"এই ভবনই দুর্গাস্বামিগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্পত্তি এবং ইহাই তাঁহাদের শেষ সম্পত্তি।"

প্রাচীন অশ্বারোহী একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন,—"না, না—তাহা কেন হইবে ? এই দুর্গস্বামিবংশের গুণ-গরিমা কে না জানে? আমি বিশ্বাস করি, যদি মহারাণাকে ভাল করিয়া কেহ বুঝাইয়া দেন যে, এই সুপ্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ইহার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন।"

দুর্গস্বামী উদ্ধতভাবে বলিলেন,—"এতদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ দ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমিই ঐ ভবনের একমাত্র উত্তরাধিকারী,—আমারই নাম দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ। আপনি ভদ্রলোক। ইহা বোধ করি, আপনার অবিদিত নাই যে, ভাগ্য-চক্র বিরুদ্ধ পথগামী হইলে, এরূপ অযাচিত হিতকামনা নিতান্ত অপ্রিয় বলিয়া মনে হয়।"

প্রাচীন অশ্বারোহী বলিলেন,—"আমি জানিতাম না—আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন—অন্যায় হইয়াছে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ক্ষমা-প্রার্থনা নিতান্ত অনাবশ্যক। বোধ হয়, এই আমাদের পরিচয়ের শেষ, কারণ, সম্মুখস্থ পথদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন পথ এক্ষণে আমাদের অবলম্বনীয়। আমি অবিরক্তচিত্তে মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হইতেছি জানিবেন।"

এই বলিয়া স্বাধীনচেতা দুর্গস্বামী অশ্বের মস্তক শার্দ্দূলাবাসে উপনীত হইবার নিমিত্ত যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে, তদুদ্দেশে যেমন ফিরাইলেন, অমনি শিবিকাবাহকেরা শিবিকারূঢ়া দেবদর্শনার্থিনী দেবমহিলাসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শিবিকার উভয়দিকের আবরণ উন্মুক্ত এবং তন্মধ্যে এক অবগুণ্ঠনবতী কামিনী উপবিষ্টা। প্রাচীন অশ্বারোহী সেই কামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— "বৎসে! ইনিই দুর্গস্বামী।"

এই সময় আকাশ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং কড়-কড় নাদে বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। অবিলম্বে মুষলাধারে বৃষ্টিপাত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ রহিল না। শিবিকাস্থিতা যুবতী ও প্রাচীন অশ্বারোহী নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় চেষ্টা বা অচেষ্টায় দুর্গস্বামী না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না যে, "সম্মুখস্থ শার্দ্দূলাবাসে কেবল আশ্রয়-স্থান ব্যতীত আর কিছুই নাই; যদি এরূপ সময়ে তাহাতে আপত্তি না থাকে—"

আর কথা দুর্গস্বামীর মুখ দিয়া বাহির হইল না। যাহা দুর্গস্বামী শেষ করিতে পারেন নাই, তাহা প্রচীন ব্যক্তি শেষ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমার কন্যার শরীর বড়ই দুর্ব্বল। সম্মুখে এই ঝঞ্ঝাবাত। এ সময়ে শিষ্টাচার এককালে অনাবশ্যক। এক্ষণে আমাদের দুর্গস্বামীর ভবনে আতিথ্যস্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর কি আছে?"

আর মতান্তরের সুযোগ নাই। অগত্যা দুর্গস্বামীকে সঙ্গিগণের পথ-প্রদর্শক হইয়া অগ্রসর হইতে হইল। ভবন-সন্নিহিত হইয়া তিনি 'কানাই, কানাই' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

কানাই আসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখের ভাব

ও মনের ভাব বর্ণনার অতীত; তাহার তখন চিন্তার সীমা নাই। মধ্যাহ্ন-ভোজনের কালবিলম্ব নাই, এমন সময়ে দুর্গস্বামী বহুজন সম্ভ্রান্ত অতিথি সঙ্গে গৃহে ফিরলেন। কানাই কথা কহিবে কি? সে কেমন করিয়া তাল সামলাইবে—মান বজায় রাখিবে, ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যাহাই হউক, সে হঠাৎ অপ্রতিভ না হইয়া বলিল,—"হায়, হায়, কাজ বড় অন্যায় হইতেছে। দুর্গস্বামী যেমন বাটীর বাহির হইলেন, অমনি চাকর-বাকর একত্র হইয়া পরামর্শ করিল, তিনি আজি শীঘ্র ফিরিবেন না। তাহারা দল বাঁধিয়া শীকার করিতে গেল। উনি যে এত শীঘ্র ফিরিবেন, তাহা তারা ভাবে নাই তো। তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

দুর্গস্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, —"কানাই, চুপ কর—এরূপ পাগ্‌লামী সকল সময় ভাল লাগে না।" তাহার পর অতিথিগণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এই বৃদ্ধ আর একটি স্ত্রীলোক ব্যতীত আমার অন্য দাসদাসী নাই। এই সামান্য লোকজন দ্বারা এই জীর্ণ ভবন হইতে যেরূপ ভোজ্যাদি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, আমার তাহারও সংস্থান নাই। ফলতঃ যাহা কিছু আছে, তাহা প্রয়োজনমতে আপনারা আপনার ভাবিয়া গ্রহণ করিলে আপ্যায়িত হইব।"

কানাই অবাক্ হইয়া গেল। সে এত মিথ্যা-কথার সহায়তায় যে মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, অনায়াসে অম্লান-বদনে দুর্গস্বামী এককালে তাহার শেষ করিয়া দিলেন। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, কিয়ৎকাল তাহা আর তাহার মনে পড়িল না। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কানাই বলিল,—এখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্গে মহামান্যা কুলবালা রহিয়াছেন। এখানে কেন? ঘরে আসুন। ঘরটার সাজসজ্জা কিছু খারাপ হইয়া রহিয়াছে। দামী দামী জিনিসপত্র চারিদিকে বে-বন্দোবস্ত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা হউক, আসুন তো। খাওয়া-দাওয়ার কিরূপ আয়োজন করা হইবে? প্রাতে গোপ রোজের এক মণ দুধ দিয়া গিয়াছিল। রামমণির বেকুবিতে দুধটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহা হউক, আবার যোগাড় করিতেছি।"

দুর্গস্বামী নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া

বলিলেন,—"কানাই, তোমার জ্বালায় আমি অস্থির হইয়াছি। তোমার ওরূপ বাতুলতায় কোন ইষ্ট নাই, কেবল লোকের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয় মাত্র।"

এই সময়ে বীরবলের উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনি এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া কানাই একেবারে চমকিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল,—"সর্ব্বনাশ, এ আবার কি দৌরাত্ম্য! ভগবান্, আজি আর কোন ক্রমে মান বজায় থাকে না, দেখিতেছি। লোকগুলা ছুটিয়া আসিতেছে; ভাবিয়াছে, এখানে মহানন্দে পুরী-কচুরী খাইয়া গোলমাল করিয়া দিন কাটাইবে। আমি সকলকে ভাগাইবার উপায় করিতেছি।"

কানাই প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বীরবল কিয়ৎকাল অনাথনাথের মন্দিরে অপেক্ষা করিয়া, সমাগত লোকজনের সহিত পরিচয় করিলেন। পূজার জন্য উপকরণ সামগ্রী যথেষ্ট আসিয়াছিল; ঐ সকল সামগ্রীর অধিকাংশ শার্দ্দূলাবাসে আনিয়া ফেলেন, এইটিই তাঁহার প্রাণের বাসনা। তাঁহার উদ্দেশ্য সহজেই সফল হইবার সম্ভাবনা হইল। বিষম ঝড়-জল আসিবার উপক্রম হইল; লোকজন প্রাণ লইয়া পলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল; জিনিসপত্রের ভাবনা তখন কে ভাবে। সেই সময় বীরবল তাহাদিগকে সন্নিহিত শার্দ্দূলাবাসে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা কৃতার্থ হইয়া গেল। জিনিসপত্র যে যত পারিল, সঙ্গে লইয়া বীরবলের অনুসরণ করিল।

এ দিকে কানাই স্থির করিল, যাহারা আসিতেছে, তাহাদিগকে তো প্রবেশ করিতে দেওয়াই হইবে না, বরং এই সুযোগে, বাহক প্রভৃতি যাহারা অগ্রে প্রভু ও প্রভুকন্যার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দিতে হইবে। এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া কানাই, বাহক প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে বলিল,—"তোমাদের সঙ্গীরা পূজার প্রসাদাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। চল, আমরা সকলে অগ্রসর হইয়া উহাদিগকে আদর করিয়া লইয়া আসি।"

তাহারা এ প্রস্তাব ভালই মনে করিল, সুতরাং সম্মত হইল। সকলে তদভিপ্রায়ে দরজার বাহিরে আসিবামাত্র ঝড়ে দরজার একটা কবাট বন্ধ হইয়া গেল। তখন কানাই তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া আর একটা কবাটও বন্ধ করিয়া দিয়া সজোরে অর্গল আঁটিয়া দিল। লোকজন অবাক্। সর্ব্বোপরি অবাক্ বীরবল। সকলে 'কানাই! কানাই! দরজা খোল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর কানাই। একবার কানাই গবাক্ষদ্বার দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল,—"গোল করিতেছ কেন? চুপ। আপন আপন বাড়ী চলিয়া যাও বাবা সকল। এখানে কেন দুঃখ জানাইতেছ?"

বীরবল বলিলেন,—"বড় মজার কথা। শীঘ্র দরজা খোল; দুর্গস্বামীর সহিত বিশেষ কথা আছে।"

যাহারা প্রথমে বাড়ীর ভিতর ছিল,—পরে তাড়িত হইয়াছে, তাহারা বলিতে লাগিল, —"আমরা মনিবের সঙ্গে আসিয়াছি—মনিবের সঙ্গেই থাকিব এবং যাইবার সময় মনিবের সঙ্গেই যাইব। আমাদের বাড়ীর ভিতর যাইতে হইবে।"

বীরবল চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে। কানাই, তোমার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে।"

তখন কানাই বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া, গবাক্ষদ্বার দিয়া দক্ষিণ-হস্ত বাহির করিয়া দিল এবং অঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া একবার বামে একবার দক্ষিণে আন্দোলন করিল।

বাহকেরা গোলমাল করিতে লাগিল। বীরবল আবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। কানাইয়ের কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

যখন গোলমালটা অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন কানাই আবার গবাক্ষ দিয়া মুখ বাহির করিল এবং অতি রাগত স্বরে বলিল—"কেন হে তোমরা গোল করিতেছ? এ সময় কোনমতেই দরজা খোলা হইতে পারে না। দুর্গস্বামী ও তাঁহার মহামান্য বন্ধুগণ এখন আহার করিতেছেন। আহারের সময় দরজা খুলিয়া বাহিরের লোক আসিতে দেওয়া এ বংশের কস্মিন্‌কালে রীতি নাই। আজি কি তোমাদের জন্য চিরকালের নিয়ম বদলাইয়া দিব না কি? কে তোমরা?"

বীরবল বলিলেন,—"কানাই, আমি রাওল বীরবল—দুর্গস্বামীর বন্ধু। আমাকে দরজা খুলিয়া দেও। আমি ভিতরে যাইব।"

কানাই বলিল,—"এ সময় ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ আসিলেও শার্দ্দূলাবাসের দরজা খোলা হয় না, তা তুমি তো তুমি। যাও বাবা, অন্য স্থানে চেষ্টা কর গিয়া, এখানকার দরজা আজি খোলা হইবে না।"

তখন বীরবল নানা প্রকার কটূক্তি করিয়া কানাইকে গালি দিতে লাগিলেন এবং দুর্গস্বামীর সহিত সাক্ষাদাশয়ে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে কটূক্তি বা চীৎকার কানাইকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। কানাই সে স্থান হইতে চলিয়া আসিল।

এখন বিবাদ-বিসংবাদে মত্ত হইয়া কানাই জানিতে পারে নাই যে, সেই ধনী অতিথির এক জন বিশ্বস্ত ও অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত অনুচর বাটীর ভিতর রহিয়া গিয়াছে। তাহা যদি কানাইয়ের গোচরে আসিত, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকেও নিশ্চয়ই অপরাপর অনুচরগণের ন্যায় গৃহ-বহিষ্কৃত হইতে হইত। যাহা হউক, এই ব্যক্তি কানাইয়ের অজ্ঞাতসারে অশ্ব-শালায় দাঁড়াইয়া সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল। কেন কানাই এতাদৃশ ব্যবহার দ্বারা তাহার সঙ্গিগণকে দুরবস্থাপন্ন করিতেছে, তাহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। এই বিশ্বস্ত ব্যক্তি জ্ঞাত ছিল যে, তাহার প্রভু অন্তরে অন্তরে দুর্গস্বামীর শুভানুধ্যায়ী। কানাই দ্বার-পার্শ্বস্থ গবাক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র এই ব্যক্তি তাহা অধিকার করিল। এবং কানাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হইয়া, বহিঃস্থ ব্যক্তিগণের অলক্ষিতভাবে বলিতে লাগিল, "আমার প্রভু এবং অভ্যাগত রাজা উভয়েরই ইচ্ছা যে, লোকজন গ্রামমধ্যে কোন দোকানে গিয়া খাওয়া-দাওয়া করে; তাহাদের যে খরচ হইবে, সে খরচ আমি দিব।"

সমবেত চীৎকারকারিগণ তখন অগত্যা বারংবার গালি দিতে দিতে প্রস্থান করিল। বীরবলের অন্তরে উচ্চতা-সূচক অনেক গুণ ছিল বটে, কিন্তু এক দোষে সকল গুণই বৃথা হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ঘোর মূর্খ ও কুসংসর্গপরায়ণ ছিলেন। এই জন্য কখনই তাঁহার স্বভাব মার্জ্জিত ও চরিত্র উন্নত

হয় নাই। তিনিও অধুনা দুর্গস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারিগণের ন্যায় অযথা তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ভবিষ্যতে দুর্গস্বামীর সহিত কোন প্রকার আলাপ-পরিচয় রাখিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপ ভাবে তাঁহারা শার্দ্দূলাবাস ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত গ্রামমধ্যে গমন করিলেন এবং একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মুদিখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ সময়ে হঠাৎ বীরবলের এক জন পুরাতন বন্ধু সেই স্থানে আসিয়া দেখা দিলেন। এই আগন্তুক শিবরাম। শিবরামের সহিত শেষ সাক্ষাৎকালে বীরবল বিশেষ বিরক্ত হইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। অধুনা শিবরাম সমাগত হইয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে একেবারে বীরবলকে আলিঙ্গন করিলেন। সরলমনা বীরবল এতাদৃশ আত্মীয়তা দেখিয়া নিতান্ত বিগলিত হইলেন এবং পূর্ব্বাপর বিস্মৃত হইয়া, তিনিও শিবরামকে আলিঙ্গন করিলেন।

তখন শিবরাম বলিলেন,—"তবে ভাই বীরবল, তোমার সহিত যে এরূপে সাক্ষাৎ ঘটিবে, তাহা একবারও মনে করি নাই।"

বীরবল বলিলেন,—"আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া তো বিচিত্র নহে; তোমাকে যে এরূপ নিশ্চিন্তভাবে বেড়াইতে দেখিব, তাহা আমার মনে ছিল না।"

শিবরাম বলিল,—"বিলক্ষণ কথা! কাহার সাধ্য আমার অনিষ্ট করে? আমি নির্ভীক, নিরপরাধ, মিবারবাসী রাজপুত। আমার বিপদের সম্ভাবনা কোথায়?"

বীরবল বলিলেন,—"তুমি যে সকল বিঘ্ন-বিপত্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছ, এ সংবাদ শুনিয়া সুখী হইলাম। তবে শিবরাম! অতঃপর আমরা পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুরূপে জীবনপাত করিব, কি বল?"

শিবরাম বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে? পান, সুপারি এবং খদির যেমন শেষ পর্য্যন্ত কেহ কাহাকেও ছাড়ে না, তোমার আমার বন্ধুত্ব সেইরূপ জানিবে। জীবন ও মরণে এ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ।"

বীরবল জানিতেন, ধূর্ত্ত শিবরাম কখন অর্থাভাবে কষ্ট পাইবার লোক নহে। বলিলেন,—"ভাই, গোটা দুই টাকা দিতে পার?—এই লোকগুলাকে কিছু জল খাওয়াইতে হইবে।"

শিবরাম বলিল, "দুইটা কেন, কুড়িটা দিতে পারি।"

বীরবল বলিলেন,—"তাই তো শিবরাম, তুমি যে অবাক্ করিয়া দিলে!"

শিবরাম তৎক্ষণাৎ থলিয়া হইতে কুড়িটি টাকা বাহির করিয়া বীরবলের হস্তে প্রদান করিল এবং বলিল,—"দেখিয়া লও,—বাজাইয়া লও, খাঁটী টাকা; ভাবিও না, শিবরাম জুয়াচোর।"

বীরবল টাকা হস্তে লইয়া সঙ্গিগণকে ডাকিলেন এবং সকলে মিলিয়া সেই মুদিখানায় মাদুর ও চেটাই বিছাইয়া বসিয়া গেলেন। সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাড়ি খাইতে ভালবাসে, তাহারা তাহার তদ্বির করিতে লাগিল। কেহ কেহ গাঁজার অনুরাগী, তাহারা তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। বীরবল এই ইতর সংসর্গে মিশিয়া, দুর্গস্বামী ও তাঁহার পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত নরক ব্যবস্থা করিতে করিতে ও শিবরামের তোষামোদ সূচক বাক্যাবলী শুনিতে শুনিতে মহানন্দে সময়পাত করিতে লাগিলেন।"

শার্দ্দূলাবাসে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব। দুর্গস্বামী সম্ভ্রান্ত অতিথি মহাশয়কে ও তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, উপরিভাগস্থ সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠমধ্যে গমন করিলেন। আমরা পূর্ব্বে তাঁহার নিতান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়াছি। অধুনা কানাইয়ের যত্নে তাহার অবস্থা কতকটা উন্নত হইয়াছে। কানাই অবসরক্রমে নিতান্ত অব্যবহার্য্য ও ভগ্ন সামগ্রীসমূহ সরাইয়া ফেলিয়াছে এবং যাহা যাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, সে সমস্ত সেই ঘরের মধ্যে ঝাড়িয়া ও যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ঘরের চারিদিকে যেরূপ ঝুল জমিয়া গিয়াছে এবং তাহার দেওয়ালগুলি যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সে ঘরে প্রবেশ করিতেই ভয় করে। যাহা হউক, এই ঘরে আগন্তুক ও তাহার তনয়াকে দুর্গস্বামী সমাদর সহকারে বসাইলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে, দুর্গস্বামী বিনীতভাবে বলিলেন,—"যাঁহারা এক্ষণে আমার এই জীর্ণ ভবনে পদার্পণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত ও সম্মানিত করিলেন, তাঁহাদের পরিচয় জানিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি।"

যুবতী নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার পিতা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, যেন কিয়ৎপরিমাণে ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি একবার মাথার পাগ্‌ড়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আবার তাহা ভাল করিয়া বসাইয়া দিলেন। একবার চক্ষু বুজিলেন, আবার তাহা মেলিলেন। একবার কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, আবার তখনই সে চেষ্টা ত্যাগ করিলেন।

দুর্গস্বামী সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিলেন। তিনি গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"আমি বুঝিতেছি, কিল্লাদার রঘুনাথ রায় মহাশয় এই শার্দ্দূলাবাসে আসিয়া আত্মপরিচয় দিতে অভিলাষী নহেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আপনি বুঝিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। বিগত মনোমালিন্য স্মরণ করিয়া সহসা আত্মপরিচয় দিতে সহজেই সঙ্কোচ জন্মিতে পারে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আপনি এরূপ সঙ্কোচ বিদূরিত করিয়া ভালই করিয়াছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—তবে কি অদ্যকার এই সাক্ষাৎ দৈব কারণে সংঘটিত বলিয়া মনে করিব না?"

কিল্লাদার কহিলেন,—"আর একটু পরিষ্কারভাবে কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপ্যায়িত হইবার বাসনা বহুদিন হইতে আমার মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু অদ্য এই দৈবদুর্য্যোগ উপস্থিত না হইলে, আমার বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ কখন উদিত হইত কি না সন্দেহ। যাহা হউক, যে বীর আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাকে ও আমার দুহিতাকে রক্ষা করিয়াছেন, দৈবানুগ্রহে অদ্য তাঁহার সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, আমি ও আমার তনয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইতেছি।"

দুর্গস্বামী নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। আজি তাঁহার পিতৃশত্রু, তাঁহার এতাদৃশ অবনতি ও দুরবস্থার প্রধান কারণ, তাঁহার সমক্ষে—তাঁহার ভবনে উপস্থিত। অভ্যাগত ব্যক্তি সম্বন্ধে হৃদয়ের পরুষভাব বিসর্জ্জন দেওয়া নিতান্ত ভদ্রতাসম্মত হইলেও এবং বিজয়সিংহ যৎপরোনাস্তি যত্নে হৃদয়কে প্রশান্ত করিতে প্রয়াসী হইলেও, অধুনা তাঁহার হৃদয় এককালে সমস্ত পরুষতা পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত ভাব অবলম্বনে সমর্থ হইল না। তিনি নিতান্ত বিচলিত-ভাবব্যঞ্জক দৃষ্টি-সহকারে একবার কিল্লাদার ও আবার তাঁহার কন্যার প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এমন সময় কিল্লাদার কন্যার সমীপাগত হইলেন এবং তাঁহার বদনের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন,—"কল্যাণি! অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেল মা। আইস, আমরা মুক্তকণ্ঠে ও প্রকাশ্যরূপে দুর্গস্বামীর সমীপে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।"

ধীরে ধীরে নিতান্ত কোমল-কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "উনি কি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন?"

কোমল রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত এই কথা, যে কল্যাণীকে দুর্গস্বামী এক দিন আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সরলার এই উক্তি দুর্গস্বামীর হৃদয়ে আঘাত করিল; তাঁহার পরুষতা বিদূরিত হইল। তিনি অদ্যকার অসৌজন্য হেতু লজ্জিত হইয়া উঠিলেন এবং দুই একটি অপূর্ণ যুক্তি ও দুই একটা সামান্য কথা বলিয়া এই কথার প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিলেন। এমন সময় সহসা তীক্ষ্ণ তাড়িতালোকে সমস্ত প্রকোষ্ঠ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই আলোক অন্তর্হিত হইতে না হইতে, দারুণ কড়-কড় নাদে বজ্রধ্বনি হইল। সেই বজ্রনির্ঘোষ এতাদৃশ ভয়ঙ্কররূপে নিনাদিত হইল যে, তদ্ধেতু সমস্ত ভবন বিকম্পিত হইয়া উঠিল এবং ভবনমধ্যস্থ তাবৎব্যক্তিরই মনে হইল, বুঝি বা সুবিস্তৃত সৌধ চূর্ণীকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে এখনই সমাহিত করিয়া দিবে। ভবন পতিত হইল না বটে, কিন্তু তাহার স্থানবিশেষ হইতে কয়েকখণ্ড প্রস্তর স্খলিত হইয়া দারুণ শব্দ সহকারে ভূতলে নিপতিত হইল। যেন দুর্গস্বামিবংশের আদিপুরুষ অদ্য তাঁহার বংশধরের সহিত তাঁহার বংশাবলীর বদ্ধবৈরীর পুনরালাপ দর্শনে বজ্রনাদে স্বীয় অসন্তোষ ঘোষণা করিতেছেন।

কোমল-প্রাণা কল্যাণী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভয়চকিতা হইয়া উঠিলেন। দারুণ ভয়ে তিনি নিতান্ত অবসন্না হইলেন এবং মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া পড়িলেন। ব্যস্ততা সহকারে দুর্গস্বামী মূর্চ্ছিতা সুন্দরীর চেতনা-সংবিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবার দুর্গস্বামীর সেই অবস্থা—

তাঁহার সম্মুখে আবার সেই নির্ম্মল-স্বভাবা, মুকুলিত-নয়না কল্যাণী শায়িতা এবং তিনি তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। এ অবস্থায় স্বীয় ভবনাশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি রাগ বা শত্রুতা ভাবে কি? দুর্গস্বামীর হৃদয়ে যে একটু মালিন্য ছিল, তাহা এই ঘটনায় তিরোহিত হইয়া গেল। কল্যাণীর বিপন্ন ও কাতর পিতাকে আর তাঁহার শত্রু বলিয়া মনে রহিল না। কল্যাণী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বাহ্যপ্রকৃতির ভাব ও কল্যাণীর শরীরের ভাব কিছুই তৎকালে আশ্রয়স্থান ত্যাগ করার অনুকূল নহে। অগত্যা আরও কিঞ্চিদধিক কাল তাঁহাদের সেই স্থানে অপেক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। দুর্গস্বামীও ইহা বুঝিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অদ্য তাঁহার ভবনে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বকীয় দরিদ্রতা ও হীন আয়োজনের বিষয় শিষ্টতা সহকারে তাঁহাদিগের গোচর করিলেন।

পাছে দরিদ্রতার প্রসঙ্গ পল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ বিরুদ্ধ ভাবের উদ্ভব হয়, এই আশঙ্কা করিয়া কিল্লাদার ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, "হীন আয়োজনের জন্য সঙ্কোচ করিবেন না। আপনি বিদেশ-গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া আছেন, সুতরাং আপনার গৃহে কোন আয়োজন থাকিবার সম্ভাবনা নাই, এ কথা আমরা সকলেই জানি। এক্ষণে আপনার ভবনে আশ্রয় না পাইলে, আমাদের ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না।"

দুর্গস্বামী কথার উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় কানাই সেই প্রকোষ্ঠে শুভাগমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি সকলকেই কিয়ৎপরিমাণে স্তম্ভিত করিল বটে, কিন্তু তাহা ভৃত্যকুলতিলক কানাইয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব উত্তেজিত করিয়া দিল। কানাই বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে কর-যোড়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"ধন্য তোমার দয়া।" কিল্লাদারের যে এক জন অনুচর কানাইয়ের অজ্ঞাতসারে ভবন-মধ্যে ছিল, সে ব্যক্তি দ্বারসমীপস্থ ভৃত্যগণকে বিদায় করিয়া এক্ষণে রন্ধনশালার অভিমুখে অগ্রসর হইল। কানাই তাহাকে দেখিবামাত্র মনে মনে বলিল, —"কি উৎপাত! এ বেটা কেমন করিয়া রহিয়া গেল?" তাহার পর তাড়াতাড়ি রন্ধন-শালার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া রামমণিকে বলিল,—"আর দেখ্‌ছিস্ কি? ভেবে কি হবে? খুব ক'রে যতদূর পারিস্ চেঁচা—"

বলিতে বলিতে কানাই কতকগুলা বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী, বিজাতীয় শব্দ করিয়া, ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মহা চীৎকার করিতে লাগিল। রামমণি মনে করিল, বুঝি বুড়া কানাই হঠাৎ পাগল হইয়া গেল। বলিল, —"আরে, করিলে কি? কি সর্ব্বনাশ! একে ঘরে কিছুই নাই—যে একটু দুধ-চিনি ছিল, তাও ছড়াইয়া নষ্ট করিলে? হায় হায়! এখন উপায় কি হইবে?"

কানাই মহা স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল,—"চুপ, খবর-দার, খাবার খুব যোগাড় হয়েছে। এক বজ্রাঘাতে বড় উপকার করিয়াছে—আমাদের সকল যোগাড় করিয়া দিয়াছে।"

রামমণি ভয় ও দুঃখ সহকারে কানাইয়ের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"হায় হায়! লোকটা একেবারে গেল গা? এখন কোন রকমে শীঘ্র শীঘ্র ভাল হ'লে হয়।"

তখন কানাই ভাবিল, কি মজাই হয়েছে। বলিল, —"সাবধান, যেন ঐ লোকটা রান্নাঘরে আসিতে না পায়। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে শপথ করিয়া বল্‌বি যে, হায় হায়! দুনিয়ায় যত ভাল খাবার জিনিস আছে, সবই তৈয়ার করিলাম, কিন্তু পোড়া বাজ কোথা হইতে আসিয়া আমাদের রান্নাঘরে পড়িল, আর সমস্ত জিনিসপত্র একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। লোকটা যেন জানিতে না পারে।"

রামমণিকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কানাই উপরে চলিল। দুর্গস্বামী অথিতিগণ সহ যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন, তাহার নিকটস্থ হইয়া কানাই বুঝিল যে, সেই নবীনা সুন্দরীর মূর্চ্ছা হইয়াছে ও তাঁহার শুশ্রূষা চলিতেছে। তখন সেখানে যাওয়া ভাল নয় ভাবিয়া, কানাই বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর যখন আয়োজন ও অবস্থানের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল, তখন কানাই সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"হায়

হায়! দুর্গস্বামিবংশে কখন এমন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। আমাকে কত দিন বাঁচিতে হইবে, না জানি, কতই দেখিতে হইবে।

দুর্গস্বামী কিঞ্চিৎ ভীতভাবে বলিলেন,—"কি কানাই, কি হয়েছে? দুর্গের কোন অংশ ভাঙ্গিয়াছে না কি?"

কানাই বলিল—"ভাঙ্গিয়াছে! না না। বাজ—বাজ, বাজে সর্ব্বনাশ করিয়াছে। রান্নাঘরের মধ্যে বাজ পড়িয়া জিনিসপত্র ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছে। যত খাবার আয়োজন ছিল, সকলই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন কি দিয়া আপনাদের খাওয়াইব, ঘরে তাহার কোন যোগাড়ই দেখিতেছি না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার কথার শেষভাগ সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য।"

কানাই দুর্গস্বামীর কথায় কিছু বিরক্ত হইল। বলিল,—"এখন আবার খাবার তৈয়ার করাও অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু সে অনেক আয়োজন হইয়াছিল, এখন কেমন করিয়া তেমন আয়োজন হয়, তাই ভাবিতেছি!"

দুর্গস্বামী নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেশী কথা বলিলে, পাছে কানাই আরও অধিক পাগলামী করে, এই আশঙ্কায় বলিলেন,—"কানাই! আর গোলযোগ করিও না।"

এই সময়ে কিল্লাদারের সেই অনুচর তথায় আগমন করিয়া স্বীয় প্রভুর সহিত অস্ফুটস্বরে কথা কহিতে লাগিল। কানাইও তাহার অনুকরণে দুর্গস্বামীর কর্ণের নিকট ক্ষীণস্বরে কহিল,—"আপনার পায়ে পড়ি, আপনি একটু চুপ করিয়া থাকুন। এই মহামান্য বংশের মান বজায় করিবার জন্য আমি আজি প্রাণপণ যত্নে মিথ্যা কথা বলিব, তাহাতে আপনার ক্ষতি কি?"

দুর্গস্বামী ভাবিলেন, উহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করা বৃথা, এজন্য তিনি চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তখন কানাই একে একে অঙ্গুলি গণিতে গণিতে ব্রহ্মাণ্ডের ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রীর নাম করিতে লাগিল এবং সে সকলই বজ্রপাত হেতু নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া, দুঃখ করিতে থাকিল।

কল্যাণী প্রকৃতিস্থ হইয়া এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। দুর্গস্বামীর নিতান্ত বিরক্তি-সূচক ভাব এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ কানাই কেশহীন মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে ও সুদূর-বিস্তৃত ক্ষীণ করাঙ্গুলি-গণনা করিতে করিতে যে রাজভোজের বর্ণনা করিতেছিল, তাহার ভাব, এতদুভয়ে বৈষম্য নিতান্তই হাস্যজনক! কল্যাণী অনেক যত্নেও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতাও সেই হাস্যতরঙ্গে যোগ দিলেন এবং অবিলম্বে দুর্গস্বামী আপনিই সে হাস্য-তরঙ্গের বিষয় বুঝিয়াও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসির ঘটা পড়িয়া গেল এবং হাস্যধ্বনিতে ঘর গরম হইয়া উঠিল। কানাই এই হাসির ঘটা দেখিয়া, রাগতভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সেই ভাব হাসির স্রোত আরও বাড়াইয়া দিল।

হাসির তেজ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইলে কানাই রাগত স্বরে বলিল,—"আপনাদের ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। যে মহাভোজ আজি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া হাসি আসা অসম্ভব। যদি আপনাদের ঘটে বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে এ কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলা আবশ্যক ছিল। কি আর বলিব।"

কল্যাণী হাসির বেগ বেশ করিয়া থামাইয়া বলিলেন,—'এই সকল খাদ্য-সামগ্রী এমনই নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, কুড়াইয়া তাহার একটু আধটুও সংগ্রহ করা যাইবে না কি?"

কানাই বলিল—"সংগ্রহ? দেবি! সেই ছাই, কালি, কাদা, মাটীর মধ্য হইতে কি সংগ্রহ করিবেন? আপনি যদি দয়া করিয়া স্বয়ং একবার রান্নাঘরে নামিয়া আইসেন, তাহা হইলে সকলই দেখিতে পাইবেন। সকলই মাটী হইয়া গিয়াছে; আর রামমণি পার্শ্বে বসিয়া হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। সকলই মাটী—সকলই মাটী! অবশ্য, কতক কতক সামগ্রী রামমণি এতক্ষণ ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। সে দুঃখের চিহ্ন আর রাখিয়া কি ফল? আমাদের রূপা ও কাঁসার বাসনগুলি ঝন্-ঝন্ করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। সে শব্দ নিশ্চয়ই ইনি শুনিয়াছেন।"

এই বলিয়া কানাই কিল্লাদারের ভৃত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। সে লোকটা দায়ে পড়িয়া সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িল।

কিল্লাদার মনে করিলেন, এরূপ প্রসঙ্গ আর

অধিকদূর বিস্তৃত হইলে, দুর্গস্বামীর অপ্রীতিকর হইতে পারে। তিনি বলিলেন,—"কানাই, তুমি আমার ভৃত্য লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া যাও। এ ব্যক্তি অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছে, সুতরাং অনেক দায়ে ঠেকিয়াছে। তোমরা উভয়ে যুক্তি করিয়া, এক্ষণে যাহা করা আবশ্যক, তাহা স্থির কর গিয়া।"

উপাখ্যান-বর্ণিত হস্তী যেমন মরিতেও প্রস্তুত, তথাপি অপর হস্তীর সাহায্যগ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সেইরূপ কানাইও অপর ভৃত্যের সাহায্য লইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল,—"অন্যে কি জানিবে? আমার প্রভু জানেন, প্রভুর বংশের মানাপমান-সংক্রান্ত কার্য্যে কানাইয়ের কখন কোন মন্ত্রণাদাতার দরকার হয় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই! তুমি সে লুপ্ত-সম্ভ্রম পুনঃস্থাপিত করিতে বিশেষ চেষ্টিত, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু কেবল কথায় তো কাজ চলে না। খাদ্যদ্রব্যের যোগাড় করা চাই। তোমার যাহা ছিল না, অথবা সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহার গল্প করিয়া কি ফল হইবে। এখন লোকনাথকে সঙ্গে লইয়া যাও, উভয়ের মন্ত্রণায় কার্য্যোদ্ধার হইতে পারিবে।"

কানাই বলিল,—"আপনার এমন ভাব হইল কেন? আমি এখনই পিপ্‌লিগ্রামে যাইলে চল্লিশ জনের খাদ্য আনিতে পারি। তাহার জন্য ভাবনা কি?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"যাহা হয় কর। দুই জনে যাও। এই লও আমার মুদ্রাধার। ইহার সাহায্যে কাজ হইবে।"

কানাই বলিল,—"মুদ্রাধার! আপনি কি পাগল? আপনার এলাকা,—আপনার গ্রাম। এখান হইতে জিনিস আনিয়া দাম দিতে হয়, ইহা আজি নূতন শুনিলাম।" কানাই মহা বিরক্তির সহিত প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিল। লোকনাথও তাহার অনুসরণ করিল।

কিল্লাদার লোকনাথকে বাজার হইতে খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, সে সেই উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কানাইও কোন নূতন মতলব খাটাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে পিপ্‌লি গ্রামাভিমুখে গমন করিল। রামমণি ইত্যবসরে গৃহে যে কিছু সামান্য খাদ্যসামগ্রী ছিল, তাহা দ্বারা অতিথিগণের কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তিসাধন করাইল। বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল।

রামমণি কল্যাণীর সহচরীরূপে অবস্থান করিবে স্থির হইল। তাঁহার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। যে ঘরে বীরবল রাত্রিযাপন করিবেন ব্যবস্থা হইল, দুর্গস্বামী বসিয়া, দাঁড়াইয়া তথায় রাত্রিপাত করিবেন স্থির করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এ দিকের অবস্থা এইরূপ রাখিয়া, এখন কানাই কি করিতেছে, তাহার সন্ধান লওয়া যাউক। পিপ্‌লি গ্রামের দিকে যাইয়া চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া কানাই মনে করিল। কানাইয়ের মনের অবস্থা বড় ভাল নহে। সে তাহার প্রভুকে জানায় নাই যে, বীরবলকে সে কেমন অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এটা একটা ভাবনার কথা বটে। তাহার পর ভাবনা, সে জাঁক করিয়া দুর্গস্বামীর মুদ্রাধার গ্রহণ করে নাই অথচ খাদ্য সংগ্রহ না করিলে চলিবে না, তাহারই বা উপায় কি? আবার ভাবনা, পিপ্‌লি গ্রামে বীরবল আছে। যদি দৈবাৎ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সে বিলক্ষণ প্রতিশোধ না দিয়া ছাড়িবে না। অনেক ভাবনার কথা বটে।

এত চিন্তা সত্ত্বেও বীরবর কানাইলাল প্রভুর বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এবং দরিদ্রতা প্রচ্ছন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে পিপ্‌লি গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল। গ্রামবাসিগণ পূর্ব্বকালে দুর্গস্বামিবংশের অধীন ছিল, সুতরাং তাহারা সে সময়ে দুর্গস্বামীর সমস্ত ক্লেশ ও অসুবিধা আপনাদের ক্লেশ ও অসুবিধা বলিয়াই মনে করিত। দুর্গস্বামিগণ বিষয়হীন হওয়ার পরও তাহারা পূর্ব্ব-সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নানা সময়ে সাহায্য করিত। কিন্তু কানাইয়ের প্রার্থনা বড়ই ঘন ঘন। সে অপ্রতুল মিটাইয়া উঠা গ্রামবাসিগণ আপনাদের সাধ্যাতীত বলিয়া মনে করিল। কাজেই ক্রমে ক্রমে তাহারা সকল প্রকার

সাহায্য বন্ধ করিয়া দিল। কানাই ক্রমে মহা ভয় দেখাইয়া এবং ইহকালে ও পরকালে দুর্গতির কথা বলিয়া তাহাদের নিকট জিনিসপত্র ও অর্থ দাওয়া করিত, কিন্তু তাহারা তাই তো, তাই তো, বলিয়া সারিয়া লইত, কোন কাজের উত্তর দিত না। এইরূপ ব্যাপারের বাড়াবাড়ি হইয়া ক্রমে বিবাদে দাঁড়াইল। কানাই গ্রামবাসিগণের সহিত ভয়ানক বিবাদ বাধাইল এবং সেই অবধি পিপ্‌লি গ্রামে যাওয়া-আসা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু আজি কানাইয়ের বিশেষ প্রয়োজন। আজি যেমন করিয়া হউক, খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ না করিলেই নহে। কানাইকে অগত্যা আজি আবার সেই গ্রামে যাইতে হইল। গ্রামবাসিগণ যে সাহায্য করিবে না এবং তাহারা যে তাহাকে শেষবারে অপমান করিয়া বিদায় করিয়াছে, এ কথা কানাই একবারও ভুলে নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আজি কানাই নিরুপায়। কানাইয়ের সঙ্গে লোকনাথ। কানাই ভাবিল, এ পাপটাকে এখনই বিদায় না করিলে নহে। আমি অনেক জাঁক করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু যদি গ্রামবাসিগণ আমাকে আবার অপমানিত করে, তাহা এ লোকটা তো দেখিতে পাইবে, তখন আমার মুখ কোথায় থাকিবে? এ ভেজাল-টাকে বিদায় করিয়া দেওয়া চাই। এই ভাবিয়া কানাই বলিল,—"ভাই, আমার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মারা যাইবে না কি? আমি এখন কত যায়গায় যাইব, খাতকদের কাহারও কাছ থেকে খাজনা, কাহারও কাছ থেকে দধি-দুগ্ধ, কাহারও কাছ থেকে ঘি-ময়দা সংগ্রহ করিব, তুমি আমার সঙ্গে কত ঘুরিবে? তুমি একটা দোকানে বিশ্রাম কর, ইচ্ছামত জিনিসপত্র লইয়া খাও-দাও, মজা কর। আমি যাইবার সময় তোমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইব। পয়সা-কড়ির ভাবনা ভাবিতে হইবে না। আমি ফিরিয়া আসিয়া, দোকানদারের সমস্ত পাওনা শোধ করিয়া দিব।"

লোকনাথ প্রকৃত ব্যাপার জানিত। দুর্গস্বামীর বর্ত্তমান অবস্থা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং সে বাক্যব্যয় না করিয়া, কানাইয়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, একটা দোকানের দিকে চলিয়া গেল।

মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তিকে আক্রমণ করা আবশ্যক, কানাই এখন তাহা ভাবিয়া আকুল। গ্রামবাসী সকলেই বিরক্ত, সকলেই তাহার সাহায্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কোথাও সফল-মনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে ধরা যায় কাহাকে, করা যায় কি? একে একে কানাই কত লোকের নামই ভাবিল; কিন্তু সে সকল স্থানে কিছুই হইবে না বুঝিয়া, ক্রমশঃ অধিকতর হতাশ হইতে লাগিল।

অবশেষে কানাই হতাশ হইয়া পথি-পার্শ্বস্থ এক কুম্ভকারভবনে প্রবেশ করিল। কানাইয়ের সৌভাগ্যক্রমে কুম্ভকার তখন বাটী ছিল না। তাহার স্ত্রী ও তাহার মাতা বাটী ছিল। কানাই যাহা স্বপ্নেও আশা করে নাই, সেখানে সেই দৃশ্য দেখিতে পাইল। দেখিল, কুম্ভকার-পত্নী প্রকাণ্ড এক তাল ময়দা মাখিতেছে ও আর এক তাল মাখিয়া রাখিয়াছে। আর দেখিল, ঘরে নানা প্রকার মিষ্টান্ন সজ্জিত রহিয়াছে। পুরুষ-সমাজ কানাইয়ের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেও, স্ত্রীসমাজ কানাইয়ের উপর কতকটা রাজি ছিল। কানাইকে দেখিবামাত্র কুম্ভকার-মহিলাদ্বয় তাহাকে পরম সমাদর করিল। কানাই বলিল,—"তোমাদের বাটীতে এত আয়োজন দেখিতেছি, ব্যাপার কি?"

কুম্ভকারের মাতা ও তাহার পুত্রবধূ কানাইকে বাল্যকাল হইতেই বিলক্ষণ জানে। প্রবীণা বলিল, "আমার নাতির অন্ন-প্রাশন। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তুমি আজি না খাইয়া যাইতে পারিবে না।"

কানাই বলিল,—"সে কথা বলিও না। খাওয়ার নামে আমার গায়ে জ্বর আসিতেছে। আজি সমস্ত দিন নানা সামগ্রী খাইয়া খাইয়া মারা যাইবার মত হইয়া পড়িয়াছি।"

উভয় রমণী সোৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন? ব্যাপার কি?"

কানাই বলিল,—"তোমরা কোনই খবর রাখ না দেখিতেছি। শার্দ্দূলাবাসে আজি কিল্লাদার ও তাঁহার কন্যা অতিথি! যে রকম কাণ্ড দেখিতেছি, তাহাতে হয় তো ঐ কন্যার সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ ঘটিবে। কিল্লাদার মহাশয় দরবার হইতে হুকুম আনিয়াছেন যে, পিপ্‌লি ও আর ২০খানি গ্রামের উপর দুর্গস্বামীর সকল প্রকার ক্ষমতা থাকিবে। আজি তোমার ছেলে বাটী ফিরিলে বলিও যে, যাহারা

তখন দুর্গস্বামীকে কর দিতে স্বীকার করে নাই, এই কানাই এখন তাহাদের জীবন-মরণের কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছে।"

স্ত্রীলোকদ্বয় সভয়ে বলিল,—"আমরা চিরকাল দুর্গস্বামীর নিতান্ত অনুগত।"

কানাই বলিল,—"আমি কি তাহা জানি না? জানি বলিয়াই তোমাদের যাহাতে ভাল হয়, আমি তাহার যত্ন করিব।"

প্রবীনা বলিল,—"তুমি যে কিছু খাইবে না, তাহা হইবে না। অভাবে কিছু জল না খাইলে আমরা তোমাকে ছাড়িব না।"

কানাই বলিল,—"আমার বিশেষ দরকার আছে; একটুও দেরী করিবার উপায় নাই। যদি তোমরা নিতান্তই না ছাড়, তবে কি জলখাবার দিবে দাও, আমি তাহা লইয়া যাই, রাত্রে আহার করিব।"

কুম্ভকার-পত্নী প্রায় দেড় সের আন্দাজ মিঠাই আনিয়া দিল। কানাই তাহা যত্নসহকারে কাপড়ে বাঁধিয়া লইল। তাহার পর কানাইকে তাহারা পুনরায় বলিল যে, তাহারা চিরকাল দুর্গস্বামীর অনুগত আছে ও থাকিবে। তাহাদের প্রতি যেন তাঁহার করুণা থাকে। কানাই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভরসা দিল। এমন সময়ে অপর প্রকোষ্ঠ হইতে নিদ্রিত খোকা বিকট শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শাশুড়ী ও বউ উভয়ে সেই দিকে ছুটিয়া গেল। কানাই এই অবকাশে সেই মাখা ময়দা-তাল্‌টা আপনার কাপড়ে জড়াইয়া লইল এবং কাহাকে কোন কথা না বলিয়া বা কাহারও জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। পথে কানাই কাহারও জন্য একটুও অপেক্ষা করিল না। কেবল একবার একটা লোকের দ্বারা বীরবলের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল যে, অদ্য রাত্রে শার্দ্দূলাবাসে তাহার শয়নের স্থান হইবে না। লোকটা যেরূপ ভাবে এ সংবাদ দিল, তাহাতে বীরবল, বিশেষতঃ তাহার বন্ধু শিবরাম নিতান্ত রাগিয়া উঠিলেন, এবং কানাইয়ের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কানাই কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, লোকনাথ আর দুই জন ভৃত্য সঙ্গে যাইয়া, কানাইয়ের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। লোকনাথ পিপ্‌লির বাজারে যেরূপ খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা সংগ্রহ করিয়াছে।

কানাই প্রস্থান করায় অব্যবহিত পরে কুম্ভকার-বধূ ও জননী সেই স্থানে আসিয়া দেখিল, ময়দার তালটি নাই। এ কার্য্য যে কানাই করিয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল এবং কুম্ভকার আসিয়া না জানি কতই তিরস্কার করিবে ভাবিয়া তাহারা নিতান্ত ভীত হইল। অবিলম্বে কুম্ভকার, আর দুই এক জন বন্ধুব সঙ্গে গৃহাগত হইল, এবং স্ত্রী ও মাতার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইল ও তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতে লাগিল। রমণীদ্বয় বুঝাইতে লাগিল যে,—"দুর্গস্বামীর এই প্রকার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে এবং কানাই অতঃপর আর যে সে লোক নহে। কানাই যে দয়া করিয়া আমাদের বাটী হইতে কোন খাদ্য-সামগ্রী লইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের ভাগ্য বলিয়া মনে করা উচিত।"

এ সকল কথা শুনিয়া কুম্ভকার আরও বিরক্তি প্রকাশ করিল এবং বলিল,—"কোথাকার দুর্গস্বামী, কে সে কানাই? আমি আমার জিনিস-পত্র শার্দ্দূলাবাস হইতে ফিরাইয়া আনিব, তবে ছাড়িব।" তাহার পর এক জন সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"মধু, যাও, শীঘ্র পায়ে দৌড়িয়া যাও। পথে কানাইকে দেখিতে পাও ভালই—না পাও, শার্দ্দূলাবাস পর্য্যন্ত যাইবে। আমাদের জিনিস ফিরাইয়া আনা চাই।"

স্ত্রীলোকদ্বয় বড়ই ভীতা হইল। কিন্তু কুম্ভকার যেরূপ বিরক্ত হইয়াছে, তাহাতে সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। কুম্ভকার মধুকে সঙ্গে লইয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। তথায় মধুর সহিত বিশেষ কি কথাবার্ত্তা কহিল। মধু প্রস্থান করিল।

যখন কানাই ও লোকনাথ শার্দ্দূলাবাসের নিকটস্থ হইয়াছে, তখন কানাই শুনিতে পাইল, কে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতেছে। কিন্তু যাহার তাহার ডাকে কানাই কি উত্তর দেয়? তাহাতে মান থাকিবে কেন? কানাই উত্তর দিল বটে, কিন্তু সম্বোধনকারীর মূর্ত্তি যখন চক্ষুগোচর হইল, তখন কানাই আর অগ্রসর না হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"আমি

লক্ষ্মণ কুম্ভকারের লোক। শার্দ্দূলাবাসে দরকারে লাগিতে পারে মনে করিয়া, তিনি আমার দ্বারা এক হাঁড়ি বরফি ও এক হাঁড়ি দধি পাঠাইয়া দিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া ব্যবহারে লাগাইবেন।"

কানাইয়ের হৃদয়ে আহ্লাদের সীমা নাই! কিন্তু কানাই সে ভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া, গম্ভীরভাবে বলিল,—"লক্ষ্মণ কুম্ভকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছে। কিন্তু তুমি এ সকল সামগ্রী আমাকে দিলে কি হইবে, শার্দ্দূলাবাসে পৌছাইয়া না দিলে সকলই বৃথা।"

মধু উত্তর করিল,—"আমিই শার্দ্দূলাবাসে সমস্ত দ্রব্য পৌছাইয়া দিয়া আসিতেছি।"

কানাই বলিল,—"তোমার ছোকরা বয়স—আমি বুড়া মানুষ; আমার হাতে একটা সামগ্রী রহিয়াছে, এটাও তুমি লইলে ভাল হয়।"

মধু তাহাও স্বীকার করিল। কানাই ময়দা-ডালটা তাহার উপর চাপাইয়া দিল। কেবল মিঠাই নিজ হস্তে রহিল। সকলে যথাসময়ে শার্দ্দূলাবাসে উপস্থিত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে শার্দ্দূলাবাসে কানাইয়ের যত্নে ভোজনের ব্যাপারটা সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইয়া গেল। কানাইয়ের আহ্লাদের ও গর্ব্বের সীমা নাই। আহার-সমাপ্তির পর অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিলে, কিল্লাদার বলিলেন,—"দুর্গস্বামিন্! আপনাকে কয়েকটি কথা বলিতে বাসনা আছে। আপনার এখন শুনিবার সময় আছে কি?"

বিজয়সিংহ সংক্ষেপে বলিলেন,—"বলিতে পারেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আপনি যুবক হইলেও জ্ঞানবান্ সন্দেহ নাই। ইহা আপনার অবিদিত নাই যে, ক্রোধ পরিহার করাই ভদ্রের প্রধান কর্ত্তব্য।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমার হৃদয়ে এক্ষণে কোনই ক্রোধ নাই।"

কিল্লাদার কহিলেন,—"এক্ষণে না থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার পিতৃদেবের সময় হইতে আমার প্রতি আপনার যে বিরুদ্ধভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার বৈধতা বিচার করা কি কর্ত্তব্য নহে?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, এ প্রসঙ্গ এক্ষণে পরিত্যাগ করুন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এতৎপ্রসঙ্গের সমধিক আলোচনা প্রীতিজনক নহে, তাহা আমি জানি। কিন্তু আজি আমি হৃদয়ের বাসনা ব্যক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমি এই মনোমালিন্য হেতু অন্তরে অনেক তীব্র জ্বালা ভোগ করিয়াছি। ইহার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত আমি আপনার পিতার সহিত অনেকবার সাক্ষাতের বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে তাহা সংঘটিত হয় নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী ছিলেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"অভিলাষী ছিলাম—হাঁ, অভিলাষী ছিলাম বটে। কিন্তু তাঁহার নিকট আমার সাক্ষাতের প্রার্থনা—তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করা উচিত ছিল। স্বার্থপর মানবগণ তাঁহার সমক্ষে আমার চরিত্রের যে চিত্র উপস্থিত করিয়াছিল, সেই চিত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে আমার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে দেওয়া আবশ্যক ছিল এবং তাঁহার চিত্তের শান্তি-সংস্থাপনার্থ আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকারেরও ভূরি-ভাগ পরিত্যাগ করা আবশ্যক ছিল। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে আমি যে পরিমাণ-কাল আপনার সংসর্গে অতিবাহিত করিতে পাইলাম, যদি এই পরিমাণ সময় আমি আপনার পিতৃদেবের সহিত একত্র অবস্থান করিতে পাইতাম তাহা হইলে, সম্ভবতঃ মিবার অদ্যাপি সেই সম্ভ্রান্ত সুপ্রাচীন বংশসম্ভূত বীরকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত থাকিত এবং আমাকেও সেই মাননীয় ও প্রশংসিত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে শত্রুরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইত না।"

কিল্লাদার বস্ত্র দ্বারা নয়নাবৃত করিলেন। দুর্গস্বামীর হৃদয়ও বিগলিত হইয়া উঠিল। এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বাক্য শুনিবার নিমিত্ত তিনি নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কিল্লাদার বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ঘটিত বিসংবাদ ঘটিয়াছিল। রাজ-বিচার

দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা করিয়া লওয়া আমার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কার্য্যকালে মীমাংসিত অধিকার, ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যবহার করিতে আমার কখনই বাসনা ছিল না।"

আবার দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মহাশয়, এ প্রসঙ্গ এক্ষণে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। রাজবিচারে আপনি যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অবশ্যই আপনি ভোগ করিতে থাকিবেন। আমার পিতা বা আমি কখনই অনুগ্রহস্বরূপে কিছুই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি।"

"অনুগ্রহ? না--না—দুর্গস্বামি, আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। সঙ্গত ও অসঙ্গত অধিকার এবং অনুগ্রহ এতদুভয়ের অনেক প্রভেদ। এখনও আপনার সহিত মীমাংসা করিবার অনেক কথা আছে। আমি প্রাচীন, আপনি নবীন। আপনি আমারও তনয়ার প্রাণদাতা। আমি অদ্য আপনার ভবনে শান্তিভিক্ষায় আসিয়াছি, যেরূপে হউক, শান্তিসংস্থাপন আমার হৃদয়ের বাসনা। আপনি কি আমার উদ্দেশ্য নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন? আপনি কি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না?"

বৃদ্ধ কাতর-ভাবে দুর্গস্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন। দুর্গস্বামীর স্থিরসঙ্কল্প বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার পর বিশ্রামের নিমিত্ত উভয়ে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ধীরে ধীরে, উৎকণ্ঠিতভাবে পদসঞ্চার করিয়া, দুর্গস্বামী নির্দিষ্ট বিশ্রামস্থানে আগমন করিলেন। তাঁহার চিত্তের অবস্থা ভয়ানক—তাঁহার বদ্ধবৈরী আজি তাঁহার ভবনে। তিনি কি করিবেন, এ অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার সঙ্গত, বহু চিন্তা করিয়াও তিনি তাহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া, নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে এই প্রমত্তভাব বিদূরিত হইলে, তিনি আলোচনা করিতে লাগিলেন,—"এ ব্যক্তিকে কিসে নিন্দা করিব? রাজবিচারে যাহা তাহার প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাই সে অধিকার করিয়াছে। আমরা সকলে অবশ্যই রাজকীয় শাসনের অধীন। এ ব্যক্তি সে জন্য অপরাধী হয় কেন? এ ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার যে সংস্কার ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আর এ ব্যক্তির কন্যা- না-- না, সে প্রসঙ্গ আর আলোচনা করিব না স্থির করিয়াছি— আবার কেন?"

দুর্গস্বামী নিদ্রাভিভূত হইলেন এবং যতক্ষণ উষার গৌরকররাশি সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন না করিল, ততক্ষণ নিরন্তর স্বপ্নযোগে কল্যাণীর স্বর্ণ-কান্তি তাঁহার নিদ্রিত নয়ন ভেদ করিয়া দেখা দিতে লাগিল।

কিল্লাদার রঘুনাথ রাও শয়ন করিয়া নানা বিষয়িণী চিন্তায় ভাসমান হইলেন। তিনি জানিতেন যে, অচিরে মহারাণার দরবারে বিজয়সিংহ বিশেষ প্রতিপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। বিজয়সিংহের হিত-কামনায় রাম সিংহ ব্যগ্রভাবে [illegible] আছেন এবং তাঁহার চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবার নহে, তাহা কিল্লাদারের অবিদিত ছিল না। অতি সম্ভ্রান্তবংশীয়, বলবিক্রমশালী, অধুনা পতিত ও বিপন্ন বিজয়সিংহের সহায়তাকল্পে আরও অনেক ক্ষমতাশালী লোক প্রচ্ছন্নভাবে নিযুক্ত আছেন, তাহারও তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন। এমন অবস্থায় দুর্গস্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে, তাহা স্থির। তবে অগ্রেই সাবধান হওয়া—শত্রুকে অপরিতুষ্ট না রাখা শ্রেয়ঃ বলিয়া এই সুকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ মীমাংসা করিলেন; এবং কি উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে, তাহা [illegible] করিতে [illegible] না। অদ্য অনুকূল দেবতা যে [illegible] দিলেন।

তাঁহার মনে এতদ্ভিন্ন অবশ্য স্বার্থসাধনের বাসনা ছিল না, এমত নহে। কল্যাণীর সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ ঘটাইতে পারিলে অনেক লাভ। যদি দুর্গস্বামী অচিরে পদপ্রতিষ্ঠাবান হইয়া উঠেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার পৈতৃক সব ভূমিভাগ পুনরায় দুর্গস্বামীর হস্তগত হইবে। সেই বিষয়টা পরে ভোগ করা অপেক্ষা নিজের কন্যা তাহার অধিকারিণী হয়, সে তো ভালই। দুর্গস্বামিবংশও অতি গৌরবান্বিত বংশ। ইত্যাদি নানা প্রকার বাসনা ধর্ম্মাবরণে আবৃত করিয়া অদ্য কিল্লাদার চিরন্তন শত্রু সমীপে শান্তিসংস্থাপনার্থ সমাগত।

যখন তাঁহারা ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কানাই ভৃত্যবর্গকে তাড়িত করিবার নিমিত্ত সজোরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, সেই ধ্বনি কিল্লাদারের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল; তাঁহার তখন শাকম্বুড়ীর বধ্যমঞ্চে পড়িল। তিনি

আজি শত্রুকে স্বীয় ভবনে পাইয়া, দুর্গস্বামী তাহার প্রাণসংহার করিবেন বলিয়া আশঙ্কা হইল। কিন্তু ক্রমশঃ যতই অধিক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, ততই দুর্গস্বামীর ভাব দেখিয়া সে আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া গেল।

সকল চিন্তার উপর আর এক চিন্তা,—কিল্লাদারণী না জানি কি মত করিবেন। অদ্য কিল্লাদার যাহা যাহা করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত পরামর্শ করেন নাই। না জানি, এ সকল কথা শুনিয়া তাঁহার কি মত দাঁড়ায়, ইহাও একটা ভাবনার কথা বটে। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে কিল্লাদার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দুর্গস্বামী প্রবীণ অতিথির সহিত সাক্ষাৎ আশয়ে গমন করিলেন। অন্যান্য কথার পর কিল্লাদার পূর্ব্ব-রাত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া আপনার দোষক্ষালনার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। ও কথা এখানে কাজ নাই। যে স্থানে আমার পিতা ভগ্ন ও হতাশ-হৃদয় লইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, আমি তাঁহার পুত্র হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, তাঁহার দুঃখের কারণানুসন্ধান করিতে পারি না। পুত্রের কর্ত্তব্যপালনে হয় তো আমার অধিক অনুরাগ হইতে পারে এবং হয় তো অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য আমার মনে স্থান না পাইতে পারে। অন্য স্থানে অন্য লোকজনের সমক্ষে আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় রত হইব; সেরূপ স্থানে আমরা উভয়ে স্বাধীনভাবে মনের কথা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইব।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"উত্তম কথা। তথাপি আমি একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। জানিবেন, আপনাদের যে সকল ভূমি আমার অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে রাজ-বিচারে হস্তান্তরিত হইয়াছে। অতএব সে জন্য কাহাকেও দোষী করা সঙ্গত নহে।"

দুর্গস্বামী কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে বলিলেন,—"হইতে পারে, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য। আমি জানি, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সমরক্ষেত্রে মহারাণার জন্য শোণিতপাত করিয়া পুরস্কারস্বরূপে ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সম্পত্তি কোন্ নিয়মানুসারে হস্তান্তরিত হইল, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা কাহারও নিকট তাহা বিক্রয় করেন নাই, কোন স্থানে তাঁহারা সম্পত্তি আবদ্ধ রাখেন নাই, তাঁহাদের ঋণের দায়ে সম্পত্তি বিক্রীত হয় নাই এবং ভ্রমেও তাঁহারা কখন মহারাণার কোন অনিষ্ট করেন নাই; সুতরাং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া বলিব যে, ন্যায়বিচারে তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে? কিন্তু আপনার সরল ব্যবহারে আমি বুঝিতেছি যে, আপনার সম্বন্ধে লোক-মুখে সংবাদ শুনিয়া আমার যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা ভ্রমাত্মক। আপনি ব্যবহারজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি; আপনার যখন বিশ্বাস, এ ব্যাপারে কোন অবৈধ কার্য্য ঘটে নাই, তখন আমারই হয় তো বুঝিবার ভুল হইয়াছে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"প্রিয় সুহৃৎ দুর্গস্বামিন্! আপনার সম্বন্ধে লোকে আমার সমক্ষে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছে, এখন আমি দেখিতেছি, আপনার স্বভাবচরিত্র তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন আমরা বুঝিতেছি যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিলাম। তবে হে নবীন্ দুর্গস্বামিন্, কেন আপনি এই প্রবীণ ব্যবহারবিদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"না, তাহা হইবে না। মহারাণা-দরবারে—যেখানে রাজ্যের সমস্ত সামন্তবর্গ উপস্থিত থাকিবেন—সেই স্থানে আমাদের এতদ্বিষয়ক কথাবার্ত্তা হইবে। যদি সেই স্থানে সমবেত সামন্তবর্গ বিচার করেন যে, আমার মহাসম্ভ্রান্ত পিতৃপুরুষগণ স্বদেশের হিতার্থে শরীরের শোণিত ব্যয় করিয়া যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সম্পত্তি আর তাঁহাদের থাকিবে না, তাহা হইলে, কিল্লাদার মহাশয়, আমি তখন অবনত-মস্তকে সেই বিচার গ্রহণ করিব। আমার কিসের ভয়? আমার বীরের হৃদয় আছে, সুতীক্ষ্ণ তরবারি আছে এবং

দুর্ভেদ্য বর্ম্ম আছে। যত দিন এই সকল থাকিবে, তত দিন যেখানে যত রণবাদ্য বাদিত হইবে, আমি তখন সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আমার জীবিকা-র্জ্জন করিব।"

কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গস্বামী চক্ষু ফিরাই-লেন। দেখিলেন, কল্যাণী অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহা-দের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহার নেত্র ও বদনের ভাব দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে যে তৎকালে উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ ও প্রশংসার ভাব প্রবল হইয়া-ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে লাগিল। উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইলে উভয়েই যেন কিছু লজ্জিত হইলেন—তাঁহাদের হৃদয়ে যেন বিশেষ কোন গভীর ভাবের আবির্ভাব হইল।

এই সময়ে কানাই নিকটস্থ হইয়া নিবেদন করিল,—"বাহিরে এক জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে আপনার সহিত কথা কহিতে চাহে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমার সহিত কথা কহিতে চাহে ?"

কানাই বলিল,—"হাঁ, আপনার সহিত কথা কহিতে চাহে। কিন্তু কথা বলিবার আগে আপনি একবার জানালা দিয়া, লোকটা কে, তাহা দেখিয়া লউন। যে সে আসিবে, আর আমাদের এই মহামান্য দুর্গে প্রবেশ করিবে, ইহা আমি ভাল মনে করি না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তুমি কি ভাবিয়াছ, সে আমাকে দেনার দায়ে গেপ্তার করিতে আসিয়াছে ?"

কানাই বলিল,—"দেনার জন্য ? আপনাকে আপনার এই দুর্গে ? গ্রেপ্তার ? কি ভয়ানক ! নিশ্চয় আজি, আপনি এ বুড়া চাকরের সহিত তামাসা করিতেছেন !"

দুর্গস্বামী আগত ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। কানাই সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"লোকটা যেই হউক, আমি একবার তাহাকে ভাল করিয়া না দেখিয়া আপনার সহিত কথা কহিতে দিব না।"

দুর্গস্বামী দেখিলেন, লোকটা আর কেহ নহে—বীরবলের সঙ্গী শিবরাম। তিনি দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। শিবরাম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে দুর্গস্বামী কহিলেন,—"শিবরাম ! বোধ হয়, তোমার সংবাদ এই স্থানেই তুমি ব্যক্ত করিতে পারিবে। দুর্গে এক্ষণে সম্ভ্রান্ত অতিথিগণ আছেন। তোমার সহিত সাক্ষাৎ যেরূপ অপ্রীতিপ্রদ ভাবে অবসান হয়, তাহাতে তোমাকে ওই অতিথিগণের সঙ্গী হইতে বলা অবিধি। অতএব তোমার যাহা বক্তব্য, তাহা এই স্থানেই ব্যক্ত কর।"

শিবরাম নিতান্ত দুর্ম্মুখ ও মূর্খ হইলেও এ ক্ষেত্রে দুর্গস্বামীর অচিন্তিতপূর্ব্ব হীন অভ্যর্থনায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল,—"আমি এক্ষণে এক জন বন্ধুর দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত; অন্যথা দুর্গস্বামীর গৃহাগত হইয়া আমি তাঁহাকে ত্যক্ত করিতাম না।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার সংবাদ কি, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত কর। কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তোমাকে দূত নিযুক্ত করিয়াছেন ?"

শিবরাম গর্ব্বিত ভাবে উত্তর করিল,—"আমার বন্ধু রাওল বীরবল। তিনি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। আপনি রাজপুতোচিত ব্যবহার করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। তাঁহাকে আপনি প্রকারান্তরে অপমানিত করিয়াছেন, তিনি যুদ্ধে তাহার প্রতিশোধ লইতে বাসনা করেন। যে দিন আপনার সুবিধা, সেই দিন উভয়ে সশস্ত্র হইয়া যুদ্ধ করেন, ইহাই তাঁহার অনুরোধ। আমি সেই যুদ্ধকালে মধ্যস্থতা করিব।"

দুর্গস্বামী অবাক্ হইলেন,—তিনি তাঁহার বিগত অতিথিকে কোন কারণে বিরক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না; এ জন্য বলিলেন,—"প্রতিশোধ—যুদ্ধ—শিবরাম ! তোমার কল্পনায় যতদূর সম্ভব মিথ্যাকথা যোগায়, হয় তুমি তাহাই সাজাইয়া বলিতেছ; আর না হয়, অদ্য প্রাতে অধিক পরিমাণে গাঁজায় দম দিয়াছ। বীরবল এরূপ সংবাদ আমার নিকট কেন পাঠা-ইবেন ?"

শিবরাম বলিল,—"তাহা যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমার বন্ধুকে আপনি নিতান্ত অকারণে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আপনার সেই অসৌ-জন্য বর্ত্তমান সংবাদের কারণ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বীরবল পাগল নহেন;

যাহা না করিলে নহে, তাহাও যে তিনি অপমান-জনক বলিয়া মনে করিয়া লইবেন, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আর তোমার সম্বন্ধে আমার যে মত, তাহা বীরবলের অবিদিত নাই। তোমাকে আমি অতি সামান্য ও অযোগ্য লোক বলিয়া জ্ঞান করি, ইহা জানিয়াও তিনি যে তোমাকে আমার নিকট এই সংবাদ আনিতে ভার দিয়াছেন এবং তোমাকে মধ্যস্থ রাখিয়া কোন ভদ্রলোকেই কোন কার্য্য করিতে সম্মত হইতে পারে না, ইহা জানিয়াও তিনি যে তোমাকে মধ্যস্থ স্থির করিয়াছেন, ইহা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না।"

শিবরাম স্বীয় অসিতে হাত দিয়া বলিল,—"আমি সামান্য ও অযোগ্য লোক! কি বলিব, আমি বন্ধুর কার্য্যে নিযুক্ত এবং সেই কার্য্যের মীমাংসা করিতে বাধ্য। নতুবা বুঝাইতাম—"

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া বলিলেন,—"বুঝাইয়া কাজ নাই। এক্ষণে তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া আমাকে বাধিত কর।"

শিবরাম বলিল,—"আমার সংবাদের উত্তর কি?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"রাওল বীরবলকে বলিও যে, তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমার নিকট দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিতে পারেন, এরূপ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রার্থনায় আমি কর্ণপাত করিতে পারি।"

শিবরাম বলিল,—"আমার বন্ধুর জিনিসপত্র আপনার এখানে পড়িয়া আছে। তাহা আমাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিউন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বীরবলের যে যে সামগ্রী আমার এখানে পড়িয়া আছে, তাহা আমার লোক তাঁহার হস্তে দিয়া আসিবে। তোমার নিকট এমন কোন নিদর্শন নাই, যাহাতে ঐ সকল দ্রব্য বিশ্বাস করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারি।"

তখন নিতান্ত অপমানিত ও ভগ্নমনোরথ শিবরাম বলিল,—"দুর্গস্বামিন্! আজি আপনি আমার প্রতি নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আপনার এ দুর্গই বটে। এইরূপ দুর্গে দস্যুগণ নিঃসহায় পথিক ধরিয়া আনিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুঠ-পাট করিয়া লয়।"

তখন দুর্গস্বামী হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—"তবে রে অভাগা! যদি আর একটিও কথা না কহিয়া এখনি চলিয়া না যাও, তাহা হইলে লাঠাইয়া তোমার প্রাণ বাহির করিয়া দিব।"

দুর্গস্বামী যষ্টি উত্তোলন করায়, শিবরামের অশ্ব নিতান্ত ভীত হইয়া দৌড়িতে লাগিল। অতি কষ্টে শিবরাম পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। তাহার পর আর কোন কথা না কহিয়া, অশ্বে কশাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল।

দুর্গস্বামী ফিরিয়াই দেখিতে পাইলেন, কিল্লাদার সুদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

তিনি বলিলেন,—"ঐ লোকটাকে আমি যেন দেখিয়াছি মনে হইতেছে। কি উহার নাম?"

দুর্গ। উহার নাম শিবরাম।

কিল্লাদার। আমি উদয়পুরে উহাকে দেখিয়াছি। সেখানকার কাছারীতে উহার অনেক দুর্দ্দশা দেখিয়াছি।

দুর্গস্বামী আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—"কেন?"

কিল্লাদার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সে অনেক কথা। যদিও তাহা কিছুই নহে, তথাপি তাহা আপনি ব্যতীত আর কাহারও সমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে; আসুন, বলিতেছি।"

এই বলিয়া কিল্লাদার দুর্গস্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং একটি নির্জ্জন বাতায়ন-মুখে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কিল্লাদার এইরূপ ভাবে গল্প আরম্ভ করিলেন, যেন সে কার্য্যে তাঁহার কোন অনুরাগ বা আসক্তি নাই। কিন্তু তাঁহার কথায় দুর্গস্বামীর মুখের কিরূপ ভাবান্তর জন্মিতেছে, তাহা তিনি বিশেষ সাবধানতা সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিবরামের বিষয়ে গল্প শেষ করিয়া সেই সূত্রানুসরণে কিল্লাদার বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়-সুহৃৎ দুর্গস্বামিন্! এইরূপ সন্দেহের সুযোগা-বলম্বন করিয়া সময়ে সময়ে প্রবঞ্চনা-পরায়ণ দুষ্ট লোকেরা নিতান্ত জ্ঞানী ও সাধু লোককেও

বিপজ্জালে জড়ীভূত করিতেছে। যদি আমি সেইরূপ কথায় কর্ণপাত করিতাম, অথবা আপনি আমাকে যেরূপ কুচক্রী রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, যদি আমি বস্তুতই সেইরূপ হইতাম, তাহা হইলে আপনি কখন এমন স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পাইতেন না এবং আমার বিরুদ্ধে আপনার স্বয়ম্ঘটিত বিরোধ করিবারও সুযোগ থাকিত না; তাহা হইলে এত দিন হয় আপনাকে উদয়পুরের অবরোধে অথবা আর কোন রাজকারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হইত; নচেৎ আপনাকে বিদেশে পলায়ন করিয়া কোন প্রকারে সেই কঠিন শাস্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয়, এরূপ প্রসঙ্গ অবলম্বনে পরিহাস করা বিধেয় নহে। অথচ আপনি প্রকৃত কথা বলিতেছেন, তাহাও তো সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিরূপে আমি সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়াছিলাম, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"সন্দেহ? হাঁ দুর্গস্বামি, বিষম সন্দেহ। বোধ হয়, আমি তাহার প্রমাণও আপনাকে দেখাইতে পারি। দেখি কাগজপত্র আমার সঙ্গে আছে কি না। যদি তাহা ভুলে না ফেলিয়া আসিয়া থাকি, তাহা হইলে সঙ্গে থাকাই সম্ভব। ভাল, দেখাই যাউক। লোকনাথ! এ দিকে

লোকনাথ আসিলে কিল্লাদার তাহাকে বাক্স আনিতে আদেশ করিলেন। লোকনাথ বাক্স লইয়া ফিরিয়া আসিল, কিল্লাদার বাক্স খুলিয়া কয়েকখানি কাগজ বাহির করিয়া তাহা দুর্গস্বামীকে পাঠ করিতে দিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধকালে দুর্গস্বামী যে সকল উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত সুরঞ্জিত হইয়া মহারাণার দরবারে উপস্থিত হয়। তথায় বিজয়সিংহের উপর কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কেবল কিল্লাদার রঘুনাথ রায়ের অপরিমেয় যত্নে, বিশেষ আগ্রহে এবং নিতান্ত অনুরোধে তাহা কার্যতঃ পরিণত হইতে পায় নাই। এই কাগজে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। কাগজগুলি দুর্গস্বামীর হস্তে দিয়া, কিল্লাদার সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং আপনার কন্যার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সেখানে কানাই আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহার সহিত হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সরল ব্যবহার দেখিয়া, যে কানাই তাঁহাকে দুর্গস্বামীর প্রবল শত্রু বলিয়া জানিত, সে-ও কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়িল।

দুর্গস্বামী একবার কাগজগুলি পাঠের পর কিয়ৎকাল কপোলে করবিন্যাস করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর ভাবিলেন, হয় তো এ সকল কোন অভিনব কৌশলজাল। এজন্য বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া তৎসমস্ত আমূল আর একবার পাঠ করিলেন। দ্বিতীয়বার পাঠসমাপ্তির পর তিনি ব্যস্ততা সহ যে স্থানে কিল্লাদার ছিলেন, তথায় গমন করিলেন এবং নিতান্ত কাতর ও দীনভাবে তাঁহার অসীম অনুগ্রহহেতু স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সময় তিনি মহারাণা-সমীপে বিবিধ কঠিন অপরাধে অভিযুক্ত, যে সময়ে কিল্লাদার তাঁহার চরিত্র-সমর্থনার্থ প্রাণপণ যত্ন ও তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে বিপন্মুক্ত করিতেছেন, সেই সময়ে সেই অকৃত্রিম সুহৃৎ কিল্লাদারকে তিনি বদ্ধবৈরী বলিয়া মনে করিতেছেন ও তাঁহার সহিত নিতান্ত বিগর্হিত ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া, যার-পর-নাই লজ্জা প্রকাশ ও বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এই কোমল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কল্যাণীর চক্ষে অশ্রু আবির্ভূত হইল। যে দুর্গস্বামীকে তিনি নিতান্ত উদ্ধত বলিয়া জানিতেন এবং যিনি তাঁহার পিতার দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল, সেই দুর্গস্বামী অদ্য তাঁহার পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। এ দৃশ্য তাঁহার পক্ষে বিস্ময়জনক, নূতন এবং হৃদয়দ্রবকারী।

কিল্লাদার বলিলেন,—"কল্যাণি, অশ্রু সংবরণ কর মা! অদ্য প্রকাশ হইল যে, কূটব্যবহারজীবী হইলেও তোমার পিতা সরল ও উচ্চমনাঃ ব্যক্তিই; তাহাতে কাঁদ কেন মা?" তাহার পর দুর্গস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কেন আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন? আমি আপনার কি করিয়াছি? আমার যদি আপনার ন্যায় অবস্থা ঘটিত, তাহা হইলে আপনিও অবশ্যই আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেন। আরও দেখুন, আপনি

আমার এই প্রাণাধিকা তনয়ার জীবনরক্ষা করিয়া আমাকে কি শতগুণে অধিক ঋণী করেন নাই?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সেরূপ সময়ে কেহই না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু মহাশয় আমাকে আপনার দারুণ শত্রু জানিয়াও যে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই নিতান্ত সদাশয়তা, জ্ঞানবত্তা ও উচ্চহৃদয়তার পরিচায়ক।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমরা উভয়েই স্ব স্ব প্রণালীতে পরস্পরের উপকার করিয়াছি মাত্র। আপনি বীর—বীরোচিত কার্য্যে আমার উপকার করিয়াছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন, "আপনি আমার মহাশয় বন্ধু।"

অদ্য দুর্গস্বামী কিল্লাদারকে হৃদয় হইতে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অদ্য তাঁহার মনোমালিন্য এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। প্রেম ও কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে অদ্য বিগলিত করিয়া দিল। কন্যার কোমলতা ও লাবণ্য এবং পিতার সৎস্বভাব ও উচ্চাশয়তা তাঁহাকে তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টিকালকৃত প্রতিজ্ঞা ভুলাইয়া দিল। কিন্তু তিনি ভুলিলে কি হয়, সে প্রতিজ্ঞা জ্বলন্ত অক্ষরে অদৃষ্টের বিশাল পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তাহার পর দুর্গস্বামী কল্যাণীর সমীপে স্বীয় বিসদৃশ ব্যবহারের নিমিত্ত কতই হৃদয়নিঃসৃত বাক্যে ত্রুটি স্বীকার করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর নেত্র দিয়া নিরন্তর আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, তাঁহার অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া সুবিমল হাস্যজ্যোতিঃ বিভাসিত হইতে লাগিল এবং এই চিরন্তন শত্রুতার তিরোধান হেতু তিনি অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিল্লাদার এই যুগলের এতাদৃশ প্রেমময় ভাব দেখিয়া মনে মনে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—'এই বীর, সাহসী, অতি উচ্চবংশজাত, সদাশয় যুবকের সহিত কল্যাণীর বিবাহ ঘটিলে কি সুখেরই সম্বন্ধ হয়! অত্যুন্নত পদপ্রতিষ্ঠাশালী হইবার নানা সুযোগ দুর্গস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে। এমন সৎ-পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ পরম প্রার্থনীয়।' তখনই আবার কিল্লাদারণীর মতামতের কথা মনে উপস্থিত হইল,—কিল্লাদার কিঞ্চিৎ হতাশ হইলেন,—তাঁহার চিন্তা-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই যুগলের প্রেম-পরিণাম আলোচনা করিয়া বোধ হয়, কিল্লাদার যদি সময় থাকিতে যুবক-যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের প্রশ্রয় না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিণামদর্শিতা হেতু তিনি প্রশংসিত হইতেন। বর্ত্তমান বিষয়ের পরিণাম আলোচনায় কিল্লাদারের প্রবৃত্তি হয় নাই, অথবা তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই।

তাহার পর কিল্লাদার বলিলেন,—'আমাকে অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোক জানিতে পারিয়া বিস্ময়ের প্রাবল্যে আপনি আপনার কৌতূহলের প্রধান বিষয় শিবরামের প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে স্বীয় বৃত্তান্তের সহিত মহাশয়ের নামও লিপ্ত করিয়াছিল।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"হতভাগ্য—দুরাত্মা। তাহার সহিত আমার একবার ক্ষণস্থায়ী পরিচয় ঘটিয়াছিল মাত্র। যাহাই হউক, এতাদৃশ জঘন্য লোকের সহিত পরিচয় নিতান্ত অবৈধ। আমার সম্বন্ধে সে কি বলিয়াছিল?"

"যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে আপনাকে রাজবিরোধী বলিয়া সহজেই মনে হইতে পারে! কেহ কেহ শিবরামের কথা শুনিয়া, আপনি মিবারের অধিকার বিস্তৃত করাইবার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেরূপ বিশ্বাসের পরিণাম কি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। কেবল দুই ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয় নাই এবং তাহাদের মতই দরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সে দুই জনের এক জন আপনার অকৃত্রিম বন্ধু রামরাজা, আর এক জন আপনার নিতান্ত অনুরক্ত, অথচ পরম শত্রুরূপে পরিগণিত ব্যক্তি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি বন্ধুর ব্যবহারে অনুগৃহীত হইলাম, আর শত্রুর ব্যবহারে আমি অধিকতর বাধিত হইলাম।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"রাওল বীরবল—এ ব্যক্তি আজি অসম্ভাবিত উপায়ে আমার ও আমার কন্যার নিকট পরিচিত হইয়াছে। আমরা যখন অনাথনাথের মন্দির-মধ্যে ছিলাম, সেই সময়ে আমার আদেশক্রমে এক জন সঙ্গী বাহিরের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর আমরা যখন

বাহিরে আসিব, তখন আর সে অর্গল কোনমতেই খোলা যায় না। বহুদিন তাহা ব্যবহৃত হয় নাই, সুতরাং কোন স্থানে বিষম আট্‌কাইয়া ছিল। আমরা যখন সেইরূপ বিব্রত, তখন বাহির হইতে শব্দ হইল, 'আপনারা দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া যাউন, আমি অর্গল খুলিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া সে ব্যক্তি সজোরে দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল; অবশেষে অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর আমরা পরিচয়ে জানিলাম যে, তিনি রাওল বীরবল; এবং তাঁহারই মুখে শুনিলাম যে, মহাশয়ও দেবমন্দিরে গিয়াছিলেন, কিন্তু একটু পূর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাহার পর আপনার অনুসরণ করিলাম। সে যাহা হউক, এই বীরবল মারা যাইবে দেখিতেছি। শিবরাম যখন ইহার বন্ধু, তখন ইহার ভদ্রস্থতা নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বীরবল বালক নহেন, তাঁহার এরূপ সংসর্গ ত্যাগ করাই আবশ্যক।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এই শিববাম বীরবলের বিরুদ্ধেও এরূপ ভয়ানক কথা বলিয়াছিল যে, আমরা শিবরামকে মিথ্যাবাদী বলিয়া হাসিয়া না উড়াইয়া দিলে, তাঁহারও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারিত।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"শিবরাম যাহাই বলুক, আমার বিশ্বাস যে, বীরবল লজ্জাজনক হীন কার্য্যে অশক্ত।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"অবিলম্বে মৃত্যু তাঁহার নিমিত্ত অতুল সম্পত্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। বীরবলের দিদিমার বিষয় প্রচুর এবং তাহা আমার ভূসম্পত্তির পার্শ্ববর্ত্তী।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি বীরবলের বন্ধু-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা হইলে বড়ই সুখের হইবে।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"এক্ষণে চলুন,—গমনের আয়োজন করিতে হইবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কিল্লাদার ও কল্যাণীর অনুরোধক্রমে দুর্গস্বামী তাঁহাদের সহিত কমলা পর্য্যন্ত গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কানাইয়ের সহিত একবার পরামর্শ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি তদভিপ্রায়ে কানাইয়ের ভগ্নপ্রায়, কৃষ্ণ-কায় প্রকোষ্ঠে সমাগত হইলেন। অতিথিগণ অদ্য প্রস্থান করিবেন জানিয়া কানাই মহানন্দে মগ্ন। যে খাদ্য-সামগ্রী এ দিক্ ও দিক্ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের সপ্তাহকাল সংসার চলিবে, ইহা কানাই স্থির করিয়াছে এবং তখনও সেই হিসাব করিতেছে। এক একবার কানাই বলিতেছে, —"ভগবানের ইচ্ছায় আমার প্রভু পেটুক পঞ্চানন নহেন।"

দুর্গস্বামী হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায় কানাইয়ের আনন্দস্রোত থামিয়া গেল। দুর্গস্বামী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতভাবে কানাইকে জানাইলেন যে, তাঁহাকে কিল্লাদারের সহিত কমলা দুর্গ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে।

এ কথা শুনিয়া কানাই কম্পিতস্বরে ও নিতান্ত ভীতভাবে বলিয়া উঠিল,—"না না—ঈশ্বর যেন আপনার এরূপ মতি না করেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন, "কেন কানাই? ইহাতে ক্ষতি কি?"

কানাই বলিল,—"আমি আপনার দাস। আমার কোন কথা বলা ভাল দেখায় না। কিন্তু আমি প্রাচীন দাস। বিজয়সিংহ, দুর্গস্বামি—আপনি বালক। আমি আপনার প্রপিতামহ মহাশয়কে দেখিয়াছি, আপনার পিতামহ ও পিতার দাসত্ব করিয়াছি এবং আপনাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহার সহিত বর্ত্তমান ঘটনার কি সম্বন্ধ আছে?"

কানাই বলিল,—"বিজয়সিংহ, প্রভো! আছে—সম্বন্ধ আছে। ঐ ব্যক্তির সহিত যতই ঘনিষ্ঠতা করুন, অথবা উহার কন্যাকে আপনি বিবাহই করুন, উহার বাটীতে যাওয়া আপনার—এ দুর্গ-স্বামিবংশীয়ের শোভা পায় না।"

দুর্গস্বামীর মনে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইলেও তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি তো আমার অপেক্ষা অধিক দূর বলিতেছ। যাহার বাটীতে গমন আমার নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া তুমি মনে করিতেছ, তাহার কন্যাকে বিবাহ করায়

তোমার আপত্তি নাই, কিন্তু তোমাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন ?"

কানাই বলিল,—"কি বলিব ? কি বলিব ? দুর্গস্বামিন্! আপনি শুনিয়া হয় তো হাসিবেন। কিন্তু জয়পাল চারণের কথা মিথ্যা হইবার নহে। তিনি এ বংশের যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, আজি যদি আপনি কমলায় যান, তাহা হইলে তাহাই ঘটিবে। হায়, হায়! আমাকে বাঁচিয়া থাকিয়া তাহা দেখিতে হইল!"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তিনি কি বলিয়াছেন ?"

কানাই বলিল,—"তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এ পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। এই হতভাগাই সেই কথা জানে। হায়, হায়! এত দিন পরে আজি তাহাই ঘটিতে আসিল; আমার কপাল!"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া চারণের কথা বল কানাই।"

ভগ্ন-স্বরে নিতান্ত কম্পিত ও ভয়চকিতভাবে কানাই বলিল,—

"শেষ কমলেশ যবে কমলায় যাবে,
মৃত কুমারীর তরে প্রণয় যাচিবে।
মরুময় সরোবরে পরাণ হারাবে,
তার নাম ধরাধামে আর না রহিবে॥"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মরুময় সরোবর আমি জানি বটে। মরুভূমির মধ্যে খানিকটা চোরা বালি থাকে, তাহাকে লোকে মরুসরোবর বলে। কিন্তু কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক সে স্থানে যাইতে পারে না। অতএব তোমার কথা যে মিথ্যা, তাহার ভুল নাই।"

কানাই বলিল,—"সে কথা বলিবেন না। ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে কথা কহিয়া কাজ নাই। আপনার সঙ্গে গিয়া কাজ নাই। যাহারা আসিয়াছে, তাহারা চলিয়া যাউক, আমরা তাহাদের জন্য অনেক করিয়াছি, আর কিছু করিয়া কাজ নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার সদিচ্ছার জন্য আমি তোমাকে প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু তোমার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। আমি মৃতা বা জীবিতা কোন কুমারীর প্রণয় যাচ্ঞা করিতে যাইতেছি না; মরু-সরোবরেও আমার কোন দরকার নাই। সুতরাং চারণের উক্তির সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী কানাইয়ের নিকট হইতে বিদায় হইলেন এবং প্রাঙ্গণে আসিয়া গমনোন্মুখ কিল্লাদারের সহিত মিলিত হইলেন। সকলে অশ্বারোহণ করিলেন; কল্যাণী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বিদায়সময়ে কানাই আসিয়া উপস্থিত হইল। কিল্লাদার ও কল্যাণী নিতান্ত আত্মীয়ভাবে কানাইয়ের হস্তে কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিলেন। কল্যাণীর কোমল ভাব দেখিয়া কানাই কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া উঠিল।

তত্রত্য দুর্গম ও বন্ধুর পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে দুর্গস্বামী কল্যাণীর শিবিকার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিলেন। এমন সময় কানাই চীৎকার করিয়া দুর্গস্বামীকে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিল। অগত্যা দুর্গস্বামীকে ফিরিয়া আসিতে হইল। কানাই দুর্গস্বামীর অশ্ব-বল্গা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে দুর্গস্বামীর হস্তে পদার্থবিশেষ প্রদান করিল এবং বলিল,—"বলিতে পারি নাই—লোকসমক্ষে সুযোগ হয় নাই। তিনটি টাকা দিলাম, লইয়া যাউন। এখনই আমি উহা পুরস্কার পাইয়াছি। উহাতে আমার কোন দরকার নাই, কিন্তু উহা আপনার মান বজায় রাখিবার জন্য অনেক কাজে লাগিবে, উহা আপনি লইয়া যাউন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আত্মীয়শ্রেষ্ঠ কানাই, তুমি তো জান, আমার হাতে কয়েকটা টাকা আছে। তুমি উহা রাখিয়া দেও। আমার যথেষ্ট আছে।" এই বলিয়া জোর করিয়া টাকা কানাইয়ের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—"কানাই, এক্ষণে আমাকে হৃষ্টচিত্তে বিদায় দেও। আমার জন্য কোনও চিন্তা করিও না।"

কানাই বলিল,—"টাকা লইলেন না। ভাল, এখন না লন, সময়ান্তরে এ টাকা আপনারই কাজে লাগিবে। লইলে ভাল হইত; কিল্লাদারের চাকর-বাকর অনেক; তাহাদের কাছে মান থাকা চাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই, ছাড়িয়া দেও, আমি এখন যাই। ভয় নাই, ভাবনা নাই।"

দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ গমন করিলেন। নিয়তির

গতি কে রুদ্ধ করিতে পারে? এ বংশের পতন বিধাতার লিপি। কে তাহার অন্যথা করিবে? প্রভুভক্ত বর্ষীয়ান্ ভৃত্য এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে যতদূর সম্ভব ততদূর পর্য্যন্ত দুর্গস্বামীর প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। তিনি চক্ষুর অগোচর হইলে কানাই নেত্র নিঃসৃত অশ্রু মার্জ্জন করিয়া পুনরায় কহিল,—"ঐ বালিকা—ঐ কমলা-দুর্গের কমল-কুমারী আমাদিগের সমস্ত সর্ব্বনাশের মূল। ও যদি না থাকিত, ও যদি বিজয়সিংহের চক্ষে না পড়িত, তাহা হইলে এ বংশের পতনকাল এত শীঘ্র উপস্থিত হইত না। স্ত্রীলোকই সর্ব্বনাশের মূল। কিন্তু ভাবিয়া কি ফল, সকলই অদৃষ্টের কর্ম্ম।"

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে বিষণ্ণভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কানাই স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। এ দিকে দুর্গস্বামী নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে কল্যাণীর সমভিব্যাহারী হইয়া পথাতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর সহিত নিয়ত বাক্যালাপ করিয়া দুর্গস্বামীর চিত্ত এতই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল যে, তাঁহার তদানীন্তন ভাবভঙ্গী দেখিয়া কিল্লাদার বিস্মিত হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, দুর্গস্বামীর প্রকৃতি অধুনা নিরতিশয় কোমলতাময়। তিনি মনে মনে প্রীতি ও গর্ব্ব সহকারে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই পরাক্রান্ত শত্রু এক্ষণে কীদৃশ মিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং কালে মহারাণার কিঞ্চিন্মাত্র অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, এই বীর ও সাহসী যুবা কিরূপ উন্নত-পদশালী হইয়া উঠিবে! কিন্তু তখনই না জানি এ সম্বন্ধে কিল্লাদারণী কি মনে করেন, এই আশঙ্কা মনে উপস্থিত হইল। আবার ভাবিলেন, 'তিনি আর চান কি? এমন বীর, উচ্চবংশজাত, বিদ্বান্ জামাতা আর কোথায় পাইবেন? এরূপ সম্বন্ধে কোন যুবতী স্ত্রীলোকই আপত্তি করিতে পারেন না।' কিন্তু—কিল্লাদার মনে মনে বুঝিলেন যে, কিল্লাদারণীর বুদ্ধি কখন্ কোন্ দিকে যায়, তাহার স্থিরতা নাই। ভাবিলেন,—'যদি এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া—এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর সহিত সদ্ভাব-স্থাপনের এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্য সম্বন্ধ স্থির করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিব যে, তিনি পাগল।'

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে তাঁহারা কমলাদুর্গের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুর্গ প্রবাহী সমুন্নত বৃক্ষরাজির মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। তরুনিকর হইতে বায়ু-প্রবাহ হেতু মৃদু শাঁ-শাঁ শব্দ হইতে লাগিল। যেন তাহারা তাহা-দের চিরন্তন স্বামীকে অদ্য নবীন স্বামীর সহচরবৎ সমাগত দেখিয়া বিষাদভরে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দুর্গস্বামীর মনও ভাবান্তর পরিগ্রহ করিল, এবং তিনি ক্রমশঃ নীরবতা অবলম্বন করিলেন। যে সময় তিনি এবং তাঁহার পিতা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহাদের এই চির-নিবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, সে সময়ের কথা এক্ষণে তাঁহার মনে পড়িল। সেই চিরপরিচিত ভবনের পুরোভাগ হইতে গবাক্ষাদি ভেদ করিয়া, আগতপ্রায় প্রভুর অভ্যর্থনার্থ ভৃত্যবর্গের হস্তস্থিত চলিষ্ণু আলোক ও এক এক স্থানে সমুজ্জ্বল আলোক-সমূহ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। যে স্থান দারিদ্র্যহেতু তাঁহাদের অধিকারকালে মলিন ছিল, অদ্য তাহা আনন্দ ও উৎসাহময়। যে ভবন তাঁহার নিজ সম্পত্তি ছিল, অধুনা তাহা পরের। অদ্য তিনি সেই পরের ভবনে উপস্থিত। তাঁহার চিত্ত অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। বুদ্ধিমান্ কিল্লা-দার দুর্গস্বামীর মুখ দেখিয়া তাঁহার তদানীন্তন মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সাবধানতা সহকারে বিশেষরূপ অভ্যর্থনা-কার্য্যে নিরত হইলেন।

তাঁহারা বিশ্রামার্থ একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় দুর্গের বর্ত্তমান অধীশ্বরের ধন-বত্তার পরিচায়ক নানাবিধ গৃহসজ্জা দুর্গস্বামীর নেত্রপথে নিপতিত হইল। তাঁহাদের সময়ে সেই প্রকোষ্ঠের যে ভাব ছিল, তাহাও মনে পড়িল। ভিত্তিগাত্রে যে যে স্থলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্র বিলম্বিত ছিল, এক্ষণে কিল্লাদার ও তাঁহার আত্মীয়গণের চিত্র তত্তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। এ দৃশ্য তাঁহার হৃদয়কে নিতান্ত ব্যথিত করিল।

কিল্লাদার দুর্গস্বামীর হৃদয়ভাব অনুমান করিয়া এবং এবংবিধ ভাব-প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ করা বিধেয় ভাবিয়া, তাঁহাকে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, জল-যোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দুর্গস্বামীর

চিত্ত তৎকালে তত্রত্য পরিবর্ত্তন সমূহ পর্য্যালোচনায় এতাদৃশ নিবিষ্ট ছিল যে, তিনি কিল্লাদারের অনুরোধ শুনিয়াও শুনিলেন না, সুতরাং কোন উত্তরও দিলেন না। দ্বিতীয়বার কিল্লাদার তথাবিধ অনুরোধ করিলেন। তখন দুর্গস্বামী বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যবহার নিতান্ত দুর্ব্বল-হৃদয়তার পরিচায়ক হইয়া পড়িতেছে। তিনি সবলে চিত্তকে সে চিন্তা-স্রোত হইতে ফিরাইলেন এবং কিল্লাদারের সহিত যেন নির্ব্বিকৃতভাবেই কথা কহিতে লাগিলেন।

বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয়, প্রকোষ্ঠের আপনি যে শ্রীবর্দ্ধন করিয়াছেন, আমি তদ্দর্শনে কিয়ৎপরিমাণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলাম, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমার পিতার ভাগ্যনেমির নিম্নগতি হইলে, তিনি প্রায়ই জনহীন স্থানে অবস্থান করিতেন, সুতরাং এ প্রকোষ্ঠ প্রায়ই ব্যবহৃত হইত না। কেবল যে দিন কোনও কারণে আমি বাহিরে ক্রীড়া করিতে না যাইতাম, সে দিন এই প্রকোষ্ঠ আমার ক্রীড়াগার হইত। যে স্থানে এক্ষণে ঐ সুন্দর রজত আসন শোভা পাইতেছে, ঐ স্থানে আমার ধনুর্ব্বাণ থাকিত আর ঐ কোণে আমার নানা প্রকার ক্রীড়া-সামগ্রী সজ্জিত থাকিত, আর যে স্থানে এক্ষণে আপনার এই মণি-মুক্তাখচিত ঝালর ঝুলিতেছে, এই স্থানে আমার সাধের তোতা পাখীর দাঁড় দুলিত।"

কিল্লাদার, কথার এবংবিধ গতি ফিরাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া বলিলেন—"আমার একটি ছেলে আছে, তাহারও প্রকৃতি ঠিক আপনারই মত—সে-ও ঐরূপ বাহিরে খেলিতে না পাইলে মহা অসুখী হয়। তাই তো, সে এখনও আসে নাই—আশ্চর্য্য বটে। লোকনাথ! দেখ তো মুরারি কোথায়! আমার বোধ হয়, আর কিছু নয়, সে কল্যাণীর সঙ্গে ঘুরিতেছে। আপনাকে বলিব কি দুর্গস্বামিমহাশয়, বাড়ীর সমস্ত লোকই আমার ঐ মেয়েটির মন যোগাইয়া চলে।"

সুকৌশলে কিল্লাদার প্রসঙ্গতঃ কল্যাণীর কথা উত্থাপন করিলেন, তথাপি দুর্গস্বামীর মন সে কথায় আকৃষ্ট হইল না। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, —"আমরা যৎকালে এই দুর্গ চিরদিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করি, তখন কয়েকখানি প্রতিমূর্ত্তি এবং অস্ত্র এই প্রকোষ্ঠে ফেলিয়া গিয়াছিলাম। সেগুলি এক্ষণে কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করায় দোষ আছে কি?"

কিল্লাদার কিছু অপ্রতিভভাবে বলিলেন,—"অবশ্য—সে—গুলি—কি জানেন? এই প্রকোষ্ঠটা আমার অবর্ত্তমানে সজ্জিত হইয়াছিল। জানেন তো, স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে লোকজন কাজে কত অবহেলা করে। আমার বোধ হয়—আমি বিশ্বাস করি, সেগুলি নষ্ট হয় নাই। ঐ সকল সামগ্রী প্রকৃত অবস্থায় যদি আমি মহাশয়কে প্রত্যর্পণ করি, তাহা হইলে মহাশয় তাহা আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিবেন কি?"

দুর্গস্বামী অনুরাগ-ব্যঞ্জক মস্তকান্দোলন সহকারে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। এমন সময় কিল্লাদার-তনয় মুরারি পিতার নিকট ব্যস্ততা সহকারে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"দেখ বাবা, দিদি এবার কেমন এক রকম হইয়া বাটী ফিরিয়াছে। পঞ্জাব হইতে আমার জন্য সনাতন যে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্য দিদিকে আস্তাবলে আসিতে বলিলাম, দিদি কিছুতেই আসিল না।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"তোমার দিদিকে এ জন্য অনুরোধ করাই ভাল হয় নাই!"

দুরন্ত মুরারি বলিল,—"এঃ, তবে দেখিতেছি, তুমিও কেমন এক রকম হইয়া উঠিয়াছ! আচ্ছা দাঁড়াও, মা বাড়ীতে আসুক আগে, তখন তোমাদের সকল নষ্টামী ভাঙ্গিয়া দিব।"

কিল্লাদার নিতান্ত বিরক্তি সহকারে বলিলেন,—"জ্যেঠা মহাশয়, থাম। তোমার গুরুমহাশয় কোথায়?"

"গুরুমহাশয় শৈলশ্বরে বিবাহ দিতে গিয়াছেন।" এই বলিয়া হুঁ হুঁ করিয়া বালক একটা গান ধরিল।

তাহার পিতা বলিলেন, "তোমার গুরুমহাশয় বেশ কাজের লোক দেখিতেছি। তিনি তোমাকে কাহার হস্তে রাখিয়া গিয়াছেন?"

বালক সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"কেন, রঙ্গুয়া ভীল আছে, আর জনার্দ্দন সহিস আছে; আর তা ছাড়া আমি এখন বড় হইয়াছি, আমার রক্ষক আমি এখন আপনিই।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"বেশ—শীকারী রঙ্গুয়া ভীল, আর সহিস জনার্দ্দন যাহার সঙ্গী, তাহার যত বিদ্যা হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে।"

মুরারি বাধা দিয়া বলিল,—"বাবা, রঙ্গুয়ার কথা যদি তুলিলে, তবে বলি, শুন। তোমরা বাটী হইতে চলিয়া গেলে রঙ্গুয়া যে এক হরিণ মারিয়াছিল, তাহার মাথায় আটটা পালা। দিদি গল্প করিল, তোমরা না কি এই কয়দিনের মধ্যে একটা হরিণ মারিয়াছ, তাহার দশটা পালা। হাঁ বাবা, দিদির কথা কি সত্য ?"

কিল্লাদার বলিলেন, —"সত্য মিথ্যা জানি না। তোমার যদি হরিণের গল্প শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ বীরের নিকট যাও, উনি দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।"

এই বলিয়া কিল্লাদার দুর্গস্বামীর প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন। দুর্গস্বামী তৎকালে পিতা ও পুত্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দুরন্ত মুরারি দৌড়িয়া তাঁহার নিকটস্থ হইল ও তাঁহার কাপড় ধরিয়া বলিল,—"শুনুন মহাশয়—যদি আপনি"—বালকের কথা শেষ হইতে না হইতে, দুর্গস্বামী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বদন মুরারির নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র সে নিতান্ত সঙ্কুচিত ও ভীতভাবে কয়েক পদ পিছাইয়া আসিল, তাহার সজীবতা ও প্রফুল্লতা বিনষ্ট হইয়া উঠিল এবং তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আইস, আইস, আমার নিকট আইস; কি বলিতেছিলে, বল।" কিল্লাদার বলিলেন,—"যাও মুরারি, উঁহার কাছে যাও। এ কি, তুমি এত মুখচোরা কেন হইলে ?"

বালক কোন কথাই শুনিল না। সে ধীরে ধীরে একেবারে পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গস্বামী সে দিক হইতে নয়ন ফিরাইলেন।

কিল্লাদার বলিলেন, -"দুষ্ট ছেলে! দুর্গস্বামীর সহিত কথা কহিলে না কেন ?"

বালক অস্ফুটস্বরে বলিল, "কথা কহিব কি ? —আমার ভয় হইতেছে।"

"ভয় হইতেছে ? হতভাগ্য ছেলে! ভয় কিসের ?" এই বলিয়া কিল্লাদার বালকের গালে একটি ছোট রকম চড় মারিলেন।

বালক সভয়ে বলিল,—"ও লোকটার চেহারা শঙ্করসিংহ দুর্গস্বামীর চেহারার মত কেন ?"

পিতা বলিলেন,—"কাহার চেহারা, বোকা ছেলে! আমি ভাবিতাম, তুই নিতান্ত আহাম্মক, এখন দেখিতেছি, তুই নিতান্ত পাগল।"

মুরারি বলিল,—"আমি বলিতেছি, এ লোকটার চেহারা ঠিক সেই শঙ্করসিংহের চেহারার মত। সেই ছবিখানি আজি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তফাতের মধ্যে, এ লোকটার দাড়ি-গোঁপ তেমন নয়, আর গায়ের জামারও একটু প্রভেদ আছে—"

কিল্লাদার বলিলেন,—"দুষ্ট ছেলে, শঙ্করসিংহ এই দুর্গস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ। কাজেই উভয়ের চেহারা এক রকম।"

মুরারি বলিল, -"তবেই তো। চেহারা তো এক রকম, এখন কাজেও যদি এক রকম হয়, তাহা হইলেই মহা বিপদ্। শুনিয়াছ তো বাবা, সেই শঙ্করসিংহ তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কিল্লাদারকে কেমন করিয়া বিনাশ করিয়াছিল। এখনও দেওয়ালের গায়ে তাহার চিহ্ন আছে। ইনিও যদি সেইরূপ করেন ?"

কিল্লাদার বালক-প্রদত্ত এই সম্ভাবিত চিত্রে প্রীতিলাভ করিলেন না। বলিলেন, -"চুপ কর বোকা ছেলে!"

এমন সময় লোকনাথ আসিয়া সংবাদ দিল, খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অপর এক দ্বার দিয়া ভিন্ন সজ্জায় সজ্জিতা কল্যাণী আগমন করিলেন। তাঁহার এই অভিনব সজ্জায় তাঁহাকে দর্শনমাত্র দুর্গস্বামীর চিত্তের তদানীন্তন পরুষভাব সমস্ত তিরোহিত হইয়া গেল। কল্যাণীর কমনীয় কান্তি দুর্গস্বামীর চক্ষে পরম পবিত্রতায় পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইল এবং সেই নিষ্কলঙ্কা নবীনা পিতার ক্রূর বুদ্ধি বা মাতার ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ সংস্পর্শ-পরিশূন্যা বলিয়া স্বতই তাঁহার বোধ হইল। উৎসাহশীল কল্পনাপ্রিয় যুবক-হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের এমনই মোহমন্ত্র।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আহারাদি ব্যাপারে সে দিন কাটিয়া গেল। মুরারির ভীত ভাব ও সঙ্কোচ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বিদূরিত হইয়া আসিল এবং পরদিন সে দুর্গস্বামীর সহিত মৃগয়ায় লিপ্ত থাকিবার পরামর্শ স্থির করিল। অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া দুর্গস্বামী কেবল পরদিন মাত্র কমলায় অবস্থান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আর একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য স্মৃতি-পথাগত হওয়ায়, অগত্যা তাঁহাকে আরও এক দিন থাকিতে হইল। তাঁহাদের চিরানুগত ও শুভানুধ্যায়ী শান্তা বুড়ীর সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিয়া এ স্থান ত্যাগ করা তিনি নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া মনে করিলেন। অতএব শান্তার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত তাঁহাকে আর এক দিন থাকিতে হইল।

প্রাতে তিনি শান্তার সহিত সাক্ষাদভিপ্রায়ে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কল্যাণী তাঁহার পথ-প্রদর্শিকারূপে চলিলেন। মুরারিও তাঁহাদের সঙ্গী হইল। কিন্তু সে দুরন্ত বালকের সঙ্গে থাকা না থাকা সমান হইল। পথে কোথায় একটি নকুল এ দিক হইতে ও দিকে চলিল—সে তাহারই অনুসরণ করিল। কোথায় একটি পাখী ডালে বসিয়া শব্দ করিতেছে—সে তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ঢিল লইয়া ছুটিল। কোথায় একটি খরা বনের মধ্যে বেড়াইতেছে দেখিয়া সে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ নানা ব্যাপারে মুরারি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহারা দুই জন কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবক-যুবতীর কথার তরঙ্গ ক্রমশই গাঢ় হইয়া উঠিল। এই চির-পরিচিত, অধুনা পরহস্তগত প্রিয়স্থান-সমূহ দর্শনে দুর্গস্বামীর চিত্তে অবশ্যই যে আবেগ জন্মিতেছে, তদ্বিষয় কল্যাণী এমনই কোমলতাপূর্ণ মধুর-ভাবে ব্যক্ত করিলেন যে, তচ্ছ্রবণে দুর্গস্বামীর হৃদয় যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিল এবং তাঁহার সমস্ত ক্লেশ ও সকল যাতনাই যেন সার্থক বলিয়া বোধ হইল। তিনি তদনুরূপ বাক্যের দ্বারা কল্যাণীর কথার প্রত্যুত্তর দিলেন। কথার ভঙ্গী গাঢ়তর হইতে লাগিল। কল্যাণী তাহাতে প্রীতিলাভ করিলেও, এতাদৃশ বাক্যস্রোত প্রতিরুদ্ধ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন। দুর্গস্বামীও বুঝিলেন যে, তিনি অধিক-দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং এখনও বাক্য সংযত করিতে না পারিলে, কাজেই প্রেমের কথা স্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত না করিয়া থাকা অসম্ভব হইবে, তিনিও স্বেচ্ছায় তাদৃশ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা শান্তার কুটীর-সমীপে উপস্থিত হইলেন। কুটীরখানি জীর্ণ-সংস্কার হেতু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। নেত্ররত্ন-বিহীনা শান্তা সেই বৃক্ষমূলে বসিয়াছিল। আগন্তুকেরা নিকটস্থ হইলে, শান্তা বলিয়া উঠিল, "কল্যাণি দেবি! আমি পদধ্বনি শুনিয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি: কিন্তু তোমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার পিতা নহেন।"

কল্যাণী বলিলেন,—"কেন শান্তা? এই উন্মুক্ত বায়ুমধ্যে কঠিন মৃত্তিকার উপর পদধ্বনি শুনিয়া তুমি কেমন করিয়া এরূপ স্থির মীমাংসা করিলে?"

শান্তা বলিল,—"বৎসে! দর্শন-শক্তি না থাকায় আমার শ্রবণশক্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে শব্দ আমি তোমাদের ন্যায় লক্ষ্যই করিতাম না, এখন তাহা শুনিয়া বেশ বিচার করিতে পারি। অভাব ইহজগতে বড় অদ্ভুত শিক্ষক। যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে চক্ষু হারাইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই প্রকারান্তরে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে।"

কল্যাণী বলিলেন,—"তুমি এক জন পুরুষের পদ-শব্দ শ্রবণ করিয়াছ, তাহা আমি স্বীকার করিলাম। কিন্তু সে শব্দ যে আমার পিতার পদশব্দ নহে, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিলে?"

"শুভে! বয়ঃপ্রবীণের গতি ভীতভাব ও সতর্কতায় পূর্ণ। তাঁহাদের পদ নিতান্ত ধীরভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত এবং সন্দিগ্ধভাবে পুনঃ-স্থাপিত হয়। আমি এক্ষণে যে পদধ্বনি শ্রবণ করিলাম, তাহা যৌবন-সুলভ দ্রুতভাব ও দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ। যদি আমি আমার অসঙ্গত মীমাংসায় বিশ্বাস করিতে সাহস করিতাম, তাহা হইলে বলিতাম যে, ইহা দুর্গস্বামীর পদ-ধ্বনি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"শ্রুতিশক্তির এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা আমি প্রত্যক্ষ না করিলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। শান্তা, প্রকৃতই আমি দুর্গস্বামী—তোমার পূর্ব্ব-প্রভুর পুত্র।"

বিস্ময়-সংবলিত চীৎকার সহকারে শান্তা বলিয়া

উঠিল,—"আপনি—দুর্গস্বামী। আপনি—এখানে—এই লোকের সঙ্গে? কথা বিশ্বাস হয় না। আমি আমার এইংক্ষীণহস্তে একবার তোমার বদন স্পর্শ করিয়া দেখি, যাহা শুনিলাম, স্পর্শ দ্বারাও তাহাই বুঝা যায় কি না।"

দুর্গস্বামী শান্তার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন বৃদ্ধা ধীরে ধীরে স্বীয় কম্পমান ক্ষীণ হস্ত দুর্গস্বামীর বদনে বুলাইল। তাহার পর বলিল,—"ঠিক বটে। কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাব উভয়ই দুর্গস্বামীর বটে। বদনের সেই উচ্চ অহঙ্কৃত ভাব, স্বরের সেই সাহসিক ও তেজঃপূর্ণ ভাব। কিন্তু দুর্গস্বামি, তুমি এখানে কেন? তোমার শত্রুর অধিকারে এবং তাঁহারই কন্যার সঙ্গে তোমার কি কাজ?"

বীরবর মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহের সমরানুরাগের অল্পতা ঘটিলে অনুগত সামন্তগণ যেরূপে তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকৃত উৎসাহপূর্ণ অনুযোগ করিয়াছিলেন, অদ্য এই চক্ষুহীনা বর্ষীয়সী এই নবীন প্রভুকে সেইরূপ ভাবে অনুযোগ করিল।

কল্যাণী এবংবিধ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত করিবার বাসনায় বলিলেন,—"শান্তা, দুর্গস্বামী পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

বিস্ময় সহকারে বৃদ্ধা বলিল,—"বটে!"

কল্যাণী বলিলেন,—"আমি জানিতাম, উঁহাকে তোমার কুটীরে আনিলে উনি আনন্দিত হইবেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি কিন্তু এ স্থানে এতদপেক্ষা অধিকতর আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিব বলিয়া আশা করিতেছিলাম।"

বৃদ্ধা আপনি বলিতে লাগিল,—ইহা অতীব আশ্চর্য্য! কিন্তু ভগবানের কার্য্য অনুমেয় নহে এবং তাঁহার শাসন ও দণ্ড যে যে উপায়ে সংঘটিত হয়, তাহাও মনুষ্যজ্ঞানের অতীত। শুন তরুণ পুরুষ, তোমার পিতৃ-পুরুষেরা অদমনীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উচ্চাশয় শত্রু ছিলেন; তাঁহারা অতিথির আবরণে আবৃত হইয়া শত্রুর সর্ব্বনাশ-সাধনের বাসনা করিতেন না। কুমারী কল্যাণীর সহিত তোমার চরণ কেন ঘুরিতেছে? তোমার হৃদয়—রঘুনাথ-তনয়ার হৃদয়ের সহিত সমতন্ত্রী যন্ত্রের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছে কেন? যুবক, যে ব্যক্তি অসদুপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপায় অন্বেষণ করে—"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত রূঢ়ভাবে বিজয়সিংহ বলিয়া উঠিলেন,—"হতভাগিনি, ধিক্ তোমার রসনায়! তোমার স্কন্ধে যেন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। জানিও, ইহজগতে এই নবীনার অনিষ্ট বা অপমান নিবারণার্থ আমার অপেক্ষা প্রস্তুত ও অগ্রগামী বন্ধু আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ।"

বৃদ্ধা বিষণ্ণ-স্বরে কহিল,—"কি, এতদূর! তবে ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন।"

কল্যাণী শান্তার কথা ভাল বুঝিতে পারেন নাই, এক্ষণে বলিয়া উঠিলেন, "শান্তা, তাহাই হউক এবং অনাথনাথ ভগবান্ তোমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করিয়া প্রকৃতিস্থ করুন। কিন্তু তুমি যদি তোমার বন্ধুগণকে সমুচিত অভ্যর্থনা না করিয়া এরূপ দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে থাক, তাহা হইলে লোকে তোমার সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়া থাকে, তোমার বন্ধুগণও হয় তো তাহাই বলিলেন।"

শান্তার কথাবার্ত্তা অসংলগ্ন বলিয়া দুর্গস্বামীর মনেও সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এ জন্য তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"লোকে কি বলে?"

এই সময় মুরারি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুর্গস্বামীর কানে কানে ফুস্-ফস্ করিয়া বলিল,—"লোকে বলে, ও ডাইন—উহাকে রাজবিচারে দণ্ড দেওয়া উচিত।"

তখন শান্তা তাহার ক্রোধ-প্রদীপ্ত অথচ দৃষ্টিশক্তি-বিহীন বদন মুরারির দিকে ফিরাইয়া বলিল,—"কি—তুমি কি বলিতেছ? আমি ডাইন এবং আমাকে রাজবিচারে দণ্ড দেওয়া উচিত, কেমন?"

মুরারি আবার ফুস-ফুস্ করিয়া বলিল,—"দেখুন মহাশয় কাণ্ড! আমি এমন আস্তে আস্তে বলিলাম, তথাপি বুড়ী শুনিয়াছে।"

বৃদ্ধা পুনরপি তীব্রস্বরে বলিতে লাগিল,—"যদি অত্যাচারী, পরস্বাপহারী, দীন-দীনের সুখচূর্ণকারী, অতীত কীর্ত্তিবিলোপকারী এবং প্রাচীনবংশগৌরব-বিনাশকারী ব্যক্তির সহিত আমাকে একসঙ্গে ফাঁসীকাষ্ঠে লম্বিত করা হয়, তাহা হইলে আমি হাসিতে হাসিতে মরিতে সম্মত আছি।"

কল্যাণী বলিলেন,—"কি ভয়ানক! আমি এই

পরিত্যক্তা বর্ষীয়সীর এতদপেক্ষা মনশ্চাঞ্চল্য আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই; কিন্তু বয়স ও দারিদ্র্যে সকলই ঘটাইয়া থাকে। আইস মুরারি, আমরা চলিয়া যাই। শান্তা বোধ হয় কেবল দুর্গস্বামীর সহিত কথা কহিতে বাসনা করিতেছে।" তাহার পর বিজয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমরা গৃহাভিমুখে চলিলাম; পথিমধ্যে রায়মল উৎসের সমীপে আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিব।"

তাঁহারা চলিয়া গেলে, শান্তা দুর্গস্বামীকে বলিল,—"তোমার ভালর জন্য আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া তুমিও কি আমার উপর রাগ করিলে? অপরিচিত ব্যক্তির রাগ হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু তুমিও কি রাগত হইলে?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি বিরক্ত হই নাই। আমি তোমার সদ্বিবেচনার অনেক প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। সেই তুমি এরূপ বিরক্তিকর ও অমূলক সন্দেহ হৃদয়ে স্থান দেওয়ায় আমি বিস্মিত হইয়াছি মাত্র।"

শান্তা বলিল,—"বিরক্তিকর? হাঁ, ঠিক বটে, সত্য চিরকালই বিরক্তিকর, কিন্তু নিশ্চয়ই অমূলক নহে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বৃদ্ধে! আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি, সম্পূর্ণ অমূলক।"

শান্তা বলিল,—"তবে পৃথিবীর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দুর্গস্বামিগণ তাঁহাদের কৌলিক স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৃদ্ধা শান্তার জ্ঞাননেত্র তাহার বাহ্য-নয়নের অপেক্ষাও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। প্রতিহিংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া কবে কোন্ দুর্গস্বামী শত্রু-ভবনে উপস্থিত হইয়াছে? দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ, হয় মারাত্মক ক্রোধের বশীভূত হইয়া, না হয় অধিকতর অশুভজনক প্রেমে পড়িয়া এই শত্রুর পুরীতে উপস্থিত হইয়াছ।"

"আমি ধর্ম্মতঃ—হাঁ—না—হাঁ, সত্য বলিতেছি, তাদৃশ কোন অভিপ্রায়েই আমি এখানে আসি নাই।"

শান্তা দুর্গস্বামীর বদনের লজ্জিত ভাব লক্ষ্য করিতে পারিল না, কিন্তু তিনি যেরূপ স্বীয় বাক্য পরিব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে অশক্তি হেতু সঙ্কুচিতভাব শান্তার অগোচর রহিল না।

বৃদ্ধা বলিল—"তবে তাহাই বটে এবং সেই জন্যই কুমারী রায়মল উৎসের সমীপে অপেক্ষা করিবেন। ঐ স্থান দুর্গস্বামিবংশের সর্ব্বনাশের কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে এবং বহুবার বহু ঘটনায় তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি সেই চির-প্রবাদ যেরূপ সফলিত হইবে, আর কখনও সেরূপ ঘটিবে বা ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"শান্তা, দেখিতেছি, তুমি বৃদ্ধ কানাইয়ের অপেক্ষাও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী। রঘুনাথ-পরিবারের সহিত চির-শত্রুতায় নিযুক্ত থাকা এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করাই কি তোমার ন্যায় প্রবীণা ধর্ম্মশীলার উপদেশ? অথবা তুমি কি মনে কর, চিত্তের উপর আমার এতাদৃশ আধিপত্য নাই যে, আমি ঐ নবীনা কামিনীর পার্শ্বে বিচরণ করিতে হইলেই তাহার প্রেম-সাগরে আকণ্ঠ না ডুবিয়া থাকিতে পারিব না?"

শান্তা উত্তর দিল,—"যদিও আমার চর্ম্মচক্ষু বর্ত্তমান ঘটনাপুঞ্জ সম্বন্ধে ঘোর তিমিরাচ্ছাদিত, তথাপি ইহা অসম্ভব নহে যে, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার প্রণিধানক্ষমতা বিশেষ প্রবল। বল দেখি দুর্গস্বামি, তুমি কি একদা তোমার পিতৃপুরুষগণের অধিকৃত ভবনে, অধুনা তাহার গর্ব্বিত অধিকারীর সহিত একত্র বসিয়া সম্পর্কস্থাপন ও ঘনিষ্ঠভাবে অবনত-মস্তকে আহার-ব্যবহার করিতে সমর্থ? তুমি কি অধুনা তাহার করুণার প্রার্থী হইয়া, তৎপ্রদর্শিত প্রতারণা ও চাতুরীর পথাবলম্বন করিয়া ও তৎপরিত্যক্ত সারশূন্য অস্থিমাত্র লেহন করিয়া জীবনপাত করিতে প্রস্তুত? রঘুনাথ রায়ের কথায় অনুমোদন ও তাঁহার মতানুসরণ করিতে এবং পিতৃহন্তা পরম শত্রুকে ভক্তিভাজন শ্বশুর ও সম্মানাস্পদ হিতৈষী জ্ঞান করিতে তোমার কি প্রবৃত্তি হইবে? দুর্গস্বামি, আমি তোমাদের অতি প্রাচীন দাসী। আমি বরং তোমাকে চিতানলে দগ্ধ হইতে দেখিব, তথাপি যেন আমাকে তাদৃশ দৃশ্য দেখিতে না হয়।"

দুর্গস্বামীর চিত্তক্ষেত্রে বিষম ঝটিকা সমুত্থিত হইল। যে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি-রাক্ষসীকে দুর্গস্বামী বহু যত্নে শান্ত ও নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অন্ধ বৃদ্ধা তাহাকে আঘাত করিয়া

জাগরিত করিয়া দিল। তিনি সেই ক্ষুদ্র স্থানটুকুতে বারংবার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে সহসা বৃদ্ধার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "বৃদ্ধে, তুমি কি তোমার অন্তিম দশায় প্রভু-পুত্রকে যুদ্ধ ও শোণিতক্ষয়কর কার্য্যে উত্তেজিত করিতে বাসনা করিয়াছ ?"

শান্তা বলিল,—"ঈশ্বর যেন আমার সেরূপ মতি না করেন। আমি সেই জন্তই এই সর্ব্বনাশ-জনক স্থান হইতে তোমার প্রস্থান কামনা করিতেছি। এ স্থলে তোমার প্রণয় এবং তোমার বিদ্বেষ উভয়েই নিশ্চিত অনিষ্ট, অথবা তোমার এবং তোমার বন্ধুগণের কলঙ্কের কারণ হইবে। যদি আমার এই অস্থিচর্ম্মাবশেষ ক্ষীণ দেহে শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি রঘুনাথ রায় ও তাঁহার স্বগণ-বর্গকে তোমার ক্রোধ হইতে এবং তোমাকে তাঁহাদের ক্রোধ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতাম। তাঁহাদিগের সহিত তোমার মতের কোনই একতা নাই; এখানে তোমার থাকাও বিধেয় নহে। তুমি তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্তরিত হও এবং যদি ভগবান্ অত্যাচারীর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাকে যেন তাহার কারণ না হইতে হয়।"

বিজয়সিংহ ধীরভাবে বলিলেন,—"শান্তা, তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব। আমি বুঝিতেছি, তুমি প্রবীণ অনুগতগণের ন্যায় স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া আমাকে সদুপদেশ দিতেছ। এক্ষণে বিদায় হইব। যদি ঈশ্বর আমাকে দিন দেন, তাহা হইলে আমি তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দতাবিধান করিতে বিরত থাকিব না।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী শান্তার হস্তে একটি স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে তাহা গ্রহণে অসম্মত হওয়ায়, মুদ্রাটি হস্তভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইল। দুর্গস্বামী তাহা উত্তোলিত করিবার নিমিত্ত অবনত হইলে, শান্তা বলিল—"না না, তুলিও না —ক্ষণেক ঐ মুদ্রা ঐ ভাবে থাকুক। ঐ স্বর্ণ তুমি যে নবীনাকে ভালবাস, তাঁহারই অনুরূপ। আমি স্বীকার করিতেছি যে, সে সুন্দরীও ঐ প্রকার মূল্যবান্ সামগ্রী। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, তোমাকে অগ্রে অবনত হইতে হইবে। স্বর্ণ বা পৃথিবীর লোভ-মোহ কিছুতেই আমার আর সম্পর্ক নাই। বিজয়সিংহ তাঁহার পিতৃভবন হইতে শত ক্রোশ দূরে প্রস্থান করিয়াছেন এবং সে ভবন পুনর্দর্শন করিবেন না বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ আমি অতঃপর ইহজগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুসংবাদ বলিয়া জ্ঞান করি।"

শান্তার এবংবিধ আগ্রহাতিশয্য দর্শনে দুর্গস্বামীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন, তাঁহাকে শান্তা যে এই শত্রুসংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে এতাদৃশ আন্তরিক পরামর্শ দিতেছে, অবশ্যই তাহার কোন গূঢ় কারণ আছে।

তিনি বলিলেন,—"শান্তা, আমাকে সত্য করিয়া বল, কেন তুমি আমার জন্য এত আশঙ্কিত হইতেছ? আমি নিজের সম্বন্ধে নিজে যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে দেখিতেছি, আমার বিপদ্‌সম্ভাবনা কিছুই নাই। কুমারী কল্যাণীর সম্বন্ধে আমার যেরূপ মনের ভাব তুমি অনুমান করিতেছ, আমি বুঝিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। কিল্লাদারের নিকট আমার একটু কার্য্য আছে। সেই কার্য্য সমাপ্ত হইলেই আমি চলিয়া যাইব এবং এই বিষাদ-স্মৃতি-উদ্দীপক স্থানে ইহজীবনে আর না আসিতে হয়, ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য হইবে।"

শান্তা অনেকক্ষণ অবনত-বদনে চিন্তা করিল, তাহার পর মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিল,—"ভাল হউক, মন্দ হউক, যে জন্য আমার ভয়, তাহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। দুর্গস্বামি, কুমারী কল্যাণী তোমাকে ভালবাসেন।"

"অসম্ভব।"

"সহস্র ঘটনায় আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আমার বহুদর্শী প্রবীণ জ্ঞান, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিয়াছে যে, যে দিন তুমি তাঁহাকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছ, সেই দিন হইতে তাঁহার চিত্তে তুমি ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই। তোমাকে যাহা বলিবার, তাহা বলিলাম। অতঃপর যদি তুমি ভদ্রলোক হও এবং তোমার পিতৃনামে কলঙ্ক-অঙ্ক প্রক্ষেপ করিতে তোমার অভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে ঐ কুমারীর সম্মুখ হইতে পলায়ন কর। তুমি উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার প্রেম, তৈলহীন দীপমালার ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি তুমি এখানেই অবস্থান কর, তাহা হইলে এই অযোগ্য পাত্রে প্রেম-স্থাপনের

ফলস্বরূপে হয় তাঁহার, না হয় তোমার, না হয় উভয়েরই বিনাশ অপ্রতিবিধেয়। আমি অনিচ্ছায় তোমাকে রহস্য জানাইলাম। এ বৃত্তান্ত অধিক কাল তোমার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিত না—এক্ষণে আমার নিকট জানিতে পারিলে, সে ভালই হইল; যাহা জানিবার, তাহা জানিতে পারিলে; দুর্গস্বামি, এক্ষণে পলায়ন কর। রঘুনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিবার সংকল্প না থাকিলেও যদি তুমি তাঁহার ভবনে অবস্থান কর, তাহা হইলে তুমি ঘোর পাষণ্ড। আর যদি তুমি তাঁহার সহিত পরিণীত হইবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং উন্মত্ত।"

এই কথা-সমাপ্তির পর বৃদ্ধা গাত্রোত্থান করিল এবং স্বীয় যষ্টিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কুটীরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। দুর্গস্বামী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবনার স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অনন্তর দুর্গস্বামী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার চিত্তের অবস্থা দারুণ চিন্তাকুল। তিনি স্বতই বুঝিতে পারিলেন যে, কল্যাণীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ক্রমেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু এখনও সে অনুরাগ এই পিতৃশত্রু-তনয়ার পাণিগ্রহণে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। কিল্লাদার রঘুনাথ রায়ের সহিত চিরশত্রুতা দুর্গস্বামী কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ করিয়াছেন এবং তৎকৃত অনিষ্টসকল তিনি অনেক বিস্মৃত হইয়াছেন; কখন কখন বা কিল্লাদারের হিতকামনা-পূর্ণ কথাবার্তা তিনি প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার চিত্তের এমন অবস্থা হয় নাই যে, তিনি রঘুনাথ-তনয়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইবার কল্পনা মনেও স্থান দিতে পারেন। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শাস্ত্রার কথা যথার্থ; অধুনা আত্মসম্মানের অনুরোধে, হয় কমলা-দুর্গ হইতে তাঁহার অবিলম্বে প্রস্থান করা আবআবশ্যক, নচেৎ প্রকাশ্যরূপে কল্যাণীর পাণিপ্রার্থী হওয়া বিধেয়। আরও আশঙ্কা, মহাধনবান্ অথচ নিতান্ত হীনবংশীয় রঘুনাথের সমীপে প্রকাশ্যরূপে তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিলে, যদি তিনি অস্বীকৃত হন—ওঃ, সে অপমান অসহ্য! এইরূপ নানা প্রকার আলোচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন,—"প্রার্থনা করি, কল্যাণী সুখে থাকুন। তাঁহার পিতা আমার যত অনিষ্ট করিয়াছেন, তৎসমস্ত আমি তাঁহার জন্য ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আমি ইহজীবনে আর কখনই কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিব না—না—কখন না।"

তিনি যখন এই ক্লেশকর সংকল্পে উপনীত হইলেন, তখন তিনি গন্তব্যপথের এক সন্ধিস্থলে সমুপস্থিত। এক পথ রায়মল উৎসাভিমুখে গমন করিয়াছে এবং অপর পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া কমলা-দুর্গে গিয়াছে। রায়মল উৎসে কল্যাণী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবেন, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি দ্বিতীয় পথাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান করিলেন; কিন্তু এই শিষ্টাচার বহির্গত কার্য্যের জন্য তিনি কল্যাণীর সমীপে কিরূপে দোষক্ষালন করিবেন, তাহার একটু আলোচনা করিলেন। ভাবিলেন, যদি বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বলা যাইবে, উদয়পুর হইতে সহসা বিশেষ সংবাদ পাইয়া, অথবা তথাবিধ কোন কারণে আমাকে তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিতে হইয়াছে। ফলতঃ এ স্থানে আর অপেক্ষা করিয়া কাজ নাই। এই সময়ে মুরারি হাঁফাইতে হাঁফাইতে নিকটস্থ হইয়া বলিল—"দুর্গস্বামি, আমি এখন বাটী যাইতে পারিতেছি না। রঙ্গুয়ার সহিত আমার এখনই না যাইলে নহে। অতএব আপনি দয়া করিয়া দিদিকে সঙ্গে লইয়া দুর্গে ফিরিয়া যাউন। দিদি কোন মতেই একা যাইতে পারিবেন না। সেই মহিষের আক্রমণের পর হইতে তাঁহার এ পথে চলিতে বড় ভয়!"

সমভারযুক্ত তুলার এক দিকে একটি পালক নিক্ষেপ করিলেও সে দিক্ নত হইয়া পড়ে। দুর্গস্বামী বিচার করিলেন,—"এই নবীনা কামিনীকে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া অন্যায় ও অসম্ভব। এতবার তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে, না হয় আর একবার হইবে, তাহাতে কি ক্ষতি? বিশেষতঃ আমি যে দুর্গ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছি, এ সংবাদ তাঁহাকে প্রসঙ্গতঃ না জানাইলে, আমার ভদ্রতার অন্যথা ঘটে।"

এই কার্য্য বিশেষ বিবেচনা-সঙ্গত ও যৎপরোনাস্তি আবশ্যক মনে করিয়া দুর্গস্বামী সেই সর্ব্বনাশকারী উৎসের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে সেই দিকে যাইতে দেখিবামাত্র মুরারি বেগে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। দুর্গস্বামী দেখিলেন, কল্যাণী সেই ধ্বংসাবশেষ উৎস-সমীপে আসীনা। তিনি একাকিনী তত্রত্য উপলখণ্ডবিশেষে উপবেশন করিয়া জলবুদ্বুদের লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কল্যাণীর উপবেশন-ভঙ্গী, তাঁহার কমনীয় কান্তি এবং দেশ-কালপাত্র বিবেচনা করিয়া যদি সে দৃশ্য কোন কু-সংস্কার তিমিরাবৃত ব্যক্তির সমক্ষে পড়িত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে তাঁহাকে সেই প্রবাদজননী রায়-মল-প্রণয়িনী বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু দুর্গস্বামীর চিত্তে তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হইল না। তিনি দেখিলেন, উপবিষ্টা কামিনী অসামান্যা সুন্দরী এবং সেই সুন্দরী তাঁহাকেও চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন; এই অভিজ্ঞতা তাঁহার চক্ষে সেই সৌন্দর্য্য আরও সংবর্দ্ধিত করিয়া দিল। তিনি যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, মধুপ যেমন আতপতাপে বিগলিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার স্থির সংস্কারও যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুন্দরীর সম্মুখীন হইলেন। সুন্দরী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, —"আমার ক্ষেপা ভাই বুঝি কোথায় খেলায় মাতিয়াছে; সুখের বিষয়, কোন কার্য্যেই অধিকক্ষণ তাহার মন থাকে না, লাফাইতে

লাফাইতে ছুটিয়া আসিবে

দুর্গস্বামী কোন কথাই না বলিয়া কল্যাণীর নিকট হইতে কিঞ্চিদ্দূরে ঘাসের উপর উপবেশন করিলেন।

এবংবিধ নিস্তব্ধতা নিতান্ত অসুখকর মনে করিয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিলেন, —"এই স্থান আমার বড়ই মনোরম। এই নির্ম্মল উৎস-বারির ঝর্ঝরশব্দ, বৃক্ষসমূহের মধুর আন্দোলন এবং এই ধ্বংসাবশেষমধ্যস্থ ঘাস ও বনফুলের প্রাচুর্য্য এই স্থানকে আখ্যায়িকা-বর্ণিত স্থানের ন্যায় মনোরম করিয়াছে। শুনিয়াছি, এই স্থান সম্বন্ধে নানা প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে।"

দুর্গস্বামী উত্তর দিলেন, —"লোকের বিশ্বাস, এই স্থান আমাদের বংশের বড় প্রতিকূল, আমারও তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটিয়াছে। কারণ, এই স্থানেই কল্যাণী দেবীর সহিত আমি প্রথমে বাক্যালাপ করি এবং এই স্থানেই আমাকে তাঁহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে।"

কথার ভাব শুনিয়া কল্যাণীর মুখ শুষ্ক হইয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের নিকট হইতে বিদায়! কি ঘটিয়াছে দুর্গস্বামি, যে, আপনাকে এত শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে? আমি জানি, শান্তা আমার পিতাকে ঘৃণা না করুক, দেখিতে পারে না। অদ্য তাহার কথাবার্ত্তা এতই রহস্যাচ্ছাদিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপ বুঝিয়া উঠিতেই পারি নাই। কিন্তু ইহা আমার স্থির জ্ঞান যে, আপনি আমাদিগের যে মহদুপকারসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার পিতা আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। অতি কষ্টে আপনার বন্ধুত্ব লাভ করা হইয়াছে, অতি সহজেই যেন তাহা হারাইতে না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

দুর্গস্বামী বিষাদ-ব্যঞ্জক হাস্যের সহিত কহিলেন, —"না কল্যাণী দেবি, সে আশঙ্কা তোমার অমূলক। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে আমি যখন যে ভাবেই পরিচালিত হই না কেন, অথবা বিধাতা আমাকে যতই বিপদভারাবনত করুন না কেন, জানিবে, আমি সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বকালে তোমার সুহৃদ,—অকপট সুহৃদ থাকিব; কিন্তু আমাকে প্রস্থান করিতেই হইবে; নচেৎ আমার সহিত অপরকেও বিপন্ন হইতে হইবে।"

"তাহা হউক দুর্গস্বামি, আপনি আমাদের নিকট হইতে যাইবেন না।" বলিয়া সরলা কল্যাণী যেন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বস্ত্রাগ্র চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর আবার বলিলেন, "আমাদের নিকট হইতে আপনার যাওয়া হইবে না। আমার পিতা ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি। মহারাণার দরবারে পিতার আরও ক্ষমতাশালী বন্ধু আছেন, পিতা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে আপনার কি উপকার করেন, তাহা না দেখিয়া আপনার যাওয়া হইবে না। আমি সত্য বলিতেছি, তিনি আপনার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন।"

দুর্গস্বামী গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, —"তোমার কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তোমার পিতার সাহায্যে উন্নতি আমার প্রার্থনীয় নহে।

জীবন-যুদ্ধে আত্ম-যত্নেই জয়ী হওয়া আবশ্যক। অসি, বর্ম্ম, ধনুর্ব্বাণ, সাহসী হৃদয় এবং সবল হস্ত এই সামগ্রীই আমার সহায় ও অবলম্বন।"

কল্যাণী হস্তে বদনাবৃত করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধ চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার সুগোল অঙ্গুলি-মালার মধ্য দিয়া অশ্রুপুঞ্জ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুর্গস্বামী আগ্রহাতিশয় সহকারে সুন্দরীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"দেবি! আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ন্যায় কোমলপ্রাণা, সৎস্বভাবা কামিনীর সহিত বাক্যালাপ-কার্য্যে আমার ন্যায় অসভ্য, উগ্র এবং কর্কশ-স্বভাবের লোক সম্পূর্ণই অনুপযুক্ত। তোমার জীবনে এই পুরুষমূর্ত্তি যে কখন দেখা দিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া যাও।"

কল্যাণী তখনও বাম হস্তে নয়নাবৃত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্গস্বামী কেন সহসা প্রস্থানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার কারণ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি যতই কারণ পরিস্ফুট করিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার অবস্থান করিবার ইচ্ছাই প্রকাশিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার বাক্য এমন স্থলে উপনীত হইল যে, তখন আর বিদায়ের কথা তাঁহার মনে নাই। তিনি বিদায়ের বিনিময়ে তখন সুন্দরীর নিকট চিরকালের নিমিত্ত আত্মসমর্পণ করিলেন এবং সুন্দরীও তাঁহার নিকট তদনুরূপ সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ের আবেগে এই সকল কার্য্য এতই সত্বর সম্পন্ন হইল যে, দুর্গস্বামী এ কার্য্যের পরিণাম চিন্তার সময় পাইলেন না এবং এতদ্বিষয়ক চিন্তা সমুপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের অধরে অধরে ও হস্তে হস্তে মিলন হইয়া, এই নবীন প্রেমের সরলতা, দৃঢ়তা ও পবিত্রতা স্থায়িরূপে বদ্ধ করিয়া দিল।

তাহার পর মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া দুর্গস্বামী বলিলেন,—"অতঃপর আমাদের এই প্রেমের বৃত্তান্ত কিল্লাদার মহাশয়কে অবগত করান আবশ্যক। দুর্গস্বামী তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া কখনই প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার কন্যার প্রণয়-প্রার্থনা করিতে পারেন না।"

কল্যাণী সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন,—"পিতাকে এখন এ কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।" পরে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন,—"না, পিতাকে বলিও না। অগ্রে তোমার জীবনের গতি নির্ণীত হউক, তোমার অভিপ্রায় ও পদ স্থির হউক, তাহার পর পিতাকে বলিও। আমি জানি, পিতা তোমাকে ভালবাসেন—বোধ হয়, তিনি সম্মত হইবেন, কিন্তু মাতা—" তিনি নীরব হইলেন। মাতার অনভি-প্রায়ে এতাদৃশ ব্যাপার স্থির করিতে পিতার অক্ষমতাসূচক সন্দেহ ব্যক্ত করিতে কল্যাণীর লজ্জা জন্মিল।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"প্রাণেশ্বরি! তোমার জননী শৈলম্বর-সম্ভূতা। এই শৈলম্বর-বংশের যখন অভ্যুন্নত অবস্থা, তখনও আমাদের বংশের সহিত আদান-প্রদান হইয়াছে। তবে এ বিবাহে তোমার মাতার কি আপত্তি হইতে পারে?"

কল্যাণী বলিলেন,—"আমি আপত্তির কথা বলিতেছি না। তিনি নিতান্ত অহঙ্কৃতা ও অভি-মানিনী। এরূপ বিষয়ে অগ্রে তাঁহার মত গৃহীত না হইলে, তিনি হয় তো ক্রোধ হেতু বিপরীতাচরণ করিতে পারেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বেশ তো। তিনি এক্ষণে উদয়পুরে আছেন—সে তো অধিক দিনের পথ নয়। কিল্লাদার মহাশয় তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া, তাঁহার সম্মতি আনাইয়া, বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করুন না কেন?"

কল্যাণী সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন—"কিন্তু অপেক্ষা করিলে ভাল হইত না কি? কয়েক সপ্তাহ মাত্র অপেক্ষা—আমার মাতা যদি তোমাকে দেখিতেন, যদি তোমাকে জানিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সম্মতি দিতেন। কিন্তু তোমাকে তিনি কখনও দেখেন নাই—আর এই উভয় বংশে চিরবিবাদ।"

দুর্গস্বামী সমুজ্জ্বল-নয়নে তীক্ষ্ণভাবে কল্যাণীর প্রতি চাহিলেন। যেন তিনি সেই দৃষ্টি দ্বারা কল্যাণীর হৃদয়ভাব পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেন। বলি-লেন,—"কল্যাণি, তোমার ঐ মূর্ত্তির অনুরোধে আমি চিরপোষিত প্রতিহিংসার সাধ, বিষম প্রতিজ্ঞা-সমূহ সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি। যে দিন আমার পিতার মৃত্যু হয়, সে দিন আমি তাঁহার সেই জ্বলন্ত চিতায় হস্তার্পণ করিয়া এবং সমস্ত দেবকুলকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এই অগ্নিদেবের প্রভাবে কাষ্ঠরাশি-পরিবৃত পবিত্র কলেবর যেমন ভস্মীভূত হইতেছে, ক্রোধের প্রভাবে আমার শত্রুকুলের যদি

সেই দশা উপস্থিত না হয়, তবে আমার বৃথা মনুষ্যত্ব।"

কল্যাণীর বদন পাণ্ডু হইয়া গেল। বলিলেন, —"এরূপ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করা মহাপাপ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি, এবং ইহাও জানি যে, এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আরও পাপ। আমার চিত্তের উপর তুমি কীদৃশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ, তাহা জানিবার ও বুঝিবার পূর্ব্বে আমি তোমারই কারণে হৃদয়ের এই বিষম প্রতিহিংসার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি।"

"তবে দুর্গস্বামী—তবে কেন এখন আমার প্রতি তোমার অনুরাগের বিরোধী—তোমার নিকট আমি যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহার বিরোধী, এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করিতেছ?"

"কারণ, আমি তোমাকে বুঝাইতে চাহি, কি মূল্যে আমি তোমার প্রণয় ক্রয় করিলাম এবং তোমার পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ প্রেমে আমার কতদূর অধিকার। আমার বংশের একমাত্র শেষ সম্পত্তি বংশ-গৌরব; এই প্রেমে তাহাও বিসর্জ্জিত হইতেছে, এ কথা যদিও আমি না বলি বা না ভাবি—জগৎ হয় তো তাহা বলিবে ও ভাবিবে।"

"যখন আপনার হৃদয়ের এই ভাব, তখন নিশ্চয়ই আপনি আমার সহিত নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন। এখনও সময় আছে—এখনও সাবধান হওয়া যায়। মানহানি স্বীকার না করিয়া, যখন আপনি আমাকে ভালবাসিতে বা গ্রহণ করিতে পারেন না, তখন আপনি আমার সত্যবন্ধন পুনগ্রহণ করুন। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হউক—আমাকে আপনি বিস্মৃত হউন—আমিও আপনাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আপনি আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন। আমি যে আপনার প্রণয়ের নিমিত্ত ত্যাগস্বীকারের উল্লেখ করিয়াছি, সে কেবল আপনাকে এই বুঝাইবার জন্য যে, আমার চক্ষে আপনার প্রেম কতই মূল্যবান্ এবং তাহা দৃঢ়তর বন্ধনে বদ্ধ করিতে আমার কতই বাসনা। আর আপনাকে বুঝাইতে চাহি, এত করিয়া যে প্রেম লাভ করিলাম, আপনার দ্বারা তাহার অন্যথা ঘটিলে কতই সন্তাপের কারণ হইবে।"

কল্যাণী বলিলেন,—"কেন আপনি তাহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন? আমি অবিশ্বাসিনী সন্দেহ করিয়া কেন আপনি আমাকে ব্যথা দিতেছেন? পিতার নিকট প্রস্তাব করিবার জন্য কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম বলিয়া আপনি কি এরূপ মনে করিয়াছেন? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আপনার যেরূপ ইচ্ছা, আপনি সেইরূপ সত্য-বন্ধনে আমাকে বদ্ধ করুন। হৃদয়ের বিশ্বাসের তুলনায় সত্যবন্ধন নিতান্ত অনর্থক, তথাপি হয় তো তাহাতে সন্দেহের পথ কিয়ৎপরিমাণে রুদ্ধ হইতে পারিবে।"

কল্যাণীর অসন্তোষ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত দুর্গস্বামী নানাপ্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সরলহৃদয়া কল্যাণী সকলই ভুলিয়া গেলেন এবং দুর্গস্বামীর সন্দেহ-জনিত অপরাধ সহজেই ক্ষমা করিলেন। প্রণয়িযুগলের বিবাদের অবসান হইলে, দুর্গস্বামী শাস্তার পরিত্যক্ত সেই স্বর্ণমুদ্রা দ্বিখণ্ডিত করিলেন এবং কল্যাণী তাহার একখণ্ড সূত্রদ্বারা বদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"অদ্য হইতে যত দিন পর্য্যন্ত দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ ইহা পুনর্গ্রহণ করিতে না চাহিবেন, তত দিন এই স্মৃতি-চিহ্ন আমার হৃদয়ের উপর বিরাজ করিবে এবং যত দিন আমি ইহা ধারণ করিব, তত দিন এ হৃদয়ে দুর্গস্বামী ভিন্ন অপর কাহারও প্রেম স্থান পাইবে না।"

অনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ ভগ্ন মুদ্রার অপরাংশ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। এতক্ষণে তাঁহাদের স্মরণ হইল, দেখিতে দেখিতে অনেক সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দুর্গ হইতে তাঁহাদের এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি হয় তো ভয়ের কারণ হইয়া পড়িবে। তাহারা তাঁহাদের এই প্রেমবন্ধনের সাক্ষীভূত উৎস ত্যাগ করিয়া প্রস্থানাভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিবামাত্র, তাঁহাদের পার্শ্বদেশ দিয়া একটি তীর শাঁ করিয়া চলিয়া গেল এবং তাঁহাদের উপবেশনস্থানের সমীপবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় সমাসীন একটি শঙ্খচিলের দেহে গিয়া বিদ্ধ হইল। প্রাণহীন চিল আসিয়া কল্যাণীর পদনিম্নে পতিত হইল এবং তাহার কয়েক বিন্দু শোণিত কল্যাণীর পরিচ্ছদ রঞ্জিত করিয়া দিল।

কল্যাণী অত্যন্ত ভীতা হইলেন এবং দুর্গস্বামী বিস্ময় ও ক্রোধ সহকারে এই অনীপ্সিত ও

অচিন্তিতপূর্ব্ব তীরনিক্ষেপকারীকে দেখিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন। অবিলম্বে ধনুকধারী মুরারি দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গস্বামী বুঝিলেন, এই দুরন্ত বালকই বর্ত্তমান ব্যাপারের কারণ।

মুরারি বলিল, "আমি জানিতাম, তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। তোমরা যেরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া কথা কহিতেছিলে, তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তোমরা কোনরূপ সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই মৃত চিল তোমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। দিদি, দুর্গস্বামী তোমাকে কি বলিতেছিলেন?"

কল্যাণীর অপ্রতিভ ভাব নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আমি তোমার ভগ্নীকে বলিতেছিলাম, মুরারি কি দুষ্ট ছেলে! আমাদিগকে অকারণ এতক্ষণ অপেক্ষা করাইয়া রাখিল।"

মুরারি বলিল,—"কি, আমি অপেক্ষা করাইয়া রাখিলাম? কেন, আমি তখনই বলিয়াছি, আমার বিলম্ব হইবে, আপনি দিদিকে সঙ্গে লইয়া বাটী যাউন। তাহা না করিয়া আপনি এখানে বসিয়া বকামি করিতেছেন, সে কি আমার দোষ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আচ্ছা, সে কথা যাউক। এখন তুমি যে শঙ্খচিল মারিয়াছ, তাহার কি জবাব দিবে দেও। তুমি জান, শঙ্খচিল দুর্গস্বামিগণের রক্ষিত এবং তাহাদের বধ করা নিতান্ত অশুভ লক্ষণ। যে সেরূপ অন্যায় কর্ম্ম করে, তাহাকে বিষম শাস্তি দেওয়াই নিয়ম।"

মুরারি বলিল,—"ঠিক কথা, রঙ্গুয়াও ঐ কথা বলিতেছিল। কিন্তু দেখুন দুর্গস্বামী মহাশয়, আমার নিশানা কেমন বলুন? কোন্ ডালের মধ্যে শঙ্খচিল বসিয়া ছিল, আমি তাহাকে কেমন মারিয়াছি দেখুন! বলুন, আমার হাত ঠিক হইয়াছে কি না?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার নিশানা খুব ভাল হইয়াছে। যদি তুমি অভ্যাস রাখ, তাহা হইলে কালে তুমি এক জন প্রধান তীরন্দাজ হইবে।"

মুরারি বলিল,—"রঙ্গুয়াও ঐ কথা বলে। এখন আমি যদি ঐ অভ্যাস না রাখি, সে আমার দোষ। কিন্তু আমার এ কার্য্যে প্রধান বাদী বাবা, আর গুরুমহাশয়। আবার ঐ দিদি ঠাকরাণীও কম নহেন। আমি সময় নষ্ট করি বলিয়া উনিও রাগ করেন। কিন্তু উনি যে সঙ্গে সুন্দর যুবা পুরুষ থাকিলে সমস্ত দিন ফোয়ারার ধারে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইয়া দেন, তাহা একটিবারও ভাবেন না। আমি উঁহাকে কতবার এমন করিতে দেখিয়াছি।"

দুষ্ট বালক বলিতে বলিতে বার বার দিদির মুখের পানে চাহিয়া দেখিতে থাকিল এবং বুঝিল যে, তাহার বাক্যে কল্যাণীকে বস্তুতই ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সে ক্লেশের পরিণাম বা অবস্থা বালক প্রণিধান করিতে পারিল না।

বালক বলিল,—"আইস দিদি, রাগ করিও না। চিল মারা ছাড়া আর যাহা কিছু আমি বলিয়াছি, সমস্তই মিথ্যা কথা। আর তোমার যদি অনেক ভালবাসার লোক থাকেই, তাহাতে দুর্গস্বামীর ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই; অতএব সে কথা মনে করিয়া দুঃখ করায় কাজ কি?"

যাহা শ্রবণ করিলেন, তৎকালে তাহা দুর্গস্বামীর অসন্তোষ উৎপাদন করিল বটে। তিনি বুঝিলেন যে, সমস্ত কথাই মন্দ বালকের কল্পনা এবং তাহার ভগ্নীকে কষ্ট দিবার জন্য উপস্থিতমত অলীক কথা। যদিও দুর্গস্বামীর চিত্তে কোন মত সহজে স্থান পায় না এবং একবার স্থান পাইলে তাহা সহজে স্থানান্তরিতও হয় না, তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মুরারির এই অলীকবাক্য-সমূহও তাঁহার মনে অতি সামান্য পরিমাণে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল। বস্তুতঃ এ স্থলে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না এবং তাঁহার মনেও প্রকৃতরূপ সন্দেহ জন্মে নাই। কল্যাণীর সেই প্রশান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নের প্রতি চাহিয়া, কে তাঁহার স্বভাবের সুনির্ম্মলতা সম্বন্ধে অতি সামান্যমাত্র সন্দেহও মনে স্থান দিতে পারে? তথাপি দুর্গস্বামীর হৃদয়ের বিবেকসঙ্গত অহঙ্কার এবং তাঁহার সুপরিজ্ঞাত দারিদ্র্য সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটু সন্দিহান করিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতিকূল না হইলে এরূপ বা অন্য কোনরূপ হীনতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

তাঁহারা দুর্গে উপনীত হইলে, রঘুনাথ রায় বলিলেন,—"কল্যাণী যদি দুর্গস্বামীর সহিত না থাকিয়া অপর কাহারও সহিত থাকিতেন, তাহা হইলে অত্য বিশেষ ভয়ের কারণ হইত ও এত বিলম্ব হেতু লোকজন পাঠাইয়া এতক্ষণ তত্ত্ব লইতে

হইত। কিন্তু দুর্গস্বামী যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাহত থাকিলে কিছুই ভয়ের কারণ নাই!"

কল্যাণী তাঁহাদের অত্যধিক বিলম্বের কারণ দেখাইবার নিমিত্ত কথা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বিবেকের বিরোধিতায় তিনি অনেক গোলমাল ঘটাইয়া ফেলিলেন। দুর্গস্বামী কল্যাণীর সহায়তাকল্পে কথা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পঙ্কে নিপতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া উদ্ধারকারীও যেমন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে, তাঁহার অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়িল। প্রণয়িযুগলের এই ভাব চতুর কিল্লাদারের অগোচর রহিল না। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন লক্ষ্য না করাই তাঁহার অভিপ্রায়। সর্ব্বপ্রকারে নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া দুর্গস্বামীকে স্বীয়হস্তে বদ্ধ করিয়া রাখাই তাঁহার বাসনা। কিন্তু এ কথা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই যে, কল্যাণী দুর্গস্বামীর হৃদয়ে যে প্রেম-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিবে, যদি স্বীয় হৃদয়েও সেইরূপ অগ্নি জ্বলিতে দেয়, তাহা হইলে তাঁহার সকল বাসনাই বিফল হইয়া যাইবে। কিল্লাদার মনে করিয়াছিলেন, যদি কল্যাণী দুর্গস্বামীর প্রণয়েরই নিতান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়েন, অথচ কিল্লাদারণী যদি তাহাতে ভয়ানক আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে কল্যাণীর হৃদয় হইতে সে প্রণয় বিদূরিত করা নিতান্ত কঠিন হইবে না। কোনরূপ উপায়ে কল্যাণীকে উদয়পুরে লইয়া গেলে তথায় নানা উচ্চবংশজাত সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত তাঁহার পরিচয়ের সুযোগ ঘটিবে এবং অপর এক জন সহজেই কুমারীর হৃদয়ে দুর্গস্বামীর স্থান অধিকার করিবে। এই জন্যই এরূপ প্রণয়-ব্যাপারে নিরুৎসাহবারি প্রক্ষেপ করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না।

এই ঘটনার পরদিন প্রাতে উদয়পুর হইতে এক জন দূত কিল্লাদারের নিকট কতকগুলি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। কিল্লাদার সম্প্রতি মহারাণার দরবারে কোন বিশিষ্টরূপ চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। তত্রত্য যে ব্যক্তি চক্রান্তে প্রধান লিপ্ত, তিনিই প্রধান পত্রের লেখক; অপরাপর চক্রান্তকারাও পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল পত্রের সহিত দুর্গস্বামীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় রামরাজাও এক পত্র লিখিয়াছিলেন। রামরাজা দরবারে অসীম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং কথিত চক্রান্তের বিষয়েও অভিজ্ঞ। রামরাজাকে কার্য্য-সূত্রে এক-বার কিল্লাদারের অধিকারে আসিতে হইবে। এ অঞ্চলে থাকিবার বিশেষ সুবিধা না থাকায় তাঁহাকে কিল্লাদারের ভবনেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; তাঁহার পত্রে অন্যান্য কথা ব্যতীত এ কথাও লিখিত ছিল। তাঁহার প্রস্তাবে কিল্লাদার সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, বিজয়সিংহ তাঁহার দুর্গে থাকিতে থাকিতে রামরাজার আগমন ঘটিলে দুর্গস্বামীর সহিত আত্মীয়তা আরও দৃঢ় হইবে এবং সম্ভবতঃ রাজার প্ররোচনায় দুর্গস্বামী এককালে শত্রুতা পরিত্যাগ করিবেন। বিশেষতঃ এই সময়ে অহঙ্কৃতা কিল্লাদারণী বাটী নাই, এই সময়ে রামরাজা আসিলে তাঁহার চক্রান্ত-সংক্রান্ত কোন পরামর্শের ব্যাঘাত ঘটিবে না। তিনি যথোপযুক্ত উদ্যোগায়োজনের আদেশ দিলেন।

স্বসম্পর্কীয় মহাসম্ভ্রান্ত রামরাজা আসিবেন; তাঁহার আগমনকালে দুর্গস্বামী থাকিলে ভাল হয়, এই বলিয়া দুর্গস্বামীকে আরও কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করা হইল। রায়মল উৎসের সমীপে কল্য যে কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার পর সহসা এ স্থান ত্যাগ করিতে দুর্গস্বামীর আর বাসনা ছিল না; সুতরাং তিনি সহজেই রামরাজার আগমনকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যাহারা আজন্ম বা পুরুষানুক্রমে ধন সম্পত্তি সম্ভোগ করে ও গৌরবান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাদের তৎসমস্ত সুন্দররূপ আয়ত্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের কার্য্যাদি নিয়তই উচ্চতায় পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু কিল্লাদারের পক্ষে সেরূপ ঘটনা না ঘটায়, তাঁহার ব্যবহারাদিতে অনেক সময়ে তাঁহার আধুনিকতা ও ক্ষুদ্রহৃদয়তা প্রকাশ হইয়া পড়িত। দুর্গস্বামী তৎসমস্ত ব্যবহার দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইতেন এবং কখন কখন আন্তরিক ভাব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন। দুর্গস্বামীর এই ভাবদর্শনে কল্যাণী বড় ব্যথা পাইতেন। কল্যাণী ইহ-সংসারে পিতাকে পরম দেবতা জ্ঞানে আরাধনা

করিয়া থাকেন, সেই পিতা তাঁহার প্রাণবল্লভ দুর্গস্বামীর ঘৃণার সামগ্রী! এইরূপ কোন কোন বিষয়ে এই প্রণয়ি-যুগলের মত-বৈষম্য ছিল। যতই একত্রাবস্থান হেতু একের চরিত্র অপরের চক্ষে পরিস্ফুট হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা উভয়েই বুঝিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের প্রকৃতি পরস্পর বিভিন্ন। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত যত যুবক দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে দুর্গস্বামীর প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও অহঙ্কৃত ভাবে পূর্ণ—তাঁহার মতসমূহ সতেজ ও স্বাধীন। দুর্গস্বামী বুঝিলেন, কল্যাণীর প্রকৃতি নিতান্ত কোমল ও নমনশীল। এরূপ প্রকৃতি আত্মীয়-স্বজনের প্ররোচনায় পরিবর্ত্তন হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতা সঙ্গিনী আবশ্যক। যে কামিনী সংসার-বক্ষে তাঁহার সহিত অবিকৃত ভাবে ভ্রমণ করিতে সমর্থ এবং বিষম বিপদ্‌বাত্যা বা সৌভাগ্যের সুরভিনিশ্বাস উভয়েরই সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত, সেইরূপ সুন্দরীই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত। কিন্তু কল্যাণীর অপূর্ব্ব মাধুরী, তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য, দুর্গস্বামীর প্রতি তাঁহার কোমলতাপূর্ণ অকৃত্রিম প্রেম ইত্যাদি নানা গুণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে দুর্গস্বামীর চক্ষে আদরের ধন করিয়া তুলিয়াছিল। অধুনা প্রণয়িযুগল পরস্পরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিবার যেরূপ সুযোগ পাইয়াছেন, পূর্ব্বে তাঁহাদের সেরূপ সুযোগ উপস্থিত হয় নাই এবং তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা পরস্পরের নিকট সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। এখন তাঁহারা প্রেমপর্ব্বতের উচ্চতম স্থানে সমাসীন; আর প্রত্যাবর্ত্তন করা সহজ নহে। এখন তাঁহারা পরস্পরকে যেরূপ জানিয়াছেন, পূর্ব্বে এরূপ হইলে, একের হৃদয়ে হয় তো অপরের প্রতি অনুরাগ জন্মিত না। অধুনা কল্যাণীর প্রধান আশঙ্কা, পাছে দুর্গস্বামীর এই অহঙ্কৃত ভাব আত্মীয়গণের বিরাগ উৎপাদন করিয়া উহাদের বাঞ্ছিত বিবাহের ব্যাঘাত ঘটায়।

কল্যাণীর কোমল প্রকৃতি পাছে কখন পরানুরোধে এই প্রেম উপেক্ষা করে, দুর্গস্বামীর মুখ হইতে এক দিন ইত্যাকার আশঙ্কা শ্রবণ করিয়া কল্যাণী বলিলেন,—"সে ভয় করিও না; লৌহ, কাচ বা তদ্রূপ কঠিন সামগ্রীতে যে ছায়াপাত হয়, তাহা তখনই মুছিয়া যায়। কিন্তু কোমল মানবহৃদয়ে যাহা পড়ে, তাহা সমানভাবে চিরস্থায়ী হয়।"

দুর্গস্বামী হাস্যের সহিত বলিলেন,—"কল্যাণি, এ সকল কবিতার কথা। কবিতার কথা সকল সময়ে সত্য হয় না।"

কল্যাণী বলিলেন,—"তবে কবিতার কথা ছাড়িয়া তোমাকে সহজ কথায় বলিতেছি যে, যদিও পিতা-মাতার অমতে আমি কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইব না, তথাপি তোমাকে আমি যে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, শত প্ররোচনা বা তিরস্কারেও তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।"

প্রণয়িযুগলের এবংবিধ কথাবার্ত্তার সুযোগ সততই উপস্থিত হইত। মুরারি প্রায়ই রঙ্গুয়া ভীলের সঙ্গেই থাকিত এবং কিল্লাদার রাজকীয় কার্য্যের চক্রান্তে এতই লিপ্ত থাকিতেন যে, প্রায়ই তাঁহার অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিবার সময় থাকিত না। নানা কারণে রামরাজার আগমনে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, সুতরাং সেই অপেক্ষায় দুর্গস্বামীর অবস্থানকালও দীর্ঘ হইতে লাগিল। দুর্গস্বামীর সহিত কল্যাণীর বিবাহ ঘটে, ইহাই যে কিল্লাদারের আন্তরিক বাসনা ছিল, এমন বোধ হয় না। সংপ্রতি দুর্গস্বামীর কতদূর উন্নতি সম্ভাবিত এবং রাজকীয় পরিবর্ত্তন সহ রামরাজা ও দুর্গস্বামী উভয়েরই কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা, উভয়কে সম্মুখে ইহাই পরীক্ষা করা কিল্লাদারের হৃদয়ে বাসনা এবং সেই জন্যই যে কোনরূপে আপাততঃ দুর্গস্বামী তাঁহার হাতে থাকেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। কিন্তু অবিবাহিত যুবক-যুবতীর সুদীর্ঘকাল একত্রাবস্থান, একত্র ভ্রমণ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল নিন্দাকারীর মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বীরবল ও শিবরাম প্রধান।

বীরবল এক্ষণে দিদিমার মৃত্যু হেতু সুবিস্তৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন এবং শিবরাম পার্শ্বচররূপে তাঁহারই নিকট অবস্থান করিতেছেন। কৌশল ও প্রতারণায় অর্থ আত্মসাৎ করাই শিবরামের অভিপ্রায়। কিন্তু বীরবল সুদীর্ঘকাল দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিয়া অর্থের ব্যবহার বিশেষ জ্ঞাত হইয়াছেন, সুতরাং শিবরামের কৌশলে তিনি সহজে মোহিত হইতেন না—শিবরামের উদ্দেশ্য

প্রায়ই সফল হইত না। বীরবল অন্তরের সহিত শিবরামকে ঘৃণা করিলেও স্বীয় হীন ও কলুষিত রুচির অনুরোধে তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

দুর্গস্বামি-সমীপে শিবরাম যে লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা সে এক দিনও বিস্মৃত হয় নাই। সে স্বয়ং অক্ষম। যদি বীরবলকে সে দুর্গস্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে বিবেচনা করিয়া, সে নিয়ত তদনুরূপ চেষ্টা করিত। সে সুযোগ পাইলেই দুর্গস্বামী তাহাকে যে অপমান করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত এবং তাহার অপমানে যে বীরবলেরও অপমান হইয়াছে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিত। বীরবল কিন্তু এরূপ স্থলে শিবরামের বাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া দিতেন।

এক দিন এই প্রসঙ্গ শিবরাম কর্তৃক উত্থাপিত হইলে বীরবল বলিলেন,—"দুর্গস্বামী এ পর্য্যন্ত আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে ভাল মন্দ দুইই আছে; সুতরাং এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত শত্রুতা করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। ভবিষ্যতে সেরূপ ঘটিলে অবশ্যই উচিতমত ব্যবহার করিতে হইবে।"

শিবরাম বলিল,—"বীরত্বে তুমি যে দুর্গস্বামীর অপেক্ষা—"

বীরবল বাধা দিয়া বলিলেন,—"আবার দুর্গস্বামীর কথা কেন?"

শিবরাম বলিল,—"দুর্গস্বামী অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, কাজেই তাহার কথা কহিতে হয়। আমি বলিতেছিলাম, সাহসে ও বীরত্বে তুমি দুর্গস্বামী অপেক্ষা কম নহ।"

বীরবল বলিলেন,—"তবে সাহস ও বীরত্ব কাহাকে বলে, তাহা তোমার জানা নাই।"

শিবরাম হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিল,—"সাহস, বীরত্ব—আমি জানি না বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? সে কথা যাউক, দুর্গস্বামীর বরাত ভাল। কিল্লাদার দুর্গস্বামীর পরম বন্ধু, আবার শুনিতেছি না কি তাঁহার মেয়ের সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ। ছিঃ ছিঃ, কিল্লাদার নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে! নচেৎ এমন সুন্দরী কন্যাকে ঐ অহঙ্কারে পোরা অথচ অন্নহীন পাত্রে সমর্পণ করিতে চাহে!"

বীরবল বলিলেন,—"কথাটা ঠিক কি না, জানি না।"

বীরবলের কথার স্বর শুনিয়া শিবরাম বুঝিল, কথাটা নিতান্ত ভাসা কথা নহে। ইহার মধ্যে অবশ্যই বিশেষ অর্থ আছে ভাবিল, দেখা যাউক, এই কথা অবলম্বন করিয়া কোন নূতন লাভের পথ হয় কি না। বলিল,—"আমি জানি, বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে এবং পাত্র পাত্রী সর্ব্বদাই একত্র অবস্থিতি করিতেছে।"

বীরবল বলিলেন,—"সেটা কেবল বৃদ্ধ কিল্লাদারের বোকামী। কুমারীর মনে যদি কোন প্রেমের অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, তাহা সহজেই দূর হইয়া যাইতে পারে; সুতরাং কল্যাণীকে সাবধান না করা কিল্লাদারের উচিত কাজ হইতেছে না। যাহা হউক, তোমাকে আজি আমি এক গোপনীয় পরামর্শ জানাইব—বিশেষ চক্রান্ত, বুঝিয়াছ?"

"বিবাহের পরামর্শ বুঝি?" শিবরাম হতশ্বাস হইয়া এই কথা বলিয়া ফেলিল। গৃহিণীশূন্য বীরবলের সংসারে সে ইচ্ছামত আহারাদি করিয়া রহিয়াছে! বিবাহ হইলে ঘরে গৃহিণী আসিলে তাহার এ সুখের দিন থাকিবে না, ভাবিয়া সে বিমর্ষ হইল।

বীরবল তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া বলিলেন,—"বিবাহের কথাই বটে। কিন্তু তুমি এ সংবাদে এত দুঃখিত কেন? বিবাহই হউক আর যাহাই হউক, আমার নিকট তোমার যে প্রত্যাশা, তাহা চিরদিনই সমান থাকিবে। তোমার খাওয়াদাওয়া যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিবে, তাহা কি বলিতে হইবে?"

শিবরাম বলিল—"সকলেই ঐ কথা বলে বটে, কিন্তু কেমন আমার বরাত, স্ত্রীলোক আমাকে দুচক্ষের বিষ দেখে। তাহারা গৃহের গৃহিণী হইয়াই অগ্রে আমাকে তাড়াইতে চাহে।"

বীরবল বলিলেন,—"তুমি যদি প্রথম ধাক্কা সহিয়া টিকিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার দলীল হইয়া দাঁড়ায়, এবং তখন আর তোমাকে কেহই জোর করিয়া তাড়াইতে পারে না।"

শিবরাম বলিল,—"তাহা যে ছাই আমি পারি না। দেখ না কেন, রাজা শম্ভু আমাকে কত যত্ন করিতেন, নিয়ত আমরা একত্র থাকিতাম, সুখের সীমা ছিল না। রাজার কেমন খেয়াল হইল, 'বিবাহ করিব।' আমি মহাশয় চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বিবাহ ঘটাইয়া দিলাম। কন্যা আমাকে পূর্ব্ব হইতে জানিত; ভাবিলাম, সে কখনই আমার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না। মহাশয়, বলিব কি, বিবাহের পর এক পক্ষ যাইতে না যাইতেই সে আমাকে বাড়ী হইতে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল।"

বীরবল বলিলেন,—"আমি কিংবা কল্যাণী সেরূপ লোক নহি, তাহা তুমি জান। যাহা হউক, এ বিবাহ হইবেই; এখন এ ব্যাপারে তুমি কোন-রূপ সাহায্য করিতে সম্মত আছ কি না, তাহাই জানিতে চাহি।"

শিবরাম বলিল,—"তুমি জমীদার—তুমি রাজা—তুমি মহাশয় লোক, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি—তোমার সাহায্য করিতে সম্মত আছি কি না, তাহা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কি করিতে হইবে বল।"

বীরবল কহিলেন,—"বলি শুন। তুমি জান, মিত্রনগরে আমার এক দূরসম্পর্কীয়া খুড়ী আছেন। আমার অবস্থা যখন বড় মন্দ, তখন খুড়ী আমায় ডাকিয়া একটা কথাও কহিতেন না। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় আমার সময়টা মন্দ নহে। এখন খুড়ীমা আমার হিত-চেষ্টায় নিতান্ত ব্যস্ত। খুড়ীমার সহিত কিল্লাদারণীর অনেক দিনের পরিচয়। কিল্লা-দারণী উদয়পুর হইতে ফিরিবার কালে কয়েক দিনাবধি খুড়ীমার বাটীতে বাস করিতেছেন। এখন ইঁহারা কথায় কথায় কল্যাণীর সহিত আমার বিবাহের কথা ঠিক করিয়া বসিয়াছেন। যাহাদের বিবাহ, তাহাদের একটা কথাও না জানাইয়া, ইঁহারা কথাবার্ত্তায় পাকাপাকি করিয়াছেন। আমি জানি, বাটীতে কিল্লাদারণীর যথেষ্ট প্রভুত্ব, সুতরাং তিনি যাহা স্থির করিবেন, তাহা সফল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমার খুড়ীমা যে কোন্ ভরসায় এত আত্মীয়তা করিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমার নিকট যখন সংবাদ আসিল, তখন আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম। প্রথমে রাগ হইল, তাহার পর হাসি আসিল, তাহার পর বুঝিলাম, খুড়ীমার পরামর্শ মন্দ নহে। একবার ঘটনাক্রমে আমি কল্যাণীকে দেখিয়া-ছিলাম। মনের মত সামগ্রী বটে! আর বলিব কি, দুর্গস্বামী যে আমাকে দরজা বন্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল, এ রাগের শোধ লইতেই হইবে, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা। এখন উহার মুখের এই আহার যদি কাড়িয়া লইতে পারি, তাহা হইলে উহার অহঙ্কার চূর্ণ হয়। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহে মত দিলাম। অবশ্য, দুর্গস্বামী আমার অপেক্ষা উপযুক্ত পুরুষ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হউক, আমি যেমন করিয়া পারি, এই সুন্দরীকে লাভ করিব। এখন কিল্লাদারণী খুড়ীমার বাটীতেই আছেন। তাঁহার নিকট আমার পত্র পাঠাইবার কথা আছে। সেই পত্র তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।"

শিবরাম বলিল,—"এখনই—এখনই—মিত্র-নগর কেন, সে যদি সোনার লঙ্কা হয়, সেখানেও আমি যাইতে পারি।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা তুমি পার। কেবল পত্রের জন্য হইলে তোমাকে না পাঠাইয়া আর যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইলেও চলিতে পারিত। আরও কথা আছে। তোমাকে প্রথমতঃ যেন অমনোযোগের সহিত জানাইতে হইবে যে, দুর্গস্বামী সম্প্রতি কমলাদুর্গেই রহিয়াছেন, কল্যাণীর সহিত দুর্গস্বামীর বড় ভাব, সর্ব্বদা নির্জ্জনে অবস্থান; আর জানাইতে হইবে যে, তাঁহাদের বিবাহের বিষয় স্থির করিবার জন্য রামরাজা শীঘ্রই কমলায় আসিতেছেন। সকল কথা কৌশল করিয়া কিল্লাদারণীকে জানাইতে পারিলে, দুর্গস্বামীর সকল ভরসা শেষ হইয়া যাইবে; ইহা তুমি স্থির জানিও।"

শিবরাম বলিল,—"কোন চিন্তা নাই, দুর্গস্বামীকে তাড়াইয়া তবে অন্য কথা।"

বীরবল বলিলেন,—"তবে শিবরাম, প্রস্তুত হও। তোমার পরিচ্ছদাদি ভাল নাই। ভাল পরিচ্ছদের জন্য এই টাকা লও, আমার আস্তাবলে যে ভাল কালো ঘোড়া আছে, সেটি তোমাকে দান করিলাম। তুমি সেইটিতে সোয়ার হইয়া এই শুভকার্য্যে যাত্রা কর। দেখ, তোমার কথা-বার্ত্তা অনেক সময় নীচ লোকের মত হইয়া পড়ে, সাবধান,

সেখানে যেন সেরূপ না হয়। আমি পত্রে তোমার নাম লিখিয়া দিলাম।"

শিবরাম যাত্রার উদ্যোগে গমন করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অশ্ব প্রস্তুত হইবামাত্র শিবরাম যাত্রা করিল এবং যথাকালে মিত্রনগরে উপস্থিত হইল। মহিলাদ্বয় তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পক্ষপাতিত্বের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি যে, বীরবলের খুড়ীমা এবং কিল্লাদারণীর নিকট শিবরামের ন্যায় লোকও অতি উত্তম লোক বলিয়া আদৃত হইল। যাহা হউক, শিবরাম অন্যান্য নানা কথায় সময় কাটাইয়া যখন বুঝিল যে, প্রধান কথা ব্যক্ত করিবার সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে ধীরে ধীরে ও কৌশল-ক্রমে কিল্লাদার ও কল্যাণীর শার্দ্দূলাবাসে আশ্রয়-গ্রহণ, দুর্গস্বামীর সহিত আত্মীয়তা-স্থাপন, সযত্নে দুর্গস্বামীকে স্বীয় গৃহে আনয়ন, দুর্গস্বামীর সহিত কল্যাণীর সদ্ভাব, উভয়ের বহুক্ষণ ধরিয়া একত্র অবস্থান, নির্জ্জনে আলাপ, লোকের সন্দেহ ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। সমস্তই যেন শিবরাম দৈবাৎ ও অনিচ্ছায় বলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিল্লাদারণীর বদন রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা সমস্ত নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে পরিপূর্ণ হইল। অচিরে আরও প্রমাণ উপস্থিত হইল, কিল্লাদারণী স্থির করিলেন, তাঁহাকে নানা কারণে অবিলম্বে বাটী ফিরিতে হইতেছে। অদ্যই যাত্রা করিতে হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব, পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিবরাম বুঝিল, আগুন লাগিয়াছে।

হতভাগ্য কিল্লাদার! যে তুমুল ঝটিকা তোমাকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য প্রধাবিত হইতেছে, তুমি তাহার কোন সংবাদ রাখ না। অদ্য রামরাজা আসিবেন, স্থির সংবাদ আসিয়াছে। কিল্লাদার, দুর্গস্বামী ও কল্যাণী ছাদের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সকলেই এই আগতপ্রায় রাজ-অতিথির প্রতীক্ষায় ব্যাকুলতা দেখাইতেছেন।

বহু প্রতীক্ষার পর সুদূরে অস্ত্রাদিধারী, রক্ষি-বর্গ-পরিবেষ্টিত এক অশ্বযান তাঁহাদের নেত্রপথে পতিত হইল, এবং তাহাতেই যে রামরাজা আছেন, তাহা তাঁহারা সকলেই অনুমান করিলেন। তাঁহার কীদৃশী অভ্যর্থনা করিতে হইবে, এই পরামর্শে কিল্লাদার এতই নিবিষ্ট-চিত্ত হইলেন যে, তৎকালে বিপরীত পথাবলম্বন করিয়া, অপর একখানি যান যে তাঁহার দুর্গাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। বালক মুরারি বার বার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দুই-ই কি রামরাজা?" কোন উত্তর না পাইয়া সে পিতার কাপড় ধরিয়া টানিল এবং অগত্যা কিল্লাদার বালক-প্রদর্শিত পথে দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে অন্যের যাহাই হউক, তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, এরূপ সময় কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীরই আসিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় যানে কিল্লাদারণী ভিন্ন আর কেহই নহে। কিল্লাদারণী ভিন্ন আর কেহই অপ্রীতিকর সহচর দুর্গস্বামীর সহিত দেখিলে না জানি কি বিপদ্ বাধাইবেন, তাহাই মনে করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন আর হাত নাই—আর সাবধান হইবার সময় নাই। প্রকাশ্যে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে অপমানিত হইতে না হয়, ইহাই তিনি তখন ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কেবল যে কিল্লাদারের চিত্তেই এরূপ ভাবান্তর জন্মিল, তাহা নহে। কল্যাণীও মাতৃদেবী আসিতে-ছেন জানিতে পারিয়া, নিতান্ত ভয়চকিত ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া দুর্গস্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, —"মা আসিতেছেন—ঐ মা আসিতেছেন।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঐ গাড়ীতে কিল্লাদারণী আসিতেছেন, তাহাতে তোমাদের এত ভীতভাব কেন? গৃহের কর্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে?"

নিতান্ত ভয়চকিতস্বরে কল্যাণী বলিলেন, —"তুমি আমার মাতাকে জান না। তোমাকে এই স্থানে দেখিয়া না জানি তিনি কি বলিবেন।"

দুর্গস্বামী গর্ব্বিতভাবে বলিলেন,—"তবে তো আমার এত দিন এখানে থাকাই ভাল হয় নাই।" তাহার পর অপেক্ষাকৃত কোমলভাবে পুনরায় বলিলেন,—"কেন কল্যাণি, এরূপ অমূলক ভয়ে কাতর হইতেছ? তোমার জননী ভদ্রবংশসম্ভূতা—উচ্চ

সমাজ পরিচিতা, স্বামীর ও বন্ধুগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহা অবশ্যই তাঁহার অবিদিত নাই।"

কল্যাণী হতাশভাবে মস্তকান্দোলন করিলেন। তাঁহার যেন মনে হইল, তিনি যে তৎকালে দুর্গস্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী রহিয়াছেন, তাঁহার জননী অর্দ্ধক্রোশ-পরিমিত অন্তর হইতেও তাহা সুন্দররূপে দেখিতে পাইতেছেন। ভয়চকিত বালিকা সে স্থান হইতে সরিয়া মুরারির নিকট দাঁড়াইলেন। উৎকণ্ঠিত কিল্লাদারও সে স্থান ত্যাগ করিলেন। গমনকালে তিনি দুর্গবামাকে সঙ্গে আসিতে আহ্বান করিলেন না। অগত্যা দুর্গবামা সেই ছাদের উপর ভবনবাসী জনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও বিদূরিতভাবে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যে হৃদয়ে এক দিকে দারিদ্র্য দুঃখের যেমন আধিক্য, অন্য দিকে অহঙ্কারের সেই পরিমাণে আতিশয্য, সে হৃদয়ে এ ভাব বড় বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, তিনি যে কিল্লাদারের সম্বন্ধে হৃদয়ের বদ্ধমূল ক্রোধ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইয়াছে, নিজের কোনই উপকার হয় নাই। অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"কল্যাণীর অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। সে বালিকা, ভীরুস্বভাবা এবং মাতার অজ্ঞাতসারে যে গুরুতর সত্যে সে বদ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য তাহার সঙ্কোচ নিতান্ত সম্ভব। তথাপি তাহার মনে থাকা আবশ্যক কাহার সহিত সে সত্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমান নির্ব্বাচন তাহার লজ্জার কারণ হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ যাহাতে তাহার মনে উদিত না হয়, তাহার জন্য আমারও চেষ্টিত থাকা আবশ্যক।"

এইরূপ সন্দিগ্ধ ও চিন্তিতভাবে তিনি ছাদ হইতে নামিয়া অশ্বশালার দিকে গমন করিলেন এবং অশ্বরক্ষককে বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার অশ্ব যেন প্রস্তুত থাকে; হয় তো তাঁহাকে অবিলম্বে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।

কিল্লাদারণী যখন স্বীয় শকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, অপর এক অতিথি দুর্গাভিমুখে আসিতেছেন, তখন তিনি অগ্রে দুর্গে পৌঁছিবার আশয়ে শকটচালককে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে শকট চালাইতে আদেশ করিয়া দিলেন। রামরাজার শকটচালক ও অনুযাত্রিকগণ, আপনাদের প্রভুর পদগৌরব স্মরণ করিয়া, তাঁহার মানের হীনতা বা অশ্বগণের ক্ষমতা দেখাইতে অনিচ্ছা করিল। তখন প্রাণপণ যত্নে তাহারাও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। উভয় শকটচালক সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে লাগিল। কিল্লাদারণীর দূরত্বহেতু কিল্লাদারের একটু ভাবিবার সময় ছিল। শকটের বেগবৃদ্ধি সহকারে তাহাও অল্প হইয়া আসিল। শকট বায়ুবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। তখন ঐ আগন্তপ্রায় শকটের পতন ও সঙ্গে সঙ্গে শকটারোহীর মস্তক চূর্ণ না হইলে, তাঁহার আশঙ্কা বিদূরিত হইবার উপায়ান্তর রহিল না। তাদৃশ দৈবদুর্ঘটনা ঘটিলেও কিল্লাদার যে তৎকালে আন্তরিক ব্যথিত হইতেন, এমন বোধ হয় না। সে দুরাশাও ঘুচিয়া গেল। কিল্লাদারণী তাঁহারই ভবনে এক জন আগন্তুক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত গাড়ীর দৌড় লাগাইয়া দেওয়া অবৈধ মনে করিলেন এবং শকটচালককে বেগ মন্দীভূত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কাতরচিত্ত কিল্লাদার, মুরারি, কল্যাণী ও বহুসংখ্যক ভৃত্য দুর্গের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আগন্তুকগণের অভ্যর্থনার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামরাজার শকট আসিয়া উপস্থিত হইল, কিল্লাদার তাঁহাকে পরম আদরে ও বিহিত শিষ্টাচার সহকারে পুরমধ্যে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। তথায় দুই একটিমাত্র কথা দ্বারা রামরাজা জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পশ্চাতে যে অপর একটি শকট আসিতেছে, তাহাতে কিল্লাদারণী ঘোষসুন্দরী আগমন করিতেছেন। রামরাজা কিল্লাদার মহাশয়কে তাঁহার পথশ্রান্তা পত্নীর সম্ভাষণার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিল্লাদার বিনা বাক্যব্যয়ে তদভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন।

কিল্লাদারণী শকট হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শিবরামও অবতরণ করিল। কিল্লাদারণী কিল্লাদারের বদন দেখিয়াও দেখিলেন না এবং তাঁহার ভাব দেখিয়া কিল্লাদারও কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। কিল্লাদারণী দলবলসহ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহিণী দেখিলেন, রামরাজা বিশেষ মনোযোগসহকারে দুর্গস্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রামরাজা অগ্রসর

হইয়া কহিলেন,—"বহুদিন পূর্ব্বে পরিচিত রাম অদ্য আপনার ভবনে অতিথিরূপে উপস্থিত। বহুদিন অসাক্ষাৎ হেতু আপনি হয় তো তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন।"

যোধসুন্দরী কথা কহিলেন না, কেবল মস্তক আন্দোলন করিয়া রামরাজার বাক্যের শেষাংশের প্রতিবাদ করিলেন।

রামরাজা আবার বলিলেন,—"দেবি, বিবাদভঞ্জন করাই আমার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি এই নবীন দুর্গস্বামীর সহিত আপনাদের চিরবিবাদের অবসান হইয়া সংপ্রীতি সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার বাসনা।"

কিল্লাদারণী ঈষদ্ধাস্য করিলেন মাত্র। তাহার পর কিল্লাদারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আমার সঙ্গে এই যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছেন, ইনি বড় বীর; ইঁহার নাম শিবরাম।"

কিল্লাদারণী আগমন করার পর স্বামীর সহিত এই প্রথম আলাপ করিলেন।

কিল্লাদার শিবরামের সহিত শিষ্টাচারসূচক আলাপ করিতে লাগিলেন। দুর্গস্বামী অগ্রসর হইয়া শিবরামকে বলিলেন,—"আপনার সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ, মনে পড়ে কি?"

শিবরাম ভীত ও সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—"তাহা আর পড়ে না? বিলক্ষণ।"

কিল্লাদারণী সকলের সহিত আলাপ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। কিল্লাদারও অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে শিবরামের প্রাণ কিছু চঞ্চল হইল। এই দারুণ দুর্গস্বামীর সহিত থাকিতে তাহার ভয় হইল। সে একটি কারণ দেখাইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সুতরাং রামরাজা ও দুর্গস্বামী ভিন্ন তথায় আর কেহ থাকিল না। তাঁহারা অদ্যকার অভ্যর্থনা বিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কিল্লাদার-দম্পতি অপর গৃহে প্রবেশ করিলে, কিল্লাদারণী এতক্ষণ বহুযত্নে মনের যে দুর্দ্দমনীয় বেগ সংবরণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্বামীকে বলিলেন,—"কিল্লাদার মহাশয়, আমার অনুপস্থিতিকালে আপনি যে সকল আত্মীয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আপনার বংশ ও সংসর্গের অনুরূপই হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে অন্যরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য।"

কিল্লাদার উত্তর দিলেন,—"প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে যোধা, মুহূর্ত্তমাত্র তুমি যুক্তিসঙ্গত কথায় কর্ণপাত কর। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি যে, আমার বংশের ইষ্ট ও মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমি সমস্ত কার্য্য করিয়াছি।"

কুপিতা কামিনী কহিলেন,—"আপনার বংশের ইষ্টান্বেষণে সম্ভবতঃ মর্য্যাদা-জনক কার্য্যে আপনি সম্পূর্ণ সমর্থ। কিন্তু আমার বংশ-গৌরব আপনার সহিত অপরিহার্য্যভাবে সংবদ্ধ। অতএব আমি যদি তৎসম্বন্ধে মনঃসংযোগ করি, তাহা হইলে অবশ্যই আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রঘুনাথ রায় বলিলেন,—"কিল্লাদারণী, তোমার অভিপ্রায় কি? কেন তুমি এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আমার উপর এরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে?"

"আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার যে জ্ঞান ও বুদ্ধি আপনার একমাত্র তনয়াকে আপনার বংশের চিরশত্রু, ভিক্ষুক, রাজদ্রোহী ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে, সেই জ্ঞান ও সেই বুদ্ধি এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবে।"

"তুমি আমাকে কি করিতে বল? কন্যা যে যুবক আমার এবং আমার তনয়ার জীবন আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিল, তাহাকে কি তুমি গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উপদেশ দাও?"

পরিহাসের হাসি হাসিয়া কিল্লাদারণী বলিলেন, "আপনাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল বটে! সে সকল কথা আমি শুনিয়াছি। আপনাকে গরুতে তাড়া করিয়াছিল, আর আপনার ঐ অসীম ক্ষমতাশালী জীবন-রক্ষক সেই গরু তাড়াইয়া দিয়াছিল। ধিক্ আপনাকে!"

কিল্লাদার নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—"তোমার বাক্য অসহ্য। আর কথায় কাজ নাই। বল, কি করিলে তোমার সন্তোষ জন্মিবে, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।"

তখন সেই কুপিতা কামিনী বলিলেন,—"তবে

কিল্লাদার, এখনই তোমার অতিথিগণের নিকটে যাও। তোমার জীবনদাতা দুর্গস্বামী মহাশয়কে গিয়া বল যে, যোদ্ধা শিবরাম ও অন্যান্য বন্ধুর আগমন হেতু এ দুর্গে তাঁহার আর স্থান হইবে না।"

তাঁহার স্বামী বলিলেন,—"বল কি? কি সর্ব্বনাশ! শিবরামের—ইতর, নীচ শিবরামের স্থান করিবার জন্য দুর্গস্বামীকে প্রস্থান করিতে হইবে! আমি শিবরামকে যদি দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইতে না বলি, তাহাই যথেষ্ট। তাহাকে তোমার সঙ্গী দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি।"

"যখন ঐ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ছিলেন, তখনই তোমার বুঝা উচিত যে, উনি উপযুক্ত সঙ্গী। আমি জানি, দুর্গস্বামী এক জন মাননীয় বন্ধু সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেও অন্য ঠিক সেইরূপ ব্যবহার উপযুক্ত। যাহা বলিলাম, সেইরূপ কার্য্য কর। জানিও, যদি দুর্গস্বামী গৃহত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমি গৃহত্যাগ করিব।"

বলা বাহুল্য যে, কিল্লাদার স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি ভয় করিয়া চলিতেন। অধুনা উদ্বেগ, ভয়, লজ্জা এবং ক্রোধ তাঁহাকে নিতান্ত চঞ্চল-চিত্ত করিয়া তুলিল। তিনি সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে বলিলেন,—"সুন্দরি! আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া ব'লতেছি যে, দুর্গস্বামীর সহিত এরূপ অনুপযুক্ত ব্যবহারে আমি নিতান্ত অক্ষম। তুমি যদি কাণ্ডজ্ঞানহীনের ন্যায় স্বকীয় ভবনে এক জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে অপমান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিষেধ করিতে চাহি না। কিন্তু তাদৃশ ভয়ানক কার্য্যে আমি কদাচ লিপ্ত থাকিব না।"

স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি থাকিবে না?"

স্বামী উত্তর দিলেন,—"না—কখনই না। আমাকে ভদ্রতা-সঙ্গত কোন অনুরোধ কর, ধীরে ধীরে তাহার সহিত বন্ধুত্ব ত্যাগ করিতে বল, অথবা তদ্রূপ আর যে কোন কথাই বল, তাহা আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এরূপ অবৈধ কার্য্যে আমি কখনই সম্মত নহি।"

কিল্লাদারণী বলিলেন, "পূর্ব্বে যেরূপ বারংবার ঘটিয়াছে, এবারও দেখিতেছি, সেইরূপ বংশগৌরব রক্ষা করিবার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইতেছে।"

এই বলিয়া সেই উগ্রস্বভাবা কামিনী ত্বরিত একখানি পত্র লিখিলেন। লেখা সমাপ্ত হইলে, তিনি উহা এক জন দাসীর হস্তে দিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলে, তাঁহাকে আর একবার যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে কিল্লাদার বলিলেন,—"কিল্লাদারণি, ভাবিয়া দেখ, কি করিতেছ, তুমি এক ব্যক্তিকে অকারণে প্রবল শত্রু করিয়া তুলিতেছ এবং সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তির দ্বারা আমাদের অনিষ্ট—"

যোধসুন্দরী বাধা দিয়া ঘৃণার সহিত বলিলেন,—"কোন শৈলশ্বরবংশীয় লোক শত্রুকে ভয় করে, এ কথা কখন শুনিয়াছ কি?"

"জানিও, এ ব্যক্তি শৈলশ্বরবংশীয়ের ন্যায় অহঙ্কৃত ও প্রতিহিংসক। এ কথা এক রাত্রি আলোচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

"আর এক মুহূর্ত্তও আলোচনা করিতে হইবে না। কে ও—পান্না? এই পত্রখানি বিজয়সিংহকে দিয়া আইস।" দাসী পত্র লইয়া গেল।

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া, ভবন-সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। এই বিসদৃশ পত্রপ্রাপ্তি হেতু দুর্গস্বামীর মনের যে প্রথম উত্তেজনা, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তিনি তাঁহাদের সমীপস্থ হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন, যথোপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া যখন তিনি গৃহাগত হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন, রামরাজা তাঁহার অনুচরকে আদেশ করিতেছেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া, তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। কিল্লাদার আপ্যায়িত-সূচক কথাবিশেষ আরম্ভ করিবামাত্র রাজা বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, কিল্লাদার মহাশয়, আপনার গৃহিণী আমার জ্ঞাতি দুর্গস্বামীর নিকট এই যে পত্র পাঠাইয়াছেন, ইহার মর্ম্ম আপনার অবিদিত নাই। এরূপ পত্রের পর আমিও যে এ স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিব, তাহাও বোধ হয়, আপনার অগোচর নাই। আমার জ্ঞাতি কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া অগ্রেই চলিয়া গিয়াছেন।

এরূপ অবৈধ অপমানের পর তাঁহার সহিত যাবতীয় শিষ্টাচারের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"যথার্থ বলিতেছি, আমি এ পত্রের ব্যাপারে লিপ্ত নহি। কিল্লাদারণী উগ্রপ্রকৃতির লোক। তাঁহার ব্যবহারে এরূপ অপমান ঘটায় আমি আন্তরিক দুঃখিত হইতেছি। ভরসা করি, মহাশয় বিবেচনা করিবেন যে, স্ত্রীলোক—"

রামরাজা বলিলেন,—"স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের ন্যায় থাকিবে।" এই বলিয়া রামরাজা কিল্লাদারের অসমাপিত বাক্য সমাপ্ত করিয়া দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন,-"তাহা যথার্থ। তবে কি না—"

আবার রামরাজা বাধা দিয়া কহিলেন,—"কিন্তু কথায় কি কাজ? ঐ কিল্লাদারণী আসিতেছেন। আমি তাঁহার নিজমুখ হইতেই এই বিসদৃশ ব্যবহারের কারণ জানিতে চাহি।"

তিনি নিকটস্থ হইলে রামরাজা কিল্লাদারণীর লিখিত পত্রখানি হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে তদ্রূপভাবে সমাগত দেখিয়া কিল্লাদারণী বলিলেন,—"আমার অনুমান হইতেছে, আপনি কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন। দুঃখের বিষয়, মহাশয়ের শুভাগমনকালের মধ্যে এই কাণ্ড সংঘটিত হইল; কিন্তু উপায়ান্তর না থাকাতেই এরূপ করিতে হইয়াছে। বিজয়সিংহ নামক এক ব্যক্তি কিল্লাদারের কোমল প্রকৃতির প্রশ্রয় পাইয়া অত্রত্য আতিথেয়তা সম্বন্ধে নিতান্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছে এবং অবৈধ উপায়ে একটি কুমারীর চিত্ত হরণ করিয়া তাহার পিতা-মাতার অজ্ঞাতে ও অনভিপ্রায়ে তাহাকে বিবাহসম্মত করাইয়াছে।"

রামরাজা বলিলেন,—"আমার জ্ঞাতি এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত নহেন।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমার স্থির-বিশ্বাস, আমার কন্যা কল্যাণী এরূপ কার্য্যের আরও অনুপযুক্ত।"

যোধসুন্দরী বলিলেন,—"রাজা মহাশয়, আপনার জ্ঞাতি (যদি তিনি বস্তুতঃ তাহাই হন) প্রচ্ছন্নভাবে এই সরলহৃদয়া বালিকার হৃদয় হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিল্লাদার মহাশয়, আপনার সরলা কন্যা, এই অনুপযুক্ত ব্যক্তির বাক্যে যেরূপ আস্থা প্রদর্শন করা উচিত, তদপেক্ষা অধিক আস্থা-প্রদর্শন করিয়া তাহাকে এই ধৃষ্টতায় উৎসাহিত করিয়াছেন।"

কিল্লাদার একটু বিরক্তভাবে বলিলেন,—"তোমার বলিবার যদি এই কথা ভিন্ন আর কিছু না থাকে, তাহা হইলে এ কথা লোকের কাছে না বলিয়া ঘরের কথা ঘরে রাখাই উচিত ছিল।"

তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, "যাহাকে রক্তসম্পর্কীয় বলিয়া শ্রদ্ধার ভাজন রামরাজা মহাশয় উল্লেখ করিতেছেন, তাহার প্রতি আমি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহার কারণ জানিতে রাজার অবশ্যই অধিকার আছে।"

রামরাজা বলিলেন,—"আপনি যে কারণের কথা বলিলেন, তাহা আমি এই প্রথম শুনিলাম। ভাল, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার জ্ঞাতি উচ্চবংশজাত এবং পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নানা প্রকারে সংবদ্ধ। তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করা উচিত ছিল; এবং কিল্লাদার-রঘুনাথ-নন্দিনীর প্রতি প্রেমপূর্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করা যদিও দুর্গস্বামীর পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া পরিগণিত হয়, তথাপি তাঁহাকে ভদ্রতা সহকারে প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল।"

যোধসুন্দরী বলিলেন,—"কিল্লাদার-নন্দিনী কল্যাণীর মাতামহ-কুল কিরূপ, তাহা মনে করিয়া দেখিবেন।"

রামরাজা বলিলেন—"আমি জ্ঞাত আছি, আপনি শৈলেশ্বর-রাজবংশের একতম নিম্নশাখা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি আপনাকে মনে করাইয়া দিতেছি যে, এই দুর্গস্বামিগণ শৈলেশ্বর-রাজবংশের সহিত তিনবার বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। দেবি, বিগত বৃত্তান্ত বিস্মৃত হউন, মনোমালিন্য ত্যাগ করুন। বৃথা কেন কথার প্রশ্রয় দিয়া চির-বিবাদ দৃঢ় করিয়া রাখিতেছেন? আমার জ্ঞাতি এরূপে অপমানিত ও তাড়িত হইলেন দেখিয়া আমি এ স্থানে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করিতাম না, কেবল মধ্যস্থতা করিয়া বিবাদভঞ্জন করিবার আশায় আমি এখনও আছি। যদিও কয়েক ক্রোশ দূরে পথিমধ্যে আমি দুর্গস্বামীর সহিত মিলিত হইব স্থির আছে, তথাপি আমি আপনাদের এরূপ ক্রোধান্ধ দেখিয়া

গমন করিতে ইচ্ছা করি না। আসুন, ধীরভাবে আমরা উপস্থিত প্রসঙ্গের আলোচনা করি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"আমারও তাহাই আন্তরিক ইচ্ছা। কিল্লাদারণী, মহামান্য রামরাজা মহাশয়কে এরূপ বিরক্তভাবে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষতঃ ভোজনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া কোনক্রমেই তাঁহার যাওয় হইতে পারে না।"

কিল্লাদারণী বলিলেন,—"যতক্ষণ রামরাজা মহাশয় দয়া করিয়া এ স্থানে অবস্থিত করিবেন এই দুর্গ এবং তন্মধ্যস্থ সামগ্রী ততক্ষণ তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন থাকিবে। কিন্তু এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে—"

রামরাজা বাধা দিয়া বলিলেন,—"না—এরূপ প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে আপনি সহসা মত প্রকাশ করিবেন না। এক্ষণে এ বিষয় থাকুক। অগ্রে অন্যান্য প্রীতিপ্রদ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া পরে এই ক্লেশকর বিষয়ের অবতারণা করা যাইবে।"

কথাবার্ত্তার যখন এই অবস্থা, তখন এক জন ভৃত্য রাওল বীরবলের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। সকলে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

যে ভবন তাঁহাব পিতৃ-পুরুষগণের চিরাধিকৃত নিকেতন ছিল, সেই ভবন হইতে অদ্য দুর্গস্বামী যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ ও মনস্তাপের বশবর্ত্তী হইয়া বহির্গত হইলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। কিল্লাদারণীর পত্র যেরূপ ভাবে লিখিত ছিল, তাহাতে সে স্থানে দুর্গস্বামীর আর এক মুহূর্ত্তও থাকা অবিধেয়। তিনি সেই দারুণ অপমানজনক পত্রপ্রাপ্তিমাত্র প্রস্থান করিলেন। রামরাজা আপনাকে দুর্গস্বামীর সহিত অপমানিত মনে করিয়াও এই চিরবিবাদ-ভঞ্জনের বাসনায় আরও একটু অপেক্ষা না করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পথিমধ্যে কমলা ও পিপ্‌লি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুর্গস্বামী অপেক্ষা করিবেন এবং রামরাজা তথায় তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। প্রচণ্ড ক্রোধের প্রবল উত্তেজনায় দুর্গস্বামী বলিতে ভুলিয়া গেলেন যে, রামরাজা বা কিল্লাদারের অনুরোধে বিবাদের অবসান হইলেও দুর্গস্বামী সেইরূপ সদ্ভাব কদাপি পালন করিতে প্রস্তুত নহেন।

প্রথমতঃ দুর্গস্বামী সজোরে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। মনে করিলেন, বুঝি এবংবিধ বেগাতিশয্যে তাঁহার মনের নিদারুণ যন্ত্রণাভারও কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইবে। ক্রমে পথপার্শ্বস্থ বন যতই ঘন হইয়া আসিতে লাগিল এবং বৃক্ষের অন্তরালে কিল্লাদারের দুর্গচূড়া যতই অদৃশ্য হইতে লাগিল, ততই তিনি অশ্ববেগ মন্দীভূত করিতে লাগিলেন; আর দুর্দমনীয় মনস্তাপের আতিশয্যে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। রায়মল উৎসের সমীপদেশ দিয়া যে পথ শান্তার কুটীরাভিমুখে প্রধাবিত, দুর্গস্বামী অধুনা সেই পথ দিয়া চলিতেছেন। উক্ত উৎস সম্বন্ধে যে ভয়ানক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে এবং নেত্রহীনা শান্তা তাঁহাকে যে ভর্ৎসনা-সহকৃত উপদেশ দিয়াছিল, তদুভয়ই তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরিত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "প্রবীণার কথাই সত্য হইল, বস্তুতই রায়মল উৎস দুর্গস্বামীর অপরিণামদর্শিতার সাক্ষী হইয়া রহিল। বৃদ্ধার কথাই সত্য—আমার অপমানের সীমা রহিল না। আমি আমার পিতৃগণের বিনাশকারীর অনুগত ও অধীন হইতেও পাইলাম না, অধিকন্তু ঐ নিকৃষ্ট পদবীলাভার্থ স্পৃহিত হইয়াও ঘৃণা সহকারে লাঞ্ছিত ও বিদূরিত হইলাম।"

কথিত আছে যে, অতঃপর রায়মল উৎসসমীপে গমনকালে নিম্নলিখিত অদ্ভুত ব্যাপার দুর্গস্বামীর নেত্রপথে পতিত হইল। তাঁহার অশ্ব সমভাবে গমন করিতেছিল, সহসা সে বারংবার কর্ণান্দোলন চীৎকার ও পুচ্ছবীজন করিতে লাগিল। দুর্গস্বামীর নানা চেষ্টাতেও সে অগ্রসর হইল না, যেন তাহার সম্মুখে কি বিকট পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দুর্গস্বামী দেখিতে পাইলেন যে, যে স্থানে অর্দ্ধশায়িতভাবে উপবেশন করিয়া তিনি প্রথমে কল্যাণীর এই বিষম প্রেমপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে একটি স্ত্রী মূর্ত্তি বসিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল যে, সম্ভবতঃ তিনি কোন্ পথাবলম্বনে গমন করিবেন, তাহা অনুমান করিয়া কল্যাণী তাঁহার সহিত বিদায়সূচক সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে এবং এরূপ অপ্রীতিকর বিচ্ছেদে দুঃখ প্রকাশ করিবার আশয়ে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া

তিনি অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন এবং সন্নিহিত বৃক্ষবিশেষে অশ্বকে বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ও অস্ফুটস্বরে· "কল্যাণি—কুমারি কল্যাণি" বলিতে বলিতে সেই দিকে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন।

সেই মূর্ত্তি তখন ফিরিল। বিস্ময়াবিষ্ট দুর্গস্বামী দেখিলেন, সে মূর্ত্তি কল্যাণীর নহে, তাহা নয়নহীনা শান্তার মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি শান্তার স্বাভাবিক মুখের অপেক্ষা যেন কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। দৃষ্টিহীনা বৃদ্ধার পক্ষে এই সুদীর্ঘ পথপর্য্যটন নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক, এমন কি, ভীতিজনক বলিয়া বিজয়সিংহ মনে করিলেন। তিনি আরও নিকটস্থ হইলে এ মূর্ত্তি গাত্রোত্থান করিল ও স্বীয় কম্পমান হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া তাঁহাকে নিকটস্থ হইতে নিষেধ করিতে লাগিল এবং স্বীয় শুষ্ক ওষ্ঠাধর বারংবার আন্দোলিত করিতে লাগিল, যেন কি ধ্বনিবিহীন অতি মৃদু বাক্য তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া বাহির হইতে লাগিল। বিজয়সিংহ ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখনই আবার যেমন অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন, অমনই শান্তার সেই মূর্ত্তি দুর্গস্বামীর দিকে সম্মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাতের বনের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। অবিলম্বে তত্রত্য বৃক্ষরাজির অন্তরালে সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন দুর্গস্বামীর মনে হইল, এ মূর্ত্তি ইহজগতের কোন জীব নহে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানেই চিত্রার্পিত-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে সাহসে নির্ভর করিয়া, যে স্থানে ঐ মূর্ত্তিকে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিকে শরীরী বলিয়া অনুমান করা যায়, তত্রত্য ঘাসের উপর এরূপ কোন চিহ্ন অথবা লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না।

প্রেতাত্মা বা অশরীরী জীব দেখিয়াছি বলিয়া যাহার বিশ্বাস, তাহার যেরূপ মনের ভাব হয়, তদ্রূপ ভাবে দুর্গস্বামী স্বীয় অশ্বসন্নিধানে গমন করিলেন এবং গমনকালে হয় ত সেই মূর্ত্তি পুনরায় দেখা দিবে ভাবিয়া, তিনি বারংবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বাস্তব অথবা তাঁহার বিচলিত কল্পনা-সম্ভূত মূর্ত্তি আর দেখা দিল না। দুর্গস্বামী অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং এতদ্ব্যাপারের আরও তথ্যানুসন্ধানের বাসনা করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"আমার চক্ষু কি এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে প্রতারিত করিল? অথবা বৃদ্ধার অন্ধতা ও অক্ষমতা লোকের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের করুণা উদ্রেক করিবার কৌশলমাত্র? তাহা হইলেও যে মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার গতি কোন সজীব ও বাস্তব লোকের অনুরূপ নহে। তবে কি লোকের ন্যায় আমিও বিশ্বাস করিব যে, ঐ বৃদ্ধা কোন অমানুষী শক্তিসম্পন্ন? না না, সেরূপ অসঙ্গত বিশ্বাসকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিব না।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি শান্তার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেই বৃক্ষ-নিম্নে কেহই নাই। কুটীরের সমীপস্থ হইয়া তিনি তদভ্যন্তরে মানবের অতি মৃদু রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তিনি দ্বারে আঘাত করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন দ্বারের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় নিদারুণ বিষাদ-ব্যঞ্জক দৃশ্য তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তাঁহাদের বংশের শেষ গুণপক্ষপাতিনী অকৃত্রিম হিতৈষিণী শান্তার প্রাণহীন দেহ গৃহমধ্যস্থ সামান্য শয্যার পড়িয়া রহিয়াছে। অত্যল্পকাল পূর্ব্বে জীবন এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং পার্ব্বতীনাম্নী যে বালিকা শান্তার সেবা-শুশ্রূষা করিত, সেই কখন বা ভয়ে, কখন বা দুঃখে বিগতপ্রাণা স্বামিনীর পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছে।

সহসা দুর্গস্বামীকে সমাগত দেখিয়া বালিকা আশ্বস্ত না হইয়া বরং ভীত হইল। বহু আয়াসে দুর্গস্বামী তাহার অভয় জন্মাইলে সে বলিল, "হায়! আপনি অসময়ে আসিলেন!" এ কথার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দুর্গস্বামী জ্ঞাত হইলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে শান্তা একবার দুর্গস্বামীকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া একবার মরণাপন্ন আশ্রিতার কুটীরে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া কমলা-দুর্গে এক জন দূতও পাঠাইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে লোক যথাসময়ে তথায় গমন করে নাই। ক্রমশঃ মৃতার অন্তিম লক্ষণসমূহ যতই প্রকাশিত হইল এবং মৃত্যু যখন অব্যবহিত হইয়া পড়িল, তখন সে অবিরত আন্তরিক প্রার্থনা করিতে লাগিল,—যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রভুপুত্রের সহিত তাহার একবার সাক্ষাৎ হয় এবং সে যেন আর একবার তাঁহাকে সাবধান

করিবার সময় পায়। যে সময়ে সন্নিহিত গ্রামের দেবালয়ে মধ্যাহ্ন আরতির ঘণ্টা-ধ্বনি হয়, ঠিক সেই সময়ে শান্তার মৃত্যু হয়। সবিস্ময়ে ও সভয়ে দুর্গস্বামী মনে করিলেন যে, তিনি যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহা শান্তার প্রেতমূর্ত্তি এবং সেই মূর্ত্তি দেখিবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বেই তিনি দেবারতির ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর দুর্গস্বামী এই বিগতপ্রাণা বৃদ্ধার সৎকারের ব্যবস্থা করা বিধেয় বলিয়া মনে করিলেন এবং তদর্থে বালিকার হস্তে আবশ্যকমত অর্থ প্রদান করিয়া তাহাকে লোকজন ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত গ্রামমধ্যে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং মৃতার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। যদি তাঁহার দৃষ্টি অসম্ভাবিতরূপে তাঁহাকে প্রতারিত না করিয়া থাকে, তাহা হইলে অনতিকালপূর্ব্বে দুর্গস্বামী যাহার পরলোকগত আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, তাহারই চেতনাহীন দেহের সমীপে অধুনা তাঁহাকে একটি প্রহরিরূপে বসিয়া থাকিতে হইল। তাঁহার প্রচুর স্বাভাবিক সাহস থাকিলেও এক্ষণে নানা বিস্ময়জনক ব্যাপার সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"শান্তা অন্তিমকালে কেবল আমার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছে। অন্তিম যাতনার মধ্যেও মানব-হৃদয়ে যদি কোন প্রবল বাসনা থাকে, তাহা হইলে মানব মৃত্যুরূপ এই মরজগতের ভয়ানক সীমা অতিক্রম করার পরও কি জগৎ-বাসীর নয়ন সমক্ষে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হয়? কিন্তু বাক্য দ্বারা স্বীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিতে যখন তাহার সামর্থ্য নাই, তখন সে চক্ষু সমক্ষে উপস্থিত হইল? আর এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের কেনইবা ব্যভিচার ঘটিতেছে, অথচ তাহার কারণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে? যখন কাল আমাকেও এই সম্মুখস্থ প্রাণহীন দেহের ন্যায় শুষ্ক ও মলিন করিবে, তখন ভিন্ন এই সকল প্রশ্নের প্রকৃষ্ট মীমাংসার আর উপায়ান্তর নাই।

দুর্গস্বামী কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করার পর বালিকা অবশ্যকমত লোকজন সঙ্গে লইয়া ফিরিল। তখন দুর্গস্বামী তাহাদের হস্তে আবশ্যকমত অর্থ এবং যথাবিহিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া বিষণ্ণমনে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন এবং ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে নির্দ্ধারিত স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নিরূপিত স্থানে কিয়ৎকাল রামরাজার জন্য অপেক্ষা করার পর এক জন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, অপ্রতিবিধেয় কারণে রামরাজা অদ্য কমলা-দুর্গ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিনি কল্য প্রত্যূষে আসিয়া দুর্গস্বামীর সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন। অগত্যা দুর্গস্বামীকে সে রাত্রি তত্রত্য পান্থনিবাসে অতিবাহিত করিতে হইল। যেরূপ জঘন্য শয্যায় শয়ন করিয়া দুর্গস্বামীকে রাত্রিপাত করিতে হইল, তাহা সর্ব্বথা অব্যবহার্য্য। কিন্তু দুর্গস্বামীর চিত্তের তৎকালে যে ভয়ানক অবস্থা, তাহাতে শয্যার বিচার বা শারীরিক স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য থাকা সম্ভাবিত নহে। নানাবিধ হৃদয়-বিদারক চিন্তায় তিনি রাত্রিপাত করিলেন। যে অত্যল্পকাল নিদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হইলেন, সে সময়ও দারুণ বিভীষিকাপূর্ণ দুঃস্বপ্ন সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। প্রাতে দুর্গস্বামী সেই যন্ত্রণানিকেতন শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ-কালেও নানা চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল। তিনি একটি বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। যখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইবার বাসনায় সে স্থান হইতে ফিরিলেন, তখনই দেখিলেন, সম্মুখে রামরাজা দণ্ডায়মান। নিয়মিত শিষ্টাচার সমাপ্ত হইলে রামরাজা বলিলেন,—"আমার কল্য তোমার সহিত চলিয়া আসা উচিত ছিল। কিন্তু কয়েকটি অজ্ঞাত ঘটনা আমার গোচর হওয়ায় আসিবার প্রতিবন্ধক হইল। এ ব্যাপারের মধ্যে প্রেমের কাণ্ড আছে, তাহা তো তুমি আমাকে বল নাই ভাই। তোমার আমাকে না জানান দোষ হইয়াছে। কারণ, বলিতে গেলে, আমি কতকটা এ বংশের—"

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি আমার হিত-কামনায় যেরূপ নিবিষ্ট, তাহাতে আমি আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু রাজা, আমার বংশের আমিই মস্তক ও আমিই প্রধান।"

রামরাজা বলিলেন, "হাঁ, তা বটে, আমি তাহা জানি। তুমিই নিশ্চয় আমাদের এ বংশের প্রধান বটে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য যে, তুমি নাকি কিয়ৎ-পরিমাণে আমার রক্ষণাবেক্ষণের অধীন—"

আবার দুর্গস্বামী রামরাজার উক্তির প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সময়ক্রমে এক ভিক্ষুক আসিয়া গোল করিয়া তাঁহার বাক্যের ব্যাঘাত ঘটাইল। দুর্গস্বামী যেরূপ স্বরে প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সমুচিত সময়ে প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে, সেই দিন হইতে তাঁহাদের আত্মীয়তার অবসান হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল।

ভিক্ষুক চলিয়া গেলে রামরাজা বলিলেন,—"আমি তোমার এই প্রেমের বৃত্তান্ত কল্য জানিলাম। যে কুমারী তোমার চিত্ত অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি এই প্রথম দেখিলাম, তাঁহার দোষ-গুণের কথা বলিতে পারি না, তবে তুমি যে তাঁহার অপেক্ষা সদ্বংশজাতা গৃহিণী আর পাইবে না, তাহা আমার বোধ হয় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এ বিষয়ে আপনার এত দূর আগ্রহান্বিত হইবার আবশ্যক ছিল না। আপনার বুঝিলেই হইত যে, ঐ কুমারীর সহিত বিবাহ-বন্ধন স্থির করিবার পূর্ব্বেই আমি অবশ্য দ্বংশে বিবাহ করার অবৈধতা বিচার করিয়াছিলাম এবং অবশ্যই বিশিষ্টরূপ কারণে সে আপত্তি খণ্ডিত হইলে, আমি বর্ত্তমান মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি।"

উভয় আত্মীয় সম্মিলিত হইয়া প্রথমতঃ বিবাহ, পরে রাজনীতির সম্ভাবিত উন্নতি ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া উঠিল দেখিয়া রামরাজার সঙ্গী লোকজন আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। তাঁহারা অগত্যা সে দিন সেই স্থানে মধ্যাহ্ন-আহার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন। আহারাদি সমাপ্ত হইলে রামরাজা শার্দ্দূলাবাসে যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। দুর্গস্বামী স্বীয় আবাসের হীনাবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। রামরাজা কোন কথাই কর্ণে স্থান দিলেন না, পুনঃ পুনঃ ঐ অনুরোধই করিতে লাগিলেন। তথায় খাদ্যাভাব, শয্যাভাব ইত্যাদি কারণে রামরাজার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবে, দুর্গস্বামী তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলেন। রামরাজা সকল আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন; তখন অগত্যা দুর্গস্বামী বিবেচনা করিলেন, বৃদ্ধ কানাই সহসা আমাদিগকে উপস্থিত দেখিলে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িবে; অতএব অগ্রে এক জন দূত প্রেরণ করা বিশেষ আবশ্যক। অনন্তর রামরাজার এক জন অশ্বারোহী রক্ষী তদুদ্দেশে প্রেরিত হইল। রক্ষী প্রেরিত হওয়ার বহুক্ষণ পরে রামরাজা ও দুর্গস্বামী অন্যান্য লোকজন সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। নানাবিধ রাজকীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা পথাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। সহসা রামরাজা বলিলেন, "দুর্গস্বামী, তুমি শার্দ্দূলাবাসের হীনাবস্থার কথা বলিয়াছ, এতক্ষণে বুঝিলাম, তাহা কেবল শিষ্টাচারের কথা মাত্র। আমি দেখিতে পাইতেছি, যে দিকে শার্দ্দূলাবাস, সে দিকে যথেষ্ট আলো জ্বলিতেছে। এত আলো জ্বালা বিশেষ সমারোহের পরিচায়ক। আমার মনে পড়িতেছে, বাল্যকালে একবার মৃগয়ার জন্য শার্দ্দূলাবাসে আসিয়াছিলাম; তখন তোমার স্বর্গীয় পিতৃ-দেব স্বীয় দুর্গের দুরবস্থার কথা বলিয়া আমাদিগকে প্রথমেই হতাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্গে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া তাহার সমৃদ্ধি ভিন্ন দুরবস্থার কিছুই দেখিতে পাই নাই। তুমিও বোধ হয়, তোমার পিতৃপুরুষের অনুকরণে আমাকে দুরবস্থার কথা বলিয়া হতাশ্বাস করিতে চেষ্টা করিয়াছ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি অচিরে জানিতে পারিবেন যে, দুর্গস্বামীর অতিথি-সৎকারের উপায় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ যদিও ইচ্ছা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায়ই রহিয়াছে, তথাপি উপায় ও সম্ভাবনার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি শার্দ্দূলাবাসে এত আলোক দেখিয়া আমিও

বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি। সামান্য আলোকে ওদিক এত আলোকিত হওয়া সম্ভব নহে।"

তাঁহারা আর একটু নিকটস্থ হইলে শুনিতে পাইলেন, কানাই চীৎকার করিতেছে,—"কি দুর্ভাগ্য! কি দুরদৃষ্ট! হায় হায়, কি হইল! শার্দ্দূলাবাসে আগুন লাগিয়াছে চিত্র, বস্ত্র, শয্যা, পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র সকলই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! ভগবান্, এত কষ্ট আমার, হায় হায়! কপাল!"

এই অভিনব অসম্ভাবিত বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণে দুর্গস্বামী প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎকাল চিন্তার পর দুর্গস্বামী লম্ফপ্রদানে শকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেই উদ্দীপ্ত অগ্নিশিখার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রামরাজা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, দুর্গস্বামী, একা যাইও না, আমিও যাইতেছি, আমার লোকজনও সঙ্গে যাউক। হতভাগ্যগণ, দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? শীঘ্র যাও, দুর্গরক্ষার যে কিছু উপায় থাকে, দেখ।"

সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কানাই সেই সময় উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল,—"সর্ব্বনাশ, এমন কর্ম্ম কেহ করিও না, আসিও না—এ দিকে আসিয়া সামান্য জিনিসপত্রের জন্য কেহ অমূল্য প্রাণ নষ্ট করিও না। স্বর্গীয় দুর্গস্বামীর সময় হইতে নীচের তলায় ৩০ সিন্দুক পঞ্জাবী বারুদ মজুত আছে। সর্ব্বনাশ! আগুন সেই দিকে যায় যায় হইতেছে—আর রক্ষা নাই! বালক সব পালাও—পালাও—পূর্ব্বদিকে ঐ পাহাড়ের আড়ালে যাও। দুর্গের সামান্য অংশও যদি ভাঙ্গিয়া কাহারও গায়ে পড়ে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই জানিবে।"

কানাইয়ের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া রামরাজা ও তাঁহার অনুচরগণ বিপন্ন দুর্গস্বামীকে লইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিলেন। দুর্গস্বামী বারুদের ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, সম্মুখাগত কানাইকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বারুদ কি? আমার অগোচরে দুর্গে বারুদ থাকিবে কিরূপে?"

রামরাজা বলিলেন,—"কোনই অসম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দাও।"

দুর্গস্বামী কানাইকে ছাড়িয়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"এত গোল হইতেছে, এত আগুন জ্বলিতেছে, অথচ সন্নিহিত গ্রামের কোন লোক সাহায্য করিতে আইসে নাই কেন?"

কানাই বলিল,—"আসে নাই? অবশ্য আসিয়াছিল, কিন্তু দুর্গমধ্যে অনেক দামী জিনিসপত্র আছে বলিয়া আমি তাহাদের দুর্গে থাকিতে দিই নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"মিথ্যাবাদী, দুর্গে একটিও—"

কানাই বিকট চীৎকারে দুর্গস্বামীর কথা ঢাকিয়া দিয়া বলিল,—"কাপড়-চোপড়, কাঠকাঠরা ধরিয়া গিয়া আগুন ভয়ানক হইয়া উঠিল। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বারুদের কথা শুনিয়া যে যে দিক্ পাইল, সে সেই দিকে পলাইয়া গেল।"

রামরাজা বলিলেন,—"আমি অনুরোধ করিতেছি, উহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ নাই।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"আর একটি কথা। রামমতির কি হইয়াছে?"

কানাই বলিল,—"তাহা দেখিবার আমার সময় ছিল না। রামমতি দুর্গেই আছে—হয় ত এতক্ষণ তাহার লীলাখেলা ফুরাইয়াছে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ভয়ানক! এক জন বৃদ্ধা দাসীর জীবন এইরূপ বিপন্ন—আমাকে ধরিয়া রাখিবেন না। আমি যাইয়া দেখি, এই উন্মত্ত বৃদ্ধ যেরূপ বিপদের বর্ণনা করিতেছে, তাহা যথার্থ কি না?"

কানাই বলিল,—"তবে বলি শুনুন। রামমতির কোন বিঘ্ন হয় নাই—সে বেশ আছে। আমি বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে পলাইয়াছে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আহা! একসঙ্গে চিরকাল চাক্‌রী করিয়া আসিতেছি, আজি বিপদের সময় তাহাকে ভুলিয়া যাইব, এও কি কথা?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তবে কেন তুমি এতক্ষণ সে কথা বল নাই?"

কানাই বলিল—"অন্যরূপ বলিয়াছিলাম না কি? তবে হয় ত এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, নয় ত এই ভয়ানক কাণ্ড আমার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, রামমতি আছে ভাল, সে জন্য কোন চিন্তা নাই।"

এই বাক্যে দুর্গস্বামী কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। যদিও তাঁহার শেষ সম্পত্তি বাসভবনের

পতন স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিতে অভিলাষ ছিল, তথাপি রামরাজা প্রভৃতি সে ক্লেশকর দৃশ্য দেখিবার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, তাঁহাকে সন্নিহিত গ্রামের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন। তথায় সমস্ত গ্রামবাসীই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু যে স্থান হইতে অসংখ্য কৌশলে কানাইকে একতাল ময়দা সংগ্রহ করিতে হয় এবং যেখানে তাহাকে দেখিলে লোকে 'মার মার' 'ধর ধর' করিয়া উঠে, সেখানে অদ্য এত আয়োজন কেন হইতেছে, তাহার কারণ সংক্ষেপে ব্যক্ত করা আবশ্যক।

যখন কিল্লাদার রঘুনাথ রায় ও তাঁহার তনয়া কল্যাণী শার্দ্দূলাবাসে এক রাত্রি অতিথিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন কিল্লাদার দুর্গস্বামীর দারিদ্র্য বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই দারিদ্র্যের মধ্যে কানাই কিরূপে রাত্রিতে অতি উত্তম আহারের আয়োজন করিয়াছিল, লোকনাথের দ্বারা তাহার সন্ধান করিয়া কিল্লাদার জানিতে পারিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণ কুম্ভকার নামক এক ব্যক্তির অনুগ্রহে সে দিন তাদৃশ উত্তম খাদ্যায়োজন ঘটিয়াছিল কিল্লাদার এখন দুর্গস্বামীর নিতান্ত অনুকূল বন্ধু তিনি লক্ষ্মণকে উৎসাহিত ও সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামবাসিগণকে দুর্গস্বামীর সাহায্যকরণে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে চেষ্টা করিয়া, তাহাকে তৎকালে রাজপ্রতিমা-গঠকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণের স্ত্রী ও শাশুড়ী সকলেই বুঝিয়াছিল যে, কানাইকে সে দিবস যে সাহায্য করা হইয়াছে, তাহারই ফল-স্বরূপে এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তাহারা কানাইয়ের প্রতি বিহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর অন্বেষণ করিতেছিল। কানাই কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত জানিত না। সে যে তাহাদের মাথা ময়দা তাহাদের অসাক্ষাতে চাহিয়া লইয়াছিল, সেই ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত ছিল। এক দিন কানাই নিতান্ত প্রয়োজনানুরোধে লক্ষ্মণের দ্বার দিয়া যাইতেছিল। তখন লক্ষ্মণ তাহার স্ত্রী ও শাশুড়ী সকলেই পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া কানাইয়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহারা কানাইকে দেখিয়া তিন জনেই একসঙ্গে কোমল, গম্ভীর ও কড়া সুর মিশাইয়া ডাকিল,—"কানাই, মহাশয়, আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলা না দিয়া চলিয়া যাইতেছেন আমরা আপনার নিকট এত কৃতজ্ঞ!"

তাহারা যাহা বলিল, তাহা প্রকৃতও হইতে পারে, পরিহাসসূচকও হইতে পারে; কানাইয়ের মনে শেষ সম্ভাবনাই উদিত হইল। সে ধীরপদবিক্ষেপে, অবনতমস্তকে, ত্রাহি ত্রাহি ভাবিতে ভাবিতে চলিতে লাগিল। সহসা ঐ তিন জনই আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল; কানাই মনে ভাবিল, —"সর্ব্বনাশ!"

স্ত্রীলোকেরা মহা আপ্যায়িতের কথা কহিল এবং লক্ষ্মণ কহিল,—"তুমি কি আমাদের উপর রাগ করিয়াছ? নিশ্চয়ই কে তোমার কান ভারী করিয়া দিয়াছে। তোমার কৃপায় আমি যে মহারাণার প্রতিমাগঠক হইয়াছি, তাহার জন্য আমি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ। যদি কেহ তাহার বিপরীত বলিয়া থাকে, নিশ্চয় জানিও, সে মিথ্যা বলিয়াছে।"

কানাই এখনও প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না। বলিল,—"এত কথায় কি কাজ? মানুষ কখন গরিব, কখন ধনী হইয়া থাকে। আমি ভাই, দুটা মিষ্ট কথার প্রত্যাশী।"

লক্ষ্মণ বলিল, "এও কি কথা? তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কি কেবল মুখের দুইটা কথায় হইতে পারে? অনেক দিনের পর তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আইস, আজি ভাল করিয়া খুসী না করিয়া ছাড়িব না।"

লক্ষ্মণের শাশুড়ী বলিল,—"মন্ত্রী মহাশয় জামাইকে যে কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা তুমি শুন নাই?"

এতক্ষণে কানাই বুঝিতে পারিল, ব্যাপারটা কি? তখন কানাই বুক ফুলাইয়া, রাজাই চালে পা চালাইয়া, গোঁপ ও দাড়ি হাত দিয়া আঁচড়াইয়া বলিল,—"আমি শুনি নাই বটে! তবে এ কাণ্ড ঘটাইল কে?"

লক্ষ্মণের সহধর্ম্মিণী বলিল,—"উনি জানেন না, এমন কি হইতে পারে?"

কানাই বলিল, "তাই বল। কে বন্ধু এবং কে বন্ধু নয়, তাহা বোধ হয়, লক্ষ্মণ, তুমি এত দিনে চিনিতে পারিয়াছ। আমার ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ যেন কিছুই জানি না, এমনি ভাবে দেখা করিয়া বুঝিব,

তোমরা কোন্ ধাতুর লোক। এখন বুঝিলাম, তোমরা লোক ভাল।"

তাহার পর কানাই নিতান্ত গম্ভীরভাবে অনুগ্রহসূচক হস্তান্দোলন করিয়া বিদায় হইবার উপক্রম করিল। তখন কুম্ভকার সমাদর সহকারে তাহাকে এক দিন নিমন্ত্রণ করিল। নিমন্ত্রণস্থলে গ্রামের আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলে কুম্ভকারের কথা শুনিয়া বুঝিল যে, কানাইয়ের অনুগ্রহে লক্ষ্মণের বর্ত্তমান সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। কানাই সেই সভায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে তাহার প্রভু দুর্গস্বামীকে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই বুঝাইয়া দিতে পারে, দুর্গস্বামী কিল্লাদারকে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করাইতে পারেন, কিল্লাদার দরবারে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন এবং দরবার যাহা ইচ্ছা, তাহাতে মহারাণাকে লওয়াইতে পারেন। অতএব সংক্ষেপতঃ কানাই মনে করিলে অনুগ্রহ লাভ করাও বিচিত্র কথা নহে। কানাইয়ের কথা আর হাসিয়া উড়াইলে চলে না। কানাইয়ের চেষ্টায় লক্ষ্মণ কুম্ভকারের আশার অতীত উন্নতি ঘটিয়াছে, ইহা সকলেই জানিতেছে, দেখিতেছে ও বুঝিতেছে। যাহা হউক, সেই দিন হইতে গ্রামে কানাইয়ের যার-পর-নাই পসার জমিয়া গেল। লেখাপড়া-জানা ভদ্র লোকেরাও কানাইয়ের নিকট উমেদারী করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদ-বর্ণিত বিবরণ পাঠ করিয়া পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, কানাই গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। অদ্য দুর্গে আগুন লাগিয়াছে, এই সংবাদ পাইবামাত্র গ্রামবাসী সকলে বিশেষ আগ্রহের সহিত যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কানাই তাহাদের বুঝাইল যে, ঘরে বিস্তর বারুদ আছে, সুতরাং আগুন নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন তাহারা হতাশ্বাস হইয়া ফিরিবার উপক্রম করিল। কানাই তখন এ বিপদের অপেক্ষা আগতপ্রায় রাজ-অথিতিগণের আহারাদির কি হইবে, তাহারই ভাবনায় অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

গ্রামবাসীরা শুনিয়া বলিল,—"এও কি কথা! আমরা এখানে থাকিতে এ জন্য ভাবনা? হাজার লোকজন আসুক না কেন, আমরা প্রাণপণ যত্নে তাহার তদ্বির করিব।"

এই বলিয়া গ্রামবাসিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া যথাসাধ্য আয়োজনে নিযুক্ত হইল। গ্রামে যেন মহোৎসব উপস্থিত হইল। রামরাজা, অনুচরবর্গ, দুর্গস্বামী, কানাই প্রভৃতি গ্রামে উপস্থিত হইলে গ্রামস্থ সকল লোক মিলিত হইয়া মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিল। গ্রাম্য পুরোহিত মহাশয় যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়া রামরাজা ও দুর্গস্বামীকে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন। অনুচরবর্গ যাহার যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানে গেল। সকল গৃহই আনন্দ, উৎসাহ এবং নানা আয়োজনে পূর্ণ।

দুর্গস্বামী যখন বুঝিলেন যে, রাজজ্ঞাতির স্বচ্ছন্দতার যথাসম্ভব ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন তিনি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভবনের পতন দেখিবার নিমিত্ত গ্রাম-সন্নিহিত পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলেন। তথায় কৌতূহলাক্রান্ত কয়েকটি বালক শার্দ্দূলাবাসের দুরবস্থা দেখিবার নিমিত্ত দাড়াইয়া ছিল এবং আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। দুর্গস্বামী বালকদিগের এই ব্যবহার দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"ইহারা আমার পিতৃপুরুষগণের নিতান্ত অনুগত সেবকগণের সন্তান। এক সময়ে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের আজ্ঞায় ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অসঙ্কুচিত-চিত্তে রণে বা বনে, জলে বা অগ্নিতে প্রবেশ করিত। আজি তাহাদের বংশধরগণের এই ব্যবহার।"

তিনি যখন এবংবিধ বিষাদজনক চিন্তায় মগ্ন, সেই সময়ে কে যেন তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া আকর্ষণ করিল। তিনি তাহাকে জনৈক বালক মনে করিয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন,—'পুত্র! কি চাহ?"

কানাই দুঃসাহসে ভর করিয়া স্বীয় প্রভুর বস্ত্রাগ্র আকর্ষণ করিয়াছিল। বলিল,—"দাস-পুত্র পাঁচশ বার। কিন্তু এ দাসের দাস নিতান্ত প্রাচীন! ইহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলে, এ দাসপুত্র আর নূতন প্রভুর সেবা করিতে পারিবে না।"

দুর্গস্বামী নিরুত্তরে পাহাড়ের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট

হইলেন। আগুন নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। বলিলেন,—"এ কি! আগুন তো আর নাই। তবে কি দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে? কানাই! তুমি যে বারুদের কথা বলিতেছ, যদি দুর্গে তাহার সিকিও থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আগুন লাগিলে নিশ্চয়ই দুর্গ পুড়িয়া যাইবে এবং সে পতন-শব্দ দশ ক্রোশ পথ দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যাইবে।"

নিতান্ত অবিচলিতভাবে কানাই বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা হইলে বোধ হইতেছে, নীচের তলায় যেখানে বারুদ ছিল, সে পর্য্যন্ত আগুন যায় নাই।"

সেইরূপ ভাবে কানাই উত্তর দিল,—"বোধ হয় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কানাই, আমার ধৈর্য্য আর থাকে না। আমি স্বয়ং গিয়া শার্দ্দূলাবাসের অবস্থা না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

কানাই পূর্ব্বভাবেই বলিল,—"সেটি হইতেছে না।"

দুর্গস্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন? কে অথবা কিসে আমার গমনের ব্যাঘাত জন্মাইবে?"

সেইরূপ গম্ভীরভাবে কানাই উত্তর দিল,—"আর কেহ ব্যাঘাত না জন্মাইলেও আমি জন্মাইব।"

দুর্গস্বামী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি? কানাই, তুমি? নিশ্চয়ই হয় তুমি আপনার পদ ও অবস্থা বিস্মৃত হইয়াছ, নচেৎ পাগল হইয়াছ।"

কানাই বলিল,—"আজ্ঞে না, আমার বোধ হয়, আমি সেরূপ কিছুই হই নাই। আপনি সেখানে গিয়া আর কি দেখিবেন? সমস্ত সংবাদ আমি এখানে বসিয়া বলিয়া দিতেছি। আপনি কেবল আমার কয়েকটি অনুরোধ—"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"সে পরের কথা। আপাততঃ তুমি দুর্গের সংবাদ শীঘ্র বল।"

কানাই বলিল,—"কি বলিব? আপনি যেমন অবস্থায় দুর্গ ত্যাগ করিয়াছেন, আপনার অন্তঃসার-শূন্য দুর্গ এখনও সেইরূপ নির্ব্বিঘ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"বটে, তবে আগুন কি হইল?"

কানাই বলিল,—"আগুন কোথায়? রামমতি যদি উনন ধরাইয়া থাকে, তাহাতেই যদি আগুন হইয়া থাকে—বলা যায় না।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এত অগ্নিশিখা—এত আলোক—কেমন করিয়া হইল?"

কানাই বলিল,—"অন্ধকার রাত্রে অত্যল্প শিখাও অনেক বলিয়া বোধ হয়। ছারপোকার দৌরাত্ম্যে রাত্রে ঘুম হয় না। ছারপোকার বংশ ধ্বংস করিবার জন্য দুর্গের প্রাঙ্গণে কয়েকখানি ভাঙ্গা তক্তা, পচা দরমা, ছেঁড়া মাদুর জ্বালাইয়া দিয়াছিলাম বটে। জানিতাম যে, রাত্রিকালে তাহাতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের মতই দেখাইবে। কিন্তু মহাশয়, দোহাই আপনার, আপনি এলোমেলো লোক সঙ্গে লইয়া আর কখন দুর্গে ফিরিবেন না। মান বজায় রাখিবার জন্য আজ যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহা আমিই জানি। বরং সত্য সত্য দুর্গে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া ফেলিব, সে-ও স্বীকার, তবু হতমান হইতে পারিব না।"

দুর্গস্বামী কিছু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কানাই, তুমি যে বারুদের কথা বলিলে, সে কি ব্যাপার? রাজার কথার ভাবে বোধ হইল, যেন তিনিও তাহা জানেন। সত্যই কি দুর্গের কোন স্থানে বারুদ আছে? থাকিবেই বা কেন?"

কানাই প্রথমে খানিকটা হাসিল, তাহার পর বলিল,—"সে অনেক কথা। ওঃ! কি মতলবই আজ করা গিয়াছে! অতি কষ্টে আজি এই চির পূজিত বংশের মানরক্ষা করা গিয়াছে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এখন বারুদের কথা বল।"

কানাই অস্ফুটস্বরে বলিল,—"স্বর্গীয় দুর্গস্বামীর সময়ে এ অঞ্চলে একবার বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময় অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ আসিয়া পড়িয়াছিল। রামরাজা তখন বালক হইলেও সে বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন। এই জন্যই বারুদের কথা উঠিতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

দুর্গস্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন সে অস্ত্র শস্ত্র ও বারুদ গেল কোথায়?"

কানাই বলিল,—"বিদ্রোহের শেষ হইলে যোদ্ধারা চলিয়া গেল। অস্ত্র-শস্ত্রও তাহাদের

সঙ্গে গেল। যাহা পড়িয়া থাকিল, তাহা যে পাইল, সে লইল। বারুদ বদল দিয়া কৌশল করিয়া আমি লোকের নিকট হইতে নানাবিধ খাদ্য আদায় করিতাম। আর আপনি যখন শীকারের ইচ্ছা করিতেন, তখনই আমি লুকান স্থান হইতে বারুদ বাহির করিয়া দিতাম। এইরূপে ক্রমে বারুদ ফুরাইয়া গেল। এখন চলুন, ক্ষুধা লাগিয়াছে,— ফিরিয়া যাওয়া হউক।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"চল যাই, এ দিকে তো আগুনের নাম-গন্ধও নাই। এই দুষ্ট ছেলে-গুলো দুর্গ পড়িয়া যাইবে, সেই আমোদ দেখিবার জন্য বসিয়া আছে। তোমার কি ইচ্ছা, উহারা সমস্ত রাত্রি ঐরূপে বসিয়া থাকুক?"

কানাই বলিল,—"তাহাতে লাভ ভিন্ন লোক-সান নাই। আজি সমস্ত রাত্রি এইরূপে জাগিয়া কাটাইলে কালি উহারা কম দৌরাত্ম্য করিবে এবং রাত্রে ঠাণ্ডা হইয়া ঘুমাইবে। কিন্তু আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে উহারা না হয় বাটীতেই যাউক।"

তাহার পর কানাই বালকবর্গের নিকটস্থ হইয়া মহা গম্ভীরভাবে বলিল,—"মহামান্য রামরাজা ও দুর্গস্বামী হুকুম দিয়াছেন যে, দুর্গ কল্য রাত্রে পড়িয়া যাইবে। অতএব বাপু সকল, তোমরা অদ্য বাড়ী যাইতে পার, আবার কালি আসিও।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বালকগণ হতাশ হইয়া বাটী ফিরিল।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে কানাই বলিল,—"দেখুন দেখি, এরূপ না করিলে কি চলে? দুর্গে আজি উপবাস ভিন্ন আহারের অন্য কোন উদ্যোগ হইতে পারিত না এবং সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাওয়া ভিন্ন শয়নের অন্য কোন ব্যবস্থা হইতে পারিত না। এক আগুনের গোল তুলিয়া চারিদিকে সুবিধা হইয়া গেল।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা হইল বটে, কিন্তু ইহার পরে তুমি তোমার মান কেমন করিয়া বজায় রাখিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি-তেছি না। তোমার কথায় লোক আর বিশ্বাস করিবে না।"

কানাই হাসিয়া বলিল,—"হাজার হউক, আপনি ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষে বুড়োমানুষে অনেক প্রভেদ। এই আগুনের হেঙ্গাম করিয়া রাখিলাম বলিয়া লোকে আমার কথা আরও বিশ্বাস করিবে। যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, দুর্গস্বামীর কোন শয্যা নাই কেন? অমনই তাহার উত্তর, সেই আগুন। কেহ পরিচ্ছদের অভাব বলিলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিব, সেই আগুন। গৃহসজ্জা ভাল নাই বলিয়া কেহ নিন্দা করিলে অমনই বলিব, সেই আগুন। অধিক আর কি বলিব, এখন হইতে যত কিছু নিন্দা, যত অভাব এবং যত কিছু বেবন্দোবস্ত, সমস্তই আগুনের দোষে হইয়াছে বলিয়া কাটাইয়া দিব এবং লোকে তাহা অবশ্যই সম্ভব বলিয়া মনে করিবে। এমন মজা আর হয়?"

তাঁহারা পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। খাদ্যাদি সমস্তই প্রস্তুত করিয়া সকলে দুর্গস্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে আহার সমাপ্ত হইল এবং সকলে নিরূপিত স্থানে শয়ন করিলেন। গৃহস্থেরা কি আহার্য্য, কি শয্যা সকলই যতদূর সম্ভব উত্তম ও পরিস্কৃত করিবার যত্ন করিয়াছিল; এরূপ মহামান্য অতিথি কাহারও ভবনে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা নিতান্ত বিরল। আজি গৃহস্থের গর্ব্ব ও আনন্দের সীমা নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়া রামরাজা ও দুর্গস্বামী যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে বলিয়া দিলেন। লোকজন তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রামরাজা গৃহস্থের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহামান্য ব্যক্তি ঐ সামান্য গৃহস্থের সামান্য ভবনে আহার ও একরাত্রি বাস করায় গৃহস্থেরা আপনাদিগকে যেরূপ কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন, তাহাতে রামরাজার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর অবসর হইয়া উঠিল না। সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, রামরাজা, দুর্গস্বামী ও অনুচরগণ যথাসময়ে বিদায় হইলেন। সেই দিন তাবৎ গ্রামের লোক ভবিষ্যৎসম্বন্ধে অনেক সুখময়ী আশাকে হৃদয়ে স্থান দিল।

যাত্রার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে দুর্গস্বামী কানাইয়ের নিকট আপনার সম্ভাবিত উন্নতির বিষয় জানাইয়া এই প্রাচীন ভৃত্যের মনে আনন্দসঞ্চার করিলেন। পাছে কানাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় দুর্গস্বামী যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে সমস্ত কথা বলিলেন। তাঁহার হস্তে যে সামান্য অর্থ ছিল, দুর্গস্বামী তাহার অধিকাংশ কানাইয়ের হস্তে রাখিয়া

দিলেন এবং বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার হস্তে যথেষ্ট অর্থ থাকিল এবং আরও আসিবে। ভবিষ্যতে গ্রামবাসীদিগের উপর কৌশল বিস্তার করিয়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে কানাইকে তিনি নিষেধ করিলেন। কানাই এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "যখন আমাদের স্বচ্ছন্দে থাকিবার উপায় হইবে তখনও লোকের উপর এরূপ অত্যাচার করা লজ্জার কথা। বিশেষ তাহাদের মধ্যে মধ্যে হাঁক ছাড়িবার সময় না দিলে তাহারা বারো মাস পারিয়া উঠিবে কেন?"

সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেলে, দুর্গস্বামী এই বর্ষীয়ান্ ভক্ত ভৃত্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রামরাজা ও দুর্গস্বামী উদয়পুর যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, তথায় দুর্গস্বামী রামরাজার ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যাহা যাহা ঘটিবে ভাবিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাহাই ঘটিল। রাজদরবারে রামরাজার অপ্রতিহত আধিপত্য হইল এবং যে সকল লোক দরবারে স্থান পাইবে না বলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন, অধুনা ঠিক তাহাই হইল। অনেকেই স্ব স্ব পদ হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সকল পদচ্যুত ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে কিল্লাদার রঘুনাথ রায়ও এক জন। উচ্চ রাজকার্য্যের যে সকল ভার কিল্লাদারের হস্তে ছিল, তৎসমস্ত হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। কল্যাণীর প্রেমানুরোধেও কিল্লাদার তাঁহার সহিত ইদানীং যেরূপ সৌজন্য করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া, দুর্গস্বামী তাঁহার সহিত কোন প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি রঘুনাথ রায়ের নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি সরলভাবে কল্যাণীর সহিত স্বীয় অনুরাগ-বন্ধনের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং উভয়ের শুভোদ্বাহ যাহাতে অচিরে সংঘটিত হয়, তাহার প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত দুর্গস্বামীর যে সকল বৈষয়িক বিবাদ আছে, তাহার যেরূপ মীমাংসা কিল্লাদার করিতে ইচ্ছা করিবেন, দুর্গস্বামী তাহাতেই স্বীকৃত হইবেন বলিয়া লিখিয়া দিলেন। সেই পত্রবাহকের হস্তে দুর্গস্বামীর অনিচ্ছাকৃত কোন ব্যবহারে যদি কিল্লাদারণী অসন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, দুর্গস্বামী তৎসমস্ত বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত কল্যাণীর যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে এবং সেই অনুরাগ ক্রমশঃ যেরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, পত্রে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া দিলেন। কিল্লাদারণী শৈলেশ্বরবংশীয়া, সেই মহৎ বংশের প্রকৃত্যনুসারে তিনি যেন সদাশয়তা সহকারে পূর্ব্বসংস্কার সকল বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জ্জন দেন, তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন। দুর্গস্বামী কিল্লাদারের বংশীয়গণের পরম মিত্ররূপে এবং কিল্লাদারণীর সহিত দাসবৎ ব্যবহার করিবেন বলিয়া লিখিয়া দিলেন।

তৃতীয় এক পত্র কল্যাণীর উদ্দেশে লিখিত হইল। পত্রবাহককে বিশেষ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইল যে, সে যেন এই পত্র সাবধানতা সহকারে কল্যাণীর নিজহস্তে প্রদান করে। এই পত্রে দুর্গস্বামী স্বীয় প্রেমের দৃঢ়তা ও সজীবতার পরিচয় দিলেন এবং তাঁহার সম্ভাবিত ভাগ্যপরিবর্ত্তন সহ তাঁহাদের শুভ সম্মিলন যে সহজ ও সর্ব্বানুমোদিত হইবে, তাহাও বুঝাইলেন। কল্যাণীর পিতা-মাতার, বিশেষ তাঁহার জননীর বিরুদ্ধ সংস্কার বিদূরিত করিবার নিমিত্ত দুর্গস্বামী যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে সকল উপায় নিষ্ফল হইবে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তাহাও বিবৃত করিলেন। কল্যাণীর হৃদয়ে অবিচলিত প্রেম থাকিতে শত বিরুদ্ধ চেষ্টাতেও যে সে প্রেমের অন্যথা ঘটাইতে পারিবে না, তাহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত এই প্রেমপত্রে আরও যে কত কথা স্থান পাইয়াছিল, তাহা এ স্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণের চক্ষে তাহা অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইলেও, প্রেমিক দুর্গস্বামী সেই সকল ভাব প্রকাশ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন। এই তিন পত্রেরই দুর্গস্বামী বিভিন্ন উপায়ে উত্তর পাইলেন।

দুর্গস্বামীর পত্রপ্রাপ্তিমাত্র কিল্লাদারণী উত্তর পাঠাইয়া দিলেন।

"শার্দ্দূলাবাসবাসী শ্রীবিজয়সিংহ মহাশয় সমীপে—

অপরিচিত মহাশয়,

বিজয়সিংহ দুর্গস্বামি স্বাক্ষরিত এক পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি জ্ঞাত আছি, ভয়ানক অপরাধ হেতু ৺লক্ষ্মণসিংহ মানহীন ও উপাধিশূন্য হইয়াছিলেন। অধুনা সেই উপাধি অবলম্বন করিয়া কে পত্র লিখিল, তাহা আমি বুঝিতেছি না। যদি

আপনি ঐ পত্রের লেখক হন, তাহা হইলে জানিবেন, আমার তনয়া কল্যাণীর উপর আমার অবশ্যই যথেষ্ট সঙ্গত অধিকার আছে, সেই অধিকারবলে আমি তাহাকে কোন যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছি। এরূপ ব্যবস্থা যদি না করা হইত, তাহা হইলেও আমি কদাচ আপনাকে বা আপনার বংশীয় অপর কোন ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিতাম না; কারণ, আপনারা প্রজার সৌভাগ্যবিনাশকারী ও দেব-দ্বেষী বলিয়া আমার বিশ্বাস। অভ্যুদয়ের ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বলতায় আমার নয়ন-মন বিমোহিত হয় না; কারণ, এ সংসারে আমি অনেক ভ্রষ্টমনাঃ হীনজনকেও উন্নত-পদ-প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইতে দেখিয়াছি, এই সকল কথা মনে করিয়া রাখিবেন এবং প্রার্থনা করি, আর কখন আমার কোন সংবাদ লইতে চেষ্টা করিবেন না, ইতি—

আপনার অপরিচিতা—যোধসুন্দরী।"

উল্লিখিত নিতান্ত বিরক্তিকর পত্রপ্রাপ্তির দুই দিন পরে কিল্লাদারপ্রেরিত এক পত্র দুর্গস্বামীর হস্তে আসিল। ঐ পত্রে কিল্লাদার কোন কথাই সরলভাবে লিখিতে পারেন নাই। সময়ে সকলই হইতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রধান বক্তব্য। কি বিবাহ, কি বৈষয়িক ব্যবস্থা, কি বিবাদের অবসান, কি রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন, সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার হৃদয়ের কথা কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার পত্র সুদীর্ঘ হইলেও, নিতান্ত অসরলতা ও সাবধানতায় পূর্ণ। এই পত্র পাঠ করিয়াও দুর্গস্বামী কোন প্রকার ভরসা পাইলেন না, বরং তাঁহার চিত্তের অবস্থা আরও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

এক জন অপরিচিত লোকের দ্বারা দুর্গস্বামী কল্যাণীর নিকট হইতে পত্র পাইলেন। পত্রে কোন নাম নাই এবং তাহা অতি সংক্ষেপে ও সভয়ে লিখিত। ঐ পত্র এই,—"অনেক কষ্টে তোমার পত্র পাইয়াছি। যত দিন পর্য্যন্ত ভগবান্ দিন না দেন, তত দিন আর পত্র লিখিও না। আমি বড় কষ্টে আছি। যতক্ষণ আমার দেহে জ্ঞান থাকিবে, জানিও, ততক্ষণ আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিব না। আমার জন্য কোন ভয় বা ভাবনা করিও না। তুমি সুখে আছ ও তোমার পদোন্নতি হইয়াছে, ইহা আমার অনেক সান্ত্বনা।" পত্রের নিম্নে কেবল একটি 'ক' লিখিত; তাহাতে অন্য প্রকার স্বাক্ষর নাই।

দুর্গস্বামী এই পত্র পাঠ করিয়া ভীত হইলেন এবং কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ও তাঁহাকে পুনরায় পত্র লিখিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, কল্যাণী যাহাতে কাহাকেও পত্র লিখিতে না পারেন ও কাহারও পত্র প্রাপ্ত না হন, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সাক্ষাৎ তো দূরের কথা। এ দিকে রাজকার্য্যের অনুরোধে তাঁহার দিল্লীগমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ভগবানের নিকট কল্যাণীর প্রেমের দৃঢ়তা ও তাঁহার নির্ব্বিঘ্নতা সম্বন্ধে প্রার্থনা করিয়া অগত্যা দুর্গস্বামী মহারাণার আদেশ-পালনার্থ দিল্লীগমনে বাধ্য হইলেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পরমহিতৈষী রামরাজার হস্তে কিল্লাদারের পত্র প্রদান করিলেন। পত্রপাঠ করিয়া রামরাজা ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—"বৃদ্ধ বুঝিয়াছে, তাহার পাশা এখন আর ডাক মানবে না। তাহার দিনকাল ফুরাইয়াছে।" দুর্গস্বামী রাজাকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি কিল্লাদার তাঁহার সহিত কল্যাণীর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে তিনি বৈষয়িক ব্যাপারের যেরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিবেন, তাহাতেই আপনি সম্মত হইবেন। রাজা বলিলেন, —"আমি তাহা হইতাম না; কিন্তু এক্ষণে বিশেষ অপমানজনক হইলেও যাহাতে এ বিবাহ ঘটে, আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। দারুণ অহঙ্কৃতা যোধসুন্দরীর দর্প চূর্ণ করা আমার অন্তরের বাসনা। নচেৎ তোমার বংশ-গৌরবের বিরোধী এই বিবাহে আমি কখনই মত দিতাম না।"

তাহার পর দুর্গস্বামী রাজবারা ত্যাগ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত দেশান্তরে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু দুর্গস্বামী যে কার্য্যের জন্য দিল্লীগমন করিয়াছিলেন, তখনও তাহা সমাপ্ত না হওয়ায় ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। এই সুদীর্ঘকাল-মধ্যে কিল্লাদারের সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বীরবল ও শিবরাম এক দিন যে কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহা পাঠ করিলে ঐ পরিবর্ত্তনের আভাষ পাওয়া যাইবে।

বীরবল স্বীয় ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। শিবরামও স্বীয় আশ্রয়দাতা বন্ধুর অনতি দূরে উপবিষ্ট। গৃহে ক্রীড়ার নানাবিধ আয়োজন আছে এবং বিনোদনের অনেক উপায় আছে। কিন্তু বীরবল তৎসমস্ত ব্যাপারে নিবিষ্ট নহেন। তিনি উন্মুক্ত বাতায়নমধ্য দিয়া প্রাঙ্গণের দিকে লক্ষ্য করিয়া যেন চিন্তাকুলভাবে বসিয়া আছেন। শিবরাম বলিল,—"তোমার ভাব দেখিয়া কে বলিবে যে, তোমার বিবাহ উপস্থিত। বাস্তবিক চারিদিকে আনন্দ; কিন্তু যাহার জন্য এত আনন্দ, তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।"

বীরবল একটু বিষাদ-ব্যঞ্জক হাসির সহিত বলিলেন,—"তোমার কথা সত্য। বুঝিতেছি, আমার ভাব দেখিয়া আমাকে বড় কাতর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু কি করিব? আমার মন কাতর, আমি আনন্দ দেখাই কিরূপে?"

শিবরাম বলিল,—"এ দুঃখ কে বুঝিবে গা? তোমার ধ্যান দেখিয়া গায়ে জ্বর আইসে; সমস্ত রাজপুতানা যে বিবাহের সুখ্যাতি করিতেছে এবং তুমি স্বয়ং যে জন্য এত চেষ্টিত ছিলে, সেই দেবদুর্ল্লভ বিবাহ হয় হয় হইয়াছে, আর তুমি কি না কাতর!"

বীরবল কহিলেন,—"কি জানি কেন! কিন্তু অনেক দূর অগ্রসর হওয়া হইয়াছে—এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। ফিরিবার উপায় থাকিলে এ শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে দিতাম কি না সন্দেহ।"

শিবরাম নিতান্ত আশ্চর্য্যভাবে বলিল,—"ফিরিবার উপায়! বল কি? কেন, এই নবীনার সহিত যে সম্পত্তি আসিবে, তাহা কি তোমার মনের মত নহে?"

বীরবল বলিলেন,—"রাধাকৃষ্ণ! আমি সে জন্য একবারও ভাবিতেছি না। আমার আপনার যাহা আছে, তাহাই খায় কে?"

শিবরাম বলিল,—"তবে আর কি? পাত্রীর জননী তোমাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসেন।"

বীরবল বলিলেন,—"তাহা ঠিক।"

শিবরাম বলিল,—"কিল্লাদারের জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুসিংহ এই বিবাহের যথেষ্ট পক্ষপাতী।"

বীরবল বলিলেন,—"কারণ, তিনি আমার দ্বারা অনেক উপকার আশা করেন।"

শিবরাম বলিল,—"যাহাতে এ শুভসংঘটন হয়, তজ্জন্য কিল্লাদারও উদ্যোগী।"

বীরবল বলিলেন,—"কারণ, দুর্গস্বামীর সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি আপনার বিষয়-সম্পত্তি রাজাদেশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন বাসনা ছিল। সে বাসনা যখন আর ঘটিল না, তখন কাজেই উপস্থিত সম্বন্ধ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে ভাল নয়।"

শিবরাম বলিল,—"সকলই শুনিলাম, সকলই বুঝিলাম। কিন্তু কুমারীর কথা তুমি কি বলিবে? যখন এই নবীনা তোমার উপর নারাজ ছিলেন, তখন তুমি তাঁহার জন্য উন্মাদ ছিলে; এত দিনের পর তিনি দুর্গস্বামীর সহিত স্বীয় সত্যবন্ধন উপেক্ষা করিয়া তোমার সহিত বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, আর এখন কি না তুমি অন্যমন করিতেছ। নিশ্চয়ই তোমার ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে।"

তখন বীরবল উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন,—"তোমাকে মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলি, শুন। জানিতে চাহি, কুমারী কল্যাণীর মনের ভাব সহসা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ কি?"

শিবরাম বলিল,—"কারণ যাহাই হউক, যখন সে পরিবর্ত্তন তোমারই অনুকূল, তখন কারণ জানিয়া তোমার কাজ কি?"

বীরবল বলিল,—"কাজ আছে বই কি। আমার বোধ হয়, কল্যাণীর হঠাৎ এরূপ মতপরিবর্ত্তন নিতান্ত অসম্ভাবিত। আমার বিশ্বাস, এ পরিবর্ত্তন স্বেচ্ছায় হয় নাই। ইহার অভ্যন্তরে অবশ্যই কিল্লাদারণীর যথেষ্ট কৌশল ও শাসন আছে।"

শিবরাম বলিল,—"তাহাতেই বা কি ক্ষতি ?"

বীরবল বলিলেন,—"ক্ষতি কি ? বুঝা যাইতেছে যে, এ পরিবর্তন হৃদয়ের নহে—ইহা বাহ্য শাসনের ভয় মাত্র। সে যাহা হউক, তাহাতেই কি নির্ব্বিঘ্ন হওয়া যাইতেছে ? তুমি কি মনে কর, দুর্গস্বামী কল্যাণীর সত্যবন্ধনের কথা সহজে ছাড়িয়া দিবে ?"

শিবরাম বলিল,—"না। দিবে বই কি ? সে যখন অন্য রমণীকে বিবাহ করিতেছে, তখন কল্যাণীও অবশ্যই যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিবেন, তাহাতে সে কথা কহিবে কেন ?

বীরবল বলিলেন,—"আমরা শুনিয়াছি যে, দুর্গস্বামী কোন বিদেশিনী রমণীকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে ; তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এ কথা যথার্থ ?"

শিবরাম বলিল,—"ভবানীরাম সেন পণ্ডিত সে বিষয়ে যে সকল সংবাদ বলিয়াছে, তাহা তো তুমি স্বয়ং শুনিয়াছ।"

বীরবল কহিলেন,—"ভবানীরাম ও তুমি সমানই লোক। উভয়েরই কথা বিশ্বাস করিবার অযোগ্য।"

শিবরাম বলিল,—ভাল, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলেও শম্ভুসিংহের সাক্ষ্য তুমি মান কি না ; শম্ভুসিংহ স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, রামরাজা বলিয়াছেন যে, দুর্গস্বামী এমন নির্ব্বোধ নহেন যে, কিল্লাদারের কন্যার অনুরোধে আপনার পৈতৃক সম্পত্তি পরিত্যাগ করিবেন। বীরবল যদি দুর্গস্বামীর পরিত্যক্ত পাদুকা ধারণ করিয়া সুখী হন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই।"

এ কথা শুনিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধভাবে বীরবল বলিলেন,—"বটে, এ কথা যদি আমার সাক্ষাতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি রামরাজার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিয়া দিতাম। শম্ভুসিংহ তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন না কেন ?"

শিবরাম বলিল,—"এ কথা শুনিয়া ধীরভাবে ফিরিয়া আসা অসম্ভব বটে। বোধ হয়, রামরাজার বয়স ও অত্যুন্নত পদ স্মরণ করিয়া শম্ভুসিংহ কোন অত্যাচার করিতে সাহস করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে কল্যাণীকে হাতে পাইয়া এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে পার, তাহার চেষ্টা কর। রামরাজার ন্যায় উন্নত ব্যক্তিকে অপমানিত করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা ভাবিয়া কাজ করা ভাল।"

বীরবল বলিলেন,—"আজি যদি না হয়, অবশ্য এক দিন আমি রামরাজাকে ও তাঁহার জ্ঞাতিকে এ অপমানের জন্য সমুচিত শিক্ষা দিব। যাহা হউক, শত্রুপক্ষের এই সকল কথায় কল্যাণীর যাহাতে অপমান না হয়, তাহার জন্য আমি বিহিত চেষ্টা করিব। এখন শীঘ্র শীঘ্র এ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে বাঁচি, রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল। শিবরাম, এখন বিশ্রাম করিলে ভাল হয়।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কিল্লাদারণী বীরবলের সহিত কল্যাণীর বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন এবং যাহাতে দুর্গস্বামীর সহিত তনয়ার কোনক্রমেই বিবাহ না ঘটে, তাহাও তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল। কল্যাণীর মতামতের প্রতি কোন প্রকার লক্ষ্য করাই তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন না। এ দিকে দুর্গস্বামী ব্যতীত আর কাহারও গলে বরমাল্য প্রদান করিতে কল্যাণীর নিতান্ত অনভিমত। এমন কি, তিনি ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি জ্ঞানতঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না, ইহাই তাঁহার সংকল্প। এ দিকে যতই কল্যাণীর মনের এবংবিধ ভাব বীরবলের গোচর হইতে লাগিল, ততই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুর্গস্বামীর প্রতি বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল ও যেরূপে কেন হউক না, কল্যাণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, দুর্গস্বামীকে বিফলমনোরথ করিবার প্রতিজ্ঞা বলবতী হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, যোধসুন্দরী যখন তাঁহার সহায়, তখন আশা পূর্ণ হওয়া সুকঠিন নহে। যোধসুন্দরীও ভাবী জামাতার মনের এবম্প্রকার গতি জানিয়া চিরবৈরী দুর্গস্বামীকে অপমানিত ও সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির সংকল্প করিলেন। এই স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে রঘুনাথ রায়ের পরামর্শে তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার ভাগ্য-প্রবাহ এখন হইতে বিরুদ্ধগতি অবলম্বন করিয়াছে। তাঁহার সম্পত্তির ভূরিভাগ দুর্গস্বামিবংশের সম্পত্তি। সংপ্রতি দুর্গস্বামী দরবারে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাহাতে

নিশ্চয়ই তাঁহার সম্পত্তি পুনরায় তাঁহারই হস্তগত হইবে। এ জন্য কিল্লাদার মনে মনে দুর্গস্বামীর প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত এবং যেরূপে হউক, দুর্গস্বামীকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায়। কল্যাণীর সহিত দুর্গস্বামীর বিবাহ না ঘটিলে দুর্গস্বামী মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইবেন জানিয়া, যাহাতে সে বিবাহ না ঘটে, তজ্জন্য কিল্লাদার চেষ্টিত হইলেন। তাহার পর বীরবলের সহিত তনয়ার বিবাহ ঘটিলে আপাততঃ কিল্লাদারের যে সম্পত্তি হস্ত-বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে, কিয়ৎপরিমাণে তাহা পূরণ হইতে পারে। কারণ, রাহুল বীরবলের সুবিস্তৃত সম্পত্তি তাঁহার তনয়ার, সুতরাং প্রকারান্তরে তাঁহারই অধীন হইতেছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া, যাহাতে এই বিবাহ সংঘটিত হয়, তৎপক্ষে তাঁহার যথেষ্ট যত্ন। তিনি স্বীয় অভিসন্ধি পত্নীকে বুঝাইয়া দিলে, যোধসুন্দরী তাহার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, এই বিবাহ যাহাতে ঘটে, তাহার জন্য বীরবলেরও প্রাণপণ যত্ন; এইরূপ অনুরাগের সময় তাহাকে যদৃচ্ছপথে লইয়া যাওয়া কঠিন নহে। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, বীরবল স্বীয় সম্পত্তি যদি পত্নীর নামে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহা প্রকারান্তরে তাঁহাদেরই অধীন থাকিবে। বিবাহের পর কন্যাকে সম্পত্তি সমর্পণ করিবার প্রস্তাব তাদৃশ সুবিধাজনক হইবে না। এই সময়ে—মনের এই উত্তেজিত অবস্থায় বীরবলের দ্বারা এতৎকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লওয়া আবশ্যক। এই ভাবিয়া চতুরা কিল্লাদারণী অশেষ কৌশল সহকারে বীরবলের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে সুন্দররূপ বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তাঁহার অপরিমেয় ইষ্ট সংঘটিত হইবে। বীরবল হৃষ্টচিত্তে এ ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন এবং বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কল্যাণীর নামে লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বীরবলও প্রস্তাব করিলেন যে, কল্যাণী যে স্বেচ্ছায় ও আনন্দ-সহকারে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, ইহা জানিতে না পারিলে, স্বীয় সম্পত্তি কল্যাণীর নামে লিখিয়া দিবেন না। অগ্রে কল্যাণী স্বীয় সম্মতি সূচক অভিপ্রায় তাঁহাকে লিখিয়া দিবেন, তাহার পর বীরবল স্বীয় সম্পত্তি কল্যাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। তাঁহার এ আপত্তি নানা কারণে সঙ্গত বলিয়া সকলেই মনে করিলেন। তখন জোর করিয়া কল্যাণীর নিকট হইতে সম্মতি বাহির করিয়া লইতে সকলেরই চেষ্টা হইল।

দুঃখিনী মর্ম্মপীড়িতা বালিকার উপর অনেক কঠোর ব্যবহার চলিতে লাগিল। যতই কিল্লাদারণী বুঝিতে লাগিলেন, কল্যাণী দুর্গস্বামিসমীপে যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও সে প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিবে না, ততই তাঁহার ক্রোধ উত্তেজিত হইতে লাগিল এবং তাহার উপর নানাবিধ বিসদৃশ ব্যবহার চলিতে লাগিল। প্রথমতঃ সরলা বালিকা যাহাতে একবারও গৃহবহিষ্কৃত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইল; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করা ক্রমে ক্রমে বাটীর সকলেই পরিত্যাগ করিলেন, এমন কি, কল্যাণীর অতিপ্রিয় মুরারিও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল। তৃতীয়তঃ এই সকল নানা মর্ম্মান্তিক জ্বালার উপর আবার প্রধান জ্বালা—যে দুর্গস্বামীকে কল্যাণী স্বীয় হৃদয়ের সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া জানেন এবং যাঁহার নিকট স্বীয় সত্যবন্ধন তিনি পরম পবিত্র ও অখণ্ডনীয় জ্ঞান করেন, সেই দুর্গস্বামী প্রতারক এবং তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া, স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া তিনি দিল্লীনগরে মহা সমারোহে অপর এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিতেছেন। এই বৃত্তান্ত প্রতিদিন নানা উপায়ে সরলা বালিকার গোচর করা হইতে লাগিল। বালিকা সকল ক্লেশ, সকল যাতনা ধীরভাবে সহ্য করিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন, মন কাতর হইয়া পড়িল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা টলিল না। যন্ত্রণার সীমা নাই, ক্লেশের শেষ নাই, কিন্তু প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। দুর্গস্বামী যে প্রতারক নহেন এবং তাঁহার পাণিগ্রহণ-বৃত্তান্ত যে অমূলক, তাহা বালিকা বুঝিল। বুঝিলে কি হয়—তাহার নিত্য নব নব প্রমাণ সতত নানা ভঙ্গীতে সেই আলোচনা কল্যাণীর সমক্ষে উত্থাপিত হইতে লাগিল। সরলহৃদয়া বালিকা এ বিষম ক্ষেত্রে কত দিন হৃদয়ের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে? অনাহারে, অনিদ্রায়, নিয়মাভাবে, মনস্তাপে, সন্দেহে, চিন্তায় এবং আত্মীয়জনের ঘৃণায় কল্যাণীর কোমল চিত্ত নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে শরীরও কাতর এবং অবসন্ন হইল। কিল্লাদারণীর শাসনের ত্রুটি নাই, বীরবলের যাতায়াত ও প্রেমপ্রস্তাবের বিরাম

নাই। তখন নিরুপায়া বালিকা দুর্গস্বামীর সমীপে সকলের সম্মতিক্রমে এক পত্র লিখিলেন। যদি দুর্গস্বামী স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কল্যাণী নিরপরাধিনী। কল্যাণী বিপন্না, আর অপেক্ষা করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। ত্বরায় দুর্গস্বামী পত্রোত্তর প্রদান করেন, ইহাই প্রার্থনা।

দিনের পর দিন চলিতে লাগিল—উত্তর আসিল না; দুর্গস্বামীও আসিলেন না। কিন্তু যোধসুন্দরীকে বুঝায়, কাহার সাধ্য? তিনি আর কোন কথাই শুনিতে অনিচ্ছুক—আর তিলমাত্র অপেক্ষা করিতে তাঁহার মত নাই। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর পায়ে ধরিয়া বলিল,—"মা, আর এক পক্ষ—আগামী পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। যদি ইহার মধ্যে দুর্গস্বামীর উত্তর পাই, ভালই, নচেৎ—"

কল্যাণী নীরব, কথার শেষাংশ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। কুপিতা যোধসুন্দরী কথার শেষাংশ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়াও যখন কল্যাণীর মুখ হইতে আর কোন কথা শুনিলেন না, তখন নিতান্ত ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—"নচেৎ কি? নচেৎ তুমি আমাদের পরামর্শমত কার্য্য করিবে বল?"

বালিকা নীরব। কুপিতা জননীর বদনের প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া বলিল,—"করিব।"

যোধসুন্দরী বলিলেন,—"জানিও, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও রাজপুত জাতির কথার অন্যথা হয় না। স্বীকার করিলাম, আমরা আগামী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। তাহার পর আর কোন আপত্তি শুনিব না। প্রতিপদের দিন নিশ্চয়ই তোমাকে সম্মতি-সূচক পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।"

ধীরে ধীরে বালিকা বলিল,—"স্বাক্ষর করিতে হইবে!" মনে মনে ভাবিল,—"তাহাতে কি? মরিতে কে বারণ করিয়াছে?"

কল্যাণী এক হস্ত দ্বারা অপর এক হস্ত সবলে ধারণ করিয়া, সন্নিহিত শয্যায় মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

দিন তো কোন কারণেই অপেক্ষা করে না—দিন অপেক্ষা করিল না। কাল পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইল—চলিয়াও গেল; কিন্তু দুর্গস্বামী আসিলেন না, তাঁহার কোন পত্র আসিল না।

পরদিন প্রাতেই বীরবল ও শিবরাম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিষয়কুশল কিল্লাদার যেমন যেমন বলিয়াছিলেন, ঠিক তদনুরূপ করিয়া বীরবল সম্পত্তির হস্তান্তর-পত্র লিখিয়া আনিয়াছেন। কল্যাণী তাঁহাকে যে সম্মতিসূচক পত্র দিবেন, কিল্লাদার তাহাও লিখাইয়া রাখিয়াছেন, কেবল তাহাতে কল্যাণীর স্বাক্ষর বাকী। মধ্যাহ্নকালে সকল আত্মীয়জনের সম্মুখে কল্যাণী তাহাতে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করিবেন স্থির হইয়াছে। আরও স্থির হইয়াছে, অদ্য হইতে চারিদিন পরে এই যুগলের বিবাহ হইবে।

এখন কল্যাণীর অবস্থা দারুণ নিরাশায় পূর্ণ। বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত কল্যাণীর চিত্তে এ সকল কথা ভাবিবার স্থান নাই, আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। যে সকল কথা তিনি শুনিতেছেন, তাহা হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে কি না সন্দেহ।

মধ্যাহ্নকালে দাসীগণ তাঁহার বেশভূষা করিয়া দিতে গেলে তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না। হীরক, মুক্তা ও স্বর্ণ-ভূষণে এবং সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ সমাচ্ছন্ন করিয়া দিল। তাঁহার অবসাদ-গ্রস্ত দেহে পাণ্ডুবর্ণের উপর তৎসমস্ত ভূষণ নিতান্ত কুদৃশ্য হইল।

তাঁহার সজ্জা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মুরারি তথায় আগমন করিয়া বলিল,—"আইস দিদি, সকলে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমায় কি স্বাক্ষর করিতে হইবে বলিতেছে। কেন দিদি, বিবাহে কি সহি করিতে হয়, এ কথা তো কখন শুনি নাই। যাউক, দুর্গস্বামীর সহিত যে তোমার বিবাহ হইল না, আমি তো বাঁচিলাম। লোকটাকে দেখিলে আমার ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। ছিঃ—অমন অসুরকে কি কেহ ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করে? কেমন দিদি, বিজয়সিংহের চেয়ে বীরবল খুব লোক ভাল, তুমি খুব খুসী হইয়াছ, না?"

অভাগিনী কল্যাণী বলিলেন,—"না ভাই,

আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না ; এখন সংসারে আমাকে কাতর বা আনন্দিত করিতে পারে, এমন কোন বিষয়ই আর নাই।"

মুরারি বলিল, - "আমি জানি, বিবাহের সময় লজ্জায় সকল লোকই ঐরূপ বলে। কিন্তু এক বৎসর ঘুরিয়া গেলে তোমার আর ও সুর থাকিবে না। তোমার বিবাহের দিন আমার একটি নূতন পোষাক হইবে। আজি রাত্রে উদয়পুর হইতে আমার জন্য অনেক জিনিসপত্র আসিবে। আসিলে আমি আনিয়া তোমাকে দেখাইব।"

এই সময়ে কিল্লাদারণী প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে কল্যাণীর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। যন্ত্র-পুত্তলীর ন্যায় কল্যাণী মাতার সহিত চলিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, তথায় কিল্লাদার রঘুনাথ রায়, তাঁহার পুত্র সেনাপতি শম্ভুসিংহ রায়, রাওল বীরবল এবং তাঁহার পার্শ্বচর শিবরাম উপস্থিত। কিল্লাদারণী ও কল্যাণী আসিয়া এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। সেই পর্য্যঙ্কে কল্যাণীর স্বাক্ষর-পত্র, মসী ও লেখনী প্রস্তুত রহিয়াছে। উপবেশনানন্তর যোধসুন্দরী ধীরে ধীরে কল্যাণীকে পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে অন্য কথা লেখা ছিল না। নিয়মিত দিবসে কল্যাণী স্বেচ্ছায় বীরবলকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, ইহাই সেই পত্রের সার কথা।

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে কিল্লাদারণী কল্যাণীকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আদেশ করিলেন। তখন কল্যাণীর হস্ত লেখনীর সহিত মিলিত হইল। জননী স্বাক্ষরের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কম্পিতা, বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা, বিপন্না বালিকা শুষ্ক লেখনী লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জননী তাঁহার অসাবধানতা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার হস্তে অপর এক মসীপূর্ণ লেখনী তুলিয়া দিলেন। কাল সময়ে, কাল পত্রে, কাল স্বাক্ষর হইয়া গেল। স্বাক্ষরের পরিসমাপ্তিসময়ে অদূরে অশ্বপদধ্বনি, অচিরে পুরদ্বারে সজোরে কণ্ঠ-ধ্বনি এবং পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে মনুষ্যের পদধ্বনি কল্যাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হস্ত হইতে লেখনী খসিয়া পড়িল—বদন হইতে অস্ফুট ধ্বনি বাহিরিল,—"তিনি আসিয়াছেন—তিনি আসিয়াছেন।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

কল্যাণীর হস্ত হইতে লেখনী স্খলিত হইতে না হইতে সজোরে প্রকোষ্ঠদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পথ-শ্রান্ত, ধূলি-ধূসরিত, উন্মাদ-প্রায় দুর্গস্বামী সেই প্রকোষ্ঠে ব্যস্ততাসহ প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র শম্ভুসিংহ ও বীরবল মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কল্যাণী সংজ্ঞা-হীনা পাষাণস্তূপের ন্যায় নিশ্চল—আর আর সকলেই, এমন কি, কিল্লাদারণী পর্য্যন্ত ভীতা হইয়া উঠিলেন।

দুর্গস্বামী স্থির—নিস্পন্দ—নিশ্চল। তিনি নীরবে সমানভাবে যেন প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই স্থলে দণ্ডায়মান। গৃহস্থ সকলেই স্তম্ভিত—সকলেই নির্ব্বাক্। প্রথমে কিল্লাদারণী কথা কহিলেন। তিনি দুর্গস্বামীকে এরূপ অকারণ অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসিলেন।

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"দেবি! এ প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাসা করাই সঙ্গত। আমি দুর্গস্বামীকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি আমার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া রাজপুতোচিত যুদ্ধ দ্বারা আমার প্রশ্নের উত্তর দান করুন।"

বীরবল বলিলেন,—"সে কথা হইবে না। আমার অনেক দিনের রাগ আছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রে আমি সন্তুষ্ট হইতে চাহি। শিবরাম, অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া কেন? ভূত না প্রেত, কি দেখিতেছ? যাও, শীঘ্র আমার অসি আনিয়া দেও।"

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"আমার পরিবারগণের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ ধৃষ্টতা সহকারে অকারণ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সহিত উপযুক্ত ব্যবহার আমি অবশ্যই স্বয়ং করিব।"

দুর্গস্বামী উভয়েরই প্রতি উগ্র দৃষ্টিপাত করিয়া হস্তান্দোলন দ্বারা নিরস্ত হইবার ইঙ্গিত করিতে করিতে কহিলেন,—"সে জন্য চিন্তা কি? আমার

জীবন যেরূপ ভারভূত, যদি আপনাদেরও তাহাই হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে উপযুক্ত স্থানে আপনাদের এক জনের বিরুদ্ধে, অথবা এককালে উভয়েরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমি স্বীকৃত হইলাম। আপাততঃ আপনাদের ন্যায় সামান্য লোকের সহিত বৃথা বাক্যব্যয় করিতে আমার সময় নাই।"

স্বীয় অসি অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত করিয়া শম্ভুসিংহ কহিলেন,—"কি, সামান্য লোক?" সঙ্গে সঙ্গে বীরবল ও শিবরাম স্ব স্ব অসিতে হস্ত সংলগ্ন করিলেন। তখন কিল্লাদার পুত্রের জীবনের আশঙ্কায় উভয়ের মধ্যগত হইয়া কহিলেন,—"শম্ভু, আমি আদেশ করিতেছি, এরূপে শান্তিভঙ্গ করিয়া এই শুভ সময়ে আমার ভবন কলঙ্কিত এবং রাজনিয়মের অন্যথাচরণ করিও না।"

শম্ভু বলিলেন,—"এও কি কথা? এরূপ অপমান সহ্য করে, কাহার সাধ্য? এখনই যুদ্ধ হয় হউক, নচেৎ উহাকে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া বিনাশ করিব।"

বীরবল বলিলেন,—"না—কখনই না। আমি একবার ঐ ব্যক্তির সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছি। অবশ্যই উহার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে হইবে।"

নিতান্ত পরুষস্বরে দুর্গস্বামী বলিলেন, "সে জন্য আপনাদের কোন চিন্তা করিতে হইবে না। বিপদকে আমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছি। অবিলম্বেই আপনাদের যুদ্ধসাধ মিটাইব।" তাহার পর অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে কল্যাণীর লিখিত পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন,—"দেবি! ইহা কি আপনার হস্তাক্ষর?"

যেন অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছায়, অস্ফুটভাবে কল্যাণীর অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া উত্তর বাহিরিল,—"হাঁ।"

তাহার পর সত্যবন্ধনকালীন কল্যাণীর বক্ষঃস্থ সেই চিহ্নের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"আর দেবি! উহাও কি আপনারই হস্তকৃত?"

কল্যাণী নীরব। তাহার চিত্তের তৎকালে যেরূপ বিচলিত, জ্ঞানহীন অবস্থা, তাহাতে হয় তো এ প্রশ্নের মর্ম্ম তিনিই প্রণিধান করিতে পারিলেন না।

কিল্লাদার বলিলেন,—"আপনি কি এই সকল চিহ্ন দ্বারা আপনার অধিকার প্রমাণ করাইতে চাহেন?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কিল্লাদার রঘুনাথ রায় এবং অপর যে যে ব্যক্তি আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের সমীপে আমার প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ গ্রহণ না করেন। যদি কুমারী স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া এই সত্য বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার চক্ষে উনি ঐ পূর্ব্বপ্রাঙ্গণস্থ বায়ুবিতাড়িত অসংখ্য শুষ্ক বৃক্ষপত্রাপেক্ষাও মূল্যবিহীন সামগ্রী। কিন্তু আমি প্রকৃত বিবরণ যুবতীর নিজমুখ হইতে শ্রবণ করিব এবং তাহা না শুনিয়া কোনক্রমেই এ স্থান ত্যাগ করিব না। আপনারা বহু লোক মিলিত হইয়া আমার প্রাণসংহার করিতে পারেন, কিন্তু আমিও মৃত্যুভয়শূন্য অস্ত্রধারী পুরুষ। জানিবেন, যথেষ্ট প্রতিশোধ না লইয়া আমি মরিব না, ইহা স্থির। আমি সুন্দরীর অভিপ্রায় অন্যান্য সকলের অসাক্ষাতে তাঁহার নিজমুখ হইতে শুনিব, এই আমার সঙ্কল্প।" এই বলিয়া দুর্গস্বামী স্বীয় অসি উন্মুক্ত করিয়া দক্ষিণ-হস্তে ধারণ করিলেন এবং বাম-হস্তে এক তীক্ষ্ণাগ্র ছোরা লইয়া বলিতে লাগিলেন,—"অতঃপর আপনাদের অভিপ্রায় কি? হয় এই প্রকোষ্ঠ রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া যাউক, না হয় আমার নিকট সত্যবদ্ধা এই কুমারীকে আমার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন-সমূহের উত্তর দিতে দিউন।"

দুর্গস্বামীর এই অসীম সাহসিকতাপূর্ণ অহঙ্কৃত বাক্যে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল সেই গৃহে দারুণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর কিল্লাদারণী বলিয়া উঠিলেন,—"কখন না। কখনই এই বাগ্দত্তা কন্যার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে পাইবে না। তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাও—আমি এ স্থান কখনই ত্যাগ করিব না। আমি উহার অস্ত্রের ভয়ে কখনই কাতর নহি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"যদি কিল্লাদারণী এ স্থলে থাকিতে চাহেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আর সকলকেই চলিয়া যাইতে হইবে।"

শম্ভুসিংহ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে বলিয়া

গেলেন,—"দুর্গস্বামী, জানিও, এ জন্য তোমায় ফল ভোগ করিতে হইবে।

বীরবল বলিয়া গেলেন,—"আমিই কি ছাড়িব মনে করিয়াছ ?"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিও, কেবল অদ্য আমাকে মার্জ্জনা কর; তাহার পর ইহজগতে আমার আর কোনই প্রিয়কার্য্য থাকিবে না। তখন তোমরা আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"দুর্গস্বামী, আপনি যে আমার বাটীতে এরূপ অত্যাচার করিবেন, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই এবং আপনার সহিত আমি কখন সেরূপ ব্যবহারও করি নাই। যদি আপনি অসি কোষবদ্ধ করিয়া আমার সহিত প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে যুক্তির দ্বারা আপনার এরূপ ব্যবহারের অবৈধতা বুঝাইয়া দিব এবং—"

দুর্গস্বামী বাধা দিয়া বলিলেন—"কল্য—কল্য আপনার যুক্তি শ্রবণ করিব; আমার অদ্যকার কার্য্য অতি পবিত্র এবং অপ্রতিবিধেয়।"

এই বলিয়া দুর্গস্বামী কিল্লাদারকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা গৃহত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর দুর্গস্বামী অসি কোষবদ্ধ করিলেন, ছোরা যথাস্থানে রক্ষিত করিলেন এবং দ্বার-সন্নিধানে গমন করিয়া তাহা অর্গলবদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বদনের ঘর্ম্মবারি বিমুক্ত করিয়া এবং ললাটগত সুদীর্ঘ কেশরাশি পশ্চাতে সরাইয়া দুর্গস্বামী কল্যাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি কোমল স্বরে বলিলেন,—"দেবি! আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি? আমি সেই দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।" সুন্দরী নীরব। দুর্গস্বামী অপেক্ষাকৃত উত্তেজিতস্বরে আবার বলিতে লাগিলেন,—"যে ব্যক্তি তোমার প্রেমের অনুরোধে চিরশত্রুতা,—অবশ্যপালনীয় প্রতিহিংসার সঙ্কল্প হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছে, আমি সেই বিজয়সিংহ। যে ব্যক্তি তোমার জন্য তাহার পিতৃহন্তা, তাহার বংশের অবনতির কারণস্বরূপ পরম শত্রুকেও প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়াছে, সুন্দরি, আমি সেই বিজয়সিংহ।"

যোধসুন্দরী বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমার আত্মপরিচর্য্যাবিষয়ক আলাপে আমার কন্যার এক্ষণে কোনই আবশ্যক নাই। তোমার বিগত বাক্য শুনিয়াই আমার কন্যা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছে যে, তুমি তাহার পিতার ভয়ানক শত্রু।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"প্রার্থনা করিতেছি, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আমার প্রশ্নের উত্তর কল্যাণী দেবীর বদন হইতেই বিনির্গত হওয়া আবশ্যক। আবার বলিতেছি, কুমারি! যাহার নিকট তুমি পবিত্র সত্য-বন্ধনে বদ্ধ আছ এবং যে সত্য-বন্ধন তুমি এক্ষণে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছ, আমি সেই বিজয়সিংহ।"

কল্যাণীর শোণিত-শূন্য ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া অস্ফুট শব্দ হইল,—"মাতৃদেবীর জন্য।"

কিল্লাদারণী বলিলেন,—"কল্যাণী ঠিক কথা বলিয়াছে। এরূপ বিষয় জন্মদাতার পরামর্শেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক; আমি কল্যাণীর গর্ভধারিণী। আমিই অন্যায় বোধে, এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"কল্যাণী দেবি, তবে কি এই কথাই ঠিক? পরানুরোধে তুমি কি তোমার হৃদয়ের ইচ্ছা, তোমার প্রতিজ্ঞা, তোমার সত্যবন্ধন, উভয় পক্ষের এত প্রেম, সকলই ভুলিতে উদ্যত হইয়াছ?"

কল্যাণী নীরব। আবার দুর্গস্বামী বলিতে লাগিলেন,—"শুন তবে, তোমার জন্য আমি কত ত্যাগস্বীকার করিয়াছি। আমার সুপ্রতিষ্ঠিত বংশ গৌরব, আমার অকৃত্রিম সুহৃদগণের বিশেষ অনুরোধ, কিছুই আমার স্থিরপ্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। জ্ঞানের যুক্তি বা ভ্রান্ত সংস্কারের শাসন, কিছুই আমার দৃঢ়তা শিথিল করিতে পারে নাই। প্রকৃতই মৃত ব্যক্তির আত্মা আমাকে সাবধান করিতে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও আমি কর্ণপাত করি নাই। স্বীয় সত্য-ভঙ্গ করিয়া, এরূপ সত্যনিষ্ঠ হৃদয়কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে তোমার কি প্রবৃত্তি হইবে?"

কিল্লাদারণী বলিলেন,—"দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ, তুমি আমার কন্যাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছ, সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলে। তুমি দেখিতেছ—আমার কন্যা তোমার

প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। অতএব আমাকেই তোমার প্রশ্নের যথাবিহিত সদুত্তর দিতে হইতেছে। তুমি জানিতে ইচ্ছা কর, কল্যাণী স্বেচ্ছায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন কি না। তোমারই হস্তে কল্যাণীর স্বহস্ত-লিখিত প্রতিজ্ঞার অন্যথাসূচক পত্র রহিয়াছে। তুমি যদি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই পত্র দেখ। কল্যাণী, সর্ব্বসমক্ষে বুঝিয়া ও পাঠ করিয়াও এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহা বাস্তব বীরবলের উদ্দেশ্যে লিখিত।"

দুর্গস্বামী পত্রিকা পাঠ করিয়া দেখিলেন, কল্যাণী বীরবলের সহিত বিবাহের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। একবার সন্দেহ হইল, হয় ত স্বাক্ষর কল্যাণীর না হইবে; কিন্তু কল্যাণীর সম্মুখস্থ লেখ্য সামগ্রী দেখিয়া এবং বিল্লাদারিণীর তৎসম্বন্ধীয় সমর্থনোক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, স্বাক্ষর প্রকৃতই কল্যাণীর কৃত। তিনি তখন সজীব প্রস্তরখণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। উগ্রস্বরে বলিলেন, "দেবি, বস্তুতঃই ইহা সকাট্য প্রমাণ। অতঃপর তিরস্কার বা ভর্ৎসনা-সূচক কোন বাক্যব্যয় করা সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন ও অনাবশ্যক।" তাহার পর কল্যাণীর স্বাক্ষরিত সেই প্রতিজ্ঞাপত্র ও সেই ভগ্নার্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা কল্যাণীর সমীপদেশে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"হে কুমারি, তোমার প্রথম প্রেম-বন্ধনের চিহ্ন সমস্ত গ্রহণ কর। ভরসা করি, তুমি আপাততঃ যে প্রেম-বন্ধনে লিপ্ত হইলে, তৎসম্বন্ধে প্রথনবারের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। এক্ষণে একটু কষ্টস্বীকার করিয়া, আমার এই অপাত্র-ন্যস্ত বিশ্বাসের—আমার এই ঘোর মূর্খতার পরিচায়ক প্রেম-চিহ্নগুলি প্রত্যর্পণ কর, ইহাই আমার অনুরোধ।"

কল্যাণী যেরূপভাবে দুর্গস্বামীর দিকে চাহিলেন, তাহাতে সে দৃষ্টিতে সংজ্ঞা আছে বলিয়া বোধ হইল না। তথাপি তাঁহার হস্ত যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে বার বার গলদেশের দিকে উত্থিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার কণ্ঠে যে প্রেম-নিদর্শন বিলম্বিত ছিল, তাহাই উন্মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কল্যাণীকে উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যসাধনে অশক্ত বুঝিয়া, বিল্লাদারিণী কন্যার কণ্ঠে যে ভগ্ন স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া লইলেন এবং নিতান্ত গর্ব্বিতভাবে সেই প্রেমের নিদর্শন দুর্গস্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। এই প্রেম-বন্ধনের নিদর্শন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দুর্গস্বামী কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

তখন তিনি আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—"এখন পর্য্যন্ত—এই বিপরীত কার্য্য-সাধনের সময় পর্য্যন্ত, এই চিহ্ন কল্যাণী হৃদয়ের উপর ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুযোগে কি কাজ?" তিনি অশ্রুসমাকুল নয়ন মার্জ্জন করিয়া এক বাতায়ন-সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ বাতায়ন-নিম্নে এক গভীর কূপ ছিল। দুর্গস্বামী সেই প্রেমচিহ্ন ঐ কূপ-বারিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"যাউক—যাউক, এই নিদর্শন চিরকাল লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করুক।" তাহার পর তিনি বিল্লাদারিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আর এক মুহূর্ত্তও আপনাদের [illegible] করিতে চাহি না। প্রার্থনা করি, আপনি আপনার কন্যার শান্তি ও সম্মান-বিনাশকারী এতাদৃশ চক্রান্ত ও জঘন্য ব্যবহার আর কখনও করিবেন না।" কল্যাণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বিল্লাদার-তনয়, আপনাকে আর আমার কিছুই বলিবার নাই। ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, যেন আপনার এই ইচ্ছাকৃত ভয়ানক প্রতারণা হেতু লোকে আপনাকে সৃষ্টির অন্যতম বিস্ময়কর সামগ্রী বলিয়া মনে করে।" বাক্যসমাপ্তিমাত্র তিনি সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

দুর্গস্বামীর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎসম্ভাবনা দূর করিবার নিমিত্ত রঘুনাথ রায় শম্ভুসিংহ ও বীরবলকে দুর্গের অপর একদিকে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্গস্বামী বাহিরে আসিবামাত্র লোকনাথ তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বলিল,—"শম্ভুসিংহ জানিতে চাহেন, আপনার সহিত তিন চারি দিনের মধ্যে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহার বিশেষ আবশ্যক আছে।"

দুর্গস্বামী ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "তাঁহাকে বলিও, আমার সহিত শার্দ্দূলাবাসে সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

তিনি বাহিরে আসিবার উপক্রম করিলে শিবরাম তাঁহার সমীপস্থ হইয়া জানাইল যে, অচিরে

দুর্গস্বামীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বীরবল অভিপ্রায় করিয়াছেন।

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তোমার প্রভুকে বলিও, তাঁহার যখন ইচ্ছা, আমি তখনই তাঁহার সমর-সাধ মিটাইতে প্রস্তুত আছি।"

শিবরাম বলিল,—"কি, আমার প্রভু? ইহ জগতে আমার কেহই প্রভু নাই এবং আমাকে এমন কথা বলিয়া পার পাইয়া যায়, এমন লোকও নাই।"

"তবে নরকে যাও, সেখানে তোমার প্রভুকে দেখিতে পাইবে।" এই বলিয়া দুর্গস্বামী এমন সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন যে, সে গড়াইতে গড়াইতে একদূরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। তখন দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন অযোগ্য ব্যক্তির উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কাজ ভাল করি নাই।"

তাহার পর দুর্গস্বামী অশ্বারোহণ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। দুর্গের সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি একবার অশ্ব ফিরাইলেন এবং নির্নিমেষ-নয়নে একবার কমলা-দুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর অশ্ব আবার ফিরাইয়া তাহাকে কশাঘাত করিলেন এবং আসুরিক বেগে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের পর বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা কল্যাণীকে তাঁহার নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়া হইল। সমস্ত দিন কল্যাণী নিতান্ত উদাসভাবে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে তাঁহার সে ভাবের পরিবর্তন ঘটিল। তিনি কোন কোন কার্য্যে ও ব্যবহারে নিতান্ত প্রফুল্লচিত্ততা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই প্রফুল্লতার মধ্যে মধ্যে নিতান্ত বিষণ্ণতা ও নীরবতা উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্যে যাহাই মনে করুক, বুদ্ধিমতী কিল্লাদারণী এরূপ পরিবর্তন নিতান্ত অশুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি কবিরাজ আনয়ন করিয়া কল্যাণীর জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। কিন্তু বৈদ্যরাজ বিশেষ কোন অসুস্থতা বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং বিশেষ কোন ব্যবস্থাও হইল না। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। সে দিন প্রাতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কল্যাণী কোন কথাই বলিলেন না, এমন কি, সে ঘটনা তাঁহার মনে ছিল কি না সন্দেহ। কারণ, প্রায়ই তিনি স্বীয় গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া সেই প্রেম-নিদর্শন অন্বেষণ করিতে থাকিতেন, কিন্তু তাহা না পাইয়া হতাশভাবে বলিতে লাগিলেন,—"আমার জীবনগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে!"

কন্যার বিবাহ আর অধিককাল অসম্পন্ন রাখা কিল্লাদারণী অপরামর্শ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি বুঝিলেন, কন্যার এরূপ অনিচ্ছার বিষয় যদি বীরবল জানিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এ বিবাহে অস্বীকৃত হইবেন এবং সেরূপ হইলে শত্রুপক্ষ, বিশেষতঃ রামরাজা ও তদধীনস্থ ব্যক্তিগণ বড়ই উপহাস করিবে। রঘুনাথ রায়, শম্ভুসিংহ, বীরবল সকলেই যত শীঘ্র বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর শরীর ও মনের অবস্থা বীরবলের নিকট নিতান্ত কৌশল সহকারে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছিল এবং সেরূপ না করিলে সম্ভবতঃ এ পরিণয়-কার্য্য কখনই সংঘটিত হইত না। বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ সে দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহের দিন কল্যাণীর সজীবতা ও প্রফুল্লতা দেখিয়া অনেকেই অবাক হইতে লাগিল। কল্যাণী বালিকার ন্যায় সরলতা সহকারে তাঁহার নিমিত্ত যে নানা প্রকার মহামূল্য বসন-ভূষণ সমানীত হইয়াছিল, তৎসমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

নানাস্থানীয় জ্ঞাতি-কুটুম্ব বর্গে পরিপূর্ণ। লোকের কলকলায় চতুর্দ্দিক ধ্বনিত। খাদ্যদ্রব্যে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। জাঁকজমক ও সমৃদ্ধির সীমা নাই। এই জনতা ও কোলাহলের মধ্যে মুরারি নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মহানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কটিবন্ধে একখানি প্রকাণ্ড অসি বিলম্বিত দেখিয়া, একবার কিল্লাদার বলিলেন,—"এ কি মুরারি! তোমার নিজের তরবারি কোথায়? এ কাহার তরবারি লইয়াছ? যাহাকে যেমন মানায়, তাহার তেমনই পরিচ্ছদ ধারণ করা আবশ্যক। তুমি যে তরবারি বাঁধিয়াছ, উহা সংগ্রামসিংহের শোভা পাইত।"

মুরারি বলিল,—"কি করিব বাবা, আমার ভাল ছোট তরবারিখানি হারাইয়া গিয়াছে। কাজেই আমি দাদার তরবারি বাঁধিয়াছি।"

কিল্লাদার বলিলেন,—"যাহা হউক, তোমার দিদির কাছ-ছাড়া হইও না।"

মুরারি কল্যাণীকে বড়ই ভালবাসিত। সে বিনা বাক্যে দিদির সমীপাগত হইল এবং তাহার সহিত নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করিতে লাগিল। বিবাহের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে দৈবাৎ একবার কল্যাণীর হস্ত বালকের দেহে লাগিয়াছিল। মুরারি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বলিত যে, মানুষের হাত সেরূপ ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল হইতে সে আর কখন দেখে নাই।

যথাসময়ে যথারীতি বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। পাত্র ও পাত্রী নির্দ্দিষ্ট গৃহে মঙ্গলাচার সহ প্রবেশ করিলেন। দলে দলে দরিদ্র ভিক্ষুকগণ আশানুরূপ দান পাইল। চারিদিকে ভূরিভোজের আয়োজন। যাহার যেরূপ সাধ্য, সে সেইরূপ নানা উপচারে আহার করিল। নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি, হাস্য ও আনন্দের উচ্চরব, সমবেত নিমন্ত্রিত লোকের কোলাহল, নর্ত্তকীর নর্ত্তন, গায়কের গীত ইত্যাদি নানাবিধ আনন্দ-কলরবে ও উৎসব-ব্যাপারে আজি কমলাদুর্গ পরিপূরিত। কিল্লাদারণী সাহঙ্কারে হাসিতে হাসিতে লোকের সহিত আলাপ করিতেছেন এবং চারিদিকে ব্যস্ততা-সহ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা এই সমস্ত কোলাহল পরাভূত করিয়া এক বিকট হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। পুনরায় সেই আর্ত্তনাদ। তখন শম্ভু-সিংহ বাক্যব্যয় না করিয়া সন্নিহিত আলোকাধার হইতে এক দীপ হস্তে লইয়া পাত্র-পাত্রীর গৃহাভি-মুখে ধাবিত হইলেন। কিল্লাদার, কিল্লাদারণী ও আরও দুই এক ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিল। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দারুণ বিস্ময়-সমাকুল-চিত্তে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, শম্ভুসিংহ দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন, কিন্তু মানবের যন্ত্রণা-ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন উত্তর পাইলেন না। তখন আর কালব্যাজ অনাবশ্যক মনে করিয়া, তিনি বাহির হইতে কৌশল করিয়া অর্গল খুলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু দ্বার ঠেলিয়া বুঝি-লেন যে, তাহা ভূপতিত কোন পদার্থে বাধা পাইতেছে। যখন চেষ্টা করিয়া দ্বার খুলিতে পারিলেন, তখন দেখিলেন ভয়ানক দৃশ্য। দেখিলেন, বরের মৃতপ্রায় দেহ দ্বার-সমীপে পতিত এবং চতুর্দ্দিকে রক্ত-স্রোতঃ প্রবাহিত। উপস্থিত সকলেই ভীতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল। শম্ভুসিংহ অনুচ্চস্বরে মাতার কর্ণের নিকট বলিলেন,—"দেখিতেছ কি? কল্যাণী ইহাকে খুন করিয়াছে! এখন শীঘ্র তাহার সন্ধান কর।" তাহার পর তিনি তরবারি খুলিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আবশ্যকমত লোক ভিন্ন আর কাহাকেও এ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না।" যে কয়েক ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সযত্নে বীরবলের দেহ উঠাইয়া প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া আসিলেন। তথায় তাঁহার যথাবিহিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার আয়োজন হইতে লাগিল।

দিকে কিল্লাদারণী ও আত্মীয়গণ বহু অনু-সন্ধানেও কল্যাণীকে দেখিতে পাইলেন না। সে ঘরের অন্য দ্বার ছিল না। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, হয় ত কল্যাণী বাতায়ন দিয়া বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। সহসা তত্রত্য দর্পণিকার অন্ত-রালে শ্বেতবর্ণ পদার্থবিশেষ এক ব্যক্তির নয়ন-গোচর হইল। সকলে তথায় সমাগত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সেই স্থানে মৃত্তিকার উপর কল্যাণী কুণ্ডলিতভাবে উপবিষ্টা। তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও শোণিত-লিপ্ত; চক্ষু উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ এবং উন্মাদের ন্যায় অস্থির। তিনি যখন বুঝিলেন যে, লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন তিনি বিকট মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন এবং সগর্ব্বে স্বীয় রুধির-রাগরঞ্জিত হস্ত প্রদর্শন করিয়া সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

বহু আয়াসে আত্মীয়জনেরা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেন। তাহার পর বিহিত সাব-ধানতা-সহকারে সকলে তাঁহাকে প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। দ্বারসমীপস্থ হইয়া তিনি একবার নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

অহঙ্কৃতভাবে বলিলেন,—"তবে রাঙ্গা কনের সাধ মিটিয়াছে ?" তাঁহাকে অন্য গৃহে লইয়া গিয়া যথাসম্ভব যত্ন ও চিকিৎসার আয়োজন করা হইল। কিল্লাদার ও তাঁহার পত্নীর যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের ভয়চকিত ব্যাকুলভাব, বরপক্ষীয়গণের কখন কাতর, কখন বা ক্রুদ্ধভাব ইত্যাদি নানা প্রকার বর্ণনাতীত ভাবে লোক সমূহের হৃদয় পরিপূর্ণ।

কে কাহার কথা শুনে, অথবা কে কাহাকে কি বলে, তাহার স্থিরতা নাই। অবশেষে চিকিৎসকের কথাই বলবান্ হইল। তিনি বলিলেন,—বীরবলের আঘাত কোন ক্রমেই সাংঘাতিক নহে। কিন্তু তাঁহাকে স্থিরভাবে না থাকিতে দিলে, অথবা সহসা স্থানান্তরিত করিলে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। ইতিপূর্ব্বে বীরবলের বন্ধুগণ, তাঁহাকে আর এ দুর্গে রাখা হইবে না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে মত না করিয়া কয়েক জন বীরবলের নিকট থাকিয়া অবশিষ্টেরা সেই রাত্রেই প্রস্থান করিলেন।

চিকিৎসকগণ কল্যাণীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। শেষ রাত্রে কল্যাণী মোহের অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। পরদিন রাত্রে তাঁহার চূড়ান্ত অবস্থা হইবে বলিয়া চিকিৎসকের অনুমান করিলেন। তাঁহাদের অনুমান যথার্থ হইল। পরদিন রাত্রে কল্যাণীর পুনর্ব্বার চৈতন্য হইল এবং তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়া মনে হইল, কিন্তু সহসা সেই কক্ষের প্রেম-নিদর্শন অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যেমন তিনি তথায় দৃষ্টার্পণ করিলেন, অমনই তাঁহার চিত্তে যেন অমঙ্গল পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠিল এবং ক্রমাগত সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা হইতে হইতে অবশেষে মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া দিল। তিনি এই শোচনীয় কাণ্ডের কোনই কারণ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইহসংসারে কল্যাণীর জীবলীলার অবসান হইয়া গেল!

এক জন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী এই সকল ব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে আসিলেন। উন্মাদাবস্থায় কিল্লাদারের কন্যা বিবাহ-রাত্রে অস্ত্র দ্বারা স্বামীকে আঘাত করিয়াছে এবং পরে আপনিও মরিয়া গিয়াছে। কর্ম্মচারী এতদ্ভিন্ন আর কোনও সন্ধান জানিতে পারিলেন না। মুরারি যে তরবারি বিবাহের দিন হারাইয়াছিল বলিয়া যে অন্য তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই তরবারি দ্বারাই এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় উক্ত তরবারি সেই প্রকোষ্ঠমধ্যেই পাওয়া গিয়াছিল।

বীরবলের বন্ধুগণ মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি আরোগ্য হইয়া উঠিলে, এতৎসম্বন্ধীয় সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যাইবে। তিনি আরোগ্য হইলেন, কিন্তু এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেই তিনি শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ দেখাইয়া বিবিধ উপকথনে বিরত থাকিতেন। তিনি সুন্দররূপ রোগমুক্ত হইলে, গাত্রোত্থান করিয়া, যে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার বিপৎকালে আশাতিরিক্ত উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন, "আপনাদের নিকটে আমি কৃতজ্ঞতা বদ্ধ। কিন্তু যে কথা স্মরণ করিলেও আমি আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অক্ষম। যদি কোন আত্মীয় লোক আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর কি বলিব, বুঝিব, আমার সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করা তাঁহার বাঞ্ছা নাই। যদি কোন পরম বন্ধু এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বুঝিব, আমার সহিত বিবাদ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। আমিও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিব।" এরূপ স্থিরসংকল্পমূলক কথার পর আর কে এ প্রসঙ্গ তাঁহার সমক্ষে উত্থাপন করিতে সাহসী হইবে? বন্ধুবান্ধবেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে এই ঘটনার পর হইতে বীরবলের জীবন অত্যন্ত বিষণ্ণ ও বিক্ষুব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই ব্যাপারের পর হইতে সাধ্যানুসারে চিরদিন কিল্লাদারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, শিবরামকে স্বীয় সংসর্গ হইতে অপসৃত করিয়া দিলেন। কথিত আছে, বীরবল ইহজীবনে আর কখনই এই ভয়ানক বিবাহের প্রসঙ্গ কোথাও উত্থাপন করেন নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে বিধিমত সৎকারার্থ কল্যাণীর দেহ শ্মশানস্থলে সমানীত হইল। যে দেহ একদা রূপের আধার, সজীবতা হেতু প্রফুল্লতাময় এবং সকলের

নয়নবিনোদক ও আনন্দনিকেতন ছিল, অদ্য তাহা শুষ্ক, শ্রী-হীন, প্রাণ-শূন্য। আত্মীয়গণের বিবেচনার দোষে হৃদয়-হীন অত্যাচারের পরুষ আঘাতে, অদ্য তাঁহার এই শোচনীয় দশা। এই হৃদয়-বিদারক শেষ কর্ত্তব্য-সমাপনার্থ শম্ভুসিংহ ও আর কয়েক জন অনুচর মাত্র সঙ্গে ছিলেন।

ধীরে ধীরে বিহিত কার্য্য সমূহ সম্পন্ন হইলে, নবীনার কুসুম-কোমল কায়া চিতায় স্থাপিত হইল। ধীরে ধীরে তাহাতে সর্ব্ব-সংহারক অগ্নি সংর্পিত হইল। দেখিতে দেখিতে বিষম চিতা ঘোর ঘটায় প্রজ্বলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীর ভূষণময় পবিত্র বপু ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া গেল। সে স্বর্ণ-কান্তির গঠন জগতীতল হইতে অনন্তকালের নিমিত্ত বিলীন হইল।

যখন এই অচিন্তনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছিল, তখন সেই শ্মশানক্ষেত্রের অনতিদূরে বৃক্ষ মূলে এক যুবা পুরুষ অজ্ঞানবৎ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার আয়ত লোচনযুগল স্থির, শূন্য দৃষ্টি শূন্যাভিমুখে লক্ষিত। বদন দারুণ বিষাদকালিমায় সমাচ্ছন্ন। অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া, সৎকারে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ কেহই এই ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে শম্ভুসিংহের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। তিনি সমভিব্যাহারী লোকদিগকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সেই যুবা পুরুষের নিকটস্থ হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার সম্মুখস্থ ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুর্গস্বামী বিজয়সিংহ।" তাঁহার কথার কোনই উত্তর পাইলেন না। তখন ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে আবার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই আমার সম্মুখস্থ ব্যক্তি আমার ভগ্নীহন্তা বিজয়সিংহ।"

নির্জীব ও ভগ্নস্বরে দুর্গস্বামী বলিলেন, "আপনি যে ব্যক্তির নাম করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্যক্তিই বটে।"

শম্ভুসিংহ বলিলেন,—"আপনার দ্বারা যে দুষ্কৃতি সংঘটিত হইয়াছে, তজ্জন্য যদি আপনার অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন, আমার নিকট কোন মতেই ক্ষমা নাই। আপনাকে আমি ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। কল্য প্রাতে শার্দ্দূলাবাসের পশ্চিম প্রদেশে বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ হইবে—ভুলিবেন না।"

চঞ্চলচিত্ত দুর্গস্বামী বলিলেন,—"এ উন্মত্তচিত্ত ব্যক্তিকে আর অধিক উত্তেজিত করিবেন না। যতক্ষণ সম্ভব, আপনি সুখে আপনার জীবনসম্ভোগ করুন এবং আমাকে উপায়ান্তর দ্বারা মৃত্যুকবলিত হইতে দিউন।"

শম্ভুসিংহ বলিলেন—"কদাচ তাহা হইবে না, আমার হস্তেই আপনার মরণ হইবে, না হয়, আপনি আমাকে বিনাশ করিয়া আমার বংশের সম্পূর্ণ পতন ঘটাইবেন, ইহাই আমার স্থিরসংকল্প। যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে জানিবেন, যে কিছু উপায় অবলম্বন করিলে আপনি উত্তেজিত হইবেন, আমি তৎসমস্তই করিব; আপনাকে বিবিধমতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে ক্রটি করিব না এবং অবশেষে এমনই করিয়া তুলিব যে, দুর্গস্বামীর নাম দেশমধ্যে মহা অপমানজনক ও ঘৃণাজনক হইয়া উঠিবে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"তাহা কখনই হইতে পারিবে না। যদিও যে বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমিই তাহার শেষ, তথাপি পূর্ব্বগত মহাত্মগণের অনুরোধে আমি সে নামে কখনই কলঙ্ক সংযুক্ত হইতে দিব না। আমি আপনার আহ্বানে স্বীকৃত হইলাম। যুদ্ধ একাকী হইবে, কি আর লোক থাকিবে?"

"একাকী আমরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সমাগত হইব এবং এক ব্যক্তিমাত্র সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিব।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"উত্তম কথা। কল্য প্রাতে যথাস্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

তিনি চলিয়া গেলেন। দিনমান তিনি কিরূপে অতিবাহিত করিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। গভীর রাত্রে তিনি শার্দ্দূলাবাসে উপস্থিত হইলেন এবং বৃদ্ধ কানাইকে জাগ্রত করিলেন। যে যেরূপ কারণে এবং যে যেরূপ ভাবে কল্যাণীর জীবনান্ত ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ কানাইয়ের কর্ণেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। এতদ্ধেতু দুর্গস্বামীর চিত্তের অবস্থা কিরূপ ভয়ানক হইবে, তাহা ভাবিয়া কানাই নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ছিল।

সমাগত দুর্গস্বামীর ভাব দেখিয়া কানাই আরও ভীত হইল। ভীত-কম্পিত কানাই দুর্গস্বামীকে কিছু

আহার করাইবার নিমিত্ত অনেক নিষ্ফল সাধনা করিল। সে চেষ্টায় হতাশ হইয়া, নিদ্রায় উপকার হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রস্তাব করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। অবশেষে বারংবার অনুরোধের পর দুর্গস্বামী ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, ইদানী' দুর্গস্বামীর অবস্থোন্নতি সহকারে যে প্রকোষ্ঠটি সজ্জীভূত হইয়াছিল, কানাই সেই প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে আলোক ধরিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। দ্বারসমীপস্থ হইয়া দুর্গস্বামী স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নিতান্ত উগ্রভাবে বলিলেন,—"এখানে কেন? যে দিন তাঁহারা এই দুর্গে আসিয়াছিলেন, সে দিন তিনি যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিলেন, আমাকে সেই প্রকোষ্ঠে লইয়া যাও

ভয়বিচলিতজ্ঞান কানাই মহোদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসিল,—"আজ্ঞে কে।"

"তিনি—কল্যাণী দেবী! আঃ! আমাকে পুনরায় তাঁহার নামোচ্চারণ করাইয়া প্রাণান্ত না করিলে কি তোমার সুখ হয় না?"

সেই গৃহের নিতান্ত অসংস্কৃত অবস্থা উল্লেখ করিয়া কানাই প্রভুকে নিবৃত্ত করিবে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু দুর্গস্বামীর মুখের নিতান্ত অধীর ও বিরক্ত ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না। কম্পিতহস্তে আলোক ধারণ করিয়া বৃদ্ধ নবীন প্রভুকে লইয়া সেই পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। আলোক ভূতলে রক্ষা করিয়া কানাই শয্যার আয়োজন করিতে উদ্যত হইল। তখন দুর্গস্বামী তাহাকে এরূপভাবে নিষ্ক্রান্ত হইতে আদেশ করিলেন যে, আর তাহার বিলম্ব করিতে সাহস হইল না কানাই প্রস্থান করিয়া রোদন ও ভগবৎ-সমীপে দুর্গস্বামীর মঙ্গলপ্রার্থনা করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে দুর্গস্বামীর দীর্ঘনিশ্বাস, যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি এবং বিজাতীয় মনস্তাপের প্রাবল্যে ভূপৃষ্ঠে পদাঘাতধ্বনি, চিন্তিত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত কানাইয়ের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। বুঝি বা উষা অদ্য দেখা দিবে না ভাবিয়া কানাই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু কালস্রোতঃ মানববুদ্ধিতে মন্থরগতি বা দ্রুত বলিয়াই অনুমিত হউক, উহা অবিরত অপ্রতিহত প্রবাহেই প্রবাহিত। ক্রমশঃ প্রভাত-সূর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কররাশি পূর্ব্বাকাশের নিম্নদেশে প্রকটিত হইল। উষার আলোক আবির্ভূত হইলে, কানাই দ্বারের একটি ছিদ্রমধ্য দিয়া দুর্গস্বামীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, দুর্গস্বামী কয়েকখানি অসি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। অসিসমূহের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতম অসি হস্তে লইয়া বলিলেন, 'এখানি ক্ষুদ্র—তাহাতে ক্ষতি কি ইহাতে তাহারই সুবিধা হইবে—হউক

প্রভুর অভিপ্রায় কি, তাহা কানাই বুঝিতে পারিল এবং এ সম্বন্ধে চেষ্টা যে সর্ব্বথা নিষ্ফল হইবে, তাহাও সে স্থির করিল। অবিলম্বে দুর্গস্বামী ব্যস্ততা সহ গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অশ্বশালায় গমন করিয়া স্বহস্তে অশ্বে পর্য্যাণ আরোপ করিতে লাগিলেন। সভয়ে কম্পিত কানাই প্রভুর সহায়তাকল্পে অগ্রসর হইল, কিন্তু তিনি ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। প্রভুগতপ্রাণ কানাইয়ের তৎকালে হৃদয়ের ভাব অবর্ণনীয়। দুর্গস্বামী অশ্বারোহণে উদ্যত হইলে, কানাই আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে বেগে প্রভুর সমীপাগত হইয়া তাঁহার পদনিম্নে পড়িয়া গেল এবং উভয় হস্তে তাঁহার চরণবেষ্টন করিয়া বলিল, "প্রভো! দুর্গস্বামিন্! এ বৃদ্ধ অনুগত সেবককে বধ করিতে ইচ্ছা হয় করুন। কিন্তু আপনি যে ভয়ানক কার্য্যের জন্য সজ্জিত হইয়াছেন, করিবেন না। আপনি আমার আরাধ্য প্রভু। আপনি দয়া করিয়া আর এক দিন অপেক্ষা করুন। কল্য রামরাজা আসিবেন, তিনি আসিলেই সকল বিষয়েরই প্রতীকার হইবে"

তখন দুর্গস্বামী সযত্নে স্বীয় পদ কানাইয়ের হস্তমুক্ত করিয়া বলিলেন,—"কানাই! ইহজগতে তোমার আর প্রভু নাই। কেন বৃদ্ধ, এই পতনোন্মুখ বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিতেছ?"

পুনরায় দুর্গস্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া গলদশ্রুলোচনে কানাই বলিল,—"যতক্ষণ দুর্গস্বামিবংশের বংশধর জীবিত আছেন, ততক্ষণ অবশ্যই আমার প্রভু আছেন আমি দাস বটে, আমি নূতন দাস নহি; আমি আপনার পিতৃদাস, আপনার পিতামহের দাস। এই বংশের সেবার জন্য আমার জন্ম, এই বংশের সেবাতেই আমার জীবন নিযুক্ত এবং এই বংশের সেবাতেই আমার

জীবন নিরাপদ হইবে। আপনি গৃহে থাকুন— সমস্তই ঠিক হইবে।"

দুর্গস্বামী বলিলেন,—"ঠিক! মূঢ়! ইহ-জীবনে আমার আর কিছুই ঠিক হইবে না। জীবন এক্ষণে ভারভূত। যত শীঘ্র এ জীবন যায়, ততই মঙ্গল।"

দুর্গস্বামী কানাইয়ের বাহুপাশ হইতে পদদ্বয় মুক্ত করিলেন এবং অশ্বারোহণ করিয়া বেগে অশ্ব চালিত করিলেন; তখনই আবার অশ্ব ফিরাইয়া, নিকট হইয়া স্নেহ সহকারে বলিলেন, - "কানাই, এই লও। তোমাকে আমি আমার সম্পত্তির অছি করিলাম।" আবার অশ্ব চালিত করিল।

মুদ্রাধারের প্রতি কানাই লক্ষ্যও করিল না। কোন্ দিকে প্রভু অশ্ব চালিত করিলেন, তাহাই দেখিতে কানাই ব্যগ্র হইল। দেখিল, দুর্গস্বামী দুর্গসীমান্তবর্তী বালুকাপ্রান্তরাভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন। তখনই সেই চারণের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়িল। এ বালুকাপ্রান্তর মরুভূমির অংশবিশেষ। কানাই থর-থর কাঁপিতে লাগিল এবং তদভিমুখে ধাবিত হইল।

প্রতিহিংসা দষ্টহৃদয় শম্ভুসিংহ বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে শত্রুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ব্যগ্রতার সহিত দুর্গাভিমুখে চাহিয়াছিলেন। এমন সময়ে বেগবান্ অশ্বারূঢ় দুর্গস্বামীর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। কিন্তু সহসা দুর্গস্বামীর সে মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেল, যেন সেই মূর্ত্তি সহসা বায়ুতে বিলীন হইল, অশ্ব অশ্বারোহীর কোনই নিদর্শন রহিল না। শম্ভুসিংহ, কোন অলৌকিক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন মনে করিয়া নয়ন-মার্জ্জনা করিলেন এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিপরীতপথাগত কানাই ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন উভয়ে অনুমান করিলেন যে, তত্রত্য বালুকাপুঞ্জে যে এক বিপুল গহ্বর ছিল, অসাবধান দুর্গস্বামী অশ্বসহ তাহাতেই নিপতিত ও বালুকারাশিতে আবৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার উষ্ণীষ উপরিস্থ একটি ভগ্ন পালকমাত্র তথায় পড়িয়া আছে—অন্য কোন প্রকার নিদর্শন নাই. সেই কিরীটাংশ কানাই যত্ন সহকারে বক্ষে স্থান করিল।

পিপলি গ্রামবাসী ও অন্যান্য নানা ব্যক্তি দুর্গস্বামীকে সন্ধান করিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিল, কিন্তু সে সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। তাহারা বালুকাস্তূপ সরাইতে না সরাইতে আবার নূতন বালুকাস্তূপ সে স্থান অধিকার করিতে লাগিল। এইরূপে তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। পরদিন রামরাজা শার্দ্দূলাবাদে আগমন করিয়া এই বিষাদকাহিনী অবগত হইলেন এবং নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইলেন। তিনি হতাশ ও ভগ্নহৃদয় হইয়া প্রস্থান করিলেন।

কানাইয়ের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার জীবন তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার আশা ভরসা ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার উদ্যম আকাঙ্ক্ষা নিবিয়া গেল। যে বিস্তৃত পাদপকে সে আশ্রয় করিয়াছিল, সে পাদপ আজি ভগ্ন হইল। কাতর, মর্ম্মাহত, সন্তপ্ত কানাই আহার ত্যাগ করিল, নিদ্রা ত্যাগ করিল, লোকের সহিত বাক্যালাপ ত্যাগ করিল এবং অনতিকালমধ্যে প্রভুপরায়ণ কানাই প্রভুর নাম স্মরণ করিতে করিতে ভব-রঙ্গভূমি হইতে অনন্তকালের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিল।

কিল্লাদারবংশও দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনায় প্রপীড়িত হইয়া অবসন্ন হইয়া আসিল। যুদ্ধবিশেষে শম্ভুসিংহ নিহত হইলেন। কিল্লাদার তাহার পরে কিছুদিনমাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মুরারি অবিবাহিত ও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইল। সকল বিপদ্ ও সকল অনিষ্টের মূলস্বরূপা কিল্লাদারণী কিন্তু সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। অন্তরে যাহাই হউক, বাহ্যতঃ তাঁহার ভাব অন্তিমকাল পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অহঙ্কার ও তেজে পূর্ণ ছিল। বিষাদ বা অনুতাপের যাতনা কখন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় না।

সম্পূর্ণ।

প্রতাপসিংহ

(উপন্যাস)

উৎসর্গ-পত্র

৺রামকুমার বিদ্যালঙ্কার

পিতামহ-দেবের স্বর্গীয় চরণোদ্দেশে

এই গ্রন্থ

ভক্তিময়ী স্মৃতির নিদর্শন-স্বরূপে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

সমর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন

প্রতাপসিংহ উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। ইহা প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠিত "বান্ধব" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "বান্ধবে" বর্ত্তমান উপন্যাসের যে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়, মনে করিয়াছিলাম, সেই স্থলেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিয়া দিব। কিন্তু পুস্তকাকারে মুদ্রণ-কালে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই স্থলে গ্রন্থের অবসান হইলে, যে ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ত্তমান গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, পাঠকের সমক্ষে তাহার পূর্ণচিত্র উপস্থাপিত করা হয় না এবং প্রাসঙ্গিক উপন্যাসও নানারূপে অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। এই সকল ত্রুটি পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে "বান্ধবে" প্রকাশিত অংশের পর অধুনা আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল।

যে মহাত্মার মহান্ চরিত্র অবলম্বনে বর্ত্তমান উপন্যাস লিখিত, তাঁহার জীবনী ও কার্য্যকলাপ যেরূপ অমানুষী ব্যাপারসমূহে পরিপূর্ণ, তাহার যথোপযুক্ত বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। আমার দ্বারা তাহা যে কথঞ্চিৎপরিমাণেও সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ প্রগল্ভ বিশ্বাসকে আমি ভ্রমেও মনে স্থান দিই না।

গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ নানা ঐতিহাসিক ব্যাপারের অবতারণা করা হইয়াছে এবং তৎসমস্তের সমবায়ে ইহা উপন্যাস না হইয়া অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে পরিণত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ উপন্যাস-পাঠকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বলা বাহুল্য, ভারত-হিতৈষী মহাত্মা টড্ প্রণীত রাজস্থান নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থই আমার প্রধান অবলম্বন। ইতি, কলিকাতা বৈশাখ ১৩০১।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

প্রতাপসিংহ

-:*:-

প্রথম পরিচ্ছেদ

শত্রু না মিত্র ?

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর সময়ে মিবারের অন্তর্গত উদয়পুর নগর-সন্নিহিত শৈল-শিরে এক জন অশ্বারোহী যুবক ভ্রমণ করিতেছেন দৃষ্ট হইল। সে স্থান তৎকালে যার পর-নাই ভয়সঙ্কুল হইলেও নিতান্ত অপ্রীতিকর নহে। চতুর্দ্দিকে অর্ব্বলী-শৈল-মালা, মেঘের পর মেঘ, তৎপরে আবার মেঘ—এবংবিধ পরম্পরাগত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী শৈলাঙ্গ বিধৌত করিয়া কুলু কুলু শব্দে প্রধাবিত হইতেছে। কোথাও বা একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখা সহ দণ্ডায়মান আছে; দূর হইতে তাহাও যেন পর্ব্বতচূড়া বলিয়া ভ্রম হইতেছে। স্থানে স্থানে দুর্ভেদ্য অরণ্য। বৃক্ষপত্রের শাঁ শাঁ শব্দ, নির্ঝরিণীর কুলু কুলু ধ্বনি, ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত চীৎকার, অশ্বপদাঘাতজনিত অত্যুচ্চ শব্দ, দলিতশুষ্কপত্রের মর্ম্মরধ্বনি প্রভৃতি সমবেত হইয়া তথায় যুগপৎ ভীতি ও প্রীতিপদ ঐক্যতান সমুৎপাদন করিতেছে।

অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ-প্রস্তরময় পর্ব্বত, ঘনারণ্য ও রজনীর অন্ধকার, এই তিন একত্র হওয়ায় সে স্থান এতাদৃশ তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, সন্নিহিত পদার্থও লক্ষ্য হওয়া অসম্ভব।

অশ্বারোহীর বেশ রাজপুত যোদ্ধার ন্যায়। তাঁহার মূর্ত্তি বীরত্বব্যঞ্জক। দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুর্গম গিরি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নির্ঝরিণী পদে পদে অশ্বারোহীর গতিরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু মিবারের প্রত্যেক স্থানই যেন অশ্বারোহী ও তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্বের সুপরিচিত। তিনি সেই সমস্ত ভয়াবহ স্থানে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সহসা একটি তীর শন্ শন্ শব্দে তাঁহার নিকট দিয়া চলিয়া গেল। তিনি অশ্ববল্গা সংযত করিলেন; অশ্ব কর্ণ উচ্চ করিল। তৎক্ষণাৎ আর একটি তীর তাঁহার কবচে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। অশ্বারোহী বুঝিলেন, শত্রু অতি নিকট। দূরে অশ্ব-পদধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল; অনতিবিলম্বে অপর এক অশ্বারোহী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে প্রচণ্ড বর্শাঘাতে রাজপুত যোদ্ধার বাম-হস্ত বিদ্ধ করিল। তখন রাজপুত-বীর কহিলেন,—"যদি তুমি মিবারের মিত্র হও, তবে আমার বধ-চেষ্টা ত্যাগ কর,—আমার সহিত তোমার শত্রুতা হইতে পারে না। আর যদি তুমি মিবারের শত্রু হও, তবে আইস,—অমরসিংহের হস্ত হইতে তোমার কদাচ নিস্তার নাই।"

আক্রমণকারী উত্তর না দিয়া, অসির দ্বারা রাজপুতকে আঘাত করিল। অমরসিংহ বিদ্যুদ্বেগে অসি নিষ্কোষিত করিয়া বিপক্ষকে বেগে আঘাত করিলেন। অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির হইল না, উভয়েরই আক্রমণ ব্যর্থ হইতে লাগিল, অবশেষে অমরসিংহের জয় হইল; তিনি স্বীয় বর্শা বিপক্ষের বক্ষোমধ্যে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। সে চীৎকার সহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হস্ত দ্বারা মৃতের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং বুঝিলেন যে, সে ব্যক্তি যবন। কহিলেন, "দুরাত্মন্! যত দিন যাবতীয় যবন এই দশা না পাইতেছে, তত দিন ভারতের উন্নতির আশা নাই।"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ ততক্ষণ নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন; সুতরাং বামহস্তে যে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে আঘাত-জনিত যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল এবং বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষত-মুখ হইতে দরদরিতধারায় রুধির প্রবাহিত হইতেছে। অশ্বে কশাঘাত

করিলেন। বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতে চলিতে একটি নদীতীরে উপস্থিত হইল। অমরসিংহ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নদীজলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান বদ্ধ করিলেন। পরে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, তীরস্থিত এক খণ্ড সুবিস্তৃত উপল-পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন এবং রাত্রিশেষে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

শোভাময়ী জ্যোৎস্না তখন বিশ্বের স্বতন্ত্রবিধ রমণীয়তা সংবিধান করিয়াছে। রাত্রি তিন প্রহর, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, ঘোর, অলস। সম্মুখে ক্ষুদ্র বুনাস্ নদী নীরবে স্বীয় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছে; পার্শ্বে ও পশ্চাতে অর্ব্বলীমালা উন্নতমস্তকে বসুধা পরিদর্শন করিতেছে; অদূরে নাথদ্বার নগরের সৌধচূড়া, মন্দির, ধ্বজা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। সকলই নিস্তব্ধ, সকলই শান্ত। আকাশে চন্দ্র-তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। চন্দ্রকিরণ নদী-নীরে, গিরি-চূড়ায়, সৌধশিখরে প্রতিবিম্বিত হইয়া জলন্তবৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ সময়ে অমরসিংহ নাথদ্বার নগরসন্নিধানে বুনাস্ নদীতীরে পাষণখণ্ডে উপবেশন করিয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ-ভাবনায় নিবিষ্ট হইলেন।

রাত্রি আরও এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ঊষার স্বভাবশীতল বায়ু নদীনীর-সংস্পর্শ হেতু সমধিক শীতল হইয়া অমরসিংহের গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি সেই শিলাখণ্ডের উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রভুভক্ত অশ্ব সন্নিহিত প্রান্তরে স্বীয় আহার্য্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোর পরিশ্রমজনিত ক্লেশে অমরসিংহ গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে সূর্য্যদেবের প্রতিবিম্ব প্রকটিত হইল। প্রাতঃকাল সমুপস্থিতপ্রায়। এমন সময়ে সহসা অমরসিংহ জাগরিত হইলেন। তিনি নিদ্রাভঙ্গ সহকারে দেখিলেন, চমৎকার!—একটি পরমা সুন্দরী কিশোরী কামিনী কোন লতিকাগ্র স্বীয় সুকোমল হস্তে দলিত করিয়া, তাহার রস তাঁহার ক্ষত-মুখে ধীরে ধীরে প্রদান করিতেছেন। অমরসিংহ বিস্মিত, অবাক্ এবং মোহিত। আরও বিস্ময়ের কারণ, কিশোরীর যোদ্ধৃবেশ। সুন্দরী অমরসিংহের নিদ্রা-ভঙ্গ দেখিয়া, নিতান্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ সহকারে অবনত-মস্তকে দন্তে রসনা কাটিয়া, দুই পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে কহিলেন,—

"রাজপুত্র! আপনি আমার ব্যবহারে চমৎকৃত হইতেছেন? বীরের সেবা করা আমার স্বভাব;—আপনি রাজপুত-কুলের ভূষণ, রাজপুতজাতির লুপ্তপ্রায় আশার আধার।"

রাজপুত্র অমরসিংহ আরও চমৎকৃত হইলেন। রমণীর পরমরমণীয় সৌন্দর্য্য, বাক্য-কথনসময়ে তাঁহার মনোহর ভাব এবং কামিনীর—বিশেষতঃ চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কমনীয়া কামিনীর মুখে এবংবিধ স্বজাতি-প্রিয়তাসূচক কথা শ্রবণ করিয়া তিনি মোহিত হইলেন। তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলেন, কে বলে রাজপুতজাতির অধঃপতন হইয়াছে?

সুন্দরী পুনরায় কহিলেন,—"যুবরাজ! আমি এক্ষণে প্রস্থান করি।"

যুবরাজ অমরসিংহ এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার কথনোপযোগী ক্ষমতা হইল। তিনি কহিলেন,—"বীরসুন্দরি! আমি তোমার মোহিনী প্রকৃতি সন্দর্শনে বিমোহিত হইতেছি। আমি যদিও তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী নহি, তথাপি তোমার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সাক্ষ্য দিতেছে যে, তুমি রাজবারার কোন মহাবংশসম্ভূতা। তুমি কিরূপে রাত্রিশেষে এ বিজন প্রদেশে আসিলে?"

নবীনা লজ্জাসহ কহিলেন,—"এরূপ বিজন প্রদেশে আমার আগমন অন্যায় বলিয়া কি যুবরাজ বিরক্ত হইতেছেন?"

অমরসিংহ ব্যস্ততাসহ কহিলেন,—"না সুন্দরি, তাহা নহে। মনে করিও না যে, আমি ইহার উত্তর না পাইলে অসন্তুষ্ট হইব। উত্তর না দিলেও তোমার ব্যবহারে যে অপার আনন্দ জন্মিয়াছে, তাহার কণিকাও অপচিত হইবে না।"

সুন্দরী কহিলেন,—"রাজপুত্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, তাহা ব্যক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনি রাজপুতকুলপ্রদীপ— আপনি কাহারও নিকট অপরিচিত নহেন। কিন্তু আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা। প্রথম সাক্ষাতেই পুরুষের সহিত

আলাপ করা কুলকামিনীর পক্ষে ভাল কথা নহে।"

রাজপুত্র বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে আশঙ্কা করিও না। যাহার চিত্ত নিয়ত উচ্চচিন্তায় নিবিষ্ট, তাহার পক্ষে কিছুই দোষের কথা হইতে পারে না।"

কিশোরী ক্ষণকাল চিন্তার পর কহিলেন,—"আপনার পিশাচ স্বভাব পিতৃব্য,—যুবরাজ! বিরক্ত হইবেন না,—আপনার পিশাচ-স্বভাব পিতৃব্য সুক্তসিংহ আকবরের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি অধিকতর অনুগ্রহলাভ বাসনায় দুরাচার সম্রাটসমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, পঞ্চবিংশ দক্ষ সৈনিক সঙ্গে লইয়া মিবারের অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিবে এবং সুযোগমতে একে একে আপনাদিকে বিনষ্ট করিবে।"

রাজপুত উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। কহিলেন,—"এ সকল সংবাদ তোমায় কে জানাইল?"

"শুনুন্ যুবরাজ! কল্য রাত্রিতে গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু অট্টালিকার উপরে বসিয়া বায়ু-সেবন করিতেছিলাম। দেখিতে পাইলাম, অর্ব্বলী-পর্ব্বতোপরি এক স্থানে আলোক জ্বলিতেছে। কৌতূহল সহ দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, অগ্নিসমীপে কতকগুলি মনুষ্য বিচরণ করিতেছে। ভাবিলাম, রাত্রিকাল, অরণ্যস্থল; শত্রু ভিন্ন অন্য কে তথায় ভ্রমণ করিবে? আমি অলক্ষিতভাবে গৃহ-নিক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে উপনীত হইলাম। রাজপুত্র! আমাকে কুলকামিনী বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না, রমণী-দেহ অনর্থক বলিয়া মনে করিবেন না। আমি এই হস্তে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শত শত্রুকে বিমুখ করিতে পারি, বর্শা-ফলক-সাহায্যে শত যবন বিনষ্ট করিতে পারি, অসির আঘাতে অনেক ম্লেচ্ছ নিপাত করিতে পারি। আর যুবরাজ! আর আমি অবিচলিতচিত্তে শত্রু বধ-নিরতা থাকিয়া, রণভূমে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।"

বলিতে বলিতে বালিকার লোচনযুগল যেন বর্দ্ধিত হইল। রাজপুত্র আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন,—"এ রমণীর দ্বারা নিশ্চয়ই রাজবারা উপকৃত হইবে।" বীরবালা দক্ষিণ-হস্ত বিস্তৃত করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"নিকটস্থ কোন স্থানই আমার অপরিচিত নহে। জ্ঞানোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত অরণ্য ও গিরি-শিখরে আমি ইচ্ছামতে পরিভ্রমণ করিতে পাইয়াছি। সুতরাং উদ্দেশ্য স্থানে উপস্থিত হইতে আমার বিলম্ব হইল না। অন্তরাল হইতে শত্রুগণের সমস্ত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। আমি একাকিনী, শত্রু পঞ্চবিংশ জন। ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত কর্ত্তব্যচিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় অশ্ব-পদধ্বনি হওয়াতে সুক্তসিংহ এক সৈনিককে আজ্ঞা দিল, 'দেখিয়া আইস, অশ্বারোহী কে?' সৈনিক বহুবিলম্বে আসিয়া কহিল, 'বোধ হয়, অশ্বারোহী এক জন যোদ্ধা।' সে অশ্বারোহী আপনি। সুক্তসিংহের আজ্ঞাক্রমে এক জন অশ্বারোহী আপনাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা রাজপুত্রের অগোচর নাই।"

রাজপুত্র কহিলেন,—"তোমাকে কি বলিব, কি বলিয়া তোমার প্রশংসা করিব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি সাহস দেও, তাহা হইলেও একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

কিশোরী অবনত-মস্তকে ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন,—"যুবরাজ! আমার এতাদৃশ প্রগল্ভতা-জনিত অপরাধের তিরস্কারের জন্যই কি আপনি এমন সম্ভাষণ করিতেছেন? আমি সাহস দিলে আপনি আমাকে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এতদপেক্ষা আমাকে তিরস্কার করিবার অধিকতর সদুপায় আর দেখিতেছি না।"

যুবরাজ কহিলেন,—"সে কি কথা? তোমাকে তিরস্কার! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তুমি পুরস্ত্রী; যবনবধে তোমার এত আনন্দ কেন?"

কিশোরী কিয়ৎকাল মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"যুবরাজ! যবনবধে আমার আনন্দ কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? যবনবধে আমার আনন্দ হইবে না কেন? যাহারা মিবারের, যাহারা রাজপুতজাতির, যাহারা সমস্ত ভারতের প্রবল শত্রু, তাহারা কি আমার শত্রু নহে? রাজপুত্র! আমি কি মিবারের, রাজপুতজাতির, ভারতের কেহই নহি? আমি পুরস্ত্রী বলিয়া অত্যাচারীর অত্যাচার কি আমার হৃদয়ে আঘাত করে না? আর যুবরাজ!

পুরস্ত্রীরা কি মানবসমাজের অংশিনী নহে? তাহাদের দেহ কি রক্ত-মাংসে গঠিত নহে? তবে তাহাদের শত্রুনিপাতে প্রবৃত্তি হইবে না কেন? দেখুন যুবরাজ! আমরা মুসলমান-জাতির কি অনিষ্ট করিয়াছি? ধন-ধান্য-সুখ-পূর্ণ ভারত কবে কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছে? জগন্মান্য রাজপুত-জাতি তাহাদের কি ক্ষতি করিয়াছে? তবে কেন দুরাচারেরা অনর্থক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, আমাদের বিমল সুখ-সলিলে গরল ঢালিয়া দিতেছে? কেন তাহারা আমাদের সৌভাগ্য-শিরে অশনিক্ষেপ করিতেছে? যুবরাজ! কাহাদের দৌরাত্ম্যে এই মিবার জনশূন্য মরুভূমির ন্যায় হইয়াছে? কাহাদের দৌরাত্ম্যে অদ্য চিরসুখী রাজপুত-শিশু অন্নাভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে? কাহাদের ভয়ে জগদ্বিখ্যাত রাজপুতাঙ্গনাগণ পরম স্পৃহণীয় সতীত্ব-রত্নসংরক্ষার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে? দুরাচার, ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন, যবন-দস্যুরাই কি এই সমস্ত অশুভের মূল নহে? রাজপুত্র! সেই মহাশত্রুর বিনাশ-সাধনে আমার আনন্দ কেন জিজ্ঞাসিতেছেন?"

অমরসিংহ কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ভাবিলেন, "হৃদয়ের এতাদৃশ উদারতা আমারও নাই, তথাপি এই কুমারী এখনও বালিকা বলিলেই হয়। না জানি, আর দুই চারি বৎসর পরে আমার মত বয়স উপস্থিত হইলে এ কামিনী কি অসাধারণ ক্ষমতাশালিনী হইবে! এত রূপ, এত গুণ একাধারে থাকিতে পাবে, তাহা আমি জানিতাম না।" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"রাজপুত-রমণী-কুল-কমলিনি! আমি তোমার কথা শুনিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছি। ভরসা করি, যবন-যুদ্ধে তোমায় অগ্রণী দেখিব।"

রমণী করযোড়ে কহিলেন,—"রাজপুত্রের আশীর্ব্বাদ।"

"অতঃপর কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব?"

সুন্দরী একটু ভাবনার পর বলিলেন,—"সাক্ষাৎ —সাক্ষাতের কথা সময়ান্তরে বলিব।"

"তোমার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আপত্তি আছে কি?"

রমণী যেন কিছু উৎকণ্ঠিতা হইলেন। বলিলেন, -"সন্নিহিত নাথদ্বার নগরে আমার পিত্রালয়। আর পরিচয় উপযোগী সময় উপস্থিত হইলে বলিব।"

এমন সময়ে অদূরে অশ্ব-পদধ্বনি শুনিয়া উভয়ে সোৎসুকে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমরসিংহ কহিলেন,—"স্বর্গীয় জয়মলসিংহের পুত্র প্রিয়-সুহৃদ্ রতনসিংহ আসিতেছেন।"

তরুণী ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—"যুবরাজ! আমি প্রস্থান করি। উন্মাদিনীর প্রগল্‌ভতা ও অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

এই বলিতে বলিতে নবীনা প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসি, না প্রেম?

যখন রতনসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন, তখনও অমরসিংহ যে দিকে বীরনারী গমন করিয়াছেন, সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। রতনসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অমরের সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্তাপণ করিয়া কহিলেন, —"ভ্রাতঃ! যুদ্ধ বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি কি যুবতী সন্দর্শনসুখে পরিলিপ্ত হইলে?"

অমরসিংহ লজ্জিতভাবে কহিলেন,—"তাহা কি তোমার বিশ্বাস হয়? তুমি যাহাকে যুবতী মনে করিতেছ, সে একটি বালিকা মাত্র। আইস, এইখানে উপবেশন করিয়া যে কাহিনী বলি, তাহা শ্রবণ কর। শুনিলে তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইবে এবং নির্নিমেষলোচনে ঐ কামিনীর পরিগৃহীত পন্থা অবলোকন করিবে বা সমস্ত রাত্রি তাঁহারই আলোচনায় অতিবাহিত করিবে।"

রতনসিংহ সহাস্যে কহিলেন, -"রহস্য যাউক —ব্যাপার কি, বল দেখি।"

অমরসিংহ একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। রতনসিংহ সমস্ত অবগত হইয়া প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। উভয়ে বহুক্ষণ সেই সুন্দরীর বিষয় আলোচনা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন রতনসিংহ কহিলেন, "এরূপ স্থানে আর থাকা বিহিত নহে। শুক্তসিংহ অন্তরালে থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের বিনাশসাধনে চেষ্টিত

রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অসাবধানে থাকা ভাল নয়। চল, এখান হইতে প্রস্থান করি।"

অমরসিংহ অশ্ব আনয়ন করিলেন এবং রতনসিংহকে কহিলেন,—"তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় বা যাইবে ?"

রতনসিংহ কহিলেন,—"আমি কমলমীর হইতে আসিতেছি, সম্প্রতি রাজনগর যাইব। পূজ্যপাদ মহারাণার আজ্ঞা—রাজনগরের সামন্তকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সত্বর যুদ্ধ-সম্ভাবনা,—প্রতিক্ষণে বিপদ্। সামন্তের সহিত এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। তুমি যে কার্য্যে গিয়াছিলে, তাহার কি হইল ?"

"সফল।"

"অনেক ভরসা হইল।"

উভয়ে অশ্বারোহণ করিলেন। অমরসিংহ বিদায় হইয়া অশ্বচালনা করিলেন, এমন সময় রতনসিংহ কহিলেন,—"শুন অমর! পথ শত্রু-সমাচ্ছন্ন। আমি বলি, তুমি একাকী যাইও না। আইস, উভয়ে রাজনগর যাই—আবার একসঙ্গে ফিরিব।"

অমরসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার বুঝি ভয় লাগিয়াছে ?"

রতনসিংহ উত্তর না দিয়া স্বীয় অসি দেখাইলেন। আর বাক্যব্যয় না করিয়া উভয়ে স্বতন্ত্র দিকে প্রস্থান করিলেন।

এই অবকাশে এই যুবকদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি। অমরসিংহ মিবারের তদানীন্তন মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র। তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষের অধিক নহে। এই অল্পবয়সেই তিনি যোদ্ধৃত্ব, পাণ্ডিত্য, বিনয়, শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণহেতু সর্ব্বত্র সমাদৃত।

রতনসিংহ প্রথিতনামা বেড্‌নোর রাজা স্বর্গীয় জয়মলসিংহের পুত্র। জয়মলসিংহের বীরত্ব, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণের সীমা ছিল না। বাদশাহ আক্‌বর স্বয়ং তাঁহার প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রতনের নিতান্ত বাল্যাবস্থায় জয়মলসিংহের কালপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যু-সময়ে তিনি পুত্রকে স্বীয় অধিনায়ক মহারাণা প্রতাপসিংহের হস্তে সমর্পণ করেন এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া যান। মহারাণা রতনসিংহকে পুত্রবৎ লালন-পালন ও যথাবিধানে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন।

রতন ও অমরসিংহ প্রায় সমবয়স্ক। তাঁহারা একত্র লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল।

রতনসিংহকে অনেকেই মহারাণার পুত্র বলিয়া জানিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক কথা।

আমরা এক্ষণে এই আখ্যায়িকা-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সার মর্ম্ম সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব ইচ্ছা করিতেছি। কোন কোন পাঠক উপন্যাস অথবা তদ্বৎ কৌতূহলোদ্দীপক পুস্তক-মধ্যে কিয়দংশ নীরস ঐতিহাসিক বিবরণ ও শ্রেণীবদ্ধ পরম্পরাগত ঘটনানিচয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দুর্ভাগা গ্রন্থকারকেও অনর্থক গ্রন্থ-কলেবর-পুষ্টি-কারক অকর্ম্মণ্য লেখক বলিয়া কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত করেন। এ সকল অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিয়া, আমরা অতঃপর এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। অনেকেই হয় ত আমরা এক্ষণে যে দুই একটি কথা বলিব ইচ্ছা করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা অনায়াসে এ পরিচ্ছেদ ত্যাগ করিতে পারেন। যাঁহারা এ সকল কথা জানেন না, তাঁহাদের সমীপে আমাদের সবিনয়ে অনুরোধ এই যে, যৎপরোনাস্তি নীরস হইলেও স্বদেশের ইতিহাসের মমতায় একবার এই কয় পৃষ্ঠার উপর নয়নপাত করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

দুর্দ্দান্ত যবনদিগের প্রতাপের নিকট একে একে ভারতের রাজন্যবর্গ ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া চির-গৌরব-শূন্য হইতে লাগিলেন। যখন সুবিচক্ষণ সম্রাট্ আক্‌বর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, সে সময়ে হিন্দুজাতির ভরসাস্বরূপ রাজপুত-রাজগণের অধিকাংশই ক্রমে মোগলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া

অধীনতাস্বীকার করিলেন। কেহ বা বিবাহ-বন্ধনে, কেহ সন্ধি-সূত্রে, কেহ বা অনুগ্রহপাশে বদ্ধ হইয়া, যবনদিগের ঘোর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। যাঁহারা এইরূপে জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইয়া বলবন্তের আশ্রয়ে ধন-প্রাণ রক্ষা করেন, তন্মধ্যে অম্বরদেশাধিপ মহারাজ মানসিংহ, বিকানীরের কুমার পৃথ্বীরাজ ও মিবারের সুক্তসিংহের সহিত বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সংস্রব আছে। রাজপুত শ্রেষ্ঠ মিবারেশ্বরগণ ভ্রমেও কদাপি যবনের নিকট হীনতা স্বীকার করেন নাই। রাজ্য যায় যাউক, ধনসম্পত্তি যায় যাউক, প্রাণ যায় যাউক, তথাপি কাহারও—বিশেষতঃ ভারতের চির-শত্রু ম্লেচ্ছ-যবনের দাসত্ব স্বীকার করিয়া পবিত্র ইক্ষ্বাকু-বংশ-সম্ভূত রাজপুতকুলে কলঙ্ক অর্পণ করিব না, বাপ্পা রাওয়ের বীর্য্যবন্ত সতেজ বংশধরগণ এই গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন। এই গর্ব্ব হেতু তাঁহাদিগকে অপরিমেয় ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, শোণিত দিয়া সমর-ক্ষেত্র ভাসাইতে হইয়াছিল, তথাপি কদাপি তাঁহাদিগের দৃঢ়তা বিচলিত বা চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মিবারের মহারাণা উদয়সিংহের সময় রাজধানী চিতোর নগর সম্রাট্ আকবরের হস্তগত হয়। চিতোর-রক্ষার্থ যুদ্ধে রাজপুত বীরগণ ও রাজপুত-রমণী-মণ্ডলী যে অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ করেন, তাহার তুলনা বোধ হয় অন্য কোন জাতির ইতিহাসমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পাঠকগণকে ইতিহাস হইতে সেই অসাধারণ ঘটনার বিবরণ অধ্যয়ন করিয়া হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিতে বার বার অনুরোধ করি। * উদয়সিংহ প্রকৃতপ্রস্তাবে সুদক্ষ নৃপতি ছিলেন না। আলস্য, শিথিলতা ও ভোগ-সুখোন্মত্ততা তাঁহার স্বভাবের অনপনেয় কলঙ্ক ছিল। এই জন্যই তাঁহার সময়ে ধন-জন-সহায়-শূন্য অধঃপতিত মিবারের সম্পূর্ণ অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয়।

উদয়সিংহ রাজধানী হীন হইয়া রাজ-পিপ্পলী নামক স্থানের দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গহণ করেন। চিতোর-ভ্রষ্ট হইবার পূর্ব্বে তিনি গৈরব নামক পর্ব্বতের উপত্যকা-সমীপে "উদয়সাগর" নামে এক হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন। অধুনা তিনি তৎসমীপে একটি ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন ও গিরিসন্নিহিত সমস্ত ভূভাগ অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ করিলেন। অবিলম্বে ধনবান্ প্রজাবর্গ এই স্থানে সৌধ মালা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এইরূপে সুবিখ্যাত উদয়পুর নগর সৃষ্ট হইল।

সংবৎ ১৬২৮ অব্দে উদয়সিংহের জীবলীলা সমাপ্ত হইল। প্রতাপসিংহ সেই রাজ্য-শূন্য, সম্পত্তি-শূন্য, শূন্য রাজোপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু প্রতাপসিংহ ধন-জন-শূন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন বলিয়া, তাঁহার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও শূন্য হয় নাই। ভারত হিন্দুশাসনাধীনে সংস্থাপিত করিব, চিতোর নগরে পুনরায় সূর্য্যবংশীয়দিগের জয়-ধ্বজা প্রোথিত করিব, এই আশায় উন্মত্ত হইয়া বীরবর প্রতাপসিংহ জীবন-তরণীকে দারুণ বিপৎ-সঙ্কুল সাগরে ভাসাইয়া দিলেন।

প্রতাপসিংহের হৃদয়ের অত্যুচ্চ ভাব বিবরিত করা অসাধ্য; তাহা অনুমান করাই কঠিন, প্রকাশ করা সর্ব্বথা অসম্ভব। চিতোরের মায়া প্রতাপের মনে এতই বলবতী ছিল যে, তিনি চিতোরের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া বিরলে বসিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেন। বাদশাহ চিতোর অধিকার করিয়া তাহার নিরুপম শোভা সমস্ত বিধ্বংসিত করিয়াছিলেন। রাজপুত-কবিগণ (চারণ) চিতোরের এই অবস্থা নিরাভরণা বিধবা পুরনারীর দশার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ এই চিন্তায় এতাদৃশ উন্মনা ও কাতর ছিলেন যে, যত দিন চিতোরের এই দারুণ দুর্দ্দশা অপনোদিত না হয়, তত দিনই তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গ সমস্ত ভোগ-বিলাস হইতে বঞ্চিত রহিবেন, এই নিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসনানুসারে তিনি ও তাঁহার স্বজনগণ স্বর্ণ-রৌপ্যনির্ম্মিত ভোজনপাত্রের পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্রে (পাতারিতে) আহার করিতেন, সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে তৃণ-শয্যায় শয়ন করিতেন, মৃতাশৌচের ন্যায় নখর-কেশাদি রাখিতেন এবং সমৃদ্ধির পুরোভাগে যে নাগারা বাদিত হইত, তাহা সেই নিরানন্দ ঘটনা নিরন্তর স্মৃতির সম্মুখে উপস্থিত রাখিবার

* Babu Hari Mohan Mukerjee's Edition at Tod's Annals and Antiqueities of Rajasthan. Vol I. Ch x, p p.252—254.

নিমিত্ত অতঃপর পশ্চাতে বাদিত হইত। চিতোরের পুনরভ্যুদয় বিধাতার বাসনা নহে,—তাহা হইল না। কিন্তু অদ্যাপি প্রতাপের বংশধরগণ সেই কঠিন আজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা অদ্যাপি ভোজন-পাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র পাতিত করেন, শয্যার নিম্নে তৃণ বিস্তৃত করেন, কখনই সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করেন না এবং নাগারা অদ্যাপি পশ্চাতে বাদিত হয়।

প্রতাপ এই ধনজনশূন্য রাজোপাধির উত্তরাধিকারী হইয়া দেখিলেন—শত্রু যেরূপ প্রবলপ্রতাপ এবং তাঁহার সহায়-সম্পত্তি যেরূপ হীন, তাহাতে সহসা তাঁহার অভ্যুদয়ের কোনই আশা নাই। মিবার ধন-ধান্যে যেরূপ পরিপূর্ণ এবং প্রকৃতির যেরূপ প্রিয়নিকেতন, তাহাতে ইহা চিরদিন রাজ্য-লোলুপ মোগলের মনে নিরতিশয় লোভ উদ্দীপ্ত করিবে। অতএব এক্ষণে অন্য চেষ্টা না করিয়া এবংবিধ উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, যাহাতে মিবার মরুভূমির বালুকার ন্যায় অসার ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি তদর্থে আজ্ঞা দিলেন যে, প্রজাগণ অতঃপর আর সমতল ভূমিতে, নগরে বা গ্রামে বাস করিতে পাইবেন না, সকলকেই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অরণ্য বা গিরিগহ্বরে বাস করিতে হইবে। প্রতাপের বাসনা ও আজ্ঞা বিচলিত হইবার নহে। প্রজাগণ স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে ঘনারণ্য ও গিরি-সঙ্কটে উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। সোনার মিবার জনহীন, শব্দহীন, পরিত্যক্ত ও শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া উঠিল; মিবারের নগর সমস্ত শার্দ্দূল, শৃগাল ও সর্পের আবাস হইল। শোভাময় ভবন সমস্ত শ্রীহীন, পতনোন্মুখ, নিরানন্দময় ও "বেচেরাগ" অর্থাৎ দীনহীন হইয়া উঠিল। মিবারের যেরূপ শোচনীয় দশা হইল, তাহাতে বিরোধী ভূপালের চক্ষে সে রাজ্যে কোনই লোভনীয় সামগ্রী রহিল না। যাঁহারা মিবারের প্রদেশপতি এবং যাঁহাদের আবাস দুর্গমধ্যে সংস্থিত, তাঁহারা কেবল এই কঠোর নিয়ম হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি লাভ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত দিবস দুর্গাভ্যন্তরে বাস করিয়া বিশেষ প্রয়োজন হইলে রাত্রিকালে বাহিরে আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। একতঃ এরূপ প্রদেশপতি ও দুর্গসম্পন্ন প্রজার সংখ্যা নিতান্ত অল্প, অপরতঃ তাঁহাদের পক্ষেও দিবা-ভ্রমণ নিষিদ্ধ। সুতরাং মিবারের নগরে, নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও মানব-কণ্ঠ-ধ্বনি শ্রবণ করা যাইত না।

স্বয়ং প্রতাপসিংহও স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া ঘনারণ্যমধ্যে বৃক্ষমূলে বাস করিতেন। তাঁহাদের সে অসহনীয় ক্লেশের কথা কি বলিব! সেরূপ অবক্তব্য যাতনা-সঙ্কুল রাজপদ অপেক্ষা ছিন্ন-কন্থা-ধারী ভিক্ষুকের অবস্থাও শ্রেয়ঃ! যুবরাজ অমরসিংহ সে সময় বালক।

এইরূপে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তথাপি রাজ্যের কোনই উন্নতি হইল না। মহারাণা দেখিলেন, নিরন্তর অরণ্যে বাস করিলে ও যবনদিগের আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিত থাকিলেও মিবারের সৌভাগ্যের পুনরাবির্ভাব হওয়া অসম্ভব। বলবিক্রমে স্বাধীনতা ও প্রভাববিস্তার করিতে পারিলেই উন্নতির সম্ভাবনা।

বনে বসিয়া তাহা কিরূপে হইবে? রাজধানীতে থাকিয়া বুক পাতিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তিনি তদর্থে কমলমীর নামক দুর্গসম্পন্ন নগর পুনঃসংস্কৃত করিয়া তথায় স্বজনগণসহ আসিয়া রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।

যে কয় জন প্রধান ব্যক্তি মহারাণাকে অবিচলিত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার উন্নতি ও অবনতির সহিত আপনাদের উন্নতি ও অবনতি মিশাইয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কুমার অমরসিংহ ও কুমার রতনসিংহ ব্যতীত আরও তিন জন বিশেষ প্রশংসার্হ। সে তিন জন শৈলম্বর-রাজ, দেবলবর-রাজ এবং ঝালা-রাজ। শৈলম্বর-রাজ মহারাণা প্রতাপ সিংহের সম-বয়স্ক। তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বন্ধন ব্যতীত আত্মীয়তার দৃঢ়-বন্ধন ছিল। দেবলবর-রাজ বৃদ্ধ। তাঁহার ধবল শ্মশ্রু ও ধীর কার্য্য জ্ঞানের পরিচায়ক। মিবারের যখন হীনদশা উপস্থিত হইল, তখন তিনি ধন-প্রাণ-রক্ষার্থে যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে তেজের অঙ্কুরও আছে, তাহারা সেরূপ হীনভাবে কত দিন থাকিতে পারে? ধন যায় যাউক, তথাপি মিবারের হিতার্থে জীবন ব্যয় করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া দেবলবর-রাজ পুনরায় আসিয়া মহারাণার নিকট সবিনয়ে ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঝালা-রাজ সর্ব্বদা মহারাণার সমীপে

অবস্থান করিতেছেন না বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে মহারাণার নিমিত্ত জীবন দিতে তিনি কিছুমাত্র কাতর ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন আর এক ব্যক্তি সতত মহারাণার সমস্ত পরামর্শে সংলিপ্ত থাকিতেন। তিনি মন্ত্রী—তাঁহার নাম ভবানীসহায় (ভামা সহ)। তাঁহার আকৃতি দেখিলে তাঁহাকে কুৎসিত বলিলেও বলা যাইত, কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে যে উদার হৃদয় দিয়াছিলেন, সেরূপ হৃদয় লইয়া মনুষ্যত্ব করা অল্প মানবের সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। মহারাণার প্রতি ভক্তি ও বংশের কল্যাণকর কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য। মন্ত্রণা তাঁহার সাধন হইলেও অসিধারণে অতি অপটু ছিলেন না।

প্রতাপসিংহ রাজ্যলাভ করিবার পাঁচ বৎসর পরের ঘটনা এই আখ্যায়িকায় স্থান পাইবে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চারণ

বৈকালে মহারাণা প্রতাপসিংহ, শৈলম্বর-রাজ ও মন্ত্রী ভবানী সহায় কমলমীর দুর্গে উপরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার এখনও বিলম্ব আছে। দূরে উদয়পুর নগরের সৌধশিরে ও মন্দির-ধ্বজায় স্বর্ণবর্ণ সৌর-কররাশি প্রতিভাত হইতেছে। ঘন-কৃষ্ণ মেঘ-মালার ন্যায় অর্ব্বলী পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া জগতের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে—মিবারের ভূত ঘটনাবলীর সাক্ষ্য দিতেছে। কারণ, তদপেক্ষা রাজবারার চঞ্চলা অদৃষ্টলিপির উৎকৃষ্টতর সাক্ষী আর কে আছে? অর্ব্বলী-হৃদয়ে রাজবারার কতই উন্মাদ-কাহিনী অঙ্কিত আছে! রাজবারার উৎকৃষ্ট শোণিত-বিন্দু সমস্ত অর্ব্বলীর স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে; অর্ব্বলী চিরকাল বক্ষ পাতিয়া রাজবারার প্রধানগণের পদ-চিহ্ন ধারণ করিয়াছে, অর্ব্বলীর গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে রাজবারার বীরকীর্ত্তির নিদর্শন আছে; অর্ব্বলী রাজবারার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের, সুখ ও দুঃখের জীবন্ত সাক্ষী।

মহারাণা প্রতাপসিংহ ও তাঁহার বন্ধুগণ বসিয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন। কি মনে হইল, সহসা উঠিয়া মহারাণা পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন: দৃষ্টি অতিদূরস্থ ছায়াবৎ চিতোর নগরের ভগ্ন-চূড় দেব-মন্দির, শ্রীভ্রষ্ট প্রাসাদ প্রভৃতি অবশেষ সমস্তে নিবদ্ধ হইল। তিনি এমনই উন্মনা হইয়া উঠিলেন যে, যেন দেখিতে লাগিলেন, বিগলিত-কুন্তলা শ্রীহীনা ভবানী কল্যাণী দেবী ভগ্ন-মন্দিরোপরে দাঁড়াইয়া, বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতেছেন। বহুক্ষণ এরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইলেন। সেই সময়ে এক জন পরিচারক নিবেদিল;—"অম্বাল নগরের চারণ দেবীসিংহ নিম্নে অপেক্ষা করিতেছেন।"

মহারাণা সকলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"তাঁহাকে এইখানে লইয়া আইস।"

অচিরে দেবীসিংহ উপস্থিত হইলেন। মহারাণা ও অপর সকলে তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দেবীসিংহ একে একে মহারাণা ও তদনুচরগণকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

দেবীসিংহের বয়স ষষ্টি অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার মস্তক বহ্বায়ত শ্বেত উষ্ণীষে সমাবৃত—উষ্ণীষের পার্শ্ব দিয়া কয়েক গুচ্ছ ধবল কেশ প্রকাশিত তাঁহার বদন শ্মশ্রু-বিহীন—গুম্ফ নির্ম্মল, শ্বেত ও উভয় পার্শ্বে বহু বিস্তৃত। ভ্রূ ও চক্ষুর লোম সমস্ত ধবল বেশ ধারণ করিয়াছে। দেবীসিংহের দেহ স্থূল শ্বেত পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন। পৃষ্ঠে একখানি তরবারি ও একখানি কিরীচ বিলম্বিত। দেবীসিংহের দেহ উন্নত, বদন চিন্তাযুক্ত, মূর্ত্তি গম্ভীর। বয়স যতই কেন হউক না, স্বাভাবিক শ্লথতা তাঁহাকে অধীন করিতে পারে নাই। দেবীসিংহ মহারাণাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"এক্ষণে কি স্থির করিয়াছেন?"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—"যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ করিব।"

দেবী—"উত্তম।"

ভবানীসহায় বলিলেন,—"কিন্তু কি ভরসা—আমাদের কি আছে?"

বৃদ্ধ দেবীসিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, তিনি কহিলেন,—"কাহার কি থাকে? আমাদের আমরা আছি। যদি না পারি, তবে এরূপ কলঙ্কিত জীবন বহিয়া থাকা অপেক্ষা মরণে ক্ষতি কি?"

মহারাণা বলিলেন,—"ঐ কথা। ভবানী জানেন, কেন এতদিন এ কলঙ্ক বহিলাম—ধিক্!"

দেবী। যত্নে কি না হয়? তেজ, উত্তম, ভরসা।

মহারাণা কহিলেন,—"দেব! আমার হৃদয় তেজ, উত্তম বা ভরসা-শূন্য নহে। আমি এখনও দেখিতেছি, ঐ চিতোরের ভগ্ন-চূড় মন্দির-মস্তক হইতে যেন শ্রীহীনা আলুলায়িতকুন্তলা কল্যাণী দেবী আমাকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, 'বৎস! মিবারের পুনরুদ্ধার তোমার দ্বারাই ঘটিবে।' মরি বাঁচি দেখিব, মিবার থাকে কি না?"

দেবলবর-রাজ বলিলেন,—"যদি আপনার দ্বারা না হয়, তবে আশা নাই।" দেবীসিংহের নয়ন আবার প্রদীপ্ত হইল। কহিলেন,—"মানব যাহা করিয়াছে, মানব তাহা কেন পারিবে না? মিবারের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলেও ইহার আশা আছে; এইরূপ ঘোরান্ধকারে মিবার বার বার সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, আবার সুখসূর্য্যের উদয়ে আলোকিত হইয়াছে। এবারও কেন তাহা না হইবে? যদি তাহা না হয়, তবে আমাদের হৃদয়ই নিন্দনীয়। হায়! পূর্ব্বে যে হৃদয় লইয়া রাজপুতগণ জগৎপূজিত ছিলেন, এক্ষণে আমাদের সে হৃদয় নাই, সে উত্তম নাই, সে অদম্য স্পৃহা নাই, সে উচ্চ আশা নাই; সুতরাং এক্ষণে আমাদের এই হীনতা, এই দুর্দ্দশা, এই অপমান!"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উন্মত্তভাবে গায়িতে লাগিলেন,—

"কোথায় সে দিন, মনের গরবে
হাসিত ভারত যে দিন সুখে?
কোথায় এখন স্বাধীনতা-ধন?
পর-নিপীড়ন, ভারত-বুকে।
হায়! হায়! হায়! এ কি হেরি আজি
কাঙ্গালিনী-বেশে রাজমাতা;
মলিন বসন, নাহিক ভূষণ,
শীর্ণ-কায় হায়! জীবন মৃতা।
কি গায়িব আজি? গায়িতে কি আছে?
সকলই লুটেছে যবনদল।
ভারত এখন শ্মশান সমান,
শুষ্ক মরুভূমি, যাতনা-স্থল।
ঐ যে চিতোর আলু-থালুবেশা,
কবরী বিহীনা নারীর মত,
ভূষণ-বিহীনা, শ্রী-হীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী রোদনে রত।
উহার এ দিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়া উঠে হে আকুল প্রাণ;—
সলিলে পবেশি, হলাহল খাই,
আছাড়িয়ে মাথা করি শত খান।"

মহারাণা উৎপৎস্যমান শোক-প্রবাহ প্রশান্ত করিবার নিমিত্ত বক্ষে হস্তদ্বয় চাপিয়া বার বার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন; চারণ দেবীসিংহ সংক্ষুব্ধ-স্বরে হস্তান্দোলন করিতে করিতে গায়িতে লাগিলেন,—

"ভাবিয়ে দেখ হে সে দিনের কথা,
যে দিন চিতোর স্বাধীন ছিল;
সেই শুভদিন মনে কর সবে,
যে দিন বাপ্পা জনম নিল।
ত্রিকুটের পদে নগেন্দ্র নগর
খেলিছে বালক বাপ্পা রায়;
বালক যখন তখন হইতে
যশের সৌরভ দিগন্তে ধায়।
সোলাঙ্কির বালা ঝুলুনি খেলিতে
ছয়শত সখী সঙ্গেতে লয়ে,
আম্র-উপবনে মনের আনন্দে
গিয়েছে হরষে যতেক মেয়ে।
ঝুলুনি খেলিবে নাহি তার দড়ি
ভাবিয়া আকুল, মরমে মরে;
গো-পাল লইয়া দরিদ্র বাপ্পা
ছিল সেই মাঠে, জীবিকা তরে।
হইয়া ব্যাকুলা নরেশ-নন্দিনী
বলিল তাহাকে দড়ির কথা।
বাপ্পা কহে 'তাহে কি ভয় তোমার?
দিতেছি দড়ি আনিয়া হেথা।
আগে হ'ক তবে বিবাহের খেলা,
ঝুল্ ঝুল্ খেলা খেলিও শেষে',
ভাবিয়া চিন্তিয়া বালিকার দল
ধরিল তাহার হাত হরষে!

কুমারীর বাস গোপালের বাসে
বাঁধিয়া দিলেক সকলে মিলে ;
পাক দিল সবে শাস্ত্রের বিধানে
আনন্দেতে আম্রগাছের মূলে।
হইল বিবাহ খেলার ছলে,
শুনিলা নরেশ দুদিন পরে, —
রাখাল বালক করেছে বিবাহ
রাজার দুহিতা গোপন ক'রে।

আজ্ঞা দিল রাজা বাঁধিতে বাপ্পায়,
শুনিয়া বালক ব্যাকুল ভয়ে ;
গিরির গুহায় পলাইয়া যায়,
ভীল দুই জন সঙ্গেতে লয়ে।

চিতোরের যত মোরী রাজা ছিল,
তারা আদরিল বাপ্পায় অতি ;
সামন্তের পদে অভিষেক তায়
করিল আদরে মোরীব পতি।

সমরে অটল, প্রবল-প্রতাপ
শাসিল বাপ্পা যবনগণে ;
গজনী নগরে বিজয়-কেতন
উড়াইল বীব তেজের সনে।

চিতোরের ছত্র ক্রমেতে শোভিল
বাপ্পার শিরে ছটার মত।
রাজ, উপরাজ, সামন্ত প্রধান
ভীতভাবে সব হইল নত।

হিন্দু-সূর্য্য আর 'রাজ-গুরুদেব'
হইল সে হ'তে বাপ্পার নাম।
ভবেশের দাস, দেবের চিহ্নিত,
অজর অমর, বিজয়-কাম।
সেই কাল হ'তে চিতোরের দ্বার
দেবাদেশে মুক্ত হইয়ে গেল ;
নাচিল অপ্সরা, গাইল কিন্নর,
প্রসূন বর্ষিল দেবের দল।"

দেবলবররাজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হায় ! কি দিনই গিয়াছে !"
দেবীসিংহ বলিলেন,—

আবার শুনুন,—

"কাগার সমরে দুরাত্মা যবন
নাশিল ভারত-বীরের দল।
হ'ল অন্ধকার, গেল গেল সব
ধরম-করম অতল-তল।
চিতোরের রাণা ধীর বীরবর
যোগীন্দ্র উপাধি সমর রায় (সিংহ)
ত্যজিল জীবন, কাগার সংগ্রামে,
করি বীরপণা—কহা না যায়।
পৃথা রাণী তাঁর, নবীন কুসুম,
চিতায় আরোহি জ্বলিয়া গেল।
দেশ ছারখার, শোণিতের ধার
প্রবলবেগেতে বাহিত হ'ল।
এই চিতোরের কি দশা তখন
স্মরণ কর হে ধীমান্‌গণ !
শিশু কর্ণ-হাতে রাজকার্য্য-ভার
রাণী কর্ম্মদেবী ব্যাকুল-মন।
কিতব কিঙ্কর কুতব আসিল,
হরিতে চিতোর স্বাধীনতায়।
স্মরিয়া মহেশ, দেবী কর্ম্মদেবী
দিলা গিয়া তেজে আটক তায়।
হইল সমর অম্বরের দেশে
কল্যাণীর মত যুঝিলা বামা ;
পরাজিত করি নিজ বাহুবলে
তাড়াইয়া দিলা কুতবে রামা।
সমস্ত ভারত ক্রমে ক্রমে হায় !
যবন-চরণে বিনত হ'ল ;
কেবল চিতোর কর্ম্মদেবী-তেজে
অটল-ভাবেতে স্বাধীন র'ল !
সে কথা স্মরিলে এখনও উল্লাসে,
নাচিয়া উঠে এ অবশ প্রাণ ;
হর্ষ, ঘৃণা, রাগ এ মৃত-হৃদয়ে
করে পুনরায় জীবন দান।
রমণীর মনে যে তেজ আছিল,
এখন কোথায় সে তেজ আর ?
গত যত বল, রোদন এখন
চিতোর-অদৃষ্টে হয়েছে সার।"
মহারাণা বলিলেন,—
"কেন মরি নাই ?"
দেবীসিংহ কহিলেন,—
"আর এক দিন—
আর এক দিন চিতোর-অদৃষ্টে
ঘটিল ঘটনা কাহিনী শুন।

চোহান-তনয়া পদ্মিনী সুন্দরী
অতুল ভুবনে সে রূপ-গুণ।
শোভার ভাণ্ডার পদ্মিনীর কথা,
জগত জুড়িয়া প্রচার হ'ল।
বাদশাহ আলা, শুনিয়া সে কথা,
হইয়া উঠিল যেন পাগল।
লম্পট দুরন্ত ত্যজি লাজ-ভয়
ভীমসিংহে কয় মনের কথা ;
'দেখিবারে চাই দর্পণেতে ছায়া
বারেক তোমার পদ্মিনী যথা।'
যে কাল-সমর উঠিল তাহাতে
স্মরিলে এখনো উপজে ভয়।
বালক বাদল, রাণা ভীমসিংহ
আর যোধ যত গণা না যায়.
যুঝিল অনেক, রহিল না বীর ;
বহিল শোণিত প্রবাহি নালা।
অদৃষ্টের গতি কে খণ্ডাতে পারে ?
জয়-পরাজয় বিধির খেলা !
হ'ল পরাজয় ; চক্রের গতিতে
চিতোর পড়িল যবন-করে।
প্রাসাদ-উপরে আছিলা পদ্মিনী
ব্যাকুলা সংবাদ পাবার তরে।
দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদল
শোণিতাক্ত-দেহে আসিল সেথা,
কহিলেক, 'মাতঃ ! কি দেখিছ আর ?
আমাদের আশা বিলুপ্ত হেথা।'
কহিলা পদ্মিনী 'বল্ রে বাছনি,
কিরূপ আছেন পিতৃব্য তব ?'
'কি বলিব দেবি ! শোণিত-শয্যায়
পাতিয়া গৌরবে নিহত শব.
অসভ্য যবন করি উপধান.
নাশি শত্রুরাশি, লভিয়ে মান.
ত্যজি এই দেহ ভীমসিংহ রায়,
অমর-লোকেতে লভিলা স্থান।'
কহিলা সুন্দরী, 'বল রে বাদল,
যুঝিলা কেমন প্রাণেশ মম ?'
কহিলা বাদল, যুড়ি দুই কর,
'দেখি নাই কভু তাঁহার সম।
এইমাত্র জানি, যশ-অপযশ
বিপক্ষ জনেরা ঘোষণা করে ;
ছিল না সমরে একটিও অরি
তাঁর যশাযশ প্রচার তরে।'
হাসি সুবদনী আশীষি বাদলে
বিদায় করিলা বিধবা রাণী।
পুরের ভিতরে রাণীর আদেশে
জ্বালিলেক চিতা, অনল আনি।
জ্বলিল অনল, ধিকি ধিকি ধিকি,
উজলিল তায় তাবত দেশ ;
একে একে একে আসিল তথায়
চিতোরের নারী পরিয়া বেশ।
নূতন বসন পরিয়ে তখন
দুলাইয়ে গলে জবার মালা,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ঘৃতের আহুতি
পূজিলা অনলে বীরের বালা।
সাঙ্গ হ'লে পূজা সঙ্গীত-প্রবাহে
বসুধা আকাশ প্লাবিত ক'রে,
অনলে বেষ্টিয়া, মহিলার দল
গাইতে লাগিল সমান স্বরে
নন্দন-কাননে দেবতার দল
শুনিলা সে গীত স্তব্ধভাবে।
ক্ষীরোদবাসিনী লক্ষ্মী সনাতনী
ব্যাকুল-হৃদয়ে পুছিলা তবে।
'কহ নারায়ণ ! কাঁদিছে অবনী,
পাতাল স্বরগ,—কিসের তরে ?
পশু পক্ষী যত নীরব নিচল,
কে যেন জীবন লয়েছে হ'রে।
বহিছে না বায়ু—চিরক্রীড়াশীল—
নড়িছে না পাতা, অচল সব।
মন্দাকিনী-বেগে শিথিল হয়েছে
নাহি কুলকুল গতির রব !
হাদে দেখ হোথা স্থাণুর ললাটে
ধক্-ধক্-ধক্ আগুন জ্বলে !
ছাড়িয়া স্বরগ, বসুধা ভেদিয়া
পশিতেছে যেন পাতাল-তলে।
পুনঃ দেখ দেখ নাচিছে মহেশ.
সঙ্গেতে জুটেছে ভৈরব কত !
নাগদল দেখ এলায়ে পড়েছে
জীবনবিহীন মরার মত।
হেথা এ কি নাথ ! দেবেশ-হৃদয়ে.
পড়েছে ঢলিয়া দেবেশের রাণী !

কবরী-বন্ধন খুলিয়ে গিয়াছে,
বাঙ্‌ময়ী শচী কহে না বাণী।
আরও চমৎকার দেখহ প্রাণেশ!
বসিয়ে আছেন শচীর পতি,
শচীর কারণে নহেন ব্যাকুল
আর কি আনন্দে বিভোর মতি।'
কহিলা তখন জগতের পতি—
'শুন মন দিয়া হৃদয়েশ্বরি!
রাখিতে সতীত্ব জাতীয় গৌরব,
অনলে পশিছে ভারত-নারী।
জগতের অতুল সতীত্ব-রতন
মহিমা তাহার তাহারা জানে,
রাখিতে সে ধন অটুট অক্ষয়,
পরাণ তাহারা সামান্য গণে।
বসুধা-ভিতরে আর্য্যনারী সম
রমণীরতন, নাহিক আর,
কীর্ত্তি তাহাদের দেবের বাঞ্ছিত,
মিলে না কোথাও তুলনা তার
সহস্র সহস্র রমণী-রতন
পশিছে চিতায় আনন্দ মনে
উপেক্ষি যৌবনে রূপের তরঙ্গ,
ভোগের আশায়,বিষয়, ধনে।
গাইছে তাহারা সমস্বরে গীত,
সে গীতের ধ্বনি পশিছে যথা,
পুণ্য, পবিত্রতা, ধর্ম্ম, স্বর্গ-সুখ
অতুল আনন্দ সিঞ্চিছে তথা।
স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, মানব,
সে গীতের ধ্বনি যাহার কানে,—
লভিছে প্রবেশ, হতেছে সে জন,
আনন্দে উন্মত্ত বিভোরে প্রাণে।
সে গীতের হেতু নাচিছে মহেশ,
এলায়ে পড়েছে শচীর দেহ,
স্তব্ধ মন্দাকিনী নিচল পাদপ,
আপনে আপনি নাহিক কেহ।
তুমি সুবদনি, শুন মন দিয়া
তোমারও আসিবে ঘুমের ঘোর,
আনন্দ-উন্মাদ ছাইবে অন্তর,
প্রেমেতে হইবে হৃদয় ভোর।'
হৃষীকেশ-বুকে রাখিয়া মস্তক
শুনিলা বিস্ময়ে কেশব-প্রাণ—

রাজপুতবালা অনলে বেষ্টিয়া
করতালি দিয়া গাইছে গান ;—*
'যাই যাই প্রাণনাথ! ত্যজি এ জীবন
অনলে কি ডরি, দেব! লভিতে চরণ?
জ্বলিতেছে অনল যাহা,
প্রিয় ব'লে মানি তাহা,
লয়ে যাবে আমাদের সৌর-নিকেতন,
সে সুখের বিনিময়ে কি ছার জীবন।
এমন সুদিন তবে
বল আর কবে হবে?
হাস আজি প্রাণ ভ'রে সহচরীগণ,
সুখে থাক বিভাবরে— শোক-বিনোদন।
বিলম্বে কি প্রয়োজন,
কর ত্বরা আয়োজন,
চল সবে করি গিয়া অনলে শয়ন
কুসুমিত সুকোমল শয্যায় যেমন!
শুন যবনের রব,
আসিছে ছুটিয়ে সব,
আসিতে আসিতে হই অনলে মগন,
জীবন যৌবন দেহ করুক গমন;
দেখে সেই ভস্মস্তূপ,
বুঝিবে যবন ভূপ,
জীবন্ত ধর্ম্মের ভাব উথলে যখন,
মানব অক্ষম হায়! রোধিতে তখন
সে পবিত্র ভস্মরাশি,
উড়িবেক দিশি দিশি,
করিবে মানব তেজে ধিক্কার প্রদান
যবনের বাসনার বিদ্রূপ বিধান!
ঢাল ঢাল হবি আর,
চন্দনকাষ্ঠের ভার,
পাবকে প্রবল কর মনের মতন,—
ঐ দেখ ডাকিছেন হৃদয়ের ধন!
ক্ষম অপরাধ নাথ,
এখনি তোমার সাথ,
মিলিয়া লভিব দেব! অক্ষয় জীবন,
সেবিব মনের সুখে কাঙ্ক্ষিত চরণ।

---

* প্রথমাবধি এই গীত রাগিণী লক্ষ্ণৌ ও তাল যৎ সংযোগে গেয়।

ঢাল ঢাল হবি আর,
চন্দনকাষ্ঠের ভার,
পাবকে প্রবল কর মনের মতন,—
নাচুক অনল-শিখা ভেদিয়া গগন।
বম্ বম্! হর হর হর!
ভূতনাথ! ভোলানাথ! বিপদ্‌ভঞ্জন!
রক্ষ রক্ষ অবলায় শ্রীমধুসূদন।' *
এত বলি সব মহিলা-মণ্ডলী
ঝাঁপ দিলা ক্রমে অগনিমাঝে—
ভুবনমোহিনী নবীনা কামিনী
আবরিয়া কায় মোহিনী সাজে।
সুকুমার ফুল রূপের লতিকা
অকালেতে হায় খসিয়ে প'ল,
পশিয়ে অনলে অনল-বরণা—
অনলে অনল মিশায়ে গেল!
শত শত শত স্বরগ-দুয়ার
তখনি আপনি খুলিয়ে গেল,
নন্দন হইতে সুরভির ভার
বহিয়ে আনিল মলয়ানিল।
মধুর বাতাসে পূরিল বসুধা
প্রেমের আনন্দে যাইল ভ'রে,
চেতনাচেতন জীব অগণন
ভাসিল আবেশে সুখের সরে।
শত শত শত অপ্সরী কিন্নরী
নামিল ভূতলে ধরিয়ে তান—
পরম যতনে মহিলার দলে
লইয়ে চলিল স্বরগ স্থান।
ভাতিল স্বরগ দ্বিগুণ বিভায়
যেমন তাঁহারা পশিলা তথা,
শত দিবাকর শতেক নন্দন,
শত কল্পতরু দেখাল সেথা।
স্বয়ং পিনাকী হয়ে অগ্রসর
আশীষিলা সুখে বামার দলে,
'ভূতলে অতুল তোমাদের যশ,
অমর তোমরা কীর্ত্তির বলে;
যত দিন ভবে চন্দ্র-সূর্য্য রবে,
রবে তত দিন এই সুনাম;
সুখে রহ সবে নিজ পতি-পাশে;
যাও সুলোচনে দীনেশ-ধাম।
গাইবে স্বরগ, গাইবে বসুধা,
জয় জয় জয় ভারতনারী,
ভূতলে অতুল তোমাদের পেয়ে
ধন্য হ'ল আজি জগৎপুরী।'
সুরভি কুসুম বিস্তারিয়া পথে
দাঁড়ায় দুপাশে অমরগণ,
মাঝখান দিয়া হাসিতে হাসিতে
আনন্দে চলিলা রমণীগণ।
যেথা দিয়া তাঁরা চলিতে লাগিলা
গাইতে লাগিলা অসুর-অরি,
'ভূতলে অতুল তোমরা লো সবে
জয় জয় জয় ভারত-নারী।'

মহারাণা প্রতাপসিংহের নয়নে আনন্দাশ্রু আবির্ভূত হইল। শৈলশ্বররাজ বলিলেন,—

"হায়! সেই মিবার!"

দেবীসিংহ আবার গাইতে লাগিলেন,—

"চলিলেক আলা লইতে চিতোর,
দেখিলেক তাহা শ্মশানস্থল,
শোণিতে শবেতে পূরিতা নগরী,
নিহত সমরে বীরের দল।
যে দিকে নয়ন ফিরাইলা আলা
পরিহাস তায় বারম্বার
করিতে লাগিল জনহীন পুর,
প্রাণহীন দেহ, শোণিত-ধার!
পশিল বাদশা প্রাসাদ-ভিতরে,
দেখিলা তখনও জ্বলিছে চিতা,
পুড়িছে যত মহিলামণ্ডলী
যবন-দৌরাত্ম্যে হইয়া ভীতা।
হু হু হু হু করি জ্বলিছে চিতা,
অনিলে ছুটিছে তাহার শিখা।
কাঁপিয়া উঠিল যবন-রাজন
এমন কখন হয় নি দেখা!
ছুটিতেছে শিখা এদিক্ ওদিক্
কভু বা আসিছে বাদশা-পাশে;
ভাবিল ভূপতি ধাইছে অনল
আমাকেই বুঝি গ্রহণ আশে।
সভয়ে যখন যবন-রাজন
দুই চারি পদ পিছায়ে গেল,

* এই গীত হামীর রাগ ও একতালা তাল সংযোগে গেয়।

স্থানের মাহাত্ম্যে পাষাণের হিয়া
আজিকে ভয়েতে আকুল হ'ল।
দেখিলেক যেন চিতার মাঝারে
পড়িয়া রয়েছে অমৃত দেহ;
সুকুমার কায় দহেনি অনলে;
গাইছে কেহ বা, হাসিছে কেহ!
তখন দেখিলা নাহি সেইরূপ,
পুরিয়াছে চিতা বিকৃত জীবনে!
জ্বালা-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া
ছুটাছুটি হায়! করিছে সবে!
পলাই পলাই ভাবিয়া ভূপতি
ফিরিয়া দেখিলা প্রাসাদপানে,
খল্ খল্ খল্ ভয়ানক হাসি
চারিদিক্ হ'তে পশিল কানে!
শূন্য নিকেতন মুক্ত গৃহদ্বার,
সে সব ভেদিয়া হাসির ধ্বনি,
কাঁপাইয়া দিল যবনের হিয়া
চাপিলা দুকান প্রমাদ গণি!
বিকট ধ্বনিতে কহিলা তখন,
'কি দেখিছ ভূপ! অদৃষ্টফেরে;'
চমকি উঠিল বিধর্ম্মী যবন
চাহিলা সভয়ে দিগ্ দিগন্তরে।
এ কি দেখ ভূপ? ভাবিয়াছ মনে
ক্ষমতা তোমার অটুট ধন,
বুঝিয়াছ মনে উৎপীড়ন-স্রোতে
ভাসিয়া যাবে ক্ষত্রিয়গণ!
ত্যজিবে সম্মান জাতীয় গৌরব,
আশ্রিত হইবে চরণে তব,
হিন্দু সীমন্তিনী সেবিকা করিয়া
সুখের সাগরে সাঁতার দিব।
না শুনে যদ্যপি হিন্দুরা এ কথা
অসি আছে হাতে কিসের তরে?
সমরে নাশিয়া অধীন করিয়া,
বাসনা মিটাব হৃদয় ভ'রে।
ভ্রান্ত ম্লেচ্ছরাজ! তোমার সিদ্ধান্ত
নিতান্ত অসার, এখন দেখ।
জ্ঞান উপার্জ্জন হয় না সহসা,
এখন নরেশ ঠেকিয়া শেখ।
কোথায় পদ্মিনী, নবীনা কামিনী,
যার কথা শুনে ক্ষেপিয়াছিলে?
যাহার কারণে শোণিতের স্রোতে
বসুধা প্লাবিত করিয়া দিলে?
কোথায় এখন, হে ইন্দ্রিয়-দাস!
পদ্মিনী সুন্দরী কোথায় গেল?
জলের আশায় ছুটাছুটি ক'রে
আগুনে আসিয়া পুড়িতে হলো!
দেখিছ যে চিতা, উহার অনলে
পুড়িয়া পদ্মিনী হইয়াছে ছাই,
তোমার যে সাধ লম্পট বর্ব্বর,
মিটিবার আর উপায় নাই।
ভেবেছিলে তুমি, হে অদূরদর্শী!
হইবে যবন চিতোররাজ;
প্রজাহীন দেশে, জনহীন স্থলে
কর এবে ভূপ রাজার কাজ।
পড়িয়া রয়েছে সকলি তোমার
সোনার চিতোর শ্মশানভূমি!
কি ভাবিয়া এলে, কি ফল ফলিল
কাঞ্চনে অঙ্গার লভিলে তুমি!
ভেবেছিলে মনে, সমরে পুরুষ
মরে যদি সব তাহে কি হানি?
সুন্দরী সকল জীবিতা রহিলে,
অতুল সম্পদ্ বলিয়া মানি।
যবন-ভূপাল! যবনের মত
বিচার বিধান করিয়াছিলে;
জানিতে না তুমি কুলের কামিনী
ত্যজে না সতীত্ব সংসার দিলে।
পুরুষের দেখ চিহ্ন প'ড়ে আছে,
যেথায় সেথায়, দেখিলে পাবে,—
রমণীর দল কোথায় গিয়াছে,
চিহ্ন তার আর নাহিক ভবে।
এমন যে দেশ, বিধর্ম্মী ভূপাল!
করিতে এসেছ তাহারে জয়!
অসির ভয়েতে নহে তাহা ভীত
জয় করা তাহা সুসাধ্য নয়।
ক্ষমতা তোমার নিতান্ত অসার
রাজপুতগণ অন্তরে গণে।
রাখিতে সম্মান অতি অকাতরে
ত্যাগ করে তারা জীবন-ধনে।
এ দেশে তোমার কোন নাহি আশা
অসি তব পুনঃ পিধানে লও,

যে দেশে মানব কৃপাণ দেখিলে
ভয়ে হয় জড়, তথায় যাও।
তাহারা এখনি কাতরে পড়িবে
আসিয়ে তোমার চরণ-তলে,
নারী দিবে তারা বাছিয়া বাছিয়া,
মানিবে তোমায় দেবতা ব'লে।'

আবার আবার হইল তখন
অতি ভয়ানক হাসির রোল;
আলা বাদশাহ হইয়া উঠিল
মন্ত্র-মুগ্ধপ্রায় শুনিয়া গোল।
চাহিয়া দেখিল এ দিক্ ও দিক্
নাহি কোনখানে একটি জন—
ভয়ে ভয়ে ভয়ে, পায়ে পায়ে পায়ে,
বাহিরে আসিল ব্যাকুল মন।

এইরূপে হায়! চিতোর নগর
যবন-পীড়নে বিনষ্ট হলো।
বহুকাল পরে হামির সুধীর
আবার তাহার জীবন দিলো।

শোভিল চিতোর স্বাধীন হইয়া
ভাসিল মানব সুখের নীরে;
হিন্দুর নিশান উড়িল আবার
চিতোর নগরে প্রাসাদ-শিরে।
কত কত কত হইল রাজন্,
ভুবনে অতুল তাঁদের যশ।
সাধি হিত কাজ, নাশি শত্রু-কুল
মানব-মণ্ডলী করিয়া বশ।

বলিতে হইলে সে সব কাহিনী
সপ্ত দিবানিশি বহিয়া যায়;
স্মরিলে তাঁদের নিরুপম কথা
অশ্রুবারি বক্ষ ভাসায়ে ধায়।
তাঁদের প্রভায় সমস্ত মিবার
হইয়া উঠিল উজ্জ্বলতর;
হাসিল ভারত মনের আনন্দে,
পাইয়া সে সব কুমারবর।
কিন্তু হায়—
কোথায় সে দিন মনের আনন্দে
হাসিত ভারত যে দিন সুখে?
কোথায় এখন স্বাধীনতা-ধন?
পর-নিপীড়ন, ভারত-বুকে।

ঐ যে চিতোর আলুথালুবেশা,
কবরী-বিহীনা, নারীর মত,
ভূষণ-বিহীনা শ্রীহীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী রোদনে রত।
উহার এ দিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়ে উঠে এ আকুল প্রাণ,
সলিলে প্রবেশি হলাহল খাই,
আছাড়িয়ে মাথা করি শত খান্।
ধিক্ উদয়সিংহে, তাঁহারই সময়ে
এ ঘোর—"

মহারাণা চারণের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"না—ও কথায় আর কাজ নাই।"

বহুক্ষণ অবনত-মস্তকে চিন্তা করিয়া মহারাণা অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, "উদয়সিংহ—উদয়সিংহ না জন্মিলে আজ কাহার সাধ্য মিবারের এ দুর্দ্দশা করে?"

শৈলম্বর-রাজ কহিলেন,—"সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; সায়ংকালীন উপাসনা করা হইল না।"

দেবীসিংহ ও দেবলবর-রাজ বলিলেন,—"বটেই ত, চলুন।"

একে একে সকলে দুর্গের ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই তুমি?

সময়ে সময়ে দুই একটি ঘটনা চিত্তকে এমনই আক্রমণ করে যে, কিছুতেই তাহা মন হইতে অন্তরিত করা যায় না। তাহা হৃদয়ের সহিত এমনই মিশিয়া যায় যে, কিছুতেই তাহার ছায়া বিলুপ্ত হয় না; শয়নে, স্বপ্নে, প্রতিকার্য্যে সেই ব্যাপার বিভিন্ন ভঙ্গীতে আসিয়া চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। নাথদ্বার নগর-সমীপে বুনাস্ নদী-তীরে সেই বীর-মদোন্মত্তা কিশোরীর নিরুপম মাধুরী ও তদীয় হৃদয়ের অসামান্য প্রশস্ততা অমরসিংহের চিত্তকে এরূপ উদ্বেলিত করিয়াছিল যে, এই কয়দিনমধ্যে তিনি সেই ব্যাপার একবারও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পিতৃপার্শ্বে, মাতৃ-সকাশে, শত্রুনিপাত-পরামর্শে সকল সময়েই

সেই ভুবনমোহিনীর আশ্চর্য্য সাহস, অপরিসীম স্বদেশানুরাগ ও অসামান্য সৌন্দর্য্য সজীব চিত্রের ন্যায় মানসচক্ষে সন্দর্শন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি অমরসিংহ দেশের অবস্থা-চিন্তনে উদাসীন ছিলেন? যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী—তজ্জন্য সতর্কতা বিধেয়—এ কথা শিশোদিয়াবংশাবতংস মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র সম্পূর্ণ জানিতেন এবং কি দিবা কি রাত্রি সততই তিনি সমরায়োজনে রত থাকিতেন।

রাত্রি এক প্রহর। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী বিশ্বভূমে অবতীর্ণা। বহুদূরে কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত গোগুণ্ডা-দুর্গ আকাশ পর্য্যন্ত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে; চন্দ্রালোকে দুর্গ যেন অর্ব্বলী-পর্ব্বতের শাখাবিশেষ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই সময়ে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব-পৃষ্ঠে গোগুণ্ডা-দুর্গে গমন করিতেছেন। এখনও দুই ক্রোশ যাইতে হইবে। বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতেছে। হঠাৎ পার্শ্বস্থ বনমধ্য হইতে বিকট চাৎকারধ্বনি উঠিল। অশ্ব উৎকর্ণ হইয়া পুচ্ছ আন্দোলন ও শব্দ করিল। অমরসিংহ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ব্যাপারটা কি, না জানিয়া অগ্রসর হইতেও ইচ্ছা হইল না। তখন পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল,—"আজি আর নিস্তার নাই। যদি জীবনের সাধ থাকে, তবে বাদশাহের দাসত্ব স্বীকার কর।"

অমরসিংহ অশ্ব ফিরাইলেন। দেখিলেন, চারি জন মুসলমান তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিতেছে। এক লম্ফে তাঁহার অশ্ব তাহাদের সম্মুখীন হইল। তাহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। তখন অমরসিংহ অসি দ্বারা পার্শ্বস্থ যবনকে আঘাত করিলেন; সে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল। তিন জন মুসলমান অসিহস্তে অমরসিংহকে আক্রমণ করিল। তিনি কাহাকেও আক্রমণ করিতে অবসর পাইলেন না; কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। যবনেরা মনে মনে তাঁহার শিক্ষার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। এরূপে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না ভাবিয়া তাহারা এককালে অনেকদূর পিছাইয়া গেল। অমরসিংহ সেই অবসরে ধনুক হইতে তীর ত্যাগ করিলেন; সে তীর এক জনের হস্ত বিদ্ধ করিল, সুতরাং সে অগ্রসর হইতে পারিল না। অপর দুই জন সবেগে আসিয়া এককালে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে আক্রমণ করিল। বিচিত্র শিক্ষার প্রভাবে তিনি তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। অমরসিংহ নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন, কিঞ্চিৎ দূরে না যাইলে জয়ের আশা নাই। ইঙ্গিতমাত্র অশ্ব বিংশতি হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। অমর তখন ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন। এক তীরের আঘাতে পূর্ব্বে যাহার হস্ত বিদ্ধ হইয়াছিল, এবার তাহার মুণ্ড বিদ্ধ হইয়া গেল। সে তখনই পঞ্চত্ব পাইল। তখন দুই জন শত্রু অবশিষ্ট রহিল। এক জন বেগে অগ্রসর হইয়া অমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আর এক জন দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই ব্যক্তি স্বয়ং মহাবেত খাঁ। নিয়ত অসিচালনায় অমরসিংহ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি বিশ্বময়ী ভবানীর চরণ স্মরণ করিয়া উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবেত অলক্ষিতভাবে অমরের পশ্চাতে আসিল। অমর আগতপ্রায় বিপদের কিছুই জানিতে পারিলেন না। তখন জগৎহিতপরায়ণা দেবমাতার দৈববাণীর ন্যায়, মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায়, আকুল সিন্ধু-নীর-নিমগ্ন ব্যক্তির আশ্রয়ের ন্যায় অতি দূর হইতে শব্দ হইল,—"রাজপুত্র, ফিরিয়া দাঁড়াও! সাবধান!"

নিমেষমধ্যে রাজপুত্র ফিরিয়া দেখিলেন,—জীবন গতপ্রায়—বিপক্ষের অসি উত্তোলিত। দুই জনেই তখন অমরকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সহসা একজন মুসলমান যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া অশ্বভ্রষ্ট হইয়া পড়িল ও গতাসু হইল। অমর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন,—"উহাকে কে মারিল?" কেবল মহাবেত জীবিত রহিলেন। আর যুদ্ধ করা সৎপরামর্শ নহে বিবেচনায় তিনি বিপরীত দিকে অশ্ব ফিরাইলেন। অমর ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন ও তাহার পশ্চাতে অশ্ব চালাইলেন। মহাবেত পলাইতে পলাইতে কহিলেন,—"ফিরিয়া যাও। তুমি আজ যে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ, তাহা বড় বড় বীরের পক্ষেও শ্লাঘার বিষয়! এই কয় মুসলমানের বীরত্বের কথা বাদশাহও অবগত আছেন। কিন্তু ভাবিও না, অমর! এ সৌভাগ্য প্রতিদিনই ঘটিবে! যবনের দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী বিধি-লিপি। আজি না হয় কালি ফলিবে।"

অমর বলিলেন,—"একবার আকবরকে আসিতে বলিও—বিধিলিপির অর্থ বুঝাইয়া দিব।"

অমরের অশ্বের ন্যায় মহাবেতের অশ্ব শ্রান্ত হয়

নাই। অতএব বেগে ছুটিতে লাগিল। অমরের অশ্ব তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না। তখন অমর হতাশ হইয়া অশ্ব ফিরাইলেন। মহাশ্বেত তখন বনান্তরালে অদৃশ্য হইল। শ্রান্তিপরিহারার্থে ক্ষণেক বসিবেন স্থির করিয়া অমর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সন্নিহিত বৃক্ষপার্শ্বে দেখিলেন—বর্শাধারিণী শ্বেতাম্বর-বিশোভিতা ভুবন-মোহিনী প্রতিমা। চন্দ্রালোকে রমণীর বদন দেখিতে পাইলেন। সবিস্ময়ে কহিলেন,—"সেই তুমি ?'

কিশোরী সম্মান সহকারে অমরসিংহকে প্রণাম করিলেন। অমর আবার কহিলেন,—"এতক্ষণে বুঝিলাম, অদ্য তোমারই উপদেশে প্রাণ পাইয়াছি, তোমারই বর্শায় এক জন যবন নিহত হইয়াছে। তোমার ঋণ ইহজন্মে শোধিতে পারিব না।"

সুন্দরী কহিলেন,—"সে কি কথা—আমি কি করিয়াছি ? যুবরাজ—"

যুবরাজ কহিলেন,—"তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের আশায় নিতান্ত ব্যাকুল ছিলাম। তোমার গুণগ্রাম যে কখন ভুলিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না।"

কিশোরী লজ্জায় বদন বিনত করিলেন। অমর-সিংহ আবার কহিলেন,—"তুমি আজি এখানে কেমন করিয়া আসিলে ?"

সুন্দরী হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমি কোথায় না থাকি ? আপনি এখন কোথায় যাইবেন ?"

অমরসিংহ বলিলেন,—"আমি গোগুণ্ডাদুর্গে যাইব।"

কিশোরী বলিলেন,—"আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন, একটু বিশ্রাম করুন,—পরে দুর্গে যাইবেন। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি।"

"এখনই যাইবে ? আমি তোমাকে কত কথা জিজ্ঞাসিব মনে করিতেছি। যাহার নিকট জীবন এত উপকারে বদ্ধ, তাহার সহিত নিতান্ত অপরি-চিতের ন্যায় অল্প সাক্ষাতে মন তৃপ্ত হয় না।"

যখন অমরসিংহ কথা কহিতেছিলেন, সুন্দরী তখন অতৃপ্ত-নয়নে তাঁহাকেই দেখিতেছিলেন। কথা সাঙ্গ করিয়া অমরসিংহ তাঁহার বদনের প্রতি চাহিলেন ; উভয়ের দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। তখন সুন্দরী ব্রীড়া সহকারে মস্তক বিনত করিলেন। অমরসিংহ আবার বলিলেন, "তোমার সহিত হয় ত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে না।"

সুন্দরী বর্শাগ্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে কহিলেন,—"এ অধীনার প্রতি কুমারের অসামান্য অনুগ্রহ। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু হয় ত—" যাহা বলিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া আবার বলিলেন,—"রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল, আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

যুবরাজ কহিলেন,—"কে জানে, আবার তোমার সহিত কবে সাক্ষাৎ হইবে ?"

সুন্দরী বলিলেন,—"সাক্ষাৎ সততই প্রার্থনীয় ; কিন্তু যুবরাজ, আমি কুলকামিনী—"

রাজপুত্র বলিলেন,—"পথ শত্রু-সমাচ্ছন্ন, অতএব চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।"

"আমি বিপরীত দিকে যাইব।"

"দুর্গে না গিয়া আমি তোমার সঙ্গে বিপরীত দিকেই যাইতেছি।"

কিশোরী অবনত-মস্তকে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে কুমারী ঊর্ম্মিলা কখন ভয়ে ভীতা হয় নাই।"

ধীরে ধীরে কুমারী ঊর্ম্মিলা অমরসিংহের নিকট হইতে চলিতে লাগিলেন। অবিলম্বে কিশোরী নেত্রপথের অতীত হইলেন। অমরসিংহ বহুক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন পরে দীর্ঘনিশ্বাস সহ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—"কুমারী ঊর্ম্মিলা কখনই মানবী নহেন।"

অমরসিংহ অশ্ব আনয়ন করিয়া আরোহণ করি-লেন। সেই গভীর রজনীতে সেই জনশূন্য অরণ্য-পথে বীরবর অমরসিংহ একাকী চলিলেন। বাহ্য-প্রকৃতি তখন তাঁহার অন্তরে আর স্থান পাইতেছে না। সংসার, যুদ্ধ, যবন, ধর্ম্ম, স্বদেশ সে সকল তখন তিনি ভুলিয়াছেন। একই বিষয়-চিন্তনে তখন তাঁহার অন্তর বিনিবিষ্ট। কুমারী ঊর্ম্মিলা সেই চিন্তার বিষয়। সেই দিন হইতে অমরসিংহের হৃদয়ে কি এক অননুভূত-পূর্ব্ব বিদ্যুদ্বেগ সঞ্চালিত হইল ; সেই দিন হইতে অমরসিংহ নিজচিত্তের উপর প্রভুতা হারাইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যুবক যুবতী।

বেলা সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর। ঘোর-সন্তপ্তা মেদিনী যেন চম্ চম্ করিতেছে প্রচণ্ড রবিকিরণ প্রজ্বলিত বহ্নিবৎ প্রতীত হইতেছে এইরূপ সময়ে কুমার রতনসিংহ দেবলবর নগরের রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মহারাণা বা তাঁহার অধীনগণ দেবলবর-রাজের সহিত সৌহার্দ্দ রাখেন নাই। নানা কারণে মহারাণা বৃদ্ধ দেবলবর-রাজের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার যাহাতে বিরাগ, তাঁহার অনুগতগণেরও তাহাতেই বিরাগ। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়াছে; মহারাণা এক্ষণে বৃদ্ধ রাজার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে সহচররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে আর কাহারও বিরাগভাজন নহেন। মহারাণার অপ্রীতি জন্মিবার পূর্ব্বে রতনসিংহ কখন কখন দেবলবরে আসিতেন; কিন্তু যে পাঁচ বৎসর মহারাণা বৃদ্ধের উপর বিরক্ত ছিলেন, সে কয় বৎসরের মধ্যে কাহার সাহস যে, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিবে। অদ্য পাঁচ বৎসর পরে রতনসিংহ আবার নগরের রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা কোথায়?"

দৌবারিক সবিনয়ে নিবেদিল, "তিনি গত তিন দিবসাবধি বাটী নাই,—কোথায়, আমরা জানি না।"

কুমার বলিলেন,—"তিনি আজ আসিবেন কথা ছিল। কেন আইসেন নাই, বুঝিতেছি না।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—"আমি আপাততঃ কিয়ৎকাল এখানে বিশ্রাম করিব।"

দৌবারিক বলিল,—"অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সহিত আসুন!"

কুমার রতনসিংহ ভবন-মধ্যে প্রবেশিলেন। দেবলবর-রাজের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে পরম সমাদরে সঙ্গে করিয়া একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে লইয়া গেলেন। সেই প্রকোষ্ঠে একখানি তৃণাচ্ছাদিত পালঙ্ক ছিল; রতনসিংহ তাহার উপর উপবেশন করিলেন। দুই জন ভৃত্য বায়ু-ব্যজন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কুমার সেই খট্টিকোপরি গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন। অপরাহ্নকালে কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যা উপস্থিতপ্রায়। আর এখানে অবস্থান করা বিধেয় নহে বিবেচনায় সত্বর মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া নিবেদন করিল, —"কুমারী যমুনাদেবী মহাশয়কে জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার পিতা দেবলবর-রাজ কার্য্যানুরোধে এখানে উপস্থিত নাই। মহাশয়ের পদার্পণে তাঁহাদের ভবন পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু মহাশয়ের সমুচিত অভ্যর্থনা তিনি কিছুই জানেন না। অতএব তাঁহার প্রার্থনা যে, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।"

কুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"কুমারী যমুনা এখন কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন।"

রতনসিংহ বলিলেন,—"কুমারীর সৌজন্যে আমি পরম প্রীত হইলাম; আমাদের আজিকালি কিরূপ অবস্থা, তাহা অবশ্যই দেবলবর-রাজ-তনয়ার অবিদিত নাই। আমি সেই জন্যই সম্প্রতি তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

দাসী প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে পুনরাগমন করিয়া নিবেদন করিল, "যুবরাজ। অদ্য সন্ধ্যা উপস্থিত; সুতরাং অন্ধকারে ও রাত্রিকালে গমনের কষ্ট হইবে। এ জন্য কুমারীর প্রার্থনা যে, পদার্পণে যাহাদিগকে পরমানন্দিত করিয়াছেন, আতিথ্যগ্রহণে তাহাদিগকে পবিত্র করুন।"

কুমার কিয়ৎকাল নিরুত্তর থাকিয়া চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন,—"তাহাই হইল—এ রাত্রি পূজ্যপাদ দেবলবর-রাজ-ভবনেই অতিবাহিত করিব। বিশেষ যমুনা দেবীর যে যত্ন—"

দাসী বলিল,—"রাজপুত্র! কুমারী যে কেবল আপনাকে এরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা নহে; অতিথিসৎকার তাঁহার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য। রাজার অর্দ্ধাধিক বৈষয়িক কার্য্য কুমারী নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রাজ্যস্থ দীন, দুঃখী, মহৎ তাবতে তাঁহাকে লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া জ্ঞান করে।"

রতনসিংহ বলিলেন,—"না হইবে কেন? দেবলবররাজ যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার দুহিতাও অবশ্যই তদনুরূপ হইবেন। কুমারী যে এত গুণবতী হইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। কুমারী আমার অপরিচিতা নহেন; পূর্ব্বে আমার এখানে সতত

যাতয়াত ছিল। গত পাঁচ বৎসর এখানে আসি নাই। কেন আসি নাই, তাহা কুমারী অবশুই জ্ঞাত আছেন।"

দাসী করযোড়ে কহিল,—"এ দাসীরও তাহা অবিদিত নাই।"

দাসী প্রস্থান করিল; কিছুকাল পরে পুনরাগত হইয়া নিবেদিল,—"সায়ংসন্ধ্যার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত; অতএব যুবরাজ আগমন করুন।"

দাসী চলিল, কুমারও তাহার অনুসরণ করিলেন।

সুপ্রশস্ত কক্ষে আহ্নিকোপযোগী আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। কুমার তথায় গিয়া ভক্তিভাবে আরাধনা করিলেন। অতঃপর দাসী স্বর্ণ-পাত্র পূর্ণ করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিল। অনতিবিলম্বে কুমারী যমুনা তথায় আগমন করিলেন।

যমুনার বয়স ষোড়শ বর্ষ। তাঁহার দেহ পরিণত ও সুকুমার; সর্ব্বত্র টলটালত। বর্ণ প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল ও গৌর। কেশরাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; মুক্তা-মালা-বিজড়িত বেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। নয়নযুগল টানা, স্থির, প্রশান্ত, উজ্জ্বল ও অসামান্য বুদ্ধির পরিচায়ক। তারাদ্বয় নিবিড় কৃষ্ণ। নাসিকা উন্নত; তদগ্র চিকণ; মধ্যনাসা বিদ্ধ, তাহাতে মূল্যবান্ মুক্তাসংবলিত একটি নোলক লম্বমান। কর্ণদ্বয়ে দুইটি হীরক-খচিত দুল বিলম্বিত। কণ্ঠে স্তরে স্তরে চিহ্নিত; তাহাতে জ্বলন্ত প্রস্তরখণ্ডপূর্ণ সৌবর্ণ চিক পরিশোভিত। হস্তদ্বয় স্থূল, গোল ও সুকুমার। প্রকোষ্ঠে হীরক-খচিত স্বর্ণ-বলয় এবং বাহুতে তদ্বিধ তাড। তাঁহার পরিধান অতি মনোরম ও স্বর্ণোজ্জ্বল পরিচ্ছদ।

যমুনা দেবলবর-রাজের একমাত্র সন্তান। শত পুত্র হইলেও দেবলবর-রাজ যে আনন্দ না পাইতেন, এই কন্যা হইতে তদধিক আনন্দ লাভ করিতেন। রাজকুমারী পিতার রাজকার্য্যের সহায়, আনন্দের হেতু, বিপদে বন্ধু ও গৃহকর্ম্মে কর্ত্রী। যখন যমুনা পঞ্চবর্ষবয়স্কা, সেই সময়ে যমুনার মাতৃবিয়োগ হয়। দেবলবর-রাজ আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই। একে মাতৃহীনা, তাহাতে একমাত্র সন্তান, তাহাতে আবার একাধারে এত গুণ; সুতরাং যমুনা পিতার অসামান্য স্নেহের পাত্রী।

কুমারী যমুনা ব্রীড়াবনত-বদনে তথায় আগমন করিলেন। রতনসিংহ মোহিত হইলেন। দেখিলেন, তিনি তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যাহাকে একাদশবর্ষীয়া বালিকা দেখিয়াছেন, সেই যমুনা এখন পূর্ণাঙ্গী। সে এখন যৌবনের সুরভি-পূর্ণ পুষ্পময় পথে প্রবেশ করিতেছে। আর সে বালিকার সে তরল হাসি, সে তরল ভাব নাই; লজ্জা এখন তাহার সকল অঙ্গে মাখা। আর রতনসিংহ? রতনসিংহও এখন তেমন ক্রীড়াশালী বালক নহে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ক্রীড়াই যাহার প্রধান আমোদ ছিল, আজ সে দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদিগকে বালক ও বালিকা বলা যাইত, আজি তাহারা যুবক ও যুবতী।

যমুনা অবনত-মস্তকে লজ্জা-জনিত পরম রমণীয় ভাব সহকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ প্রদীপ-জ্যোতিঃ তাঁহার কর্ণস্থ হীরকে, নাসিকাস্থ মুক্তায়, কণ্ঠস্থ প্রস্তরে প্রতিভাত হইয়া জ্বলিতে লাগিল ও স্বভাবসুন্দরীর শোভা শতগুণ সংবর্দ্ধিত করিল। রতনসিংহ কি জন্য সে স্থলে বসিয়া আছেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন; কুমারী কি জন্য সেখানে আসিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। চির-পরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের এই নূতন ভাব! তাঁহাদের সময়-ভাণ্ডার হইতে পাঁচটি বৎসর চুরি গিয়াছে। সেই অপ্রতুলতা তাঁহাদিগকে এখন এই ব্যবহার শিখাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা বালক ও বালিকা ছিলেন, এখন তাঁহারা যুবক ও যুবতী হইয়াছেন।

প্রথমে রতনসিংহ কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"কুমারি! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

যমুনা নতমুখে বলিলেন,—"আপনি অনেক দিন আসেন নাই।"

"সেই জন্যই কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?"

কুমারী একটু হাসি মিশাইয়া বলিলেন,—"আপনিই বরং আমাদিগকে ভুলিয়াছেন। আগে তো আপনাকে এখানে থাকিবার নিমিত্ত এত বলিতে হইত না।"

"আমাদের এখন যে সময়, তাহা তো তুমি জান।"

"তাহা হইলেও একবার দেখা না করিয়া যাইবার কথা নিতান্ত অপরিচিতের ব্যবহার।"

দোষ কুমারের, সুতরাং তাঁহারই পরাজয় হইল।

এমন সময় সেই দাসী তথায় আসিল। তখন যমুনা তাহাকে বলিলেন,—"কুসুম! পিতা বাটী নাই; সুতরাং কুমারের স্থায় ব্যক্তির যথোচিত অভ্যর্থনা হইতেছে না। ইনি হয় ত কতই দোষ গ্রহণ করিতেছেন।"

রতনসিংহ বলিলেন,—"তুমি আমার সহিত অত্যন্ত শিষ্টাচার আরম্ভ করিয়াছ; ইহা আমার পক্ষে এখানে এক প্রকার নূতন অভ্যর্থনা বটে।"

"নূতন কেন? আপনি যে এখন অপরিচিত লোক।"

আবার তাঁহারই পরাজয়। তখন রতনসিংহ বলিলেন,—"পাঁচ বৎসর এখানে আসি নাই; হঠাৎ আসিলে যদি চিনিতে না পার—"

রাজকুমারী বাধা দিয়া কহিলেন, "যাহারা আপনার আত্মীয়তা শিথিল বলিয়া জানে তাহারা পরের আত্মীয়তাও দৃঢ় বলিয়া মনে করিতে পারে না। আপনাকে পাঁচ বৎসর পরে দেখিয়া চিনিতে পারিব না?"

কুমারের তিনবার পরাজয় হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কুমারীর সহিত এতকাল পরে প্রথম সাক্ষাৎ দেবলবর-রাজের সম্মুখে হওয়াই বিধেয়। কারণ, এই কালের মধ্যে কুমারীর বয়সের পরিবর্ত্তনের সহিত, হয় ত তাঁহার মনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে. হয় ত বালিকা যমুনার সহিত যুবতী যমুনার মানসিক ভাবেরও অনেক বৈষম্য হইয়াছে। দেবলবর-রাজ বাটী না থাকায়, কুমার সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন নাই এবং সেই দোষ উপলক্ষেই তাঁহাকে যমুনা অদ্য এতাদৃশ অপ্রতিভ করিলেন। তখন কুমারী বলিলেন,—"আপনি জল খাউন। আবার রাত্রির আহার্য্য প্রায় প্রস্তুত।"

রতনসিংহ ভাবিলেন,—"যমুনা আমাকে যথেষ্টই লজ্জা দিয়াছেন, কিন্তু আমিও তাঁহাকে একটা বিষয়ে শোধ দিতে পারি—ছাড়িব কেন?" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"দেবলবর-রাজ-কুমারী যে রাজধানীর সমস্ত নিয়ম জানেন না, জানিয়াও পালন করেন না, ইহা আশ্চর্য্য।"

কুমারী শঙ্কিতভাবে কুমারের মুখের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার হীরক-খচিত কর্ণাভরণ দুলিতে লাগিল। কুমার দেখিলেন—অপূর্ব্ব! বলিলেন,—"আমরা মহারাণার আদেশক্রমে পাতারি ভিন্ন আর কিছুর উপর আহার করি না, তাহা কি তুমি জান না?"

তখন কুমারী চমকিত হইয়া দুই পদ পিছাইয়া গেলেন এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন,—'ভগবান্ ভৈরবেশ! তুমিই জান, এ হৃদয়ে মহারাণার আদেশের কি মূল্য। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের বিনিময়েও মহারাণার আজ্ঞা-লঙ্ঘন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

আবার কুমারের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"সর্ব্বনাশ! কুমার, আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার দোষেও ভুল ঘটে নাই; কুসুমের অমনোযোগিতায় উহা ঘটিয়াছে। ইহারই জন্যে হউক, অপরাধ আমারই—আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

কুমার সানন্দে দেখিলেন, এই কুসুমকুমারীর কোমল অন্তরেও কেমন রাজ-ভক্তি ও স্বদেশানুরাগের তাড়িত-লহরী খেলিতেছে। ভাবিলেন, 'এ দেশ কখনই অধঃপতিত থাকিতে পারে না!'

কুসুম ব্যস্ততাসহ একখানি পাতা আনিয়া দিল। যমুনা খাদ্যদ্রব্য সমস্ত সেই পাতার উপর স্থাপন করিলেন ও সেই স্বর্ণ-পাত্র দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে রতনসিংহ রাত্রে আর আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন; বলিলেন,—"বহুকাল পরে তোমাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম।"

কুমারী কথায় কোন উত্তর দিলেন না। একবার মুখ তুলিয়া প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে রতনসিংহের মুখের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টি কত কথারই কার্য্য করিল।

আবার রতনসিংহ কহিলেন,—"আমি তো কালি প্রত্যূষেই গমন করিব। হয় তো আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

"কেন?"

"যে বিষম সমরায়োজন হইতেছে, তাহাতে কে বাঁচিবে, কে মরিবে, কে বলিতে পারে?"

সুন্দরী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"ভবানী করুন, মিবার যেন জয়ী হয়।"

কুমার গাত্রোত্থান করিলেন। কুসুম তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বাহির প্রকোষ্ঠে আসিবামাত্র প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং এক সুবিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত

হইয়া তাঁহাকে একখানি তৃণাচ্ছাদিত খট্টা দেখাইয়া দিলেন। কুমার তথায় উপবেশন করিলে কর্ম্মচারী নিম্নে বসিয়া মহারাণা, যুদ্ধ, যবন ইত্যাদি নানাবিষয়ক আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। কর্ম্মচারী বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। কুমার শয়ন করিলেন—নিদ্রার জন্য, না চিন্তার জন্য? চিরকাল যাহাকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহাকে পাঁচ বৎসরের পরে আজি একবার দেখিয়া এই অতিজীবী যুবকের হৃদয়ে এক অননুভূত-পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; আজি তাঁহার শয্যা চিন্তার নিকেতন হইল; আজি তিনি সংসার নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; আজি কুমারী যমুনা তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কুমারের রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। আরও একটি নিরীহ প্রাণীর নিকটে সে রাত্রি নিদ্রা ভাল করিয়া দেখা দেন নাই। তিনি যমুনা

অতি প্রত্যূষে রতনসিংহ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন; যখন তিনি প্রকোষ্ঠ হইতে নিক্রান্ত হইলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে যমুনা, তৎপশ্চাতে কুসুম। বিদায়-দান ও বিদায়-গ্রহণ সমাপ্ত হইল। ইতিহাসে তাহার বৃত্তান্ত লেখা নাই বটে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, এই বিদায়কালে রতনসিংহ 'পত্তন নগর যাইব' বলিতে 'প্রতাপসিংহ নগর যাইব' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পথে ভুলক্রমে অশ্বকে অনেকক্ষণ বিপরীত দিকে চালাইয়াছিলেন। আর কুসুম লোকের নিকট গল্প করিয়াছিল যে, রতনসিংহ চলিয়া যাওয়ার পরে চারি পাঁচ দিন যমুনা তাহাকে মধ্যে মধ্যে কুমার বলিয়া ডাকিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় হরিণ-শিশুকে তিন দিন আহার দেন নাই। কিন্তু এ সকল আমাদের শুনা কথা—ইহার কোন প্রমাণ রাখি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মস্তক বেদনা।

উদয়-সাগর বেষ্টন করিয়া যে অত্যুচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর আছে, তাহার উত্তরধারে পঞ্চাশটি পটমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে; দুইটি বস্ত্রগৃহ অত্যুৎকৃষ্ট বনাতে রচিত। তাহার উপরিস্থ স্বর্ণ-কলস রবি-কিরণে ঝলসিতেছে এবং তাহার ঊর্দ্ধদেশে বাদশাহের নিশান উড়িতেছে। অবশিষ্ট পট-মণ্ডপগুলি তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। বাদশাহ আকবরের প্রধান সেনা-নায়ক মহারাজ মানসিংহ সোলাপুর জয় করিয়া আসিতেছিলেন। উদয়পুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহারাণা প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জন্মে; ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, মানসিংহ বাদশাহ আকবরের পুত্র সেলিমের সহিত আপনার ভগিনীর বিবাহ দেন। এ জন্য তিনি তেজীয়ান্ রাজপুতদিগের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার পদপ্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হইলেও স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে পতিত কলঙ্কিত বলিয়া নিন্দা করিত। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ মানসিংহ লোকের মনোভাব বুঝিতে অক্ষম ছিলেন না। এই কলঙ্ক বিদূরিত করিবার কেবল একটি উপায় ছিল; সে উপায় মহারাণা প্রতাপসিংহের অনুগ্রহ। মহারাণা রাজপুতকুলের চূড়া। তাঁহার কার্য্যের বা ইচ্ছার দোষ উল্লেখ করে, এত সাহস বা সেরূপ মতি কাহারও নাই। অতএব প্রতাপসিংহ যদি তাঁহাকে কৃপা করেন, যদি দয়া করিয়া তাঁহার সহিত একত্র আহার করেন, তবে আর কাহার সাধ্য তাঁহাকে ঘৃণা করে বা পতিত বলিয়া ধিক্কার দেয়? এই জন্য মহারাজ মানসিংহ স্থির করিলেন যে, মহারাণা-ভবনে অতিথি-স্বরূপে উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই অনুকম্পা করিবেন। মানসিংহ অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। প্রতাপের করুণা লাভ করিতে হইবে—এ অপমান আর সহিব না।

মানসিংহ শিবির-সন্নিবেশ-পূর্ব্বক সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি মহারাণার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী এবং অদ্য তাঁহার দ্বারে অতিথি। প্রতাপসিংহ পুত্র অমরসিংহ সহ সমাগত হইয়া মানসিংহকে সমাদর করিলেন। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল। এক জন গৌরব ও তেজ বিক্রয় করিয়া ধন, সম্পদ্ ও ক্ষমতা লাভ করিয়া আনন্দিত; আর এক জন ধন, সম্পদ্ ও ক্ষমতা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপনার অসীম গৌরব ও তেজের বলে বলীয়ান্ ও আনন্দিত। এক জন অমিতপ্রতাপ বাদশাহের দক্ষিণহস্ত, তাঁহার বিপদে

সহায়, আনন্দে সুহৃদ্, মন্ত্রণায় সচিব ও অভ্যুদয়ের মূল : আর এক জন বাদশাহের পরম শত্রু, তাঁহার পদের অবমাননাকারী, তাঁহার প্রতাপে অকাতর, তাঁহার দর্পহরণে চেষ্টান্বিত। এক জন অযথা সম্পৎশালী, অত্যুন্নত পদ-প্রতিষ্ঠাভাজন ও অসাধারণ সমরনিপুণ হইলেও বাদশাহের অধীন ; আর এক জন ধন-জন-গৃহ-শূন্য পথের ভিখারী হইলেও এ জগতে কাহারও নিকট মস্তক নত করেন না,—কাহারো অধীন নহেন। এক জন রাজপুত-কুলের চক্ষে ভ্রষ্ট ও পতিত , আর এক জন তাহাদের চক্ষে স্বর্গের দেবতার ন্যায় ভক্তি-ভাজন ও তদ্রূপ সমাদরে পূজিত। এক জন যাহা হারাইয়াছেন, তাহা এ জীবনে আর পাইবার আশা নাই ; আর এক জন যাহা হারাইয়াছেন, তাহা পুনরুদ্ধার করিবার শত সহস্র উপায় আছে। অদ্য এই দুই জন বিভিন্ন অবস্থাপন্ন, বিভিন্ন স্বভাবশালী এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। অদ্য বাদশাহ আকবরের প্রধান সেনাপতি, অম্বর রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ মানসিংহ রাজ্যহীন, অরণ্যবাসী, দরিদ্র প্রতাপসিংহের দ্বারে অতিথি— তাঁহার কৃপার ভিখারী।

সাক্ষাৎ, শিষ্টাচার, আলাপ সমাপ্ত হইল। তখন মানসিংহ বলিলেন, "মহারাণা রাজপুতকুলের চূড়ামণি। আপনাকে দেখিলেই মনে যেন কেমন অতুল আনন্দের উদয় হয়।"

মহারাণা প[illegible]স্বরে বলিলেন,—"এ ধনজন-শূন্য দুর্ভাগাকে দেখিয়া দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনানায়ক ও অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর অম্বর-রাজের আনন্দের কোনই কারণ নাই।"

মহারাজ মানসিংহ একটু অপ্রতিভ হইলেন ; বলিলেন,—"তুচ্ছধন-সম্পত্তি ভূমণ্ডলে ছড়াছড়ি আছে, কিন্তু মহারাজা যে ধনে ধনী, তাহা কয় জনের ভাগ্যে মিলে ?"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—"সকলে এ কথা বুঝে কি ?"

"যে না বুঝে, সে মূঢ়।"

"আপনি যখন এতদূর বুঝেন, তখন অবশ্য ইহাও বুঝেন যে, আমার যাহা আছে, তাহা সকলেই ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারিত !"

সুচতুর মানসিংহ দেখিলেন, কথা ক্রমেই তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। বদন একটু লজ্জিত ভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি অদ্য স্থির-প্রতিজ্ঞ ; তিনি অদ্য অপমানও হাসিয়া উড়াইবেন ; তিনি অদ্য ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্যহানি করিবেন না। বলিলেন —"যে রাখে নাই, সে আপনিই মরিয়াছে। —এখন মহারাণা আর কত দিন এমন করিয়া থাকিবেন ?"

"যতদিন জীবন ; নচেৎ উপায় বা কি ?"

"উপায় কি নাই ?"

মহারাণা অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আছে, আপনাদের অনুসরণ করিতে পারিলে উপায় হয়। কিন্তু সে উপায় কখনই প্রতাপসিংহের গ্রহণীয় হইবে না।"

আবার মানসিংহের বদন-মণ্ডল নিষ্প্রভভাব ধারণ করিল। তাঁহার ললাট দিয়া ঘর্ম্ম বাহিরিতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু ঈষদশ্রুর আবির্ভাব হেতু একটু উজ্জ্বল হইল। কিন্তু তিনি অদ্য স্থির-প্রতিজ্ঞ। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, "আপনি ভাবিয়া দেখুন কি কর্ত্তব্য। বলুন, আর কি উপায় আছে ? আপনি কি উপায়ে মান রক্ষা করিবেন ?"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—"যুদ্ধ করিব, জয় করিব। সাহসে কি না হয় ?"

"স্বীকার করি, সাহসে অনেক মহৎ কার্য্য হয় ; মহারাণা, সময়টা একবার বিবেচনা করুন।"

"সময় যে মন্দ, সেও আপনাদের জন্য। আপনারা যদি আমাদের পক্ষ ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র আকবরকে আমরা তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দিতাম ! ভারতে আকবরের যত শ্রীবৃদ্ধি, আপনার হস্তের পরাক্রমই অধিকাংশ স্থলে তাহার কারণ। অম্বররাজের সেই পরাক্রান্ত হস্ত বিধর্ম্মী যবন-সেবায় নিয়োজিত না হইলে আকবর-বুদ্বুদ সমর-সলিলে মিশিয়া যাইত, তাহার নিদর্শনও থাকিত না।"

মানসিংহ বলিলেন,—"যাহা হইয়াছে, তাহা তো আর ফিরিবে না। এখন—"

মহারাণা বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —"এখন কি আপনি সকল শৃগালকেই লাঙ্গুলহীন দেখিতে ইচ্ছা করেন ?"

মানসিংহ নীরব ও অধোমুখ। কিন্তু তিনি অদ্য স্থির-প্রতিজ্ঞ। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,

—"মহারাণার বীরত্ব বাদশাহ বাহাদুরের অবিদিত নাই। তিনি নিয়তই মহারাণার প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

প্রতাপসিংহ বলিলেন, -"যবন ভূপালের গুণ-গ্রাহিতায় আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু তাঁহার নিকট সম্যক্‌রূপে আমার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিতেছি না, ইহাই দুঃখ।"

"কিন্তু মহারাণা! বাদশাহের পক্ষ যেরূপ বলবান্, তাহাতে এ পক্ষের জয়ের আশা অনিশ্চিত নয় কি?"

মহারাণা বলিলেন,—"জয় না হইলেও মনের আশা আছে। যে গৌরব এত দিন শিশোদিয়াকুল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহা কাহার সাধ্য নষ্ট করে?"

"এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সে গৌরব রক্ষা করিতে যে আয়োজন চাই, তাহা মহা-রাণার আছে কি?"

"আমার যদি কিছুই না থাকে, তথাপি আমার আমি আছি এবং যতক্ষণ আমি থাকিব, ততক্ষণ চন্দ্রবংশের গৌরব অটুট থাকিবে।"

"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাহাই হউক। মহারাণা যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ রাজপুতজাতির ভরসা আছে। কিন্তু মহারাণাও তো চিরদিন নহেন।"

"তখন কি হইবে, জানি না। সম্ভবতঃ তখন এ গৌরব বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু সে পাপে কখনই প্রতাপসিংহ পাপী নহে।"

মানসিংহ বলিলেন,—'অবশ্য। কিন্তু আমি বলি, যাহা থাকিবে না জানিতেছেন, তাহার জন্য এত ক্লেশ কেন করিতেছেন?"

প্রতাপসিংহের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, অথচ তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এ কথা আপনাদের মুখে ভাল শুনায়। মিবারের প্রতাপসিংহ ওরূপ কথায় কর্ণপাত করে না।"

আবার মহারাজ মানসিংহ নীরব। তিনি হস্তে বদনাবৃত করিয়া অধোমুখ হইলেন। কিন্তু তিনি অত্র স্থির-প্রতিজ্ঞ।

এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিল,—"আহার্য্য প্রস্তুত।"

প্রতাপসিংহ মানসিংহের মুখের প্রতি চাহিলেন।

মানসিংহ বলিলেন,—"ক্ষতি কি?"

প্রতাপসিংহ বলিলেন, "আমি স্বয়ং একবার দেখিয়া আসি। আপনি ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।"

বহুক্ষণ পরে অমরসিংহ আসিয়া সংবাদ দিলেন, —'মহারাজ! অন্ন প্রস্তুত।"

মানসিংহ অমরসিংহের অনুসরণ করিলেন।

প্রাসাদের সন্নিহিত এক মনোহর স্থান এই রাজ-অতিথির সৎকারার্থ নিরূপিত হইয়াছিল। তথায় স্বর্ণপাত্রে অন্নাদি খাদ্য সমস্ত বিন্যস্ত হই-য়াছে এবং অদূরে এক বৃক্ষপত্রে তথাবিধ আহার্য্য সমস্ত পরিস্থাপিত রহিয়াছে। মানসিংহ দেখিয়াই বুঝিলেন, পাতারি মহারাণার উদ্দেশেই পতিত হইয়াছে; অতএব এই অপমান সহ্য করা নিষ্ফল হইবে না। চতুর্দ্দিকে চাহিলেন—মহারাণা সেখানে নাই। মনে একটু আশঙ্কা জন্মিল। বলিলেন— "রাজপুত্র! তোমার পিতা কোথায়?" অমরসিংহ তাঁহাকে সেই স্বর্ণপাত্র দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,— "মহারাজ উপবেশন করুন—পিতা আসিতেছেন।"

মানসিংহ বলিলেন, "মহারাণা বৃক্ষপত্রের উপর আহার করিবেন, আমাকে স্বর্ণ পাত্র কেন?"

অমরসিংহ বলিলেন, —"হানি কি? মহারাণা যেরূপ কারণে বৃক্ষপত্রে আহার করেন, মহারাজের সেরূপ কোন কারণ নাই।"

মানসিংহ পাত্র-সমীপস্থ হইয়া উপবেশন করি-লেন। বলিলেন,—"যুবরাজ! মহারাণা কি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আছেন?"

অমরসিংহ বলিলেন, "আপনি আহার করিতে আরম্ভ করুন, আমি তাঁহার সন্ধান করিতেছি।"

মানসিংহ বলিলেন,—"তাহা কিরূপে হইবে? তাঁহাকে ফেলিয়া আমি কিরূপে আহার করিতে পারি? তুমি তাঁহার সন্ধান কর।"

অমরসিংহ প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন,—"মহারাণা অনুমতি দিলেন—আপনি আহার করিতে পারেন। তিনি একটু বিলম্বে আসিতেছেন। বিশেষ প্রয়োজন হেতু তিনি পার্শ্বস্থ প্রাসাদে গমন করিলেন। শীঘ্রই আসিবেন।"

তখন মানসিংহের মন সন্দেহে আচ্ছন্ন হইল। বুঝি বাসনা সফল হয় না। তখন ভাবিলেন, 'মহারাণার নিমিত্ত আহারের স্থান করা হইয়াছে,

সেটা তো শিষ্টাচার ও কৌশল। আমাকে বুঝাইতে চাহেন যে, তাঁহার স্থান পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল, আহারে আপত্তি ছিল না, কেবল একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব কার্য্যের প্রতিবন্ধকতায় আসিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। হায়! এত অপমান সহিয়া, দ্বারে আসিয়া উপযাচক হইয়াও আশার সফলতা হইল না।' তিনি আচমন করত অন্নদেবতার উদ্দেশে সমস্ত আহার্য্য উৎসর্গ করিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। প্রতাপসিংহ আসিলেন না। খাদ্য সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"কুমার! প্রাসাদ তো অধিক দূর নহে। তুমি আর একবার যাও—দেখিয়া আইস, কেন তাঁহার বিলম্ব হইতেছে!"

অমরসিংহ পুনর্ব্বার গমন করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন,—"মহারাজ! পিতা শিরোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যে এখন শীঘ্র আসিতে পারেন, এমন বোধ হয় না। অতএব মহারাজ আর অপেক্ষা না করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করুন।'

মানসিংহ বুঝিলেন, প্রতাপসিংহ তাঁহার সহিত একত্র আহার করিলেন না। মস্তকবেদনা তো ছলনা। অপমান সার হইল, মনোরথ পূরিল না। এত ধৈর্য্য, এত সহিষ্ণুতা সকলই বৃথা হইল। স্থিরপ্রতিজ্ঞার ফল ফলিল না। তিনি অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। অমরসিংহ দেখিলেন, সেই জগজ্জয়ী বীরশ্রেষ্ঠ [illegible] মানসিংহের নয়ন জলভারাক্রান্ত হইল। তিনি একবার ভাবিতেছেন, 'এ অপমানের প্রতিশোধ দিব।' অমনই ক্রোধে তাঁহার বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠিতেছে। আবার তখনই অসাধারণ ধীরতা সহকারে সে রাগ নিবারণ করিতেছেন। বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর মানসিংহ বলিলেন,—"কুমার! তুমি অশেষ বুদ্ধিমান্ হইলেও বালক। তুমি বুঝিতেছ না, মহারাণার কেন মস্তকবেদনা উপস্থিত। কিন্তু মহারাণার বুঝিয়া দেখা উচিত, যাহা হইয়াছে, তাহার আর হাত নাই; আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই; যে ভ্রম ঘটিয়াছে, এক্ষণে তাহার সংশোধন করা অসম্ভব। তিনি রাজপুতজাতির চূড়া; সেই জন্যই আশা করিয়াছিলাম যে, মহারাণা অদ্য আমার জাতিদান করিবেন। কারণ, তাঁহার কার্য্যের উপর আপত্তি করে, এমন ব্যক্তি কে আছে? মহারাণা যদি আমার সহিত একত্র আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহা হইলে আর কে আমার সহিত আহার করিবে? আর ভাবিয়া দেখ, ইহাতে মহারাণার লাভই বা কি হইল? মানসিংহের সহিত মিত্রতা অপেক্ষা শত্রুতা করা সুবিধা নহে। মানসিংহের ক্ষমতা মহারাণার অগোচর নাই। অদ্য তাহাকে এতদ্রূপে অপমানিত না করিলে সেই মানসিংহ তাঁহার চরণের দাস হইয়া থাকিত; সুতরাং দিল্লীশ্বরের সহিত বিরোধিতার ইচ্ছানুরূপ অবসান হইয়া যাইত এবং তাঁহার সৌভাগ্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিত। আর এখন? মর্ম্মপীড়িত, অপমানিত, চরণদলিত মানসিংহ মহারাণার আত্মীয় নহে। তাঁহার যাহা হউক, মানসিংহ আর দেখিবে না। তাহা হইলে কি হইতে পারে, তাহার চিত্র দেখাইতে আমার বাসনা নাই।'

মানসিংহ নীরব হইলেন। এখনও মানসিংহের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। এখনও তাঁহার কথায় ক্রোধ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই প্রবল। এই সময় এক জন উন্নত কর্ম্মচারী তথায় প্রবেশিয়া কহিলেন, "মহারাজ, মহারাণা আমাকে বলিতে বলিয়া দিলেন যে, তিনি আসিতে না পারায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার শিরঃপীড়া অত্যন্ত প্রবলবৎ। আর তিনি বলিতে বলিলেন যে,—"

কর্ম্মচারী চুপ করিল। মানসিংহ বলিলেন—"কি বলিতে বলিলেন, বলুন।"

"আর তিনি বলিলেন যে, যে ব্যক্তি যবনের সহিত স্বীয় ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছে এবং সম্ভবতঃ যবনকুটুম্বের সহিত একত্র আহার করিয়া থাকে, তাহার সহিত মিবারেশ্বর কখন একত্র আহার করিতে পারেন না এবং তাঁহারও এরূপ দুরাশাকে মনে স্থান দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

এতক্ষণে মহারাজ মানসিংহের সহিষ্ণুতার বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। আর তিনি ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। লোচন-যুগল আরক্ত হইল। তিনি জাতীয় রীত্যনুসারে অভুক্ত উচ্ছিষ্ট অন্নের কিয়দংশ স্বীয় উষ্ণীষমধ্যে রক্ষা করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। যাইবার সময় কহিলেন, "অমরসিংহ, তোমার

পিতাকে বলিও যে, আমরা দুহিতা, ভগ্নী প্রভৃতিকে যবন-অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছি বলিয়া অদ্যাপি রাজপুতের সম্মান সংরক্ষিত হইতেছে ; কিন্তু আমরা কি করিব ? প্রতাপসিংহ স্বীয় শুভানুধ্যানে অন্ধ। বুঝিলাম, এ দেশে আর হিন্দুজাতির জয়ের আশা নাই। যবন-প্রতাপসমীপে সকলকেই নত হইতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছা কে খণ্ডাইতে পারে ?"

মহারাজ মানসিংহ অশ্বে আরোহণ করিলেন, এমন সময় মহারাণা প্রতাপসিংহ তথায় আগমন করিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া সাহঙ্কারে বলিলেন,—"প্রতাপসিংহ, নিশ্চয় জানিও, এ অপমান প্রতিশোধিত হইবে। যদি এই দুষ্কর্ম্মের যথোচিত প্রতিফল না পাও, তাহা হইলে জানিও, আমার নাম মানসিংহ নহে !"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—"মানসিংহ ! তুমি আমাকে ভয় দেখাইতেছ ? জানিও, বাপ্পারাওয়ের বংশ ভয় কাহাকে বলে, জানে না। যে মুহূর্ত্তে তোমার ইচ্ছা হয় আসিও, প্রতাপসিংহ সর্ব্বদাই সংগ্রামার্থ প্রস্তুত থাকে।"

প্রতাপসিংহের পশ্চাতে দেবলবর-রাজ দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"পার যদি, তবে তোমার আকবর কুকুকেও সঙ্গে লইয়া আসিও।"

মানসিংহ ব্যতীত আর যে যে সে স্থলে উপস্থিত ছিল, সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মানসিংহের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, তিনি অশ্ব ফিরাইলেন। আবার কি ভাবিয়া অশ্ব ফিরাইলেন। নিমেষের মধ্যে অশ্ব অদৃশ্য হইল। অমরসিংহ বলিলেন,—"মানসিংহ, যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, ইহার পরিণাম আমাদের পক্ষে কখনই শুভকর নহে।"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া কহিলেন,—"অমর, ভয় কি ?"

"পিতঃ ! ভয়ের কথা নহে। আমার বোধ হয়, মানসিংহ এ অপমানের প্রতিশোধার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।"

"ভালই তো। দেবলবর-রাজ, তুমি বেশ বলিয়াছিলে। ক্ষুদ্র-হৃদয় মানসিংহ অদ্য শিক্ষা পাইয়াছে।"

অতঃপর যে স্থানে মানসিংহ আহার করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা পবিত্র গঙ্গাজল দ্বারা বিধৌত করা হইল এবং হল দ্বারা কর্ষিত হইল। যে যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং গঙ্গাজল-সংস্পর্শে পরিশুদ্ধ হইলেন। ধন্য জাতি-গৌরব ! ধন্য তেজ ! চণ্ডাল-সংস্পর্শে যত অপবিত্রতা না জন্মে, এ অসমসাহসী, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ যবন-কুটুম্বের সহিত একস্থানে উপস্থিতি ও কথোপকথন হেতু এই রাজপুত-কুল-পুঙ্গবেরা আপনাদিগকে তদধিক অপবিত্র মনে করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পরিচয়।

সন্ধ্যাকালে চাঁদেরী নদীতীরস্থ মৈত্র দুর্গদ্বারে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। চাঁদেরী নদী সুপ্রশস্ত ; কিন্তু প্রতাপের কঠিন শাসনে, অধুনা তদুপরি একখানি নৌকা নাই। চতুর্দ্দিক্ জনশূন্য। জনশূন্য নদীতীরে চতুর্দ্দিকস্থ ঘনারণ্যমধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরবিনির্ম্মিত দুর্গ ভয়ানক দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। সেই দুর্গ-সংস্করণ ও তাহার যথাবশ্যক ব্যবস্থা করিবার ভার অমরসিংহের উপর অর্পিত হইয়াছে। কুমার দুর্গ-দ্বারে সমাগত হইবামাত্র দুর্গরক্ষকেরা সসম্মানে আলোক জ্বালিয়া তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া গেল। দুর্গমধ্যে প্রবেশিয়া অমরসিংহের বিস্ময় জন্মিল। তিনি দেখিলেন, পার্শ্বে একখানি শিবিকা, কতকগুলি বাহক ও কয়েকজন রক্ষক-বেশধারী পুরুষ রহিয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে দুর্গরক্ষকগণকে জিজ্ঞাসিলেন,—"এ সকল কি ?"

দুর্গ-রক্ষকেরা বিষম বিপদে পড়িল। তাহারা প্রভুর অজ্ঞাতসারে দুর্গমধ্যে কাহাকেও স্থান দিয়াছে ; তচ্ছ্রবণে প্রভুপুত্র বিরক্ত হইতে পারেন বিবেচনায় নিস্তব্ধ রহিল। কুমার পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"এ কি ব্যাপার, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছ কেন ?"

সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ রক্ষক অগ্রসর হইয়া কর-যোড়ে কহিল,—"অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন। নাথদ্বার নগরস্থ রাজা রঘুবর রায়ের দুহিতা শৈলেশ্বর গমন করিতেছেন। এই স্থানে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল,

অথচ নিকটে আর থাকিবার স্থান নাই। তাঁহাদিগকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া আমরা এই দুর্গে তাঁহাদের রাত্রিযাপন করিতে দিয়াছি। তাঁহারা এক প্রান্তে আছেন।"

অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"তাঁহারা কয়জন আছেন?"

"একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও এক জন সঙ্গিনী মাত্র।"

"রাজা রঘুবর রায়" এই শব্দটি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া কুমার অমরসিংহ দুর্গের দক্ষিণদিকস্থ একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপবেশন করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"রাজা রঘুবর—রাজা রঘুবর ইদানীং মিবারের রাজ-মুকুটের বিশেষ অনুগত ছিলেন না।" ক্ষণেক পরে আবার ভাবিলেন,—বিশেষ শত্রুও ছিলেন না; কিন্তু তিনি তো এখন আর এ জগতের লোক নহেন।" তাহার পর কুমার প্রধান দুর্গরক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে দুর্গ-সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার পরামর্শ করিলেন এবং পরদিন প্রাতেই যাহাতে আবশ্যক কার্য্য সমস্ত আরম্ভ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে করিতে ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল, তাহার পর রক্ষক ভৃত্যদিগকে বিদায় দিয়া কুমার শয়ন করিলেন। কিন্তু গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু নিদ্রা আসিল না। অনর্থক নিদ্রার সাধনা করা রাজপুতজাতির স্বভাব নহে। কুমার গাত্রোত্থান করিয়া বায়ুসেবনার্থ ছাদের উপর আসিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার নাই। বিমল জ্যোৎস্না এখন তরল জ্যোতিঃ ঢালিয়া সমস্ত পদার্থ 'মলমল অম্বরে' আবরিত করিয়াছে। প্রকৃতি শান্ত। সম্মুখে চাদেরা নদী গৈরিক উপকূল বিধৌত করিতে করিতে চন্দ্রমা ও অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া অবিশ্রান্তভাবে যাইতেছে। অমরসিংহ সেই ছাদের উপর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন নাথদ্বার-নগর নিবাসিনী কুমারী উর্ম্মিলার চিন্তায় তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট; কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নাই। একবার তিনি পার্শ্বদিকে নেত্রপাত করিলেন। সেই নেত্র তখন এক রমণীর মূর্ত্তি বহন করিয়া তাঁহার উদ্বোধন করাইল। দেখিলেন, অদূরে যুবতী স্ত্রীলোক। বুঝিলেন দুর্গাশ্রিতা বাজা রঘুবরের কন্যা বায়ুসেবনার্থ বেড়াইতেছেন। তখন অমরসিংহের মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিল—"কুমারী উর্ম্মিলাও তো নাথদ্বার-নিবাসিনী। তবে তিনিই কি রঘুবরের কন্যা?" মীমাংসা হইল—"হইতে পারে।" তাহার পর আশঙ্কা,—"তবে কেন পিতা রঘুবরের নামে সন্তুষ্ট নহেন?" অমরসিংহের হৃদয় শুষ্ক, অন্তর শূন্য হইয়া গেল। তাহার পর ভাবিলেন, "অদৃষ্টে যাহা থাকে, হইবে,—আমি সে দেবী-মূর্ত্তি হৃদয় হইতে অন্তরিত করিব না।" কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল,—"ঐ রমণী উর্ম্মিলা।" তাঁহার চরণ যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে সেই দিকে লইয়া চলিল। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া কুমার বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহার আশঙ্কা সত্য—সেই কামিনী উর্ম্মিলা! অমরসিংহের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল; পৃথিবী শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে দুইবার কুমারী উর্ম্মিলার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে দুইবার উর্ম্মিলা যোদ্ধৃবেশে সজ্জিতা ছিলেন। অদ্য তাঁহার বেশ অন্যবিধ। শেল, অসি, চর্ম্ম প্রভৃতির পরিবর্ত্তে হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার সমস্ত অদ্য তাঁহার শরীরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহার বদনে এক্ষণে শান্তি, সরলতা, পবিত্রতা ও অসামান্য বুদ্ধি ক্রীড়া করিতেছে। কোমলতা তাঁহার সকল অঙ্গে মাখা। কে বলিবে, এই ভুবনমোহিনী গম্ভীরা রজনীতে একাকিনী ঘনারণ্যমধ্যে বর্শাহস্তে ভ্রমণ করিতে পারেন, অথবা কে বলিবে যে, এই কোমলাঙ্গীর কমনীয় কায়ায় জ্বলন্ত অলঙ্কার অপেক্ষা রণায়ুধ অধিক শোভা পায়?

বহুক্ষণে অমরসিংহ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "কুমারি! অদ্য এ স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই?"

উর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আপনি এখানে ছিলেন, তাহা তো কেহই বলে নাই?"

"তোমরা দুর্গে আগমন করার পর আমি আসিয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাতের আশায় আমি কতই কষ্ট করিয়াছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কিছুতেই কৃতকার্য্য হই নাই।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"আপনি যে কৃপা করিয়া আমাকে মনে রাখিয়াছিলেন, ইহাই আমার সৌভাগ্য।"

অমরসিংহ বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বলিলেন,—"এত দিনে বুঝিতে পারিলাম, তুমি স্বর্গীয় রঘুবর রায়ের দুহিতা। কিন্তু তুমি যাহারই দুহিতা হও, মিবারের তুমি পরম হিতৈষিণী।"

সুন্দরী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন,—"যুবরাজ! আমি তো আপনাদের চক্ষে পতিতা; আমি রঘুবর রায়ের দুহিতা। জনসাধারণের বিশ্বাস, আমার পিতা মিবারের রাজশ্রীর অনুকূল ছিলেন না; সুতরাং মহারাণা তাঁহাকে পতিত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সাধারণে যাহাই বলুক এবং আপনারা যাহাই ভাবুন, আমার বিশ্বাস, আমি মুক্তকণ্ঠে জগৎকে জানাইব; আমার বিশ্বাস যে, পিতৃদেবের হৃদয়ে রাজভক্তি বা মিবারের কল্যাণ-কামনার কোনই ত্রুটি ছিল না। সাধারণে যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলে, পিতার তাহা তদপেক্ষা দশগুণ অধিক ছিল। তবে তাঁহার এক বিষম ভ্রান্তি ছিল। তিনি জানিতেন, শত চেষ্টাতেও আর মিবারের অভ্যুদয় হইবে না; মিবারের পতন আরম্ভ হইয়াছে, ইহার চরমে অবসান হইবে। এ সময়ে ইহার প্রতিকূল চেষ্টা করা বালির বন্ধন দ্বারা প্রখর স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকল চেষ্টায় উদাসীন ছিলেন। অদৃষ্টের গতিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তিনি তাহারই নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিষম বিশ্বাসই তাঁহার ঔদাসীন্যের হেতু এবং মহারাণার সহিত মনোমালিন্যের কারণ। কিন্তু এ কথা এখন কাহাকে বলিব? কে এখন এই কথা বিশ্বাস করিবে?"

কুমার বলিলেন,—"কেনই বা না বিশ্বাস করিবে? আমি কখন শুনি নাই বা কেহ কখন শুনে নাই যে, তিনি আমাদের কখন কোন অনিষ্ট করিয়াছেন।"

কুমারী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"লোকে বিশ্বাস করিবে না—মহারাণা এ কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায়া পিতৃহীনা কুমারী এ বিশ্বাস বিদূরিত করিবেই করিবে। এই মনোমালিন্য, যুবরাজ! আমার দ্বারাই অবসিত হইবে। আমি দেশের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ বিক্রীত করিয়াছি, দেশের হিতার্থে আমি সকল ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি, যবনবধই আমি জীবনের সারব্রত করিয়াছি এবং শাণিত লৌহই এ দেহের প্রধান ভূষণ বলিয়া স্থির করিয়াছি। যুবরাজ, ইহাতেও কি মহারাণা বুঝিবেন না? ইহাতেও কি তিনি সদয় হইবেন না? যদি ইহাতেও তাঁহার করুণা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহার চরণে এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অদম্য রাজভক্তির প্রমাণ দিয়া যাইব। রাজপুত্র! তখনও কি লোকে বলিবে না যে, রঘুবর রায়ের দুহিতার দেহে অতি পবিত্র রাজভক্তির শোণিত প্রবাহিত ছিল?"

অমরসিংহ বলিলেন,—"যখন তোমার এই অনির্ব্বচনীয় গুণগ্রাম মহারাণার গোচরে আসিবে, তখন তোমাকে তিনি আরাধনা করিবেন। এরূপ অকৃত্রিম রাজভক্তি, এরূপ আন্তরিক স্বদেশানুরাগ, কে কবে কোথায় দেখিয়াছে? আমি জানি, তুমি মানবী নহ, তুমি দেবী। তোমার যে সকল উচ্চ মনোবৃত্তি ঈশ্বরেচ্ছায় আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, রাজপুতের নিকট তাহা অতি আদরের ধন। উর্ম্মিলে! আমি আমার কথা বলিতেছি,—আমি তোমাকে আজীবনকাল পরম শ্রদ্ধা করিব এবং তোমার ঐ মূর্ত্তি আমি যাবজ্জীবন হৃদয়ে বহন করিব।"

কুমারী লজ্জাহেতু বদন বিনত করিয়া নীরব রহিলেন। অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"শুনিলাম, তুমি শৈলম্বর যাইতেছ। শৈলম্বররাজ তোমার মাতুল, তাহা আমি জানি[illegible]ণার বিরাগ-ভয়ে এত দিন তোমাদের সহিত সম্পর্ক এক প্রকার উচ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। এখনও কি তাঁহার সেই ভাব আছে?"

কুমারী বলিলেন,—"যে কারণে তাঁহার মহারাণার বিরাগের ভয়, সে কারণই আর এ জগতে নাই, সুতরাং মাতুলের আর সে ভাবও নাই। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর হইতে মাতুল আমার অভিভাবক। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা নাই। তিনি নিঃসন্তান। আমি মাতুল ও মাতুলানীর বাৎসল্যের একমাত্র স্থল। আমি এক্ষণে তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে সেই স্থানে গমন করিতেছি।"

অমরসিংহ আহ্লাদসহ কহিলেন,—"ভালই হইল; তোমাকে যে অতঃপর সময়ে সময়ে দেখিতে

পাইব, তাহার ভরসা হইল। মহারাণার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ শৈলেশ্বররাজ আমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। তাঁহার আবাস আমি পরের আবাস বলিয়া ভাবি না।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"কুমারের এত অনুগ্রহ থাকিবে কি? কুমার কি কখন মনে করিয়া এ অভাগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?"

কুমার বিস্মিতের ন্যায় কহিলেন,—"এ কি আশঙ্কা উর্ম্মিলে? আমি কি মানুষ নহি? তোমাকে ভুলিব?"

তখন উর্ম্মিলা ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন,—"কুমারের কতই কার্য্য, কত বিষয়ে কুমারের কতই অনুরাগ। সেই সকল কার্য্য ও অনুরাগ-সাগরে এ ক্ষুদ্রহৃদয়া মন্দ-ভাগিনী কোথায় ডুবিয়া থাকিবে।"

"শত কার্য্য, শত অনুরাগ একদিকে, আর কুমারী উর্ম্মিলা একদিকে।"

উভয়ে নীরব। বাক্য-স্রোতকে আর অগ্রসর হইতে দিতে উভয়েরই সাহস নাই।

রাত্রি অবসানপ্রায় হইল। পিঙ্গল উষা আসিয়া রজনীকে দূর করিয়া দিতে লাগিল। পক্ষিগণ সেই পরিবর্ত্তনে আনন্দিত হইয়া চারিদিক্ হইতে শব্দ করিতে লাগিল।

তখন উর্ম্মিলা কহিলেন,—"যুবরাজ! দেখিতে দেখিতে রাত্রি অবসান হইয়া গেল। আমার যাত্রার সময় উপস্থিত; অতএব আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

যুবরাজ বলিলেন,—"তোমাকে বিদায় দেওয়া সহজ নহে; কিন্তু বিলম্বে অসুবিধা হইতে পারে। ভগবান্ ভবানীপতি তোমাকে সুখে রাখুন। জানিও, তোমার নাম এই হৃদয়ে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় স্থাপিত রহিল।"

কুমারী উর্ম্মিলা একটি কথা বলিবেন ভাবিয়া মস্তক উন্নত করিলেন, একবার অধরোষ্ঠের স্পন্দন হইল। কিন্তু কোন শব্দ বাহিরিল না। তিনি প্রস্থান করিলেন।

অমরসিংহ সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুর্গরক্ষকগণের 'বম্ বম্ হর হর' শব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"এই দেবীর নিকট চিত্ত বিক্রয় করায় যদি পিতার সমীপে অপরাধী হই, তাহা হইলে পিতার সন্তোষসাধন এ কুসন্তানের অদৃষ্টে নাই।" তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

উর্ম্মিলা যুবরাজের নিকট হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অন্য কিছু মনে নাই। সহসা তাঁহার প্রৌঢ়বয়স্কা সঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—"কে ও তারা? আমার ভয় লাগিয়াছিল!"

কিন্তু তারার তখন আপাদমস্তক জ্বলিয়া গিয়াছে। সে কুমারীকে শয্যায় না দেখিয়া তাঁহার সন্ধানার্থ ছাদের উপর আসিয়াছিল। দেখিল, কুমারী উর্ম্মিলা এক জন অপরিচিত পুরুষের সহিত গাঢ় আলাপে মগ্ন। তাহার চক্ষুকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

উর্ম্মিলার কথা শুনিয়া তারা ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—"যে রাজপুত-রমণী গোপনে রাত্রিকালে পরপুরুষের সহিত আলাপ করিয়া পিতা-মাতার বংশ কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহার আবার ভয়?"

উর্ম্মিলা অতি শৈশবাবস্থায় মাতৃহীনা। তারা সেই কাল হইতে তাঁহাকে মাতৃবৎ যত্নে লালনপালন করিতেছে। সুতরাং তাঁহার দোষ দেখিলে তাহার শাসন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তারা কৃত ঘোর অপমান উর্ম্মিলার পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও চারু হৃদয়ে আঘাত করিল। তারার উপর তাঁহার সহজে ক্রোধ হইত না। কিন্তু অদ্য ক্রোধ হইল। তিনি যথাসাধ্য হৃদয়কে শান্ত করিয়া বলিলেন,—"যাহাকে যখন যাহা বলিবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিও। না জানিয়া কথা বলায় সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।"

তারা বলিল,—"আমি না জানিয়া কি বলিয়াছি? স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি। তুমি কি ভাবিয়াছ, আমায় ধমকাইয়া সারিবে? যে কার্য্য করিয়াছ, ইহার ফল শৈলেশ্বর গিয়া পাইবে। যাও, তোমার সহিত আমার আর কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। যাহার স্বভাবে এত দোষ, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহি না। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও—যাহার সহিত ইচ্ছা রাত্রি কাটাইয়া আইস।"

তারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। উর্ম্মিলা কহিলেন, "বলি শুন। তাহার পর রাগ করিতে

হয় করিও।” তারা দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না। ঊর্ম্মিলা, বুনাস্ নদী-তীরে যুবরাজের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্ত কথা বলিলেন। তারা শুনিতে শুনিতে ক্রমে ফিরিয়া দাঁড়াইল, ক্রমে ঊর্ম্মিলার মুখের প্রতি তাকাইল। সমস্ত শুনিয়া বলিল,—“এত হইয়াছে, বল নাই কেন ?”

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—“আরও বলি শুন। তুমি যাহাকে পরপুরুষ বিবেচনা করিতেছ, তিনি আপাততঃ তোমাদের নিকট পর-পুরুষ বটেন ; কিন্তু তিনি এই হৃদয়ের রাজা—তিনি আমার স্বামী। আমি ভবানী গৌরীর নামে শপথ করিয়াছি যে, যুবরাজ অমরসিংহ ভিন্ন আর কাহাকেও এ হৃদয়ে স্থান দিব না। আমি জানি, আমার এ আশা নিতান্ত দুরাশা ; আমি জানি, আমার এ বাসনা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তারা! আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, আমি সে দোষের জন্য কাতর নহি। আমি না বুঝিয়া নিরাশ প্রণয়-সাগরে ডুবিয়াছি বলিয়া যদি তোমরা ঘৃণা করিতে ইচ্ছা কর বা মানবসমাজ আমাকে কলঙ্কিত মনে করে, তাহা হইলে—তারা—তোমার ঘৃণা বা মানব-সমাজের কলঙ্কে কুমারী ঊর্ম্মিলা ভ্রূক্ষেপও করিবে না।”

তারা আর কথাটিও না কহিয়া ঊর্ম্মিলার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা।

বেলা অপরাহ্ন। আগ্রা নগরের অতি মনোহর শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত সম্রাট্-ভবনের স্বর্ণচূড়ায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণময় কররাশি পড়িয়া ঝলসিতেছে। প্রাসাদোপরিস্থ পতাকা পবনহিল্লোলে একবার বক্র ও একবার ঋজু হইতেছে। প্রাসাদ অর্দ্ধক্রোশ-পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু তাহার অগণ্য পুরী ও প্রকোষ্ঠমধ্যে নেত্রপাত করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। বাদশাহ আক্‌বর প্রতিদিন প্রাতে দরবার গৃহে ওমরাহগণের সহিত উপবেশন করেন এবং প্রকাশ্য রাজকীয় কার্য্য সমস্তের আলোচনা করেন। বৈকালে তিনি মন্ত্রণা-গৃহে উপবেশন করিয়া বিশেষ বিশেষ লোকের সহিত নিগূঢ় বিষয়ের পরামর্শ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বাদশাহ বাহাদুর মন্ত্রণা গৃহে বসিয়া আছেন। আমাদের অধুনা সেই গৃহেই প্রয়োজন।

মন্ত্রণা-গৃহ একটি বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠ। তাহার মধ্যে তুরস্ক হইতে সমানীত একখানি অতি চমৎকার গালিচা বিস্তৃত। সেই গালিচার উপরে হীরক-খচিত স্বর্ণময় সিংহাসনে সম্রাট্ কুল-তিলক আক্‌বর সমাসীন। তাঁহার পার্শ্বে অপর এক আসনে এক জন অপূর্ব্ব-কান্তি রাজপুত যুবক উপবিষ্ট। তিনি বিকানীরের কুমার পৃথ্বীরাজ। সুকৌশলী আক্‌বর জানিতেন যে, রাজপুতগণ এই ভারতের মুখস্বরূপ। তাঁহারা সাহসে অতুল, বলে অদ্বিতীয় এবং বুদ্ধিতে অজেয়। অতএব সেই রাজপুতগণকে স্বপক্ষ করিতে না পারিলে ভারতে মুসলমান-রাজ্যের ভদ্রস্থতা নাই। বলা বাহুল্য যে, আক্‌বরের এই বিশ্বাসই তাঁহার অভ্যুন্নতির মূল। তিনি কৌশলে রাজপুত-প্রধানগণকে অতি মান্য রাজপদ-সমূহে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্ম-বৈপরীত্য হেতু বা প্রভুভৃত্য-সম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কদাচ রাজপুতগণের অপমান বা অনাদর করিতেন না। এই জন্যই অসাধারণ বুদ্ধি, বল ও কৌশল-সম্পন্ন রাজপুতগণ ক্রমশই আপনা আপনি তাঁহার আশ্রিত হইতে থাকেন এবং জেতা ও বিজিতভাবে ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মিণ্য হইতে থাকে। রাজপুতগণ কৃতঘ্ন নহেন ; তাঁহারা সম্রাট্‌দত্ত অতুল সম্মান লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আপনাদিগকে তাহার কর্ম্মে ব্রতী করিতে লাগিলেন ; সুতরাং মোগল-রাজ-শ্রী অবিলম্বে অত্যুন্নত গৌরব-পদবীতে সমারূঢ়া হইল। কুমার পৃথ্বীরাজ আত্মরাজ্যের স্বাধীনতা-সংরক্ষণে অক্ষমতা হেতু বিজয়ী আক্‌বরের শরণাগত হইয়াছিলেন। আক্‌বর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল, তিনি মুখে মুখে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং পত্রাদি যাহা লিখিতেন, সমস্তই শ্লোকে রচনা করিতেন। গুণগ্রাহী আক্‌বর তাঁহার এই অসাধারণ গুণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে “রাজকবি” নাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে সমাদরে সঙ্গে রাখিতেন। পৃথ্বীরাজ যদিও কোনরূপ

সম্রাট্‌প্রসাদেই বঞ্চিত ছিলেন না, তথাপি তিনি আত্মরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া আপনাকে আপনি অতি ঘৃণার্হ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মহারাণা প্রতাপসিংহের বড়ই অনুরাগী ছিলেন; কারণ, মহারাণা মিবারের স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ যত্ন করিতেছিলেন, অন্য কোন রাজপুতই তাহা করে না।

অদ্য বাদশাহ আক্‌বরের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। কারণ, সোলাপুর-জয়ের সংবাদ অদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। তিনি পৃথ্বীরাজকে বলিতেছেন,—"কেমন রাজকবি! মানসিংহের ন্যায় রণনিপুণ ও অধ্যবসায়-শীল ব্যক্তি বোধ করি আর দ্বিতীয় নাই?"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"এ কথা কে না স্বীকার করে? বাদশাহের ন্যায় অদ্বিতীয় প্রতাপশালী ব্যক্তির অভিপ্রায়াধীনে যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহাদের কার্য্যমাত্রই সফল হওয়া বিচিত্র নহে। মানসিংহ তো অসাধারণ যোদ্ধা।"

বাদশাহ বলিলেন,—"মানসিংহ আমার দক্ষিণ-হস্ত। মানসিংহ বীরচূড়ামণি। বোধ করি, তুমি মহারাজ মানসিংহের ন্যায় কর্ম্মঠ ও অধ্যবসায়ী দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম করিতে পার না।"

রাজ-কবি বলিলেন,—"বাদশাহ বোধ করি, এ কথাটা হৃদয়ের সহিত বলেন নাই। মহারাজ মানসিংহ যে অসাধারণ বীর, এ কথায় কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু বাদশাহ স্মরণ করিলে জানিতে পারিবেন যে, এখনও রাজপুতকুলে এমন বীর আছেন, যাঁহারা অম্বরেশকে তৃণ জ্ঞান করেন এবং তাঁহাকে এখনও অসি-চালনায় উপদেশ দিতে পারেন। তাঁহারা বিক্রমে অতুল, প্রতিজ্ঞা-পালনে দৃঢ়ব্রত এবং রণ-কৌশলে অনির্ব্বচনীয়। সেরূপ অসামান্য ব্যক্তির অপেক্ষাও যে মানসিংহ শ্রেষ্ঠ, এ কথা এ অধম স্বীকার করিতে পারে না।"

বাদশাহ ক্ষণকাল চিন্তার পর বলিলেন,—"আমার বোধ হইতেছে যে, মিবারের প্রতাপসিংহকে তুমি লক্ষ্য করিয়া এত কথা বলিতেছ। আমি স্বীকার করি, প্রতাপ অসাধারণ বীর ও অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তুমি কি ভাবিতেছ যে, প্রতাপের এই তেজ থাকিবে? মানসিংহের দ্বারাই প্রতাপের গর্ব্ব খর্ব্ব করাইব। এইবার তাহার বিক্রমের পরীক্ষা হইবে।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"বাদশাহ! আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে আমি এই বলিতে পারি যে, প্রতাপসিংহকে অবনত করা সহজ হইবে না—কখন ঘটিবে কি না সন্দেহ। মানসিংহের ন্যায় যোদ্ধা প্রতাপের কি করিবে? সে অদম্য বিক্রম-প্রবাহে মানসিংহরূপ প্রবল মাতঙ্গও ভাসিয়া যাইবে।"

তাহার পর মনে মনে বলিলেন,—"প্রতাপ! তোমার সার্থক জন্ম! কিন্তু সমুদ্রে বান ডাকিয়াছে, সব ভাসিয়া যাইবে; যে ঝড় উঠিয়াছে, সব উড়িয়া যাইবে! নিস্তার নাই। তথাপি দেখা ভাল। দেখ, যদি কোন উপায় হয়। কেন দেখিবে না?"

বাদশাহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর কহিলেন,—"প্রতাপের বীরত্ব যে অতুল, তাহা আমি জানি এবং সে জন্য আমি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করি। কিন্তু সে সিংহ যদি জালে না পড়ে, তবে আমার কিসের কৌশল? সে দর্প যদি চূর্ণ না হয়, তবে আমার কিসের গৌরব? সে বীর যদি অধীন না হয়, তবে আমার কিসের বল? আমার এই রাজপুত যোদ্ধৃগণ পৃথিবীকে ক্ষুদ্র বর্ত্তুলের ন্যায় ঘুরাইয়া ফেলিতে পারে, তাহারা এক জন মনুষ্যকে অবনত করিতে পারিবে না?"

পৃথ্বীরাজ অবনত-মস্তকে বলিলেন,—"জাঁহাপনা, জয় ও পরাজয় সমস্তই বিধিনিয়োজিত ফল। বল বা প্রতাপ দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাদশাহের সহিত তুলনা করিলে প্রতাপসিংহ তো গণনায় আইসে না। আবুলফজল যাঁহার মন্ত্রী, টোডরমল্ল যাঁহার সচিব, ফৈজি যাঁহার পার্শ্বচর, মানসিংহ [illegible] অনুগত এবং মহারাজ [illegible] রায়, বীরবলসিংহ, সাগরজি, শৌর্ভাসিংহ প্রভৃতি বীরেরা যাঁহার আশ্রিত, যাঁহার রাজ্য আসমুদ্র বিস্তৃত, যাঁহার সৈন্যসংখ্যা অগণনীয়, যাঁহার প্রতাপে ভারত অবনত, তাঁহার সহিত ক্ষুদ্র মিবারের ধন জন-শূন্য ক্ষুদ্র প্রতাপের কোনই তুলনা হয় না। কিন্তু—"

এই সময়ে এক জন কর্ম্মচারী তথায় আগমন করিয়া সম্মানসহ নিবেদিল—"জাঁহাপনা! মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর প্রাসাদ-তোরণ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।"

বাদশাহ অতিশয় সন্তোষের সহিত কর্ম্মচারীকে বিদায় করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কিন্তু কি ?"

বাদশাহ ক্ষুদ্র বা মহৎ কাহারও নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে অপমান মনে করিতেন না বা তাঁহার সংস্কারের বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইলে বিরক্ত হইতেন না। এই জন্যই প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে পৃথ্বীরাজের অভিপ্রায় কি এবং তাঁহাকে জয় করার পক্ষে পৃথ্বীরাজের মনে কি কি আপত্তি আছে, তাহা বাদশাহ আগ্রহের সহিত শুনিতেছেন ; অথচ এমনই ভাব প্রকাশ করিতেছেন যে, যেন তিনি পৃথ্বীরাজের ভ্রমভঞ্জন ও তাঁহার কুসংস্কার দূরীভূত করিবার বাসনাতেই এত কথা কহিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রিয়ভাস দ্বারা বাদশাহের মনস্তুষ্টি করিতে হইত না, তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। এই জন্যই পৃথ্বীরাজ বলিতে সাহস করিলেন যে,—"কিন্তু প্রতাপের প্রতাপ আছে, যত দিন প্রতাপ আছে কাহার সাধ্য তাহাকে জয় করে? এ দীনের এই বিশ্বাস, প্রতাপসিংহ কখনই নত হইবে না। বাদশাহের চেষ্টা এক্ষণে সফল হইবে না।"

বাদশাহ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার সেই কর্ম্মচারী আসিয়া তদ্রূপভাবে নিবেদিল,—"মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর এই দিকে আসিতেছেন।"

কর্ম্মচারী বিদায় হইল। তখন নকিব চীৎকার করিতে লাগিল,—"অম্বররাজ, বিশহাজারী মন্সবদার অতুলপ্রতাপ বাদশাহ বাহাদুরের অনুগ্রহভাজন রাজপুত-চূড়ামণি মহারাজ মানসিং[illegible]ের [illegible]"

বাদশাহ উঠিয়া দ্বার-সমীপস্থ হইলেন ; তথা হইতে হাসিতে হাসিতে মানসিংহকে প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিলেন। মানসিংহ ভূমিস্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বীরবর! তোমার যশঃসৌরভ তুমি আসিবার অনেক পূর্ব্বে আমার নিকটে আসিয়াছে। আমরা এখনও তোমার কথায় নিযুক্ত ছিলাম।"

মানসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির বিষয় আলোচনায় বাদশাহ বাহাদুরের একটি মুহূর্ত্তকালও অতিবাহিত হইয়াছে, এ সংবাদ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের, প্রশংসার বা অনুগ্রহের কথা মানসিংহ আর কিছু জানে না।"

বাদশাহ তাহার পর আসন গ্রহণ করিলেন এবং মানসিংহকেও আসনগ্রহণে অনুমতি দিলেন। তাহার পর পরস্পর স্বাস্থ্যাদি-সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা হইল। বাদশাহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমরা কিন্তু তোমার নিন্দা করিতেছিলাম।"

মানসিংহ বলিলেন,—"এ অধমের এমন কি সৌভাগ্য যে, সে বাদশাহ বাহাদুরের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবে? কিন্তু নিন্দাতে হউক বা প্রশংসায় হউক, বাদশাহ বাহাদুর যে তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাই এ দীনের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।"

আকবর বলিলেন,—"যে বীর হিন্দুস্থান পদাবনত করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই, যাহার ক্ষমতা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া গজনী নগরকেও হতবল করিয়াছে, সে বীরের অমিত তেজ যদি স্থানবিশেষে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সে ঘটনা চিরকাল তাঁহার বীর-চরিত্রের কলঙ্করূপে সংঘোষিত হইবে।"

মহারাজ মানসিংহ বহুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"বাদশাহ আজ্ঞা করিলে এ দীন অনলে শয়ন করিতে পারে, সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারে, একাকী [illegible]িংহের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে ; কিন্তু অধীন জানে না, কোথায় সে বাদশাহের জয়-ধ্বজা প্রোথিত করিতে চেষ্টা করে নাই।"

বাদশাহ ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন,—"মিবার - প্রতাপসিংহ।"

মানসিংহ কাঁপিয়া উঠিলেন। বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন ; পরে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ ; যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে আসিতেছে।

"প্রতাপসিংহ—দাম্ভিক—প্রতাপসিংহ—দরিদ্র, ভিক্ষুক, কুটীরবাসী! প্রতাপসিংহ—সে আমার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে—সে আমার অন্তরে তীব্র বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব ; আমি তাহাকে পথের ভিখারী করিব ; আমি

তাঁহাকে অন্নহীন করিব, আমি তাঁহাকে বাদশাহের চরণে বাঁধিয়া আনিয়া দিব; আমি তাহাকে আমার চরণ ধরিয়া রোদন করাইব; তবে আমার ক্রোধ শান্ত হইবে,—হৃদয়ের তৃপ্তি হইবে।"

আক্‌বর জিজ্ঞাসিলেন,—"তাঁহার উপর অদ্য তোমার এত ক্রোধ দেখিতেছি কেন? সে সম্প্রতি আর কোন নূতন অপরাধে অপরাধী হইয়াছে কি?"

তখন মানসিংহ একে একে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া বাদশাহ আক্‌বর অনেকক্ষণ তূষ্ণীম্ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহারও অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইল, কিন্তু তিনি ক্রোধ ব্যক্ত করিবার লোক নহেন। তাঁহার পার্ষদ রাজপুত-মণ্ডলী যদি তাঁহার অনধীন কোন রাজপুত-বীরের উপর বিরক্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, রাজপুতগণের পরস্পর মনোবাদ ও অনৈক্য ঘটিলে ভারতে যবন-প্রতাপের আর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। কিন্তু রাজপুতগণ সমতাবলম্বী হইলে শত যবন-ভূপেরও এমন সাধ্য হইবে না যে, ভারতে এক দিনও রাজত্ব করে। তিনি বুঝিলেন যে, প্রতাপসিংহ অতুল বীর ও প্রভাবশালী হইলেও আর তাঁহার নিস্তার নাই। কারণ, মানসিংহের ন্যায় স্বজাতীয় বীর এক্ষণে তাঁহার প্রবল শত্রু। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা প্রভুর সন্তোষসাধন এক কথা, আর নিজ হৃদয়ের বিজাতীয় জ্বালানিবারণ [illegible] আর এক কথা। অসাধারণ প্রভুভক্ত হইলেও প্রতাপসিংহের ন্যায় স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করিতে কোনও রাজপুতেরই প্রবৃত্তি বা অনুরাগ হইত না। কিন্তু এক্ষণে আর সে অনুরাগের অপ্রতুলতা থাকিতেছে না। শুক্তসিংহ প্রভৃতি বীরেরাও প্রতাপের বিরোধী।* সুতরাং প্রতাপের নিস্তার কোথা? এ সকল কথাই তিনি বুঝিলেন।

এমন সময়ে নকিব আবার চীৎকার করিয়া জানাইল, 'শাহজাদা সেলিম উপস্থিত।' বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে সেলিম মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কান্তি ভুবনমোহন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি উজ্জ্বল ও অতি সুদৃশ্য। তাঁহার মস্তকে বিবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত শিরপেঁচ জ্বলিতেছে। তাঁহার বিশাল-বক্ষে সুগোল মুক্তার মালা শোভা পাইতেছে। তাঁহার আয়ত ইন্দীবর-নয়ন হইতে তেজ ও বুদ্ধির জ্যোতি বাহির হইতেছে। কিন্তু বিচক্ষণ লোক দেখিলে বুঝিতে পারিতেন যে, সেলিমের এই অপূর্ব্ব লাবণ্যের উপর অযথা ভোগবিলাসানুরাগিতা এবং স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় নিয়মাবহেলন হেতু এক কালিমা পড়িয়াছে। শাহজাদা সেলিম প্রবেশ করিয়া বাদশাহের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বাদশাহের চরণে হস্ত স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন। বাদশাহ অত্যন্ত স্নেহের সহিত সেই যুবককে আলিঙ্গন করিলেন। মানসিংহ ও পৃথিরাজ শাহজাদাকে যথাবিহিত সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর সকলে আসনগ্রহণ করিলে বাদশাহ বলিলেন,—"সেলিম! কোন গুরুতর সামরিক কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করি না বলিয়া সর্ব্বদাই তুমি দুঃখ করিয়া থাক। এবার তোমাকে এমন এক যুদ্ধের ভার দিব স্থির করিয়াছি যে, তাহাতে জয়-পরাজয়ের সহিত তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতির দৃঢ় সম্বন্ধ থাকিবে।"

সেলিম বলিলেন,—"যেমনই কেন বিপক্ষ হউক না, জয়লাভে এ দাসের কোন সংশয় নাই। বাদশাহের আশীর্ব্বাদই দাসের বল। যত দিন সেই আশীর্ব্বাদের প্রতি এ দীনের অবিচলিত ভক্তি থাকিবে, তত দিন কোথাও এ দাস অপদস্থ হইবে না, এক্ষণে বাদশাহ [illegible] এ দাসকে নিযুক্ত করিয়া অনুগৃহীত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতে পারি না কি?"

* শুক্তসিংহের সহিত কেন মহারাণা প্রতাপসিংহের মনান্তর ছিল, তাহা বোধ করি, ইতিহাসানুসন্ধিৎসু পাঠকের অবিদিত না থাকিতে পারে। Tods Rajasthan, vol i, p, 265 এবং 976 দেখ।

যেরূপে শুক্তসিংহের সহিত প্রতাপসিংহের মনান্তর ও পার্থক্য ঘটে এবং তৎকালে কুলপুরোহিত তাঁহাদের বিবাদভঞ্জনার্থ যেরূপে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন, তাহার বিবরণ এবং অকুতোভয় শুক্তসিংহের বাল্যজীবনের সাহসের কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে

আক্‌বর বলিলেন,—"রাজা মান্! তুমি যখন প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে, তখন সেলিমকে সঙ্গে লইবে। সেলিমের অদম্য সমর সাধ-নিবৃত্তির এই উত্তম ক্ষেত্র। এক্ষণে সেলিম! তুমি প্রস্তুত হও। রাজা মানের সহিত তোমাকে এবার মিবারের প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।"

শাহজাদা বলিলেন,—"এ দাস সর্ব্বদা সম্রাট্-কার্য্যে প্রস্তুত। অনুমতি হইলে এই মুহূর্ত্তেই যাত্রা করিতে পারি।"

মানসিংহ বলিলেন,—"বাদশাহের আদেশে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমাদের কোন সময়ে যাত্রা করা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে বাদশাহের কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই।"

বাদশাহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন — "সম্মুখে খোসরোজ পর্ব্ব উপস্থিত। খোসরোজের পর যাত্রা করাই আমার মতে যুক্তিসঙ্গত। তোমাদের কি মত?"

মানসিংহ বলিলেন, "তাই স্থির।"

তাহার পর একে একে পৃথ্বিরাজ ও মানসিংহ বিহিত-বিধানে বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে পিতা ও পুত্র বিষয়ান্তরের কথায় নিবিষ্ট হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভাবী ভূপতি।

আমরা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে শাহজাদা সেলিমের [illegible] [illegible]য়াছি, সর্ব্বত্র তিনি সে[illegible] বর্ণে চিত্রিত হন না। [illegible]ত্রের দুই ভাব। একভাব দেখিলে তিনি নরকের প্রেত; এক ভাব দেখিলে তিনি পূজা ও ভক্তির সামগ্রী; আর এক ভাব দেখিলে তিনি ঘৃণা ও অরুচির বিষয়। তাঁহার হৃদয়ে যেমন অতি মহৎ অপার্থিব মনোবৃত্তি সমস্ত নিহিত ছিল, তেমনই তথায় অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়-পরতা, ভোগাসক্তি ও নীচতা বাস করিত। তাঁহার কত কার্য্যে অতুল তেজস্বিনী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত, আবার তাঁহারই কত কার্য্যে দারুণ হিতাহিত-বোধ-বিহীনতা প্রকাশ হইত। তিনি যখন দরবারে বসিতেন, তখন তাঁহাকে আবুল ফজেলের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও মানসিংহের ন্যায় সাহসী বলিয়া বোধ হইত; আবার তিনি যখন বিলাসগৃহে বসিতেন, তখন তাঁহার নীচতা ও অদূরদর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখা যাইত। তিনি যখন রাজকার্য্যের মন্ত্রণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন সময়ে সময়ে চতুরচূড়ামণি আক্‌বরও মনে মনে তাঁহার নিকট হারি মানিতেন। আবার তিনি যখন ভ্রষ্টমতি তোষামোদী পারিষদগণে পরিবৃত থাকিতেন, তখন তাঁহাকে নির্ব্বোধের একশেষ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সমস্ত দোষ ও গুণ একত্র করিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শাহজাদা সেলিমের চরিত্রে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক। তাঁহার শান্তস্বভাব তাঁহার মিষ্টভাষা, তাঁহার সরলতা, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার লোকানুরাগিতা প্রভৃতি অসংখ্য সদগুণ একত্রিত করিয়া তুলায় আরোপ করিলে গুণের দিক্ গুরুভাব হেতু অবনত হইয়া পড়ে।

অতি সুসজ্জিত মর্ম্মর-প্রস্তরের এক মনোহর প্রকোষ্ঠে সন্ধ্যার পর শাহজাদা সেলিম উপবিষ্ট আছেন। তোষামোদী অসৎস্বভাব পারিষদগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। চতুর্দ্দিকে অগণ্য স্ফটিক-আলোকাধারে অগণ্য আলোকমালা জ্বলিতেছে। অপূর্ব্ব গন্ধদ্রব্যের অপূর্ব্ব গন্ধে প্রকোষ্ঠ আমোদিত। দুই জন অপ্সরাসদৃশী রূপসী নর্ত্তকী ভুবনমোহন পরি[illegible] ভূষণে আপনাদের পাপ-কায়া বি[illegible]তা করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গী-সহকৃত নৃত্য ও গীত দ্বারা অনিয়মী অদূরদর্শী, যুবক শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়তৃষা বলবতী করিতেছে। আবেশভরে তাহাদের আয়তলোচন কখন যেন মুকুলিত হইয়া আসিতেছে, আবার কখন তাহা হইতে বাসনার তীব্র গরল নিঃসৃত হইয়া দর্শকগণকে বিচেতন করিতেছে; কখন তাহা হইতে প্রণয়ের অতি স্নিগ্ধ সুধা স্পন্দিত হইয়া সকলকে বিহ্বল করিতেছে এবং কখন বা তাহা হইতে কটাক্ষের তীক্ষ্ণ তাড়িত তাহাদের মর্ম্ম ভেদ করিতেছে। এই ঘোর মাদকতাতেও যুবকগণের তৃপ্তি নাই; সিরাজ হইতে সমানীত স্বর্ণপান-পাত্রস্থ উজ্জ্বল সুরা তাহাদের অস্থির বুদ্ধিকে আরও চঞ্চল ও আরও অপ্রকৃতিস্থ করিতেছে। সেলিম এইরূপ বিকৃত সংসর্গে বসিয়া অনবরত

সুরাপান করিতেছেন এবং রূপোন্মত্ত ও মদোন্মত্ত হইয়া নিয়ত চীৎকার করিতেছেন।

কে বলে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ জীব! মনুষ্য যদি বুদ্ধিমান্, তবে নির্ব্বোধ কে? আর কোন্ জন্তু স্বেচ্ছায় এরূপে স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করে? আর কোন্ জন্তু মনুষ্যের ন্যায় নিরন্তর নিয়মাবহেলন করিয়া স্বাস্থ্য, সুখ ও আনন্দ বিধ্বংসিত করে? আর কোন্ প্রাণী ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত করিয়া অকালে কালসমুদ্রে ডুবিয়া যায়? মনুষ্যের ন্যায় ভ্রম-পরায়ণ জীব আর কোথায় আছে? ফলতঃ এক পক্ষে মনুষ্যের কার্য্যবিশেষ দেখিয়া যেমন বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারা যায় না, তেমনই পক্ষান্তরে তাহাদের ভ্রান্তি দেখিয়া ইতর প্রাণীগণের যদি বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারাও হাস্যসংবরণ করিতে পারিত না। মনুষ্যের স্বাধীন বুদ্ধিই তাহাদের উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই হেতু।

নর্ত্তকী নাচিতেছে এবং লীলাও লালসাসূচক ভঙ্গী-সহ গায়িতেছে। দুইটি গানের পর তাহারা তৃতীয় গান ধরিল ;—

"পিও বঁধু মধু কোমল-কমলে।
রহে না রস সখা ফল শুকালে॥"

সেলিম চীৎকার-স্বরে বলিলেন,—"ঠিক।" বহুৎ আচ্ছা! মদ!"

এক জন তৎক্ষণাৎ একপাত্র সুরা দিল। সেলিম পান করিলেন। [illegible] গাইল,—

"থাকিতে সময়,
লুঠো রসময়,
জান ত যৌবন ফিরে না গেলে॥"

সেই ভ্রষ্ট-মতি যুবকগণ প্রশংসাসূচক ও সন্তোষ-জ্ঞাপক এতই শব্দ একসঙ্গে বলিল যে, তথায় একটা বিকট গোল পড়িয়া গেল। সেলিম তখন এক রমণীর বদন-শোভা দেখিতে দেখিতে এতই বিমোহিত হইয়াছেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে পানপাত্র পড়িয়া গেল; তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

গায়িকা গাইতে লাগিল,—

"এ ফুল নূতন,
রস-নিকেতন,
কি হইবে বঁধু সুধু রাখিলে॥"

আবার সেই বিকট চীৎকারধ্বনি! সেলিম বলিলেন,—"বটে তো! তা কি হয়? মদ!"

গায়িকা আবার গাইতে লাগিল,—

"কে আছে রসিক,
প্রেমের প্রেমিকা,
লও এ রতন যতনে তুলি॥" *

তখন সেলিম,—"আমি, আমি—এই যে আমি আছি বলিয়া টলিতে টলিতে উঠিলেন এবং এক জন গায়িকার হাত ধরিয়া তাহার বদনচুম্বন করিলেন। সকলে 'তো, তো' শব্দে হাসিয়া চৈতন্যশূন্য হিতাহিত বোধ-রহিত। এক জন লোক আসিয়া সংবাদ দিল,—"বাদশাহ বাহাদুর ও মহারাজ মানসিংহ শাহজাদাকে স্মরণ করিতেছেন।"

সেলিম রমণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু অবলম্বনহীন হইয়া শরীর স্থির রাখিতে পারিলেন না—তথায় পড়িয়া গেলেন। সহচরেরা একে একে প্রস্থান করিল।

সেলিম বলিলেন,—"আ! দিবারাত্র স্মরণ করিলে আর পারা যায় না। বল গিয়া, আমি এখন যাইতে পারিব না।"

আবার বলিলেন,— "না না না— বল গিয়া আমি যাইতেছি। তুমি যাও, আমি যাইতেছি।"

দুইবার তিনবার শাহজাদা উঠিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অগত্যা ভারতের ভাবী ভূপতি সুরাপহত-চেতন হইয়া জঘন্য চিন্তা করিতে ও অশ্লীল অনুধ্যান করিতে করিতে সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।

[illegible] পরিচ্ছেদ

রাজ-রাজ-মোহিনী।

আগরা নগরের যমুনা-তীরস্থ একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে দুইটি যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যে যুবতী অদ্বিতীয়া

*এই গীত রাগিণী ঝিঁঝিট ও তাল দাদরায় সমাবিষ্ট। 'বিধিয়া লে গেইহো মোরে বাছারিয়া' ইত্যাদি প্রচলিত হিন্দী গানের অনুরূপ।

সুন্দরী, যাঁহার লাবণ্যে গৃহ উজ্জ্বল, যাঁহাকে দর্শনমাত্র দেবীবিবেচনায় মোহিত ও চমকিত হইতে হয় এবং যাঁহার বর্ণ, গঠন, শিক্ষা, কমনীয়তা, ভঙ্গী সকলই অমানুষী ও অপার্থিব, সেই সুন্দরী মেহের-উন্নিসা। অপরা তাঁহারই সহচরী—আমিনী। মেহের-উন্নিসার বয়স ষোড়শ বর্ষের অধিক নহে। যাহার সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা ভুবনবিখ্যাত, আমরা সেই রমণী-কুল ললাম-ভূতা মেহের-উন্নিসার সৌন্দর্য্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া হাস্যাস্পদ হইব না। প্রবাদ আছে, বিশ্বপতি কোন বস্তুই দোষশূন্য করেন নাই, পদ্ম ও গোলাপে কণ্টক আছে; ময়ূরের পদ দেহের অযোগ্য। কিন্তু মেহের-উন্নিসা সেই প্রবাদের ব্যাবৃত্তিস্থল। তাঁহার দেহে, স্বভাবে ও কার্য্যে কিছুতেই দোষের সংস্পর্শ দেখা যায় না।

রাজ-রাজ-মোহিনী মেহের-উন্নিসার সকল কার্য্যই সুরুচির পরিচায়ক। তাঁহার পরিচ্ছদ গৃহ-সজ্জা প্রভৃতি তাহার সংরুচির সাক্ষ্য দিতেছে। মেহের-উন্নিসার পিতা ধনবান্ নহেন, সুতরাং গৃহের শোভা-সংবিধানার্থ মহামূল্য দ্রব্য সমস্ত ক্রয় করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু যাঁহার গৃহে মেহের-উন্নিসার জন্ম, তাঁহার অন্য শোভার প্রয়োজন কি? মেহের-উন্নিসা সামান্য সামান্য দ্রব্যে গৃহ, দ্বার ভবন-সংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যান প্রভৃতি এমনই সুশৃঙ্খল ও সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন যে, দর্শনমাত্র তাহা চিত্তকে আকর্ষণ করে। মেহের-উন্নিসার পরিচ্ছদ মূল্যবান না হইলেও তাহা এমনই সুরুচি-সঙ্গত ও পরিষ্কার এবং তাহা এমনই দেহ আবরণ করিয়াছে যে, তাহা মহামূল্য বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। মেহের-উন্নিসা সহচরীকে বলিতেছেন, "আমিনি! তুমি কি [illegible] এতই অসার ও অপদার্থ [illegible] কর? তুমি কি ভাব, [illegible] এতই জঘন্য? প্রণয়-বৃত্তি মানুষ্য-হৃদয়ের উচ্চতার পবিত্র নিদর্শন। সেই পবিত্র বৃত্তি ত্যাগ করিয়া আমি কি পাশববৃত্তির অনুসরণ করিব?"

আমিনী একটু চিন্তার পর কহিল,—"মেহের-উন্নিসা! ভাবিয়া দেখ, তুমি কি হইবে। ধন বল, সম্পত্তি বল, পদ বল, প্রভুত্ব বল, সংসারে মনুষ্যজীবনের যাহা কিছু প্রার্থনীয়, শাহাজাদা সেলিমের তাহার কিছুরই অপ্রতুল নাই। সেই সমস্ত দুর্লভ সুখের অংশিনী হওয়া কি সামান্য ভাগ্যের কথা? মেহের-উন্নিসা, তুমি ভাবিয়া দেখ।"

মেহের-উন্নিসা বিষাদব্যঞ্জক হাস্য করিয়া কহিলেন,—"আমিনি! আমি তোমার প্রস্তাবিত জীবনের প্রধান প্রার্থনীয় সুখের সহিত আমার হৃদয়ের অতুল সুখের বিনিময় করিতে ইচ্ছা করি না। একমাত্র অমূল্য নিধি প্রেম আমার প্রার্থনীয়। যদি তাহা পাই, তাহা হইলে দারিদ্র্যও আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি।"

আমিনী বলিল,—"তুমি যাহা চাও, তাহাই কোন্ না পাইবে? শাহজাদা সেলিম বাহাদুর তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। তুমি শুন নাই, তিনি তোমার নিমিত্ত উন্মাদপ্রায় হইয়াছেন।"

মেহের-উন্নিসা একটু লজ্জিতা হইলেন। বলিলেন,—"আমিও যে সেলিম বাহাদুরের রূপের প্রশংসা অথবা তাঁহার অত্যুন্নত পদের প্রতিষ্ঠা করি না, এমন নহে; প্রত্যুত তাঁহার ন্যায় সুন্দর পুরুষ আমি আর কখন দেখি নাই।"

মেহের-উন্নিসার চিত্ত একটু ভাবান্তরিত হইল; তিনি ক্ষণেক নীরব হইলেন। আবার কহিলেন,—"কিন্তু তিনি আমাকে ভালবাসেন না। তাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা নাই। তবে কখন যে তাঁহার জন্মিতে পারে না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি আমার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন,—এ কথা অসম্ভব নহে, কিন্তু সে উন্মত্ততা স্বতন্ত্র কারণে হইয়াছে; তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। [illegible] প্রণয় সে মত্ততার কারণ নহে—ঘৃণিত ভোগানুরক্তি ও লিপ্সা তাহার হেতু। আমিনি! জগতে যে কিছু কষ্ট আছে, আমি তাহা হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে পারি; তথাপি আমি স্বর্গীয় সুখ-সংবেষ্টিত হইয়াও কাহারও জঘন্য মনোবৃত্তি-সংসাধনের পাত্র হইয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং শাহজাদার প্রস্তাব আমার অরুচিকর।"

আমিনী আবার কহিল,—"তুমি বুঝিতেছ না—শাহজাদা তোমাকে বিবাহ করিবেন। বিবাহিতা স্ত্রীকে ভালবাসিবেন না, ইহাও কি সম্ভব? আর দেখ, সেলিম ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবেন। তিনি বাদশাহ হইলে মনে কর, তখন তোমার কত সুখ হইবে।"

মেহের-উন্নিসা বলিলেন,—"সেলিম যে ভবিষ্যতে বাদশাহ্ হইবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় রূপবান্ ও অত্যুন্নত ব্যক্তির ভার্য্যা হইতে কে না ইচ্ছা করে? তাঁহার প্রণয়িনী হওয়া আমি আনন্দের বিষয় বলিয়াই বিবেচনা করি। কিন্তু যখন মনে হয় যে, সেলিম কেবল রূপ-ভোগ-বাসনায় আমার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছেন, তখনই আমার চৈতন্য হয়, তখনই ভাবি, যদি মন না পাইলাম, তবে সিংহাসন, ধন-সম্পত্তি কিসের জন্য? তখন আমি স্থির করি যে, জীবন যায়, সে-ও স্বীকার, তথাপি আমি পদ-গৌরবে বিমোহিত হইয়া সেলিমের নিকট দেহ বিক্রয় করিব না।

সুন্দরী নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—"সেলিম আমাকে বিবাহ করিবেন সত্য, কিন্তু বিবাহ করিলেই যে স্ত্রীকে ভালবাসিতে হয়, ইহা বাদশাহ্দিগের শাস্ত্রে লেখে না—মনুষ্যের কোন সমাজেই এরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই। আর দেখ, পিতা সের আফগানের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। যখন সে সম্বন্ধ স্থির হয়, তখন আমিও তাহাতে সম্মতি দিয়াছি। সুতরাং আমি ধর্ম্মতঃ তাঁহারই পত্নী হইয়াছি। অধুনা আমি যদি অন্য মত করি, তাহা হইলে পিতাকে অপমানিত করা হয়, আমাকে ধর্ম্মে পতিতা হইতে হয়, অথচ আমার বিশেষ লাভ কিছুই নাই; বরং আমাকে সুবর্ণ-পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় জীবন কষ্টেই পাইতে হইবে। যে কার্য্যে এত অনর্থ-পাতের সম্ভাবনা, সেরূপ গর্হিত কার্য্য কেন করিব? আর বিবেচনা কর, সের সেলিমের ন্যায় অত্যুন্নত পদশালী নহেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সেলিমের অপেক্ষা বিস্তর গুণ আছে। তিনি বিনয়ী, নম্র, শান্তস্বভাব, মিতাচারী, প্রেমিক, বীর ও কর্ম্মঠ। সেলিমের এ সকল গুণ কখনও না হইতে পারে, এমন নয়, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার তাহা নাই। তবে বিধাতা তাঁহাকে যে অত্যুচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাঁহাকে যে অতুলনীয় রূপরাশি প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই নারীহৃদয়ের লোভ-উদ্দীপক। আমার হৃদয়ে সে সমস্তের লোভ হয় না, এমন নহে। কিন্তু আমি সে লোভ দমন করিতে জানি; আমি ভাল মন্দ চিনিতে পারি, আমার হৃদয় এত অসার নহে যে, আমি পবিত্র সুখের সহিত অপবিত্র সুখের বিনিময় করিব; স্বর্গীয় আনন্দের সহিত ঘৃণিত লিপ্সার পরিবর্ত্তন করিব এবং কাঞ্চন-মূল্যে পিত্তল ক্রয় করিব।"

আমিনী কহিল,—"পুত্রের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য হয় তো বাদশাহ আকবর তোমার পিতার নিকট অনুরোধ করিবেন। সম্রাটের আদেশ তিনি কখনই অন্যথা করিতে পারিবেন না। তখন তুমি কি করিবে?"

মেহের-উন্নিসা চারুমুখে একটু হাসিয়া বলিলেন, —"সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। আকবরের ন্যায় ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহ বাগ্দত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ দিতে বলিবেন, ইহা অসম্ভব। আর পিতাও যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া আমার অন্যত্র বিবাহ দিবেন, তাহাও বোধ হয় না।"

আমিনী আবার কহিল,—"তোমার অপেক্ষা কাহারও অধিক বুদ্ধি নাই। আপনার ভাল-মন্দ তুমি যেমন বুঝিবে, এমন কে বুঝিবে? কিন্তু দেখিও, ভাই, পরিণামে যেন মনঃপীড়া না পাইতে হয়।"

মেহের-উন্নিসা সুগোল নবনীত-বিনিন্দিত কমনীয় ভুজবল্লী উর্দ্ধোত্থিত করিলেন এবং প্রেমাশ্রু-পূর্ণ সফরীসদৃশ নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"সকলই তাঁহার ইচ্ছা।"

আমিনী কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে চলিয়া গেল। ইতিহাস-প্রথিত, জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী মেহের উন্নিসা সেই স্থানে বসিয়া স্বীয় ভবিষ্য ভাবনায় ভাসমান হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হৃদয়ের বিনিময়।

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনই এক হৃদয় অপর হৃদয়কে আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, তাড়িতের শক্তি-বিশেষ-সহযোগে চুম্বকে আকর্ষণী শক্তি জন্মে; চুম্বক বস্তুতঃ লৌহ-বিশেষ। হৃদয়ের পক্ষেও তাহাই বটে। এ বিশ্ব সংসারে হৃদয়ের ছড়াছড়ি; কিন্তু কই, কয়টা কয়টার জন্য মরে ও বাঁচে? কয়টা কয়টাকে হাসায় ও কাঁদায় ও ...ায়। এ সংসারে কয়জন

কয়জনের জন্য ভাবে? সকল হৃদয় যদি সকল হৃদয়ের দিকে ধাবিত, সকলে যদি সকলের জন্য ভাবিত, তাহা হইলে মনুষ্য দেবতা হইত, তাহা হইলে মানুষ হৃদয় ঢালিতে শিখিয়া, সকল ক্লেশ, সকল জ্বালা নিবারণ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। সকল হৃদয় সকল হৃদয়ের দিকে যায় না। এক হৃদয়-নিঃসৃত প্রেমরূপ পবিত্র তাড়িত-সংস্পর্শে যদি অপর-হৃদয় আলোকিত হয়, তাহা হইলে সেই হৃদয়-যুগল পরস্পর আকর্ষণসূত্রে বদ্ধ হয়। মানুষের হৃদয়ের গতি এইরূপ। ইহাকেই লোকে ভালবাসা, প্রণয়, স্নেহ, মমতা, প্রভৃতি নানাবিধ প্রকারে ভেদ করে। বস্তুতঃ তৎসমস্তই এক প্রকার বৃত্তি—সকলই হৃদয়ের আকর্ষণ মাত্র। স্বার্থত্যাগ এই ইহার কার্য্য। স্বার্থত্যাগের অপেক্ষা পবিত্র ও মহৎ কার্য্য ক্ষুদ্র মানব-জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যিনি যত স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তত অবিনশ্বর হইয়া, যুগযুগান্তরে পরম্পরাগত মানববৃন্দের হৃদয়ে দেবতার ন্যায় আরাধিত হইতেছেন। যে মহানুভব দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনার প্রাণ সমর-ক্ষেত্রে বলি দিয়াছেন, যিনি অজ্ঞ লোকের ভ্রম ভঞ্জনার্থ নিরন্তর শরীর-পাত করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মপালনের পরিচয় দিয়াছেন, যিনি বিপন্ন মানবের বিপদ্-উদ্ধারার্থ আত্ম-সুখ-শান্তি বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহার সকলই স্বার্থত্যাগের কাজ; তাঁহাদের সকলের হৃদয় ব্যক্তি-সাধারণের দুঃখ ও দুরবস্থা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছে। এ জগত সেরূপ দেবতার নাম কখনও ভুলিবে না। যে এ জগতে স্বার্থত্যাগের মহিমা বুঝিতে না পারে, তাহার সহিত কখনও আলা[illegible] না। তাহার হৃদয় পাষাণে গঠি[illegible] মনুষ্য-নামের [illegible]গই ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি, সমাজ-সংস্থিতির আধার। মূলে ভালবাসা না থাকিলে স্বার্থত্যাগ করা যায় না। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন বলিয়াই পুত্রের সন্তোষের নিমিত্ত নিজের সুখ লক্ষ্য করে না। জননী অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর হইলেও সন্তানের নিমিত্ত আহার্য্য সংগ্রহ করেন। সক্রেতিস সত্যের প্রণয়ে বিমোহিত ছিলেন বলিয়াই সত্যের অনুরোধে জীবন দিতে কাতর হন নাই। চৈতন্যদেব প্রেমের তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই অন্য কোন সুখই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। রামমোহন রায় ধর্ম্মপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই কোন সামাজিক ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া মনে করেন নাই। এ সকলই ভালবাসার জন্য স্বার্থত্যাগের ঘটনা; অতএব সকল ধর্ম্মের মূলই ভালবাসা অর্থাৎ স্বার্থত্যাগ। যে ধর্ম্ম ভালবাসার পথ ছাড়িয়া অন্য উপায়ে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়, তাহা পশুর অধম—তাহা মনুষ্যের গ্রহণীয় নহে। মনুষ্যের মুক্তি ভালবাসায়, উন্নতি ভালবাসায়, বিকাশ ভালবাসায়, আনন্দ ভালবাসায় এবং চরমোৎকর্ষ ভালবাসায়। অধিকের কথা ছাড়িয়া দেও, এক জন এক জনের জন্য মরিতে পারে, এক জন আর এক জনের হাসি দেখিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়, এক জনের যাতনা দেখিলে আর এক জন তদধিক কাতর হয়, এক জনের বিপদ্ দেখিলে আর এক জন আপনাকে তদধিক বিপন্ন মনে করে, এক জনের শোকাশ্রু দেখিলে আর এক জন সেই স্থলে সমশোকাশ্রুপাতে তাহার অশ্রুজল বাড়াইয়া দেয়, ইহার অপেক্ষা পবিত্র, স্বর্গীয় উদার ও দেবভাব আমি আর কিছু জানি না। মনুষ্যসমাজ যত প্রেমের আদর করিতে শিখিবে, প্রেমিকদের যত দেবতা বলিয়া পূজা করিতে শিখিবে, ততই জগৎ স্বর্গ হইবে, ততই মানুষ অনন্ত প্রেমে ডুবিয়া জরামৃত্যু বিস্মৃত হইবে। এই যে প্রেম, ইহা সমভাবে নরনারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে পারে। কিন্তু মানবজাতির হৃদয় এতই ঘৃণিত ও কলুষ-সঙ্কুল যে, অনেকেই নারী[illegible]দেরের যে ভালবাসা, তাহার উদারতা প্রণিধান করিতে পারেন [illegible] এবং তাহা একটু লজ্জার কথা বলিয়াই মনে করেন। ধিক্ তাঁহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে। নর-নারীর প্রেমে স্বতঃই জীবসংস্থিতি সংরক্ষণার্থ একই স্রষ্টার সাক্ষাৎ অভিপ্রায়সঙ্গত যে পবিত্র সম্বন্ধ-বিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহা তুমি নানাবিধ সামাজিক কারণে লজ্জার আবরণে ঢাকিলেও ঢাকিতে পার; কিন্তু সে প্রেম—যদি তাহা চপল লিপ্সা হেতু না হয়, তাহা হইলে তাহাও লজ্জার কথা? তাহা দুর্ব্বল-হৃদয়তার চিহ্ন? তাহা ক্ষুদ্র মনুষ্যের অবলম্বনীয়? যে ব্যক্তি এই কদর্য্য বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে, সে সমাজের প্রবল শত্রু; তাহাকে সর্পের ন্যায় ভয় করিও। কি, ভালবাসা ক্ষেত্রবিশেষে লজ্জার কথা? ভালবাসা লজ্জার কথা,

এ কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিও এবং অপূর্ব্ব দার্শনিকের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিও। যদি এ পাপ-তাপ-পূর্ণ ক্ষুদ্র পৃথিবীতে কিছু পবিত্রতা থাকে, তবে সে পবিত্রতা যেখানে হৃদয়ের বিনিময় ঘটিয়াছে, সেই স্থলেই আছে। যেখানে প্রেমিক তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র পাপীর কথার বাহির হইয়া চন্দ্রের সুধা খাইতে ও কুসুমে শয়ন করিতে শিখিয়াছে, সেইখানে আছে। সেই প্রেমিক—সে যে কেন হউক না—পূজনীয়। তাহার দ্বারা পাপ হয় না, দুষ্কর্ম্ম তাহার চিত্তে আইসে না। এমন যাহার প্রেম—নর-নারী ইহার আশ্রয় হইলে, ইহা লজ্জার কথা হইবে? ছিঃ ছিঃ!

আমরা সে দিন যখন রতনসিংহকে দেবলবর নগরে দেখিয়াছিলাম তখন বুঝিয়াছিলাম, কুমারী যমুনা ও কুমার রতনসিংহ হয় তো পরস্পর পরস্পরের নিকট চিত্ত হারাইলেন। আমাদের সে সন্দেহ মিথ্যা নহে। কারণ, সেই দিনের পর রতনসিংহ আরও তিন দিন অকারণে দেবলবর নগরের রাজ-ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা সে তিনবারই বাটী ছিলেন এবং রতনসিংহকে পুত্রের ন্যায় সমাদর করিয়াছিলেন। কুমারী যমুনাও তাঁহার সহিত অপেক্ষাকৃত সরলভাবে আলাপ করিয়া তাঁহাকে অতুল আনন্দিত করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার যখন রতনসিংহ চলিয়া যান, তখন তিনি ভুলক্রমে অসি ফেলিয়া গিয়াছিলেন এবং মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহা লইয়া [illegible]ছিলেন। আর তিনি চলিয়া গেলে কেহ কেহ বলে যে, বহুদূর [illegible] গন্তব্য পথের বিপরীত পথপ্রবাহী হইয়াছিলেন। কুমারী যমুনাও সে দিন শারীরিক অসুস্থতার ছল করিয়া কিছু আহার করেন নাই এবং কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন নাই। এই সকল কার্য্য-কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, এই যুবকযুবতী বুঝি পরস্পরের নিকট চিত্ত হারাইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ সত্যতা কি অসত্যতার দিকে বিনত হয়, তাহা আমরা অবিলম্বেই জানিতে পারিব। যদি সন্দেহ সত্য হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, স্বার্থ-ত্যাগের অগ্নি-পরীক্ষায় এই যুগলপ্রেমের স্বর্ণ-কান্তি কিরূপে বিভাসিত হয়। সেই জন্যই আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উক্তবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি।

এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, দেবলবররাজ বহুদিনাবধি কুমার রতনসিংহের সহিত দুহিতার বিবাহ দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কন্যার তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় কি জানিবার নিমিত্ত কুসুমের প্রতি ভারার্পণ করেন। কুমারীর হৃদয়ের ভাব বুঝিতে কুসুম পারিয়াছিল; সুতরাং সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার অনুরাগের কথা রঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করে। বৃদ্ধ রাজার মুখে এই শুভ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে; সে আর কালবিলম্ব না করিয়া কুমারীকে গিয়া জানাইল যে, কুমার রতনসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, ত্বরায় শুভ-কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দেবলবর-রাজও কুসুমের মুখে কন্যার মনের ভাব জানিতে পারিয়া অবসরক্রমে মহারাণা প্রতাপসিংহের নিকট এই ব্যাপার নিবেদন করিলেন। মহারাণাও নিরতিশয় সন্তোষ সহকারে এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলেন; সুতরাং বিবাহ-সম্বন্ধ উভয়-পক্ষ হইতে এক প্রকার স্থির হইয়া গেল। কেবল মুসলমানদিগের সহিত বিরোধের অবসান হইলেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবার অপেক্ষা রহিল।

প্রণয়িযুগল কিন্তু ঘোর ঔৎকণ্ঠায় ভাসিতে লাগিলেন। কারণ, তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহারও মনের ভাব অবগত নহেন। কুমার ভাবিতেছেন, কুমারী যমুনার সহিত বিবাহ হইলে সুখের সীমা রহিবে না; কিন্তু কুমারীর হৃদয়ের ভাব কি? যদি অন্য কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি কুমারীর প্রেমাস্পদ হয়, তবে সকলই বিড়ম্বনা। অতএব না বুঝিয়া এ কার্য্যে সম্মতি দিব না। মহারাণা আদেশ করিলে তাঁহার চরণে ধরিয়া বা[illegible] [illegible]মি অতুলনীয়া যমুনা কুমারীকে অনিচ্ছায় বিবাহ [illegible] না।' কুমারীর মনের ভাবও অবিকল সেইরূপ; সুতরাং এ বিবাহ সম্বন্ধে লোকে যাহাই মনে করুক, পাত্র-পাত্রী মনে মনে কতই দুঃখের ও সুখের প্রতিমা ভাঙ্গিতেছেন ও গড়িতেছেন। উভয়েই ভাবিতেছেন, পুনরায় সুযোগ পাইলেই অপরের হৃদয়ের ভাব জানিতে হইবে।

অবিলম্বেই সেই [illegible]যোগ উপস্থিত হইল। দেবলবর-নগর-সন্নিহিত চি[illegible]নেশ্বরী দেবীর সেবার ত্রুটি-বিষয়ক সংবাদ মহারা[illegible] গোচর হইল। মহারাণা

কুমার রতনসিংহের উপর তাহার যথাবিহিত তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিলেন। তদুপলক্ষে দিবস-চতুষ্টয় দেবলবররাজ-ভবনেই কুমারের অধিষ্ঠান হইল। এই চারি দিবসের মধ্যে নানাবিধ সময়ে ও নানা প্রকারে উভয়ে উভয়ের হৃদয় জানিলেন। কি জানিলেন? যাহা জানিলেন, তাহাতে প্রত্যেকের এই বোধ হইল যে, অপর তাঁহাকে যত ভালবাসেন, তাঁহার প্রেম হয় তো তাহার সমতুল্য নহে। এ সন্দেহ যে প্রণয়ের মূলে থাকে, সেখানে প্রণয় অকৃত্রিমভাবে ও অমিত-পরিমাণেই থাকে। অতএব এই যুগল হৃদয়ের শুভবিনিময়ই ঘটিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা।

বেলা প্রহরেক সময়ে শৈলম্বর-নগরের এক নিভৃত রাজ-প্রকোষ্ঠে শৈলম্বররাজ ও কুমার অমরসিংহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যে যে রাজপুত কুলভূষণগণ স্বদেশের স্বাধীনতাসংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত, অচিরে যবনেরা উদয়পুর আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আহার, নিদ্রা ও সম্ভোগ-ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিনিয়ত বিপদ-নিরাকরণের উপায়বিধানে নিরত। শৈলম্বররাজ মহারাণার এক জন প্রধান কুটুম্ব। এই বীরবংশ চিরকাল পুরুষপরম্পরাক্রমে মহারাণাগণের জন্য অকাতরে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন ও আবশ্যকমতে জীবনও বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। সম্প্রতি মিবারের বিপদে বর্ত্তমান শৈলম্বররাজ যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুল। তিনি বারংবার মহারাণার নিকট গমন করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেছেন। মহারাণার সহিত শেষ-সাক্ষাৎসময়ে তিনি কোন নিগূঢ় কারণে কুমার অমরসিংহকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। কুমারেরও আসিবার ইচ্ছা ছিল। পরন্তু স্বয়ং সহসা আগমন করার অপেক্ষা আহূত হইয়া আসা তাঁহার পক্ষে সমধিক সুবিধাজনক হইয়াছিল।

শৈলম্বররাজ মহারাণা প্রতাপসিংহ অপেক্ষা বয়ঃপ্রবীণ, এজন্য কুমারগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। শৈলম্বররাজ পুত্রহীন। বাল্যকালে অমরসিংহ সতত শৈলম্বররাজ-ভবনে গমনাগমন করিতেন। শৈলম্বররাজ ও তাঁহার মহিষী পুষ্পবতী তাঁহাকে তৎকাল হইতে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সম্প্রতি কুমার বহু দিন পরে আগমন করায় সকলে অপরিমিত আনন্দিত হইলেন। অন্তঃপুরমধ্যে মহিষী কুমারের সুখ-সেবনার্থ নানাবিধ আয়োজনে লিপ্ত হইলেন। শৈলম্বররাজ কুমারকে জিজ্ঞাসিলেন,—"অমর! তোমার কি বোধ হয়? মিবারের কি জয়াশা নাই?"

"মিবারের জয়াশা নাই, এ কথা কেমন করিয়া বলি? যে মিবার ভ্রমেও কাহারও নিকট কখন ন্যূনতা স্বীকার করেন নাই, সম্প্রতি সেই মিবারের এককালে অধঃপতন হইবে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

শৈলম্বররাজ কহিলেন,—"কিন্তু বৎস, আক্বরের উদ্যম বড় সহজ নহে। নীচাশয় মানসিংহ শুনিতেছি স্বয়ং আসিবে।"

কুমার কহিলেন,—"কিন্তু আর্য্য! ইহা কি আপনার বোধ হয় যে, আমাদের এত যত্ন ব্যর্থ হইবে? সত্য বটে, অনেক রাজপুত স্বদেশগৌরব ত্যাগ করিয়া আক্বরের পদলেহনে রত হইয়াছে, তথাপি কি আমাদের এমন বন্ধু নাই যে, আমরা যবনগণকে মরুভূমি পার করিয়া দিতে পারি?"

শৈলম্বররাজ কহিলেন,—"অমর! যবনেরা যে আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না, তাহা আমার বিশেষ জানা আছে। [illegible] যে, স্বজাতি-শত্রু বড় [illegible]। মানসিংহ, সাগরজী প্রভৃতি রাজপুত্র[illegible] গ্লানি বিভীষণগণ আমাদের যুদ্ধের [illegible]ত, বল, উপায় সকলই অবগত আছে। তাহাতে আবার মানসিংহ মহারাণা কর্ত্তৃক ঘোরতর অপমানিত হইয়াছে। সুতরাং এবারকার যুদ্ধ যে বড় সহজ হইবে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

অমর বলিলেন,—"আপনার কথা যথার্থ বটে; কিন্তু আমরা কি এমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারি না, যাহাতে শত্রুর বুদ্ধি ও বল পরাভূত হইবার সম্ভাবনা?"

শৈলম্বররাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আমাদের সৈন্যসংখ্যা যতই হউক, তাহা বিপক্ষগণের সৈন্যসংখ্যার অপেক্ষা অল্প হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অল্প সৈন্য সুকৌশলে ও স্থান বুঝিয়া

স্থাপিত করিয়া রাখিলে অধিকতর কার্য্য হইবার সম্ভাবনা।"

অমর বলিল,—"আপনার পরামর্শ সারবান্ সন্দেহ নাই। কোন্ স্থান আপনার অভিপ্রেত?"

আবার অনেকক্ষণ চিন্তার পর শৈলম্বররাজ বলিলেন,—"বোধ হয়, হলদিঘাটের উপত্যকাই উত্তম স্থান। কারণ, যবনগণের সেই পথ দিয়াই মিবারে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। অতএব সেই পথ অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলে যবনের জয়াশা থাকিবে না।"

কুমার বলিলেন,—"আপনি উত্তম স্থির করিয়াছেন। সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই হলদিঘাট ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া মিবারে প্রবেশ করা যবনদিগের সুবিধা হইবে না। অতএব সেই পথ নিরুদ্ধ রাখাই সৎপরামর্শ। আরও দেখুন, হলদিঘাট অবরুদ্ধ রাখিতে যেরূপ সৈন্যবলের প্রয়োজন, অন্য কোন স্থান অবরুদ্ধ করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইবে।"

শৈলম্বররাজ। তুমি যদি আমার অগ্রে রাজধানীতে গমন কর, তাহা হইলে এই প্রস্তাব মহারাণাকে জানাইয়া রাখিবে, পরে আমিও তাঁহাকে এই কথা জানাইব। তাহার পর সৈন্য-সংগ্রহের কথা। আমার অধীনে বোধ করি ৫০০০ পাঁচ সহস্র সৈন্য গিয়া মহারাণার ধ্বজার নিম্নে দণ্ডায়মান হইবে। তবে তুমি যদি তিন চারি দিন এখানে থাকিতে পার, তাহা [illegible] সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। কারণ, প্রজাবর্গ যদি জানিতে পারে যে, তুমি স্বয়ং সৈন্যসংগ্রহার্থ এখানে আসিয়াছ, তাহা হইলে রোগী বা দুর্ব্বল, বৃদ্ধ বা যুবা, নর বা নারী উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে এবং স্ব স্ব ধনপ্রাণ জগৎ-পূজ্য মহারাণার প্রয়োজনার্থে পরিস্থাপিত করিবে।"

"যে আজ্ঞা—আমি চারি পাঁচ দিন অপেক্ষা করিলে যদি অধিকতর উপকার হয়, তবে তাহাই করিব। কিন্তু আর্য্য! যাহারা অক্ষম, যাহারা কাতর, তাহারা যেন রাজ-ভক্তির উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অনর্থক ক্লেশ না পায়।"

এই সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া নিবেদন করিল,—"কুমার আসিয়াছেন শুনিয়া মহিষী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। অতএব যদি কুমারের এখানে আর কোন প্রয়োজন না থাকে, তিনি তাহা হইলে পুরমধ্যে আগমন করুন।"

অমরসিংহ সম্মতির প্রার্থনায় শৈলম্বররাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত করিলে কুমার পরিচারিকার সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দেবী-বাক্য।

সায়ংকালে দেবলবর-রাজ-তনয়া যমুনা দুইটি পাখী লইয়া খেলা করিতেছেন। কখন বা তাহাদের বদনচুম্বন করিতেছেন, কখন বা তাহাদিগকে মস্তকে স্থাপন করিতেছেন, কখন বা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহারা উড়িয়া আসিয়া তাঁহারই স্কন্ধে বসিতেছে। রাজকুমারী যখন পক্ষিদ্বয় লইয়া ক্রীড়ায় মগ্ন, সেই সময়ে হাসিতে-হাসিতে কুসুম তথায় আসিয়া বলিল,—"নির্ব্বোধ বনের পাখী! কিছুই বুঝিস্ না? রাজকুমারীর আদর আর কত দিন?"

যমুনা জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন কুসুম, আমি কি এতই চঞ্চলচিত্ত? যাহাদের একদিন ভালবাসিয়াছি, তাহাদিগকে চিরদিনই ভালবাসিব।"

কুসুম বলিল,—"কথা সত্য বটে, কিন্তু হৃদয় যদি এক স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহা স্থানান্তরে যাইতে পারে কি?"

যমুনা হাসিয়া বলিলেন,—"হৃদয় বদ্ধ হইয়াছে কি না, [illegible] এখন কি প্রয়োজন?"

কুসুম বলিল,—"তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে; কিন্তু কুমারী যমুনার কাহার প্রতি কিরূপ অনুরাগ, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত কুমার রতনসিংহ আমাকে ভার দিয়াছেন; সুতরাং আমার প্রয়োজন আ[illegible]"

"তুমি পরীক্ষা কর[illegible] কি বুঝিলে?"

"বুঝিলাম, কুমা[illegible] অনুরাগ কুমার ব্যতীত আর সকলের প্রতিই [illegible]থেষ্ট।"

কুমারী মুখে কাপ[illegible] দিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলি[illegible]লেন,—"এত যদি বুঝিয়াছ,

তবে এই বেলা কুমারকে সাবধান করিয়া দেও।"

কুসুম বলিল,—"কুমারের ভাবনা পরে ভাবিলেও চলিবে; এক্ষণে এক ব্যক্তিকে সাবধান করা আমার বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।"

"কেন, আবার কে তোমাকে ভার দিয়াছে?"

কুসুম গম্ভীরভাবে বলিল,—"তুমি।"

কুমারী বলিলেন,—"আমার ভার তো চিরদিনই বহিতে হইবে।"

কুসুম বলিল,—"হাসিও না, আমি হাসির কথা বলিতেছি না। এখানে বইস,—যাহা বলি, মনোযোগ দিয়া শুন।"

কুমারী সন্দেহাকুলচিত্তে তথায় উপবেশন করিলেন। তখন কুসুম জিজ্ঞাসিল,—"আমায় সত্য করিয়া বল, কুমারের প্রতি তোমার অনুরাগ কত প্রবল?"

কুমারী অনেকক্ষণ বিনতবদনে চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"অনুরাগ কত দূর বাড়িলে তাহাকে প্রবল বলা যায়, তাহা আমি জানি না। আমি এই জানি যে, এ জগতে এমন কোন পদার্থই আমি ভাবিয়া পাই না, যাহার সহিত কুমার রতনসিংহের বিনিময় করিতে পারি। তোমাকে মনের কথা বলিতেছি, আমি ভবানীর পূজা করিতে বসিয়া মন্ত্র মনে করিতে পারি না, কেবল কুমারের নাম আমার মনে পড়ে; দেবীর ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার মূর্ত্তি হৃদয়ে আইসে না, যত চেষ্টা করি, কেবল কুমারের সেই মোহন কান্তিই মনে পড়ে। জগদম্বে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর; আমার হৃদয়ে আর আমার প্রভুতা নাই।"

কথা সাঙ্গ হইলে কুসুম দেখিল, কুমারী [illegible] হইয়াছে। বুঝিল [illegible] চপল নহে। বলিল,—"[illegible] যমুনে, হৃদয় তো মত্ত করী। দমন না করিলে হৃদয়ের বেগ তো কতই বাড়িতে পারে—তাহাতে হয় ত অনিষ্টও হইতে পারে। কত লোক কত পারে, তুমি চেষ্টা করিয়া হৃদয়ের বেগ একটু কমাইতে পার না কি?"

কুমারী বলিলেন,—"তোমায় কি বলিয়া বুঝাইব? তুমি তো জান, আপনার হৃদয় আমার কেমন আয়ত্ত। জ্ঞানতঃ যুক্তি ও চিন্তার পথ ছাড়িয়া আমার হৃদয় কখনই অন্য পথে যায় না। কিন্তু এবার আমার হৃদয় আর তেমন নাই। আর আমি ইহাকে বশে রাখিতে পারি না। কুমার ব্যতীত সংসারে যে আরও বহু সামগ্রী আছে, কুমার ভিন্ন চিন্তার যে আরও বহু বিষয় আছে, অনেক সময় এ সকল কিছুই আমার মনে থাকে না। ইহাতে আমার দোষ কি? কিন্তু কুসুম, কুমারের প্রতি আমার এই যে প্রেম, ইহার আতিশয্যে আমার কি অনিষ্ট হইতে পারে?"

কুসুম বলিল,—"প্রেম একটু বুঝিয়া, একটু বিবেচনা করিয়া হইলেই ভাল হয়। আগে পাত্রাপাত্র না বুঝিয়া প্রেম করা ভাল নয়—তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে।"

কুমারী হাসিয়া বলিলেন,—"তবে আমার আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া প্রেম করিতে হইলে, কুমারের ন্যায় প্রেমের পাত্র আর কোথায় পাইব?"

কুসুম বলিল,—"কুমার যে এতই সুপাত্র, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

যমুনা হাসিয়া বলিলেন,—"তাহা আর জানিতে? কুমার বীর, কুমার রাজভক্ত, কুমার দেশহিতৈষী, কুমার বিদ্বান্, কুমার মিষ্টভাষী। মানুষে আর কি হয়?"

কুসুম বলিল,—"সকল সত্য, কিন্তু এ সকল তো তাঁহার বাহ্যভাব। তাঁহার অন্তরের ভাব কেমন, তাহা তো তুমি জান না।"

কুমারী বলিলেন,—"[illegible] কি জানিব? সেরূপ দেব[illegible]রে দোষ স্থান পায় না। যদি তাঁহাতে কোন দোষ থাকে, তবে মানুষের সে দোষ হওয়াই [illegible] আবশ্যক।"

কুসুম হাসিয়া বলিল,—"বীর, রাজভক্ত, বিদ্বান্ ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি চোর, মিথ্যাবাদী, পরশ্রীকাতর, ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইতেও পারে। যদিই তোমার প্রেমাস্পদ কুমারের ঐ সকল দোষের এক বা অধিক থাকে, তবে তাহা মনুষ্যমাত্রেরই থাকা আবশ্যক? তুমি প্রেমে এতদূর অগ্রসর হইয়াছ, কিন্তু কুমারের এমন কোন দোষ আছে কি না, অনুসন্ধান করিয়াছ কি?"

"আবশ্যক বোধ হয় নাই, সন্ধানও করি নাই।"

"যাহা করিয়াছ, তাহাতে হাত নাই। কিন্তু কখনও যদি জানিতে পার যে, কুমার প্রতারক,

কুমার অবিশ্বাসী, কুমারের তোমার অপেক্ষাও প্রিয়তমা আছে, তাহা হইলে কি করিবে?”

কুমারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; সহসা স্থির হইয়া বলিলেন,—“প্রথমে সে সংবাদ বিশ্বাস করিব না, প্রত্যক্ষ হইলেও সংশয় হইবে। স্থির-বিশ্বাস জন্মিলে ইষ্টদেবীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আজীবন নিষ্ফল প্রেমানলে পুড়িব, তথাপি কুমারের সহিত কখন কথাও কহিব না।”

কুসুম বলিল,—“ব্যস্ত হইও না—উতলা হইও না। আবার বইস, বলি শুন; সত্য মিথ্যা স্বয়ং বিচার কর। তুমি জান, আমি তোমারই কল্যাণ-কামনায় ত্রিকাল-নিয়ন্ত্রী ‘আম্বের যোগবার’ পূজা দিতে গিয়াছিলাম। পূজা-সমাপ্তির পর দৈববাণী হইল,—‘বালিকা, সাবধান। হৃদয় অধিকৃত।’”

যমুনা কাঁপিয়া উঠিলেন। কুসুম বলিল,—“দেবীর এই আদেশ শুনিয়া হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইল। তাহার পর প্রত্যাগমনকালে পথে মহারাণীর সহিত মহারাণার সংসারের বহুবিধ কথোপকথন হইতে হইতে ক্রমে কুমার রতনসিংহের কথা উঠিল। সে বলিল, রতনসিংহ স্বর্গীয় চিন্দিনারাজতনয়ার নিমিত্ত উন্মত্ত। মহারাণা কুমারকে তোমাদের কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কাজেই কুমারের আশা মনেই রহিয়া গেল। এই কথা শুনিয়া তখন দেবীবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। যমুনা! [illegible] হইয়া বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর।”

কুমারীর তখন বিবেচনা করিবার ক্ষমতা [illegible] হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় তখন উদ্বেল হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তখন তিনি নাই। তাঁহার চক্ষু তখন উন্মাদিনীর ন্যায় অস্থির ও আয়ত, তাঁহার দেহ বিকম্পিত। বহুক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া, কুমারী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। শোণিতবেগ মন্দীভূত করিবার অভিপ্রায়ে উভয় হস্ত দ্বারা দ্রুতগামী চঞ্চল বক্ষকে পেষণ করিয়া বলিলেন,—“আর কি বিবেচনা? অন্যের কথা বিশ্বাস করিতাম না, কর্ণেও স্থান দিতাম না—দেবীর কথা! কুমার প্রতারক?—অসম্ভব। তবে কি দেবীর আদেশ মিথ্যা?—তদধিক অসম্ভব। দেবি, তোমারই উপদেশ অনুসরণ করিব। যে হৃদয়ে স্থান পাইব না, তাহার লোভ ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিব।”

তাহার পর ভগ্ন-হৃদয়া বালিকা বহুক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় সেই স্থানে বিচরণ করিলেন। তদনন্তর সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজ শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কুসুম অবিলম্বে তাঁহার অনুসরণ করিল। আসিয়া দেখিল, মর্ম্মপীড়িতা যমুনা উপাধানে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ভানু-সপ্তমী।

অদ্য মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমী। আজি রাজপুতের চিরসমাদৃত সূর্য্যপূজার দিন। এই পর্ব্বাহের নাম ‘ভানু-সপ্তমী’; সমস্ত রাজপুতানা অদ্য উৎসাহে উন্মত্ত। দেবলবররাজ-ভবনেও অদ্য অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। সমস্ত দিবস, বন্ধুবান্ধবে সম্মিলিত থাকিয়া সূর্য্যদেবের গুণ গান এবং ত্রিবিধ সময়ে সকলে মিলিয়া সমস্বরে তাঁহার স্তুতি-পাঠ ও অর্ঘ্যদান করিতে বলিয়া, আত্মীয়স্বজনগণ কেহ বা পূর্ব্বরাত্রে, কেহ বা অতি প্রত্যূষে দেবলবর-রাজভবনে সমাগত হইয়াছেন। সমাগত ব্যক্তিগণকে দেবলবর রাজ অতি সমাদরে অর্চ্চনামণ্ডপে লইয়া যাইতেছেন। তথায় উপবেদিকোপরি উপবেশন করিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সূর্য্যের স্তোত্র পাঠ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন এবং অদূরে দ্বাদশ জন দ্বিজ পূতপাবক-কুণ্ডে সূর্য্যোদ্দেশে আহুতি দিতেছেন। যোগত ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ ভানুদেবের উদ্দেশে, পরে [illegible] ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, সভাঙ্গনে উপবেশন করিতেছেন। [illegible] সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পৌর্ব্বাহ্নিক অর্ঘ্যদান সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেবলবররাজ রতনসিংহকে সভামণ্ডপে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। বীর [illegible]পুতের পক্ষে সূর্য্যপূজাই সর্ব্বাগ্রে করণীয়। [illegible] প্রণয়বৃত্তি রতনসিংহকে এই চিরকৃত কর্ত্তব্যে শিথিল করিল। তিনি ভাবিলেন, অগ্রে যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরে সূর্য্যার্চ্চনায় নিবিষ্ট হইব। এই ভাবিয়া রতনসিংহ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। [illegible]কোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে

রতনসিংহ পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু যমুনার সে স্থির উৎফুল্ল নয়নযুগল তাঁহার নয়নে পড়িল না। অবশেষে রতনসিংহ হতাশ হইয়া বাহিরে আসিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, যমুনা সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের একতম বাতায়নে বসিয়া আছেন। যমুনার সম্মুখভাগ কুমার দেখিতে পাইলেন না। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল। তিনি দেখিলেন, যমুনার কেশরাশি অবিন্যস্ত, পরিচ্ছদ মলিন, দেহ ভূষণহীন এবং রোগীর ন্যায় কৃশ ও কাতর। কুমার সভয়ে সম্বোধিলেন,—"যমুনে!"

যমুনা ফিরিয়া চাহিলেন;—দেখিলেন, রতনসিংহ। তিনি চমকিয়া উঠিলেন; ভূত ঘটনাবলী স্মৃতি-পথে অবিকৃতভাবে সমাগত হইল। ইচ্ছা হইল, সকলই ভুলিয়া গিয়া রতনসিংহের চরণ ধরিয়া রোদন করেন। তখনই মনে পড়িল—দেবীবাক্য। ভাবিলেন,"এই রতনসিংহ প্রতারক?" তখনই দেবীবাক্য মনে আসিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিল, 'হাঁ, প্রতারক।' এই বিরুদ্ধ চিন্তাস্রোতে কোমলহৃদয়া যমুনা অবসন্নপ্রায় হইলেন। ক্ষণেক সংজ্ঞাহীনার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তার পর ক্রমশঃ হৃদয়ের পূর্ব্বপরুষভাব সম্পূর্ণরূপে পুনরাগমন করিল। তখন তিনি স্থির করিলেন, চাতুরী যাহার সিদ্ধবিদ্যা, অবলার সর্ব্বনাশ-সাধন যাহার অভিলাষ, তাহার সহিত কথা কহিব না, তাহার মধুমাখা কথায় আর ভুলিব না। যমুনাকে দেখিয়া রতনসিংহও চমকিলেন। সেই প্রফুল্ল-বদনা, প্রেমপ্রতিমা যমুনার এ দশা কেন, হায়! উভয়ের চিন্তার গতি এক্ষণে কি বিভিন্ন রতনসিংহ আবার প্রশ্ন করিলেন,—"যমুনে! তোমার কি হইয়াছে?"

যমুনা অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন [illegible] বার [illegible] ভাব্যক্তা [illegible] কিন্তু তখনও যমুনা সতর্কতা সহকারে তাহা নিরস্ত করিলেন। তখন রতনসিংহ যমুনার সমীপবর্ত্তী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন,—"যমুনে! তোমার এমন ভা[illegible] কেন?"

যমুনা ব্যস্ততা সহ দণ্ডায় [illegible]না হইয়া বলিলেন,—"আমার সহিত কথা কহিতে [illegible]পনার আর কোনই অধিকার নাই।"

কথা সাঙ্গ হইতে না হই[illegible]ত হত্যাবরোধা নির্ঝ[illegible]রিণীর ন্যায় বেগে যমুনা অন্ত[illegible]হিতা হইলেন। কুমার রতনসিংহ হতবুদ্ধির ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। ভানু-সপ্তমী তখন রতনসিংহের মনে নাই। রাজবারা, মহারাণা, মিবার, স্বাধীনতা সকলই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, হৃদয় তখন অবক্তব্য উৎকণ্ঠায় আলোড়িত। কতক্ষণ রতনসিংহ তদ্রূপভাবে বসিয়া রহিলেন,তাহা তিনি জানিলেন না। সমাগত লোকগণের সমোচ্চারিত স্তবধ্বনি তাঁহার সংজ্ঞাসংবিধান করিল। তখন তিনি ভাবিলেন, আবার একবার গিয়া যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহার চরণে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য কি? আবার ভাবিলেন,যমুনা তো স্পষ্টই কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন। বহুক্ষণ ধরিয়া কতই চিন্তা করিলেন, কোন বিগত কার্য্যে যমুনার বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, বিবেচনা করিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে মনে হইল, যমুনার কি অন্যত্র বিবাহ স্থির হইয়াছে? কেন হইল? কে করিল? তাঁহার পিতাই তো আমার সহিত বিবাহের প্রস্তাবকর্ত্তা। তাঁহার অন্য সম্বন্ধ স্থির করা অসম্ভব। বহু চিন্তাতেও কোন মীমাংসাই তাঁহার সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ঊর্দ্ধ-নেত্র হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্ আদিত্য! আমার কোন্ পাপের নিমিত্ত এই শাস্তিবিধান করিতেছ?"

ধীরে ধীরে রতনসিংহ বাহিরের দিকে চলিলেন। একটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিবামাত্র [illegible] সাক্ষাৎ হইল। কুমার ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কুসুম, সত্য কথা বল, যমুনার এমন ভাব কেন হইল?"

কুসুম বলিল,—"তাহা বলাই ভাল। যমুনা লজ্জায় বলিতে পারেন নাই। কুমারের অপেক্ষা যমুনার অন্যত্র অধিক প্রেমাস্পদ আছেন। যমুনা নিতান্ত বালিকা নহেন। এখন আর যে কোন ব্যক্তির সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে কথোপকথন করা ভাল দেখায় না।"

রতনসিংহ অনেকক্ষণ অটল গিরির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর হৃদয়-বিদারক স্বরে বলিলেন,—"উত্তম।"

রতনসিংহ বাহিরে আসিলেন; প্রখর সৌরকররাশি তাঁহার নয়নে লাগিল। তখন তিনি সেই ভূমিতলে উপবেশন করিয়া কহিলেন,—"ভগবন্

ভাস্কর! তোমার চিরন্তন সেবক এবার এইরূপেই ভানু-সপ্তমী উদযাপন করিল। দয়াময়! এ হৃদয়-হীন জগতে যেন আর থাকিতে না হয়; যেন শত্রু-নিপাত ভিন্ন কোন কর্ম্মেই হস্ত বা মন লিপ্ত না থাকে; অন্তিমে হে পিতঃ! যেন তোমার চরণেই স্থান হয়।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আর এক ভাব।

শৈলম্বর-রাজ-অন্তঃপুরের একতম প্রকোষ্ঠে কুমারী ঊর্ম্মিলা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। প্রকোষ্ঠের বাতায়ন-দ্বারাদি উন্মুক্ত। উত্তরের বাতায়ন-সমীপে কুমারীর পালঙ্ক, তদুপরি কুমারী আসীনা। সেই বাতায়ন-পার্শ্বে অন্তঃপুরের বৃক্ষবাটিকা। কুমারীর দৃষ্টি সেই বৃক্ষবাটিকায় শূন্য-ভাবে নিপতিত। তাঁহার চিত্তের ভাব তখন অন্য কোন পদার্থে লীন নহে। কুমার অমরসিংহ আসিয়াছেন, এ কথা তাঁহার অবিদিত নাই সেই কুমার অমরসিংহই এক্ষণে তাঁহার চিন্তার বিষয়। তিনি ভাবিতে-ছেন, কুমার ও আমার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। তবে এই দুরাশা কেন আবার ভাবিতেছেন, আমার আশা দুরাশা না হইতেও পারে।

কুমারী ঊর্ম্মিলা যখন এবংবিধ ভাবনায় ভাসিতে-ছেন, সেই সময় [illegible] তাঁহার মাতুলানী, শৈলম্বর-রাজমহিষী দেবী পুষ্পবতী প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ঊর্ম্মিলা স্বীয় অংস-নিপতিত বিশৃঙ্খল চিকুরদাম হস্ত দ্বারা পশ্চাদ্দিকে সরাইয়া উঠিয়া বসিলেন; তাঁহার বদনে লজ্জার চিহ্ন প্রকটিত হইল। এ স্থলে লজ্জা স্বাভাবিক। মনুষ্য যখন এমন কোন কার্য্য করে, যাহা সে সকলকে জানাইতে ইচ্ছা করে না, অথবা জানাইলে লজ্জিত হইতে হয়, তখন সে প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে করে, আমার গুপ্ত কথা হয় তো প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ভয়ে সে লোকের সহিত পূর্ব্ববৎ সাহসিকতা-সহকারে কথা কহিতে পারে না; কাহারো বদনের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্থির ও উৎফুল্লভাবে চাহিতে পারে না। এই জন্যই ঊর্ম্মিলা মাতৃবৎ মাননীয়া মাতুলানীর সমক্ষে লজ্জানুভব করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, হয় তো তিনি কুমার অমরসিংহের প্রতি কুমারীর মনের ভাব জানিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ এ বৃত্তান্ত দেবী পুষ্পবতীর অবিদিত নাই। তারা কুমারীর কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে এবং তাঁহার মনের উদাসীনতা-দর্শনে ভয়-প্রযুক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজ্ঞী পুষ্পবতীকে নিবেদন করিয়াছিল; রাজ্ঞী এই সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি চিন্তান্বিতা হইলেন। তিনি তৎকালে শৈলম্বররাজকে এ সংবাদ বিদিত করা বিধেয় বিবে-চনা করিলেন না। ভাবিলেন, অগ্রে কৌশলে এ সম্বন্ধে কুমারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যদি তাহা শুভ হয়, তাহা হইলে তখন এ রহস্য রাজার গোচর করিব। যদি বাসনার বিপরীত হয়, তাহা হইলে ঊর্ম্মিলার আশা মুকুলেই বিনষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবিয়া শৈলম্বর-রাজ-প্রিয়া অমর-সিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কুমারী ঊর্ম্মিলা, অভ্যাগতস্থ এ সকল কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

মহিষী জিজ্ঞাসিলেন,—"ঊর্ম্মিলে! একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছ? তুমি সমস্ত দিনই ভাব কি?"

ঊর্ম্মিলা নম্রমুখী হইয়া বলিলেন,—"ভাবিব কি? একদণ্ড একাকী থাকিলে তুমি ভাব, ঊর্ম্মিলা কি ভাবিতেছে। আমার অত ভাবনা নাই।"

মহিষী বলিলেন,—"আমি তাহা ভাবি সত্য; কিন্তু আমার ভাবিবার অনেক কারণ আছে। তুমি উত্তরোত্তর কৃশ হইয়া যাইতেছ। তোমার রং ক্রমেই মলিন হইতেছে। এ সকল দেখিয়া আমার কাজেই মনে হয়, তুমি কি ভাবিয়া থাক।"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—"তোমার ঐ এক কথা, তুমি আমাকে [illegible] দিন-রাত্রি না হাসিলে আর দরবারের থামের মত মোটা না হইলে তোমার মনে আহ্লাদ হয় না।"

কথা-সমাপ্তির পর ঊর্ম্মিলা মস্তক বিনত করি-লেন। এক গুচ্ছ কেশ স্থান ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার কপোলদেশে আসিয়া পড়িল। রাজ্ঞী পুষ্পবতী সস্নেহে কেশগুচ্ছ অপসারিত করিয়া কহিলেন,—"বৎসে! শুনিয়াছ মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র কুমার অমরসিংহ আমাদের বাটীতে আসি-য়াছেন?

কুমারী বিনত মস্তকে কহিলেন,—"হাঁ—শুনিয়াছি।"

রাজ্ঞী পুনরপি কহিলেন,—"তুমি কি তাঁহাকে জান না?"

"হাঁ, জানি।"

ঈষদ্ধাস্যের সহিত মহিষী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কি তাঁহাকে কখনও দেখ নাই?"

"দেখিয়াছি।"

"কোথায় দেখিয়াছ?"

এই প্রশ্নের উত্তর হইবার পূর্ব্বেই এক জন দাসী আসিয়া নিবেদিল,—"কুমার অমরসিংহ আসিতেছেন।"

দাসী প্রস্থান করিল। তৎক্ষণাৎ বীরবর অমরসিংহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী গাত্রোত্থান করিলেন,—"এস বৎস, উপবেশন কর।"

এক পালঙ্ক ব্যতীত সে গৃহে উপবেশনোপযোগী অন্য সামগ্রী ছিল না। কুমার কোথায় বসিবেন, দেখিতে না পাইয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুষ্পবতী কহিলেন,—"দোষ কি? ঐ পালঙ্কে উপবেশন কর। তুমি তো আমাদের পর নও।"

কুমার অমরসিংহ পালঙ্কের একদিকে উপবেশন করিলেন। কুমারী উর্ম্মিলা ব্রীড়াবনতবদনে স্বীয় চম্পকদাম সদৃশ পদাঙ্গুলির মুক্তা-সদৃশ নখর কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য বহুবিধ কথাবার্ত্তার পর রাজ্ঞী জিজ্ঞাসিলেন,—"অমর! উর্ম্মিলাকে কি আর কখন দেখ নাই? উর্ম্মিলা যে আমার ভাগিনেয়ী।"

অমর কহিলেন,—"দাস যে অদ্য [illegible] সমক্ষে [illegible] করিয়াছে, সে কেবল কুমারী উর্ম্মিলার কৃপায়। কুমারী আমাকে বার বার মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এ জীবনে ঐ দেবীর নাম কখনই ভুলিব না।"

রাজ্ঞী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কি কথা?"

কুমারী উর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—"কি শুনিবে? কুমার হয় তো তিল [illegible] তাল করিয়া গল্প করিবেন। তাহা শুনিয়া কি হইবে?"

অমরসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—"আমি সত্য কথা বর্ণনা করিব। তবে এ কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি যাহা বলিব, তাহা সত্য হইলেও উপন্যাসের ন্যায় অলীক ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। কুমারি! তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি যে, যদি আমি কোন স্থানে সত্যকথা না বলি, তাহা হইলে তুমি সংশোধন করিয়া দিও।"

এই সময়ে এক জন দাসী আসিয়া নিবেদিল,—"ভগবতী অরুণমালিনী আসিয়াছেন।"

রাজ্ঞী ব্যস্ততাসহ উঠিয়া কহিলেন,—"বৎস! ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি এখনই আসিতেছি।"

রাজ্ঞী প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'

অদ্য খোসরোজ বা নরোজা পর্ব্বাহ। সম্রাট্-ভবন অদ্য আনন্দ, উৎসাহ ও কোলাহলে পূর্ণ। পাঠকগণকে এই উৎসবের কিঞ্চিৎ বিবরণ বিদিত করা বিধেয়। নরোজা নববর্ষের প্রথম দিন; অর্থাৎ সেই দিন সূর্য্য মেষরাশিতে প্রবেশ করেন। এই দিন এ দেশস্থ তাবতেরই মহানন্দের দিন। কিন্তু সম্রাট্ আক্‌বর সে মূল নরোজা পরিবর্ত্তিত করিয়া খোসরোজ নামে এক অভিনব পর্ব্বের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহা তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত ও স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনের কৌশল মাত্র। এই [illegible] অন্তঃপুরে ললনাকুল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভাসিতেন। আকবরের কুটিল চক্রে বৃদ্ধ রাজপুত-কুল-সীমন্তিনীগণ ও যবন ওমরাহগণের মহিলাগণ সেই আমোদে মিশ্রিতা হইতেন। তথায় রীতিমত বিপণিশ্রেণী সজ্জিত হইত। সম্ভ্রান্ত পুরস্ত্রীগণ ও বণিক্-সীমন্তিনীগণ নানাবিধ দ্রব্যজাত বিক্রয় করিতেন। আর পাঠকগণ!—বলিতে লজ্জা করে—যিনি সম্রাট্-কুল-ভূষণ বলিয়া জগন্মান্য, যাঁহার ন্যায়পরতা ও সাধুতার প্রশংসা সর্ব্ববাদি-সম্মত, যাঁহার নাম অদ্যাপি 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া সমাদৃত, সেই নরশ্রেষ্ঠ আক্‌বর একপার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া উপস্থিত অপ্সরাসদৃশী রূপবতী যুবতীগণের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতেন!

চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরাচ্ছাদিত সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। উর্দ্ধদেশ অতি চমৎকার শিল্প-কৌশল-সম্পন্ন মনোহর চন্দ্রাতপ-সমাচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ অট্টালিকাশ্রেণী পুষ্পমালায় সুশোভিত। তাহাতে অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রসকল বিম্বিত ও বিবিধ বর্ণের অত্যুজ্জ্বল প্রস্তর সন্নিবিষ্ট। বিশ্রামার্থ রঙ্গভূমির স্থানে স্থানে সুচারু শয্যাচ্ছাদিত পালঙ্ক সকল সংস্থাপিত। প্রাঙ্গণসীমায় স্থানে স্থানে সুন্দরী যুবতীগণ বসিয়া পণ্য বিক্রয় করিতেছেন। গোলাপের তোড়া, ফুলের মালা, ফুলের ঘটী, বাটি, টুপী, আসন, সূচীশিল্প প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য বিক্রীত হইতেছে। বিক্রয়িত্রীগণ ব্যতীত সকলেই ক্রয়কারিণী। সময়ে সময়ে ক্রেত্রীদলের কেহ বা বিক্রেত্রীর স্থান গ্রহণ করিতেছেন; বিক্রেত্রী অপরা যোষিদ্‌গণের সহিত আমোদে পরিলিপ্তা হইতেছেন। অর্দ্ধমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য পঞ্চ মুদ্রায় বিক্রীত হইতেছে। সমবেত সুন্দরীসমূহের সুখ-শান্তি-সংবিধানার্থ পালঙ্ক ব্যতীত স্থানে স্থানে শ্বেতপ্রস্তরাধারে আতর ও গোলাবপূর্ণ হৈমপাত্র সকল স্থাপিত। পুষ্পের তো কথাই নাই। ভূতলে, ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে, যুবতীগণের অঞ্চলে, সর্ব্বত্র অপরিমিত গন্ধযুক্ত পুষ্পরাশি পরিপ্লুত।

এইরূপ স্থানে বিবিধ মহার্ঘ্য বস্ত্রালঙ্কার-বিশোভিতা পরম সুন্দরী, নবীনা হিন্দু ও মুসলমান সীমন্তিনীগণ যথেপ্সিত আমোদে নিমগ্না। সুন্দরী নারীগণের শোভাবর্দ্ধনকারী অলঙ্কারসমূহের মধুর শিঞ্জিনী, রমণীকণ্ঠনিঃসৃত সপ্ত-স্বরানন্দকারী সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি, অথবা আনন্দের চিহ্নবর্দ্ধী হাস্যের উচ্ছ্বাস, নৃত্যজনিত পাদবিক্ষেপধ্বনি, আর সুন্দরীগণ-বাদিত বীণা, সপ্তস্বরা প্রভৃতি যন্ত্রের ধ্বনি সমবেত হইয়া সম্রাট্‌-প্রাসাদ অতি প্রীতিকর কোলাহলে পরিপূর্ণ করিয়াছে। রমণীগণের কেহ নাচিতেছেন, কেহ গাইতেছেন, কেহ বাদ্য করিতেছেন, কেহ বা উৎফুল্ল হইয়া সহচরীর গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

একদিকে কয়েক জন রাজপুত-মহিলা সমবেত হইয়া এক জনকে রাধা, অপরকে কানাইয়া সাজাইয়া মহা আমোদ করিতেছেন! মানভঞ্জন-প্রসঙ্গের অভিনয় দ্বারা নকল শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে স্বীয় স্বামীর কষ্টের পরিমাণ অনুমান করিতেছেন। নকল কৃষ্ণকে অপর সকলে মান ভাঙ্গিবার কৌশল শিখাইয়া দিতেছেন। অতি কষ্টে কৃত্রিম মান ভাঙ্গিল। তথায় তুমুল হাস্যের লহর উঠিল। তখন রাধাকৃষ্ণ যুগল হইয়া দাঁড়াইলেন, সহচরীগণ তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া করতালি দিতে দিতে গাইতে লাগিল,—

"চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্॥
গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্।
বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্॥
বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্॥
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারম্॥"

আর একস্থানে কয়েক জন কজ্জলনয়না যবন-প্রণয়া একত্রিত হইয়া নৃত্যের পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। এক জন যন্ত্র বাদন করিতেছেন, দুই জন গাইতেছেন ও দুই দুই জন অগ্রসর হইয়া বহুবিধ নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছেন। নর্ত্তকীদ্বয়ের গাত্রে দ্রষ্টৃবর্গ তালে তালে পুষ্প প্রক্ষেপ করিতেছেন।

রঙ্গভূমির দক্ষিণপার্শ্বে এক নীলাম্বরাবৃতা লাবণ্যময়ী যুবতী দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে দুলিতে দুলিতে সহচরীর সহিত মধুর ভাবে কথা কহিতেছেন। কি চক্ষু, কি দৃষ্টি, কি বর্ণ, কি গঠন, কি কমনীয়তা! শরীরের সর্ব্বত্রই পরিণত, সর্ব্বত্রই সুকুমার! সুন্দরী রাজ-রাজমোহিনীরূপে বক্রভাবে [illegible]

সুন্দরি! কেন আমাকে এত ভর্ৎসনা করিতেছ? কেন আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছ না? [illegible] আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, আমি [illegible]

পাঠক [illegible] যবনিকার অন্তরালে বাদশাহ আকবর দাঁড়াইয়া কেমন অনিমিষ-লোচনে মনোমোহিনী পৃথ্বীরাজ-প্রণয়িনীর প্রতি চাহিয়া আছেন। এই উন্নত বয়সেও বাদশাহের লোচনযুগল হইতে বিংশবর্ষীয় যুবকাপেক্ষা ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণাসূচক দৃষ্টি নিঃসৃত হইতেছে। সমবেত সুন্দরীমণ্ডলী নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গাত্রবস্ত্রাদি উন্মুক্ত করিয়া মনের সুখে আমোদ করিতেছেন। কে জানে যে, বর্ষীয়ান্ ন্যায়পরায়ণ বাদসাহ রমণীজনভূষণ লজ্জাধনাপহরণ করিতেছেন।

রঙ্গভূমির অপরদিকে যে এক নবীনা প্রবাল-খচিত স্বর্ণাভরণমধ্যে পদ্মরাগ-মণির ন্যায়, কুমুদিনী-পূর্ণ নীলাকাশে চন্দ্রমার ন্যায়, পুষ্পপাত্রস্থ বহুবিধ পুষ্পের মধ্যে কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন,—পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই সুন্দরী মেহের-উন্নিসা। মেহের-উন্নিসা আড়ম্বর-রহিত পরিচ্ছন্ন সজ্জায় সজ্জিতা। যে ষোড়শী মেহের-উন্নিসা অপরা সমবয়স্কা এক সুন্দরী ললনার সহিত রঙ্গভঙ্গ করিতেছেন, সেই ললনা শাহজাদী বন্নু। মেহের-উন্নিসা যাঁহার সহিত এক দিন আলাপ করিতেন, সেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার অতুলনীয় রূপরাশি, অসীম গুণমালা ও অপার মহিমার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার নিকট চিত্ত বিক্রয় করিত। এই কারণেই শাহজাদী বন্নুর সহিত মেহের-উন্নিসার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। মেহের-উন্নিসা যখন বন্নুর সহিত নানাবিধ কৌতুকে পরিলিপ্তা রহিয়াছেন, সেই সময়ে ধীরে ধীরে আমিনী তথায় আগমন করিল। মেহের-উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"আমিনি! কি সংবাদ?"

আমিনী তাহার উত্তর দিতে লাগিল। ইত্যবসরে বন্নু সন্নিহিত গোলাবপূর্ণ হেম-কলস লইয়া নিঃশব্দে মেহের-উন্নিসার নিকটস্থ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাহার অধিকাংশ মেহের-উন্নিসার গাত্রে ঢালিয়া দিলেন। মেহের-উন্নিসার বস্ত্র গোলাবার্দ্র হইয়া গেল। বন্নু খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। মেহের-উন্নিসা বন্নুর গলদেশ স্বীয় নবনীত-বিনিন্দিত কোমল বাহু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া [illegible] সিলেন,—"অমর! ঊর্ম্মিলাকে কি আর কখন দেখ নাই? ঊর্ম্মিলা যে আমার ভাগিনেয়ী।"

অমর কহিলেন,—"দাস যে অদ্য [illegible] [illegible] বরের পথ যেন নষ্ট না হয়।"

মেহের-উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন,—"তা কেমন করিয়া হইবে? যে দিন তোমার ও সরলহৃদয় পরের হইবে, সেই পরের প্রেম ভিন্ন যখন আর কিছু ভাল লাগিবে না, তখন শাহজা[illegible]! তখন কি আর আমাদের মনে থাকিবে?"

বন্নু অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে দুই পদ সরিয়া গিয়া বলিলেন,—"ছিঃ মেহের! তুমি আপনার কথায় আপনি ধরা পড়িলে! তবে তো দাদার সহিত তোমার বিবাহ হইলে তুমি আমাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে।"

মেহের-উন্নিসা সবিস্ময়ে কহিলেন,—"তোমার দাদার সহিত আমার বিবাহ হইবে কে বলিল?"

"তুমি তো কিছু বল না, লোকে বলে, তাই শুনিতে পাই।"

তখন মেহের-উন্নিসা বলিলেন,—"বন্নু! তোমাতে আমাতে মনের কোন প্রভেদ নাই, এই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, তুমিই বল দেখি ভাই, শাহজাদা সেলিমের সহিত বিবাহ হইলে আমি কি সুখী হইব?"

বন্নু অনেকক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন,—"না।"

"তবে কেন ভাই, এ বিশ্বাস মনে স্থান দিয়াছ? যাহাতে এ প্রসঙ্গ আর না উঠে এবং যাহাতে ইহা কার্য্যে পরিণত না হয়, তাহারই চেষ্টা করা তোমার কর্ত্তব্য।"

বন্নু কহিলেন,—"ভগ্নি! ভয় নাই। আমি শুনিয়াছি, তোমার পিতা বাদশাহের নিকট তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তোমার অন্যত্র সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাও জানাইয়াছেন। বাদশাহ বলিয়াছেন, বাগ্‌দত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না। অতএব পিতার অনিচ্ছায় কিরূপে শাহজাদার সহিত তোমার বিবাহ ঘটিতে পারে?"

মেহের-উন্নিসা বন্নুর বদনচুম্বন করিয়া কহিলেন,—"ভগ্নি! অদ্য তুমি আমাকে যে সুসমাচার দিলে, তাহার প্রতিদান আমি আর কি দিব? প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন।"

ক্ষণকাল পরে মেহের-উন্নিসা বন্নুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমিনীর সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমের রহস্যকথা।

কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গেলে অপর এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। সেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত যোষিদ্বর্গের শিবিকা সকল সংস্থাপিত আছে। মেহের-উন্নিসা সেই সমস্ত প্রকোষ্ঠের

দুইটি অতিক্রম করিয়া তৃতীয়টিতে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে শব্দ হইল, —"মেহের উন্নিসা।" মেহের-উন্নিসা সভয়ে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, শাহজাদা সেলিম। মেহের-উন্নিসার ভয় হইল। ভাবিলেন, শাহজাদা এ নির্জ্জনে কেন? আবার ভাবিলেন, আমি তো একাকিনী নহি। ফলতঃ সেলিমের মনে কোনই দুরভিসন্ধি ছিল না। বাদশাহ্ আক্‌বর এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কঠিন আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মেহের-উন্নিসার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে। কথা স্থির হওয়া ও কার্য্যতঃ বিবাহ হওয়া একই কথা। সুতরাং মেহের-উন্নিসাকে পরস্ত্রীবৎ মনে করিতে হইবে, তদন্যথায় তিনি নিরতিশয় কুপিত হইবেন। সেলিম বুঝিয়াছেন যে, মেহের-উন্নিসারূপ রত্ন লাভ করা দুরাশা। তবে তাঁহার এক আশা আছে। মেহের-উন্নিসার মত-পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে বাসনা সফল হইলেও হইতে পারে। তিনি স্থির করিয়া আছেন যে, মেহের-উন্নিসার সহিত কোন সুযোগে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বা লোভ দেখাইয়া চেষ্টা করিব, যদি মত-পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু মেহের-উন্নিসা অবিধেয় বিবেচনায় ইদানীং সম্রাট-ভবনে সতত আগমন করেন না। সেলিম জানিতেন, অদ্য মেহের-উন্নিসা নিশ্চয়ই আসিবেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, একটু সুরা-সংযোগে মস্তিষ্ককে উদ্দীপ্ত রাখিলে হৃদয়ের নিভৃত ভাব সকলও বিশদরূপে ব্যক্ত করিতে পারিব; সুতরাং অধিকতর [illegible] সমর্থ হইব। সুরার প্রতি এইরূপ অত্যধিক বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া অনেকেই আত্মসর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে এবং পরিণামে পরিতাপানলে দগ্ধ হয়। অবিশ্বাসিনী সুরা এক্ষণে তাঁহার যে অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে মুখের কথায় পরের চিত্তাপহরণ করা বা পরের সংস্কার বিদূরিত করা সম্ভব নয়। তাঁহার আয়ত লোচনদ্বয় আরক্ত হইয়াছে ও ঢল-ঢল করিতেছে; তাঁহার বদনের অনিন্দ্য গৌরবর্ণ রক্তিম হইয়াছে, তাঁহার হস্ত-পদ অস্থির; তিনি একস্থানে দাঁড়াইতে অক্ষম; তাঁহার জিহ্বা বিশুদ্ধ বাক্য কথনের ক্ষমতা-বিরহিত। মেহের-উন্নিসা সেলিমকে দেখিবা মাত্র সসম্মানে নিবেদিলেন, "জাঁহাপনা! অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনাকে আমি দেখিতে পাই নাই।"

সেলিম বলিলেন,—"বেশ তো, বেশ তো। মেহের-উন্নিসা! তুমি ভাল আছ?"

মেহের-উন্নিসা বলিলেন,—"শাহজাদার অনুগ্রহে সমস্তই মঙ্গল!"

ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—"জাঁহাপনা! আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

সেলিম কহিলেন,—"ছিঃ! যাবেই তো—দুটো কথা শুনে যাও। মনের কথা বলি, শুন। তোমাকে বড় ভালবাসি, তুমি তো বাস না; তাতেই শুনতেছ না। শুন আগে, তার পর বলো, শের খাঁ ভাল, কি সেলিম ভাল? তুমি আমাকে বিয়ে কর্‌বে না কেন?"

প্রকৃতিস্থ থাকিতে মেহের-উন্নিসাকে বলিবেন বলিয়া যাহা স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সেলিমের মনে নাই। সেই সকল কথার অপরিস্ফুট ছায়া এক একবার তাঁহার মনে পড়িতেছে। যাহা মনে পড়িতেছে, তাহারও গ্রন্থি নাই, শৃঙ্খলা নাই; সুতরাং তিনি যে উদ্দেশ্যে এই প্রলাপ-জাল বিস্তার করিতেছেন, এতদ্দ্বারা ইষ্ট না হইয়া তৎসম্বন্ধে অনিষ্টই ঘটিতেছে। মেহের-উন্নিসা সেলিমের কথা শুনিয়া লজ্জায় মস্তক নত করিয়া রহিলেন। সেলিম কহিলেন,—"এই কি তোমার উচিত? তুমি জান না। তোমাকে কি বলিব আমার মনে পড়ে না। আমি যাহা বলিতাম, তাহা বলিতে পারিতেছি না। তাই চলিয়া যাইও না—আমি তোমাকে [illegible] সুন্দরি! কেন আমাকে এত ভৎসনা করিতেছ? কেন আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছ না? [illegible] আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, [illegible] স্বভাবের দোষে [illegible]!"

[illegible] প্রকাশ্যে বলিলেন,—"জাঁহাপনা! যাহা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অদ্য আপনার শরীর ভাল নাই। সময়ান্তরে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

সেলিম কহিলেন,—"সত্য?"

"হাঁ।"

সেলিম কহিলেন, "তবে এস। মনে থাকে যেন।"

মেহের-উন্নিসা বিদায় হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'সেলিম কি যথার্থই আমাকে

ভালবাসেন?—না, এ সকল মোহের উত্তেজনা আবার ভাবিলেন, 'না, ইহা হৃদয়স্থিত প্রণয়-উদ্দীপনা।' আবার ভাবিলেন, 'মোহই হউক, বা প্রণয়ই হউক, সেলিমের স্বভাব অতি মন্দ, তাঁহার চরিত্র অতি ঘৃণিত; তিনি প্রণয়ের উপযুক্ত নহেন।' পরক্ষণেই ভাবিলেন, 'স্বভাব-চরিত্র কি পরিবর্ত্তিত হয় না? অবশ্যই হয়। তবে স্বভাব মন্দ বলিয়া মনুষ্যকে ঘৃণা করা অবৈধ।' ভাবিলেন, 'আমি কেন এত চিন্তা করিতেছি? উপস্থিত আয়ত্তাগত সুখ ছাড়িয়া অনুপস্থিত সুখের আশায় মত্ত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য। মেহের-উন্নিসা একটি অনতিদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"অনেক দূর।"

আমিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"কি বকিতেছ?"

মেহের-উন্নিসা বিষণ্নস্বরে উত্তর দিলেন,—"বড় গ্রীষ্ম—নয়?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

ভণ্ড তপস্বী।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া রমণীমণ্ডলে খোসরোজ-আমোদ স্থগিত হইল। সীমন্তিনীগণ একে একে বিদায় হইতে লাগিলেন। সম্রাট-প্রাসাদ আলোক-মালায় পূর্ণ হইল। পুরাভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে অগণ্য আলোক প্রজ্বলিত হইল।

কামিনী-কুল-শিরোমণি পৃথ্বিরাজ-প্রণয়িনী [illegible] কি আর কখন দেখ [illegible] দায় উর্ম্মিলা সে আমার ভাগিনেয়ী।"

[illegible] কহিলেন,—"দাস যে অদ্য [illegible] সংবাদ [illegible] হইতে [illegible] [illegible] দ্বারের পথ [illegible] না হয়। [illegible] শিবিকা পূর্ব্বদিকের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতেছে।"

দাসী চলিয়া গেল। পৃথ্বীরাজমহিষী পূর্ব্বদিকের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তিন চারি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু বাহিরে যাইবার কোনই সুযোগ দেখিলেন না। ভাবিলেন, আর দুই একটা মাত্র কাষ্ঠ অতিক্রম করিলেই হয় তো প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া যোধবাই অপর প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলেন। অন্য প্রকোষ্ঠের ন্যায় তথায় অধিক আলোক জ্বলিতেছে না; একটিমাত্র ক্ষীণালোক লম্বিত রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের অন্য দ্বারাদি রুদ্ধ। যোধবাই ভাবিলেন, এইটিই শেষ প্রকোষ্ঠ, এই জন্য দ্বারাদি রুদ্ধ রহিয়াছে। এই ভাবিয়া পূর্ব্বদিকের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যেমন যোধবাই প্রবেশ করিলেন, অমনি তাঁহার পশ্চাদ্দিকের উন্মুক্ত দ্বার অপরদিক হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণে সুন্দরী শঙ্কিতা হইলেন। ভাবিলেন, কোথায় আসিলাম? কে দ্বাররোধ করিল? অধিকাংশ রমণী পশ্চিমদিকে গেল; পরিচারিকা আমাকেই পূর্ব্বদিকে আসিতে বলিল কেন? পশ্চাৎ হইতে দ্বার রুদ্ধ হইল; সুতরাং নিশ্চয়ই আমার পশ্চাতে লোক আছে। তবে কি আমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত হইয়াছে? তিনি সভয়ে কটিদেশে হস্তার্পণ করিলেন। দেখিলেন, তথায় চন্দ্রহাস আছে। ভাবিলেন, তবে কিসের ভয়? সঙ্গে অস্ত্র থাকিলে রাজপুত-মহিলা শমনকেও ডরে না। তিনি অধোবদনে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করিলেন, এমন সময় অলক্ষিতভাবে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল,—"সুন্দরি! কি ভাবিতেছ?"

যোধবাই সভয়ে এই পরস্ত্রীস্পর্শকারী মূঢ়ের বদন প্রতি চাহিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে ব্যক্তি বাদশাহ আক্‌বর। এই বর্ষীয়ান, ভুবন-বিখ্যাত, যশস্বী, ন্যায়বান্ নৃপতির এতাদৃশ অবৈধ ভাব দর্শনে বুদ্ধিমতী যোধবাইয়ের অন্তরে যাদৃশ বিস্ময়ের উদয় হইল, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় বা তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিলেও তাঁহার চিত্তে তদধিক বিস্ময় জন্মিত না। যোধবাই কিয়ৎ-কাল সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন। বাদশাহ আক্‌বরের বুদ্ধি জগদ্বিখ্যাত। তিনি সুন্দরীকে তদবস্থা-পন্না দেখিয়া তাঁহার তৎকালীন মনের ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন,—"সুন্দরি! তুমি বিস্মিত হইতেছ? বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। প্রেমের এই ধর্ম্ম। আমি তোমার জন্য কত কষ্টই না স্বীকার করিয়াছি। কত কৌশল করিয়া তোমাকে এই পথে আনাইয়াছি। অন্য ভবনের এই ভাগ—"

বাদশাহের কথা শেষ হইতে না হইতে যোধবাই সজোরে বাদশাহের মুষ্টিমধ্যস্থ স্বীয় হস্ত আকর্ষণ করিয়া লইলেন। হস্তোন্মোচনকালে তিনি

এতাদৃশ বল-প্রয়োগ করিলেন যে, বীরবর আকবর তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পতনোন্মুখ হইলেন। যোধবাইয়ের বদনে ঘৃণা, ক্রোধ ও লজ্জার চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি ওড়নার দ্বারা স্বীয় বদনাবৃত করিলেন। নির্লজ্জ আকবর আবার কহিলেন,—"ললনে! আমার প্রতি বিমুখ হইও না। আমাকে দাস বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি করুণনেত্রে অবলোকন কর।"

লেখনি! তুমি চূর্ণ হইয়া যাও, মস্যাধারে মসী শুষ্ক হইয়া যাউক, কাগজ ভস্মীভূত হও। তোমাদের আর প্রয়োজন নাই। তোমরা অতল জলে নিমজ্জি[illegible] যাঁহার চরিত্র তুষার অপেক্ষাও নির্মল বলিয়া জানিতাম, পুণ্যাত্মা জ্ঞানে যাহার নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করিতাম, তাঁহার [illegible] চরিত্র। তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করিব? আর কাহাকে সৎ বলিয়া উল্লেখ করিব? বুঝিলাম, মানবজাতি উচ্চচরিত্রের আদর্শ নহে; এতদ্দেশে তাহাদের সৃষ্টি হয় নাই। এ সকল স্মরণেও লেখনীসহ হস্ত বিকম্পিত হয়। ইচ্ছা হয়, আর লিখিয়া কাজ নাই; যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিধ্বংসিত হইয়া তাঁহার ভূত কলেবর ভূতের সহিত বিমিশ্রিত করুক।

যোধবাই কথা না কহিয়া পশ্চাদ্দিকে দুই পদ সরিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-চপল আকবর সুন্দরীর সন্নিহিত হইয়া আবার কহিলেন,—"সুন্দরি! তুমি আমার প্রাণেশ্বরী। আমাকে উপেক্ষা করিও না। আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি।"

বাদশাহ পুনরায় যোধবাইয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। যোধবাইয়ের পবিত্র দেহ ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পবিত্র আত্মার পবিত্র ভাব নয়নে পরিস্ফুট হইল। তাঁহার পরম সুন্দর বদন আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল, স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্য আরও সংবর্দ্ধিত হইল। এই সময় আকবর একবার যোধবাইয়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তাঁহার বদনশোভা দেখিতে পাইলে হয় তো চিরকালের নিমিত্ত চৈতন্য হারাইতেন। আবার যোধবাই সজোরে বাদশাহের মুষ্টি হইতে স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন এবং ক্রোধোত্তেজিত-স্বরে বলিলেন,—"নরাধম! স্বীয় পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছ? যাও, এখনও বলিতেছি, সহজে প্রস্থান কর, নচেৎ বিপদ্ ঘটিবে।"

আকবর হাসিয়া বলিলেন,—"কেন আমার প্রতি নির্দ্দয় হইতেছ? বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কিসে প্রণয়ের অযোগ্য?"

যোধবাই ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন,—"বাদশাহ! ছিঃ ছিঃ! আপনার ন্যায় মহোচ্চ ব্যক্তির মুখে এরূপ কথা শুনিয়া আমারই ঘোর লজ্জা হইতেছে। আপনার আরও অধিক লজ্জা হওয়া উচিত। বুদ্ধির দোষে দৈবাৎ আপনার এরূপ জঘন্য মনোবৃত্তি জন্মিয়া থাকিবে। যাহা হইয়াছে, তাহার আর হাত নাই। আপনি এখনও প্রস্থান করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার গ্লানিসূচক কোন কথা কাহাকেও জানিতে দিব না।"

বাদশাহ ভাবিলেন,—"যোধবাইয়ের চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে কোমল হইয়াছে। হাসিয়া কহিলেন,—"প্রাণেশ্বরি!"

যোধবাই বাধা দিয়া কহিলেন,—"আবার ঐ কথা? নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, তোমার বিপদ্ নিকটস্থ।"

আবার বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন,—"ঘোর ক্ষুধা—উপাদেয় আহার্য্য সম্মুখে—অথচ ভোজনে বঞ্চিত। তদপেক্ষা অধিক বিপদ্ আর কি হইতে পারে?"

যোধবাই অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন,—"পামর! এখনও বোধের উদয় হইল না? এখনও পদ-মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া সাবধান হও।"

বাদশাহ এ কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি অল্পে অল্পে সুন্দরীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহার সম্মুখে [illegible] [illegible]

সুন্দরি! কেন আমাকে এত ভর্ৎসনা করিতেছ? কেন আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছ না? তোমা[illegible] আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, আমি[illegible] তোমার দাসানুদাস [illegible] কেহ জানিতে পারিবে না। কাহার সাধ্য এ কথার উল্লেখ করে?"

যোধবাই মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। আকবর কহিলেন,—"সুন্দরি! ধন বল, রত্ন বল, সম্পত্তি বল, আমার কিছুরই অভাব নাই। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।"

ক্রোধবিকম্পিত স্বরে যোধবাই কহিলেন,—"নরপ্রেত! তুমি আমাকে লোভ দেখাইতেছ?

ভাবিয়াছ, আমি সম্পত্তিলোভে তোমার ঘৃণিত প্রস্তাবে কর্ণপাত করিব ? ধিক্ তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে! সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যের সহিতও সতীত্বের বিনিময় হইতে পারে না ; তুমি এ মহৎ তত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে ? তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার পথ ছাড়িয়া দেও, আমি চলিয়া যাই।"

বাদশাহ বুঝিলেন, সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না ; ভয়প্রদর্শন আবশ্যক। এই ভাবিয়া কহিলেন "এতক্ষণ দয়া করিয়া তোমার নিকট সম্মতি প্রার্থনা করিলাম ; বুঝিলাম, তোমার সহিত সদ্ব্যবহার অরণ্যে রোদন। জান, আমি কে ? আমি মনে করিলে কি না করিতে পারি ?"

যোধবাই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"আমি জানি, তুমি মানবাকারধারী পশু। তুমি মনে করিলে অনেকের অনেক অনিষ্ট করিতে পার সত্য, কিন্তু ইহা তুমিও জানিও যে, তোমার ন্যায় শত বাদশাহ একত্রিত হইলেও যোধবাইয়ের সতীত্বের বিনাশ করিতে পারে না। তোমাকে আবার বলিতেছি, আমাকে পথ ছাড়িয়া দেও, আমি প্রস্থান করি।"

আক্‌বর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সুন্দরীর নিকটস্থ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া কহিলেন,—"চতুরে! আর নিস্তার নাই ; কোথায় প্রস্থান করিবে ? এখানে কে সাহায্য করিবে ? তোমার গর্ব্ব ভাঙ্গিতে পারি কি না দেখ।"

যোধবাই ঈষৎ সরিয়া আক্‌বরের অপবিত্র [illegible] নেত্র হইয়া মনে মনে কহিলেন—'মাতঃ ভবানি! দাসীকে আত্মরক্ষণে সমর্থ কর।'

[illegible] তাহার পর নিমেষমধ্যে পরি[illegible] হইতে চন্দ্রহাস বা[illegible]। প্রজ্বলিত আলোকরশ্মি সমুজ্জ্বল অস্ত্রে প্রতিভাত হইয়া ঝলসিতে লাগিল। দর্শনমাত্র আক্‌বর স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। যোধবাই দক্ষিণহস্তে চন্দ্রহাস উন্নত করিয়া কহিলেন,—'দুরাচার আর এক পদ অগ্রসর হইলেই অদ্যকার দিন তোমার জীবনের শেষ দিন হইবে। যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি ; [illegible]না বাক্য-ব্যয়ে এস্থান হইতে দূর হইয়া যাও!'

আক্‌বর জ্ঞানহীনের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুঝিলেন, এ ব্যাপারে যখন অস্ত্রের আবির্ভাব হইল, তখন ইহার পরিণাম শুভ হইতে পারে না। অতএব ইহার এই স্থানেই উপসংহার হওয়া বিধেয়। আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা আবশ্যক ভাবিয়া ধীরে ধীরে বাদশাহ কহিলেন,—"সুন্দরি!"

বাক্য বাদশাহের বদন-বিনির্গত হইবা মাত্র যোধবাই অগ্রসর হইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"তোমার অথবা আমার অথবা উভয়েরই আয়ুষ্কাল অদ্য পূর্ণ হইয়াছে। আইস, মূঢ়, অস্ত্রাগ্রে তোমার আশার শেষ দেখাইয়া দি।"

আক্‌বর উত্তোলিত অস্ত্রের আঘাত হইতে নিষ্কৃতিলাভার্থ পিছাইয়া গেলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, বাসনা সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। এখনও ক্ষান্ত না হইলে যে পক্ষেরই হউক, একটা বিপদ্ ঘটিতে পারে। বুদ্ধিমান আক্‌বর এই সিদ্ধান্ত করিয়া ক্ষান্ত হওয়াই স্থির করিলেন। যাইবার সময় একটা কথা বলিয়া যাইব ভাবিয়া একবার মুখ তুলিলেন। কিন্তু যোধবাইয়ের নয়নের প্রদীপ্ত ও গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়া কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে ধীরে ধীরে পশ্চাদ্দিকে যোধবাইয়ের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্বার উন্মোচন করিয়া ভগ্নমনোরথ আক্‌বর অপমানিত চোরের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

জীবনে তিনি কখন কাহারও সমীপে এ ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। এই ব্যাপারে রাজপুত-মহিলামণ্ডলীর প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অমিতপরিমাণে সংবৰ্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল। এইরূপ স্থলই আক্‌বর চরিত্রের উদারতা ও শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সমর-সঙ্গিনী।

দিবসত্রয়মধ্যে শৈলম্বররাজ তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। সেই সকল সৈন্য সঙ্গে লইয়া সম্প্রতি অমরসিংহ কমলমীর যাইবেন স্থির হইল ; পরে আরও যত সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে, তত্তাবৎ সঙ্গে লইয়া স্বয়ং শৈলম্বররাজ মহারাণার পতাকানিম্নে উপস্থিত হইবেন কথা হইল।

সন্ধ্যার সময়ে কুমার অমরসিংহ শৈলম্বররাজপ্রাসাদের একতম প্রকোষ্ঠে বসিয়া অদৃষ্টের পরিণাম

বিষয়ক দুর্জ্জেয় চিন্তায় নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে কুমারি উর্ম্মিলা সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদাশ্রিত নূপুরশিঞ্জনে অমরসিংহের চিন্তাস্রোত ভাঙ্গিয়া গেল। উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—

যুবরাজ! তুমি—অ্যা, আপনি কি কল্যই কমলমীর যাইবেন?"

যুবরাজ কহিলেন,—"কুমারি! তুমি আমাকে আত্মীয়বৎ সম্ভাষণ করিতে করিতে নিরস্ত হইলে কেন? তুমি আমার সহিত সমানভাবে কথা না কহিলে আমি তোমার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিব না।"

লজ্জাসঙ্কুচিত হাস্যসহকারে উর্ম্মিলা কহিলেন,—"আপনার সহিত আত্মীয়তায় লাভ কি? আপনি যেরূপ কার্য্য-সাগরে মগ্ন, তাহাতে যেই নয়নান্তরালে যাইবেন, সেই হয় তো সমস্তই ভুলিবেন।"

অমরসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"যাহার অসি শত বীরবধে পরাঙ্মুখ নহে, যাহার সাহসের তুলনা নাই, তাঁহার এ আশঙ্কা শোভা পায় না। কুমারি! তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে।"

কুমারী বলিলেন, "অসির ক্ষমতা দেহের উপর, হৃদয়ের উপর তাহার কখনই অধিকার নাই। যাহার হৃদয় মাতিয়া উঠে, তাহাকে কাহার সাধ্য নিরস্ত করে? যুবরাজ! কে জানে, আপনার হৃদয় আমার অসমক্ষে গিয়া কি ভাব ধারণ করিবে?"

অমরসিংহ বলিলেন,—"আমার তো হৃদয় নাই।"

কুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"[illegible] সমরায়োজন কেন? যে বীরের হৃদয় নাই, সে কখন দেশের উপকার করিতে পারে না। যুবরাজ! তবে আর কমলমীর গিয়া কি হইবে? আপনি নিশ্চিন্ত-মনে বিশ্রাম করুন।— হৃদয়হীন ব্যক্তির দ্বারা দেশের কোনই উপকার সম্ভাবিত নহে।"

"তোমার কথা যথার্থ; কিন্তু আমার যে হৃদয় ছিল না অথবা এখনো নাই, এমন নহে। তবে আমার সে হৃদয়ের উপর আমার এখন কোনই আধিপত্য নাই।"

"এ কি কথা রাজপুত্র?"

"কথা মিথ্যা নহে। যে সুন্দরীর মধুমাখা কথা শুনিতে শুনিতে এখনও আমি জগৎসংসার সকলই ভুলিতেছি, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় সম্পূর্ণরূপে সেই ভুবনমোহিনীর বাসনা ও আজ্ঞার অধীন হইয়াছে, সুতরাং এ হৃদয় আর আমার নহে।"

উর্ম্মিলা মস্তক অবনত করিলেন।

অমরসিংহ ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"উর্ম্মিলে! কল্যই কমলমীর যাইব স্থির করিয়াছি, তুমি কি বল?"

কুমারী নীরবে রহিলেন। যুবরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"যাওয়ায় কি তোমার আপত্তি আছে?"

উর্ম্মিলা দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—"না! আজি-কালি আমাদের যেরূপ সময়, তাহাতে এক মুহূর্ত্তও অন্যমন করা বিধেয় নহে। আমাদের রাজ্য নাই, ধন নাই, আমাদের গৃহ নাই, ভক্ষ্য নাই, আশ্রয় নাই; আমাদের দ্বারে প্রবল শত্রু উপস্থিত, এ সময় আমাদের হাসি ভাল দেখায় না। কে জানে, যুবরাজ, কখন্ যবন উদয়পুর আক্রমণ করিবে। এ দারুণ সময়ে আমাদের অন্য চিন্তার অবসর থাকা অনুচিত।"

কুমার অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,-"কর্ত্তব্য-সাধনে ভ্রমেও কাতর হইব না, ইহা স্থির। কিন্তু কত দিনে যে এ যুদ্ধ-বিগ্রহের শান্তি হইবে, তাহার স্থির কি? আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, তাহাই বা কে জানে? যাহাই হউক, উর্ম্মিলে! আমার হৃদয় অধুনা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছে। তোমার সাহস, স্বদেশানুরাগ ও তেজ আমার স্বাভাবিক উৎস[illegible] রণ-সাগরে নিমগ্ন থাকিব এবং যখন আমার খরধার অসির আঘাতে রাশি রাশি যবন-মুণ্ড বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় [illegible] হইবে ও তাহাদের কণ্ঠনিঃসৃত রুধির-ধারা উৎসের ন্যায় আমার পদ[illegible] আমাকে অতুলানন্দে ভাসাইবে, তখন তোমার এই জগন্মোহিনী মূর্ত্তি ইষ্টদেবীর ন্যায় আমার হৃদয়-বেদীতে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিবে। যখন দুর্দ্ধর্ষ যবনের অপবিত্র খড়্গ আমার অজ্ঞাতসারে মস্তকোর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আমাকে জীবন-বিহীন করিতে চেষ্টা করিবে, তখন উর্ম্মিলে, তোমার এই নিরুপম মূর্ত্তি আমাকে ইষ্টকবচের ন্যায় সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে।"

উর্ম্মিলা বাধা দিয়া বলিলেন,—"আর যুবরাজ!

যখন যবন-যুদ্ধে আপনি ঘোর ক্লান্ত হইয়া সহায়তার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তখন কি এ দাসী আপনার শ্রীচরণে বাস্তবিকই উপস্থিত থাকিবে না? তখন কি এ হতভাগিনী আপনার হস্তভ্রষ্ট অসি, স্থান-ভ্রষ্ট তূণ, বিচ্ছিন্ন কবচ যথাস্থানে পরিস্থাপিত করিবে না? এ অভাগিনী কি তৎকালে সমীপে থাকিয়া আপনার অমোঘ পরাক্রম-নিহত যবনের সংখ্যা একটিও বাড়াইবে না?"

সবিস্ময়ে অমর কহিলেন,—"ঘোর যবনযুদ্ধে তুমি আমার সহায়তা করিবে? ধন্য তোমার সাহস!"

ঊর্ম্মিলা অশ্রুজ্জললোচনে কহিলেন,—"কি যুবরাজ! আমি যবন সংগ্রামে যাইব না? গৃহে বসিয়া সুখ-পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকিয়া আপনার বিপদ্ সমস্ত কল্পনার চক্ষে দেখিব, তথাপি স্বয়ং তাহার প্রতিবিধানার্থ দেহের এক বিন্দুও রক্তপাত করিব না, এ কি কথা কুমার?"

অমরসিংহ বলিলেন,—"ঊর্ম্মিলে! আমি অনুরোধ করিতেছি, এ ভয়ানক বাসনা পরিত্যাগ কর।"

ঊর্ম্মিলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এক জন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, 'শৈলম্বররাজ কুমারকে স্মরণ করিতেছেন' কুমারকে অগত্যা প্রস্থান করিতে হইল। তাঁহাকে যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ কুমারী অতৃপ্তনয়নে সেই স্বন্দারি সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে কহিলেন,—এ অনন্ত সুখের তুলনা নাই। এ সুখের গতি কি অব্যাহত থাকা সম্ভব! জগতে কে কবে অবিশ্রান্ত সুখ-সম্ভোগ করিয়াছে! যে রাজকুমারের কল্যাণ-কামনায় আমি অসীম সুখরাশি বিসর্জ্জন দিতেছি, কে জানে, সে রাজবারার কি হইবে? কে যেন আমাকে বলিতেছে, রাজবারার মুক্তি দূর—দূর অসম্ভব! এ কি, পুণ্যভূমির মুক্তি অসম্ভব? কে জানে, ভবানীর হৃদয়ে কি আছে? কিন্তু আশা কে কবে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে? আমরাই বা কেন আশাশূন্য হইব? কেন ভগ্নোৎসাহ হইব? জাতীয় প্রেমোন্মাদিনী বালিকা সেই স্থানে বসিয়া এইরূপ ভাবনায় নিবিষ্টা রহিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হল্‌দিঘাট।

তামস ভবিষ্যতের অন্তরতম প্রদেশে জাগতিক নিয়তির কি ব্যবস্থা পরিস্থাপিত আছে, তাহা কে জানে? মানব, তুমি যে আশায়—যে চিন্তায় সংসার-সাগরে সাঁতার দিতেছ, কে জানে, তাহার পরিণাম কি হইবে! যে আকাঙ্ক্ষায় মানব, তুমি জলধির জলে ডুবিতেছ, কে জানে, সে কার্য্যের কি পুরস্কার হইবে! বীরবর মহারাণা প্রতাপসিংহ এবং তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণ যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। জগদ্বিখ্যাত হল্‌দিঘাট-সমরে মহারাণার পরাজয় হইল।

সংবৎ ১৬৩২ অব্দের ৭ই শ্রাবণ! ভয়ানক দিন! —ইতিহাসের সেই চিরস্মরণীয় শোণিতাক্ত দিন! সে দিন হল্‌দিঘাটে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কে তাহার বর্ণনা করিতে পারে!

উত্তরে কমলমীর, দক্ষিণে ঋক্ষনাথ এই চত্বারিংশ ক্রোশ পরিমিত ভূখণ্ডের নাম হল্‌দিঘাট। স্থানটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য ও নির্ঝরিণীসমূহে পরিপূর্ণ। রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হইলে গিরি-সঙ্কট অতিক্রম না করিলে উপায়ান্তর নাই।

এই স্থানে অদ্য দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতসৈন্য সশস্ত্রে ও প্রফুল্লবদনে শত্রুর সমাগম-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভীল যোদ্ধৃগণ তীর, ধনুক অথবা প্রস্তরখণ্ড-হস্তে পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান। অনেকে স্থানে স্থানে শিলাখণ্ড এরূপে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে যে, সামান্য বলপ্রয়োগ করিলেই তাহা ভূপতিত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষকে এককালে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে। সৈন্যসমূহের বদনে তেজ, উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন বিদ্যমান। সকলেই শত্রু নিপাত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। উন্মুক্ত অসি, শাণিত শেল প্রভৃতি অস্ত্রসমস্তের উজ্জ্বলতায়, বীর-নয়ন-নিঃসৃত তেজে, পরিচ্ছদের চাক্‌চিক্যে অদ্য রণভূমি প্রদীপ্ত। পুরোভাগে স্বয়ং মহারাণা প্রতাপসিংহ, বিশাল বক্ষ পাতিয়া যেন যবনের গতিরোধ করিবেন বলিয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র। চৈতক-নামক প্রভু-পরায়ণ, অমিত-তেজা অশ্ব বীরবর প্রতাপসিংহকে বহন করিয়া রহিয়াছে। দারুণ উৎসাহে অশ্ব স্থির থাকিতে পারিতেছে না। তেজোভরে পৃথিবী বিদীর্ণ করিব ভাবিয়া নিয়ত পদ-নিম্নস্থ পর্ব্বত-শিলায় পদাঘাত করিতেছে; আঘাত হেতু পদনিম্ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির-তেছে। মহারাণার দক্ষিণপার্শ্বে কুমার অমরসিংহ ও কুমার রতনসিংহ অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। অমরসিংহের বদনের ভাব ঘোর চিন্তায় আচ্ছন্ন; রতনসিংহের মূর্ত্তি উন্মাদের ন্যায়, লোচনযুগল রক্তবর্ণ, বদন শ্রীহীন। অদ্য সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া এ হৃদয়হীন জগত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার স্থিরসঙ্কল্প।

রাজপুত-কুল-পালগণ অদ্য আপনাদের লুপ্ত-গৌরব উদ্ধারার্থ [illegible] সে এই যুদ্ধে রাজপুত-বীরগণ যে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। রণকল্যাণী ভবানীদেবীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া যে রণসাগরে অদ্য রাজবারার ভূষণবৃন্দ সাঁতার দিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে আপ্লুত হয়! প্রতিদ্বন্দ্বী যবনসৈন্যমণ্ডলী সংখ্যায় বিপুল। মুসলমান সৈন্যবৃন্দ হইতে নির্ব্বাচিত দক্ষগণ অদ্য এই যুদ্ধে উপস্থিত। স্বয়ং শাহজাদা সেলিম তাহাদের অধিনায়ক। অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন রণচতুর মহারাজ মানসিংহ ও সুপটু মহাবেত খাঁ তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত। এরূপ প্রবল-বল-বিরোধী শত্রু-মণ্ডলীর সহিত সমরে জয়লাভ অসম্ভব। তথাপি পাঠক! একবার কল্পনানেত্রে সেই

শোণিত-স্রোতঃ-প্রবাহিত ভারতের পবিত্র ক্ষেত্র হলদিঘাট সন্দর্শন কর। একবার দুই শত অতীত বর্ষ অতিক্রম করিয়া কল্পনাকে সেই হৃদয়-মন-বিহ্বল-কারী জীবনাত্মক রণভূমির চিত্র মানস-মন্দিরে স্থাপন কর, একবার সেই তেজ, উৎসাহ, আনন্দ ও আশাপূর্ণ, যন্ত্রণাচিহ্নবিবর্জ্জিত রাজপুত-শবের বদন স্মরণ কর; আর পাঠক! যদি পার, তবে সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে দুইবিন্দু অশ্রুপাত কর, তাহাতেও পুণ্য আছে, তাহাতেও শান্তি আছে।

প্রতাপের অদ্য কি উৎসাহ, কি উদ্যম, কি আনন্দ, কি অনুরাগ! পদতলে যবনমুণ্ড বিলুণ্ঠিত হইতেছে, দেহ ও পরিচ্ছদ যবন শোণিতে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, হস্তস্থিত অস্ত্র নিয়ত সম্মুখস্থ যবন-শত্রুর বিনাশসাধন করিতেছে, এতদপেক্ষা রাজ-পুত-কুল-ভরসার আর কি আনন্দ হইতে পারে? কিন্তু কোথায় মানসিংহ? সে ভ্রষ্ট কুলাঙ্গার কোথায়? তাহাকে সমরক্ষেত্রে কর্ম্মোচিত পুরস্কার দিবার কথা ছিল, সে পাষণ্ড কোথায়? প্রতাপ-সিংহ একবার অস্ত্রসংযম করিয়া, মানসিংহ কোথায় দেখিবার নিমিত্ত সমরক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, অনেক দূর! রাশি রাশি শত্রুসৈন্য ভেদ করিতে না পারিলে তথায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এ দিকে দেখিলেন, নিজ সৈন্য-সংখ্যা নিতান্ত হ্রাস হইয়া উঠিয়াছে—জয়ের আশা নাই। তবে কেন শত্রু-নিপাত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইব না? মানসিংহকে স্বহস্তে সমুচিত প্রতিফল দিব জানিয়া বীরবর প্রতাপসিংহ সাজারে ও সোৎসাহে বিপক্ষ-পক্ষ ভেদ করিয়া ধাবিত হইলেন—কিন্তু উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না; হস্তি-সমারূঢ় সেলিম বাহাদুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। সেলিমকে দেখিয়া প্রতাপসিংহ স্বীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন। প্রতাপের অমোঘ আক্রমণ কাহার সাধ্য সহ্য করে? একে একে সেলিমের শরীর-রক্ষিবর্গ ধরাশায়ী হইল; তখন সুশিক্ষিত চৈতক সম্মুখস্থ-পদদ্বয় সেলিমের হস্তিশিরে উঠাইয়া দিল এবং প্রতাপসিংহ বর্শাফলকে বাদশাহ-তনয়ের মুণ্ড বিদ্ধ করিবেন ভাবিয়া যেমন তাহা উত্তোলন করিলেন, অমনই ভীত, কাতর ও চালকহীন হস্তী বেগে পলায়ন করিয়া ভাবী ভারতেশ্বরের জীবন রক্ষা করিল। নচেৎ সেই দিন—সেই সমরক্ষেত্রেই তাঁহার জীবলীলার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইত; ইতিহাসের পৃষ্ঠা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নাম বহন করিত না এবং নুরজাহানের ভাগ্য-লতিকা মোগল-মুকুটে জড়িত হইত না। সেলিম ভীত হস্তীর অনুগ্রহে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে কিন্তু সেই স্থান মানব-শোণিত-স্রোতে ভাসিয়া গেল। ক্ষতদেহ প্রতাপের সহায়তা করিবার নিমিত্ত রাজপুত সৈন্যগণ সেই দিকে ব্যস্ততা সহ উপস্থিত; আর সেলিমের জীবন-রক্ষার্থ মুসলমানেরা সেই স্থলে অগ্রসর সুতরাং তথায় নরহত্যার সীমা রহিল না। সেলিমের হস্তী পলায়ন করিলে পর প্রতাপকে নিপাত করাই যবনমাত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া জাতি-মান-রক্ষা—প্রতাপের জীবন-রক্ষা করাই তখন হিন্দুরা প্রধান ব্রত করিয়া তুলিল; সুতরাং যখন যে যে দিকে প্রতাপসিংহ যাইতে লাগি-লেন, তখন সেই সেই দিকে মানবজীবন ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল।

রক্তাক্ত-কলেবর রতনসিংহ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শরীর ক্ষতবিক্ষত, শোণি-তাপচয় হেতু হস্ত-পদ বলহীন ও বিকম্পিত, লোচন-যুগল মুদিতপ্রায়। হস্ত তখনও অসিচালনা করি-তেছে বটে, কিন্তু সে চালনা অনর্থক। সেই সময়ে কয়েক জন যবন যোদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে ভীম-রবে আক্রমণ করিল। অমরসিংহ দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন এবং অসাধারণ কৌশল সহকারে আক্রমণকারী যবন-গণকে পরাভূত করিলেন। তখন ক্ষীণ ও বিকম্পিতস্বরে রতন বলিলেন,—"ভাই! আমার শেষ প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। অদ্যকার দিন আমার জীবনের শেষ দিন হইতে দাও, আমাকে আর বাঁচাইও না।"

অমরসিংহ জানিতেন, রতনসিংহের হৃদয় কেন সম্প্রতি এরূপ উদাসীনভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি সোৎসুক হইয়া বলিলেন, "ভাই এ কি ভ্রান্তি? হৃদয়ের হতাশ প্রেমের যাতনা তুমি কি মিবারের শান্তি-সুখ নষ্ট করিয়া প্রশমিত করিবে?"

রতনসিংহ প্রথমতঃ আকাশের দিকে, পরে মহারাণার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, —"মিবারের স্বাধীনতা ও উন্নতি মহারাণার দ্বারাই সাধ্য। আমরা কাল-সাগরে জলবুদ্‌বুদ্ মাত্র।"

এই সময়ে মহারাণা শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় সেই দিকে তুমুল গোল উঠিল। অমরসিংহ ব্যস্ততা সহ সেই দিকে ধাবিত হইলেন, রতনসিংহও সেই দিকে যাইবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহার কাতর দেহ কম্পিত হইয়া ভূপতিত হইয়া গেল। অমরসিংহ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন! কিন্তু তাঁহার সে উৎকণ্ঠা অধিকক্ষণ থাকিতে পাইল না। তখনই এক কিশোর বয়স্ক রাজপুত যোদ্ধা সযত্নে দুই জন ভীল দ্বারা রতন-সিংহের বিচেতন দেহ উঠাইয়া লইলেন এবং সাব-ধানতা সহ প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ যেন সেই কিশোর যোদ্ধাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছিলেন বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তিনি অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত-হৃদয়ে পিতার সাহায্যার্থ গমন করিলেন। ঘোর সমর-সমুদ্রে অমরসিংহ ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। চারি পাঁচ জন যবন যোদ্ধা তাঁহাকে বেষ্টন করিল ও অনবরত আঘাত করিতে লাগিল। অমর দেখিলেন, সমস্ত রাজপুত মহারাণার রক্ষা-কার্য্যে ব্যস্ত এবং সমস্ত যবন তাঁহারই বিনাশ-সাধনে চেষ্টিত! তাঁহার সাহায্যার্থে কেহই নাই। কেবল দেখিলেন, সেই কিশোর যোদ্ধা ঘর্ম্মাক্ত ও শোণিতাক্ত কলেবরে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান এবং কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্নে শত্রু-নিধনে নিযুক্ত। অমরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, —শত্রু কয়জন নিহত হইল বটে, কিন্তু অমরসিংহও আর আপনার দেহ স্থির রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত ও চেতনা-বিলুপ্ত হইতে লাগিল। তখন সেই কিশোর যোদ্ধা তাঁহার অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পতনশীল চেতনহীন দেহ বাহু পাতিয়া ধরিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভীলের সাহায্যে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পতনকালে অমরসিংহ বলিলেন,—"চিনিয়াছি—উর্ম্মিলে,—ভাল কর নাই —মহারাণাকে দেখ।"

উন্মত্ত প্রতাপসিংহ বাহ্যজ্ঞানবিরহিত। বার বার তিনি সোৎসাহে বিপক্ষ সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ বীরত্ব সহকারে শত্রুক্ষয় করিতে লাগিলেন এবং আত্মজীবনকে যৎপরো-নাস্তি বিপদে মগ্ন করিতে লাগিলেন। বার বার রাজপুত বীরেরা প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিল। প্রতাপের দেহ শোণিতাক্ত এবং আঘাত হেতু ক্ষত-বিক্ষত। মুসলমানেরা বুঝিতেছে প্রতাপকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমরে জয়ী হওয়া যায়। রাজপুতেরা বুঝিতেছে, মহারাণাকে রক্ষা করিতে পারিলেই সকল রক্ষা এবং তাহা হইলে কোন পরাজয়ই পরাজয় নহে। কিন্তু যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে মহারাণাকে রক্ষা করা অসম্ভব। মহারাণা স্বয়ং আত্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য বা মমতা-শূন্য, অথচ তাঁহার পক্ষীয় সৈন্য-বল এতই হীন যে, তাহাদের চেষ্টায় তাঁহাকে রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপ অসাধ্য। তখন স্বদেশবৎসল বীর-ভক্ত ঝালারাজ মানাসিংহ বিপক্ষের জয়ধ্বনি, সৈন্যগণের কোলাহল, মুমুর্ষুর আর্ত্তনাদ, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষারব, গজের গর্জ্জন ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহের কর্ণে কহিলেন, —"বীরবর! জগৎপূজ্য মহারাণা-বংশের কেতন! আপনি এক্ষণে আমাদের একমাত্র ভরসা। আপনি বাঁচিলে মিবারের ভবিষ্যতের সকল আশাই আছে। এই যুদ্ধে যদি আপনার জীবন অবসান হয়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আশা ফুরাইবে। এক্ষণে তাহাই কি আপনার বাসনা?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতাপসিংহ কহি-লেন,—"অদ্য কি জয়ের আশা নাই?"

গলদশ্রুলোচনে ঝালাপতি কহিলেন,—"আশা বহুক্ষণ ত্যাগ করিয়াছি। কেবল আপনার আশায় এখনও সমরক্ষেত্রে আছি। আপনাকে বাঁচাইতে পারিলে শত্রু-জয়ের অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করি।"

"অমর, রতন কোথায়?"

"সমরে পতিত হইয়াছেন; কিন্তু জীবন যায় নাই বোধ হয়। তাঁহাদের দেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে।"

নিতান্ত হতাশ-স্বরে প্রতাপসিংহ কহিলেন,— "যদি অমরের বিনিময়েও যুদ্ধে জয় হইত সে-ও ভাল ছিল। কিন্তু মিবারের—এখন আমাকে কি করিতে বলেন?"

তখন প্রভুপরায়ণ ঝালারাজ হস্ত দ্বারা মহারাণার পাদ-স্পর্শ করিয়া অশ্রু-সমাকুল-লোচনে কহিলেন, —"মহারাণা! এ দীনের এই শেষ প্রার্থনা

অবহেলা করিবেন না। আমার প্রার্থনা ন্যায় কি অন্যায়, সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহার বিচার করিবেন না। আমি ভবদীয় চরণে অদ্য যে শেষ প্রার্থনা করিতেছি, তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবে।"

মহারাণা বলিলেন,—"স্বীকার করিলাম।"

মানাহসিংহ বলিলেন,—"আমার প্রধান প্রার্থনা, মহারাণাকে সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা সম্প্রতি আমি যাহা করিব, মহারাণা তাহাতে আপত্তি করিবেন না।"

মহারাণা, মানাহসিংহ কৃত প্রথম প্রার্থনা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব অবশ্যই গ্রাহ্য; আপনি কি আমাকে জীবিতাবস্থায় সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বলিতেছেন?"

"নচেৎ কি? মহারাণার জীবনই আমরা মিবারের স্বাধীনতা বলিয়া জানি। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা মিবারের স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে অভিলাষী?"

মহারাণা অধোবদনে রহিলেন। ইত্যবসরে মানাহসিংহের আদেশক্রমে মহারাণার ছত্রধারা ঝালাপতির মস্তকে রাজচ্ছত্র ধারণ করিল এবং মানাহসিংহ নিজ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে দ্বিগুণ উৎসাহে চণ্ডিকার নাম উচ্চারণ করিয়া সমরসাগরে ঝাঁপ দিলেন। রাজচ্ছত্র দেখিয়া মানাহসিংহকে মহারাণা মনে করিয়া মুসলমানেরা তাঁহাকে উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করিল।

[illegible] একবার সুবিস্তৃত সমরক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। [illegible] দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু দিয়া কয় বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইয়া শোণিতরাশির সহিত মিলিয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাণা কহিলেন,—"ভগবন্! এই কি তোমার বাসনা? আর এ বিড়ম্বনা দেখিয়া কি কাজ? যদি পরাজিত হইলাম, তবে এ জীবনে কি আবশ্যক! কিন্তু জীবনবিসর্জন দিলেই বা লাভ কি? যদি আমার প্রাণের পরিবর্ত্তে মিবারের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তবে কথায় কি প্রয়োজন? যাহার ইচ্ছা, সেই আমায় বধ করুক বা স্বয়ং বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করি। মিবারের আশা-ভরসার কি এই শেষ? না, কখনই না; প্রতাপ জীবিত থাকিতে মিবার অধীন? না মরিব না। মিবারকে এ দশায় রাখিয়া কদাচ মরিব না। এই লৌহ হস্তে করিয়া বলিতেছি, মাতঃ জন্মভূমি! তোমাকে এ দশায় রাখিয়া মরিব না। তোমার দুর্দ্দশা ঘুচাইবার পূর্ব্বে যদি আমার কাল পূর্ণ হয়, তবে যেন আত্মা চিরকাল নরকমধ্যে প্রোথিত থাকে। হে দেবি! আমার সহায় হও। ভগবন্! আমার আশা পূর্ণ কর।" অশ্রুপূর্ণ-নয়নে প্রতাপসিংহ চৈতককে বিপরীত দিকে গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রভুর জীবনরক্ষার্থ ঝালারাজের মন্ত্রণা সিদ্ধ হইল। রাজ-ভ্রমে অসংখ্য মুসলমানসৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই ঘোর সংগ্রামে প্রভুরাজের প্রাণরক্ষার্থ মানাহসিংহ সদল-বলে ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে ঝালারাজ অস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—"ভগবন্ ভবানীপতি! প্রতাপসিংহকে রক্ষা কর। মিবারের লুপ্ত-গৌরব তিনিই রক্ষা করিবেন।"

স্বদেশ-বৎসল প্রভুপরায়ণ ঝালারাজের জীবন বিগত হইল। জগতে তাঁহার কীর্ত্তি অতুলনীয়। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস অন্বেষণ করিয়া এরূপ মহোচ্চ মনের অতি অল্পই নিদর্শন পাওয়া যায়। ধন্য রাজবারা! ধন্য তোমার বীর সন্তান!

প্রতাপসিংহ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট হিন্দু সৈন্যেরাও সমর ত্যাগ করিল। দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে অষ্ট সহস্রের জীবন রক্ষিত হইল।

এইরূপে হল্‌দিঘাট সমরের অবসান হইল। কুরুক্ষেত্র-সমরের পরে ভারতে হল্‌দিঘাটের ন্যায় মহারণ আর ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ। কাল-চক্রনেমির আবর্ত্তনে বীরবর প্রতাপসিংহ অদ্যকার সমরে ঊর্দ্ধ হইতে অধঃস্থাপিত হইলেন। যে আশায় উন্মত্ত হইয়া এবং যে সাহসে বুক বাঁধিয়া ভারতীয় বীরেরা অদ্য সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন, তাহার কিছুই সফল হইল না। কালসূর্য্যের অস্তগমনসহ অদ্য কালযবন অমিত-প্রতাপ প্রতাপসিংহকে পরাজিত করিল। এ সংসারে কে বিধাতার বাসনার অন্যথাচরণ করিতে পারে বা পারিয়াছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতক।

মহাবলশালী চৈতক প্রতাপসিংহকে লইয়া বায়ু-বেগে প্রস্থান করিল। কেবল একজনমাত্র বিপক্ষ অশ্বারোহী প্রতাপের অনুসরণ করিল। প্রতাপের সে দিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে যেরূপ চিন্তা ও যন্ত্রণা-স্রোত প্রবাহিত, তাহাতে তথায় বাহ্যজগতের অপর কোন বিষয়েরই স্থান হওয়া অসম্ভব। বহুদূর আগমন করার পর অনুসরণকারী চীৎকার করিল,—"ওহে নীলঘোড়ার সওয়ার!"

প্রতাপসিংহ অশ্ব থামাইয়া মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, অনুসরণকারী তাঁহারই ভ্রাতা সুক্তসিংহ। সুক্ত বহুদিন হইতে জাতীয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া বাদশাহের আনুগত্য ও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং অধুনা তিনি মিবারের প্রধান শত্রু। কিন্তু বহুকাল পরে অদ্য তাঁহার দর্শনলাভ করায় প্রতাপের মনে স্নেহের সঞ্চার হইল। সুক্তসিংহ সমীপে সমাগত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। মহারাণাও অশ্বত্যাগ করিলেন। হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, বিরোধ তখন দূরে পলায়ন করিল। উভয় ভ্রাতা বহুকালের পর অদ্য আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। প্রতাপসিংহ প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভ্রাতঃ! শরীর ও মন ভাল আছে তো?"

সুক্ত ভাবিলেন, প্রতাপসিংহ তাঁহাকে উপহাস করিয়া এ কথা জিজ্ঞাসিলেন। স্বজাতি মমতা ত্যাগ করিয়া যবনের সহিত মৈত্রী করায় শরীর ও মন ভাল না থাকিবারই কথা, তাহা সুক্ত বুঝিতেন। তিনি ভাবিলেন, প্রতাপ তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই বাক্য দ্বারা পরিহাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। কহিলেন, "শত্রুর ভয়ে জীবন লইয়া মনুষ্য যখন পলায়ন করে, তখন তাহার শরীর ও মন ভাল থাকে তো?"

এ তিরস্কার প্রতাপসিংহের পক্ষে অসহ্য। তিনি একবার কটিসংলগ্ন অসিতে হস্তার্পণ করিলেন। আবার তখনি চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"যাও সুক্ত! তুমি শত্রুভাবে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই। আমিও তোমার সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছা করি না। জানিলাম, তোমার সহিত সৌহার্দ্য বিধাতার বাসনা নহে। প্রার্থনা করি, তোমার সহিত ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ না হয়।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রতাপসিংহ অশ্বের উদ্দেশে গমন করিলেন। সুক্তসিংহও বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া, সেলিম বাহাদুরের উদ্দেশে গমন করিলেন। বহুকালের পর প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুক্তসিংহের হৃদয়ে বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

সমস্ত দিন দারুণ রৌদ্রের উত্তাপে, যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমে ও অস্ত্রাঘাতের জন্য শোণিতক্ষয়ে চৈতক নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। ঘর্ম্মে তাহার শরীর আপ্লাবিত, মুখে ও পদ-সন্ধিস্থলে তুষারধবল ফেনরাশি সমুত্থিত; বল্গার ঘর্ষণে মুখ হইতে এবং অস্ত্রাঘাত হেতু দেহের অসংখ্য স্থান হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হওয়ায় চৈতকের শারীরিক শক্তির অপচয় ঘটিয়াছিল। ক্রমে তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইতে লাগিল; দেহ কম্পিত হইতে থাকিল; পদচতুষ্টয় দেহের ভার বহনে অক্ষম হইয়া পড়িল। প্রতাপসিংহ যন্ত্রণা-পীড়িত চৈতকের অনুসন্ধানে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে চৈতক একটি অপরিস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিল। প্রতাপ চৈতকের শোচনীয় দশা দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। চৈতক তখন সতৃষ্ণ-কাতর-নয়নে প্রতাপসিংহের প্রতি চাহিল। প্রতাপের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। চৈতক তাঁহার বিপদ বা সম্পদ, শান্তি বা বিগ্রহ সকল অবস্থাতেই প্রধান সহায়, ভরসা ও আনন্দ। কতবার এই চৈতক তাঁহাকে অনিবার্য্য বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। শতযুদ্ধে এই চৈতক তাঁহার জয়ের সহায়তা করিয়াছে। কতবার এই চৈতক অনাহারে অবিশ্রামে নিরন্তর তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে, বন হইতে বনান্তরে লইয়া গিয়াছে। কতবার এই চৈতক আত্মজীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রতাপকে পৃষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক গিরি-শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফপ্রদান করিয়াছে। যে চৈতক সঙ্গে থাকিলে প্রতাপসিংহ কোন স্থানেই আপনাকে সহায়শূন্য মনে করেন না, যে চৈতক প্রভুর নিমিত্ত গহন বন বা উত্তুঙ্গ শৈল অগ্নিবৎ মরুভূমি বা বিশালকায়া নদী, সর্ব্বত্রই অকুণ্ঠিতভাবে বিচরণ করিত, যে চৈতক হস্তী বা ব্যাঘ্র, ভল্লুক বা মহিষ, ভীমাকার অজগর বা অস্ত্রধারী

শত্রুসেনা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিত না, সেই চৈতকের আজি এই দুর্দশা। প্রতাপসিংহ চৈতকের মস্তক স্বীয় উরুদেশে স্থাপন করিলেন। চৈতক অতি ক্লেশে একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া কাতরতা ব্যঞ্জক শব্দ করিল। তাহার নেত্রনির্গত কয়েক বিন্দু জল প্রতাপের অঙ্গে পড়িল। প্রতাপসিংহ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আজি রাজ্য শূন্য, ধনজনশূন্য হইয়াও আমার এত ক্লেশ হয় নাই। চৈতক, আজি তুমি আমার বক্ষে শেল আঘাত করিয়া চলিলে।"

কথা যেন অশ্ব বুঝিতে পারিল। বাক্য কথনের ক্ষমতা থাকিলে সে যেন আজি কত কথাই প্রভুকে জানাইত। প্রতাপসিংহ চৈতকের মুখে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্ব প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত একবার মুখ ফিরাইবার প্রযত্ন করিল। প্রতাপসিংহ তাহা বুঝিতে পারিয়া ঘুরিয়া বসিলেন। পুনরায় অশ্ব শব্দ করিল। আবার তাহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মস্তক প্রতাপসিংহের উরুদেশ হইতে পড়িয়া গেল। আবার শব্দ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। চিরজীবন প্রভুর হিতসাধন করিয়া অদ্য চৈতক প্রভুর পার্শ্বে শয়ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। * প্রতাপসিংহের প্রাণাধিক প্রিয় অশ্ব প্রাণশূন্য হইল। জগতে চৈতক তাঁহার প্রধান আদরের সামগ্রী। সেই চৈতকের বিহনে মহারাণার যার-পর-নাই ক্লেশ হইল। তিনি চৈতকের মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীন তাপস।

হলদিঘাটের অনতিদূরে আর্ব্বলী পর্ব্বতের নিভৃতপ্রদেশবিশেষে এক তাপসাশ্রম ছিল। দুই সুকুমারবয় মোহনকান্তি যুবা সন্ন্যাসী তথায় বাস করিতেন। সন্ন্যাসিদ্বয়ের এক জনের অঙ্গসৌষ্ঠব বদন-শ্রী ও দেহের বর্ণ অতি চমৎকার; অপরের তাদৃশ উত্তম না হইলেও সর্ব্বথা সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত। তাঁহাদের প্রকৃতি কোমলতায় পরিপূর্ণ এবং কথোপকথন নিতান্ত ধীর ও সুমিষ্ট। সন্ন্যাসিদ্বয়ের মস্তক জটাভারে সমাচ্ছন্ন।—বদন দীর্ঘায়ত শ্মশ্রু ও গুম্ফরাজিসমাবৃত।

কুমারী ঊর্ম্মিলা পুরুষবেশে হলদিঘাটের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। তিনিই বহুকষ্টে কুমার অমরসিংহ ও রতনসিংহের মৃতপ্রায় দেহ বহন করিয়া এই তাপসাশ্রমে লইয়া আসিলেন। তথায় কুমারী ঊর্ম্মিলা ও সন্ন্যাসিদ্বয় যথাবিহিত যত্নে এই আহত বীরদ্বয়ের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অমরসিংহের আঘাত নিতান্ত গুরুতর হয় নাই। অত্যল্পকালমধ্যেই তাঁহার চৈতন্য হইল; কিন্তু রতনসিংহের অবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর। মৃত্যুই তাঁহার কামনা ছিল, সুতরাং যে দিকে অধিক আঘাতের সম্ভাবনা, সেই দিকেই তিনি বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার আঘাত নিতান্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি যে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না।

চৈতন্য লাভ করিয়া অমরসিংহ রতনের অবস্থা প্রণিধান করিতে সক্ষম হইলেন এবং চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় বন্ধুগণ ইত্যাদি নানা চিন্তায় তিনি নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। ঊর্ম্মিলা দেবী তাঁহাকে যতদূর সম্ভব সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে অবস্থায় সে চিত্তে ধৈর্য্য অসম্ভব। অগত্যা তাঁহাকে সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত ঊর্ম্মিলা দেবী সংবাদ সংগ্রহ করিবার ভার লইয়া আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ন্যাসিদ্বয় তাঁহার অনুপস্থিতকালে বিহিত বিধানে রতনসিংহের শুশ্রূষা করিবেন এবং অমরসিংহও সে পক্ষে যথাসম্ভব মনোযোগী থাকিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন।

কুমারী চলিয়া গেলে অমরসিংহ স্বীয় শরীর যৎপরোনাস্তি অবসন্ন হইলেও সন্ন্যাসিদ্বয়ের সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া বারংবার

* যে স্থলে চৈতক গতাসু হয়, স্মরণার্থে তথায় এক চউতরা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম "চৈতককা চউতারা।" তাহা জারোল নগরের নিকটবর্ত্তী।

রতনসিংহের নিমিত্ত আন্তরিক উদ্বেগ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সোদরপ্রতিম রতনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ বুঝিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাসসহ বলিলেন,—"ভগবন্, কি হইবে?"

সন্ন্যাসিদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ বলিলেন,—"যুবরাজ, আপনার শরীরের অবস্থা ভাল নহে। আপনি এক্ষণে এরূপ চিন্তা ত্যাগ করুন। বিধাতা কি এমনই নির্দ্দয় যে, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে স্থান পাইবে না?"

অমরসিংহ দেখিলেন, নবীন সন্ন্যাসী নির্ব্বাক্, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল-ধারায় অশ্রু প্রবাহিত। তখন অমরসিংহ বলিলেন,—"পাপ দেবলবর-রাজ-তনয়া—পাপীয়সী যমুনাই এই সর্ব্বনাশের কারণ।"

উভয় সন্ন্যাসীই চমকিয়া উঠিলেন। অমর দেখিলেন, নবীন সন্ন্যাসী নিতান্ত চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন—"সে কি কুমার! দেবলবর রাজ-নন্দিনী কিসে বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের কারণ?"

অমরসিংহ বলিলেন,—"কিসে? সেই কুহকিনীর প্রেমে রতনসিংহ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার পর দুষ্টা নিজ সখীর দ্বারা রতনকে বলিয়াছে, সে তাঁহার হইবে না। সেই অবধি রতনসিংহ সংসার ব্যাপারে উদাসীন—জীবনের প্রতি মমতাশূন্য—মৃত্যুর প্রার্থী। সেই জন্যই রতনের অদ্য এই দশা।"

নবীন সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"ভগবতি! তোমার কথা কি মিথ্যা?"

জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন,—"না, যুবরাজ আপনার ভ্রম হইয়াছে। আমি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই যুবকের ভূত ভবিষ্যৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইঁহার চিত্ত স্বর্গীয় চন্দিনা-রাজ-তনয়ার প্রেমে মগ্ন। ইনি সেই কুমারী ভিন্ন আর কাহারও নহেন এবং ইনি শঠ ও প্রবঞ্চক।"

অমরসিংহ বলিলেন,—"আপনি ব্রাহ্মণ ও তপশ্চর, সুতরাং আপনাকে কিছু বলিব না। কিন্তু ইহাই যদি আপনার গণনার ফল হয়, তাহা হইলে হয় আদৌ আপনি গণনাশাস্ত্র অভ্যাস করেন নাই, না হয়, গণনা-শাস্ত্র যতদূর সম্ভব অমূলক ও অতল জলে নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত। আপনি দেখিতেছেন, ঐ মরণাপন্ন বীর ও আমি পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু জানিবেন, হৃদয়ে আমরা অভিন্ন। আমি জানি, কুমারের হৃদয়ে কুমারী যমুনা ভিন্ন অন্য নারীর প্রেমের স্থান নাই।"

নবীন সন্ন্যাসী আবার অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"দেবী-বাক্য! মিথ্যা কথা! হৃদয় ফাটিয়া যাও!"

তিনি বেগে বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং তত্রত্য উপল-খণ্ডের উপর অধোমুখে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের চিত্তের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—"ভগবন্! আপনাদের উভয়কে, বিশেষতঃ নবীন সন্ন্যাসী-মহাশয়কে বড়ই কাতর দেখিতেছি কেন? বর্ত্তমান সংবাদের সহিত আপনাদের কোন সম্পর্ক-সম্ভাবনা আছে কি না, জানি না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"কাতর—হাঁ—অন্য কারণে কাতর নহি। বীরবর রতনসিংহের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা উভয়েই কাতর। আমার নবীন-ভ্রাতা বড়ই কোমল-স্বভাব। দেখি, তিনি কোন্ দিকে গমন করিলেন।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। গমনকালে অমরসিংহ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার লোচন দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে; তিনি মনে করিলেন, এরূপ ব্যাকুলতার স্বতন্ত্র কারণ থাকা সম্ভব! তিনি দীর্ঘনিশ্বাস [illegible]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনুষ্টুপ্ ।

মহাসমরের পর তৃতীয় রাত্রে হলদিঘাট-সন্নিহিত মুসলমান-পট-মণ্ডপে বড় ঘটা। তথায় সে রাত্রে মহাভোজের আয়োজন। সকলেই আনন্দ ও উৎসাহে উন্মত্ত। সে স্থান তখন আনন্দ-কোলাহল ও গুণ-গরিমা-গর্ব্বিত বীরগণের কলরবে পরিপূর্ণ। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতাই বিগত জয়ের কারণ-স্বরূপে সপ্রমাণিত করিতে ব্যস্ত। যে মুলতানী বনাতময়ী মণ্ডপমধ্যে শাহজাদা সেলিম, মানসিংহ প্রভৃতি

উচ্চপদস্থ বীরগণ উপবিষ্ট, সেখানেও অহঙ্কার-স্রোত প্রবাহিত। সেলিম বলিলেন,—"প্রতাপের কি দুর্দ্দশা! সে আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। আমাকে আক্রমণ করা কি তাহার কার্য্য? কেমন অম্বররাজ! আমি তাহাকে কেমন জব্দ করিয়া দিয়াছি?"

অম্বররাজ মানসিংহ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"এ সকল দুর্গম পথ আমার চিরপরিচিত; নচেৎ এরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইত।"

সেলিম জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি শক্তসিংহের কোন সন্ধান পাইয়াছেন কি? তাঁহাকে এ কয় দিন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কেন? তিনি কি ভ্রাতৃ-অপমানে কাতর হইয়া নির্জ্জনে রোদন করিতেছেন?"

কথাসমাপ্তির সমসময়েই শক্তসিংহ তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"শাহজাদার অনুমান যথার্থ। আমি অপমানিত ভ্রাতার শোকে কাতর ছিলাম বলিয়া এ কয়দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।"

সেলিম জিজ্ঞাসিলেন,—"সেই পরাজিত পলাতককে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতে আপনার কষ্ট হয় না।"

শক্ত কহিলেন,—"প্রতাপ পলাতক বটেন, কিন্তু কখনই পরাজিত নহেন। হল্‌দিঘাট-সমরে আপনারা জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবেন [illegible] পরাজিত [illegible]। প্রতাপের প্রতাপ চিরসঙ্গী এবং তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহাকে জয় করে কাহার সাধ্য? প্রতাপের ক্ষমতার পরিচয় শাহজাদা যথেষ্ট জ্ঞাত হইয়াছেন; কারণ, আপনি তাঁহার পরাক্রান্ত আক্রমণের হস্ত হইতে দৈবাৎ বাঁচিয়া গিয়াছেন।"

সেলিম হাসিয়া কহিলেন,—"প্রতাপের ন্যায় পিপীলিকা আমার কি করিতে পারে?"

সঙ্গে সঙ্গে শক্তসিংহ উত্তর দিলেন,—"পিপীলিকা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ সংহার করিতে পারে।"

সেলিম কহিলেন,—"তোমার যদি ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এখনই গিয়া প্রতাপের আশ্রয় গ্রহণ কর।"

শক্তসিংহ কহিলেন,—"হৃদয়ের তাহাই আন্তরিক বাসনা। ভাবনা কেবল, তিনি এই অধম, কৃতঘ্ন দুরাচারকে চরণে স্থান দিবেন কি? তাঁহারই আশ্রয়ে জীবনের শেষ কয়দিন অতিবাহিত করিব সঙ্কল্প করিয়াছি! ভাবিবেন না শাহজাদা, হল্‌দিঘাট-সমরে আপনাদের জয় হইয়াছে বলিয়া প্রতাপকে জয় করা হইয়াছে। যতক্ষণ প্রতাপ জীবিত, ততক্ষণ আপনাদের কোন জয়ই জয় নহে। কাল যদি প্রতাপকে পরাজয় করে, তবেই আপনাদের মিবার-জয়ের বাসনা মিটিবে। এক্ষণে আমি বিদায় হই।"

তিনি সেলিমকে সেলাম করিয়া ও মহারাজ মানসিংহকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিলেন। মানসিংহ বলিলেন,—"নির্ব্বোধ! কাহার উপর অভিমান করিতেছ? বাদশাহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কাহার শরণাগত হইবে?"

হাসিতে হাসিতে শক্ত বলিলেন,—"এরূপ চিন্তা যবন-কুটুম্ব মানসিংহেরই শোভা পায়। প্রতাপসিংহের ভ্রাতার এ ভাবনা ভাল দেখায় না।"

লজ্জায় মানসিংহ মস্তক বিনত করিয়া রহিলেন। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সেই রাত্রি দ্বিপ্রহর-কালে শক্তসিংহ যবনশিবির ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিষাদের অবসান।

তিন দিবস পরে কুমার রত্নসিংহের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িল। সে দিন যে কাটিবে, এমন সম্ভাবনা রহিল না। অমরসিংহ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি ও কুমারী ঊর্ম্মিলা নিরন্তর প্রিয় বন্ধুর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতেছেন। পথ যেরূপ যবন শত্রুসমাকুল, তাহাতে অন্য আত্মীয়ের সে স্থানে আগমন করা সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ কুমারী ঊর্ম্মিলা উভয় কুমারই সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ আছেন বলিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কুমারী আর সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিরস্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বয়ং বিপদের পরিমাণ সমস্তই জ্ঞাত ছিলেন; সুতরাং

স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি নানা কৌশলে চিরপরিচিত অরণ্য-পথাবলম্বন করিয়া এক দিন পরেই এই গিরি-গুহায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই নিঃসহায় স্থলে তিনিই একমাত্র চিকিৎসিকা। বাল্যকাল হইতে বনলতা ও মূলাদির গুণাগুণ জানিতে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়-বলে এ সম্বন্ধে আশাতিরিক্ত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য-গুণ-প্রভাবে রতনসিংহের ক্ষতসকল পরিস্কৃত, রক্তস্রাব নিরুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক উপসর্গ সমূহ বিদূরিত হইয়াছে, কিন্তু উপসর্গ বিদূরিত হইলে কি হয়? জীবনা-শক্তি কে সঞ্চার করিতে পারে? বিজাতীয় দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার দেহ অবসন্ন। অন্তিম অবসাদকালে যেরূপ অত্যল্প জ্বর উপস্থিত হয়, তাঁহার তাহা হইয়াছে। সেরূপ জ্বরে যেরূপ প্রলাপ উপস্থিত হয়, তাহাও হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নাড়ী যেরূপ দ্রুত ও অস্থিরগতি হয়, তাহাও দেখা যাইতেছে।

সন্ন্যাসিদ্বয় যত্নের ত্রুটি করিতেছেন না! তাঁহারা উর্ম্মিলার পরামর্শমত পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। রতনসিংহ প্রলাপ বকিতেছেন,—"যমুনে! আঃ হল্‌দিঘাট—কুহকিনী—মরিলাম।"

অমরসিংহ স্বীয় বদন, মুকুলিত নেত্র রতন-সিংহের সম্মুখস্থ করিয়া উচ্চৈস্বরে কহিলেন,—"ভাই রতন, ভয় কি ভাই? এখনই তুমি আরোগ্য হইয়া উঠিবে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রতনসিংহ আবার বলিয়া উঠিলেন—"মহারাণা! মিবার—আঃ যমুনা! যাই যে।"

পীড়িতের এই অবস্থা, এ দিকে সন্ন্যাসিদ্বয়ের, বিশেষতঃ নবীন সন্ন্যাসীর অবস্থা বড় ভয়ানক! তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কান্দিতে কান্দিতে গিরি-গুহার বাহিরে গমন করিলেন। গমনকালে বলিয়া গেলেন,—"ওঃ, আগে কেন জানি নাই, আগে কেন বুঝি নাই? এখন বাঁচিয়া কি কাজ?"

তিনি বাহিরে গমন করিলে জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নবীন ভ্রাতা অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছেন। কষ্টে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ সন্ন্যাসী অল্প-বয়স্ক সন্ন্যাসীকে সেই বিষম কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। তখন নবীন সন্ন্যাসী মূৰ্চ্ছিত হইয়া সেই গিরিপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

স্থির-বুদ্ধি উর্ম্মিলা সন্ন্যাসীদিগের অবস্থা পর্য্যা-লোচনা করিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর মূর্চ্ছিত অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শুশ্রূ-ষায় নিযুক্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার নবীন সহচর নিতান্ত কোমল-স্বভাব ও করুণার্দ্র-হৃদয়। বর্ত্তমান ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি এতাদৃশ কাতর হইয়াছেন। উর্ম্মিলা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন সে হৃদয়ের যে ভাব, তাহা সান্ত্বনায় ধৈর্য্য মানে না। উর্ম্মিলা তাঁহার এবংবিধ ভাব দর্শনে এক একবার বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। এক একবার সন্ন্যাসীর দেবদুর্লভ হৃদয় দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা উপ-হার দিতে লাগিলেন। বহু যত্ন ও বহু প্রবোধ, বিশেষতঃ পীড়িতের শুশ্রূষার অভাব ঘটিলে নিশ্চয়ই তাহার জীবন সম্বন্ধে যে অত্যল্প ভরসা আছে, তাহাও থাকিবে না ইত্যাদি কারণ বুঝাইয়া তিনি তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া পুনরায় গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলেন, রতনসিংহ বলিতেছেন—"ওঃ! প্রেম—কি দায়? যমুনা—আঃ, কোথায় তুমি?"

উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন কেমন?"

অমরসিংহ বলিলেন,—"সেইরূপ; বোধ হয় যেন কথাবার্ত্তা পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু গ্রন্থিযুক্ত।"

উর্ম্মিলা [illegible] জ্যেষ্ঠ নবীন সন্ন্যাসী রতনসিংহের চরণসমীপে এবং বয়ো-জ্যেষ্ঠ মস্তক-সন্নিধানে উপবেশন করিলেন।

অমরসিংহ আবার বলিলেন,—"কোন কথাই যমুনার নামশূন্য নহে। যমুনাই এ সর্ব্বনাশের কারণ।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"এক্ষণে কোন উপায়ে যমুনাকে এ স্থানে আনিতে পারিলে কুমারের অবস্থা হয় তো ভাল হইলেও হইতে পারিত।"

অমরসিংহ বলিলেন,—"যমুনা—পাপ যমুনা সে অবিশ্বাসিনী, সে সর্ব্বনাশসাধিনী—সে এখানে আসিবে কেন? আসিলেই বা তাহাতে কি উপ-কার? তাহাকে দেখিলে ও চিনিতে পারিলে কুমা-রের ক্রোধোদয় এবং ক্লেশাধিক্য হেতু অবস্থা আরও মন্দ হইয়া যাইতে পারে।"

প্রবীণ সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যুবরাজ! কুমারী যমুনার সম্বন্ধে আপনার যেরূপ মনের ভাব, তাহা বোধ হয় অমূলক। আমার বিশ্বাস, দেবলবর-রাজ-তনয়া প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা জানেন না।"

অমরসিংহ বলিলেন,—"আমার বাক্যের প্রমাণ, এই শয্যাশায়ী মুমূর্ষু।"

নবীন সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যুবরাজ, আমি জ্ঞাত আছি, যমুনার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই কুমার রতনসিংহের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। যদি বিধাতৃ-নিগ্রহে কুমারের কোন অশুভ ঘটে, তাহা হইলে যমুনা তিলার্দ্ধও জীবিত থাকিবে না, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস!"

অমরসিংহ প্রথমে প্রবীণ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"দেব! আপনার মীমাংসা কোন কোন সময়ে ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি।" পরে দ্বিতীয় সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আপনি বোধ হয়, দেবলবর-রাজ-তনয়া যমুনাকে জানেন না।"

নবীন সন্ন্যাসী কহিলেন,—"যুবরাজ, আপনি কুমার রতনসিংহের মুখে যমুনার স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছেন। কুমারের ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল। প্রকৃতই হতভাগিনী যমুনা উপস্থিত সর্ব্বনাশের কারণ। কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, যমুনার অপরাধ তাহার জ্ঞানকৃত নহে এবং সে নিরপরাধা। আমি যাহা জানি, তাহা বলি, শুনুন যুবরাজ, তাহার পর যথাবিহিত বিচার করিবেন।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী দেবীবাক্য ও মহারাণীর দ্বাররক্ষিণীর বাক্য, কুমারের সহিত যমুনার সাক্ষাৎ যমুনার উত্তর ও যমুনার সহচরীর উক্তি সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আমি যাহা বলিলাম, তাহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত। এক্ষণে আপনাদের অভিপ্রায় কি?"

কুমারী উর্ম্মিলা বলিলেন,—"এ কথা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। বোধ হয়, উভয় পক্ষই অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন।"

অমরসিংহ বলিলেন,—"হায়! এত কথা সময় থাকিতে আগে কেন হয় নাই? আজি রতন অচৈতন্য। এ সুখ-সংবাদ তাঁহার গোচর করিবার এক্ষণে কোনই উপায় নাই।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"যুবরাজ, একবার কুমারী যমুনা দেবীকে এ সময়ে এখানে আনিতে চেষ্টা করা সৎপরামর্শ। যদি কুমারের চৈতন্য হয়, তাহা হইলে কুমারীকে দেখিয়া ও এই সকল অজ্ঞাত রহস্য জানিয়া তাঁহার ত্বরিত আশাতিরিক্ত উপকার হইবে। আর যদি অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তা না ঘটে, তাহা হইলেও এই মরণসময়ে এই প্রকৃত প্রেমিকা-যুগলের একবার মিলন সর্ব্বপ্রকারেই বাঞ্ছনীয়।"

অমরসিংহ বলিলেন,—"কুমারি! তোমার পরামর্শ অতি উত্তম। কিন্তু তাহা সাধিত হইবে কি প্রকারে? কোথায় দেবলবর, আর কোথায় হলদিঘাট। বিশেষতঃ পথ শত্রুসমাচ্ছন্ন।"

প্রবীণ সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যুবরাজের যদি ইচ্ছা ও আদেশ হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারি।"

অমরসিংহ বলিলেন,—"ভগবন্! বিলম্ব সহে না। যদি আপনি এই মহদুপকার করিতে পারেন, তাহা হইলে অচিরে তাহার উদ্যোগ করুন।"

অমরসিংহের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে নবীন সন্ন্যাসী সজোরে স্বীয় বহ্বায়ত শ্মশ্রুরাজি ও জটাভার উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ভূপতিত হইয়া বলিলেন,—"যুবরাজ! এই অভাগিনীই পাপীয়সী যমুনা।"

তাহার পর তিনি রতনসিংহের চরণদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"কিসের লজ্জা—কিসের সঙ্কোচ? আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়! দাসী তোমার চরণাশ্রিতা। জীবনে বা মরণে এ বক্ষ তোমার চরণ তিলার্দ্ধের জন্যও ত্যাগ করিবে না; মৃত্যুর জন্য দাসীর ভয় নাই। মরণের পর এমন জীবন আছে, যেখানে জন্মমরণের প্রবেশাধিকার নাই, যেখানে সন্দেহের ক্ষমতা নাই।"

উর্ম্মিলা ও অমরসিংহ প্রথমে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, পরে অবিরলধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রতনসিংহ চীৎকার করিলেন,—"যমুনা কোথায়? প্রেম কি ক্রীড়ার সামগ্রী?"

সঙ্গে সঙ্গে যমুনা রতনসিংহের বদন-সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—"হৃদয়েশ্বর! দাসী যে চরণে।"

রতনসিংহ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আবার তখনই সে চক্ষু নিমীলিত হইল; অমরসিংহ হাত দেখিয়া বলিলেন,—"বিশেষ উন্নতি বুঝা যায় না। যেন নাড়ী একটু স্থির।"

কুমারী উর্ম্মিলা বলিলেন,—"কুমারী যমুনা দেবী আসিয়াছে।"

রতনসিংহ বলিয়া উঠিলেন,—"স্বপ্ন—হাঁ যমুনা—কে তুমি?"

রতনসিংহ চক্ষু মেলিয়া যমুনার প্রতি চাহিলেন। যমুনা বলিলেন,—"নাথ, আমি অপরাধিনী দাসী। আমি যমুনা।"

রতনসিংহ বলিলেন,—"য—মু—না। হাঁ—ওঃ প্রতারণা—শঠতা—উঃ।"

রতনসিংহ পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন। অপর সন্ন্যাসীও স্বীয় জটা ও শ্মশ্রু আদি উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসী যমুনার সহচরী কুসুম। কুসুম বলিল,—"হিতে বিপরীত হইল বা।"

উর্ম্মিলা বলিলেন,—"শীঘ্রই শুভফল ফলিবে। কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট জ্ঞানের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা শুভ চিহ্ন।"

রতনসিংহ আবার চক্ষু ফিরাইয়া চাহিলেন। চারিদিকে একবার নয়ন ফিরাইলেন। নয়ন ক্রমে গিয়া যমুনার নয়নের সহিত মিলিত হইল। তিনি বলিলেন,—"আপনি কুমারী যমুনা?"

রতনসিংহ নীরব হইলেন। যমুনা বলিলেন,—"হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমি দাসী—চরণাশ্রিতা দাসী। দাসী না বুঝিয়া তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে। প্রাণেশ্বর! তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেও আমার অধিকার নাই।"

এই বলিয়া উন্মাদিনী যমুনা রতনসিংহের চরণে পড়িলেন। রতনসিংহ বলিলেন,—"ভাই অমর, দেবলবর-রাজতনয়া—এখানে কেন? আমরা কোথায় আছি?"

অমরসিংহ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। যেরূপ প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া কুমারী যমুনা রতনসিংহের প্রেমে সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং কুসুম তাঁহাকে অনুমিত শঠতার অনুরূপ শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে কুমারীর স্বতন্ত্র বিবাহ-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছিল, সমস্তই সংক্ষেপে ও সুকৌশলে অমরসিংহ রতনসিংহের গোচর করিলেন। দুর্ব্বল ও ক্ষীণ রতনসিংহের উত্থানশক্তি ছিল না। তাঁহার লোচন হইতে আনন্দাশ্রু বাহিরিল। সমস্ত বদনে আনন্দের জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন,—"যমুনা কোথায় তুমি?"

কাঁদিতে কাঁদিতে যমুনা কুমারের বদনসমীপস্থ হইলেন। হাসিতে হাসিতে অমরসিংহকে লক্ষ্য করিয়া কুমারী উর্ম্মিলা বলিলেন,—"দেখুন যুবরাজ, আমার পরামর্শ কেমন শুভফল উৎপাদন করিল!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গায়িকা।

কি রমণীয় স্থান! সম্মুখে চন্দ্র সরোবর অনন্ত বারিরাশির ন্যায় গগনের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতেছে। সরোবর-প্রতিকূলে ধর্ম্মোত্তি-দুর্গের উচ্চচূড়া দেখা যাইতেছে। দুর্গ যেন জলের বক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট, অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ী বৃক্ষ সরোবরের চতুর্দ্দিকে উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সরসীর তিন দিকে কূল হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত ফলপুষ্প-সুশোভিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন। তৎপরে তিল তিল করিয়া ক্রমোচ্চ পাহাড় সরোবর ও তৎসন্নিহিত উদ্যানের প্রাচীরস্বরূপ সমুত্থিত হইয়া রহিয়াছে। সেই পাহাড় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বৃক্ষমূল বিধৌত করিয়া কুল-কুল শব্দে [illegible] [illegible]র এক দিক্ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী সেই সমাগত বারিরাশি লইয়া স্থানান্তরে যাইতেছে। নবোদ্ভিন্ন সৌরকররাশি এই মনোহর রঙ্গস্থলে নিপতিত হইয়া ইহাকে রমণীয়তার ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছে।

এই জনশূন্য স্থানে সহসা এ কাহার কণ্ঠস্বর? এ মধুময় উষাকালে সঙ্গীত-ধ্বনিতে কে বনভূমি নাচাইয়া তুলিল? এরূপ জনশূন্য স্থানে অসময়ে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত-ধ্বনি কিরূপে সম্ভব? গায়িকা কুমারী উর্ম্মিলা। তিনি দুর্গের বিপরীতদিকে একখণ্ড পাষাণে উপবেশন করিয়া গাহিতেছেন। তাঁহার উন্মুক্ত চিকুরদাম অব্যবস্থিতভাবে সমস্ত পৃষ্ঠ আবরণ করিয়া পাষাণে পড়িয়া আছে—তাঁহার দেহে সৌন্দর্য্য-সাধক অলঙ্কার নাই—বসন

মলিন। সুন্দরী সেই উপলখণ্ডে বসিয়া গাহি- তেছেন,—

কেন উষে কেন আজ তুমি ভারতমাঝার।
পার না করিতে দূর যদি তমোরাশি তার।
কেন উষে মৃদু হাসি,
আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোক, কিন্তু তার ঘোর অন্ধকার।
দিবস যাতনা পরে,
দেখ ক্ষণকাল তরে,
ঘুমায় নিবারি আর্য্য অবারিত আঁখিবার।
তুমি তারে ব্যথা দিতে,
নবদুঃখে জাগরিতে,
কেন তবে—কেন তবে—কেন তবে—
আস আর। *

সঙ্গীত-ধ্বনিতে বন-ভূমি নিস্তব্ধ হইল। পক্ষিগণ ক্ষণেকের নিমিত্ত শব্দ করিতে ভুলিয়া গেল। একব্যক্তি অদূরে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া এই কলধ্বনি শুনিতেছিলেন। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। তিনি বস্ত্রে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া গীত-সমাপ্তির সমসময়েই সুন্দরীর সমীপস্থ হইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ঊর্ম্মিলে! যদি তোমার এই যন্ত্রণা বিদূরিত করিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক।"

কুমারী ঊর্ম্মিলা হতাশভাবে আগন্তুকের বদনের প্রতি চাহিলেন। পরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"অমর! বিধাতার মনে কি এই [illegible]

অমর কহিলেন,—"না দেবি! বিধাতার [illegible] বাসনা নহে। স্বর্গের দেবতা আসিলেও প্রতাপসিংহ থাকিতে মিবারের ভাগ্যপাদপ বিশুষ্ক করিতে পারিবে না। ঘটনাচক্রে মিবার এখন দুর্দ্দশাপন্ন, কিন্তু কখনই মিবারের এ কুদিন রহিবে না।"

"তোমার কথা সিদ্ধ হউক। ভবানী তোমার আশা ফলবতী করুন।"

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে অমরসিংহ আবার কহিলেন,—কুমারি! তোমার এ বেশ কি পরিবর্ত্তন হইবে না?"

দীর্ঘনিশ্বাস সহ কুমারী বলিলেন,—"যদি কখন ভগবান্ দিন দেন, তবেই এ বেশ পরিবর্ত্তন করিব, নচেৎ ইহা জীবনের সঙ্গী। পূজ্যপাদ প্রতাপসিংহের পবিত্র আত্মা মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছে, প্রাণাধিক প্রিয়তম অমরসিংহ"—বলিতে বলিতে কুমারী লজ্জাসহ অমরের বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"অমরসিংহের হৃদয়ে নিয়ত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। চিরসমাদরণীয় মহারাণা-পরিবার প্রাণের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া বেড়াইতেছেন, সুকুমারকায় রাজশিশুগণ অন্নাভাবে ব্যথিত হইতেছে, তখন আমার সুবেশ শোভা পায় না—ভালও লাগে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত দিন মিবারের সৌভাগ্যসূর্য্য পুনঃ প্রকাশিত না হইবে, তত দিন এ কেশে বেণী বাঁধিব না। হল্‌দিঘাট যুদ্ধের পর দুরন্ত যবন কমলমীর অধিকার করিয়াছে। আমাদের দুর্দ্দশার চরমাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। এখন আমরা বনবাসী—আর আমাদের গ্রাম নাই, নগর নাই, দুর্গ নাই। এখন আমরা দস্যু ও অপরাধীর ন্যায় বনে বনে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া বেড়াইতেছি। হায়! অমর, আমাদের এ দারুণ দুর্দ্দশার বুঝি বা অবসান নাই।"

অমরসিংহ নীরবে মস্তক বিনত করিয়া কুমারীর কথা শুনিতেছিলেন। কথা সমাপ্ত হইলে বলিলেন,—"হতাশ হইও না, ঊর্ম্মিলে! মিবারের এ দুর্দ্দিন কখনই থাকিবে না।"

ঊর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—"অদ্য মুসলমানের কি সংবাদ?"

"শুনিতেছি, তাহারা অদ্য দেবলবর অধিকার করিবে।"

"মহারাণা অদ্য কোথায়?"

"কল্য শেষরাত্রে কয়েকজন ভীল তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে ঘুঘার বনে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে!"

"দেবলবর আক্রমণ করিবার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে?"

"হইয়াছে।"

'তিনি কোন নূতন আদেশ করেন নাই?"

"না—তাঁহার সেই আদেশ সর্ব্বদা বলবান্। মিবারের সমগ্র গ্রামে, নগরে ও জনপদে একটিও

* আর্য্যগাথা। (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত) রাগিণী ভৈরবী,—তাল মধ্যমান।

মানব থাকিতে পাইবে না। সকলকে গুপ্তভাবে অরণ্যে বাস করিতে হইবে। মুসলমানেরা ধনজন-শূন্য মিবার লইয়া যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কোন বিরুদ্ধাচরণে প্রয়োজন নাই। ইহাই মহারাণার ইচ্ছা এবং কার্য্যও তদনুযায়ী হইতেছে। সমস্ত মিবার অনুসন্ধান করিয়া কোথাও একটি রাজপুত বালকও খুঁজিয়া পাইবে না। মিবার এক্ষণে শ্মশানভূমি।"

"কুমারী যমুনা এ কয়দিন কোথায় ?"

"বৃদ্ধ দেবলরাজ ও যমুনা বনে আছেন ; তাঁহারা ভাল আছেন।"

তাঁহারা সংকালে এবংবিধ কথোপকথনে মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে দূরে একটি শব্দ হইল। অমরসিংহ ও ঊর্ম্মিলা উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। পুনরায় সেই দিক হইতে সেইরূপ শব্দ হইল। অমরসিংহ তখন স্বীয় বদনে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সেইরূপ শব্দ সমুৎপাদন করিলেন। অবিলম্বে পর্ব্বত-শিখরে এক জন সশস্ত্র ভীলের মূর্ত্তি দেখা গেল। অমরসিংহ তাহাকে নিকটস্থ হইতে সঙ্কেত করিলেন। ভীল নিকটস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল,—"মহারাণা আপনাদিগকে স্মরণ করিতেছেন।"

অমরসিংহ বলিলেন,—"চল, যাইতেছি।"

ভীল অগ্রসর হইল। অবিলম্বে কুমার তাহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সহিষ্ণুতার চরম সীমা।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রতাপসিংহের ভাগ্য-প্রবাহের স্রোত আর ফিরিল না! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! সময়ের কি বিরুদ্ধ গতি! অবস্থার কি ক্ষণভঙ্গুরতা! মহারাণা প্রতাপসিংহ সপরিবারে বনবাসী। বসিবার আসন নাই, শয়নের শয্যা নাই, আহারের খাদ্য নাই, ভোজনের পাত্র নাই, সমুচিত পরিধেয় নাই। যে স্থানে অধুনা মহারাণা ও তাঁহার পরিবারবর্গ অধিষ্ঠিত, তাহা ঘনারণ্যে সংবেষ্টিত। তথায় গমনাগমনের পথ নাই। কিন্তু একস্থানেই কি থাকিবার উপায় আছে ? হয় তো মহারাণা ক্লেশ-সঞ্চিত সামান্য আহারে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, অনতিদূরে মুসলমানেরা তাঁহার সন্ধান করিতেছে। অমনই আহার্য্য ত্যাগ করিতে হইল ; শিশুগণ আহার ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রতাপ সেই রোরুদ্যমান শিশুদিগকে বক্ষে লইয়া, প্রাণাধিক প্রণয়িনীর হস্ত ধারণ করিয়া সে বন ত্যাগ করিলেন। এইরূপ যার-পর-নাই কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপসিংহ পরিবারসহ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। একস্থানে দুইবারের অধিক আহার প্রায়ই তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। অধিকাংশ দিন তিনি এবং তাঁহার মহিষী অনাহারেই দিনপাত করিতেছেন। মহারাণার দুর্দ্দশার সীমা নাই। জগতে তাঁহার ন্যায় তেজস্বী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অতি দুর্লভ। এই সকল বিজাতীয় ক্লেশই তাঁহার নাম অনন্তকালের নিমিত্ত গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল যাতনা তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রবল পরীক্ষা—তাঁহার অদমনীয়তার মহান্ সাক্ষী।

কুমারী ঊর্ম্মিলা ইদানীং নিয়ত রাজ-পরিবারের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছেন। মহারাণা ও মহিষীর শরীর ও মনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। এ সময় তাঁহাদের সেবার্থ এক জন পরিচারিকা না থাকিলে তাঁহাদের শরীর রক্ষিত হওয়া অসম্ভব। ঊর্ম্মিলা সেই কার্য্যসাধনার্থ সতত তাঁহাদের সঙ্গিনী। মহারাণা তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যবহারে, অসাধারণ যত্নে, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগে নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন, তাঁহারই সহিত অমরসিংহের বিবাহ হইবে, ইহাও স্থির হইয়াছে। এ অবস্থায় কেহ পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে পাইবে না, ইহাই প্রতাপসিংহের আদেশ। প্রতাপসিংহ স্বয়ং স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ করিবার লোক ছিলেন না, সেই জন্যই এই পরম স্পৃহণীয় বিবাহ-ঘটনা ঘটিতে পায় নাই। আত্মীয়গণ সকলেই ঊর্ম্মিলাকে রাজ-বধূ বলিয়াই জানিত এবং তদনুরূপ সম্মান করিত।

শৈলেশ্বর-রাজ ও রাণী পুষ্পবতী, দেবলবররাজ ও কুমারী যমুনা, সকলেই গহনারণ্যবিশেষে ক্লেশে সময়পাত করিতেছেন। কুমার অমরসিংহ ও রতনসিংহ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া সকলের সন্ধান লইতেছেন ও একের সংবাদ অপরকে জানাইতেছেন ;

আর ভীলগণ—এই বন্য, অশিক্ষিত, অসভ্যজাতি, এই তেজোগর্ব্বিত রাজপুতগণকে আপনাদের জ্ঞাতিকুটুম্বজ্ঞানে তাঁহাদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহর। মহারাণা এক বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। অদূরে বৃক্ষদ্বয় মূলে মহিষী, সন্তানগণ ও উর্ম্মিলা বসিয়া আছেন। মহারাণা, মহিষী ও উর্ম্মিলা দুই দিবস কিছুই আহার করেন নাই। প্রতাপসিংহ ঘোর চিন্তায় ব্যথিত। তিনি চিন্তা করিতেছেন, "কি হইবে? মিবারের চির-বিরাজিত গৌরবলক্ষ্মী আর থাকিলেন না। তবে এ জীবনে কাজ কি? হায়! অন্তিম-সময়ে মিবারের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাইতে হইল; ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না। এ ভূতময় দেহ ধরিয়া, এই উন্নত রাজপদ লাভ করিয়া, স্বজাতির স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে পারিলাম না! বৃথা এ জীবন! বৃথা এ দেহ! মিবারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত, মিবারবাসী এখন বনবাসী, মিবার শ্মশানভূমি। মিবারের এ দশা দেখিলাম, তথাপি কিছুই করিলাম না। ধিক্ আমায়! বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ যবন অতঃপর মিবারের মস্তকে পদাঘাত করিবে, মিবারের দেব দেবী বিধর্ম্মীর উপহাসস্থল হইবে, মিবারের রাজলক্ষ্মী ম্লেচ্ছের অঙ্কশায়িনী হইবে—এ সকল জানিতেছি, অথচ ইহার কিছুই প্রতিবিধান করিলাম না। ভগবন্! এ নারকীর নিমিত্ত নূতন নরক সৃষ্টি কর। মিবারের রাজবংশ আর থাকিবে না, বাপ্পা রা[illegible] মিবারের রাজপরিবার অন্ন দৈন্যে ব্যথিত থাকিবে, মিবারের কুলকামিনীরা সতীত্ব-রত্ন হারাইবে; মিবারের ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ-বন্ধন প্রতিপদে যবন কর্ত্তৃক বিদলিত হইবে! হা ভগবন্! এই সমস্ত দেখিবার জন্যই কি হতভাগা প্রতাপসিংহের জন্ম হইয়াছিল? না—তাহা হইবে না। প্রতাপসিংহ মিবারের এ দুর্দ্দশা অপনোদন না করিয়া কদাচ মরিবে না। প্রতাপসিংহের জীবন এত সারশূন্য অপদার্থ হইতে পারে না। প্রতাপসিংহের দ্বারা মিবারের কোন কোন কার্য্য হইবেই হইবে। আক্‌বর বার বার অনুরোধ করিতেছে; আমি মুখে যদি একবারমাত্র যবনের অধীনতা স্বীকার করি, তাহা হইলেই আমার সমস্ত ক্লেশের অবসান হইবে; যবন মিবার ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং মিবারবাসী পুনরায় ভাগ্যবান্ হইবে। কর দিতে হইবে না—অধীন থাকিতে হইবে না, কেবল মুখে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে মাত্র। না—না, জীবন থাকিতে সামান্য ক্লেশের জন্য শারীরিক সুখের লোভে প্রতাপসিংহ কখনই যবনের দাসত্ব স্বীকার করিবে না। কিসের ক্লেশ? কিসের যাতনা? যদি পারি, বাহুবলে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব; যদি না পারি, তুষানলে প্রাণত্যাগ করিব।"

প্রতাপসিংহ যখন এবংবিধ চিন্তিত, সেই সময়ে বাল-কণ্ঠ-নিঃসৃত এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহার চিন্তাগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিল। তিনি চমকিত হইয়া পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, তাঁহার চম্পকদামসদৃশী, পঞ্চমবর্ষীয়া নবনীত-বিনিন্দিত-কোমলাঙ্গী কন্যা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। প্রতাপসিংহ কোমলস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"মা হেমন্ত! কি হয়েছে মা?"

হেমন্তকুমারী পিতার এবংবিধ প্রশ্নে অধিকতর কাতরতার সহিত কাঁদিতে লাগিল। মহারাণা তখন হেমন্তের সমীপস্থ হইয়া সস্নেহে তাহাকে কোলে তুলিয়া বদনচুম্বন করিলেন এবং বস্ত্রাগ্রে নয়নজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন মা! এত কাঁদিতেছ কেন?"

তখন হেমন্ত আবার কাঁদিতে কাঁদিতে রোদনজনিত শোচনীয় অথচ সুমিষ্ট গদগদস্বরে বলিল, "বাবা, ইঁদুরে"—হেমন্ত আর বলিতে পারিল না। অত্যন্ত রোদন জন্য কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

প্রতাপসিংহ আবার বলিলেন,—"বল মা, ইঁদুর তোমার কি করিয়াছে?"

রাণা পুনরায় কুমারীর নেত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। হেমন্ত আবার কহিল,—"ইঁদুরে আমার ঘাসের রুটী লইয়াছে।"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—"সে কি কথা মা?"

হিমু আবার বলিল,—"আমি ও বেলা কি খাইব বাবা? কালি একবেলা কিছু খাই নাই। আজও কিছু খাইব না ভাবিয়া, আমি আমার রুটী অর্দ্ধেক খাইয়া আর অর্দ্ধেক তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। বাবা, ইঁদুরে আমার সে রুটীটুকু লইয়া গিয়াছে। বাবা, ইঁদুর মারিয়া সে রুটী আনিয়া দেও।"

কথা সাঙ্গ করিয়া হিমু কাঁদিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মর্ম্মান্তিকস্বরে "হা ভগবন্" বলিয়া হেমন্তকুমারীকে ক্রোড় হইতে নামাইলেন। ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া তিনি পুনরায় পূর্ব্বোপবিষ্ট বৃক্ষ-মূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার নয়ন-দ্বয় রক্তবর্ণ, লোচন-তারা উর্দ্ধোত্থিত, মুখমণ্ডল বিশুষ্ক। ক্ষণেকের মধ্যে তাঁহার মূর্ত্তি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতাপসিংহ যখন বৃক্ষমূলে আসিয়াছেন, তখন মন্ত্রী ভবানীসহায় সেই স্থলে উপস্থিত। যৎকালে প্রতাপ হেমন্তের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিতে-ছিলেন, সেই সময় মন্ত্রিবর তথায় আসিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি দন্তে-দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"আর কাজ নাই—না, আর কাজ নাই। এ গৌরবে প্রয়োজন কি? কাহার জন্য এ দারুণ ক্লেশ-ভোগ করিতেছি? মিবারের জন্য, স্বজাতির জন্য? মিবার রসাতলে যাউক, আমার তাহাতে কি! অদ্যই আমি বাদশাহকে পত্র লিখিব, অদ্যই আমি তাঁহার নিকট হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব, সত্বরে আমি নির্ব্বিঘ্ন হইব। এ ঘোর যাতনা আর সহে না। বাদশাহের অধীনতায় দোষ কি? দোষ যদি থাকে, তাহাতে হাত নাই। সমস্ত রাজপুত-জাতি যদি সেই দোষে ডুবিয়া থাকে, তবে আমি কেন না ডুবিব? তাহারা সুখে আছে, স্বচ্ছন্দে আছে। আর আমার গর্ব্বের এই পরিণাম! বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? চিরস্পর্দ্ধী রাণাবংশ আজ কলঙ্ক-হ্রদে ডুবিল? সকলই বিধাতার ইচ্ছা। মান-অপমান, যশ-অযশ স্বেচ্ছায় অর্জ্জন করা যায় না। বিধাতা আমার মান রাখিলেন না। বিধাতার ইচ্ছার বিরোধে বৃথা প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে? অদ্যই বাদশাহকে পত্র লিখিব। সমস্ত সংসার আজি আমার বিরোধী হউক, আমি কাহারও কথা শুনিব না। রাজ্যে প্রয়োজন কি? ধনসম্পত্তি কি জন্য? গৌরব কেন? স্বাধীনতায় কি আবশ্যক? মিবার-বাসী আমায় না চাহে, তাহারা স্বতন্ত্র দেশপতি স্থির করিয়া লউক। এ হতভাগ্য তাহাতে অধীশ্বর হইতে চাহে না। আমি সামান্য পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিব। মিবার ছাড়িয়া দেশদেশা-ন্তরে যাইব, আপনাকে মিবারবাসী বলিয়া কুত্রাপি পরিচিত করিব না সকলই এ কষ্টের অপেক্ষা সহনীয়।"

মহারাণার কথাসমাপ্তিমাত্র মন্ত্রী সম্মুখীন হইয়া যথাবিহিত অভিবাদন সহকারে কহিলেন,—"মহারাণার—"

প্রতাপসিংহ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"মন্ত্রি—না—ভবানি! আর আমি তোমাদের মহারাণা নহি। সে গৌরবে আর আমার কাজ নাই। তুমি সমস্ত মিবারবাসীকে আমার হইয়া বলিও যে, প্রতাপসিংহ অযোগ্য, অক্ষম, ঘৃণিত, অধম। সে আপনি আপনা হইতে উচ্চ সম্মান পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহারা অন্য যোগ্যতর ব্যক্তিকে আপনাদের অধীশ্বর মনোনীত করুন।"

মন্ত্রী অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার লোচন-নিঃসৃত দুই বিন্দু জল ভূমিতল আর্দ্র করিল। প্রতাপসিংহ আবার কহিলেন,—"ভবানি! জন্মের মত আমাকে বিদায় দেও। আমার মায়া ত্যাগ কর। আমি অধম—তোমাদের প্রভু হইবার নিতান্ত অযোগ্য।"

ভবানী কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাণার পদযুগল ধারণ করিলেন। প্রতাপ মন্ত্রীকে উঠাইয়া কহি-লেন,—"ভবানি! আর কেন? এ দুরাশা আমি ত্যাগ করিয়াছি। জয়-পরাজয় দূরের কথা; আমি এ কষ্ট আর সহিতে অক্ষম। আমি রাজ-পদের অযোগ্য। ভাই, আমাকে ক্ষমা কর। মিবারবাসিগণকে আমায় ক্ষমা করিতে বলিও। আপাততঃ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মসী, কাগজ ও লেখনী আনিয়া দেও।"

মন্ত্রী জানিতেন, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে সমুদিত হইলেও মহারাণা প্রতাপসিংহ স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করেন না। সেই মহারাণা যখন অদ্য এতাদৃশ কল্পনাকে মনে স্থান দিয়াছেন, তখন যুক্তি বা প্রবোধ দ্বারা তাঁহার অন্যমত করিতে চেষ্টা করা বৃথা। সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মহারাণার সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে উপবিষ্ট রহিলেন। মহারাণা পুনরপি কহিলেন,—"ভবানি! আমার সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া ক্লেশ অধিক দূর উঠিয়াছে। গৌরব বা কীর্ত্তির আশায় হৃদয় আর বদ্ধ হয় না। চিরকাল যাহার অশেষ উপকার করিয়াছ, অদ্য লিখিবার সামগ্রী আনয়ন করিয়া তাহার শেষ

উপকার কর। অতঃপর তোমাদের নিকট আমার কোন উপকার প্রার্থনা করিতে অধিকার থাকিবে না।"

মন্ত্রী বিনা বাক্যে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে লেখ্য-সামগ্রী লইয়া তথায় পুনরাগমন করিলেন। প্রতাপসিংহ লিখিতে বসিলেন। লেখনী ধারণ করিয়া পত্র লিখিবেন, এমন সময়ে দুই বিন্দু অশ্রু পত্রের উপর পতিত হইল। তিনি নেত্র-মার্জ্জন করিয়া পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর লিখিত হওয়ার পর তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন,—"আর একটি উপকার; এক জন ভীল-যোদ্ধাকে ডাকিয়া আন।"

মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন। প্রতাপসিংহের লিপি সম্পূর্ণ হইল। মন্ত্রীসহ এক জন সরল ভীল সম্মুখীন হইয়া অতীব সম্মানসহ দূর হইতে মহারাণার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিল। মহারাণা তাহার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন,—"শুন বীরবর! তোমরা অনেক সময়ে অনেক উপকারে আমাকে উপকৃত করিয়াছ। সম্প্রতি আমার আর একটি উপকার করিতে হইবে। এই পত্রখানি বাদশাহ আকবরের হস্তে দিতে হইবে। তিনি এক্ষণে আগ্রানগরে আছেন। তুমি ইহা আর কাহাকেও দিবে না, আর কাহাকেও এ কথা জানাইবে না। ইহার উপরে যাহা লিখিত আছে, তাহা দেখিলে পথে কেহই তোমার গতিরোধ করিবে না।"

যোদ্ধা এতাদৃশ বিনয়সহ রাজাজ্ঞা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। পরে কৃতার্থের ন্যায় ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রস্থান করিল। যতদূর দেখা যায়, মহারাণা অমূল্য সম্পত্তিহারী তস্করবোধে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। দূত অদৃশ্য হইলে তিনি বলিলেন,—"মিবার, আজ তোমার আশা ফুরাইল। রাজবারা! তোমার গৌরবের এই শেষ। উদয়পুর! অদ্য তোমার মহিমা বিগত হইল। মিবারবাসিন্! অদ্য তোমরা চিরগৌরব হারাইলে। প্রতাপসিংহ! অদ্য তোমার মৃত্যু হইল।" বলিতে বলিতে তাঁহার ললাট-দেশে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, পদদ্বয় কম্পিত হইতে থাকিল, শরীর বল-শূন্য হইল। অবশেষে চেতনাশূন্য হইয়া মিবারেশ্বর মহারাণা প্রতাপসিংহ সেই গৈরিক পাষাণস্তরে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারগণ নিকটস্থ হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বালকবালিকা আকুল-স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। মন্ত্রী কিঞ্চিদ্দূরে পাগলের ন্যায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাণার চৈতন্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। কুমারী উর্ম্মিলা তখন দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"রাজপুত-ভরসা! গাত্রোত্থান করুন। আপনি থাকিতে মিবারের কোন দুর্দ্দশাই হইতে পারে না। মিবারের এ দুর্দ্দিন কখনই থাকিবে না।"

প্রতাপসিংহ চেতনকালে উর্ম্মিলার শেষ কথা শুনিতে পাইলেন। ব্যস্ততা সহ কহিলেন,—"কাহার এ দৈববাণী? বৎসে! তোমার কথা সফল হউক।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রতিঘাত।

যে প্রকাণ্ড মরুভূমি রাজপুতনার বক্ষ ব্যাপিয়া আছে, তাহারই প্রান্তভাগে এক গহন কাননমধ্যে বহুসংখ্যক মানব উপবিষ্ট। স্বয়ং মহারাণা প্রতাপসিংহ, অমরসিংহ, শৈলম্বর-রাজ, দেবলবর রাজ, মন্ত্রী ভবানী এবং সহস্র রাজপুত-সৈন্য সপরিবারে সেই গহন কানন-মধ্যে বসিয়া আছেন। মহারাণা বাদশাহকে পত্র প্রেরণ করার পর স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠগণকে আহ্বান করেন। সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাণার চরণ ধরিয়া তাঁহাকে এই দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিরত হইতে বলেন। সর্ব্বসাধারণের মতানুসারে স্থির হয় যে, যবনের দাস হওয়া অপেক্ষা স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাওয়াই ভাল। মরুভূমি পার হইয়া সিন্ধুনদের সমীপে কোন স্থানে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করা রাজপুতগণের অভিপ্রায় হইল। সেই জন্য তেজস্বী মিবারবাসিগণ অদ্য দেশ ত্যাগ করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। কেহ কাহাকেও অনুরোধ করে নাই, কেহ কাহাকেও বলে নাই। যিনি আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনিই আসিয়াছেন।

বাদশাহ আকবর প্রতাপসিংহের অধীনতাসূচক পত্র পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দে মগ্ন। কিন্তু সে হৃদয়-স্তম্ভ ভগ্ন হইতে পারে, তথাপি কদাচ নমিত হইবার নহে। তাঁহার আশা অপূর্ণ রহিল। তিনি বাপ্পা রাওয়ের বংশধরকে পদানত করিয়া কলঙ্ক-সিন্ধু-নীরে নিমগ্ন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা

হইল না। তেজস্বী রাজপুতবীরগণ অধীনতা অপেক্ষা দেশত্যাগ করিবেন শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ তাঁহাদের অধিনায়ক। অদ্য এই গৌরবস্ফীত রাজপুতগণ এই গহনকাননে বসিয়া আছেন। আর এক পদ অগ্রসর হইলে মিবার চিরদিনের মত পশ্চাতে রহিবে। আর একপদ অগ্রসর হইলে মিবারের সহিত চিরকালের মত সম্বন্ধ ঘুচিবে। আর একপদ অগ্রসর হইলে জন্মভূমিতে তাঁহাদের আর কোনই স্বত্ব থাকিবে না। তাই রাজপুত-বীরগণ জন্মভূমির চরণে শেষ স্নেহাশ্রু উপহার দিবার নিমিত্ত সীমান্তপ্রদেশে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সেই গহন কানন-মধ্যে ভূমিতলে মহারাণা উপবিষ্ট; চতুর্দ্দিকে পর্য্যায়ক্রমে যথানিয়মে অন্যান্য রাজপুতগণ উপবিষ্ট। যে যেখানে উপবেশন করা আবশ্যক, মহারাণার প্রতি যাহার যাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, অদ্য এতাদৃশ ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও তাহার কিছুমাত্র অনবধানতা নাই।

প্রথমেই মহারাণা কহিলেন,—"শুন রাজপুতগণ! অদ্য হইতে আমরা জীবনের যে গতি অবলম্বন করিতেছি, বলা বাহুল্য, তদপেক্ষা ক্লেশকর ব্যাপার মনুষ্যজন্মে আর কিছুই হইতে পারে না। ক্লেশ হউক, কিন্তু আমি তোমাদের একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। আমাদের এই জীবিকা আমাদের নামে সমধিক গৌরব ভিন্ন অপযশ সংযুক্ত করিবে না। ইহা আমাদিগকে একপক্ষে যেমন যার-পর-নাই যাতনা দিবে, তেমনই অপর পক্ষে আমাদের অতুলনীয় আনন্দ উৎপাদন করিবে। অতএব সুহৃদ্গণ! তোমরা স্মরণ রাখিও যে, আমাদের এই কঠিন প্রতিজ্ঞা-সুদৃঢ় পণ যেন চিরদিনের মত সমান থাকে। আমাদের হৃদয়গত একতা যেন কস্মিন্‌কালেও বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত না হয়। সেই জন্য আমি এখনও বলিতেছি, যাঁহাদের হৃদয় এখনও এই দারুণ ঘটনার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় নাই, যাঁহারা এখনও এ মিবারের মায়া ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এখনই আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করুন বা তদপেক্ষা যদি অন্য কোন সদ্যুক্তি থাকে, তাহার প্রস্তাব করুন।"

সেই সহস্রাধিক রাজপুত এককালে উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"না না, সেও ভাল, তথাপি মহারাণার সঙ্গ ছাড়িব না।"

বনে ঘোর শব্দ হইয়া উঠিল। কেবল এক ব্যক্তি এ শব্দে যোগ দিলেন না। তাঁহার চিত্ত বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ছিল। সেই ব্যক্তি দারুণ চিন্তায় আকুল ছিলেন। তিনি মন্ত্রী ভবানী। রাজপুতগণকৃত চীৎকারধ্বনি অরণ্যস্থল কম্পিত করিয়া গিরি-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, মরুস্থলীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইল। অবিলম্বে সে স্থান নিস্তব্ধ হইল। পুনরায় সহস্র মানবসমাকীর্ণ বনভূমি জনশূন্য স্থানের ন্যায় "নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্" হইয়া উঠিল। পুনরায় সহস্র রাজপুত অবনতমস্তকে বসিয়া আছে, তাহাদের নেত্র দিয়া অগ্নিবৎ জ্যোতিঃ বাহিরিতেছে, হৃদয়ে তদধিক গুরুতর তড়িৎলহরী ক্রীড়া করিতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থির, নিশ্চল। সহসা এই শান্তিভঙ্গ করিয়া মন্ত্রী ভবানী রোরুদ্যমান হইয়া মহারাণার চরণারবিন্দে পতিত হইলেন এবং কহিলেন,—"রাজন্! দাসের এক প্রস্তাব আছে। আপনারা সকলে অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। এত দিন সমুচিত সময় হয় নাই, বলিয়া দাস সে প্রস্তাব করে নাই; তাহার এ গুরুতর দোষ ক্ষমা করিতে হইবে।"

মহারাণা কহিলেন,—"মন্ত্রী ভবানি! তোমার যেরূপ কোন দোষ হউক না, তাহা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।" এই বলিয়া মহারাণা মন্ত্রীর হস্তধারণ করিয়া বসাইলেন।

তখন ভবানী কহিলেন,—"শুনুন রাজপুতগণ! এই অভাগা বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জীবনে কখন প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং তাহার ব্যয়ও হয় নাই। সেই ধনসম্পত্তি ব্যয় করিলে বিংশতি সহস্র মানব দ্বাদশবর্ষ কাল সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। সে ধনে আমার কোনই অধিকার নাই। প্রজার ধন-জন-জীবন সকলই রাজার। রাজা প্রয়োজন হইলে তাহা অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন। আমার এই অতুল সম্পত্তি আমি অকাতরে রাজ-চরণে দেশের হিতার্থে ভবানীর নাম স্মরণ করিয়া প্রদান করিলাম; তাহাতে আমার আর কোন অধিকার রহিল না। চিতোরে আমার ভগ্নাবশেষ ভবনের নিম্নে ভূগর্ভে সেই ধন সঞ্চিত আছে।"

রাজপুতগণ বলিয়া উঠিল,—"মন্ত্রিবর, আপনারই জীবন সার্থক। আপনি রাজপুতজাতির গৌরব। আপনার এ কীর্ত্তির তুলনা নাই। যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, তত দিন আপনার কীর্ত্তি ধরণীধাম হইতে বিলুপ্ত হইবে না!"

মন্ত্রী পুনরপি কহিলেন,—"শুনুন রাজপুতগণ! এই সম্পত্তির দ্বারা পুনরায় সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া আমি অবিলম্বে একে একে মিবারের মুসলমানাধিকৃত দুর্গ সকল আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিই। মানবনিয়তির যতদূর অধঃপতন হইতে পারে, আমাদের তাহা হইয়াছে। আর অধঃপতন হয় না। এক্ষণে পুনরায় উন্নতির সময়। এ সময়ে আমাদের জয় নিশ্চিত।"

সেই সহস্র রাজপুত পুনরায় কহিল,—"নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিশ্চয়!"

যখন রাজপুতগণ এবংবিধ নবোৎসাহসাগরে নিমগ্ন, সেই সময় এক জন মুসলমান সৈনিক সহসা সেই স্থানে প্রবেশ করিল। সকলেরই দৃষ্টি তৎপ্রতি ধাবিত হইল। মুসলমান সৈনিক প্রবেশ করিয়া, যথাবিহিত সম্মান সহকারে কহিল,—"বীরগণ! আমাকে দেখিয়া কোন বিরুদ্ধভাব মনে করিবেন না। আমি বিকানীরের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি, অধুনা বাদশাহ-সভাস্থ রাজকবি পৃথ্বীরাজ বাহাদুরের দূত মাত্র।"—এই বলিয়া সৈনিক পরিচ্ছদমধ্য হইতে একখণ্ড পত্র বাহির করিয়া মন্ত্রীর হস্তে দিল। মন্ত্রী তাহা মহারাণার হস্তে প্রদান করিলেন। মহারাণা পত্রোন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—

"রাজন্,—

হিন্দুর ভরসা যত হিন্দু তাহা জানে।
তথাপি প্রতাপসিংহ নাহি তাহা মানে॥
প্রতাপ সহিত যদি সকল রাজনে।
আকবর রেখে দিত সমান ওজনে॥
বীর্য্য-শূন্য হইয়াছে নরেশ সকল।
সতীত্ব-সম্পত্তি-শূন্য রমণীর দল॥
ক্রেতা আকবর রাজপুত-পণ্যশালে।
উদয়-অপত্য * ছাড়া কিনিছে সকলে॥
কোন্ রাজপুত বল নরোজার দিন।
স্বেচ্ছায় গৌরব যত হইবে বিহীন॥
কিন্তু হায়! কত জন ত্যজেছে সম্মান।
চিতোরের সেই ভাগ্য হবে কি বিধান॥
হারায়েছে ধন জন পত্ত, * নৃপবর।
গৌরব পরম ধন আছে নিরন্তর॥
নিরাশ-পবনে হায় অনেক রাজনে।
উড়াইয়া আনিয়াছে এই নিকেতনে॥
স্বচক্ষে দেখিছে তারা স্বীয় অপমান।
কলঙ্ক হামির-বংশে পায় নাই স্থান॥
জিজ্ঞাসে জগৎ-বাসী বিস্মিত অন্তরে।
কোথায় প্রতাপ থাকে প্রতাপের তরে॥
ক্ষাত্রিয়ের তরবার মানব-হৃদয়।
এই বলে বলীয়ান্ উদয়-তনয়॥
হৃদয়ের তেজ আর তরবার-বলে।
সগৌরবে নরবর আসিতেছ চ'লে॥
অবশ্যই হেন দিন ত্বরায় আসিবে।
যেই দিন আকবর এ দেহ ত্যজিবে॥
সেই দিন রাজপুত প্রতাপ-চরণে।
আসিবে নমিতে সবে প্রফুল্লিত-মনে॥
বসাইতে পাপদেশে পবিত্র মানবে।
সবিনয়ে জাতীয়েরা তোমাকেই কবে॥
সকলেই তব প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে।
চেয়ে আছে মহারাণা রক্ষাকর্ত্তা জ্ঞানে॥
জানে তারা তোমা হ'তে হইবে নিশ্চয়।
পবিত্রতা পুণ্যভূমে পুনশ্চ উদয়॥

অভাগা পৃথ্বীরাজ।"

পত্রপাঠান্তে মহারাণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার লোচন-যুগল রক্তবর্ণ হইল। মন্ত্রী তাঁহার এবংবিধ ভাব দর্শনে সভয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি ব্যাপার?"

প্রতাপসিংহ তখন উচ্চৈঃস্বরে সেই পত্র সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিলেন।

মুসলমান সৈনিক কহিল,—"আমার প্রতি কি আজ্ঞা?"

মহারাণা কহিলেন,—"তুমি যাইতে পার। উত্তর লিখিবার প্রয়োজন নাই। পৃথ্বীরাজ বাহাদুরকে আমার সম্মান জানাইয়া কহিবে, তাঁহার বাসনানুযায়ী কার্য্যই হইবে।"

দূত সম্মানজ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। তৎক্ষণাৎ এক জন ভীল-যোদ্ধা ঘর্ম্মাক্তকলেবরে

* প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহ

হাঁপাইতে হাঁপাইতে মহারাণার সমক্ষে উপস্থিত হইল। মহারাণা জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার কি সংবাদ?"

সে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল,—"ভয়ানক বিপদ্! স্বর্গীয় জয়মলসিংহের পুত্র রতনসিংহ ও দেবলবর-রাজকুমারী যমুনা দেবী সাহবাজ খাঁ কর্ত্তৃক দিউয়রদুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছেন।"

দেবলবর-রাজ কাঁপিয়া উঠিলেন। অমরসিংহ অসিমূলে হস্তার্পণ করিলেন। প্রতাপসিংহ মস্তকের কেশ উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিলেন, রাজপুতগণ অসি-হস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। তখন প্রতাপ কহিলেন,—"যোদ্ধৃগণ! তোমরা সকলেই অবগত আছ, কুমার রতনসিংহ ও কুমারী যমুনা তোমাদের পরিবারগণের প্রতিভূ হইয়া পঞ্চজন ভীলযোদ্ধা সঙ্গে লইয়া চিতোরেশ্বরীর চরণে শেষ পূজা দিতে গিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিপদ্। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?"

যোদ্ধৃগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"যুদ্ধ যুদ্ধ —যুদ্ধ।"

অনতিবিলম্বে রাজপুতগণ বহ্নি-লোলুপ পতঙ্গের ন্যায় যবন-বিরোধে যাত্রা করিলেন। পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণার্থ সেই কাননে দুই শত যোদ্ধা রহিল। তখন পরিণাম-চিন্তার সময় নয়। ভবিষ্যৎভাবনা সে সময় মনে স্থান পায় না। প্রতাপসিংহ সেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যসহ পুনরায় রণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

উৎসাহের সফলতা।

বেলা দ্বি-প্রহরকালে দিউয়র-দুর্গাভ্যন্তরে এক বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠমধ্যে পারিষদ্‌বর্গ সহ সাহবাজ খাঁ উপবিষ্ট। এক জন দূত প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, "এক ক্ষত্রিয় যুবক ও যুবতী ধৃত হইয়াছে। হুজুরের আদেশ পাইলে তাহার বিহিত বিধান করা যায়।"

সাহবাজ খাঁ কহিলেন,—"তাহাদের এই স্থানে লইয়া আইস। তাহাদের নিকট হইতে প্রতাপসিংহের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।"

দূত সম্মান সহ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে প্রহরিপরিবৃত রতনসিংহ ও যমুনা দেবীকে সভাকুট্টিমে উপনীত করিল। লজ্জায় যমুনার মুখ ম্লান, বর্ণ পাণ্ডু, গতি মন্থর, মস্তক অবনত। ক্রোধে রতনের বদন আরক্ত, লোচন প্রদীপ্ত, গতি সজোর, বক্ষঃ উন্নত, মস্তক উচ্চ। ব্রীড়াবনত-মুখী যমুনা ধীরে ধীরে অবনতমস্তকে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। সাহবাজ খাঁ ও তাঁহার সহচরগণ কুমারীর নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া গেল। তাহারা উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া সতৃষ্ণনয়নে কুমারীর বদনের প্রতি চাহিয়া রহিল। রতনসিংহ তাহা দেখিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"যবন! আমাদের কি নিমিত্ত এখানে আনিয়াছ?"

সাহবাজ খাঁ রতনসিংহের কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে, যুবার লোচন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। সাহবাজ খাঁ ভাবিলেন, যে জাতির মধ্যে এতাদৃশ যুবাপুরুষের অসদ্ভাব নাই, সে জাতি অদম্য। ধীরে ধীরে কহিলেন,—"বীর! তুমি কি সুখের আশা কর না?"

রতনসিংহ কোমল-স্বরে কহিলেন,—"মনুষ্যের সকল আশা কি পূর্ণ হয়?"

সাহ। তোমাকে মুক্তি দিতে আমার অনিচ্ছা নাই।

রত। দুর্গপতির হৃদয়ের প্রশংসা করি। কিন্তু ইহা যেন তাঁহার স্মরণ থাকে যে, আমি জীবন থাকিতে অনুগ্রহের নিমিত্ত যবনের নিকট প্রার্থী নহি।

সাহ। প্রতাপসিংহ এক্ষণে কোথায় আছেন?

রতন। প্রতাপ বনবাসী, প্রতাপ রাজ্যভ্রষ্ট, তাঁহার সংবাদে যবনের কোনই প্রয়োজন নাই।

সাহ। তুমি জান না, প্রতাপ সম্প্রতি বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

রত। তুমি জান না, মিবারের প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিলেও প্রতাপসিংহ নামক কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে না।

সাহ। তবে কি প্রতাপসিংহ জীবিত নাই?

রত। আমি সে সংবাদ জানাইতে প্রস্তুত নহি।

আবার সাহবাজের চক্ষু সেই নিরুপম সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া গেল। আবার তিনি মুগ্ধ হইলেন। যমুনা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইলেন। রতন আবার প্রচণ্ড

স্বরে কহিলেন—"আমাদের প্রতি কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা কর।"

সাহবাজ পুনরায় কহিলেন,—"হিন্দু যুবক! তোমাকে মুক্তি দিলাম। যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করিতে পার।"

রক্ষিগণ রতনসিংহের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া অন্য দিকে দাঁড়াইল। রতনসিংহ দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাহবাজ পুনরায় কহিলেন,—"তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

রতন। কুমারীর সম্বন্ধে তোমার মত স্থির হউক।

সাহ। সে মতের সহিত তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই। তুমি আত্ম-স্বাধীনতা লইয়া প্রস্থান কর।

রতন। (সহাস্যে) মুসলমান! রাজপুত তোমাদের ন্যায় স্বার্থপর নহে।

সাহ। তবে তুমি মুক্তি চাহ না?

রতন। এরূপ মুক্তি ঘৃণা করি।

সাহ। সুন্দরীর মায়া ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে স্বীকৃত থাক, তোমার স্বাধীনতার দ্বার মুক্ত; নচেৎ বন্দী হও।

রতন। প্রস্তুত।

সাহ। সুন্দরি! তোমার সম্বন্ধে এ ভ্রান্ত যুবার ন্যায় রূঢ় বিচার হইতে পারে না। তোমাকে বন্দিনী করা আমার অসাধ্য। ও কোমল লোচনের মধুর দৃষ্টিতে অসির ধার থাকে না, হৃদয় তো তুচ্ছ কথা! তোমাকে বন্দিনী করিতে পারিলাম না; আমি তোমার নিকট বিচারের প্রার্থী।

রতনসিংহ ক্রোধকম্পিত-স্বরে কহিলেন,—"মূঢ় যবন! সাবধান!"

সাহ। শুন রক্ষিগণ, এই সুন্দরীকে আমার প্রমোদপ্রকোষ্ঠে লইয়া যাও। আমি অনতিবিলম্বে তথায় যাইতেছি। আর এই যুবককে এখনই বন্দী করিয়া কারাগারে রাখ।

কথা শেষ হইতে না হইতেই সিংহের ন্যায় এক লম্ফে চক্ষের নিমিষে রতনসিংহ সাহবাজ খাঁর মস্তকের উপর পড়িলেন এবং এতাদৃশ বল সহকারে তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন যে,সাহাবাজ জ্ঞানহীন ও নিস্পন্দ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। রক্ষিগণ 'মার মার' শব্দে আসিয়া রতনসিংহকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সে সময়ে সাহবাজের জীবন-সংশয় দেখিয়া সকলেই তৎপ্রতি নিবিষ্টমনা হইল; রতনসিংহের প্রতি বৈরনির্য্যাতনের সময় পাইল না। আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; কিঞ্চিৎকাল পরে সাহবাজের সংজ্ঞা হইল। জ্ঞানোদয় হইবামাত্র তিনি কহিলেন, "বধ কর, উহাকে বধ কর।"

রক্ষিবর্গ রতনসিংহকে ধরিল।

সাহবাজ পুনরায় কহিলেন,—"ঐ যুবতীকে ধর। উহাকে প্রমোদপ্রকোষ্ঠে লইয়া যাও।"

তৎক্ষণাৎ রক্ষিবর্গ কুমারী যমুনাকে বেষ্টন করিল। কুমার রতন ক্রোধে ও অপমানে বিকলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যমুনা ধীরে ধীরে চেতনা হারাইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। সাহবাজ খাঁ কহিলেন,—"রমণীকে স্বতন্ত্র স্থলে লইয়া গিয়া বিহিতবিধানে সেবা-শুশ্রূষা কর।"

সেই সময়ে অদূরে ঘোর চীৎকারধ্বনি শুনা গেল। সাহবাজ খাঁ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ব্যাপার কি?" শব্দ আরও অধিক হইয়া উঠিল। এক জন শোণিতাক্ত সৈন্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"নবাব সাহেব! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বহুসংখ্যক রাজপুতসৈন্য আসিয়া ছাউনি আক্রমণ করিয়াছে। আমরা কেহই প্রস্তুত নহি। সর্ব্বনাশ! এতক্ষণে হয় তো আমাদের অর্দ্ধাধিক সৈন্য হত হইল,—"

সাহবাজ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"মুরাদবক্স কোথায়?"

"তিনি প্রথমেই বিনষ্ট হইয়াছেন।"

"রহিম খাঁ?"

"অসি অসি বলিয়া চীৎকার করিতেছেন।"

শত্রুর চীৎকার-ধ্বনি নিতান্ত নিকটস্থ হইল। সাহবাজ কহিলেন,—"সংখ্যায় শত্রু কত জন?"

"সংখ্যায় অধিক নহে, কিন্তু তাঁহাদের যে উৎসাহ, তাহাতে অসংখ্য সৈন্যও তাহাদের সমকক্ষ হইবে না।"

সাহবাজ কহিলেন,—"আমার অসি ও বর্ম্ম দেও।"

সৈনিক কহিল,—"বোধ হয়, এতক্ষণে তাহাদের জয়ের আর কিছু বাকী নাই।"

এক জন রক্ষী সাহবাজের অসি ও বর্ম্ম আনিল। তিনি প্রস্তুত হইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন। সৈনিক অগ্রে চলিল। কিন্তু তাঁহাদের আর সে

মণ্ডপ ছাড়াইয়া অধিক দূর যাইতে হইল না। শত্রুর জয়ধ্বনি তাম্বুর নিকটেই গগন ভেদ করিয়া উঠিল। কুমার রতনসিংহ ও যমুনাকে ছাড়িয়া রক্ষিবর্গ তখন সাহবাজের সহায়তায় ছুটিল। রতন-সিংহ যমুনার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চেতনাবিধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে যমুনা চৈতন্য লাভ করিয়া কহিলেন,—"গোল কিসের ?"

রতন কহিলেন,—"রাজবারার প্রতি ভগবান অনুকুল হইলেন বোধ হয়। আমাদের মহারাণার কণ্ঠস্বর শুনিতেছি। তুমি অপেক্ষা কর, আমি দেখিয়া আসি।"

রতনসিংহ উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া দেখিলেন, মণ্ডপ-দ্বারে ঘোর যুদ্ধ। সাহবাজ খাঁর অধীন দশসহস্র সেনার মধ্যে অনুমান চারি হাজার জীবিত আছে। অনুমান ছয় শত রাজপুত তাহাদের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। ক্রমশঃই মুসলমানদিগের বলক্ষয় হইতে লাগিল এবং হিন্দুর জয়ধ্বনিতে গগন কাঁপিয়া উঠিতে থাকিল। তখন সাহবাজ ক্ষণেক যুদ্ধ থামা-ইয়া কি চিন্তা করিলেন। চিন্তার পর একটি ইঙ্গিত করিবামাত্র তিনশত সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া তাঁহার সঙ্গে উর্দ্ধশ্বাসে বিপরীতদিকে পলাইতে লাগিল। রাজ-পুতগণ মহাবেগে তাহাদের অনুসরণ করিল। রতন-সিংহ ও অমরসিংহ সেই অনুসরণকারীদিগের নায়ক হইলেন। প্রতাপ ও মন্ত্রী সেই যবনমণ্ডপে রহিলেন। প্রতাপ কহিলেন,—"বোধ হয়, মুসলমানেরা নিকটস্থ কোন মুসলমানাধিকৃত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অতএব আর সৈন্য নহিলে যুদ্ধ চলে না। তাহার কি উপায় ?"

মন্ত্রী উত্তর করিলেন,—"সৈন্য স্থির আছে। আজ্ঞা পাইলে আপাততঃ দুই সহস্র সৈন্য মহারাণার পতাকা-নিম্নে উপস্থিত করি।"

এমন সময় যমুনা দেবী ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া মহারাণার চরণে প্রণাম করিলেন। মহারাণা সস্নেহে কুমারীর শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন,—"বৎসে, দৈব-নিগ্রহে তোমাকে নিতান্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি আর কোন আশঙ্কা নাই। মিবারের এ দুর্দ্দশা আর অধিক দিন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না ! মন্ত্রি ! তুমি শিবিকা ও বাহক সংগ্রহ করিয়া যমুনাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাও এবং এই দুই সহস্র সৈন্য সহ সত্বর অমৈত-দুর্গে আমাদের সহিত মিলিত হইও। আমি এক্ষণে চলিলাম।"

এই বলিয়া মহারাণা প্রতাপসিংহ অশ্বে কশা-ঘাত করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

আশায় অতৃপ্তি।

জয় ও পরাজয় সকলই বিধাতার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ। সৌভাগ্য সৌভাগ্যের অনুগামী। যে মিবারবাসী মানবগণের অদৃষ্টাকাশ নিয়ত ঘোর জলদজালে আবৃত ছিল, ঘটনা-ঝটিকা তাহা আবার পরিষ্কার করিয়া দিল। আবার তথায় ক্রমে ক্রমে সহস্রকরধারী ভাস্করদেবের উদয় হইল। একে একে মহারাণা আপনার বিজিত নগর সকলের উদ্ধার-সাধন করিতে লাগিলেন। দুর্গের পর দুর্গ, নগ-রের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম, এইরূপে ক্রমশঃ মহারাণা প্রতাপসিংহ অনতিদীর্ঘকালমধ্যে দেখি-লেন, সমস্ত মিবার পুনরায় স্বীয় হস্তগত হইয়াছে। চিতোর, আজমীর এবং মণ্ডলগড় ব্যতীত মিবারের সমস্ত অংশ আবার মহারাণার শাসনাধীনে আসিল। আবার মহারাণার ধ্বজা মিবারের দুর্গ সমস্তের শিরোদেশে উড়িতে লাগিল। আবার মিবার-বাসী মুসলমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, পরমানন্দে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেব-দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। আবার জন-শূন্য-শ্মশানভূমিবৎ মিবা-রের নগর সকল মানব-সমাগমে হাসিতে লাগিল। আবার উদয়পুর নগর রাজসিংহকে বক্ষে ধরিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিল। আবার ক্রমশঃ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া মিবার সুখময় হইল। প্রতাপ-সিংহের ঘোর উদ্যম, অসাধারণ তেজ ও অতুল অধ্যবসায়ের ফল এত দিনে ফলিল। এত দিনে তাঁহার ভাগ্যলতিকায় আনন্দ-প্রসূন ফুটিল ; বনে বনে অনাহারে কাঙ্গালের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া তিনি সপরিবারে যে যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতে-ছিলেন, এত কাল পরে তাহা সার্থক হইল। মিবার-বাসী জনগণ প্রতাপের দুর্ল্লঙ্ঘ্য আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া ধন, জন, গৃহবাসের মমতা ত্যাগ করত এত দিন যে অভূতপূর্ব্ব ক্লেশরাশি বহন করিতেছিলেন,

সময়ের আবর্ত্তনে তদ্বিনিময়ে তাঁহাদের নিমিত্ত বিমল সুখ আসিল। আর মিবারের অতুলনীয় বীরগণ! তোমরা যে স্বদেশের হিতার্থ, স্বীয় ধর্ম্ম-রক্ষার্থ, স্বীয় গৌরববর্দ্ধনার্থ অকাতরে দেহের শোণিতপাত করিয়াছ, রণস্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছ, তোমাদের সেই সমস্ত দারুণ অনুরাগের ফল এত দিনে ফলিল। এত দিনে এত ক্লেশে এত যত্নে মিবার স্বাধীন হইল।

ধন্য মন্ত্রী ভবানি! তোমার গুণ অনন্ত কাল ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিবে। তোমার নির্লোভ স্বভাব ও উদারচিত্ততা মিবারের এতাদৃশ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের প্রধানতম হেতু। মিবারবাসী চিরদিন তোমার নাম সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিবে। পৃথিবীতে তোমার নাম চিরকাল সমাদৃত হইবে। আর কাহার কথা বা বলিব? কাহার বা নাম করিব? হলদিঘাটের ঘোর যুদ্ধের পর হইতে মিবারের আধুনিক স্বাধীনতা পর্য্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে যে সকল বীরগণ প্রভুর প্রাণ-রক্ষার্থ বা দেশের দুর্দ্দশা অপনোদনার্থ স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অন্য কোন জাতির ইতিহাস-মধ্যে তাঁহাদের তুলনাস্থল প্রচুর দেখা যায় না। ধন্য বীরপ্রসবিনি রাজস্থান! ধন্য তোমার ভূতলে অতুলনীয় বীর-সন্তান!

উদয়সরোবর-সমীপস্থ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়ায় মহারাণা প্রতাপসিংহ ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে-ছেন। সরোবর-সলিলে বালকবালিকা প্রীতিপ্রফুল্লিত মনে হাসিতে হাসিতে সাঁতার দিতেছে, দূরে সুন্দরীগণ জলের তরঙ্গ তুলিয়া হাস্যের তরঙ্গ তুলিতে-ছেন এবং অদূরে মিবারবাসিগণ আনন্দ-উৎফুল্ল-বদনে আপনাদের ভাগ্যের গৌরব করিতেছে। মহারাণা তৎসমস্ত শ্রবণ ও দর্শন করিয়া সুখ-সরসীনীরে ভাসিতেছেন। তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আহা! কি শুভদিনই উদয় হইল! এই সকল আমার পুত্রবৎ স্নেহ-পুত্তলী প্রজাগণ; ইহাদের আনন্দ দেখিব, এ আশা এ জীবনে ছিল না। ধন্য ভগবান্ একলিঙ্গ!"

অমনই পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি কহিলেন,—"ধন্য ভগবান্ একলিঙ্গ! আমরা তাঁহারই প্রসাদে মহারাণার বদন-কমলে হাস্য দেখিতে পাইতেছি।" আগন্তুক মন্ত্রী ভবানী। মহারাণা কহিলেন,—"সে কেবল তোমারই গুণ।"

"মহারাণার আর কি বাসনা এখনও অপূর্ণ আছে?"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া কহিলেন,—"প্রতাপের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না। আমার বাসনার কি কখন শেষ হইবে? চিতোর জয় না হইলে মিবার জয় হইল বলিয়া আমি মনে করি না। শরীরের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে অধিক দিন এ দেহে জীবন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। অতএব চিতোর যে আমার দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে, তাহা আমার বোধ হয় না। কারণ, ঘোর ক্লেশে ও বিজাতীয় পরিশ্রমে আমার দেহ ক্রমশঃ অপটু হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং চিতোরলাভের আশা আমাকে একপ্রকার ত্যাগ করিতেই হইল। মিবারকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন করিতে পারিলাম না, এই আমার দুঃখ। কিন্তু কি করিব? সে যাহা হউক, এক্ষণে আর এক বাসনা নিতান্ত প্রবল। প্রিয়তম অমর ও রতনের বিবাহ-উৎসব আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে ঘটে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

মন্ত্রী কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাসসহ কহিলেন,—"এ দাস অচিরে মহারাণার বাসনা সফল করিবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

হতাশ প্রেমিক।

আগ্রা নগরের প্রাসাদ-মূল বিধৌত করিয়া কুল-কুল শব্দে যমুনা শ্যামদেহ দুলাইতে দুলাইতে আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। অসংখ্য তরণী দ্রব্যভারে উদর পূর্ণ করিয়া অবসিতা গুর্ব্বিণীর ন্যায় যেন অনিচ্ছায় ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের একতম প্রকোষ্ঠে দুইটি যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যুবতীদ্বয়ের কেহই পাঠকের অপরি-চিত নহেন। এক সুন্দরী জগদ্বিখ্যাত মেহের-উন্নিসা অপরা শাহজাদী বন্নু।"

মেহের বলিলেন,—"তোমার বুঝি ফুল ফুটে নাই।"

বন্নু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"দিদি, ফুল ফুটিয়া কাজ নাই। তোমার এখনই যে উৎকট চিন্তা

দেখিতে পাইতেছি, না জানি, বিবাহ হইলে আরও কত বাড়িবে ; আমার বিবাহে কাজ নাই।"

মেহের-উন্নিসা কিন্তু বিমর্ষ-ভাবে বলিলেন,—"শাহজাদি! আমার চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার ন্যায় সংশয়-দোলায়িত ঘটনা কাহার ঘটে ভাই? তোমাকে কি বলিব ভগ্নি! ভাবিয়া দেখ, আমার কি অবস্থা। এক দিকে রূপ, ধন, গৌরব, পদ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সমস্তই প্রচুর ; আর এক দিকে তদপেক্ষা বহুগুণহীনতা, দারিদ্র্য প্রভৃতির ভয়। একদিকে সুরা, মোহ, ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তি ; আর একদিকে প্রেম, স্নেহ, বিদ্যা, অনুরাগ প্রভৃতি। বল দেখি ভাই, এ দুইয়ের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করা কি কঠিন! ভগ্নি! আমার হৃদয়ে যে কষ্ট, তাহা তোমাকে কি জানাই! যে লোভ আমি সংবরণ করিতেছি, মানব-হৃদয় ধরিয়া কেহ তাহা পারে না।"

বন্নু কহিলেন,—"দিদি, তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। তোমার চিত্তের উপর শাহজাদা সেলিমের কি কোনই আধিপত্য নাই?"

মেহের-উন্নিসা নীরব। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—"আধিপত্য নাই কে বলিবে? শাহজাদা এ হৃদয়ের মধ্যে অগ্নি জ্বালাইয়াছেন। সে অগ্নি আমাকে পুড়াইবে—এক দিন নয়, দুই দিন নয়—চিরকাল পুড়াইবে। কিন্তু দিদি! আমি সে দাহ নীরবে সহ্য করিব—নীরবে সে জ্বালা ভোগ করিব ; তথাপি যে জলে ডুবিলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাহাতে ডুবিব না। সে অগ্নি নিবিবে না, কিন্তু আর কেহ তাহা জানিতেও পাইবে না। কবরের শীতল মৃত্তিকায় তাহার শান্তি হইবে।"

মেহের-উন্নিসা রুমালে বদন আবৃত করিলেন। বন্নুর নেত্র দিয়াও জল পড়িল। তিনিও অবনত-মস্তকে বসিয়া রহিলেন। উভয়ে পুত্তলীবৎ নীরব। এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া সসম্মানে জ্ঞাপন করিল—"শাহজাদি! বাদশাহ আপনাকে স্মরণ করিতেছেন।"

বন্নু কহিলেন,—"দিদি! কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, আমি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

মেহের বলিলেন,—"যাও।"

পরিচারিকার সঙ্গে বন্নু প্রস্থান করিলেন। মেহের-উন্নিসা অন্যমনস্কভাবেই সেই সম্মুখস্থ পুষ্পগুচ্ছ হইতে একটি গোলাপ লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে পশ্চাতের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া সুন্দরীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন এবং অতিমৃদু-মধুর-স্বরে কহিলেন,—"মেহের-উন্নিসা! জগতে কি বিচার নাই?"

মেহের-উন্নিসা চমকিত হইয়া উঠিলেন। বদন ফিরাইয়া দেখিলেন, প্রশ্নকারী শাহজাদা সেলিম। তিনি সম্মান সহকারে ফিরিলেন এবং লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেলিম পুনরায় কহিলেন,—"সুন্দরি! আর কত কাল এ আশা পুষিয়া রাখিব?"

মেহের-উন্নিসার বদন লজ্জা, চিন্তা, মনস্তাপ, ক্লেশ প্রভৃতিতে বিমিশ্রিত হইয়া এক মনোহর ভাব ধারণ করিল। তিনি নীরবে রহিলেন। শাহজাদার প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেলিম পুনরায় কহিলেন,—"তুমি যেন কি ভাবিতেছ বোধ হইতেছে। যাই ভাব মেহু! তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের যে অনুরাগ, তাহা নিতান্ত বদ্ধমূল। কোনরূপেই তাহা উচ্ছেদ করিবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমাকে বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হই নাই। তোমাকে বিস্মৃত হওয়া সাধ্যাতীত। এ জীবনে আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না। প্রমোদ-কাননে বা সমরক্ষেত্রে, আত্মীয়মধ্যে বা শত্রুসমক্ষে, কুত্রাপি আমি তিলেকের নিমিত্তও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু মেহের-উন্নিসা, আর এ লুব্ধ আশ্বাস বহন করিয়া থাকিতে পারি না। তোমাকে মিনতি করি, তুমি আমাকে অন্ত মনের কথা বল।"

মেহের-উন্নিসার নেত্রে দুই বিন্দু জল আসিল, তিনি মস্তক বিনত করিয়া রহিলেন, সুতরাং তাঁহার নেত্রজল শাহজাদা দেখিতে পাইলেন না। শোক-সংক্ষুব্ধ-বিজড়িত-স্বরে সুন্দরী কহিলেন,—"আপনার সহিত বিবাহ, বোধ করি, বিধাতার বাঞ্ছনীয় নয়। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

"যাও, তোমাকে আর আমার কিছু বলিবার নাই। আর আমার কিছু জানিবারও নাই। তুমি যাও, সুখে থাক, ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন! আর একটি কথা বলি, শুনিয়া যাও। না—আর

কিছু বলিব না। আমার হৃদয়ের যাতনা তোমাকে জানাইয়া আর কি ফল?"

শাহজাদার চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। মেহের-উন্নিসা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার লোচন দিয়া অনর্গল জল ঝরিতে লাগিল। তিনি তরু-সন্নিহিত হইয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন,—"হায়! এ কথা আমি এত দিন কেন জানি নাই?"

সেলিম চক্ষে রুমাল দিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বাদশাহ আক্‌বর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেলিম নেত্র হইতে রুমাল অন্তরিত করিয়া দেখিলেন, কই, মেহের-উন্নিসা সে প্রকোষ্ঠে নাই তো। দেখিলেন, মেহের-উন্নিসার স্থানে বাদশাহ দাঁড়াইয়া। তিনি সসম্মান অভিবাদন করিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। বাদশাহ কহিলেন,—"সেলিম, অনেক দিন অবধি তোমাকে একটি কথা বলিব মনে আছে, কিন্তু বলিয়া উঠিতে পারি নাই। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা তাহা তোমাকে জানাইয়াছি। অদ্য তাহা তোমাকে স্বয়ং বলিব স্থির করিয়াছি। বোধ হয়, অদ্য ঘটনাক্রমে বলিবার মত সময় উপস্থিত হইয়াছে। মেহের-উন্নিসা নাম্নী এক কুমারীকে বিবাহ করিতে তুমি যার-পর-নাই অভিলাষী হইয়াছ। সে কন্যা পরমা সুন্দরী, তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহার সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না—হইবেও না। অপর এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। সে সম্বন্ধ তাহার পিতার সম্মতিক্রমে ধার্য্য হইয়াছে। লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ সে কন্যার বিবাহ হইয়াছে। অন্য পাত্রের সহিত কোনক্রমেই তাহার বিবাহ হইবে না। যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কোন দুর্দ্দমনীয় অনুরাগ থাকে, তাহা সংবরণ কর, ইহাই আমার অনুরোধ এবং আজ্ঞা, এ আজ্ঞার কোনরূপ অন্যথা হইলে আমি নিতান্ত বিরক্ত হইব—সাবধান।"

সেলিম সবিনয়ে কহিলেন,—"বাদশাহের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"রাজ্য-সংক্রান্ত সংবাদ কিছু জান কি?"

"না—নূতন সংবাদ কি? রাজপুত-যুদ্ধে আমাদের জয় হইবে কি?"

"না—তুমি যে রাজপুত-যুদ্ধ ভুল না। হলদিঘাটে যুদ্ধের পর হইতে রাজপুত-জাতির প্রতি তোমার নিতান্ত অনুরাগ দেখিতেছি।"

"বীরত্বে তাহাদের সমকক্ষ জাতি জগতে আর নাই বলিয়া বোধ হয়। সে যুদ্ধে আপনি উপস্থিত থাকিলে বীরত্বে বিমোহিত হইয়া তাহাদিগকে চির-স্বাধীনতার সনন্দ দিয়া আসিতেন।"

"সংপ্রতি প্রতাপসিংহ মিবার উদ্ধারার্থ বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছে।"

"আজকাল তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য যাইবে কি?"

"না—তাহাদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কোন চেষ্টাই হইতেছে না। সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যে সৈন্য না পাঠাইলে নয়। আমি সেই কথাই তোমাকে বলিতেছিলাম। তথায় বড় গোল উপস্থিত। তুমি তথায় যাইতে প্রস্তুত আছ কি?"

"এ দাস সতত প্রস্তুত।"

"উত্তম। আইস, কর্ম্মচারিগণের সহিত তাহার পরামর্শ করা যাউক।"

সুকৌশলী আক্‌বর ও হতাশ সেলিম সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অন্তিমে।

ঘোর পরিশ্রমে, যৎপরোনাস্তি মানসিক উদ্বেগে, নিরন্তর অনিয়মে বীরবর প্রতাপসিংহের শরীর ভগ্ন হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ব্যাধি আসিয়া সেই সুগঠিত কমনীয় কান্তিকে গ্রাস করিল। দারুণ দুর্ব্বলতা আসিয়া ক্রমে বীরেন্দ্র-কেশরীকে শয্যাশায়ী করিল। ক্রমে এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে, চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশা-ভরসা ত্যাগ করিলেন।

বীরবর প্রতাপসিংহ শয্যায় শয়ান। তাঁহার চতুর্দ্দিকে মিবারের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গ আসীন। সকলেরই অবনত মস্তক, সকলেই ম্রিয়মাণ। কি ভয়ানক সংবাদ! অদ্য মিবার শ্রীভ্রষ্ট হইবে, অদ্য মিবারবাসী শিরঃশূন্য হইবে। অদ্য রাজপুত জাতি সহায়শূন্য হইবে। অদ্য প্রতাপসিংহের জীবন দেহাশ্রয় ত্যাগ করিবে! অদ্যকার দিন কি ভয়ঙ্কর!

প্রতাপসিংহ ধীরে ধীরে মন্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া

কহিলেন,—"ভবানি! আমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলে না?"

"মহারাণা, সময় কই। দাস মহারাণার বাসনা এখনও যতদূর সম্ভব পূরণ করিবে।"

ছুইখানি শূন্য সিংহাসন প্রতাপসিংহের পদ-সমীপে পতিত হইল। অনতিবিলম্বে কুমার অমর সিংহ ও রতনসিংহ এবং কুমারী ঊর্ম্মিলা ও যমুনা সেই স্থলে নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা আসিয়া ভক্তিভাবে মহারাণার চরণে প্রণাম করিলেন ও পদধূলি মস্তকে লইলেন। প্রতাপসিংহ অমরসিংহ ও কুমারী ঊর্ম্মিলার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"বৎস। সমৃদ্ধিসহ তোমাদের বিবাহ দিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিব, বড় বাসনা ছিল। বিধাতা সে সাধ মিটাইতে দিলেন না। আমি অদ্য এইরূপে মিবারবাসী প্রধানগণের সমক্ষে তোমা-দিগকে পবিত্র বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিলাম। আশী-র্ব্বাদ করি, তোমরা রাজধর্ম্ম পালন করিয়া অক্ষয় সুখে চিরজীবন অতিবাহিত কর।"

মন্ত্রী তাঁহাদের উভয়কে লইয়া সম্মুখস্থ সিংহাসনে বসাইলেন। মহারাণা পুনরায় রতনসিংহ ও যমুনার হস্ত ধরিয়া কহিলেন,—"পুত্রাধিক প্রিয়তম সুহৃদ! স্বর্গীয় জয়মলসিংহের নাম আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। তোমার সুখ দেখিয়া যাইব মনে বাসনা ছিল। অদ্য দেবলবর-রাজতনয়া যমুনার সহিত তোমার বিবাহ হইল এবং গোগুণ্ডা ছুর্গাধীন প্রদেশ তোমার হইল। প্রার্থনা করি, তুমি ভার্য্যাসহ অমরের সহিত চিরসৌহৃদ্যে বদ্ধ থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন কর।"

মন্ত্রী তাঁহাদের হস্ত ধারণ করিয়া অপর সিংহা-সনে বসাইলেন। মিবারের নাগারা বাদিত হইল। অমরসিংহের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র উত্থিত হইল; সম্মুখে লোহিত কেতন উড্ডীন হইল। প্রধানগণ জয়ধ্বনি করিয়া অমরসিংহকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু উৎসব নিরানন্দ। অমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। প্রতাপসিংহের শরীরের অবস্থা আরও মন্দ। তিনি ধীরে ধীরে আবার বলিলেন,—"পুত্র! কাঁদিতেছ কেন? জগতে কাহার জীবন চিরস্থায়ী হয়? জন্ম ও মৃত্যু বিধাতার অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। রোদন সংবরণ কর। আমার আর অধিক বিলম্ব নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি যে ছুই একটি কথা বলি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন।" অমরের চক্ষু দিয়া আরও জল পড়িতে লাগিল। প্রতাপ-সিংহ আবার কহিতে লাগিলেন,—"বৎস! মৃত্যু তাদৃশ ছুঃখের বিষয় নহে। সংসারে কীর্ত্তি, যশ, গৌরব ও মানশূন্য হওয়ার অপেক্ষা মৃত্যু ছুঃখের কথা নহে। আমার নিমিত্ত ছুঃখ নিষ্প্রয়োজন। আমি যদিও ছুঃখী বটে, যদিও আমার অদৃষ্টে এ জীবনে সুখের সম্মিলন ঘটে নাই, তথাপি আমার মনে যে বিমলানন্দ আছে, সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি যে অন্যান্য রাজপুত জাতির ন্যায় মুসলমান-সমীপে স্বীয় জাতীয় গৌরব হারাই নাই, তাহাই আমার সকল সুখের মূল। প্রিয়তম! এ সংসারে যে ব্যক্তি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মরিতে পারে, সেই ধন্য। আমার বড় ভয় বৎস, তোমার দ্বারা বুঝি বা আমাদের এ গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। প্রাণাধিক! এই মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া ব্যাধি-জনিত কোন ক্লেশেই আমি কাতর হইতেছি না। কেবল এক ভাবনা, এক চিন্তা, এক বিষয় আমার চিত্তকে আকুলিত করিয়া রাখিয়াছে। বুঝি মিবার এতকালের পর গৌরবশূন্য হইবে, ইহাই সেই গুরুতর চিন্তা। সেই চিন্তায় আমি উন্মত্তের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিতেছি। সুহৃদ্গণ, এ অভাগা চিরজীবন অসুখী। যদি সে কখনও বুঝিয়া যাইতে পারে যে, তাহার অভাবে মিবারের গৌরব অপচিত হইবে না, তাহা হইলে এ চিরদুর্ভাগা মৃত্যুকালে পরম সুখ ভোগ করে।"

গলদশ্রু-লোচনে শৈলম্বর-রাজ নিকটস্থ হইয়া মহারাণার চরণস্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"দেব! আমি ভবদীয় চরণ স্পর্শ করিয়া ও ভবানীর নাম স্মরণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে শপথ করিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে নবীন মিবারেশ্বরকে কখনই কল-ঙ্কিত হইতে দিব না।" সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বীরবৃন্দ হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"ঐ কথা, ঐ—কথা, ঐ—কথা।"

কুমার রতনসিংহ মহারাণার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ইষ্টদেবের নাম ভুলিলেও এ জীবন যাঁহার অনুগ্রহে রক্ষিত, তাঁহার শেষ বাসনা কদাপি ভুলিব না।"

পিতৃচরণে মস্তক স্থাপন করিয়া অমরসিংহ কহি-লেন,—"পিতৃদেব! জগতে যাহা কিছু পবিত্র,

তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া কহিতেছি, এ দাস জীবিত থাকিতে মিবার কখনই গৌরব হারাইবে না।"

ব্যাধি-বিকম্পিত প্রতাপসিংহের বদনে আবার হাস্যের আবির্ভাব হইল। তিনি কহিলেন, "কি আনন্দ—এ আনন্দের তুলনা নাই। কিন্তু আমি হতভাগ্য। আমার অদৃষ্টে এ আনন্দ অধিক দিন ভোগ করা ঘটিল না। মিবার, আমাকে বিদায় দাও —বীরগণ, আমার আর বিলম্ব নাই।"

অমর ও রতন নিকটস্থ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বীরগণের নেত্র হইতে জল নিঃসৃত হইতে লাগিল। প্রতাপ আবার কহিলেন,—"কাঁদিও না,—মিবারের হিতচেষ্টা কর।"

প্রতাপ এক হস্তে অমরের, অপর হস্তে রতনের হস্ত ধারণ করিলেন। আর কথা বাহিরিল না। সকলে দেখিলেন, প্রতাপের বদনে অন্তিমলক্ষণ সমস্ত দেখা দিয়াছে! আর বিলম্ব নাই। অমরের হস্ত ধারণ করিয়া প্রতাপ বীরগণের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। সকলেই কহিলেন,—"আমরা কদাপি মিবারের রাজচ্ছত্রের বিরোধী হইব না।"

তাহার পর ধীরে ধীরে প্রতাপসিংহের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। যাঁহার বীরত্ব অতুলনীয়, দেশানুরাগ অপরিমেয়, অধ্যবসায় বিস্ময়কর, সহিষ্ণুতা অপরিসীম, তেজ অমানুষিক, সাহস ও শক্তি অচিন্তনীয়, সেই পরম পুণ্যাত্মা প্রতাপসিংহের প্রাণ অদ্য অনন্ত সমর-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল। কঠোর কাল অকালে সেই প্রকাণ্ড মহীরুহ পাতিত করিয়া দিল প্রতাপ-দিবাকর খসিয়া পড়িল—ঘোর বিষাদান্ধকারে বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

প্রতাপ বিগতজীব হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে পবিত্র স্মৃতি বিলোপ করে, কাহার সাধ্য? কালের ক্ষমতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম। যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, যত দিন ধরণী মানবের নিবাসভূমি থাকিবে, তত দিন পুণ্যশীল সাধু প্রতাপসিংহের পুণ্যময় নাম সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সম্পূজিত হইতে থাকিবে।

সমাপ্ত।

বিমলা

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উৎসর্গ-পত্র

—:০:—

ভক্তিভাজন অগ্রজ

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের

শ্রীপাদ-পদ্মে

গ্রন্থকার এই সামান্য গ্রন্থখানি

অকপট ভক্তির

চিহ্নস্বরূপে

সমর্পণ করিয়া সুখী

হইল।

বিজ্ঞাপন

-:*:-

বহুকাল পূর্ব্বে বিমলা লিখিত হইয়াছিল। তৎকালের মতামতের সহিত আমার ইদানীন্তন কালের মতামতের একতা নাই; এ জন্য নূতন সংস্করণ উপলক্ষে গ্রন্থের কিয়দংশ পরিবর্ত্তন করিলাম। ইতি—

আশ্বিন; ১৩০৯।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

বিমলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বলি কি না বলি?

অবন্তীপুর গণ্ডগ্রামের দক্ষিণ সীমার একটি সুপরিষ্কৃত সামান্য ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে একটি পরমা সুন্দরী ষোড়শী যুবতী বসিয়া লিখিতেছিলেন। তাঁহার অনিন্দ্যবদনে চিন্তার বহ্নি প্রকাশিত, বিশাল লোচন-যুগল অশ্রুবারি-পরিপ্লুত। ঘনকৃষ্ণ কেশ-রাশি অসংবদ্ধ ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে অংসে নিপতিত—গুচ্ছদ্বয় দ্বারা পরিণত বক্ষঃস্থল সমাবৃত। যুবতীর পরিধান অতি নির্ম্মল শ্বেত শাটী। তাঁহার হস্তে দুইগাছি স্বর্ণ-বলয়, কণ্ঠে সৌবর্ণ কণ্ঠী, কর্ণে হিরন্ময় দুল বিলম্বিত। দেহে অন্য আভরণ নাই। যুবতীর বর্ণ উষার সৌর-কর-রাশির ন্যায়। বঙ্গাঙ্গনার দেহে তাদৃশ বর্ণ সম্ভবে না। য়িহুদীর বর্ণের সহিত তদীয় বিমল বর্ণের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নবীনার নেত্রদ্বয় বিশাল, আয়ত ও মনোহর, তাহা সলজ্জ মধুরভাবে পরিপূরিত; তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বথা কমনীয়। অপূর্ব্ব যৌবনশ্রী তাঁহার নব-বপুর সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত। সমস্ত অঙ্গই যথোপযুক্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

নবীনা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, তাহা অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার। একখানি পরিষ্কার শয্যা-চ্ছাদিত খট্টায় যুবতী উপবিষ্টা, তাঁহার সম্মুখে লেখ্য-সামগ্রী-সমন্বিত একটি বাক্স। খট্টার সন্নিকটে একটি সুন্দর সিন্দুক। তদুপরি কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকাদি,—ভিতরে কি আছে তাহা জানি না; সম্ভবতঃ তাহাতে নবীনার বস্ত্রাদি পরিরক্ষিত। গৃহে বিলাসিতা বা আড়ম্বরসূচক কোন পদার্থই নাই।

নবীনার লিখন পরিসমাপ্ত হইল। তিনি বস্ত্রা-ঞ্চলে নেত্র পরিমার্জ্জিত করিয়া কতকগুলি পূর্ব্ব-লিখিত পত্রের সহিত উপস্থিত লিপি একত্র করিলেন। পরিশেষে সমস্ত একখানি আবরণমধ্যগত করিয়া তদুপরি শিরোনাম লিখিলেন,—"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমীপেষু।" লিপি সমাধা করিয়া তাহা বাক্সের উপর রক্ষা করিলেন।

পত্রিকা সমাপন করিয়া যুবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং উপাধানে মুখ লুকাইয়া সেই শয্যায় অধোবদনে শুইয়া পড়িলেন এই সময় তাঁহার পশ্চাদ্দিকের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া একটি সুন্দর যুবক প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে খট্টা-সন্নিধানে আগমন করিলেন। যুবতী তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। আগন্তুকের মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত গম্ভীর, সতেজ ও রমণীয়। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল ও গৌর। নেত্রদ্বয় বুদ্ধির ও প্রতিভার জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে। মস্তকের কেশ অব্যবস্থিত ও বিশৃঙ্খল; তৎপক্ষে যুবকের বিশেষ মনোযোগ আছে বলিয়া বোধ হয় না। দেহ উচ্চ ও পরিণত। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈহিক শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও আড়ম্বর-পরিশূন্য।

যুবক আসিলেন. যুবতী তাহা জানিতে পারি-লেন না। হয় ত জানিতে না পারাই যুবকের উদ্দেশ্য; কারণ, তাঁহার গতি অতি ধীর ও মন্থর। আগন্তুক খট্টা-সন্নিহিত হইয়া নবীনার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। কোন অব্যক্ত কারণে যুবতী যে মনস্তাপ ভোগ করিতেছেন, তাহা যুবক সহজেই বুঝিতে পারিলেন। যুবকের হৃদয় ভাবনায় অবসন্ন হইল—বদন বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল।

নবীনার অবেণী-সংবদ্ধ কেশরাশি, তাঁহার কম-নীয় কান্তি আচ্ছাদিত করিয়া, অতি মনোহর ও স্বাভাবিক ভাবে নিপতিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে

চিকুরদামের বিরল বিনিবেশ বশতঃ রন্ধ্রপথ দিয়া যুবতীর অতি মনোহর উত্তপ্ত বর্ণের আভা বিভাসিত হইতেছে। যেন নীল নভস্তলে তারাগণসহ শশধর শোভা পাইতেছে; বা নীলাম্বুনিধি-হৃদয়ে আলোকালয় (লাইট হাউস্) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অথবা নীল জলে অমল কমল ভাসিতেছে। কিন্তু সে শোভা—সে অপার্থিব সৌন্দর্য্য তখন যুবকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইল না। যুবতীর কাতর ভাবই তখন তাঁহার চিত্তের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। সহসা তাঁহার চক্ষু নবীনার সম্মুখস্থ লিপির প্রতি পরিচালিত হইল। তিনি তাহার শিরোনাম পাঠ করিলেন। তাঁহার চিত্ত দারুণ সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। তিনি অতি কোমল ও সস্নেহ স্বরে ডাকিলেন,—"বিমলা!"

বিমলা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ব্যস্ততাসহ ললাট-নিপতিত কেশস্তবক অপসারিত করিয়া, উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখস্থ যুবকের দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। তাঁহার বদন বিশুষ্ক হইয়া আসিল, এবং লোচনদ্বয় অশ্রুসমাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হইল যে, তিনি এতক্ষণ যে অবক্তব্য যাতনা-ভারে প্রপীড়িতা হইতেছিলেন, সেই যাতনা অধুনা শতগুণে সংবৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করিলেন। লজ্জায় তাঁহার বদন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। লোচনযুগল মনোহর আবেশময় ভাব ধারণ করিল। অধরপ্রান্তে ঈষৎ সলজ্জ হাসি দেখা দিল। কি মনোহর! কি নয়নরঞ্জক! যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিমলা! এখানে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

বিমলা পত্রখানি অপসারিত করিবার চেষ্টায় তাহা হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বেই যুবক জিজ্ঞাসিলেন,—"ও কাহার পত্র বিমলা!"

বিমলা ধীরে ধীরে কহিলেন,—"ও কিছু নয়, তুমি বইস।"

যুবক কহিলেন,—"বিমলে! একটি কথা তোমাকে বলি বলি করিয়া এতদিন বলিয়া উঠিতে পারি নাই। ইদানীং কিছুদিন হইতে তোমার পূর্ব্বভাবের যেন কতকটা অন্যথা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। আজ যেন সেই ভাবান্তর আরও প্রবল দেখিতেছি। তোমার অপূর্ব্ব সরলতা, সেই মধুর ভাব, আমার আগমনে সেই প্রফুল্লতা—আজি সে সমস্তের বড়ই অন্যথা দেখিতেছি। বিমলা! তবে এখন হইতে বুঝিতে হইবে কি যে, আমি তোমার হৃদয় হইতে ক্রমশঃ অন্তরিত হইতেছি?"

বিমলার বিষণ্ন বদনে সমধিক বিষাদ-চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তথাপি ঈষৎ হাস্যসহকারে তিনি বলিলেন,—"আমি বাতুলের কথায় উত্তর দিই না।"

যুবতী যে পত্র লিখিতেছিলেন, তাহার কোন বৃত্তান্ত না জানিলেও, যুবকের মনে তৎসম্বন্ধে কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। তিনি অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"বিমল! ও কাহার পত্র বলিলে না? তুমি না বলিলেও আমি কিন্তু বলিতে পারি।"

বিমলা উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"বল দেখি কাহার পত্র?"

যুবক হাসিয়া কহিলেন,—"যাহার পত্র, সে চাহিতেছে, দেও।"

যুবতী পত্রা গোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যুবক হাসিয়া কহিলেন,—"কেন গোপন করিতেছ? আমার পত্র, আমি উহা দেখিব।"

যুবতীর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি কহিলেন,—"কি দেখিবে, উহাতে কিছুই নাই।"

যোগেশ কহিলেন,—"কিছু থাকুক বা না থাকুক, আমার পত্র আমি দেখিব, ইহাতে তোমার আপত্তি কি?"

বিমলা বলিলেন,—"তোমারই পত্র বটে। কিন্তু এখন তোমাকে পত্র দিবার প্রয়োজন নাই।"

যোগেশ হাসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু পত্র যদি না দেও, তবে উহার মধ্যে যাহা লিখিয়াছ, তাহার মর্ম্ম আমাকে বল।"

বিমলা ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; বুঝিলেন, পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা বা যাঁহার উদ্দেশ্যে তাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাকেই তাহা পাঠ করিতে দেওয়া উভয়ই এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে ভাবের প্রাবল্যে পত্র লিখিয়াছেন, সে ভাবের কোন পরিবর্ত্তন না হইলেও যাঁহার উদ্দেশ্যে তাহা লিখিত, এক্ষণে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া, বিমলার পূর্ব্বসাহস বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি মনঃক্ষোভ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া

কহিলেন,—"পত্রে যাহা আছে, তাহা তোমার আর জানিয়া কাজ নাই।"

যোগেশ বুঝিতে পারিলেন, বিমলা বাক্য সমাপনের পর একটি অতি সুন্দর অনতিদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বদনে নিদারুণ বিষাদের চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে। প্রণয়ীর হৃদয়ে এ ভাব আঘাত করিল।

যোগেশ বলিলেন,—"বিমল! পত্রের কথায় যদি তোমার হৃদয়ে কোনরূপ ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকি, তবে আর উহা দেখিতে চাহিব না। যাহাতে তোমার অন্তরে কষ্ট জন্মে, সেরূপ কার্য্য সম্পাদন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার স্থিরবিশ্বাস আছে, এ জীবনে কখনও সেরূপ মতি হইবে না। যদি পত্র দেখাইতে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আর কখনও এ মুখ হইতে ও কথার উত্থাপনও শুনিতে পাইবে না। কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করি —কোন আপত্তি আছে কি?"

বিমলা নির্ব্বিঘ্নভাবে কহিলেন,—"পত্র তোমার উদ্দেশ্যেই লিখিত—তা তুমি দেখিবে— তা—"

বিমলা আর কিছু বলিলেন না। যোগেশ বুঝিলেন, স্ত্রী-স্বভাব বিশেষ বিমলার ন্যায় রমণী-চরিত্রগত লজ্জা ভিন্ন অন্য আপত্তি কিছুই নাই। বিমলা তাঁহাকেই পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে তাহা দেখাইতে বা তাঁহার নিকট তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অস্বীকার কেন? যোগেশ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল লজ্জাই কি ইহার কারণ, না আর কিছু আছে? বিমলা তাঁহাকে কি লিখিয়াছেন? ভাবিলেন—লিপিমধ্যে হয় তো অশুভ সংবাদ আছে, হয় তো সেই সংবাদ আমার বহুযত্নপালিত আশালতার মূলে কুঠারাঘাত করিবে; হয় তো সেই সংবাদ আমার সম্মুখে অন্ধকারময় ভবিষ্যতের অসুখপূর্ণ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিবে; হয় তো সেই সংবাদ আমার সুখ-চন্দ্রিমা-বিরাজিত হৃদয়-গগনে ঘোর অমানিশা উপস্থিত করিবে। এ সন্দেহ তাঁহাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মনুষ্য শুভ সংবাদ অপেক্ষা অশুভ সংবাদ সম্বন্ধে নিয়ত সমধিক চিন্তা করিয়া থাকে। ইহা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জননী শয়নে স্বপনে ভাবিয়া থাকেন, হয় তো তাঁহার প্রবাসগত প্রিয় পুত্র পীড়ায় কাতর হইয়াছে, তথায় এমন আত্মীয় কেহ নাই যে, তাহার ব্যাধি-বিকলিত চিত্তের সান্ত্বনা করে বা ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা তাহার যথোপযুক্ত শুশ্রূষা করে। প্রিয়জনের জন্য এবংবিধ দুশ্চিন্তার সমধিক উদাহরণ ও প্রয়োগ-স্থল প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, তাহা মনুষ্য-হৃদয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। এই চিরন্তন ধর্ম্মই সন্দেহের মূল। ইহাই নায়ক-নায়িকার হৃদয়-নিকেতনে বিদ্বেষ-বিষ সঞ্চারিত করিবার কারণ। এই মনোবৃত্তির শাখা-প্রশাখা হইতে জগতে কত সময় কত লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। এই মন্দ সন্দেহই সেক্ষপীরের "ওথেলো" নাটকের জীবন; তাঁহার অন্যান্য অধিকাংশ নাটকেও ইহার ছায়া আছে। এই মনোবৃত্তি রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যের পদে পদে প্রকাশিত; অনেক সংস্কৃত কাব্য-নাটকও ইহার সংস্রব-শূন্য নহে। বঙ্গীয় বিস্তর কাব্যেও ইহার আভাস আছে।

যোগেশ আবার ভাবিতে লাগিলেন, হয় তো লিপিমধ্যে আমার ঈপ্সিত সংবাদ আছে। আশা সংসার-সাগরস্থিত বিপদ-বাত্যা-বিঘূর্ণিত তরণীর সুদৃঢ় কর্ণধার। আশার ছলনায় কে না ভুলে? যে না ভুলে, জানিও তাহার হৃদয়-প্রবাহে জোয়ার-ভাটা নাই; তাহার হৃদয়-গগনে অমানিশার অন্ধকার ভিন্ন পৌর্ণমাসীর শুক্ল স্নিগ্ধ আলোক কখন প্রকাশ পায় না। দারুণ যন্ত্রণা ও ক্লেশরাশি পরিপ্লুত সংসাররাজ্যে প্রবেশ করিয়া যে একবারও আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যতের নিমিত্ত অননুভূতপূর্ব্ব সুখ সমস্ত কল্পনা করে নাই, নিশ্চয়ই সে সংসারের কিছুই জানে না। সে সংসারের কোন সুখই সম্ভোগ করে নাই। যোগেশ আশার ছলনায় ভুলিলেন। ভাবিলেন, পত্রে বুঝি সুসংবাদ আছে।

ব্যস্ততাসহ বলিলেন,—"বিমল! তবে পত্র দেও, কি লিখিয়াছ, দেখি। যদি না পত্র দাও, তবে উহাতে কি লিখিত আছে, বল।"

বিমলা সঙ্কুচিত হইলেন। পত্র দেওয়া দুরূহ, বলা আরও কঠিন। সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় অবনত-মস্তকে পত্রিকা-হস্তে বসিয়া রহিলেন।

যোগেশ বলিলেন,—"যদি না বলিলে, তবে পত্র দেও।"

অনন্যোপায় হইয়া বিমলা অগত্যা যোগেশকে পত্র দিলেন।

কহিলেন,—"আমি তোমার কথা শুনিলাম, তুমি আমার একটি কথা শুনিবে না ?"

যোগেশ কহিলেন, "তুমি যাহা বলিবে, তাহা যদি অসাধ্য হয়, তথাপি শুনিব।"

বিমলা ঈষৎ বিষণ্ণভাবে কহিলেন,—"তুমি পত্র এখনই এখানে পড়িতে পাইবে না, সময়ান্তরে উহা পাঠ করিও। তাহা হইলে আমি সুখী হইব।"

যোগেশ পত্র উন্মোচন করিতেছিলেন, তাহা না করিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"এই কথা! বেশ, বাটী গিয়া পত্র পড়িব—এখন পড়িব না। বিমল! তোমার এই বালিকাভাবের কথাগুলি কি মনোহর! চিরকালই কি সমান যাইবে ?"

বিমলা মস্তক বিনত করিলেন। যোগেশ আবার কহিলেন,-"বিমল! পত্রের মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমি এখনই বাটী চলিলাম।"

বিমলা হাসিয়া কহিলেন,—"আমাকে বালিকা বলিতেছিলে না ?"

যোগেশ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"সংসারে সকলেই বালক-বালিকা; আমি এখন যাই।"

বিমলা বলিলেন,—"ব্যস্ত হইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। পত্র দেখিয়া তাহা উপেক্ষা করিও না। তাহাতে—"

আর কিছু বলিলেন না। যোগেশ আর কোন কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেও পারিলেন না। বিমলার সুন্দর বদন-শ্রী পুনরায় দর্শন করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। যোগেশ দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করিলে বিমলা নয়নাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—"হৃদয়, দগ্ধ হও!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পত্র।

যোগেশ ব্যস্ততাসহকারে বাটী আসিলেন। বিমলার আলয় হইতে তাঁহার নিবাস দূর নহে। সন্ধ্যা সমুপস্থিত। যোগেশের তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয়-জগতে যে ঘোরতর সন্ধ্যা সমাগতা, তিনি তাহারই চিন্তায় ব্যস্ত! হৃদয়ে সন্ধ্যা; কারণ, তথায় তখন আলোক-অন্ধকার দুই-ই মিশিতেছে। আলোক—বিমলার পত্রীমধ্য হইতে সুসংবাদের আশা; অন্ধকার—বিমলার পত্রমধ্য হইতে ক্ষোভজনক সংবাদের ভয়। যোগেশের হৃদয়াকাশে সন্ধ্যা। বাহ্যপ্রকৃতির সন্ধ্যা তাঁহার চক্ষে লাগিল না। বাটী আসিয়া যোগেশ ব্যস্ততাসহকারে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় আলোক নাই, প্রকোষ্ঠ অন্ধকার, যোগেশ তাহা ভাবিলেন না। ত্বরায় বিমলার পত্র উন্মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত বিকম্পিত হইতে লাগিল, বক্ষোবেপন সংবৰ্দ্ধিত হইল। চিত্তের অবস্থা কি হইল, তাহা বর্ণনা করা সহজ নয়। পত্রিকা উন্মুক্ত হইল। যোগেশ তাহা পড়িতে বসিলেন। কিন্তু অন্ধকার হেতু এক বর্ণও পড়িয়া উঠিতে পারিলেন না; উঠিয়া ভৃত্যকে আলোক দিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য আলোক আনিলে যোগেশ পত্রিকা-পাঠে নিযুক্ত হইলেন। পড়িলেন,—

"যোগেশ!

তোমাকে কি বলিব ? যাহা লিখিব ভাবিতেছি, তাহা লিখিতে পারিতেছি না। লিখিতে পারিতেছি না, কিন্তু হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রাখিলে তো চলিবে না। এক সপ্তাহ ভাবিয়া ভাবিয়া আমি মনকে দৃঢ় করিয়াছি। আজি আমি তোমাকে মনের কথা জানাইব।

যোগেশ! এ জীবনে আমি তোমার হইতে পারি না, তুমিও আমার হইতে পার না। এ প্রফুল্ল কুসুমদ্বয় একত্রে শোভা পায়, ইহা জগদীশ্বরের অভিপ্রায় নহে। সে সুখ, সে সন্তোষ, সে শোভার জন্য আমরা সৃষ্ট হই নাই। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। দারুণ সমাজ তাহার কারণ। অদ্য যদি তোমার সহিত আমার বিবাহ হয়, কল্য তোমার জাতি যাইবে; তোমার সহিত কেহ আহার-ব্যবহার করিবে না, হয় তো অনেকে কথাই কহিবে না, তুমি সমাজমধ্যে চিরকাল ঘৃণিত হইয়া থাকিবে। তাহাও হউক, তাহাও সহ্য করিতে আমরা প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ বিবাহের পরিণামে আর এক মহদনিষ্ট ঘটিবে। হয় তো তোমার বংশপরম্পরা চিরদিন এই অবিবেচনার ফলভোগ করিবে। আমি এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিয়াছি। স্থির বুঝিয়াছি, তোমার সহিত আমার

পরিণয় অশুভের নিদান হইয়া উঠিবে। আমার অপেক্ষা ভবিষ্যতে তোমারই যন্ত্রণা অধিক হইবে। তবে কেন যোগেশ? তবে বিবাহে কাজ নাই, তুমি মনকে দৃঢ় কর।

আমি জানি, তুমি আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ কর। তুমি আমাকে যার-পর-নাই ভালবাস। যদি আমি তাহা না জানিতাম, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু যোগেশ! ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও যে. আমার হৃদয়, আমার আত্মা, তোমার অমানুষী স্নেহ, অসীম প্রীতি, অপার উদারতার সমান প্রতিদান করে না, এমন নহে। তুমি কি তাহা জান না যোগেশ? এ হৃদয়-যুগলে এ সকল কি নূতন ভাব? বিস্মৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া ভূত-ঘটনা-সাগরে যতদূর সম্ভব প্রবেশ করিতেছি। দেখিতেছি— সেই তুমি, সেই আমি; হায়! কেন ইহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই? এ হৃদয়ের যদি কিছু স্পৃহণীয় পদার্থ থাকে, তাহা তুমি; যদি কিছু আনন্দের নিলয় থাকে, তাহা তোমার বদন; যদি কিছু সুখ থাকে, তাহা তোমার মধুমাখা কথা। যোগেশ! তুমি দেবতাদুর্ল্লভ সামগ্রী বলিয়াই আমার আজি এত কষ্ট। আমি অদ্য তোমাকে যে সংবাদ দিতেছি, আমার বেশ বিশ্বাস আছে, তাহা তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে না, তাহাতে তুমি অনুমোদন করিবে না এবং তাহা তোমার মর্ম্মে আঘাত করিবে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার অবিচলিত ভক্তি, তোমার মঙ্গলে আমার অন্তরের একান্ত অনুরাগ, তোমার সুখে আমার সুখ প্রভৃতি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধনিচয় আজি এক-বাক্য হইয়া—এই পরামর্শে আমার মতি জন্মাইয়া দিতেছে। তুমি মনকে দৃঢ় কর! আমি মনকে দৃঢ় করিয়াছি—পাষাণে হৃদয়কে গঠিত করিয়াছি। আমি পাষাণী।

মনকে দৃঢ় কর বলিতেছি, কিন্তু মনকে দৃঢ় করা বড় কঠিন। আমার অনুরোধে, যোগেশ, তুমি কি না করিয়াছ? আমার জন্য তুমি কি না কষ্টই পাইয়াছ? আমার অনুরোধে তুমি এ কষ্টও স্বীকার কর। তুমি কত দিন আমাকে বলিয়াছ যে, আমি যাহাতে সুখী হই, তাহা যদি নিতান্ত ক্লেশসাধ্য হয়, তথাপি তুমি তৎ সম্পাদনে পরমানন্দিত হও। আমি জানি, তাহা তোমার মুখের কথা নহে। তুমি আমার পরামর্শে কর্ণপাত করিলে যথার্থই বলিতেছি, আমি সুখী হইব। যোগেশ, আমার এই কথাটি শুনিয়া আমাকে সুখী কর।

যোগেশ! তোমাকে আবার বলি—এ পাপ পৃথিবী আমাদের পবিত্র প্রণয়ের স্থান নহে। তুমি আমাকে শিখাইয়াছ যে এ জীবনের পর আর এক জীবন আছে, তথায় দলাদলি নাই, কপটতা নাই, পাপ নাই। তথায় কেবল পুণ্য, সাধুতা, পবিত্রতা বিরাজ করে। সে কি আনন্দের স্থান যোগেশ! সে স্থানে কি এখন যাওয়া যায় না? তুমি বলিয়াছিলে, সকলকেই সে স্থানে যাইতে হইবে—আর আসিতে হইবে না। কি সুন্দর স্থান! সেই স্থানে আমরা মিলিব! তথায় আমাদের বিবাহ হইবে! এ সংসার-কাননে আমরা প্রজাপতিযুগল হইয়া উড়িতে পাইব না, এখানে আমরা কপোত-কপোতিকা হইয়া বাসা বাঁধিতে পাইব না, এ মক্ষিকাদ্বয় মিলিয়া এখানে স্বতন্ত্র মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে পাইব না, এ শুক-শারীর কথা এ জগৎ শুনিবে না, এ বৃথা আশা ত্যাগ কর যোগেশ! এ জগতে আমাদের সম্মিলন বিধাতার ইচ্ছা নয়।

তুমি আমার জন্য ভাবিও না; তুমি সুখী হইলেই আমার পরম সুখ। আমি জানি, এ জগতে আমাদের সম্মিলন না হইলে, তোমার অনেক মঙ্গল হইবে।—তোমার মঙ্গল অপেক্ষা আমার আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? তোমার কল্যাণকামনায় অদ্য আমি হৃদয়কে লৌহবৎ কঠিন করিয়া, পাষাণবৎ দুর্ভেদ্য করিয়া, বজ্রাধিক ভয়ঙ্কর করিয়া এই কঠোর পরামর্শ লিপি-বদ্ধ করিতেছি। যাহা লিখিতেছি, জানিও, তাহা আমার অন্তরের কথা। আমি ইচ্ছা-পূর্ব্বক, সন্তোষ সহকারে, এই মত স্থির করিয়াছি, অতএব তুমি আমার জন্য ভাবিও না।

আমার জন্য তুমি কোনরূপ অসুখী হইও না; আমি বেশ থাকিব; মনকে প্রবোধ দিব, এ জগৎ আমাদের স্থান নয়। কিন্তু তুমি যদি অসুখী হও, তুমি যদি দুঃখিত ও ব্যথিত হও, তাহা হইলে আর আমার সুখ কোথায়? অতএব তোমার চরণে আমার সানুনয় অনুরোধ, তুমি কদাচ চিত্তকে অস্থির হইতে দিও না। যোগেশ! তোমার জনক আছেন, জননী আছেন, ভগ্নী আছেন; তুমি এতগুলি লোকের লক্ষ্যস্থল—এতগুলি লোকের আনন্দধাম। তোমার চিত্ত প্রশান্ত না থাকিলে, কেবল তুমি

কেন, সকলেই কষ্ট পাইবেন। অতএব যোগেশ, তুমি চিত্তকে স্থির করিও।

আর এক কথা যোগেশ। আর একটি কথা বলিয়া আমার এই কঠোর লিপি শেষ করিব। তোমায় একটি বিবাহ করিতে হইবে। সুশীলা সুন্দরী বালিকাকে তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন তুমি তাহা করিবে না? এক কারণে দুই জনেরই যাতনার আবশ্যক কি? যোগেশ! তুমি বিবাহ করিও। সেই রমণী তোমাকে ভালবাসিবে। তোমাকে স্নেহ করিবে। আমি যখন দেখিব, তুমি একটি সুন্দরী রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছ, আর যখন দেখিব, সেই রমণী তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেছে, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না কালক্রমে যোগেশ, তোমার প্রফুল্লকুসুমবৎ আনন্দময় সন্তান হইবে; তাহারা হাসিতে হাসিতে নাচিয়া বেড়াইবে। আমি তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইব, অন্তরের সহিত ভালবাসিব, মাতৃ-বাৎসল্যে লালন-পালন করিব। যোগেশ! তুমি তাহাদের বলিয়া দিও, তাহারা যেন আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকে। এ সকল আনন্দে তুমি বঞ্চিত হইও না। তুমি বিবাহ করিও—তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

ভাবিও না, যোগেশ! যে আমার হৃদয় তোমার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে। এ হৃদয়ে যাহা আছে, তাহার কথা কি বলিব? তাহা আমি জগৎকে দেখাইতে চাহি না; লোককে শুনাইতে চাহি না। সে অন্তরের ভাব আমি অন্তরে বহন করিয়া সুখী হইব। যিনি জানিবার, তিনিই তাহা জানেন। যোগেশ! তুমিই কি তাহা জান না?

এ জীবনে তোমার সহিত আমার সর্ব্বদা দেখা হইবে; দেখা হওয়াই প্রার্থনীয়। দেখা হইবে কিন্তু পূর্ব্বের ভাব যেন আর কিছু মনে না থাকে। এ সকল কথা স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হউক। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছিল, তাহা যেন তোমায় আমার মনে না হয়। কিন্তু যোগেশ! এ অতুলনীয় প্রণয়, অসীম স্নেহ, অবিচ্ছেদ্য ঐক্য ইহা কি ভাসিয়া যাইবে? না, তাহা অসম্ভব; জীবন যাইবে, তথাপি এ স্বর্গীয় প্রবৃত্তি সমস্ত লোপ পাইবে না। ঈশ্বর করুন, যেন তাহা চিরদিন সমান থাকে। তোমার সহিত আমার সতত সাক্ষাৎ হইবে যোগেশ! কিন্তু তুমি আমাকে স্নেহময়ী ভগ্নী বলিয়া ভাবিও; আমি তোমাকে পরম ভক্তিভাজন অগ্রজ বলিয়া ভাবিব। তাহাতেই আমার আনন্দ হইবে; তাহাতেই আমি সুখী থাকিব। এ কথা যোগেশ, কখন ভুলিও না।

এ জগতে তুমি ভিন্ন আর কেহ আমার এ পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না; সুতরাং জানিও যোগেশ, তোমার আদরের, তোমার স্নেহের বিমলা তোমা ভিন্ন আর কাহারও নহে; আর কাহারও হইবে না। সংসার আমাদের বিরোধী হউক, সমাজ আমাদের পবিত্র আশা-লতাকে বিদলিত করুক, এ পাপ পৃথিবী আমাদের স্বর্গীয় সুখের যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতা করুক,—আমাদের অন্তরের ভাব কেহ মুছিয়া দিতে পারিবে না; তাহার ধ্বংস হইবে না। এখন না হউক, যে কোন কালে তাহা জয়লাভ করিবে। সেই হৃদয়ের অতি পবিত্র ভাব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, আর তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, তোমার মধুমাখা কথা সকল স্মরণ করিয়া, আমি পরম সুখে জীবন কাটাইব। এ জীবনে তাহাই আমার সুখ।

আর কিছু লিখিব না। লেখা তো সুখের নয়। আমি হৃদয়কে আশ্বস্ত করিয়াছি, তুমিও তাহাই কর।

তোমারই
বিমলা।"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। পত্র-হস্তে সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় যোগেশ সেই স্থলে বসিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মূল।

কেন বিমলার সহিত যোগেশের বিবাহ হইতে পারে না? কেন বিমলা অদ্য চিরসেবিত প্রণয়-পাদপের বিরোধে খড়্গ-ধারণে উদ্যত? এ প্রণয়ি-যুগল কে? ইহাদের প্রণয়মধ্যে কি রহস্য আছে? এ সকল কথা এই স্থলেই পাঠকগণকে বিদিত করা

বিধেয়। উপস্থিত দুই পরিচ্ছেদ তাহাতেই পর্য্যবসিত হইবে।

বিমলার পিতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় নিরতিশয় নিঃস্ব ছিলেন। অবন্তীপুরে থাকিয়া জীবিকা-পাত করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি সম্পত্তির অনুসন্ধানে কলিকাতায় আইসেন; তখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র। পিতা স্থবির ও অক্ষম, মাতাও বৃদ্ধা। তাঁহাদের ক্লেশ-নিবারণার্থ বালক রামকুমার নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। পিতার যত দিন সাধ্য ছিল, স্বয়ং পুত্রকে যথাসাধ্য লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। রামকুমার পিতার নিকট ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কাজ কর্ম্ম হইবে ভাবিয়া, রামকুমার কলিকাতায় আসিলেন বটে, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ কাজ-কর্ম্ম দূরে থাকুক, কলিকাতায় উদরান্নের সংস্থান হওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে রামকুমার এক জন ভদ্র মুৎসুদ্দির সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার অধীনে মাসিক ৮৲ আট টাকা বেতনে এক সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। রামকুমার অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন বালক ছিলেন। অতি সহজেই প্রভুর সন্তোষজনক কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রভুও বড় ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। নিঃসহায় ব্রাহ্মণ-সন্তান রামকুমারের উপর দয়া করিয়াই তিনি তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে যখন রামকুমার যথোচিত নিপুণতা সহকারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রামকুমারের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ক্রমে রামকুমারের বেতন ২০৲ কুড়ি টাকা হইল। এক দিন তাঁহার প্রভু বলিলেন, —"ইংরাজী না জানিলে আর উন্নতি হইবে না; অতএব রামকুমার, তুমি একটু ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ কর।" রামকুমার, প্রভুর উপদেশবশবর্ত্তী হইয়া, ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার বৎসরেক পরে রামকুমারের পিতৃবিয়োগ হইল। নিরতিশয় কাতরভাবে রামকুমার বাটী গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া আসিলেন। কার্য্য সম্পন্ন করিতে তিনি কিছু ঋণী হইয়া পড়িলেন। পর বৎসর রামকুমারের মাতৃদেবী গঙ্গালাভ করিলেন। যথাবিহিত কার্য্য সম্পন্ন হইলে তাঁহাকে আরও ঋণগ্রস্ত হইতে হয়, এ জন্য তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ ব্যয়বাহুল্য করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ফলতঃ পুনরায় কর্জ্জ করাও অসম্ভব। পূর্ব্ববারেই রামকুমার প্রভুর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন,—পুনরায় তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করার সুবিধা হইল না। রামকুমার প্রভুর নির্দেশবশবর্ত্তী হইয়া সংক্ষেপে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। তথাপি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ঋণ-জালে বদ্ধ হইতে হইল।

রামকুমার কলিকাতায় আসিলেন। সংসারে তাঁহার আর কেহ থাকিল না। পিতৃমাতৃহীন রামকুমার পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; পুনরায় একমাত্র আশ্রয়স্থল, দয়াবান্ প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া প্রভু তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করাইলেন। পরে রামকুমার পূর্ব্ববৎ যত্নসহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। ইংরাজীতেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময় রামকুমারের প্রতিপালক চেষ্টা সহকারে একটি সৎপাত্রী অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার বিবাহ দেওয়াইলেন। বিবাহ কলিকাতা হইতে নির্ব্বাহিত হইল। তখন রামকুমারের বয়স ছাব্বিশ বর্ষ। তাঁহার পত্নী দ্বাদশবর্ষীয়া। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক কন্যা-সন্তান প্রসব করিলেন।

প্রভুর যত্নে রামকুমার বিলক্ষণ উন্নতিশালী হইয়া উঠিলেন; তাঁহার আয়ও সংবর্দ্ধিত হইল। যথাকালে রামকুমার প্রভুকে বলিলে, 'কন্যার অন্নপ্রাশন নিজ-নিবাসে না দিলে ভাল দেখাইবে না, লোকেও নিন্দা করিবে।' তাঁহার প্রভু প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রামকুমার যথাসাধ্য সমৃদ্ধি সহকারে অবন্তীপুরে আসিয়া কন্যার অন্নপ্রাশনব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। কন্যার নাম হইল বিমলা।

বিবিধ কারণে রামকুমার অতঃপর স্ত্রী কন্যাকে কলিকাতার বাসায় না রাখিয়া অবন্তীপুরে রাখা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন তাঁহার প্রভুও এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। অবন্তীপুরে রামকুমারের এক সহৃদয় অকপট মিত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য। সেই মিত্রের নাম গঙ্গাগোবিন্দ। গঙ্গাগোবিন্দ নিঃস্ব ছিলেন না। পল্লীগ্রামে

দোল-দুর্গোৎসব করিয়া চলে, তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল। গঙ্গাগোবিন্দের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। সেই পুত্র যোগেশ। যোগেশ জ্যেষ্ঠ। তাঁহার সহোদরার সহিত উপস্থিত আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে। তাঁহার নাম সরমা।

গঙ্গাগোবিন্দ রামকুমারের স্ত্রী-কন্যাকে যথোচিত যত্ন ও তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। যখন রামকুমারের পরিবার যোগেশের পিতার যত্নাধীনে পরিরক্ষিত হইল, যোগেশ তখন নিতান্ত বালক। যোগেশ সতত রামকুমারের বাটীতে যাতায়াত করিতেন, প্রায়ই তথায় আহার ও শয়ন করিয়া থাকিতেন। রামকুমারের স্ত্রী যোগেশকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। যোগেশের বাল্যাবস্থার কথা বড় মিষ্ট ছিল; যে শুনিত, সে মুগ্ধ হইত। বিমলা তখন এক বছরের। বিমলা কাঁদিলে, যোগেশ সান্ত্বনা করিতেন, যাহাতে বিমলা সর্ব্বদা হাসে, তাহার চেষ্টা করিতেন; বিমলাকে বড় ভাল বাসিতেন।

বৎসরত্রয় পরে ইংরাজী অধ্যয়নার্থ যোগেশকে রামনগরে প্রেরণ করা হইল। অধিক দূরদেশে গিয়া বা অসৎসংসর্গে মিশিয়া বা অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া যোগেশ অর্থোপার্জ্জন করিবে, এ আশায় গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে ইংরাজী-শিক্ষিত করেন নাই। ভদ্র-সন্তানের বিদ্যাই ভূষণ, এই বিশ্বাসে তিনি পুত্রকে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য করিতে উদ্যোগী হন। যোগেশের সোদরা সরমাও যোগেশের ন্যায় সতত রামকুমারের বাটী যাইতেন। যোগেশ অপেক্ষা তাঁহার বয়স দুই বৎসর কম। এইরূপে উভয় পরিবার অভেদাত্মা হইয়া কাল কাটাইতে থাকিলেন। এইরূপ স্থলে আত্মীয়তা ঘনীভূত হইবার কথা।

কলিকাতা হইতে অবন্তীপুর যাইবার সহজ উপায় ছিল না; যাতায়াতে বিলম্ব ঘটিত। এজন্য রামকুমার সতত বাটী আসিতে পারিতেন না; সময় ও সুবিধা হইলেই আসিতেন। মাসে একবার আগমন ঘটিয়া উঠিত। তিনি আসিয়া পরিবারের যেরূপ যত্ন হইতেছে দেখিতেন, তাহাতে বুঝিতেন যে, তত যত্ন করিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। ফলতঃ পরিবারকে এরূপে পৃথক্ রাখিয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ক্রমে বিমলার বয়স নয় বৎসর হইল। তাঁহার রূপরাশি অতুলনীয় হইয়া উঠিল; স্বভাব যৎপরোনাস্তি মনোরম হইতে লাগিল; গুণের সীমা রহিল না; রূপে গুণে বালিকা বিমলা সকলের লোচনানন্দদায়িনী ও সন্তোষবিধায়িনী হইয়া উঠিলেন। পরিচিতের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসিত না, এরূপ লোক ছিল না। যে একবার তাঁহাকে দেখিত, সে আবার বার বার তাঁহাকে দেখিতে চাহিত। যে একবার তাঁহার কথা শুনিত, সে পুনরায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত ব্যাগ্র থাকিত। বিমলা নারীজাতির ভূষণস্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

যোগেশ সর্ব্বদা বাটী আসিতেন। বাটী আসিয়া যে কয়দিন থাকিতেন, তাহার অর্দ্ধাধিক কাল বিমলাদের বাটীতেই অতিবাহিত হইত। বিমলার মাতা লেখা-পড়া জানিতেন। কন্যাকে কিঞ্চিৎ লেখা-পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যোগেশ বাটী আসিয়া বিমলার লেখা-পড়ার পরীক্ষা করিতেন; মাতার যাহা সন্দেহ থাকিত, তাহার নিবারণ করিতেন, নূতন পাঠ দিতেন এবং নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। ফলতঃ এইরূপে যোগেশ ও বিমলার হৃদয়মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা বদ্ধমূল হইল। সমসুর-বদ্ধ সুমিলিত বাদ্যযন্ত্র-সমূহের ন্যায় তাঁহাদের বিশেষ একতা জন্মিল। উভয়ের হৃদয় এক কেন্দ্রাভিমুখে পরিধাবিত হইতে লাগিল। এক উদ্যানে সমভাবাপন্ন যুগল কুসুমের ন্যায়, উভয়ে বিশ্বোদ্যান সুশোভিত করিতে লাগিলেন। বিমলা বালিকা—বয়স নয় বৎসর। যোগেশ বালক—বয়স ষোড়শ বর্ষ, কি আশ্চর্য্য নৈসর্গিক নিয়ম! প্রণয় কাহাকে বলে, তাহা জানা নাই, ভালবাসা কিসে প্রকাশ হয়, তাহার বোধ হয় নাই, যৌবনের লীলা কি, তাহার জ্ঞান নাই, কোন কার্য্যেই পার্থিব কৃত্রিমতা বা বিকার বিমিশ্রিত নাই, তথাপি স্বভাব তাঁহাদের হৃদয়-নিকতনে পরম পবিত্র মমতা, স্নেহ ও প্রীতি পরিস্থাপিত করিল; তৎপ্রভাবে উভয়ের উভয়কে দর্শনে আনন্দ, অদর্শনে বিষাদ। ইহাই পবিত্র প্রকৃত প্রণয়ের ভিত্তি। এই মোহাদি-পরিশূন্য স্বাভাবিক প্রণয় চিরস্থায়ী—অপার্থিব সম্পত্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাণ্ড।

অবন্তীপুরের জমীদার বরদাকান্ত রায় সমাজের নেতা ও দলপতি। জমীদারীর মধ্যে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অবিসংবাদিত প্রভুত্ব। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামে এক উচ্চশ্রেণীর জীব তাঁহার শ্যালক। এই ব্যক্তি জাতিবিষয়ে ও কুলসম্বন্ধে যাহাই হউন, অন্যান্য বিষয়ে একটি মহারত্ন। তাঁহার আকৃতি চমৎকার; শরীরটি যেন আল্‌কাতরা-মাখান কাষ্ঠবিশেষ; চক্ষু কোটরগত। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর অন্যান্য অবয়ব অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও কেবল উদর সমস্ত অভাব সংকুলান করিয়াও অতিরিক্ত পরিমাণে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কখন পাঠশালায় যান নাই, সুতরাং উদরে বর্ণমালার প্রথম অক্ষরও প্রবেশ করে নাই। তাঁহার বয়স অনূ্যন ত্রিংশ বর্ষ। তিনি গুলী খাইতেন, যখন গুলীর নল দিয়া আড্‌ডায় বসিয়া রামকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্গফললাভের পন্থা অন্বেষণ করিতেন, তখন কে যেন পিপায় চোঙ্গ লাগাইয়া আলকাতরা ঢালিতেছে বোধ হইত। রামকৃষ্ণ কথাগুলি পরিষ্কার বলিতে পারিতেন না, কিছু বাধিয়া যাইত। তাঁহার গজদন্ত প্রভৃতি নানা রকমের চারিপাটী দাঁত আকর্ণ-বিস্তৃত ছিল, তাহাদের ঢাকিয়া রাখা তাঁহার সাধ্যাতীত; কাজেই সতত রামকৃষ্ণের হাস্যমুখ। হরিদ্রা-বর্ণের ছাতাপড়া দাঁত সর্ব্বদা বাহির হইয়াই থাকিত। রামকৃষ্ণ ধনবানের শ্যালক; সুতরাং তিনি বড়লোক। অবশ্য এই ঘৃণিত ব্যক্তির সহিত দেবীসম-রূপ-গুণ-সম্পন্না বিমলার বিবাহ নিমিত্ত জমীদার বরদাকান্ত রামকুমারের নিকট প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য, রামকুমার তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও কুপিত হইলেন।

এই সময়ে বিমলার সহিত যোগেশের বিবাহ হইলে বড় সুখের বিষয় হয় ভাবিয়া, উভয় পক্ষই মনে মনে তাহার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এ যুগলকে দেখিয়া কে তাহা মনে না ভাবিয়া থাকিতে পারে? নির্ম্মল নির্ঝরবৎ যে দুই জীবন-স্রোত, স্বভাব-শৈল-নিঃসৃত হইয়া সমভাবে নাচিতে নাচিতে, খেলিতে খেলিতে, অনন্ত সমুদ্রবৎ অনন্ত কালাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; যে দুই সুকুমার প্রসূন সমভাবে ফুটিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে; যে দুই বালক-বালিকার একের আনন্দ, উৎসাহ, আহ্লাদ, উন্নতি, হাস্য, রোদন প্রভৃতি অপরের সহিত সংবদ্ধ; তাঁহাদের পরস্পরের চিরন্তন সম্মিলন কাহার না স্পৃহণীয়? উভয় পক্ষই এই যুগলের বিবাহ কামনা করিতে লাগিলেন। কোন পক্ষই, পাছে অমত হয় ভয়ে মনের কথা অপর পক্ষকে জানাইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু এরূপ কথা চাপিয়া রাখা সুকঠিন; কথা চাপা থাকিল না। রামকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব জানিতে পারিলেন। আনন্দের সীমা রহিল না, বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গেল। তাহার পর হইতে রামকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়ে উভয়কে বৈবাহিক সম্বোধনে সম্ভাষিত করিতে লাগিলেন। আত্মীয়তা আরও দৃঢ় ও গাঢ় হইল।

বিমলা বালিকা। বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ অল্প-বয়স্কা বালিকাদের সংস্কার অতি অপূর্ব্ব। কতকগুলি লোকজন সমবেত হইবে এবং গোলমাল করিয়া গ্রাম তোলপাড় করিবে; নানাবিধ বাজনা-বাদ্য বাদিত হইয়া লোকজনকে অস্থির করিয়া তুলিবে, ভোজ-ফলারে বিস্তর লোক আসিয়া উদর পূরিয়া আহার করিবে। অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক ব্যক্তি পুরোহিতের নিদেশমত বাক্য উচ্চারণ করিবে; বিবিধ রঞ্জিত বস্ত্র ও অলঙ্কারে শরীর সমাচ্ছন্ন হইবে, এইরূপ ব্যাপারের নাম বিবাহ। বিমলার বিবাহ বিষয়ে জ্ঞান প্রায় এইরূপ। এরূপ জ্ঞানহীনা বালিকাকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করা বিধেয় কি না, তাহার উত্তর সামাজিক নিয়ম-নিয়ন্তৃগণ বলিতে পারেন। বিমলা জানিতেন, বিবাহ আর যাহা কেন হউক না, তাহা কলহ নহে। যোগেশের সহিত কলহ-মনান্তর ব্যতীত যাহা হউক না কেন, তাহাতেই আনন্দ। সুতরাং যোগেশের সহিত বিবাহ হইবে ভাবিয়া বিমলার আনন্দ; যোগেশের আনন্দ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়, অপেক্ষাকৃত সারবান্। বিবাহ স্থির হইয়া গেল। সকলেই পরমানন্দিত।

রামকৃষ্ণের সহিত বিবাহে অমত হওয়ায়, বরদাকান্ত বিরক্ত হইয়া এত দিন চুপ করিয়া ছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার বিরক্তিতে ভীত হইয়া অতঃপর রামকুমার বিবাহে অমত করিবেন না। তাহা হইল না, অধিকন্তু বিমলার অন্য সম্বন্ধ হইতেছে

শুনিতে পাইয়া, বরদাকান্ত পুনরায় সকোপে আজ্ঞা করিলেন,—"অনতিবিলম্বে রামকৃষ্ণের সহিত বিমলার বিবাহ দিতেই হইবে। তাহার অন্যথা হইলে আমি যথাসাধ্য দণ্ড দিব।" গঙ্গাগোবিন্দের সহিত রামকুমার পরামর্শ করিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি ঘোর বিরক্তির সহিত এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বরদাকান্তের প্রস্তাব রামকুমার এককালে উপেক্ষা করিলেন। বরদাকান্ত ন্নৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া স্থির করিলেন, 'আমার কথা শুনিল না, দেখিব, কোন্ বেটা তাহার কন্যাকে বিবাহ করে।' বরদাকান্তের আদেশক্রমে গ্রামে রামকুমার অচলিত, একঘ'রে ও সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার অপরাধ? নৃশংসের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, অপত্যস্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন না। এ কি সহজ পাপ? ইহারই নাম বঙ্গীয় সমাজ-শাসন? তুমি বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র-সম্পাদক! একতা, ভ্রাতৃভাব, উন্নতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও স্বাধীনতার ধুয়া ধরিয়া চীৎকারে মেদিনী অস্থির করিতেছ, আপনার কণ্ঠও বিদীর্ণ করিতেছ। ফল কি হইতেছে? অরণ্যে রোদন। কেবল রাজধানী বা তদ্বৎ উন্নত স্থানে স্বকীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিও না। পল্লীগ্রামে দৃষ্টিসঞ্চালন কর, তাহার পর একতা ও স্বাধীনতার ধুয়া তুলিও।

রামকুমারের কন্যার বিবাহ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। গঙ্গাগোবিন্দ গ্রামমধ্যে অসম্ভ্রান্ত বা সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁহারও ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সে প্রভুত্ব ও সে ক্ষমতা বরদাকান্তের অপেক্ষা অনেক কম। লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু বরদাকান্তকে লোকে ভয় করিত, ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে সম্মান করিতে হইত, যে না করিত, তাহার নিকট হইতে জোর করিয়া সম্মান আদায় করা হইত, লোককে ভয়ে, স্ব স্ব সুখ-শান্তি উপেক্ষা করিয়াও বরদাকান্তের মন যোগাইতে হইত। গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি লোকের আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার বিপদে লোকে ক্ষুব্ধ হইত, সম্পদে আন্তরিক আনন্দিত হইত, কিন্তু অসাধু, ক্ষমতাশালী, অদূরদর্শী জমীদারের বিরাগাশঙ্কায় দুর্ব্বল প্রজাগণ সতত মনের কথা গোপন করিয়া রাখিত। সেই জন্যই বরদাকান্তের অপেক্ষা গঙ্গাগোবিন্দের ক্ষমতা অনেক কম। রামকুমার সমাজচ্যুত হইলেন; গঙ্গাগোবিন্দ তৎ-প্রতিবিধানার্থ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল; জমীদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহারও সাহস হইল না। রামকুমার সমাজচ্যুত হইয়াই রহিলেন।

যোগেশের সহিত বিমলার বিবাহের আপাততঃ আর উচ্চবাচ্য হইল না। মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও গঙ্গাগোবিন্দ নানারূপ অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া অগত্যা বাসনা প্রকাশ করিলেন না; অথচ পুত্রের অন্যত্র বিবাহ দিবারও কোন চেষ্টা করিলেন না; ঘটনাবলী সময়ক্রমে কিরূপ দাঁড়ায়, তিনি ধীরভাবে তাহাই দেখিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রামকুমারও সাহস করিয়া গঙ্গাগোবিন্দের বিবাহের কোন কথা উল্লেখ করিতে পারিলেন না। গ্রামান্তরে অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়াও রামকুমারের পক্ষে অসম্ভব। যে বিবাহ করিবে, গ্রামস্থ জনগণের নিকট হইতে পাত্রীর কুল ও বংশাদি-বিষয়ক বিশেষ সন্ধান না লইয়া, সে কখনই বিবাহ করিবে না। কুল-বংশাদি নিখুঁত হইলেও রামকুমার সমাজচ্যুত; তাঁহার কন্যা কে বিবাহ করিবে? বিমলার এত সৌন্দর্য্য, এমন সুশিক্ষা, এমন শান্ত-স্বভাব, এত উদারতা, এত প্রসাদ, তাহার পরিণাম কি হইল? উপায়াভাবে এইরূপেই দিন কাটিতে লাগিল।

"বিপদ্ কখন একাকা আইসে না," এ সত্য যিনি প্রথম ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তিনি মানবজীবন-ক্ষেত্রসম্ভূত ঘটনাকলাপের প্রকৃতি সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কলিকাতায় রামকুমারের প্রভু জ্বর-বিকার রোগে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। রামকুমার পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রভুর নিকট আরও কিছু টাকা জমাইয়াছিলেন। অন্তিমকালে প্রভু তৎসমস্ত রামকুমারকে দিলেন। বিদেশে টাকা-কড়ি লইয়া বিব্রত হইতে হইবে ভাবিয়া, রামকুমার সঞ্চিত অর্থ সমস্ত গঙ্গাগোবিন্দের নিকট রাখিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—'ভ্রাতঃ! আমার নিকট যে টাকা রাখিলে, তুমি খরচ না পাঠাইলেও তাহার আয়ে তোমার সংসার সুচারুরূপে চলিতে পারিবে।' রামকুমার সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন।

কাল কাহারও বাধ্য নহে। সংসার আমাদের

যত গর্ব্ব, যত অহঙ্কার, যত আশা, যত লোভ, সমস্তই আকাশ-কুসুমবৎ অলীক; মানব সংসার-সমুদ্র-বক্ষে জল-বুদ্বুদ। এই ভাসিতেছে, এই নাচিতেছে—এই নাই। রামকুমারের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। প্রভুর মৃত্যুর সপ্তাহদ্বয় পরে রামকুমার দুরন্ত ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইলেন। তিনি অনেকের প্রিয় ছিলেন। অনেকে ব্যথিত হইয়া তাঁহার রোগোপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুই হইল না। তিন দিন পরে রামকুমার স্ত্রী, কন্যা, অর্থ-লিপ্সা, অর্জ্জন-স্পৃহা প্রভৃতি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন; আসন্নকালে স্ত্রী-কন্যার সহিত রামকুমারের শেষ সাক্ষাৎ হইল না। কয়েক দিনমধ্যে নিদারুণ সংবাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। এই বিপদ-বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাদের কি অবস্থা হইল, তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ, যোগেশ ও সরমা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ এই বিপদের সময় বিবিধ প্রকারে বিমলা ও তাঁহার জননীর চিত্তে শান্তি ও প্রবোধ বিধান করিতে লাগিলেন। তখন বিমলার বয়স বারো বৎসর। যোগেশের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ।

কালে সকলই মন্দীভূত হয়। স্বামি-পুত্রবিহীনা অনাথাও কালে হাসে, আশা ভঙ্গ-জনিত ঘোর মনঃক্লেশ সংবরণ করিয়া কালে নবীনা প্রেমোন্মত্তা কামিনী পুনরায় আমোদে যোগ দেয়। কালে বিমলা ও তাঁহার জননীর শোক কমিয়া আসিতে লাগিল। রামকুমারের উপার্জ্জিত অর্থের আয়ে তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের ভাবনা ছিল না; গঙ্গাগোবিন্দের যত্নের ক্রটি ছিল না। বিমলা ও তাঁহার গর্ভধারিণীর সন্তোষসাধনই যোগেশের ব্রতস্বরূপ ছিল।

ক্রমে বিমলা যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যোগেশ রামনগরের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাটী আসিলেন। বাটী আসিয়া বিমলাদের আবাসে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। চিরসঞ্চিত প্রণয় আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। যৌবনাগমে তাহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করিল। যুবক-যুবতী বিবাহের কথা এক দিনও ভুলেন নাই। বিবাহ কি, তাহা তাঁহারা এক্ষণে সম্যক প্রকারে বুঝিয়াছেন। কেন বিবাহ হইতে পারে না, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। ইংরাজী শিক্ষিত ও উন্নতিশীল হওয়ায় যোগেশের চক্ষুতে বিবাহ বিষয়ে কোনই প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইল না। তিনি কৌশলে পিতার অভিপ্রায় জানিলেন। জানিলেন, দুর্দান্ত পশু-প্রকৃতি জমীদারের ভয় ব্যতীত বিবাহ-সম্বন্ধে তাঁহার অন্য কোন আপত্তি নাই। যোগেশ তাদৃশ জমীদার-ভীত নহেন। যোগেশের বিশ্বাস, দেশ অরাজক নহে; আইন আছে, পুলিস আছে, সুশাসন আছে; কে কাহার কি করিতে পারে? এক দিন কথাপ্রসঙ্গে যোগেশ বিমলার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। বুঝিলেন,—বিমলার কোনই অমত নাই এবং তাঁহার তাহাই হৃদয়ের একান্ত বাসনা, কেবল তজ্জন্য পরিণামে যোগেশ কষ্ট পাইবেন, এই আপত্তি। যোগেশ উহাকে নানারূপে বুঝাইলেন। বিমলা নীরবে সমস্ত শুনিলেন। যোগেশ ভাবিলেন, বিমলা সমস্ত বুঝিয়া মৌনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মহানন্দে ভাসমান হইয়া যোগেশ সময়পাত করিতে লাগিলেন। সপ্তাহদ্বয় পরে বিমলা তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। সে পত্র পাঠক মহাশয় দেখিতে পাইয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমি তোমারই।

সে এ সংসারের কে? যাহার হৃদয়ে মনুষ্য-জীবনের সার সম্পত্তি প্রণয় নাই, সে এ সংসারের কে? প্রণয়, মমতা, আত্মীয়তা, মায়া প্রভৃতি মানবহৃদয়ের উচ্চবৃত্তি সমস্ত যাহার অন্তরে স্থান পায় নাই, বুঝিতে পারি না, সে এ সংসারের কে? তুমি কন্দমূলফলাশী, ধবল-জটাকেশ-সমন্বিত মহর্ষি হইতে পার, তোমার ধর্ম্মজ্ঞান অতি নিষ্কলঙ্ক ও তোমার নৈতিক উন্নতি অতি উচ্চ; কিন্তু তুমি এ সংসারের কে? তুমি আসিয়া সংসারের কি অধিক উন্নতি হইল? তোমার জীবন জগতের কি কাজে লাগিল? সংসারের হিতার্থে যাহার জীবনের এক দিনও পর্য্যবসিত হইল না, বিপন্নের বিপদ-মোচনার্থ যাহার হৃদয় এক দিনও বিগলিত হইল না, সংসারের অসংখ্যবিধ প্রলোভন সমস্তের একটিও যাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, তাহার হৃদয় পাষাণ—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, তাহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা

বিহিত কি না, তাহা বিশেষ বিচার্য্য! ফলতঃ প্রণয়াদির কমনীয় প্রবৃত্তিসমূহ মনুষ্য-হৃদয়ের ভূষণ। স্বেচ্ছায় সেই ভূষণ সমস্ত পরিশূন্য হওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। যে তাহা করে, সে কদাচ প্রশংসনীয় নহে। তোমাকে বিশ্বাস কি? তোমার দয়া নাই, স্নেহ নাই, সৌহৃদ্য নাই; তোমাকে বিশ্বাস কি? কেহ কেহ তোমাকে পরম জিতেন্দ্রিয় ও অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা বরং চোর বা নরহন্তাকে বিশ্বাস করিতে পারি, তথাপি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের উপস্থিত গ্রন্থের নায়ক উল্লিখিতরূপ জিতেন্দ্রিয় বা ধার্ম্মিক নহেন। তিনি বিমলার সদিচ্ছাপ্রণোদিত, কিন্তু অসুখ-বিষ-পরিপূর্ণ অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া হৃদয়ের চিরদিনের আশা-ভরসা বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। ভাল বল, মন্দ বল, তাঁহার হৃদয় বিমলার অনুরোধ শুনিল না। কয়দিন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া তিনি পুনরায় বিমলার নিকট গমন করিলেন। পাঠক! এ প্রণয়িযুগল আপনাদের অনাগত জীবনের কি ব্যবস্থা করিতেছিলেন, শুনি গিয়া চলুন।

বিমলার সেই প্রকোষ্ঠ। বিমলা সেই খট্টায় উপবিষ্টা, যোগেশ দাঁড়াইয়া। উভয়ের দক্ষিণ হস্ত পরস্পর নিবদ্ধ। নিবদ্ধ হস্তযুগলের উপর বিমলার বদনমণ্ডল। বিমলার নেত্র-নিঃসৃত অশ্রু-বারি হস্ত বহিয়া তাঁহারই বস্ত্রে পড়িতেছে। বিমলা কাঁদিতেছেন।

বহুক্ষণ পরে যোগেশ কহিলেন,—"বিমলা! আমার যাহাতে ভাল হয়, তৎপ্রতি কি আমার দৃষ্টি নাই? স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে আমি কি অন্ধ?"

বিমলা সেইরূপ ভাবেই বলিলেন,—"আমি তা বলিতেছি না। তোমার বুদ্ধি আমার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক। তবে আমি এই জানি যে, ভালবাসায় মনুষ্যকে অন্ধ করে। তুমি আমাকে অপরিমিত ভালবাস, হয় তো সেই ভালবাসাই তোমাকে স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে অন্ধ করিতেছে।"

যোগেশ বলিলেন,—"আমি কয়দিন নিরন্তর সমস্ত কথা ভাবিয়া দেখিয়াছি। বুঝিয়াছি, তোমা ছাড়া হইয়া রাজপদও আমার পক্ষে অতিশয় দুঃখকর ও বিষাদময়।"

বিমলা কহিলেন,—"আমি তো ঐ জন্যই বলিতে ছিলাম যে, ভালবাসায় মনুষ্যকে স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে অন্ধ করে। ভালবাসাই তোমাকে অন্ধ করিতেছে।"

যোগেশের মূর্ত্তি গম্ভীর হইল। তিনি কহিলেন, —"বিমলা! তবে তোমার মত কি? তুমি কি বল, এত আশা, এত ভরসা সমস্তই লয় হউক। এত স্নেহ-মমতা সমস্তই শূন্যে মিশিয়া যাউক?"

বিমলা নীরব। যোগেশ ক্ষণেক পরে পুনরায় কহিলেন, "যদি তোমার তাহাই অভিপ্রায় হয়, হউক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তোমার অভিপ্রায়ের বিরোধী কার্য্য করা আমার কদাচ ইচ্ছা নহে। কিন্তু তোমাকেই অনুরোধ করি, তুমিই বল দেখি, তাহা কি সম্ভব?"

বিমলা কহিলেন,—"উপায় কি? যোগেশ! তাহা ভিন্ন আর উপায় কি?"

যোগেশ বিষণ্ণ হাস্য সহকারে কহিলেন,—"কি আশ্চার্য্য কথা! উপায় নাই বলিয়া অসম্ভব ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা বাতুলের কার্য্য। আর কেনই বা উপায় নাই বিমলা? আমি তোমাকে বলিতেছি, বিবাহ হইলে আমার কোনই বিপদ হইবে না।"

বিমলা বিষণ্ণস্বরে ও নিরাশ-দৃষ্টি সহকারে কহিলেন,—"না না যোগেশ! তুমি ও কথা বলিও না। আমি বিশেষ শুনিয়াছি, এ হতভাগিনীর সহিত বিবাহ হইলে তোমাকে আজীবন কষ্ট পাইতে হইবে।"

যোগেশ বলিলেন,—"কেন হইবে? এক জন ধর্ম্মজ্ঞানহীন অবিবেচক লোকের অত্যাচারভয়ে আমরা কেন জীবনের সকল সুখ বিসর্জ্জন করিব? ভাবিয়া দেখ বিমলা, আমরা কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছি না; অকারণ, কাহারও অনিষ্ট করিতেছি না, কাহাকেও অনর্থক মর্ম্মপীড়া দেতেছি না, তবে কেন আমরা কাহার ভয়ে ভীত হইব? ভগবান্ আছেন। তিনি দেখিতেছেন, আমাদের কোন অপরাধ নাই। তবে আমরা মনুষ্যের শাসনে ভয় করিব কেন?"

বিমলা বলিলেন,—"সে যে অতি পরাক্রান্ত। সে ইচ্ছা করিলে আমার অশেষ অনিষ্ট করিতে পারে! সে যে তাহা করিবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।"

যোগেশ কহিলেন,—"অসম্ভব নহে; কিন্তু সে

যাহাই কেন করুক না, তাহার প্রতীকার নাই, এমন নহে। আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইব, রাজদ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিব, স্বকীয় শক্তিতে তাহার উৎপীড়ন নিরুদ্ধ করিতে না পারিলে পরের সহায়তা গ্রহণ করিব। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিব কেন ?"

বিমলা নীরব। অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন,—"সকলই কঠিন—সকলই দুষ্কর—সকলই অসাধ্য।"

যোগেশ বলিলেন,—"আবার সেই কথা! তবে তোমার পরামর্শমতে এক্ষণে সমস্ত বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়ঃ ?"

বিমলা বিনত মস্তকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তা পার না কি ?"

যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি পার ?"

বিমলা নীরব। যোগেশ সাগ্রহে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল বিমলা, মনের কথা ব্যক্ত কর।"

মৃদু সলজ্জ স্বরে বিমলা উত্তর দিলেন,—"না—হাঁ—কিন্তু কি করিব ?"

যোগেশ প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত নেত্র হইয়া কহিলেন,—"কি করিবে ? করিবার শত সহস্র উপায় আছে। কোন উপায় না হয়, তখন উভয়ে একযোগে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু এ সাধের আশা আমরা কেন ত্যাগ করিব ? বিমলা, তোমার কথায় বুঝিতেছি, এ ভালবাসা ভুলিয়া থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি যাহা বিস্মৃত হইতে পার না, আমি যে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব, এরূপ অনুমান কেন করিতেছ ?"

বিমলা পূর্ব্ববৎ ভাবে কহিলেন,—"তুমি পুরুষ।"

যোগেশ কহিলেন,—"কোমল কমনীয় কামিনী-হৃদয় যাহা সহ্য করিতে পারে না, পুরুষ অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাবলে তাহা সহিতে পারে, এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এরূপ অবস্থাপন্ন প্রণয় বিস্মৃত হওয়া মনুষ্য-সাধ্যের অতীত। যাহা জীবনের সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, দেহের অস্থিমজ্জার সহিত যাহা বিমিশ্রিত হইয়াছে, শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে রক্তের সহিত যাহা বিচলিত হইয়াছে, এরূপ অতি অমূল্য প্রণয়ের কথা বিস্মৃত হওয়া কদাচ মনুষ্যের সাধ্য নহে। মনুষ্যের সাধ্য হইলেও কদাচ আমার সাধ্য নহে। জ্বলন্ত পাবকে সহাস্যে প্রবেশ করা যায়, অতি প্রিয় জীবন অনায়াসে ত্যাগ করা যায়, গরল-উদ্গারী সর্পকে স্বেচ্ছায় চুম্বন করা যায়, তথাপি তোমাকে বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যাতীত। তোমার কোন্ দিনের কোন্ কথাটি ভুলিব বিমলা ? তোমার আশৈশব জীবনের সমস্ত ব্যাপার যেন অধুনা আমি চিত্রিত পটের ন্যায় সম্মুখে দর্শন করিতেছি। সে সমস্ত কি মধুর, কি সরল, কি আনন্দ-বিধায়ক ! বিমলা, তোমার মনে পড়ে কি না বলিতে পারি না, সেই এক দিন তুমি "মেঘনাদবধ কাব্য" অধ্যয়ন করিতেছিলে। তখন তোমার বয়স নয় বৎসর। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছিলাম। অশোক কাননে সীতা ও সরমা কথোপকথন করিতেছিলেন। স্থানটি গ্রন্থমধ্যে অতি মনোরম। আমি অনুরাগের সহিত তোমাকে তাহা বুঝাইতেছিলাম। তুমি অনেকক্ষণাবধি একমনে আমার অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে। কিন্তু বালিকার চঞ্চল চিত্ত এক বিষয়ে বহুক্ষণ সংযত থাকা সম্ভাবিত নহে। তুমি অন্যমনস্ক হইলে। নিকটে কাঁচি ও কাগজ ছিল। তুমি কাঁচি দিয়া কাগজে ফুল কাটিতে লাগিলে। আমি হস্তস্থিত মেঘনাদ বন্ধ করিয়া তোমার নবনীত-নিভ চিবুকে সাদরে একটু কোমল আঘাত করিলাম। তুমি প্রথমে হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলে। পরক্ষণেই বলিলে, 'যোগেশ, তুমি আমাকে আঘাত করিলে, আমিও তোমাকে আঘাত করিব।' আমি হাসিলাম। তুমি মারিবার জন্য হাত উঠাইলে। আমি তোমার হাত ধরিলাম। তুমি অপর হস্তে মনোরথসিদ্ধির চেষ্টা করিলে। আমি সে হস্তও ধরিলাম। তুমি হস্তদ্বয় উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইলে, পারিলে না। আমি আবার হাসিলাম। তোমার বড় লজ্জা হইল। লজ্জায় তোমার বদনকমল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তুমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলে, 'আমার এক অনুরোধ শুনিতে হইবে।' আমি বলিলাম, 'কি অনুরোধ, বল।' তুমি বলিলে, 'হাত ছাড়িয়া দেও, আমি মারিব।' আমি উচ্চহাস্য হাসিলাম, তোমার পবিত্র ভাব, অসীম সরলতা ও বালিকাভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম ; বলিলাম, 'মার, হস্ত ছাড়িয়া দিলাম।' তুমি মারিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিলে, কিন্তু মারিতে পারিলে না।

হাসিয়া আমার বক্ষোমধ্যে বদন লুকাইলে। কি মধুর! কি পবিত্র! জীবন যাইলেও কি এ সমস্ত কথা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? বিমলা, তুমি পাগলিনী।"

বিমলা যেন কিছু লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—"তোমার এতও মনে থাকে?"

যোগেশ বলিলেন,—"এ কি ভুলিবার কথা? আরও বলি, শুন।"

বিমলা বলিলেন,—"না, আর কাজ নাই। এ সকল কথা বলিয়া কি সুখ?"

যোগেশ বলিলেন,—"কি সুখ? তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব বিমলা, এ সকল কথার আলোচনায় কি সুখ? বোধ করি, এ সুখের আর তুলনা নাই, বোধ করি, এই সকল প্রসঙ্গের আলোচনার ন্যায় আনন্দ জগতে আর কিছুতেই নাই।"

বিমলা কাজেই নীরব হইলেন।

যোগেশ বলিতে লাগিলেন,—"আর এক দিনের কথা বলি, শুন বিমলা! তখন আমি রামনগরে পড়ি। গ্রীষ্মকালের পর যখন বাটী হইতে রামনগর যাই, তখন তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবার জন্য বলিয়াছিলে। পড়া-শুনার ব্যস্ততায় দুই সপ্তাহ পরে বড় মন খারাপ হইয়া উঠিল। সংবাদ পাইলাম, তোমার যার-পর-নাই কঠিন পীড়া হইয়াছে। ব্যস্ত হইয়া সেখানকার পুস্তক, সেইখানেই রাখিয়া বাটী চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, রোগে তোমার ঢল ঢল বদন বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তোমার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।"

বিমলা মধ্যস্থলে বাধা দিয়া কহিলেন,—"তখন যদি মরিতাম—"

যোগেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়াই বলিতে থাকিলেন,—"যথাসম্ভব যত্নে চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু কোনই উপকার হইতেছে না। আমি অতি কষ্টে মনকে দৃঢ় করিয়া তোমার ক্লেশ-নিপীড়িত শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। তুমি একবার নয়নোন্মীলন করিয়া আমার প্রতি চাহিলে, চাহিয়া কহিলে, 'ছি? তুমি কি মিথ্যাবাদী।' অমনই তোমার নয়ন নিমীলিত হইল। অর্দ্ধঘণ্টা-কাল আর তুমি চক্ষু মেলিলে না। লোকে ভাবিল, তোমার প্রলাপ আরম্ভ হইয়াছে। তোমার অবস্থা আরও মন্দ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমি তোমার বাক্যের যথার্থ অর্থ বুঝিলাম। ভাবিলাম, আমিই কি তবে বিমলার ব্যাধির কারণ? আমার নেত্র দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তোমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা-কাল পরে তুমি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে, আমি তোমার শয্যাপার্শ্বে সমভাবে বসিয়া কাঁদিতেছি। তুমি বলিলে, 'যোগেশ, কাঁদিও না। আমি কঠিন কথা বলিয়াছি। তুমি বলিয়াই বলিয়াছি; অন্য হইলে বলিতাম না; আমার পীড়া অনেক উপশম হইয়াছে।' তুমি হাসিলে, ধীরে ধীরে তোমার বদনে স্বাস্থ্যের চিহ্ন সমস্ত প্রদীপ্ত হইল। আমি রোদন সংবরণ করিলাম। চিকিৎসক আসিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'অর্দ্ধাধিক রোগ সারিয়াছে।' ঔষধ ব্যবস্থা হইল। আমি তোমাকে ঔষধ খাওয়াইতে গেলে, তুমি হাসিয়া সমস্ত ঔষধ আমার বক্ষে ফেলিয়া দিলে; বলিলে,—"ঔষধ যথেষ্ট হইয়াছে।" প্রত্যুত দুই দিনে তোমার রোগ সারিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য প্রণয়! কি পবিত্র, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক স্বভাব। তুমি এই সকল ভুলিতে বলিতেছ। এ সকল কি ভুলিবার কথা বিমলা?"

বিমলার নয়ন দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। যোগেশ কহিতে লাগিলেন,—"তোমার প্রত্যেক কার্য্যই পবিত্র, মধুরিমাময়। প্রত্যেক কার্য্যই জলন্ত অক্ষরে আমার হৃদয়-ফলকে লিখিত রহিয়াছে। তাহার কোন্‌টি ফেলিয়া কোন্‌টির কথা বলিব বিমলা?"

বিমলা গলদশ্রু-লোচনে কহিলেন,—"আর বলিও না যোগেশ, বলিয়া আর কাজ নাই।"

যোগেশ বলিলেন,—"কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন বিমলা?"

বিমলা উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

যোগেশ বলিলেন,—"তোমার যাহাতে কষ্ট হয়, তাহা করিব না। কিন্তু বিমলে! তুমি যে আমার হইবে না, এ কষ্ট সহি কি প্রকারে? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, এ জ্বালা সহ্য করিয়া এক দিনও জীবন থাকিবে কি?"

বিমলা অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা কহিলেন,—"যোগেশ, আমি তোমারই। সংসার এক দিকে, আর তুমি এক দিকে। তোমারই সুখের

জন্য তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারি। এত পবিত্রতা, এত শ্রেষ্ঠতা, দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী-চরিত্রে থাকা অসম্ভব। অন্যের থাকিলেও আমার তাহা নাই। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, যোগেশ, প্রিয়তম, আমি তোমার ভিন্ন কাহারো নহি।"

বিমলার বদন-মণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। লোচন দিয়া উৎসাহ-রশ্মি নিঃসৃত হইতে লাগিল। এত কথা যোগেশকে বলিলাম ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জার উদয় হইল। লজ্জায় চারুশীলা বিমলা যেন কোথায় লুকাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। বদন বিনত হইল। যোগেশ হাতে স্বর্গ পাইলেন; ধরণীধাম সুখের নিকেতন বোধ হইল! দেখিলেন, যেন ঘর-দ্বার চারিদিক্ হাস্য করিতেছে। আনন্দে বিমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"প্রাণেশ্বরি! এতক্ষণ আমার সহিত কি তামাসা করিতেছিলে?"

বিমলা কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার বদন লজ্জায় ম্লান হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে যোগেশ বিমলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহানন্দে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবরোধ।

গ্রীষ্মকালে এই সময়টি কি মনোরম; সূর্য্য ডুবে নাই, কিন্তু ঐ বুঝি ডুবে। পৃথিবী একটা মনোহর বর্ণে বিমণ্ডিত; রাঙ্গা নয়, স্বর্ণবর্ণ নয়, হরিৎ নয়,—তিনেরই সংমিশ্রণজনিত একটি মনোহর বর্ণে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন। আকাশ নির্ম্মল সাদা আর কাল মেঘে পূর্ণ। একখানি সাদা মেঘ, সংসারের রঙ্গ দেখিতে দেখিতে, মন্দ মন্দ বেগে ছুটিতেছে। কিন্তু ঐ যা—মেঘ ভাঙ্গিয়া গেল। ভগ্ন অংশদ্বয় আর দুই খানি মেঘের সহিত মিলিল। না মিলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। প্রকৃতি সতত সকলকে মিলিতে শিখাইয়াছে। জড় মেঘ বিচ্ছিন্ন হইল, কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ পরের দেহ নিজ-দেহে ঢালিয়া দিল। এ সংসারে মিলনই স্বভাবসিদ্ধ। যাহা যাহা স্বভাবসিদ্ধ, তৎসাধনই সুখ। মিলন জগতের প্রধান সুখ। তুমি মনুষ্য, তুমি সময়ে সময়ে এই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ কর কেন? ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই তোমার সঙ্গে আইসে নাই। তুমি যখন জন্মিয়াছিলে, তখন মাতৃগর্ভ হইতেই সম্পত্তিরাশি সঙ্গে লইয়া আইস নাই। যাহাকে তুমি মূর্খ বা দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, তাহার জন্মবৃত্তান্তও অবিকল তোমার ন্যায়। তবে কেন ধনবান্ তুমি দরিদ্রের সহিত মিলিতে চাহ না? কেন বিদ্বান্! তুমি মূর্খের সহিত সহবাস ইচ্ছা কর না?—মেঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার মেঘের সহিত মিলিল। এইরূপে মেঘমণ্ডলী মিলিয়া আকাশে বড় রঙ্গ করিতেছে। একস্থানে কতকগুলি মেঘ সমবেত হইয়া ভয়ানক রাক্ষসের ন্যায় আকার ধারণ করিতেছে; অপর স্থানে মেঘ সকল মিলিত হইয়া তুষারাবৃত শ্বেত-গিরির ন্যায় শোভা প্রদর্শন করিতেছে। ঝির-ঝির করিয়া অনতিশীল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি পক্ষী শূন্যে উঠিতেছে, নাচিতেছে, উড়িতেছে, পড়িতেছে। একটি ক্ষুদ্র পক্ষী অনেক দূর উঠিল,—ঐ গেল—অদৃশ্য হইল। উচ্চে উঠিয়া পাখী পাখা ছাড়িয়া দিল—একেবারে অনেক দূর নামিয়া পড়িল। পাখী বুঝি দেখাইল—অধিক উঠিলে এইরূপে পড়িতে হয়।

এইরূপ সময়ে বিমলা এক আশৈশব পরিচিতা আত্মীয়ার আলয় হইতে নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন। অদ্য আত্মীয়া বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে বিমলাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটী লইয়া গিয়াছিলেন। বিমলা সমস্ত দিন আত্মীয়ালয়ে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে বাটী ফিরিতেছেন। এরূপ পল্লীগ্রামে নিতান্ত সম্পন্ন না হইলে, লোক-জন সঙ্গে লইয়া যানাদি আরোহণে গমনাগমনের প্রথা নাই। বিমলা একাকিনী আসিতেছেন; একাকিনী বলিয়া কিছু ভীতি ও ব্যস্ততাসহ চলিতে-ছেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিমলাও প্রায় নিজালয়ের সন্নিহিত হইলেন। এমন সময়ে সহসা পার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ ভবন হইতে শব্দ হইল,—"বিমলা! একবার আমাদের বাটীতে আইস।"

স্বর নারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত। যে বাটী হইতে শব্দ সমুত্থিত হইল, তাহা সুশীলা-নাম্নী বিমলার এক ক্রীড়া-সহচরীর আলয়। সুশীলা ধনীর কন্যা। কিন্তু কাল-ধর্ম্মে ও অদৃষ্ট-চক্রে সম্প্রতি নিদারুণ দীনতা তাহাদিগকে বিদলিত করিতেছে! সুশীলা

পিতৃহীনা। তাঁহার জননী এক সুপাত্র সন্ধান করিয়া তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। মাতা কন্যা সহ অন্য উপায়াভাবে জামাতৃগৃহে বাস করিতেন। তিনি কখন কদাচিৎ অবন্তীপুর আসিয়া আপনাদের জীর্ণ ভবন দেখিয়া যাইতেন। ইদানীং তাঁহারা অনেক দিন এখানে আইসেন নাই। আহ্বান-শব্দ শ্রবণে বিমলা অনুমান করিলেন, হয় তো সুশীলা ও তাঁহার মাতা আসিয়াছেন। মনে বড় আনন্দ হইল। ব্যস্ততা সহ প্রবেশদ্বার দিয়া বিমলা ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যাকাল, তাহাতে মন সুশীলার দর্শনাশায় উল্লসিত, সুতরাং বিমলা অন্য লক্ষ্য কিছুই করিলেন না; নচেৎ তিনি বুঝিতে পারিতেন, ভবনে জনসমাবেশের কোনই লক্ষণ নাই। যাহাই হউক, বিমলা ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—তথায়ও কেহ নাই তো।

বিমলা সভয়ে বলিলেন,—"তোমরা কোথা গা?"

প্রান্তের এক প্রকোষ্ঠ হইতে শব্দ হইল,—"এ দিকের ঘরে মা!"

বিমলা সেই দিকে চলিলেন।

প্রকোষ্ঠগুলির অবস্থা অতি ভয়ানক। জীর্ণ, অসংস্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন। ভিত্তির ইষ্টক সমস্ত শ্বেতাবরণাচ্ছাদিত নহে, তাহাও লোণা ধরিয়া বিকৃত দশাপ্রাপ্ত। তলদেশ বন্ধুর ও অপরিষ্কার। স্থানে স্থানে স্তূপাকার ইঁদুরের মাটী। অধিকাংশ জানালা ও দ্বারের কবাট দীর্ঘকাল শীতবাতাতপ সহ্য করিয়া এবং চরমে নিকটস্থ কোন গৃহস্থের চুল্লীমধ্যে দেহসমর্পণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধিত করিয়াছে। ফলতঃ রাত্রিকাল বিনা আলোকে তন্মধ্য দিয়া গমন করা দুঃসাধ্য। বিমলা কিয়দ্দুর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না। বলিলেন,—"তোমরা কি প্রদীপ জ্বাল নাই? যাই কেমন করিয়া?"

প্রান্তের প্রকোষ্ঠ হইতে পুনরায় শব্দ হইল,—"যে বিপদ্ মা! কিছুই মনে নাই।"

বিপদের কথা শুনিয়া বিমলার মনে হইল, সুশীলা বুঝি পীড়িতা হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি এতক্ষণ স্বয়ং আসিয়া বাল্যসহচরীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বিমলা সমস্ত প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করিয়া অতি কষ্টে যথাস্থানোদ্দেশে চলিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"কোন্ ঘরে গা?"

সম্মুখের প্রকোষ্ঠ হইতে উত্তর আসিল,—"এই ঘরে"

বিমলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কেহই নাই। বিমলার মনে বড় ভয় হইল বলিলেন,—"হাঁ গা, কোন্ ঘরে গা?"

কোনই উত্তর হইল না! কিন্তু সহসা গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ হইয়া গেল। বিমলা দারুণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহই তাঁহাকে সাহস দিলেন না। অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া বিমলা রুদ্ধদ্বার উন্মোচনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—পারিলেন না। অধিক কাতর ভাবে ভীতি-বিকম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"কে আছ, আমাকে দ্বার খুলিয়া দাও।"

উত্তর নাই। কাকুতি-মিনতি করিলেন, তথাপি উত্তর নাই। বিমলা উৎকণ্ঠা হেতু স্রোতস্বিনীমধ্যগত তৃণখণ্ডের ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না! সেই নির্জ্জন, অন্ধকার, অপরিষ্কৃত প্রকোষ্ঠের মধ্যে পারাবত, চর্ম্মচটিকা ও মুষিকের পুরীষরাশির উপর বিমলা উপবেশন করিলেন। লোচন-যুগল দিয়া অশ্রুরাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া বিমলা সেই অবরোধে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কে জানে বিমলার অদৃষ্টে কি আছে? ভবিষ্যতের গূঢ়তম প্রদেশের ঘটনাবলী কে বলিতে পারে? যে পারে, নিশ্চয়ই সে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ জীব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাষাণ ও কুসুম।

অপরাহ্নকালে অবন্তীপুরের জমীদার বরদাকান্ত রায়ের অন্তঃপুরের একতম প্রকোষ্ঠমধ্যে এক পর্য্যঙ্কোপরে এক অপ্রিয়দর্শন যুবক বসিয়া রহিয়াছেন। এই যুবক জমীদার বরদাকান্তের একমাত্র পুত্র, রুদ্রকান্ত রায়। সেই পর্য্যঙ্ক-সন্নিধানে নত-বদনা এক পরমা সুন্দরী যুবতী রমণী দণ্ডায়মানা। সেই সুন্দরী রুদ্রকান্তের পত্নী মালতী। কমলার সহিত বাগ্‌দেবীর বিসংবাদ চিরপ্রচলিত কথা—রুদ্রকান্তের

আছে, সুতরাং তিনি ঘোর মূর্খ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় মূর্খতা তাদৃশ দোষের কথা নহে। কারণ, অভিনব সভ্যতার প্রণালীতে মূর্খতাকে আবরিত করিবার অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। রুদ্রকান্ত সে সকল উপায় সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন না; তথাপি যতটুকু জানিতেন, তাহাতেও কোন ক্রমেই তাঁহাকে মূর্খ বলিবার উপায় ছিল না। কারণ, যথোচিত বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বর্ত্তমান কালানুযায়ী সভ্যতা ও শিক্ষা উভয়ই লাভ হইয়াছে। সেই সময় হইতেই তিনি অপরিমিত সুরা সেবন করিতে শিখিয়াছেন, কাফরির ন্যায় কদর্য্য কেশরাশিতে গন্ধদ্রব্য দিয়া বহু আয়াসে তিনি সিঁতি কাটিতে শিখিয়াছেন, গণ্ডস্থলে নবোদ্‌ভ্রান্ত শ্মশ্রুরাশি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নেত্রদ্বয় স্বর্ণসীমাবদ্ধ চসমা-সমাচ্ছন্ন করিতে শিখিয়াছেন এবং চুরোটের ধূম সেবন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন। তবে তিনি মূর্খ কিসে? বাস্তবিক তিনি যে আদৌ ইংরাজী শিখেন নাই, এমন বোধ হয় না। কারণ, তিনি দ্বারবান্ চাকর প্রভৃতির সহিত কথা কহিতে হইলে, চীনাবাজারের হাস্যজনক ইংরাজী ব্যবহার করিতেন এবং পিতা প্রভৃতি গুরুজনের সহিত সাক্ষাৎ মাত্রই "গুডমর্ণিং" বলিতেন, "সেক্‌হেণ্ড" করিতে যাইতেন। লোকের উপর বিরক্ত হইলে তিনি "ড্যাম" ও "ইষ্টুপিট" বলিয়া গালি দিতেন। লেখা পড়ার কথা উঠিলে, যদি সহজে পলায়ন করিবার উপায় না পাইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে "হামিল্টন্স প্যারাডাইসজ্‌লষ্ট," "গোল্‌ডস্মিথস্ স্পেক্‌টেটর," "লর্ড বাইরণের এনাটমি" প্রভৃতি পুস্তকের বাদানুবাদ করিতেন। সুতরাং বোধ হয়, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার সুন্দর ব্যুৎপত্তি ছিল, তাঁহার সভ্যতাসম্মত নীতিশিক্ষা হয় নাই, এমন নহে। কলিকাতায় অবস্থানকালে রুদ্রকান্ত সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। তদ্ধেতু তিনি "স্ত্রী-স্বাধীনতা," "ভ্রাতৃভাব," "স্বাধীন প্রেম" প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় শব্দ অভ্যাস করিয়াছেন। আর তাঁহাকে কি করিতে বল? তাঁহার ত্রুটি কোথায়? এ হেন ব্যক্তিকেও কেহ কখন মূর্খ বা অসভ্য বলিতে সাহস করেন কি?

পিতা-মাতার নিকট রুদ্রকান্তের আদরের সীমা নাই। তাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের ছেলের মত উপযুক্ত ছেলে এই "বিশ্ব-বাঙ্গলায়" আর কখন জন্মে নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, রুদ্রকান্ত কালেজের "ঔট।" সুতরাং তাঁহাদের আনন্দ ও গর্ব্বের সীমা নাই। রুদ্রকান্ত নিতান্ত উগ্রস্বভাব, দুর্ব্বিনীত, হঠকারী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এই আশ্চর্য্য জীবের দৌরাত্ম্যে অবন্তীপুর তোলপাড়; তথাকার লোক সমস্ত অস্থির ও জ্বালাতন।

রুদ্রকান্তের বয়স পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে। তিনি কৃষ্ণকায় ও শোভাহীন। তাঁহার বর্ণে কোন উজ্জ্বলতা নাই এবং দেহে একটুও লাবণ্য নাই। তাঁহার লোচনদ্বয় সতত রক্তবর্ণ ও যেন জলভারাকুল। তাঁহার মস্তকের কেশ স্থূল ও চাক্‌চিক্যবিহীন। তাঁহার দেহ অসঙ্গতরূপ খর্ব্ব এবং সর্ব্বাঙ্গের গঠন অসামঞ্জস্য-পরিপূর্ণ।

মালতীর প্রকৃতি সর্ব্বথা রুদ্রকান্তের বিপরীত। তিনি দরিদ্র-তনয়া। কলিকাতা-সন্নিহিত কোন্নগরে তাঁহার পিত্রালয়। পিতা-মাতার যত্নে মালতী যে লেখাপড়া শিখিয়াছেন, "কালেজের ঔট" রুদ্রকান্তের হাতে না পড়িলে, তাহা বিশেষ গৌরবের হইত, সন্দেহ নাই। স্বামীকে অন্তরের সহিত ভক্তি করা যে স্ত্রীর পরমধর্ম্ম, মালতী তাহা বিশিষ্টরূপে জানিতেন। রুদ্রকান্তের স্বভাব যৎপরোনাস্তি কলুষিত জানিয়াও মালতী কদাচ তাঁহাকে ঘৃণা বা অনাদর করিতেন না, বরং যাহাতে রুদ্রকান্তের স্বভাব সংশোধিত হয়, মালতী কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করিতেন। রুদ্রকান্ত কিন্তু মালতীকে দুই চক্ষুর বিষ দেখিতেন। মালতীর সহিত কিয়ৎকাল সহবাস করিতে হইলে তিনি ঘোর যাতনা বোধ করিতেন। স্বামীর বিরাগভাজন হওয়া অপেক্ষা রমণী-জীবনের আর অধিক যন্ত্রণা কিছুই হইতে পারে না। সুশীলা মালতীর ক্লেশের সীমা ছিল না। সংসারে অন্ন-বস্ত্র দাস-দাসী কিছুরই অভাব ছিল না সত্য, কিন্তু রমণী-জীবনের সারসম্পত্তি স্বামি-প্রেম কেমন অমূল্য সামগ্রী, তাহা মালতী কখন জানিতে পারেন নাই। এ ঘোর মর্ম্মবেদনার কে প্রতিবিধান করিবে? কে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার স্বামীর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিবে? পল্লীগ্রামে জমীদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। রুদ্রকান্ত একটি ছোট খাট সিরাজদ্দৌলা;

কাহার সাধ্য তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহে? প্রজাগণ নীরবে রুদ্রকান্তের উৎপাত সহ্য করিতেছে। উপায় নাই। যদি জনরব শত বাধা অতিক্রম করিয়া কখন পুত্রের কোন নিন্দার কথা বহন করিত, পিতা তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিতেন,—যৌবনে এরূপ দোষ পরিহার্য্য। সুতরাং মালতীর ক্লেশ অপ্রতিবিধেয়।

মালতী পরমা সুন্দরী। তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ। ছয় বৎসর কালে তিনি সুবর্ণ-পিঞ্জরের পক্ষিণীর ন্যায় রুদ্রকান্তের অবরোধে নিরুদ্ধা। ইতিমধ্যে একদিনও স্বামী তাঁহাকে প্রীতিপূর্ণ পবিত্র সম্বোধনে সম্ভাষিত করেন নাই। সে তো দূরের কথা—ঘৃণা-সূচক কথা ও অভদ্রজনোচিত ব্যবহার ভিন্ন তিনি কদাচ কোন শিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। মালতীর এ অসুলভ সৌন্দর্য্য, পবিত্র সরলতা, স্বভাবিক বিনয়, অসাধারণ শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমস্তই ভস্মে ঘৃত হইল। দিবাকর চিরমেঘাচ্ছন্ন রহিল—এ বিমল কমলকে একবারও প্রফুল্ল করিল না; পৌর্ণমাসী শশধর জলদপটলসমাচ্ছন্ন হইল—চকোরিণী আনন্দ পাইল না; প্রচণ্ড বাত্যা কাকচক্ষু-সন্নিভ মেঘরাশি অপসারিত করিল, তৃষিতা চাতকিনী বারিধারা পাইল না। কুসুমের অনুপম শোভা যে দেখিবার, সে দেখিল না,—ইহার সন্তোষ-সংসাধক সৌরভ যে সম্ভোগ করিবার, সে তাহা সম্ভোগ করিল না। আশ্রয়-তরুর শাখা নাই, এ লতিকা কিরূপে শোভা বিকাশ করে? মালতীর দুঃখের সীমা নাই।

অদ্য মালতীর পরম সৌভাগ্য! রুদ্রকান্ত অদ্য তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভুলিয়া আসেন নাই, তাহা হইলে আসিবামাত্র চলিয়া যাইতেন। মালতীর পর্য্যঙ্কে মালতী উপবিষ্ট। মালতী সভয়ে, অবনত-মস্তকে, অথচ আনন্দিত ভাবে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।—

মালতী ধীরে ধীরে মধুরস্বরে কহিলেন,—"আজ যে দাসীর প্রতি বড় অনুগ্রহ!"

রুদ্রকান্ত রুক্ষভাবে বলিলেন,—"আমার দরকার আছে।"

মালতী কহিলেন,—"হতভাগিনীর অদৃষ্ট কি এতই প্রসন্ন হইবে যে, তুমি বিনা প্রয়োজনেও আমার নিকট আসিবে? যাহাই হউক, আমার নিকট যে তোমার কোন দরকার পড়িয়াছে, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্য।"

মালতী যাহা বলিলেন,—রুদ্রকান্তের শ্রুতি-যুগলে তাহা প্রবেশ করে নাই; তাহার মন অন্য চিন্তাবিষ্ট ছিল। কহিলেন,—"ওহো! আমার বরাত আছে, শীঘ্র যাইতে হইবে।"

মালতী বলিলেন,—"যদি দয়া করিয়া আসিয়াছ, তবে একটু বইস। দাসীর ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটে না।"

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"আমার এত সময় নাই যে, তোমার সঙ্গে এখানে বৃথা সময় কাটাই।"

মালতী বলিলেন,—"ভাল, তোমার যদি কাজ থাকে, কি সময় না থাকে, তাহা হইলে আমি এমন বলি না যে, তুমি আমার কাছে থাক, তবে পথ ভুলে আসিয়াছ যদি—"

রুদ্রকান্ত রাগত স্বরে বলিলেন,—"আঃ! আমি তোর নাকে কান্না শুনিতে আসি নাই, জ্বালাতন করিস্ না।"

মালতীর চক্ষে জল আসিল, কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিলেন,—"তুমিই তো আমাকে কাঁদাচ্ছ। এ কান্না তুমি না শুন্‌লে কে শুন্‌বে?"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—"আমার এত দায় নাই। আমি ঢের শাস্ত্র পড়েছি। স্ত্রীর কাছে দিবারাত্র বসিয়া থাকিতে হইবে, এমন কোন শাস্ত্রে লেখে না।"

মালতী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—"তা স্ত্রীকে সতত কাঁদিতে হইবে, এমন ব্যবস্থা লেখে কি?"

মহাবিরক্তির সহিত রুদ্রকান্ত বলিলেন,—"ভাল জ্বালা! কে তোরে ধ'রে মারছে যে, তুই কাঁদ্‌ছিস?"

মালতী সজলনয়নে কহিলেন,—"এ কষ্টের চেয়ে ধ'রে মারা ভাল।"

রুদ্রকান্ত অত্যন্ত কর্কশভাবে কহিলেন,—"কষ্টটা কি? যে তোর বিদ্যা না জানে, তার কাছে গিয়া কষ্টের কথা ব'লে কাঁদিস্, তার দয়া হবে! আমি সব জানি; তোর বাপ বেটা মহা পাপুরে। তার বাপের জন্মে লক্ষ্মীর সম্পর্ক নাই। আমি সেই তোকে দয়া ক'রে বিয়ে করেছি, তাই তোর

এত সুখ, তাই এত গহনা, ভাল কাপড়, চাকর, নফর,—সুখের সীমা নাই। এতেও তোমার কষ্ট। ওরে আমার কষ্ট রে, এতে যদি মন না উঠে, তবে না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ঘুঁটে কুড়িয়ে খাও গে।"

মালতীর চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি অঞ্চল বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রুদ্রকান্ত মহা বিরাগের সহিত কহিলেন,—"আমি এলাম ওর কাছে, তা ভাগ্য ব'লে মানা নাই, আবার উপরন্তু কান্না। থাক্ তোর কান্না নিয়ে,—আমি চল্লেম।"

বদনের বসন উন্মুক্ত করিয়া মালতী দেখিলেন, রুদ্রকান্ত যথার্থই চলিয়া গিয়াছেন। সরলা, অভিমান-প্রবণ-হৃদয়া মালতী যথায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, তথায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইবে? কে তাঁহার মর্ম্মবেদনা বুঝিবে?

রুদ্রকান্ত চলিয়া গেলেন। পাষাণ সহজে অঙ্কিত হয় না, রুদ্রকান্তের হৃদয়ে মালতীর রোদনজন্য অঙ্কপাত হইল না। কিন্তু তিনি অবিলম্বে আবার ফিরিয়া মালতীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন,—"যে দৌরাত্ম্য—এখানে এসে তো কাজের কথা হবার উপায় নাই। আমি যা জিজ্ঞাসা করি, আগে তার উত্তর দে, তার পর সারাদিন ব'সে কাঁদিস্।"

মালতী বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করিলেন—দেখিলেন, রুদ্রকান্তের মূর্ত্তি আরও রুদ্র। আবার বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া মালতী রোদন করিতে লাগিলেন। রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"আস্পর্দ্ধা দেখ। যদি ভাল চাস্, তবে আমি যা বলি, আগে তা শোন্।"

মালতী সেই ভাবেই বলিলেন,—"বল।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—"এক সুট গহনার আমার আজ এখনই দরকার। তোর গহনা আমাকে এখনই দে।"

মালতী কহিলেন,—"গহনায় আমার কোন দরকার নাই। তুমি এখনই সব অলঙ্কার নিয়ে যাও।"

এই বলিয়া মালতী চাবির রিং ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন। রিংয়ের মধ্যে অনেকগুলি চাবি ছিল। ব্যস্ত, অস্থিরপ্রকৃতি রুদ্রকান্ত বাক্সের যথার্থ চাবি না লাগাইয়া অপর একটা চাবি লাগাইলেন। বাক্স খুলিল না। জড়-প্রকৃতি সম্পত্তির বাধ্য নহে, সে সামান্য জ্ঞান তাহার নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন, বাক্স, চাবি, রিং সকলই তাঁহার পিতার জমীদারির প্রজা। আর একটি চাবি লাগাইলেন। তাহাতেও বাক্স খুলিল না। এরূপে কয়েকটি অন্য চাবি দিয়া বাক্স খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজেই চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। এক সঙ্গে বাক্স, চাবি ও মালতী তিনেরই উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ জন্মিল। একটি স্বতন্ত্র চাবি লাগাইয়া দেহে যত শক্তি আছে, সমস্ত প্রয়োগ করিলেন। বাক্সের কলটি একেবারে খারাপ হইয়া গেল। না ভাঙ্গিলে খুলিবার আর আশা রহিল না। রুদ্রকান্তের অসহ্য ক্রোধ জন্মিল। তিনি বাক্সের উপর "ড্যাম" বলিয়া এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। বাক্সের কাঠ মজবুত ছিল—ভাঙ্গিল না, লাভের মধ্যে হস্তে ভয়ানক আঘাত লাগিল। আরও রাগ হইল।

এই সময়ে মালতী বলিলেন,—"বাক্সের ঠিক চাবি লাগান হয় নাই।"

রুদ্রকান্ত বাক্স হস্তে লইয়া মালতীর সন্নিধানে আসিলেন এবং উগ্রভাবে কহিলেন,—"কি, আমার সহিত তামাসা? গহনা দিবার মতলব নাই, তাই বেঠিক চাবি দিয়া আমাকে এতক্ষণ এরূপ কষ্ট দিয়াছিস্। গহনা কি তোর বাবার যে, তুই দিবি না? দাঁড়া তুই—"

এই কথার পর পাষণ্ড, নৃশংস রুদ্রকান্ত মালতীর নবনীতনিভ সুকোমল সুন্দর বদনে তিন চারিবার পদাঘাত করিয়া বাক্স-হস্তে প্রস্থান করিলেন, মালতী ধরাবলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন! পাদুকার আঘাতে বদনের স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়াছিল। সে সকল ক্ষতমুখ-প্রবাহিত রুধিরধারায় মালতীর অনুপম বদনমণ্ডল প্লাবিত হইল! অদৃষ্ট!

সাধ্বী মালতি! দৈহিক বেদনা অতি সামান্য কথা! তাহার যন্ত্রণা বোধ হয় তোমাকে ব্যথিত করিতে অক্ষম। অন্তরে বড়ই বেদনা পাইয়াছ কি? সে তীব্র যাতনা তোমার মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিতেছে কি? এ অসহনীয় জ্বালা নিবৃত্তির কি কোনই উপায় নাই? বাহ্যক্ষত-সমূহের

কথা দূর হউক—তোমার অন্তরস্থিত উৎকট ক্ষত-মুখ সুশীতল করিবার কি কোনই ঔষধ নাই? তোমার এই দুরন্ত যন্ত্রণা প্রশান্ত করিবার কি কোনই শান্তি-সলিল নাই? আছে—সকলই আছে। তুমি ধর্ম্মশীলা—তুমি আর্য্যকুলললনা। এ তুচ্ছ যাতনা কিরূপে হেলায় অতিক্রম করিতে পারা যায়, এ অকিঞ্চিৎকর বেদনা কিরূপে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারা যায়, এ যৎসামান্য অগ্ন্যুদ্গম কিরূপে ফুৎকারে নির্ব্বাণ করা যায়, তাহার সকল উপায়ই জ্ঞাত আছ। তোমার হৃদয়ে যে অতুলনীয় ধর্ম্ম আছে, তাহারই বলে তুমি এ যাতনা-সমুদ্র গোষ্পদ-বৎ অতিক্রম করিবে এবং তাহারই সাহায্যে তুমি পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইবে। আধি ও ব্যাধি, জ্বালা ও যন্ত্রণা, অপমান ও তিরস্কার, ঘৃণা ও লাঞ্ছনা তোমার নিকট হইতে লজ্জায় দূরে পলায়ন করিবে।

এ সংসারে ত্যাগই পরম ধর্ম্ম। যে যে মহাপুরুষ বসুন্ধরায় সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই ত্যাগের অবতার। রাম, লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ, বেদব্যাস, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব সকলেই ত্যাগের অবতার—সকলেই দেবতা। ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই পূর্ণ সুখ। ভোগের ফল ক্ষণস্থায়ী, ত্যাগের ফল অনন্ত। মালতি! স্বামীকে ভোগ করার লোভ তুমি ত্যাগ করিয়াছ; অন্তরের ভক্তি-চন্দন-চর্চ্চিত প্রীতিকুসুম দ্বারা হৃদয়-বেদিকায় তাঁহার পূজা করিতে শিখিয়াছ। তবে আর তুমি না জান কি? তবে আর তোমার সুখের পথে কণ্টক বিস্তার করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহার আছে? আমরা পৌত্তলিক—বড়ই গৌরবের পরিচয়। আমরা মৃন্ময়, দারুময়, পাষাণময় পুত্তলীকে ভগবান্ জ্ঞানে পূজা করিতে জানি ও সেই পূজায় পরিতৃপ্তি ও পূর্ণানন্দ উপভোগ করি। যদি মাটীর পুতুলকে আমরা এতই আপন করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে সজীব স্বামিরূপ পরম দেবতাকে কেন না প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞানে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুমি অবিরত বিবিধ-বিধানে পূজিত করিবে? নাই বা স্বামী আদর করিলেন? নাই বা তিনি কথা কহিলেন? কোন্ দেবতা আমাদের সহিত কথা কহেন? আমাদের কোন্ পুতুল আমাদের সহিত আদরের খেলা করেন? আমরা অন্তরে তাঁহাদের প্রেমাঞ্জলি অনুভব করি এবং মনে মনে তাঁহাদের প্রীতি ও প্রসন্নতা উপভোগ করি। বাহ্য অনুভবে আর কাজ নাই। বাহ্য উপভোগ বড়ই প্রবঞ্চক ও চপল। ছাড়িয়া দাও, দেবি, এ বাহ্য ভোগের লালসা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দেও। আর কোন যন্ত্রণাই তোমাকে ব্যথিত করিবে না, কোন অনাদরই তোমাকে কাতর করিতে পারিবে না এবং কোন দুর্ব্ব্যবহারই তোমাকে অবসন্ন করিতে সমর্থ হইবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

তিন দিন বিমলার উদ্দেশ নাই। সহসা তিনি কোথায় গেলেন বা তাঁহার কি হইল, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। আত্মীয়বর্গ ঘোর চিন্তায় আকুল। তাঁহার জননীর যে অবস্থা, তাহা বর্ণন করিয়া কি বুঝাইব? বিমলার বাটী অন্ধকার। বিমলার পরিষ্কার প্রকোষ্ঠ ধূলিজঞ্জাল-সমাচ্ছন্ন। তাঁহার পুস্তকসমস্ত অব্যবস্থিত।

অতি প্রত্যূষে যোগেশ স্বীয় নিবাসালয়-সন্নিধানে পদব্রজে বেড়াইতে বেড়াইতে বায়ু সেবন করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক, ঘোর চিন্তায় আকুল, আকৃতি শ্রীভ্রষ্ট, লোচনযুগল অস্থির, বদনে কালিমা, আহার ও নিদ্রার অন্যথায় দেহ বিশীর্ণ।

এ কদিন যোগেশ বিবিধ উপায়ে বিমলার সন্ধান করিতেছেন। তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও ধীর, তাঁহার চেষ্টায় অচিরে যে বিমলার সন্ধান হইবে, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

গ্রামের লোকেরা বিমলার এই অচিন্তিত-পূর্ব্ব অন্তর্দ্ধানে বিস্মিত ও ব্যাকুল হইয়াছে। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছে, ইহাতে হয় তো বরদাকান্তের হাত আছে; এ কথা কেহই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেছে না। সকলেই বুঝিয়াছে, যোগেশ কখনই নীরবে এ ব্যাপার সহ্য করিবেন না। শীঘ্রই একটা তুমুল কাণ্ড যে বাধিবে, তাহা অনেকেই মনে করিতেছে।

সময়টি অতি মনোহর। বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া

কাঁপাইতে, বিলম্বিত ফল দুলাইতে দুলাইতে, নবলতিকা নাচাইতে নাচাইতে অল্প অল্প শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। পথিপার্শ্বস্থ গুল্মসমস্ত শিশিরের শুভ্রাবরণ ছাড়িতে পারে নাই। এখনও প্রকৃতি নীরব। কেবল সময়ে সময়ে এক এক জন "তারা দুর্গতিনাশিনী মাগো" বলিয়া সুপ্তোত্থিত হইতেছে। এক বৃদ্ধ উঠিয়া ঘরের দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, কাসিতেছে, সময়ে সময়ে উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিতেছে, তুড়ি দিতেছে ও দুর্গানাম উচ্চারণ করিতেছে দুইটি কুকুর খেলা করিতেছে। একটি ছুটিতেছে, আর একটি তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিকটস্থ হইয়া উভয়ে উভয়কে কামড়াইতেছে, উল্লম্ফন করিতেছে; একটি পড়িতেছে আবার ছুটিতেছে, আবার নিকটস্থ হইতেছে। সহসা প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিল। পার্শ্বস্থ আম্র বৃক্ষ হইতে সপ্তস্বরনিনাদী মধুময় কণ্ঠে পাপিয়া "চোখ গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য দেখা দিলেন। বৃক্ষ, গৃহ, দ্বার, বন সমস্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

চিন্তাকুলচিত্ত যোগেশ আপন মনে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন। অস্থির চিত্তের নিয়মানুসারে যোগেশ পরিভ্রমণ করিতেছেন,—তাহার নির্দ্ধারিত সীমা নাই। কখন বা একটু দূরে গিয়া পড়িতেছেন, কখন বা মধ্য পথ হইতে বিপরীত দিকে ফিরিতেছেন, পশ্চাতে কোন শব্দ হইতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, কে বুঝি তাঁহাকে ডাকিতেছে; পার্শ্বে কোন অব্যক্ত ধ্বনি হইতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, কে বুঝি কাঁদিতেছে। যোগেশ এইরূপ নিদারুণ চঞ্চলচিত্তে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কখন বা বিনা প্রয়োজনে এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন। যোগেশ যখন এবংবিধ অবস্থায় অবস্থাপিত, সেই সময় এক জন লোক তাঁহার নিকটস্থ হইল। যোগেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না। লোক বিশেষ নিকটস্থ হইল। যোগেশের সে দিকে লক্ষ্যও নাই, মনোযোগও নাই। লোক নিকটস্থ হইয়া বুঝিল, যোগেশ বাবুর মন স্থির নাই। আগন্তুক "হাঃ হাঃ" শব্দে হাসিয়া উঠিল। যোগেশ চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন— দেখিলেন, ব্যক্তিটা রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী অতি ব্যঙ্গব্যঞ্জক বিকট হাস্য সহকারে কহিল, "হাঃ হাঃ! কে ও যোগেশ বাবু যে, হাঃ হাঃ—"

যোগেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়! অতি প্রত্যূষে কোথায় গমন কচ্চেন?" রামকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন,—"যাব আর কোথা? মহাশয়ের নিকটেই আসা।"

যোগেশ অপেক্ষাকৃত বিস্ময় সহকারে কহিলেন, —"আমারই নিকটে? আসুন, বাটী গিয়া বসি চলুন।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—"এখন বসিবার সময় নয় বাবু। আমাদের আজিকালি পাথরে পাঁচ কীল বাবা! বুঝেছ, যেখানে ছুঁচ না চলে, আমরা সেখানে বেটে চালাই। বাবা, আমাদের আঁটে কে?"

যোগেশ ভদ্রতা সহকারে কহিলেন,—"যদি বসিবার সময় না থাকে, তবে কি অভিপ্রায়ে আসা, বলুন।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"অভিপ্রায় এমন কিছু নয়। তোমার সহিত রুদ্রকান্ত বাবাজীর কি দরকার আছে; একবার যেতে পারবে কি?"

যোগেশ বিনীত ভাবে বলিলেন,—"তা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"চেষ্টা? চেষ্টা কেন হে? তুমি এতই কি কাজের লোক? যাবেই বল না কেন? তা যাক্ মরুক্ গে—তোমাকে কেমন কেমন দেখ্‌ছি কেন?"

নিতান্ত অনিচ্ছায় যোগেশ উত্তর দিলেন,— "আজ্ঞা হাঁ, আমার মনটা একটু চিন্তিত আছে।"

আবার রামকৃষ্ণ বিজাতীয় বিদ্রূপস্বরে কহিলেন,—"চিন্তিত? কেন? ওহো! বুঝেছি বুঝেছি! তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল ব'লে বুঝি। তা যাহা হউক, তোমার কাছে খাঁটি খবর পাব! বলি, বিমলা নাকি বেরিয়ে গেছে?"

যোগেশের লোচন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি সক্রোধে বলিলেন,— "তোমাকে মানুষ বলিয়া বোধ করি না, তাই তুমি বাঁচিয়া গেলে। যাও, তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হও!"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তা তো বল্‌বেই জানি। এখনই এই, ইহার পরে না জানি আরও কত হবে। বড় আঁতে ঘা লেগেছে বাবা।"

আর কোন কথা না বলিয়া রামকৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। যোগেশ অব্যবস্থিত ভাবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত ভয়ানক অস্থির হইল। রামকৃষ্ণের তীব্র বিদ্রূপ, তাহার কথার ভঙ্গী, অকারণে অসময়ে তাহার আগমন প্রভৃতি নানা চিন্তায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তাঁহার মন বিজাতীয় আশঙ্কা ও সন্দেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হঠাৎ কি মনে হইল, সত্বর বাটী আসিবার নিমিত্ত পুনরাবর্ত্তন করিলেন। সহসা একটি প্রতিবেশিনী পরিচিতা বালিকা তাঁহার নিকটে আসিল। তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না। দেখিলেন,—কিন্তু সে দেখা শূন্য দৃষ্টি! বালিকাকে পশ্চাতে রাখিয়া যোগেশ চলিয়া গেলেন।

বালিকা সঙ্কুচিত ভাবে ডাকিল,—"দাদা!" যোগেশ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বালিকার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বালিকা যাহা বলিবে, তাহা ভুলিয়া গেল। ক্ষণপরে মন স্থির করিয়া কোমল স্বরে যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—"কুসুম, কোথা যাচ্ছ?"

কুসুমের এখন সাহস হইল। বলিল;—"দাদা, তোমার এই চিঠি।"

যোগেশ কুসুমের হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন,—শিরোনাম তাঁহারই নামে লেখা। পত্র তাঁহারই বটে। লেখাটি যেন স্ত্রীলোকের মত। হস্ত বিকম্পিত হইল। মন অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যস্ততা সহ যোগেশ পত্রিকা উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এই কয়টি কথা লিখিত ছিল।

"রুদ্রকান্ত বাবুর চাতুরীতে বিমলা অবরুদ্ধ হইয়াছেন। কোথায় আছেন, জানি না। আপনারা তাঁহার জন্য ঘোর চিন্তিত বলিয়া যাহা জানিতাম, তাহা জানাইলাম। অনুসন্ধান করিলে সহজে সন্ধান পাইবেন। হতাশ হইবেন না। পত্রখানি পড়িয়া ছিন্ন করিবেন, নচেৎ আমার বড় বিপদ্ হইবে।

"যিনি এই কার্য্যের মূল, তাঁহার নাম আপনাকে জানাইলাম। অনুরোধ করি, তাঁহাকে বিপদাপন্ন ও অপমানিত করিতে চেষ্টা করিবেন না।

"আমি কে, তাহা জানিয়া কাজ নাই। ইতি।"

পত্রে তারিখ নাই। লেখকের নামও নাই। যোগেশ পত্র পড়িয়া বাতুলের ন্যায় অস্থির হইলেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এখন রামকৃষ্ণের বিদ্রূপোক্তি, তাহার আগমন প্রভৃতির কারণ তিনি বেশ প্রণিধান করিলেন এবং রুদ্রকান্ত ও রামকৃষ্ণ যে এই সর্ব্বনাশের মূল, তাহাও তিনি এখন বেশ অনুভব করিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যোগেশ প্রথমতঃ অজ্ঞাত লেখকের অনুরোধানুসারে পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কুসুম ভাবিল, পত্রখানি দিয়া সে বুঝি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিবে। সে ভয়ে এক দৌড়ে, যোগেশের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। যোগেশ তাহাকে আরও কি জিজ্ঞাসিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

পরিণাম।

যোগেশ বাস্ত হইয়া আসিলেন। তথায় আসিয়া পিতাকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন। বিমলার মাতাকে এত কথা জানাইবার ইচ্ছা ছিল না। তথাপি তিনি অনেক জ্ঞাত হইলেন।

রুদ্রকান্ত কর্ত্তৃক এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে শুনিয়া গঙ্গাগোবিন্দ অবাক্ হইলেন। মনে ভয়ানক ক্রোধ জন্মিল। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ বা বল-প্রয়োগে কোন ইষ্ট না হইয়া বরং অধিকতর অনিষ্টই সংঘটিত হইবে বিবেচনায় ক্রোধ প্রশমিত করিলেন। তাহার পর নিঃসংশয়ে স্থির হইল, বিমলা অবন্তীপুরে নাই। তাঁহাকে রুদ্রকান্ত কোন স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। সে স্থান কোথায়, কেহ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

যোগেশ বলিলেন,—"যখন অবন্তীপুরে বিমলা নাই, তখন ইহা এক প্রকার স্থির হইতেছে যে, যে কয় স্থানে বরদাকান্তের জমীদারী বা কুঠী আছে, তাহারই কোন না কোন স্থানে অবশ্যই বিমলা আছেন। সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই বিমলার সন্ধান পাওয়া যাইবে।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"অনুমান যথার্থ বটে,

কিন্তু সে সকলের অনুসন্ধান করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে।"

যোগেশ বলিলেন,—"এ বিপদের পরিমাণে সমস্তই সহজ।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—"সন্ধান পাইলেও বিমলাকে উদ্ধার করা সহজ হইবে না।"

যোগেশ বলিলেন,—"আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি অদ্য রামনগরে গিয়া পুলিসে সমস্ত জানাইব। পুলিসের সাহায্যে সমস্তই সহজ হইবে। অবন্তীপুরেই বরদাকান্ত রায় বড় বলবান্। এবার তাঁহার বলবিক্রম তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না।"

গঙ্গাগোবিন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তাহাই ভাল। তুমি অদ্যই রামনগরে যাত্রা কর, তথায় কেশবের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা উচিত হয় করিও। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বুদ্ধি এ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে না। দেখিও, যেন নূতন বিপদ্ উপস্থিত না হয়। যে কার্য্য করিবে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া করিবে। দুর্জ্জনকে পরিহার, বিজ্ঞের পরামর্শ। তুমি ওদিকে যথাবিহিত যত্ন ও চেষ্টা কর; আমিও একবার বরদাকান্তের নিকট যাইব। যদিও তিনি বিন্দুমাত্র সৎস্বভাবান্বিত নহেন, তথাপি একবার তাঁহার সহিত দেখা করা মন্দ পরামর্শ নহে।"

যোগেশ কহিলেন, "আপনার ইচ্ছা হয় দেখা করিবেন। কিন্তু তাহাতে কোন ইষ্ট-সম্ভাবনা দেখিতেছি না। লোকটা কত দূর জঘন্য, তাহা আপনার অগোচর নাই। যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাহা হইলে বিশেষ সতর্কভাবে কথাবার্ত্তা কহিবেন। তবে আমি এখনই প্রস্থানের উদ্যোগ করি।"

গঙ্গাগোবিন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বেলা ৩॥০ টা বা ৪ টার সময় পাল্কী-বাহনাদি সমস্ত প্রস্তুত হইল। যোগেশ রামনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পরে বাহকেরা উভয় গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এক প্রান্তর-পার্শ্বস্থ বৃক্ষ-মূলে পাল্কী নামাইয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন, বারিসেবন ও বিশ্রামার্থ অনতিদূরস্থ জলাশয়-সমীপে গমন করিল। যোগেশ পাল্কী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মন নিতান্ত উদাস, অনন্ত চিন্তা-সমাচ্ছন্ন। কি করিতে কোথা যাইতেছেন, বা কি করিলে কি হইবে, কিছুই যেন অবধারিত নাই। প্রান্তরের দিকে পশ্চাৎ করিয়া পাল্কীর উপর ভর দিয়া যোগেশ অনন্ত শূন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন যেন অনন্ত শূন্য-সাগরমধ্যে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছে। একাকী—সঙ্গে আর কেহ নাই। একসঙ্গে, এককালে, বহুবিধ ঘটনা হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিলে, মন বিচলিত, অস্থির ও ধারণাশূন্য হইয়া পড়ে। একটি ঘটনার চিন্তা হইলে, ন্যায়ের নিয়মানুসারে, ধারাবাহিকরূপে, ঘটনার পরিণাম চিন্তা করা যায়; কিন্তু বহু ঘটনা সময়ে সময়ে চিত্তক্ষেত্রে সমাগত হইলে কদাচ তদ্রূপ হয় না। ভাবনার ক্রম বা ধারা থাকে না, আবশ্যক অনাবশ্যক জ্ঞান থাকে না, তখন চিত্ত যেন উদাসীনভাবে অনন্ত নীল নভস্তলে কপোতিনীবৎ উড্ডীন হইতে থাকে, অনন্তসাগর-বক্ষে বায়ু-বিতাড়িত তরণীর ন্যায় বিচলিত হইতে থাকে - উদ্দেশ্য-শূন্য, লক্ষ্য-শূন্য, বাসনা-শূন্য, চেষ্টা-শূন্য; যোগেশের চিত্তের অবস্থা অধুনা সেইরূপ। তিনি ঘোর চিন্তায় সমাচ্ছন্ন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এক্ষণে কোনই বিশেষ চিন্তা নাই। তাঁহার চিত্তের অবস্থা হৃদ্গত করিয়া দিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

সহসা পশ্চাতের দিক্ হইতে এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি সমাগত হইল। যোগেশ তাহার আগমন জানিতে পারিলেন না। আগন্তুক নিকটস্থ হইয়া যোগেশের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, হস্তস্থিত লাঠিদ্বারা এক বিষম আঘাত করিল। অব্যর্থ আঘাতে যোগেশ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন! মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ তাঁহার শরীরে প্রকাশ পাইল। হত্যাকারী, যোগেশের মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিল। যোগেশের সংজ্ঞা-শূন্য দেহ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া রহিল। তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, বাহক প্রভৃতি কেহই এ বিপদের সংবাদ পাইল না।

কালের কুটিল নিয়মের কে অন্যথা করিবে? মনুষ্য! তুমি কিসের গর্ব্ব কর? ভাবিয়া দেখ, তোমার যাবতীয় গর্ব্বের মূলস্থান দেহ ও জীবন কি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তি! আশা-চক্রে

নিবদ্ধ থাকিয়া মানব কি না করিতেছে? মানবের প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন মানব স্থির করিয়াছে, তাহার জীবন অবিনশ্বর বা কল্পান্তস্থায়ী। কি ভ্রান্তি! প্রত্যেক কার্য্যে দেখিতেছি, জানিতেছি ও বুঝিতেছি যে, আমি যে কিছু লইয়া গর্ব্ব করি, তাহার কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সকলই ক্ষণবিধ্বংসী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মানব ক্ষণকালের নিমিত্তও এই সিদ্ধান্তকে হৃদয়ে স্থান দেয় না! এই আশ্চয্য কৌশলময় মোহই মানবকুলের সাংসারিক কার্য্যসমস্তের নিয়ন্তা। এই মোহ না থাকিলে মানব-জীবনের উৎসাহ, আনন্দ, আশা, সুখ, দুঃখ, প্রভৃতি সমস্তই বিদূরিত ও তিরোহিত হইয়া যাইত—সংসার বিসদৃশ স্থান হইয়া উঠিত—মানব-জীবন নিরতিশয় ভারভূত হইয়া পড়িত। এই মোহ না থাকিলে, মানব! আজি কি তুমি সংসারে থাকিতে পারিতে? এই মোহ না থাকিলে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তুমি কি স্বীয় অদৃষ্টের উন্নতি করিতে? এই মোহ না থাকিলে রোগ শোক-দুঃখরাশি-পরিবৃত বিশ্বধামে তুমি কি ক্ষণকালের নিমিত্তও তিষ্ঠিতে? এই মোহ না থাকিলে, মানব! তুমি কি অঙ্গুলী-পরিমিত ভূমির জন্য প্রাণাধিক সহোদরের সহিত কদাচ অবক্তব্য কলহানল প্রজ্বালিত করিতে? হে দরিদ্র! এই মোহ না থাকিলে, নিত্য শাকান্ন সেবন করিয়া তুমি কি অসন্তুষ্ট হইতে? না থাকিলে সংসারের সকল বন্ধনই নির্ম্মূল হইয়া যাইত। ফলতঃ সংসার যেরূপ প্রণালীক্রমে সংগ্রথিত, মোহ তাহার প্রধান সূত্র।

যোগেশের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত রহিল। কোথায় বিমলা? যে বিমলার জন্য যোগেশের এই বিপদ্, সে বিমলা এক্ষণে কোথায়? কোথায় সংসার? কোথায় স্নেহময় পিতা? কোথায় পরম শত্রু রুদ্রকান্ত? মানবের এ বড় আশ্চর্য্য অবস্থা? এ অবস্থায় শত্রু-মিত্র নাই, দ্বেষ-হিংসা নাই, খলতা-কপটতা নাই; প্রণয়-অপ্রণয় নাই, মায়া-মমতা নাই! সংসারের যাবতীয় স্পৃহা, আশা, ইচ্ছা এই অবস্থায় বিলীন হয়। যোগেশের মনে এখন আর কামিনী-কুলকুসুম বিমলার প্রণয় নাই, মানব-কুল-কলঙ্ক রুদ্রকান্তের শত্রুতা নাই, সংসারের কোন প্রবৃত্তিই নাই। যোগেশের অচেতন দেহ ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত রহিল। তাঁহার বিপদের সময় কেহ জানিল না, শুনিল না, কেহ দেখিল না। তাঁহার বিপদে কেহ আহা বলিল না, কেহ হায় হায় করিল না দেহ সমভাবে পড়িয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে তাঁহার বাহকেরা আসিয়া এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল। তাহারা ভয়ে নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের স্কন্ধেই যে এই ভয়ানক দায় আরোপিত হইবে, ইহা তাহারা বিলক্ষণরূপে স্থির করিল। লাস কোন প্রচ্ছন্ন স্থানে ফেলিয়া দিয়া পলাতক হওয়াই তাহারা সৎপরামর্শ মনে করিল। তখন তাহারা পরামর্শানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

পিতা।

সন্ধ্যাকালে বরদাকান্ত রায় তামাক খাইতে খাইতে স্বকীয় বারান্দায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। বরদাকান্তের বয়স পঞ্চাশের উপর। মাথার চুলের অর্দ্ধাধিক পাকা। তাঁহার গোঁফ বড় ঝাঁকাল। পাকা গোপ কলপ-প্রয়োগে কাল মিচমিচে। তনু লোমশ ও স্থূল। আকৃতি খর্ব্ব। বর্ণ ঘন-কৃষ্ণ।

বরদাকান্ত রায় তামাক খাইতেছেন; এমন সময় তথায় গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয়ের মুখে সততা ও সৌজন্যের ত্রুটি নাই। তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিবামাত্র যথোচিত ভদ্রতা সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ের শিষ্টাচার-প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইলে নিপতিত কাষ্ঠাসনে উভয়েই উপবেশন করিলেন।

রায় মহাশয় কহিলেন,—"মুখোপাধ্যায় মহাশয়! কি মনে করিয়া শুভাগমন?"

মুখোপাধ্যায় কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর কহিলেন,—"বিশেষ মনে কিছুই নাই। আপনার সহিত সাক্ষাতাদি করাই উদ্দেশ্য। রুদ্রকান্ত বাবু আছেন ভাল?"

বরদাকান্ত যেন কিছু বিষণ্ণ স্বরে কহিলেন,—"কাল ইংরাজী পড়ার দোষ বিস্তর।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—কেন বলুন দেখি।"

বরদাকান্ত বলিলেন,—"ও পাপ যেখানে প্রবেশ করেছে, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগ। মস্তিষ্কের ও চক্ষুর পীড়া হবেই হবে। একটি ছেলে। আগে না জানিয়া ইংরাজী অভ্যাস করিতে দিয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। এখন আর হাত নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন, রুদ্রকান্ত বাবুরও মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিয়াছে নাকি?"

বরদাকান্ত উত্তর দিলেন,—"সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন। বাবাজী মাথা ও চক্ষু লইয়া সমস্ত দিন কাতর।"

গঙ্গাগোবিন্দ সমস্তই বুঝিলেন; মস্তিষ্কের পীড়াটা কেবল নেশার ঘোর। চক্ষুর ব্যাধি কেবল চসমা ব্যবহারের সখ। সে কথা গোপন করিয়া কহিলেন,—"তবে তো বড় দুঃখের বিষয়। একটি সন্তান, অতুল বিষয়। অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিয়া জীবিকা যাপন করিবেন। এ দৈব বিড়ম্বনা—বড় যাতনা। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।"

বরদাকান্ত পরম ভক্তের ন্যায় কহিলেন,—"ভগবান্—তুমি সকলই করিতে পার।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"বিশেষ যত্ন রাখিবেন।"

বরদাকান্ত বলিলেন,—"যত্নের কোনই ত্রুটি নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—"আপনার কুবেরের ভাণ্ডার। একমাত্র সন্তানের ব্যাধি-শান্তির নিমিত্ত আপনার যত্নের ত্রুটি হওয়া কদাচ সম্ভব নহে। তবে এরূপ পীড়ায় অর্থ-ব্যয় ছাড়া আরও কিছু সাবধানতা আবশ্যক।"

বরদাকান্ত ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রকম?"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—"যৌবনে মনুষ্যশরীরে কতকগুলি দোষ জন্মে। সেই দোষগুলি যাহাতে কম হয়, তাহা আবশ্যক।"

বরদাকান্ত দন্তে রসনা কাটিয়া কহিলেন,—"রাধামাধব! বাবাজীউর শরীরে কোনই দোষ নাই। তবে যদি কখন কিছু শুনিতে পান, সে সামান্য। যৌবনে নিতান্ত সাধু ব্যক্তিরও তাহা থাকেই থাকে। সে জন্য পীড়ার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।"

গঙ্গাগোবিন্দ মনে মনে বলিলেন,—"তোমার মাথা।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"এমন দোষও শুনা যায়, যাহা কোন ক্রমেই সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।"

বরদাকান্ত কুপিত স্বরে বলিলেন,—"মুখোপাধ্যায় মহাশয়! রুদ্র আমার সচ্চরিত্রের একশেষ। আপনি যদি তার বিরুদ্ধে কখন কিছু শুনে থাকেন, নিশ্চয় জান্‌বেন, সেটা ভুল।"

গঙ্গাগোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"এই যে সম্প্রতি বিমলার ব্যাপার শুনা যাইতেছে, এটিও কি ভুল?"

বরদাকান্ত কিছু থতমত খাইয়া বলিলেন,—"সেটা জনরব মাত্র।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—"চ'খে দেখা বিষয় যেমন কদাচ অবিশ্বাস করা যায় না, তেমনই এ ব্যাপারে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহা কদাচ অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না! আপনি হাজার বলুন, তথাপি এ আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, রামকৃষ্ণ ও রুদ্রকান্তই এই ভয়ানক কাণ্ডের মূল।"

বরদাকান্ত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এ আপনার অন্যায় কথা। এমন বিশ্বাস হ'লে কি করা যেতে পারে।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—"করা সবই যেতে পারে। আপনি একটু মনোযোগী হ'লে সকলই হয়। আপনার উৎসাহ না পাইলে, রুদ্রকান্তের এমন সাহস হয় কি?"

বরদাকান্ত চটিয়া বলিলেন,—"আপনি আমায় কি করিতে বলেন? বালক যদি একটা মন্দ কাজ ক'রেই থাকে, তাই বলিয়া কি তাকে মেরে ফেলা বিধি?"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"পিতা-মাতার কাছে সন্তান চিরদিনই বালক! আপনার বালক সংসারে যার-পর-নাই দৌরাত্ম্য করিবে, আপনি বালক বলিয়া সমস্তই উপেক্ষা করিবেন, কিন্তু লোকে তাহা সহ্য করিবে কেন? অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। আপনাকে বলিয়া যদি তাহার উপায় না হয়, তাহা হইলে অগত্যা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আমার ছেলে যা খুসী করিয়াছে, তাহাতে লোকের যা ক্ষমতা থাকে, করে যেন। কাহারও

প্রাচীরে আমার একচালা নয়। আমি কাকেও ভয় করি না।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"কারও প্রাচীরে আপনার একচালা নয় সত্য এবং কাকেও আপনি ভয় করেন না, তা-ও যথার্থ। কিন্তু রায় মহাশয়! অধর্ম্ম-কার্য্য ক'দিন চাপা রাখিবেন? পাপের ফল ভুগিতেই হইবে। আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি সাবধান হউন; পুত্রকে সাবধান করুন্ এবং বিমলা কোথায় আছে, বলিয়া দিউন।"

বরদাকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—"আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন নাকি? সাহস তো মন্দ নয়!"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"সাহসের কোন কথা নাই। আপনাকে ভয় দেখাতেও আমার আসা নয়। ভাল ভেবেই আপনাকে বলিতে এসেছি। আপনি প্রবীণ। ভাবিয়াছিলাম, আপনি এ সকল শুনিলে অবশ্যই কোন সদ্যুক্তি হইবে। বুঝিলাম, তাহা হইবে না। আমার অপরাধ কি? প্রকৃত কথা বলিয়া যাই। রুদ্রকান্ত-কৃত যাবতীয় দুষ্কৃতি লোকে এতদিন সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এবারকার এ কার্য্য কেহ সহ্য করিবে না। জানিবেন, এ জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইবে।"

বরদাকান্ত বলিলেন,—"আপনি যান, তার তদ্বির করুন গে, সাহসের কথাও মন্দ নয়।"

বরদাকান্ত রায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। দেহ কাঁপিতে লাগিল। আবার বলিলেন,—"আস্পর্দ্ধা কম নয়। লোক সব বড় বাড়িয়ে তুলেছে। এর প্রতিবিধান না কল্লে নয়।"

সম্পত্তিশালী, দুর্দ্দান্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গেলেও সে ভাবিয়া থাকে যে, তাহাকে গালি দেওয়া হইল। যাহার মত ও অভিপ্রায় নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন ও পরিচালিত হইয়া থাকে, সে কখন ঘটনাক্রমে তাহার অভিপ্রায়ের অন্যথা বা প্রতিবাদ হইতে দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হয় ও মর্ম্মান্তিক যাতনা পায়। অভ্যাসের দোষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই বরদাকান্ত মনে করিতে লাগিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ প্রতিবাক্যে তাঁহাকে অযথা অপমানিত করিলেন। এ সিদ্ধান্ত মনে হইয়া, তাঁহার আরও আক্রোশ হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হউক, এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে হইবে। দমন না করিলে স্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া উঠিবে।

গঙ্গাগোবিন্দ দেখিলেন, বরদাকান্ত নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হওয়া অসম্ভব। বলিলেন,—"মহাশয়, আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

বরদাকান্ত সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। গঙ্গাগোবিন্দ বিরক্ত, দুঃখিত ও বিমর্ষ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

যোগেশের সহিত বাদানুবাদকালে গঙ্গাগোবিন্দ হতাশভাবে কথা বলিয়াছেন এবং একবার বরদাকান্তকে এই সকল কথা জানাইয়া অরণ্যে রোদন করিবেন মনে করিয়াছিলেন। সে সময় যোগেশ পিতাকে সাবধানতাসহ বরদাকান্তের সহিত কথা কহিতে পরামর্শ দিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ বড়ই নিরীহ ব্যক্তি, কার্য্যক্ষেত্রে তিনি বাধ্য হইয়া বরদাকান্তকে দুই একটা অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলিলেন। বুড়া বাস্তবিকই প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছে। নিরীহ মানুষ হঠাৎ রাগিলে বড় বেশী রাগিয়া থাকে।

যখন গঙ্গাগোবিন্দ বাটী ফিরিলেন, তখন রাত্রি অনেক। তাঁহার মনের অবস্থা বড় ভয়ানক। কথঞ্চিৎরূপে আহারাদি শেষ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। কোথায় যোগেশ? কোথায় বিমলা? অত্যাচারী ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি নিয়ত অত্যাচার করিবে, তাহা অবাধে সহ্য করিতে হইবে, এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে বিষম হইয়া উঠিল। মনুষ্য-মন স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়। সেই স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে মানব নিতান্ত ব্যাকুল। গঙ্গাগোবিন্দ বরদাকান্তের এবংবিধ ন্যায়বিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ প্রভুতায় যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজি হউক বা কালি হউক, বরদাকান্তের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেই হইবে। যেরূপে হউক, তাহার এ অন্যায় দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে। গঙ্গাগোবিন্দের মন এবংবিধ চিন্তা-পরম্পরায় অস্থির হইয়া উঠিল। নিদ্রা আসিল না।

রাত্রি অনেক হইল। তিন প্রহর অতীত। পৃথিবী নিস্তব্ধ, শান্ত ও স্থির। শন্-শন্ শব্দে

নৈশসমীর প্রধাবিত হইতেছে। চন্দ্রদেব মেঘ হইতে মেঘান্তরালে লুকাইতে লুকাইতে সত্বর স্বকার্য্য সাধন করিয়া পলায়ন করিতেছেন। আকাশ নির্ম্মল ও প্রশান্ত —যেন অনন্ত সমূদ্র। আকাশ হাসিতেছে, তাহার তারা হাসিতেছে, তাহার চন্দ্র হাসিতেছে। এত হাসি কেন হাসে? পৃথিবীর রঙ্গ দেখিয়াই তাহারা সকলেই হাসিতেছে, ফলতঃ রাত্রিতে ধরণীর অনেক রঙ্গ। দিনে মানবগণ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত হয়, সংসার মহা কোলাহলে পরিপূর্ণ হয় সত্য, কিন্তু তখন এত রঙ্গ থাকে না। আকাশ, চন্দ্র, তারা রজনীর রঙ্গের চিরন্তন সাক্ষী. সেই জন্য তাহাদের এত হাসি। হাসিতে উপহাসে বা বিদ্রূপে ধরিত্রীর এ রঙ্গ কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, শান্ত ও স্থির।

সহসা এ কি বিপদ্? গঙ্গাগোবিন্দের গোশালা, রন্ধনশালা, নিবাসগৃহ সমস্ত এককালে ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। এ রাত্রিতে কে এ বিপদ্ ঘটাইল? রমণীগণের ভয়বিকলিত আর্ত্তনাদ ও কোলাহল উঠিল। গাভীগণ বিপদ্‌ব্যঞ্জক স্বরে শব্দ করিতে লাগিল। সন্নিহিত বৃক্ষসমূহস্থিত পক্ষিগণ ঘোর চীৎকার করিয়া উঠিল। কুকুর সকল প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি গঙ্গাগোবিন্দ জল জল শব্দে চীৎকার ও পরকীয় সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিস্তৃত অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতে লাগিল, এক এক জন করিয়া প্রতিবেশী সমবেত হইল। কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে গঙ্গাগোবিন্দের ভবন বহ্নি-চর্ব্বিত ভস্মাবশেষ হইয়া ভূমিতলে মিশিয়া গেল

বলা বাহুল্য, এ বিষম অগ্নিকাণ্ড আপনি ঘটে নাই। সহজেই অনুমান করা যাইতেছে, ইহার মধ্যে অবশ্যই বরদাকান্ত রায়ের হস্ত আছে। অকারণ প্রতিহিংসার গতি এতদপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। প্রভুতা ও ক্ষমতাবলে মানুষ এত অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। যে বিধাতা তুঙ্গশৃঙ্গ হিমাদ্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই সেই উপাদানে এই জঘন্য জীবগণের হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য! বরদাকান্ত ও তাঁহার পুত্রের অন্যায় অত্যাচারে একটি নিরীহ ভদ্রপরিবার এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পাপের কি শাস্তি নাই? দৌরাত্ম্যের কি প্রতিফল নাই?

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাহ্নবী-তীরে।

ঘোর তিমিরা রজনী। জাহ্নবী কুল-কুল শব্দে প্রবাহিতা। প্রকৃতি শান্ত ও নিস্তব্ধ। চতুর্দ্দিক্ জনশূন্য। বহুদূরে বলরামপুরের জমীদার-কাছারীর দ্বিতলগৃহে যে আলোক জ্বলিতেছে, তাহারই ক্ষীণ ভাতি মাত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সুরধুনী-তীরে একখানি নৌকা সংলগ্ন। নৌকায় আরোহী নাই, তথাপি নাবিকগণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, যেন এখনই নৌকা ছাড়িতে হইবে।

ধীরে ধীরে নিশীথিনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া এক যুবক ও যুবতী নৌকা-সন্নিধানে আগমন করিলেন। অন্ধকারে তাঁহাদের মূর্ত্তি অদৃশ্য হইলেও আমরা বলিতে পারি, তাঁহারা উভয়েই দেবকান্তি। উভয়েরই গঠন সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার।

যুবকের এক হস্তে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি, অপর হস্ত সঙ্গিনী সুন্দরী নবীনার বাহু-সংলগ্ন।

যুবক নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং যেন জগতের একমাত্র সার রত্ন বোধে, যেন আপনার প্রা' অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞানে, যেন দেবদুর্ল্লভ সম্পত্তি মনে করিয়া অতীব সাবধানতার সহিত সুন্দরীকে নৌকায় উঠাইলেন। উভয়ে নৌকার দরমাবৃত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। যুবক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌকা তীর হইতে বহু দূরে গমন করিল এবং তীরবেগে ভাটার স্রোতে ভাসিয়া চলিল।

শোকসংক্ষুব্ধ স্বরে যুবক বলিলেন,—"জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হৃদয়ে একটু বেদনা জন্মে।"

যুবতী বলিলেন,—"তোমার সকল ক্লেশের মূলই আমি। অশুভক্ষণে এ ভাগ্যহীনাকে চরণে স্থান দিয়া তুমি ধন্য করিয়াছ। কিন্তু তদবধি নরেন্দ্র, প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা, তোমার কত ক্লেশই সহ্য করিতে হইতেছে।"

নরেন্দ্র সেই অন্ধকারময় নৌকার মধ্যে রমণীকে বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—"কেন দেবি, কেন প্রাণেশ্বরি, কেন এরূপ কঠোর বলিতেছ? তোমাকে লাভ করিয়া এ অধম ধন্য হইয়াছে, তোমার মত গুণময়ী দেবীকে জীবনের সঙ্গিনী পাইয়া আমার আনন্দ ও উৎসাহ, আশা ও উদ্যম শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মনোরমে, তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা, তোমার মুখ লক্ষ্য করিয়া আমি কঠোর জীবন-সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছি; তোমাকে সুখী ও বিনোদিত করিতে পারিব মনে করিয়া আমি সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া আছি। তুমি আমার মঙ্গলময়ী আরাধ্যা দেবী। কেন তুমি আপনাকে সকল অশুভের মূল বলিয়া জ্ঞান করিতেছ মনোরমা?

মনোরমা বলিলেন,—"তুমি আমাকে এতই কৃপা কর যে, আমার জন্য তোমার যে সকল প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও অসুবিধা হইতেছে, তাহাও তুমি দেখিতে পাইতেছ না। মনে করিয়া দেখ নরেন্দ্র, আমার জন্য চিরদিন তুমি কত কষ্টই না করিয়া আসিতেছ। কানপুরে আমার পিতা সামান্য কর্ম্ম করিতেন, অতি ক্লেশে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তুমিও তখন কানপুরে এক মহিলার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে। আমার পিতা তোমাকে ভালরূপ জানিতেন এবং তোমার রূপ-গুণের সতত প্রশংসা করিতেন। তখন আমার বয়স আট বৎসর; তোমার বয়স তখন ষোল বৎসর। সেই সময় তুমি আমাকে দয়া কর; সেই সময় হইতেই এ দাসী তোমার চরণে চিরবিক্রীতা।"

নরেন্দ্র কহিলেন,—"কি মধুর! মনোরমা, তোমার সে বাল্যকালের সমস্ত কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার আমি যেন এখনও চক্ষুর সমক্ষে দেখিতেছি। তখনই তোমাকে দেবী বলিয়া জানিয়াছি,

এখন বুঝিয়াছি, দেবলোকেও এমন দেবী আর নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—"আমার প্রতি তোমার চিরদিনই এইরূপ দয়া। যাহা হউক, যদি সেই বাল্যকালের কথা তোমার এখন এত সুমিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আরও বলি।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"বল। তোমার সকল কথাই সুমিষ্ট; তোমার মুখে সেই মধুর অতীত ইতিহাস যেন মধুমাখা বলিয়া বোধ হইতেছে।"

মনোরমা বলিলেন,—"তাহার পর তিন চারি বৎসর বড় সুখে কাটিয়া গেল। তোমাকে নিত্য দেখিতে পাইতাম, কতক্ষণে তুমি আমাদের বাসায় আসিবে, অনুক্ষণ তাহার প্রতীক্ষা করিতাম। তুমি আসিলে বোধ হইত, সংসারের সকল আনন্দ, সকল সুখ যেন তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। যত দুঃখ-জ্বালা, যত দুশ্চিন্তা সকলই যেন তোমার ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। সে সময়ের সেই সুখের অবস্থা কোন সম্রাট্ও কখন ভোগ করিতে পারেন কি না সন্দেহ।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"তার পর বল। বড় মিষ্ট কথা।"

মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—"জীবনের চারি বৎসর এইরূপ পরমানন্দে কাটিয়া গেল। তাহার পর সহসা আমার দরিদ্র পিতা স্বর্গলাভ করিলেন। সেই দুঃখের দিনের কথা মনে হইলে প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

নরেন্দ্র বলিলেন—"প্রাণেশ্বরি, আর সে কথায় কাজ নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—"না নরেন্দ্র, অতীত জীবনের অতঃপর যে কাহিনীর বর্ণনা করিব, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও তোমার অনন্ত করুণা ও অসীম মহত্ত্বের পরিচায়ক। পিতার মৃত্যুর পর আমার দুঃখিনী জননী শয্যা গ্রহণ করিলেন। আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও উপায় ছিল না। তাহার উপর মাতৃদেবী কঠিন পীড়ায় পীড়িতা হইলেন। তুমি সেই সময় করুণাময় দেবতার ন্যায় আমাদের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছ, আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছ, আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া আমাদের হিত-চিন্তায় সময়পাত করিয়াছ। মাতৃদেবীর পীড়া ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল। আমার পিতা জানিতেন, তুমি আমাদের পাল্টা-ঘর। তিনি কত দিন আমার জননীর নিকট সে কথা বলিয়াছিলেন এবং সময়মত তোমার চরণে আমাকে সম্প্রদান করিবেন, এই মধুর আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে মৃত্যু নিকট হইয়াছে বুঝিয়া মাতা আমাকে দাসী-রূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোমাকে অনুরোধ করিলেন। তুমি কৃপাপরবশ হইয়া এ দীনহীনাকে চরণে স্থান দিতে সম্মত হইলে। যথাসম্ভব সুপ্রণালী-ক্রমে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"আহা! সে দিন জীবনের কি শুভদিন। যিনি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তিনি সেই দিন ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুসারে পবিত্র প্রণালীক্রমে আমার হইলেন।"

মনোরমা বলিলেন,—"কিন্তু সে দিন হইতেই তোমার জীবনে ভয়ানক দুর্দ্দিনের সূত্রপাত হইল। আমি তখন তের বছরের। তুমি পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র ব্যক্তি—পরের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে। আমি তোমার গলগ্রহ হইলাম। কিছুদিন পরেই মাতৃদেবী পিতৃদেবের অনুসরণ করিলেন, আমাকে লইয়া পরের বাসায় থাকা সম্ভবপর না হওয়ায় তুমি আমার মাতার অধিকৃত বাসায় আসিলে। আমি পারি বা না পারি, আমার সেবা তোমার সন্তোষজনক হইল, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"তোমার সেবার কথা কেন বলিতেছ? তুমি যে আমার ন্যায় অধম জনের হৃদয়ে অন্তরের ভালবাসা অজস্র ধারায় ঢালিতে লাগিলে, তাহাতে আমি এই নরদেহে স্বর্গসুখের অধিকারী হইলাম।"

মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—"কানপুরে তোমার একটি কর্ম্ম জুটিল; তাহাতে আমাদের বেশ স্বচ্ছন্দে দিন চলিতে লাগিল। সহসা তুমি সংবাদ পাইলে, তোমার জন্মভূমির স্কুলের হেড মাষ্টারী খালি হইয়াছে। অনেক দিনাবধি একবার স্বদেশে আসিতে তোমার বড়ই বাসনা হইয়াছিল। তুমি সেই পদের প্রার্থী হইলে, তোমার আবেদন গ্রাহ্য হইল, এ চরণাশ্রিতা দাসীকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চাশ টাকা বেতনে হেড মাষ্টার হইয়া দেশে আসিলে।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"বড় আনন্দেই দেশে আসিয়াছিলাম সন্দেহ নাই। ভাগ্যবলে তোমার মত ভূলোকদুর্ল ভ রত্ন লাভ করিয়াছি। এ রত্ন আত্মীয়কুটুম্বসমাজে দেখাইবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল ছিল।"

মনোরমা বলিলেন,—"কিন্তু যাহাকে দয়া করিয়া তুমি ভূলোক-দুর্ল ভ রত্ন বলিতেছ, সেই তোমার কাল হইল। এখানকার লোকে নানা নিন্দার কথা ক্রমে ক্রমে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বলিল, 'ইহার সঙ্গিনী নারী বিবাহিতা পত্নী নহে।' কেহ কেহ বলিতে থাকিল, 'এ নারীর জন্মবৃত্তান্ত বড়ই নিন্দনীয়।' কেহ বলিতে লাগিল, 'এ অভাগী হিন্দুর মেয়ে নহে।' আরও কত কথা চারিদিকে রাষ্ট হইতে লাগিল। তোমার দুর্নামের সীমা থাকিল না, ক্রমে তোমার সহিত লোক আহার-ব্যবহার বন্ধ করিল। আমাদের শাস্ত্র-সম্মত বিবাহের কোন প্রমাণ দিতে পারা গেল না; আবার পিতা-মাতার বিশেষ পরিচয়ও তুমি দিতে পারিলে না। কাজেই লোকের সিদ্ধান্ত বলবান্ হইল। ক্রমে লোকে তোমাকে অতি দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্র-হীন পুরুষ বলিয়া স্থির করিল। শেষে দশের চেষ্টায় তোমার চাকুরীও গেল।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"তাহা যাউক; আমি সে জন্য এক বিন্দুও দুঃখিত নহি। আমি ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস করি। তিনি অবশ্যই স্থানান্তরে আমাদের জীবিকার উপায় করিয়া দিবেন। যে দেবীর নামে লোকে মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছে, আমি জানি, তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। লোকের কথায় আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

মনোরমা বলিলেন,—"তাহার পর হাতে যে যৎসামান্য টাকা ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। অধিকন্তু জমীদারপুত্র দুর্বৃত্ত রুদ্রকান্ত আমাদিগের বিবিধ কলঙ্ক-কাহিনী শুনিয়া কৌশলে এক দিন আমাকে দর্শন করিল। তাহার পর হইতে আমাদের দুর্ভাগ্য পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আমাদের উপর অশেষ অত্যাচার আরম্ভ করিল। এক্ষণে জীবিকার চেষ্টায়, অধিকন্তু রুদ্রকান্তের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ-বাসনায় আমাদিগকে দেশত্যাগী হইতে হইল।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"তা হউক। রুদ্রকান্ত পাপিষ্ঠ, তাহার শাস্তি ভগবান্ অবশ্যই সমুচিত সময়ে যথোপযুক্তরূপে প্রদান করিবেন। আর স্থানীয় লোকেরা অবশ্যই কোন না কোন দিন আপনাদিগের দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিবে।"

মনোরমা বলিলেন,—"অসম্ভব নহে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা সত্য কি না বল। তোমার যত দুর্গতি, সে সকলই এই অভাগিনীর জন্য। তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণময় পুরুষকে একটা সামান্যা নারীর জন্য অশেষ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, এ কথা যখন মনে হয়, তখন এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাসনা হয়।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"ছি মনোরমে, এমন কথা মুখেও আনিও না। তোমার জন্য আমার কষ্ট বা অসুবিধা যদি হইয়া থাকে, তাহাতে কাতরতার কোনই কারণ নাই। তুমি আমার জীবনের মঙ্গলময়ী দেবী। তোমার জন্য অসাধ্য-সাধন করিতে আমি বাধ্য। সামান্য লোকের সামান্য বিদ্বেষ বা বিসদৃশ ব্যবহার আমাকে কখনই অবসন্ন করিতে পারিবে না। দয়াময় ভগবানের কৃপায় সকলই শুভ হইবে।"

মনোরমা বলিলেন,—"এক্ষণে আমরা নিঃসম্বল। তোমার হাতে মোটে সাড়ে তিন টাকা আছে। তাহার এক টাকা এখনই মাঝিদের দিতে হইবে, তাহার পর কি হইবে, তাহা বিধাতা জানেন।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"অতি উত্তম কথা মনোরমে। তাহার পর কি হইবে, তাহা বিধাতা জানেন।"

অচিরে ঊষার সম্মোহন আলোক এই বিষণ্ণ দম্পতিকে বিনোদিত করিতে লাগিল। পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী-হৃদয়ে প্রত্যূষ কি মনোহর—কি তৃপ্তিপ্রদ দৃশ্য! সলিলসম্পৃক্ত প্রভাতসমীর চিন্তাক্লিষ্ট প্রণয়িযুগলকে শীতল করিতে লাগিল। সলিলোত্থিত বাষ্পরাশি, হেমন্তকালীন কুজ্ঝটিকার আকার ধারণ করিয়া দিগ্বলয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নৌকা সেই তরল তিমির বিচ্ছিন্ন করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। অচিরে ভগবান্ ভাস্করের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে পরিদৃষ্ট হইল।

নরেন্দ্রনাথ ও মনোরমাকে বহন করিয়া নৌকা প্রাতঃকালে আসিয়া হরিপাড়ার ঘাটে লাগিল।

মাঝিদের ভাড়া মিটাইয়া দিয়া প্রণয়িযুগল নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

সহসা মনোরমা দক্ষিণপার্শ্বে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"দেখ দেখ নরেন্দ্র, ঐ বালীর উপর একটি ভদ্রলোকের মৃতদেহ—লোকটি যেন শয়ন করিয়া রহিয়াছে।"

নরেন্দ্র কিয়ৎকাল দেখিয়া বলিলেন,—"মৃতদেহ বটে; ভদ্রলোকও বটে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে মৃত নয়। বস্ত্রাদিতে রক্ত দেখিতেছি। অবশ্য ইহার মধ্যে কোন রহস্য আছে। দাঁড়াও, নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখি।"

এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ সেই দেহ-সন্নিধানে গমন করিলেন। মনোরমাও সঙ্গে চলিলেন। নিপতিত নরদেহের বদন বস্ত্রসমাচ্ছন্ন। নরেন্দ্র তাহা নির্ম্মুক্ত করিলেন না; অন্য প্রকারে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—"দেহ মৃত নয়, কিন্তু মৃতপ্রায়।"

মনোরমা সবিস্ময়ে কহিলেন,—"বল কি?"

"দেখিতেছি, দেহ এখনও জীবিত আছে। অযত্নে থাকিলে এখনই মরিয়া যাইবে। যত্ন করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।"

মনোরমা সোদ্বেগে কহিলেন,—"নরেন! তবে উপায় কর।"

"দেখা যাউক!"

তাঁহারা অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জনরব।

কাহার জন্য কে কাঁদে? তুমি অনাথা, পতি-বিয়োগবিধুরা, অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে রোরুদ্যমানা, কিন্তু বল দেখি, তোমার দুঃখে পৃথিবীর কয়টা লোক কাঁদে? যে তোমায় দেখিল, হয় তো সে একবার আহা বলিল, এক মুষ্টি তণ্ডুল দিল, বা যৎসামান্য সাহায্য করিল! জগতে সহানুভূতি-স্রোতঃ এই পর্য্যন্ত প্রধাবিত। কিন্তু বল দেখি, কে তোমার এ হৃদয়ের সহিত নিজ হৃদয় মিশাইয়া কাঁদিল? বল দেখি, কে তোমার দুঃখ নিজদুঃখ বিবেচনায় তাহা বিদূরিত করিতে সচেষ্ট হইল? তোমার ক্লেশরাশিতে কাহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল? এরূপ কাঁদিবার লোক এ জগতে বড় কম। যদি এই পাপ, স্বার্থ, লোভ, দুরাকাঙ্ক্ষাময় পৃথ্বীরাজ্যে তদ্বিধ লোক দেখিয়া থাক, নিশ্চয় জানিও, তিনি দেবতা, তিনি এ জগতের লোক নহেন। সাধারণ উপাদানে তাঁহার হৃদয় বিনির্ম্মিত নহে। তিনি সাধু, উদার, মহৎ ও উপাস্য।

কাহার জন্য কে কাঁদে? আজি আমি প্রাণাধিক প্রিয়তম আত্মীয়-বিয়োগে উন্মত্তবৎ অধীরতা সহকারে ধূলি-ধূসরিত-কায়ে চীৎকার করিয়া মেদিনী বিদীর্ণ করিতেছি, সংসার যন্ত্রণার আলয় বলিয়া বোধ করিতেছি, চতুর্দ্দিক্ শূন্য ও নিরানন্দময় দেখিতেছি; কিন্তু ঐ দেখ, আমার পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীর নবকুমার হইয়াছে। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি বাটীতে নহবৎ উঠাইয়াছেন, আনন্দধ্বনিতে তাঁহার বাটী তোলপাড় হইতেছে। কাহার জন্য কে কাঁদে? আবার ঐ দেখ, আমার শোকবিচলিত চীৎকারে তাঁহার আনন্দের বিঘ্ন জন্মিতেছে বলিয়া, তাঁহার লোক আসিয়া আমাকে কাঁদিতে বারণ করিতেছে। হায়! এ সংসারে কাহার জন্য কে কাঁদে?

কাঁদিলে কি কাঁদার সীমা হইবে? মানুষ কত কাঁদিবে? প্রত্যেকের জন্য যদি প্রত্যেককে কাঁদিতে হয়, তবে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সংসার ক্রন্দনের বিরাম পাইবে না। মানুষকে অহর্নিশ কাঁদিতে হইবে। সংসার ক্রন্দন-রোলে পরিপূরিত হইয়া উঠিবে। কাঁদিয়া পার পায় না, কাহার জন্য কেহ কাঁদে না।

বিমলার বিপদের সীমা নাই, যোগেশের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয়, গঙ্গাগোবিন্দ বিপদ্-বিদলিত! তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যৎপরোনাস্তি বিপদ্। কিন্তু তুমি কি বল, যত দিন তাঁহাদের বিপদ্ বিদূরিত না হয়, যত দিন তাঁহারা পূর্ব্ববৎ আনন্দসাগরে ভাসিয়া না বেড়ান, তত দিন সংসারের সমস্ত লোক অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহাদের দুঃখে যোগদান করুক, তাঁহাদের সহিত কাঁদুক, আপনাদিগকেও তাঁহাদিগের ন্যায় বিপদাপন্ন মনে করুক? সাম্যবাদী, যদি তোমার যুক্তিতে এরূপ উপদেশ দেয়, তবে নিশ্চয়ই তোমার উপদেশ কখনই কার্য্যে পরিণত হইবে না। বিমলা প্রভৃতির বিপদ্ যথেষ্ট হইলেও সংসার তজ্জন্য আত্মামোদ ত্যাগ করিল না। সংসারে কাহার জন্য কে কাঁদে?

কুৎসার কর্কশ কণ্ঠ বিবিধ কাল্পনিক কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্র-মনোরমাকে দেশত্যাগী করিল। অপরাধের অণুমাত্র সংস্পর্শ না থাকিলেও মানব-সমাজ তাঁহাদিগকে পাপ-পরায়ণের অগ্রগণ্য বলিয়া অবধারণ করিল। তাঁহাদের দুরবস্থায় কেহ সমবেদনা প্রকাশ করিল না। পবিত্র সহানুভূতির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেহ তাঁহাদের কাতর হৃদয়ে শান্তি-সলিল সেচন করিল না। কাহার দুঃখে কে কাঁদে।

গত রজনীতে নিন্দিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত নরেন্দ্র-মনোরমা বলরামপুর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কোথায় তাঁহারা গমন করিয়াছেন, কিরূপ জীবন ভবিষ্যতে তাঁহারা অবলম্বন করিবেন, কতদিনে তাঁহারা স্বগ্রামে পুনরাগমন করিবেন, ইত্যাদি কোন বিষয়ই গ্রামের কাহাকেও তাঁহারা জানান নাই। গ্রামে তাঁহাদের বন্ধু নাই; কোন কথা বলিতে গেলেই অধিকতর পরিহাসাস্পদ হইতে হইবে; ইহা তাঁহারা জানেন।

অদ্য প্রাতে বলরামপুরের ঘোষবাবুদিগের চণ্ডী-মণ্ডপে অনেক লোক বসিয়া তামাক ভস্ম করিতেছেন। আজি যে কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে বা উৎসবকার্য্যে তাঁহারা এ স্থলে সমবেত হইয়াছেন এমত নহে। এ চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামের পবলিক হল অর্থাৎ সাধারণ অধিষ্ঠানস্বরূপ। যত কর্ম্মহীন, যত কুৎসাপরায়ণ, যত পরিচ্ছিদ্রান্বেষী, যত তাম্রকূটসেবী সকলে এ স্থানে নিত্য মিলিত হইয়া থাকেন। প্রত্যুষ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এ স্থানে লোক-সমারোহ। লোকেরা একবার স্নানাহার করিতে যায়, কাহারও বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে এক-বার গিয়া কাজ সারিয়া আইসে, গভীর রাত্রিতে এই অধিষ্ঠানক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আলয়ে গিয়া শয়ন করে। বৈকালে তাস-পাশাও চলে। অনেক পল্লীগ্রামেই এরূপ একটা টাউনহল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

বলরামপুরের এই টাউনহলে অদ্য প্রাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। দাদা ঠাকুর দেখা দিয়াছেন, ন'কর্ত্তা উপস্থিত, খুড়ামহাশয় জুটিয়াছেন, আরও অনেকে আসিয়াছেন এবং ক্রমে আসিতেছেন।

এক যুবা ব্যস্তভাবে সেই মহতী সভায় উপস্থিত হইল। তখন সভায় এ বৎসর ইলিশ মাছের দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়ক বাদানুবাদ চলিতেছিল। যুবা সকলের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"কালি সরেছে।"

ন'কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—"কে রে? কেউ মরেছে নাকি?"

যুবা বলিল,—"মর্‌বে কেন? মর্‌লে তো বালাই যেত, এখান থেকে পালিয়েছে।"

দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন,—"কে, বল্ না!"

যুবা বলিল—"মাষ্টার,—তোমাদের হেড মাষ্টার।"

দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন,—"একা?"

যুবা একটু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল;—"তা হ'লে তো ভালই হ'তো। দু'জনেই গিয়াছে।"

ন'কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথা গেল? কখন গেল?"

যুবা বলিল,—"তা কি জানি?"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"ছুঁড়ীটা গেল কেন? সে যে মেয়েমানুষের টেক্কা রে বেটা।"

যুবা বলিল,—"তা আমার উপর রাগ কর্‌ছ কেন? আমি তো তাদের যেতে বলি নি।"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "রাগ করি সাধে? সকল আশায় ছাই পড়িল যে। আমি ঠিক জান্‌তাম, এক দিন না এক দিন তা'কে হাত কর্‌ব। অনেকটা সুবিধা ক'রে এনেছিলাম।"

ন'কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—"কি রকম?"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"এক দিন ঘাটের পথে ছুঁড়ীকে একটা ঠাট্টা করেছিলাম।"

ভজহরি বলিল,—"তার পর?"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"তার পর সে কোন কথা না ব'লে চলে গেল।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"এতে আর তোমার সুবিধা হলো কই?"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"বুঝ্‌লে না? যদি মন না হতো, তা হ'লে কথাটা নিয়ে একটা গোল কর্‌ত।"

যুবা বলিল,—"দাদাঠাকুর, সে হয় তো তোমার কথা শুন্‌তেই পায় নাই। সুবিধার কথা যদি বলে, তাহা হইলে আমি বরং অনেকটা ঠিক ক'রে ছিলাম বটে। এক দিন বলেছিলেম, মাটিতে পা ফেলে হেঁটো না, পা ফেটে রক্ত বেরুবে। সুন্দরী

কোন দিকে না চেয়ে গায়ের কাপড় নামিয়ে দিয়ে পা দুখানিও ঢেকে ফেল্লে।"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"সে কিছু নয়। আমারই একটু আশা ছিল।"

ভজহরি বলিল,—"এখন সকল আশাই ছাই! গেল কোথায়?"

যুবা বলিল,—"তা কি ছাই জানি? তা হ'লে এখনই সেখানে ছুটি।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"অনেকেরই তার উপর লোভ ছিল। রুদ্রকান্ত বাবু তো পাগল হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলের মুখে ছাই দিয়া সরিয়া পড়িল। নরেন মাষ্টারের খুব কপাল জোর!"

দাদাঠাকুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ন'রো ছোঁড়ার খুব কপাল জোরই বটে! আমার জালে পড়েও ফস্কে গেল হে!"

ভজহরি বলিল,—"যাই বলো, বাঙ্গালীর মেয়ে বোধ হয় না।"

ন'কর্ত্তা বলিলেন,—"কখনও না। বোধ হয়, মোগল না হয় ইহুদী হবে।"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"বেশ্যার মেয়ে, তার ভুল নাই। নরেন মাষ্টার বলে, আমার পরিবার। কপালে আগুন!"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"এমন পরিবার যেন কখন কাহারও না হয়। বেশ্যার মেয়ে আবার পরিবার!"

ভজহরি বলিল,—"নিশ্চয়ই অনেক হাত ঘুরে তবে নরেন মাষ্টারের হাতে পড়েছে।"

ন'কর্ত্তা বলিলেন,—"কেবল আমাদের গ্রামে কারও ভোগে লাগ্‌লো না।"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"কি আর বল্‌বো! আমার হাতে আসে আসে হয়েছিল। সবই মাটী।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"বড় স'রে পড়েছে। নহিলে রুদ্রকান্ত বাবু একটা কাণ্ড বাধাইত।"

খুড়া মহাশয় এতক্ষণ কথা কহেন নাই। তিনি বলিলেন,—"বাবা, সে বড় শক্ত মেয়ে, আমি তা বেশ জানি। তোমরা কেহই তাহার কিছু করিতে পারিতে না। আমি জানি, কানপুরে তার মা ছিল, মাগী একটা পশ্চিমে নবাবের নজরে পড়েছিল। সেই নবাবের এই মেয়ে। বিবাহও নয়, পরিবারও নয়, নরেন মাষ্টার ভোগা দিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ছুঁড়ী আর থাকতে চায় না। নিত্য মাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া। তাই দায়ে পড়ে নরেন তাকে নিয়ে সর্‌লো।"

ভজহরি বলিল,—"এই কথাই ঠিক। খুড়া মহাশয় খাঁটি কথা না জেনে কোন কথা বল্‌বার লোক নন! তা হ'লে মুসলমানের মেয়ে? এখন কানপুরেই ফিরে গেল, কেমন?"

খুড়া মহাশয় বলিলেন,—"তাই তো বোধ হয়।"

দাদাঠাকুর বলিলেন,—"কানপুর কাশীর ও ওদিক—তাই তো দেখি কি হয়?"

যুবা বলিল,—"আমি আজি রাতে পশ্চিম যাব।"

সে দিন সে মহাসভায় আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল না। মনোরমা চলিয়া যাওয়ায় সকলেই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু সে সুন্দরী যে সতী-শিরোমণি, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকা।

রামনগরের প্রান্তভাগে এক প্রশস্ত ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে সরমা ও আর একটি বালিকা বসিয়া রহিয়াছেন। সরমা অধ্যয়নে নিযুক্তা। তাঁহার হস্তে বীরাঙ্গনা কাব্য। সরমা পড়িতেছেন, সময়ে সময়ে উদ্বিগ্নের ন্যায়, যেন কি কোথায় হারাইয়াছেন ভাবিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন, আবার পড়িতেছেন।

সরমা সুন্দরী। তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। দেহের গঠন অতি পরিপাটী। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, অতি স্নিগ্ধ ও মনোরম। লোচনযুগল নিবিড় কৃষ্ণ ও আয়ত। সরমা নিতান্ত কৃশাঙ্গী নহেন বা নিতান্ত স্থূলাও নহেন।। তাঁহার দেহ হাড়ে-মাসে জড়িত।

সরমার নিকট যে বালিকা বসিয়া আছে, সে তাঁহার স্বামী কেশবের সোদরা। তাহার বয়স অনুমান সাত বর্ষ। বালিকা একটি বাক্স লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। বাক্সমধ্যে নানাবিধ পুত্তলী।

বালিকা কাহাকে পুত্র, কাহাকে কন্যা, কাহাকে পৌত্র, কাহাকে দৌহিত্ররূপে সাজাইয়া সংসারের সমস্ত সাধ মিটাইতেছে। কখন বা কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইল দেখিয়া তাহার বিবাহের নিমিত্ত ঘোর চিন্তা করিতেছে, কখন বা পুত্রবধূ সুন্দরী হয় নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছে। বালিকার বাক্যমধ্যে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা বা তদপেক্ষা অল্প সময়ে কত কত বৎসর অতিবাহিত হইতেছে ও তদনুযায়ী বহুবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, সরমা পুস্তক রাখিলেন। বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"হিমু, কি হচ্চে?"

হেমাঙ্গিনী তখন নাতিনীর বিবাহে লোকজন খাওয়াইতে বড় ব্যস্ত। সরমার কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

সরমা আবার কহিলেন,—"হিমু, আপন মনে হাস্‌ছিস, বক্‌ছিস, হাত নাড়ছিস, তুই পাগল হলি না কি?"

হিমু এবারেও সরমার কথা শুনিল না। সরমা ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া হেমাঙ্গিনীর একটি পুত্তলী অপহরণ করিলেন। যেটি চুরি করিলেন সেটি হেমাঙ্গিনীর ছেলে। হেমাঙ্গিনী তখন তাহা জানিতে পারিল না। ক্ষণপরে অপহৃত পুত্রের প্রয়োজন হইল। হেমাঙ্গিনী চারিদিকে সন্ধান করিল, পাইল না। তখন দুঃখিত স্বরে সরমাকে জিজ্ঞাসিল,—"বৌদিদি! আমার ছেলে কি হলো?"

বধূ সরমা হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"হিমু! তোমার কি লুকিয়ে বিয়ে হয়েছিল?"

বালিকা এ পরিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। বলিল,—"বল আমার ছেলে কোথায়?"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আগে তোমার বর হউক, তার পর তবে ছেলে।"

হেমাঙ্গিনী কুপিতভাবে বলিল,—"যাও।"

সরমা বলিলেন,—"কেন, বর কি চাও না?"

হেমাঙ্গিনী বলিল,—"যাও, আঁা! আমার ছেলে কোথায় বল।"

পরিহাসপ্রিয়া সরমা হেমাঙ্গিনীর পুত্তলী দিলেন। বলিলেন,—"বিয়ে হ'লে আর তো খেলা হবে না। এখন যত পারিস্, খেলে নে।"

হেমাঙ্গিনী বলিল,—"তবে বিয়ে হবে না।"

"বিয়ে হবে না, তবে কি আইবুড় থাকবি?"

হেমাঙ্গিনী ঈষৎ হাস্য করিল।

সরমা আবার বলিলেন,—"তবে সেই কথাই ভাল। আজ সকলকে বলিব এই যে, হিমুর বিবাহে দরকার নাই।"

সরমার এ কি প্রকৃতি। তাঁহার চিরপরিচিতা পরমাত্মীয়া বিমলার বিপদ্ সংবাদ তাঁহার অগোচর নাই। অন্য বিপদ্ সমস্তের বার্ত্তা অদ্যাপি নানাবিধ কারণে তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই সত্য; না হউক —তথাপি এক বিমলার বিপদ্‌ই বা কি তাঁহার পক্ষে কম? তবে সরমার এ ভাব কেন? এ হাস্যমুখ কেন? সরমা নবনীত পুত্তলী। সরমা তো পাষাণী নহেন। এ সুকুমার দেহমধ্যে কি আয়সহৃদয় প্রতিষ্ঠিত আছে? বিমলার যৎপরোনাস্তি দুর্বিপাক সংবাদ জানিয়া সরমা কই বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছেন না তো; কই, সে জন্য উদ্বেগ নাই তো? সরমা পড়িতেছেন, হাসিতেছেন ও বিদ্রূপ-পরিহাস করিতেছেন। এ সংসারে যে না কাঁদিবে, তাঁহাকে কে কাঁদাইতে পারে? এ সংসার পাপ, তাপ, ক্লেশ, শোক, দুঃখপরিপূর্ণ। কাঁদিবারই উপযুক্ত স্থল। এই ঘোর বিষাদ ও যন্ত্রণারাশি পরিবেষ্টিত বিশ্বধামে যে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে, তাহার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। সে ব্যক্তি মহৎ। যে না কাঁদিবে, তাহাকে কে কাঁদাইতে পারে? এ কথা যথার্থ। কিন্তু সংসারে না কাঁদিয়া কটা লোক থাকিতে পারে? প্রতিহিংসার তীব্র আক্রমণ কে উপেক্ষা করিতে পারে? কৃতান্তের কঠোর শাসন কে হাসিয়া উড়াইতে পারে? যন্ত্রণার জ্বলন্ত শিখায় দগ্ধ হইয়া কে স্থির থাকিতে পারে? অবনীর অসংখ্য আপদে কাহার মস্তক সর্ব্বদা অচঞ্চল থাকে? এ সংসারে না কাঁদিয়া কে থাকিতে পারে? যে বুঝিয়াছে যে, দিবা-রাত্র ক্রন্দন-ধ্বনিতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য চরাচর বিদারণ করিলেও কৃতান্তের করাল-কবল হইতে বিগতজীব সুহৃদের পুনর্জীবনপ্রাপ্তি অসম্ভব; যে বুঝিয়াছে যে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে আজীবন প্রজ্বলিত পাবক-রাশি প্রতিষ্ঠিত রাখিলেও, এ সংসারে মনের বাসনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই; যে বুঝিয়াছে যে, নেত্রনিঃসৃত অশ্রুবারি সমবেত হইয়া যদি অতি বিস্তৃত জলধিরূপে পরিণত হয়, তথাপি জীবনের আশা পূর্ণ হইবে না;

যে বুঝিয়াছে যে, অবক্তব্য চেষ্টা করিলেও যে বিপদের প্রতিবিধান করা মনুষ্যসাধ্যের অতীত এবং তজ্জন্য চিন্তা করা মূঢ়ের কার্য্য, সে সহজে কাঁদে না। সেইরূপ লোককে এ জগতে অনেকেই প্রশংসা করে। তিনিই স্থির, ধীর, শান্ত ও বিবেকী বলিয়া উক্ত হন। জগতে সেরূপ উদার দেবপ্রকৃতিক লোক অতি অল্প। মায়ামোহাবৃত মানব-হৃদয়ের তদ্রূপ উন্নতি সহজে হয় না। যদি কেহ সে উন্নতির নিকটস্থ হন, তিনি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। সরমার প্রকৃতি অনেকাংশে এইরূপ স্বর্গীয় উদারতার নিকটস্থ। তিনি পাষাণী নহেন। তাঁহার হৃদয় দয়াদাক্ষিণ্যাদি, কমনীয় গুণসমূহে পরিপূর্ণ।

হেমাঙ্গিনী বলিল,—"বৌ-দিদি! তুমি যে বই পড়্‌ছ, আমাকে তাই পড়াবে?"

সরমা বলিলেন,—"এ বই বিয়ের পর বরের কাছে পড়্‌তে হয়।"

"তবে আমার বিয়ে হউক!"

"কার সঙ্গে?"

"যার সঙ্গে হয়।"

"আমার সঙ্গে?"

"দূর!"

"কেন?"

"মেয়েমানুষে মেয়েমানষে কি বিয়ে হয়?"

"তবে রাঙ্গা বর খুঁজতে বলি।"

হেমাঙ্গিনী নীরব।

সরমা বলিলেন,—"আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমি তোমায় পুতুল খেল্‌তে দিব।"

"কেন, আর কারও সঙ্গে বিয়ে হ'লে খেলা কর্‌তে দেবে না?"

"না।"

"কেন?"

"তখন তোমাকে বরের ইচ্ছামত চল্‌তে হবে; বর যা বল্‌বে, তাই কর্‌তে হবে।"

"বর কি মারে?"

সরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"না। বর ভালবাসে, আদর করে।"

'মিথ্যা কথা। তা হ'লে বর আমাকে খেলা কর্‌তে, আমোদ কর্‌তে দেবে না কেন?"

"যে তোমাকে ভালবাসে, তুমি তাকে ভালবাস না?"

"বাসি; তোমাকে, দাদাকে, মাকে আমি সবাইকে ভালবাসি।"

"তোমার বর তোমাকে ভালবাস্‌লে তুমি তাঁকে ভালবাস্‌বে?"

"বাসব।"

"যাতে বর খুসী হন, তা না কর্‌লে তোমার ভালবাসা হলো কই?"

"আমি যাতে খুসী হই, তা না কর্‌লে বরেরই বা আমাকে ভালবাসা হলো কই?"

সরমা মনে মনে বলিলেন,—"প্রণয়ের প্রথম কথা কাহাকে শিখাইতে হয় না। কি আশ্চর্য্য! কিন্তু বঙ্গদেশ—"

অপর প্রকোষ্ঠে পদধ্বনি হইল। তৎক্ষণাৎ কেশব সরমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

কেশবের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসরের ন্যূন নহে। তাঁহার দেহ পূর্ণ ও আয়ত, বক্ষ বিশাল, বাহুদ্বয় মাংসল, লোচনযুগল উজ্জ্বল ও বুদ্ধি প্রকাশক। বদন সুন্দর—সাহস, ভদ্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণব্যঞ্জক।

কেশব বিদ্বান্। ভদ্র ও অমায়িক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি যথেষ্ট, তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র। লোকের বিপদ্ বা সম্পদ্ উভয় অবস্থাতেই কেশব অগ্রসর। কেশবকে দেখিয়া বোধ হয় যে, ধন ও বিদ্যা এক সঙ্গে থাকিতে পারে না, এ কথা মিথ্যা। কেশব অপেক্ষা ধনে রামনগরে অনেক প্রধান লোক আছেন; কিন্তু কেশবের প্রতি সাধারণের যেরূপ অনুরাগ, সেরূপ আর কাহারও প্রতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেশবের নিরহঙ্কারিতা, অমায়িকতা, ভদ্রতা ও পরোপকার প্রবৃত্তিই তাহার কারণ। কেশবের সাহসও বড়। যে কার্য্যে লোক ভয়ক্রমে হস্তক্ষেপ করে না, কেশব আবশ্যক হইলে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কেশব গৃহমধ্যে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"সরমা! কি হইতেছে?"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তোমার ভগ্নীর বিবাহের পরামর্শ হচ্ছিল।"

হেমাঙ্গিনী পুত্তলীর বাক্স ফেলিয়া এক দৌড়ে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল। কেশব আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তা কি স্থির হলো?"

"ও বিবাহ কর্‌বে না।"

"কেন ?"

"ও প্রণয় চায় ! পুরুষ তো ভালবাসিতে জানে না।"

কেশব হাসিয়া বলিলেন,—"ভেবে ভেবে খুব স্থির করেছ তো !"

সরমা গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন,—"মিছে কথা নাকি ?"

কেশব সরমার চিবুক ধরিয়া কহিলেন—"হাঁ, তা কি হ'তে পারে ? তোমার মুখের কথা আর বেদ একই।"

সরমা বদনে কাপড় দিয়া হাসিলেন।

কেশব কহিলেন,—"যোগেশের কি অন্যায় দেখ দেখি। বিমলার সেই সংবাদ দিল, আর তো কিছু লিখিল না ; কি জানি, কি হইল। আমি তো বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। রুদ্রকান্ত বড় দুষ্ট লোক। কি করি, বল দেখি ?"

সরমা বলিলেন,—"তুমি সেখানে একটি লোক পাঠাও।"

কেশব কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"না, লোক পাঠাইলে হইবে না। কালি প্রাতে আমি স্বয়ং যাইব স্থির করিয়াছি।"

সরমা কহিলেন,—"আমি অনেক দিন তাঁহাদের দেখি নাই। আমিও তোমার সঙ্গে যাই না কেন ?"

"না, এ সঙ্গে তোমার গিয়ে কাজ নাই। তুমি বরং পরে যাইও। আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না।"

সরমা বলিলেন,—"কি জানি !"

"কাল আমার সহিত পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি যতদূর জানিতাম, সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, 'অবন্তীপুরের জমীদার বড় মন্দ লোক। এ ব্যাপারে তাহার কোন চক্রান্ত আছে বোধ হয়।' কথাটি মনে লাগিয়াছে। আমি বড় অস্থির হইয়াছি। কালি প্রাতে যাই, কি বল ?"

সরমা বলিলেন,—"তুমি একা গিয়া ছাই হবে, কাজ হবে না। আমি সঙ্গে থাক্‌লে সব কাজ হতো।"

"এ কথা আমি অস্বীকার করি না। এ হৃদয়ে তুমি বুদ্ধি, এ দেহে তুমি প্রাণ, তা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি।"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তবে বুদ্ধি প্রাণ ছেড়ে ভেড়াকান্ত হয়ে গেলেই কি, না গেলেই কি ?"

"এবার না হয় তোমার বুদ্ধি একটু ধার ক'রে নিয়ে যাব।"

"তবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না। সাধে কি বলেছিনু যে, পুরুষে ভালবাস্‌তে জানে না। আমি সঙ্গে না গেলে তুমি বাঁচ। তাই যাও।"

কেশব সরমাকে আলিঙ্গন করিলেন। সরমা ভুজলতা দ্বারা কেশবের বক্ষদেশ বেষ্টন করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে কেশব দৌবারিকাদি সঙ্গে লইয়া পাল্কী করিয়া রামনগর যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নূতন জীবন।

দিবা দ্বিপ্রহরকালে রৌদ্র চম্ চম্ করিতেছে। আশ্রয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া ক্লেশকর। হরিপাড়া গ্রাম যেন জনশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। জনপ্রাণী সকলেই ছায়াতলে শয়ন করিয়া শ্রান্তি লভিতেছে। গ্রামের এক পার্শ্বে আম, কাঁটাল, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি বিস্তর বৃক্ষের ঝোপ। এই উদ্যান বা বনমধ্যে একখানি সুপরিষ্কৃত খড়ের ঘর। গৃহস্বামীর গুণে সেই বাগান বা ঘর সুপরিষ্কৃত, নির্ম্মল ও ঝরঝরে। ঘরখানির অবস্থা আরও প্রশংসনীয়। ঘরখানি এমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এমনই সুরুচিসম্পন্ন যে, অতি মনোরম সৌধ ত্যাগ করিয়া, সেই ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে সাধ হয়।

সেই ঘরের মধ্যে একটি সুপরিষ্কৃত সামান্য শয্যায় একব্যক্তি নিদ্রা দিতেছিলেন। শয্যার অনতিদূরে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। সেই সুন্দরী মনোরমা। মনোরমা ক্ষণেক পরে পুস্তক রাখিয়া দিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তিরও নিদ্রা ভাঙ্গিল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। এই নিদ্রিত ব্যক্তি আমাদের সুপরিচিত যোগেশ। যোগেশ এখানে ? ঘটনাক্রমে আবর্ত্তিত হইয়া যোগেশ এই অচিন্তিতপূর্ব্ব স্থানে সমাগত; যোগেশ রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। তিনি উঠিয়া

বসিলেন ; দেখিলেন, মনোরমা বসিয়া আছেন। সস্নেহে কহিলেন,—"ভগ্নি! তুমি সেই অবধি নিয়ত এইখানেই বসিয়া আছ ?"

মনোরমা বলিলেন,—"হাঁ।"

যোগেশ কহিলেন,—"ভগ্নি! তোমার এই স্নেহ অতি অমূল্য সম্পত্তি। আমি তো মরিয়াই গিয়াছিলাম। প্রান্তরমধ্যে আমার পাল্কী রাখিয়া বাহকেরা বিশ্রাম করিতে গেল, তৎপরে কে আমায় গুরুতর আঘাত করিল, আর আমি কিছু জানি না। পরে যখন আমার চেতনা হইল, আমি শুনিলাম, হরিপাড়ায় রহিয়াছি। দেখিলাম, তোমার ও নরেন্দ্রর স্নেহ আমার জীবনে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে! ভগ্নি! তুমি এখনও আমাকে এত যত্ন কেন করিতেছ ? আহার নিদ্রার অন্যথায় তোমার পীড়া হইতে পারে। আমি তো সুস্থ হইয়াছি। আমার জন্য এখন তো কোন চিন্তা নাই।"

যোগেশ দেখিলেন, মনোরমার চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে। সবিস্ময়ে কহিলেন,—"মনোরমা কাঁদিতেছ কেন দিদি ?"

মনোরমা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—"এ জগতে স্বামী ভিন্ন আমার আর কোন আপনার লোক নাই।—আমার বাপ নাই, মা নাই, ভাই-ভগ্নী নাই। আমার স্বামী দেবপুরুষ—অভাগীর প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা নাই। তিনি দয়ার সাগর। তাঁহার মিষ্ট কথায়, তাঁহার আদরে, ভালবাসায় আমার হৃদয় ভরিয়া আছে। কিন্তু এ জগতে এ অভাগী আর কোথায় কাহারও মুখে একটিও ভাল কথা শুনিতে পায় নাই। কেবল কুৎসা, নিন্দা এবং মিথ্যাপবাদ সে শুনিয়া আসিতেছে। তাহার হৃদয় লোকের গঞ্জনা ও অযথা বাক্যবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। তাই আজি ভাগ্যক্রমে আপনার ন্যায় পরমগুণময় মহাত্মার মুখে মিষ্ট কথা শুনিয়া, আপনাকে সহোদরের ন্যায় আত্মীয় লোক জ্ঞান করিয়া আনন্দে আমার অন্তর পূর্ণ হইয়াছে।"

যোগেশ কহিলেন,—"দিদি, তোমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল; তোমার ন্যায় গুণময়ী নারী এ জগতে বড়ই বিরল। তুমি সকলের সমাদরের সামগ্রী ও ভক্তির পাত্র। তোমাকে লোকে অনাদর করে এবং অকারণ তোমার সম্বন্ধে নিন্দা রটনা করে, ইহা খাশ্চর্য্যের বিস্ময়ের বিষয়। কেন এরূপ ঘটে, তাহা তুমি জান কি ?"

মনোরমা বলিলেন,—"জানি, কিন্তু আজি সে কথায় কাজ নাই। আর এক দিন আপনাকে তাহা শুনাইব।"

যোগেশ কহিলেন,—"না দিদি, আজিই দয়া করিয়া আমাকে অতীত জীবনের ইতিহাস শুনাইতে হইবে। এ জন্য আমায় বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। যখন প্রথমে আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিলাম, আমার শয্যার এক পার্শ্বে তুমি, অপর পার্শ্বে নরেন্দ্র বসিয়া প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা করিতেছ। তোমরা আমার জন্য যেরূপ যত্নশীল ও উদ্বিগ্ন দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, ভাই-ভগ্নীও ততদূর হয় না। আমি অবাক্ হইলাম। সকলই স্বপ্ন বোধ হইতে লাগিল। কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি, তাহা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এ বিস্ময় অধিকক্ষণ থাকিল না। অতি অল্প কথায় নরেন্দ্র আমাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন। আমি সেই দিন হইতে তোমাকে সোদরাপেক্ষা স্নেহ ও আপন জ্ঞান করি। নরেন্দ্র সংক্ষেপে আমাকে আত্ম-পরিচয় দিলেন। সে পরিচয় শুনিয়া আমার কখনই মনে হয় নাই যে, তোমাদের অতীত জীবনের সহিত কোন বিষাদ-জনক ঘটনা লিপ্ত আছে। এক্ষণে আমি কাতরভাবে অনুরোধ করিতেছি, আমাকে সকল কথা শুনিতে দাও।"

মনোরমা বলিলেন,—"বলিতে কোন আপত্তি নাই ; কারণ, তাহার সহিত লজ্জাজনক ঘটনার সংস্রব নাই।"

যোগেশ বলিলেন,—"তবে বল।"

তখন মনোরমা কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে জীবনের অতীত ইতিহাস আমূল বিবৃত করিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া যোগেশ বলিলেন,—"কই ভগ্নি, ইহার মধ্যে বিষাদ-জনক বা মর্ম্মবিদারক কোন ঘটনাই তো নাই। তবে তুমি কাতর হইতেছ কেন ?"

মনোরমা বলিলেন,—"স্বামী হেড মাষ্টার হইয়া বলরামপুরে আগমন পর্য্যন্ত কোনই ক্লেশের কারণ ছিল না, কিন্তু তাহার পরেই আমাদের জীবন দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছে। অকারণে লোকের গঞ্জনায়

আমরা মৃতকল্প হইয়াছি, এবং লোকের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া আমরা সে স্থান ত্যাগ করিয়াছি।"

তাহার পর মনোরমা সংক্ষেপে ও সরলভাবে লোকে যাহা মনে করে, তাহা যোগেশকে বুঝাইয়া দিলেন এবং লোকেরা যেরূপে তাঁহার বিবাহ, জন্ম ইত্যাদি বিষয়ে অতি ঘৃণাজনক কুৎসা রটনা করে, তাহাও তিনি ব্যক্ত করিলেন।

সমস্ত শুনিয়া যোগেশ বলিলেন,—"বুঝিলাম, দেবি, তোমার আক্ষেপের যথেষ্ট কারণ আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, লোকের এই সকল কলঙ্ককীর্ত্তন নিতান্ত অমূলক। আমার মনে এ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহও জন্মে নাই। তোমার মুখে এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়াই—প্রমাণান্তর ব্যতীত আমি অকপটে বলিতে পারি, লোকেরা সমস্ত অলীক বৃত্তান্ত ঘোষণা করিয়াছে। লোকের এই সকল অমূলক কটূক্তির কোন মূল্য নাই। এরূপ কুৎসা কিরূপে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতে হয়, তাহা অবশ্যই তুমি জান। এরূপ সামান্য কারণে হৃদয়কে ব্যথিত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মিথ্যা কথা কখনই স্থায়ী হয় না। আজি হউক বা দশ দিন পরেই হউক, মিথ্যা কথা উড়িয়া যায়। সততা ও পবিত্রতাকে মিথ্যা অধিকক্ষণ আবরণ করিয়া রাখিতে পারে না। সত্যের সর্ব্বশক্তিমান হস্ত শীঘ্রই মিথ্যার ক্ষীণ শাসন তিরোহিত করিয়া দেয়। সামান্য বিষয়ের জন্য তুমি আর একবারও কাতর হইও না। আমি সুস্থ হইয়াছি বোধ হয়, শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ের প্রতিবিধানে আমি হস্তক্ষেপ করিব। বিশ্বাস করি, অতি সহজেই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

মনোরমা বলিলেন,—"কোন প্রতিবিধান হউক বা না হউক, প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমরা এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট এরূপ সহানুভূতি লাভ করি নাই। করুণা ভোগ করা আমাদের অদৃষ্টে নাই, কাহারও নিকট আদরের সম্ভাষণমাত্রও আমরা শ্রবণ করি নাই। আজি আমার শুষ্কহৃদয়ে শান্তির সুধা সিঞ্চিত হইল।"

মনোরমা বস্ত্রাঞ্চলে নয়নাবৃত করিলেন।

যোগেশ বলিলেন,—"যে তোমাকে দেখিয়াছে, তোমার এই সরলতাপূর্ণ পবিত্রতাপূর্ণ বদনের প্রতি নেত্রপাত করিয়াছে, তোমার পুণ্যপ্রদীপ্ত, কুচিন্তা-বিরহিত নয়নের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সাধারণ মানবের অপেক্ষা উচ্চমঞ্চে তোমার স্থান এবং তুমি পূজনীয় জনগণেরও পূজার পাত্রী। সে কথা যাউক, আমি আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

মনোরমা বদন হইতে বস্ত্রাপসারিত করিলেন।

যোগেশ বলিলেন,—"বলরামপুর ছাড়িয়া তোমরা হরিপাড়ায় আসিয়াছ। এ বাটী কাহার? এ আশ্রয় তোমরা কিরূপে লাভ করিলে? তোমাদের হাতে অতি সামান্যমাত্র অর্থ ছিল। তাহাতে তোমাদের খরচ, অধিকন্তু আমার ন্যায় পীড়িত আশ্রিত ব্যক্তির চিকিৎসাদির ব্যয় চলিতেছে কিরূপে?"

মনোরমা বলিলেন,—"সকলই আশ্চর্য্য উপায়ে এক মহাত্মার কৃপায় নির্ব্বাহিত হইতেছে। এ ভবন আমাদের নহে। আমার স্বামীর এক জন পূর্ব্বপরিচিত সুহৃদের। তিনি এক্ষণে সপরিবারে বিদেশবাসী। আমার স্বামী পত্র দ্বারা তাঁহার অনুমতি আনাইয়া এই বাটী অধিকার করিয়াছেন। অর্থ সম্বন্ধে আমরা অলৌকিক উপায়ে সাহায্য লাভ করিয়াছি। বাস্তবিক আপনাকে লইয়া আমরা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। আপনার চিকিৎসা, পথ্য ও শুশ্রূষায় অনেক অর্থের প্রয়োজন। আমার স্বামী এ জন্য ভিক্ষা করিবেন সংকল্প করিয়া এক অপরিচিত মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই মহাত্মা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আমার স্বামীকে আর কাহারও নিকট সাহায্যার্থী হইতে নিষেধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং আমাদের এই আশ্রমে আগমন করিয়া, আপনার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। আমার স্বামীর হস্তে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া, তিনি চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বারংবার যাতায়াত করিয়া আপনার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। আপনার জন্য অতিশয় উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যতই আপনার স্বাস্থ্যোন্নতি সাধিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রসন্নতা বাড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এ বাটীতে যাতায়াতও কমিতে লাগিল। কালি আর আজি তিনি একবারও এখানে আইসেন নাই।"

যোগেশ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"এ অপরিচিত আত্মীয় কে? তোমরা তাহার কোন পরিচয় জানিতে পারিয়াছ কি?"

মনোরমা বলিলেন,—"নাম শুনিয়াছি, তাঁহার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ রায়। আর কোন পরিচয় আমি জানি না।"

কথা সাঙ্গ হইতে না হইতেই বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। মনোরমা বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্র ও কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু অগ্রসর হইতেছেন। বদনের সর্ব্বাংশ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া মনোরমা বলিলেন,—"ঐ তিনি আসিতেছেন।"

মনোরমা অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। যোগেশ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন, এবং আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত সেই অপরিচিত মহাত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সহিত কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আসিয়া যোগেশের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার দেহ উন্নত ও বলিষ্ঠ। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইলেও মস্তকের কেশ প্রায় সকলই সাদা। নয়নযুগল জ্ঞান ও প্রতিভা-প্রদীপ্ত। তিনি সম্মুখাগত হইলে যোগেশ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"তোমার শরীর বোধ হয় এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। অতঃপর তুমি কোথায় যাইবে, কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

যোগেশ বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, আপনার কৃপায় আমি জীবন লাভ করিয়াছি। অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি এরূপ দয়া মহত্ত্বের পরিচায়ক, আমি অতঃপর রামনগরে যাইব।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"তুমি আমার অপরিচিত নহ, তোমার পিতার সহিত আমার একসময়ে বড়ই ঘনিষ্ঠতা ছিল। একটা সামান্য কারণে আমি তাঁহার সহিত কোন সময়ে বড়ই অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে আমি তাঁহার সহিত সম্পর্কশূন্য, অজ্ঞাতভাবে কালপাত করিতেছি। আজি আমি তোমার পিতার সহিত সেই পূর্ব্ব অসৌজন্যের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ করিতে পারিয়াছি, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। সে কথা যাউক। তুমি আমাকে তোমার পরম উপকারক বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, ইহা তোমার ভুল। আমি বস্তুতঃ তোমার বিশেষ কোন উপকার করি নাই। এই সদ্বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, উদারস্বভাব নরেন্দ্র বাবু এবং ইহার দেবীর ন্যায় গুণময়ী পত্নী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর তোমার যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছেন, তাহাতেই তুমি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছ। যদি কাহারও নিকট বিপদ্-মুক্তির নিমিত্ত তোমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে এই ধর্ম্মময়যুগলের নিকট তোমাকে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।"

যোগেশ বলিলেন,—"নরেন্দ্র ও মনোরমা যে দেব-দেবী, তাহা আমি বুঝিয়াছি। তাঁহাদের প্রতি আমার হৃদয়ের যে ভাব, তাহা ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য আমার নাই। বিধাতার বিড়ম্বনায় তাঁহারা সম্প্রতি দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের উপর মানব-সমাজও অশেষ অত্যাচার করিয়াছে। ইহার কোন প্রতিবিধান করিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"আমি সকলই শুনিয়াছি, সকলই জানি। সে সকল অলীক মিথ্যা কথা উড়িয়া যাইবে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। আর তুমি যে দুর্দ্দশার উল্লেখ করিতেছ, তাহা ক্ষণস্থায়ী। এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির দুর্দ্দশা অচিরে তিরোহিত হইবে সন্দেহ নাই।"

যোগেশ বলিলেন,—"আপনার ন্যায় মহাপুরুষের মুখে এরূপ আশ্বাসের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনার প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"এক্ষণে আর বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। তোমার যে সকল বিপদাপদ্ হইয়াছে, তাহা আমার অবিদিত নাই। তুমি গৃহত্যাগ করার পর তোমাদের আরও কিছু কিছু বিপদ্ ঘটিয়াছে। সে সকল সংবাদ তোমার এক্ষণে জানিবার প্রয়োজন নাই, এবং সে জন্য চিন্তাকুল হইবারও কোন আবশ্যক নাই। কারণ, সকলই সামান্য এবং সহজে কাটিয়া যাইবে। তোমার পিতা সংপ্রতি রামনগরে আসিয়াছেন। তোমাকে আপাততঃ সেই স্থানেই যাইতে হইবে; নরেন্দ্র-মনোরমাকেও সঙ্গে লইয়া যাও। বিমলার সম্বন্ধেও আমি কিছু সন্ধান পাইয়াছি। বোধ করি, শীঘ্রই তাঁহার উদ্ধার ঘটিবে। বিশেষ সংবাদ অদ্যই

জানিতে পারিব, তাহা তোমাকে জানাইব। রামনগরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আমার হাতে অনেক গুরুতর কাজ আছে। আমি আপাততঃ বিদায় হই।"

কোন উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণগোবিন্দ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যোগেশ কিয়ৎকাল বাক্যহীন ও পুত্তলিকার ন্যায় নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে যোগেশ বলিলেন,—"ভাই নরেন্দ্র, কে এই শুভানুধ্যায়ী মহাত্মা?"

নরেন্দ্র বলিলেন,—যতটুকু পরিচয় তুমি জানিতে পারিয়াছ, তাহার অধিক আমিও আর কিছুই জানি না। এক্ষণে আমাদের রামনগর যাইতে হইবে। তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছে।"

যোগেশ কাতরভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন,—"যাহা হয় কর ভাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংবাদ।

কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? তুমি প্রভুতা, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধরণীকে তৃণবৎ মনে করিতেছ; কিন্তু তুমি জান কি, এখনই তোমার এ গর্ব্বের কি পরিণাম ঘটিতে পারে? মনুষ্য এ সংসারে, অন্ধকার-গৃহমধ্যস্থ বিহঙ্গমের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জানে না, কোন্ দিকে প্রতিবন্ধক। মনুষ্য যাহা মনে ভাবিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, হয় তো তাহা হইতেছে না, নয় তো বা ঘটিয়া যাইতেছে। কিন্তু স্থির কি? তুমি যাহা স্থির ভাবিতেছ, তাহা তো স্থির নয়; সকলই অনিশ্চিত। ব্যবসায়ি! অর্থাগমের উপায় অন্বেষণার্থ তুমি কতই ফাঁদ পাতিতেছ, যশোর্থি, স্বকীয় নাম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি মানববদনে অহর্নিশ সমুচ্চারিত হইতেছে. এই শ্রুতিসুখ ভোগ করিবার নিমিত্ত তুমি কতই চেষ্টা করিতেছ; প্রেমিক, প্রণয়ের পূত ভাণ্ডার আয়ত্ত করিয়া, প্রণয়িনীর পীযূষপূরিত মুখারবিন্দ অতৃপ্তনয়নে অনন্তকালের নিমিত্ত সন্দর্শন করিবার আশায়, সংসারের সমস্ত বিপদ্ তুমি বিদলিত ও উপেক্ষা করিতেছ, বিদ্বান্, বিদ্যার নির্ম্মল সলিলরাশির উপরে নিরন্তর অকাতরে এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সন্তরণ দিবার নিমিত্ত তোমার চিত্ত নিয়ত ব্যাকুল রহিয়াছে; কিন্তু তোমরা জান কি, তোমাদের এ সকল চেষ্টার কি পরিণাম হইবে? এত সাধে কি বাদ ঘটিবে, তাহা কে জানে? কালিকার কথা আজ কে বলিতে পারে? আশা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা সকলই বলিতেছে, বাসনার ষোলকলা পূর্ণ হইবে। কিন্তু কই, তা হয় কই, মনের আশা, মেটে কই? মনের সাধ মনে রহিয়া যায়, সফল হয় কই? এ জগতে কাহার আশা মিটিয়াছে? কে বলিয়াছে, আকাঙ্ক্ষার সীমা দেখিয়াছি? আলেকজেণ্ডর বলিলেন,—'জগতে আর এমন রাজ্য নাই যে, আমি অধিকার করি।' নিউটন বলিলেন,—"বিদ্যা-সমুদ্র যেমন তেমনই আছে, আমি কেবল তাহার তীরস্থ লোষ্ট্র সঞ্চয় করিয়াছি।" আর্কমিডিজ বলিলেন,—"কোথাও এমন স্থান নাই যে, তথায় স্ক্রু, যন্ত্র স্থাপন করিয়া পৃথিবীটাকে সরাইয়া দি। আর কাহার কথা বলিব? কাহার সাধ মিটিয়াছে? কাহার আশা সফল হইয়াছে? কে বলিবে যে, আমি জগতে মনের বাসনা মিটাইয়া চলিলাম? ভ্রান্ত আশার প্রতিপদে বিঘ্ন! বাসনায় বিস্তর বাধা। তুমি যাহা স্বপ্নেও ভাব নাই, ভ্রমেও মনে স্থান দেও নাই, এমন অননুভূতপূর্ব্ব অভ্যাগত বিপদ্ সমুপস্থিত হইয়া তোমার সমস্ত আশা স্রোতের জলে ভাসাইয়া দিতে পারে, তোমার সমস্ত বাসনার মূলে গরল ঢালিয়া দিতে পারে, তোমাকে অত্যল্প কালের মধ্যে জীবন্মৃত করিয়া তুলিতে পারে। কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? ব্যবসায়ি! হয় তো অসাবধানতা-কীট তোমার কার্য্যের অভ্যন্তরদেশ ধীরে ধীরে এমন জর্জ্জরিত করিতেছে যে, সহসা তোমার সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়া গিয়া এক দিনে পথের ভিখারী হইতে পার। যশোর্থি, তোমার অজ্ঞাতসারে তোমারই নিকটে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ এরূপ এক ব্যক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এক দিনেই তাহার কীর্ত্তিকলাপ তোমার সমস্ত আশা-ভরসা অতল জলে বিলীন করিয়া দিতে পারে। প্রেমিক! তোমার জীবন-সর্ব্বস্বের বিশ্বাসঘাতকতা বা উপেক্ষা হয় তো

তোমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাকে চিরকালের নিমিত্ত অসার ও নীরস করিয়া দিতে পারে। বিদ্যার্থি! বিদ্বেষের তীব্র আক্রমণে অথবা শারীরিক সামর্থ্যের অভাবে, কিংবা রোগ-শোকের নিষ্করুণ পেষণে, অথবা প্রতিকূল ঘটনাপুঞ্জের অতর্কিত আবির্ভাবে, তোমার অন্তরকে হয় তো চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য, উদ্যমবিহীন করিয়া দিতে পারে। সর্ব্বোপরি মৃত্যু আসিয়া সকল সময়েই আমাদের সকল বাসনার অবসান ঘটাইতে পারে। তবে কালিকার কথা আজি কেহ বলিতে পারে না বলিয়াই তো সংসারে এত গোল ও এত অসুবিধা। কালিকার কথা আজ কেহ বলিতে পারে না বলিয়াই তো আজ অবন্তীপুরের যোগেশ হরিপাড়ায় অপরিচিত আত্মীয়গণের মধ্যবর্ত্তী। কালিকার কথা আজ কে বলিতে পারে? যোগেশ কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছিলেন, কিরূপ ঘটনায় এই অচিন্তিতপূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত। কোথায় প্রাণাধিক বিমলার সন্ধানার্থ যোগেশ মাথায় সাপ বাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, না কোথায় অজ্ঞাত ব্যক্তির বিষম আঘাতে মৃতপ্রায়! যোগেশ সে আঘাতে মরিলেন না বটে, কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা মৃতবৎ হইল। যাহার আঘাতে দেহের এই অবস্থা ঘটিল, সে পলাতক হইল। যাহারা কোন দোষে দোষী নহে, সেই বাহকগণ অন্ধকার রাত্রিতে দেহ বহন করিয়া হরিপাড়ার নীচে গঙ্গায় ফেলিয়া দিল; তাহার পর যাহাদের সহিত কখন দেখা-সাক্ষাৎ বা কোন প্রকার পরিচয় নাই, তাহারা তাহা যত্নে তুলিয়া লইল। এ সকলই বিচিত্র ব্যাপার! তাই বলি, এ সংসারে কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে?

বলা বাহুল্য, নরেন্দ্র-মনোরমার সহিত যোগেশের যৎপরোনাস্তি আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। যোগেশ এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। নরেন্দ্রকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে যোগেশ তাঁহার নিকট মনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। যোগেশকে ভদ্রতার উচ্চ আদর্শ জানিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার দিয়াছেন, কাঁদিতে কাঁদিতে পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাতে মনোরমাও ঐ উপযুক্ত বন্ধুকে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা জানাইয়াছেন। মনের বেদনা মনে পুষিয়া রাখা বড় বালাই। এ সংসারে উপযুক্ত পাত্রে বেদনা ঢালিয়া দেওয়াই ভাল; একের বেদনার অন্যে যদি অংশ লয়, তাহাতে হানি কি?

কল্য প্রাতে যোগেশ, নরেন্দ্র ও মনোরমা রামনগর যাইবেন স্থির হইয়াছে। সায়ংকালে যোগেশ হরিপাড়ার সেই ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর পাতিয়া একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর বেশ সারিয়াছে, তবে এখনও কতকটা দুর্ব্বলতা আছে মাত্র। তাঁহার মনে অনন্ত চিন্তা। কোথায় বিমলা? সেই প্রাণাধিকা সরলা বালা কোন অজ্ঞাত স্থানে অপরিচিত ব্যক্তিগণের হস্তে হয় তো কতই নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন; আর যোগেশ অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপদে পড়িয়া মৃতকল্প অবস্থায় অপরিচিতপূর্ব্ব আত্মীয়গণের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে কালপাত করিতেছেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা রামনগরে আসিয়াছেন, তাঁহাদের আরও বিপদ্ ঘটিয়াছে। কেন পিতা রামনগরে আসিয়াছেন? পুত্রের সন্ধানে আসিয়াছেন কি? তাঁহাদের আরও বিপদ্ ঘটিয়াছে। আর কি বিপদ্ ঘটিতে পারে? সকলই সম্ভব। বরদাকান্ত ও তাহার পুত্র দুর্দ্দান্ত লোক, তাহারা না করিতে পারে, এমন কর্ম্ম কিছুই নাই। না জানি, তাহারা আত্মীয়গণকে কি বিপদে ফেলিয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দ বলিয়াছেন, বিশেষ চিন্তার কিছু কারণ নাই। বিপদ্ হইয়াছে শুনিলে চিন্তা আপনি উপস্থিত হইবে। যোগেশ বিবিধ চিন্তায় আকুল। সর্ব্বোপরি প্রধান চিন্তা এই কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু কে? ইনি পিতার সুহৃদ, অথচ কোন দুর্ব্ব্যবহার হেতু তাঁহার সহিত সম্পর্কশূন্য। ব্যবহারে দেখিতেছি, ইনি মহাত্মা। এরূপ মহাপুরুষের পক্ষে কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার কখনই সম্ভবপর নহে। জানি না, ইঁহার জীবনে কি রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে। কে এ রহস্যজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার অন্তর আলোকিত করিবে?

বলরামপুরের কুঠীতে রুদ্রকান্ত ও রামকৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং সেখানে রামকৃষ্ণের বিবাহ হইবে, এইরূপ একটা সংবাদ অদ্য অপরাহ্নে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। কথাটা কি, জানিবার নিমিত্ত নরেন্দ্র নিজে বলরামপুর গমন করিয়াছেন।

যোগেশ এই সকল বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় ভাসিতেছেন। এইরূপ সময়ে অতি ব্যস্তভাবে নরেন্দ্র তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র

ব্যাকুলতার সহিত যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সংবাদ ভাই ?"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"সংবাদ কি, তাহা আমি ঠিক জানি না। ব্যাপার কিছু ভয়ানক বলিয়াই বোধ হয়; কারণ, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকেও কিছু উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হইল। তিনি শতাধিক লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং রামনগর হইতে পুলিসের লোক আনাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন।"

যোগেশ বলিলেন,—"তুমি তাঁহাকে বিশেষ সংবাদ জিজ্ঞাসা কর নাই ?"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"সকলই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের চিন্তার কারণ নাই। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি; সে জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা আমি করিতেছি। তিনি অতিশয় ব্যস্ত; অধিক কথা কহিতে তাঁহার সময় নাই। তোমাকে সঙ্গে লইয়া এখনই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তিনি আদেশ করিয়াছেন।"

যোগেশ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তখনই গাত্রোত্থান করিলেন এবং যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন, অবিলম্বে নরেন্দ্র ও যোগেশ ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহ-আয়োজন।

অদ্য বলরামপুরের কাছারীবাটীতে আনন্দের সীমা নাই। তথায় অদ্য রজনীযোগে এক সমারোহের বিবাহ হইবে। বিবাহের পাত্র রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, পাত্রী বিমলা, বরকর্ত্তা স্বয়ং রুদ্রকান্ত রায়। এক জন ব্যতীত সকলেই আনন্দ-সাগরে মগ্ন। অদৃষ্টে এমনও ছিল, ভাবিয়া রামকৃষ্ণ খুসী। যাহারা বরদাকান্তের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাদের প্রতি অত্যাচারের চূড়ান্ত হইবে ভাবিয়া রুদ্রকান্ত খুসী। লোকজন যাহা হইবার নহে, তাহাই হইল ভাবিয়া খুসী। মামা ঠাকুরের বিবাহ স্বপ্নের অগোচর কথা। রূপের হোঁদলকুঁৎকুতে মামা ঠাকুরের বিবাহ হইবে—যেমন তেমন বিবাহ নয়, সাক্ষাৎ স্বর্গের অপ্সরার সঙ্গে; সুতরাং অনুজনবর্গ মহা খুসী। ফলে, কাছারী-বাড়ী আনন্দে তোলপাড়। এত আমোদ, এত আনন্দমধ্যে কেবল এক জন বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছেন। সে এক জন বিমলা। বিমলা কাঁদিতেছেন, তা তোমার আমার কি? সংসারের কত লোক কত সময় কত কাঁদিয়া থাকে। সকলের কান্না দেখিতে গেলে চলে না। যাহার ইচ্ছা হয়, সে কাঁদুক। তা বলিয়া আমরা আপন কাজ ছাড়িব কেন? যে কোনরূপে আত্মকার্য্য উদ্ধার করা চাই। এখন বিমলার রোদন দেখে কে? বিমলার ইচ্ছা আছে কি না আছে, তাহাই বা জানিবার দরকার কি? সংসারে কোন কার্য্যই সর্ব্ববাদিসম্মত হয় না। বিশেষতঃ পাত্রীর মত লইয়া বিবাহ কোথায় হয়? পাত্রীর মত না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? সুতরাং বিমলা কি করিতেছেন, সে জন্য কেহ চিন্তিত বা কাতর নহে। সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

কাছারীঘরের পার্শ্বস্থ বৈঠকখানা-ঘরে রুদ্রকান্ত ও চারিজন বয়স্য বসিয়া আমোদ-প্রমোদ ও মদ্য-চর্চ্চায় রত রহিয়াছেন। এমন সময়ে সম্মুখের দ্বার-সংলগ্ন সবুজ রঙ্গের পর্দ্দা একটুখানি সরিয়া গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যে একটি কৃষ্ণ-বর্ণের কূপ বা জালা প্রবেশ করিতেছে বোধ হইল। বিশেষ অনুধাবনে বুঝা গেল, সেটি কূপ বা জালা নহে; তাহা কথঞ্চিৎ মনুষ্যের উদর সদৃশ। একে একে হস্ত-পদাদি সমস্তই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল। তাবতের সম্মিলনে যে অদ্ভুত জীবের উদ্ভব হইল, তাহার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণের হরিদ্রাবর্ণের দন্ত আজ আর ঢাকিতেছে না। আজ তাহার অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া হাস্যের তরঙ্গ বাহির হইতেছে, যেন গোমুখী হইতে গঙ্গার উদ্ভব হইতেছে। রামকৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন।

এক জন বয়স্য বলিলেন,—"মামা, তোমার আজ পাথরে পাঁচ কিল বাবা!"

রামকৃষ্ণের দন্ত আরও বাহির হইল। হাসি আকর্ণ-বিশ্রান্ত হইল। রামকৃষ্ণ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। বুঝি কথাটায় একটু লজ্জা হইল। কহিলেন,—"আঁ— হাঃ হাঃ; য়্যাঃ —"

রামকৃষ্ণ উপবেশন করিলেন। এক জন বয়স্য রুদ্রকান্তকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"লগ্ন কত রাত্রিতে ?"

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"রাত্রি ৭টার পর যখন ইচ্ছা।"

"অনেক রাত্রিতে বিবাহ দেওয়াই ভাল।"

রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"কেন কেন —য়্যাঁ!"

"এ দিকে একটু আমোদ-প্রমোদ ক'রে শেষা-শেষি বিবাহ হওয়াই ভাল।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তা কেন? আমার শরীর খারাপ—তা বিবেচনা কর—তোমার যে উল্‌টা কথা।"

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"বিলক্ষণ মামা! তুমি কার কথা শুনছ! সন্ধ্যা হইলেই শুভকর্ম্ম শেষ কর্ত্তে হবে।"

রামকৃষ্ণের শ্রীবদনারবিন্দে আবার পূর্ব্বের ন্যায় দেড় কাঠা হাসি বাহির হইল। কহিলেন,—"তা তো বটেই।"

এক জন বয়স্য জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা মামা, সবই তো স্থির। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে তোমার বিবাহ হবেই হবে। কিছুতেই এ আর রদ হয় না। তুমি সত্য ক'রে বল দেখি বাবা, এখন তোমার মনের অবস্থা কি রকম?"

এবার রামকৃষ্ণের মধুর হাসি এত বাড়িয়া গেল ও শ্রীমুখ এত ফাঁক হইল যে, কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল। অন্য কোন উত্তর না দিয়া তিনি কেবল বারদ্বয় গর্দ্দভবৎ বিকট "আ"—"আ" শব্দ করিয়া উঠিলেন।

বয়স্য পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন,—"বল্লে না মামা! ছি বাবা, আমাদের কাছে লুকোচুরি!"

রামকৃষ্ণ দেখিলেন, কথাটার জবাব দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে মুখ বন্ধ করিলেন। ক্ষণেক ভাবিয়া আবার পূর্ব্ববৎ হাসির সহিত মিশাইয়া অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠে রামকৃষ্ণ কহিলেন,—"আমার প্রাণটা যেন আজ ভোঁ-কাটা ঘুড়ির মত লোট খেতে খেতে প'ড়ে যাচ্ছে। লুটে নিলেই হয়।"

সকলে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল,—"মামার রস দেখেছ?"

রামকৃষ্ণ আবার বলিতে লাগিলেন,—"সত্যি, বাবা! আমার শরীরটে যেন আজ গ'লে জল হয়ে গিয়েছে। আমি যেন কোথায় রইছি।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—"মামার যে মনোরথ আজ সিদ্ধ হলো, এ আমার বড় আনন্দ। মামা, আজ মন খুলে ফুর্ত্তি কর বাবা!"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"ফুর্ত্তিতে আমি যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছি। আমার ইচ্ছে হচ্চে, তোমায় কোলে ক'রে নাচি।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। এক জন বয়স্য রুদ্র-কান্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমাদেরও আনন্দ কম নয়। বিশেষ আহারটা পরিপাটী রকম হবে।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—"জায়গাটা বড় খারাপ। আহারের আয়োজনটা বড় সুবিধামত হয় নাই।"

আর এক জন কহিলেন,—"সে কি কথা? ওটার তদ্বির বিশেষ আবশ্যক।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—"সে যা হয়েছে, তা হয়েছে, তার জন্য বড় আটকাবে না।"

বয়স্য বলিলেন,—"তা বই কি? আহার যৎ-কিঞ্চিৎ হলেই হ'ল। শুভকর্ম্মটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়াই হ'ল আসল কথা।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।—রামকৃষ্ণ কহিলেন, —"সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাবাজি, তুমি কিছু জল-টল খাও গে। এর পর সময় পাবে না।"

রুদ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—"সে কি মামা, এখনও দুইটা বাজে নাই। এই তো আহার করা গেল।"

"আরে না হে না। তোমার ভুল হয়ে থাক্‌বে।"

রুদ্রকান্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখাইলেন।

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—"ঘড়িটা ঠিক চল্‌ছে তো?"

রুদ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—"বিলক্ষণ!"

রামকৃষ্ণ একটু দুঃখিত হইয়া নীরব হইলেন।

কুঠীর এক জন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী আসিয়া নিবেদন করিলেন,—"বিবাহস্থানের যে ব্যবস্থা করা গেল, একবার হুজুর আসিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

রুদ্রকান্ত গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-রাত্রি।

সন্ধ্যা উপস্থিত-প্রায়। বিবাহ অল্প রাত্রিতেই হইবে স্থির হইয়াছে। সুতরাং আর বেশী বিলম্ব নাই। লোকজন সকলেই ব্যস্ত। রামকৃষ্ণ আহ্লাদে ফুটি-কাঁকুড়। রুদ্রকান্ত অস্থির। কাছারী-বাটী লোকের কণ্ঠ-স্বরে প্রতিধ্বনিত।

বৈঠকখানার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে রোসনচৌকি লক্ষৌ ঠুংরি বাজাইতেছে, কয়েক ব্যক্তি বসিয়া তাহা শুনিতেছে। রুদ্রকান্ত বাবু নানা কাজে ব্যস্ত, সুতরাং নিয়মিতরূপে শুনিতে পাইতেছেন না। শুনিতে পাইতেছেন না, তাহা নহে। তিনি তখন যে স্থানে রহিয়াছেন, তথা হইতে বেশ শুনা যাইতেছে; তথাপি তিনি শুনিতে পাইতেছেন না, তাঁহার শুনার অর্থ অন্যবিধ। তিনি কিছুই বুঝেন না, তাঁহার কোন জ্ঞান নাই। তথাপি তাঁহার হাত নাড়া চাই, অসময়ে করতালি দেওয়া চাই এবং পার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ রোসনচৌকীওয়ালারা সেলাম করিয়া বলা চাই যে, বাবুর বোধ-শক্তি বড়ই ভাল, এমন সমঝদার আর মিলে না। কাজেই তিনি শুনিতে পাইতেছেন না। যাহা হউক, কোন প্রকারে একটু অবকাশ করিয়া বাবু বাদ্যস্থলে "আহা হায়" শব্দে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলার চীৎকারে বাদ্যের বিঘ্ন জন্মিল।

বাদকেরা থামিয়া বাবুকে সেলাম করিয়া কর-যোড়ে নিবেদন করিল,—আঃ, বাবু আসিয়াছেন, আমরা একটু বাজাইয়া বাঁচি!"

বাবু হাসিতে লাগিলেন। বাদকেরা পুনরায় অন্যবিধ রাগিণী আরম্ভ করিল।

এমন সময় রামকৃষ্ণ ব্যস্ততাসহ সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং রুদ্রকান্তকে কহিলেন, "সে কি বাবাজি, তুমি বাজনা শুনিতে বসিলে তো চলিবে না। শেষটা কি কাজটা পণ্ড হবে না কি? রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে, লগ্নভ্রষ্ট ক'রে ফেল্লে দেখ্‌ছি।"

রুদ্রকান্ত মাতুলের পৃষ্ঠে হাত দিয়া কহিলেন,—আমি থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই বাবা, তুমি ব'স বাজনা শুন। এখনও সাতটা বাজে নাই। ভয় কি?"

রুদ্রকান্ত এই বলিয়া টানিয়া রামকৃষ্ণকে পার্শ্বস্থ মোড়ায় বসাইলেন। রামকৃষ্ণ কলের সঙের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সকলে আমোদ-কৌতুকে প্রমত্ত রহিলেন।

এই অতুল আনন্দ-সাগরমধ্যে ঘোরতর বিষাদ রহিয়াছে। এই সুখরাশির মধ্যে একজনের হৃদয় দুঃখের মুহুর্ম্মুহুঃ দহনে দগ্ধ হইতেছে। এই আমোদ-স্রোতোমধ্যে একজনের নেত্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। এই সমারোহমধ্যে এক জন জগৎ শূন্যময় দেখিতেছে। এই উৎসাহরাশির মধ্যে এক জনের হৃদয় হতাশে পরিপ্লাবিত হইতেছে। দুই তিনটি প্রকোষ্ঠ-পার্শ্বস্থ একটি সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে বসিয়া বিমলা রোদন করিতেছেন। নিকটে আর কেহ নাই। সমস্ত দিন তাঁহার নিকটে একজন দাসী ছিল। অধুনা বিমলা কৌশলক্রমে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। বিমলা একাকিনী। তাঁহার দেহে সে রূপ নাই, সে ভুবনমোহিনী মধুরতা নাই। বিমলার পূর্ব্ব-শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। অদ্য এক সপ্তাহকাল সরলা বিমলা রুদ্রকান্তের চাতুরীতে পিঞ্জরাবদ্ধা হইয়াছেন; এই সপ্তাহমধ্যে তাঁহার পরিবর্ত্তনের সীমা নাই। যদিও অত্যাচার তাঁহাকে উৎ-পীড়িত করে নাই, তথাপি বিমলার চিন্তার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সে সরলা বালিকা সংসারের কিছুই জানে না, যাহার হৃদয়ে পবিত্রতা ভিন্ন অন্য কিছুরই স্থান নাই, তাহার এই ঘোর দুর্দ্দশা। কোথায় অবন্তীপুর, কোথায় জননী, কোথায় যোগেশ, আর কোথায় বিমলা? অদ্য বিমলার বিবাহ! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! জোর করিয়া, ছলনা করিয়া, অদ্য—অদ্যই কেন, আর দুই ঘণ্টা পরে শত্রুগণ বিমলার বিবাহ দিবে। তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে, তাঁহার রুচির বিরোধে, তাঁহার কাকুতি, মিনতি, রোদন উপেক্ষা করিয়া নিকৃষ্ট রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবে। রামকৃষ্ণ নিকৃষ্ট বা ঘৃণিত জীব না হইয়া যদি স্বর্গের দেবতা হইত, যদি তাহার রূপরাশিতে ভুবন মোহিত হইত, তাহার বিদ্যা অতুলনীয় হইত, তাহার গুণ অসামান্য হইত, তাহা হইলেও বিমলার হৃদয়ে রাম কৃষ্ণের নাম একটিও অঙ্কপাত করিতে পারিত না। যে হৃদয় যোগেশের, তাহা যোগে-শেরই। বিমলার হৃদয় তো তাঁহার নয়—তাহা

যোগেশের। তবে এ অসম্ভব চেষ্টা কেন? এ কথা বুঝে কে?

একাকিনী বিমলা বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার নিবিড় কুন্তলরাশি অবেণীসংবদ্ধ হইয়া, বদনের কিয়দংশ আবৃত করিয়া ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। গৃহমধ্যে একখানি শয্যাচ্ছাদিত পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে। বিমলা তাহা স্পর্শ না করিয়া মৃত্তিকায় বসিয়াছেন। তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ, দেহ ধূলিসমাচ্ছন্ন, কেশরাশি বিশৃঙ্খল, পরিধেয় মলিন, দেহ নিরাভরণ! বিমলা যেন সে বিমলা নহেন। বহুক্ষণ একমনে ভাবিয়া, আত্ম-অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"এ জীবনে কাজ কি? যে জীবনে সুখ নাই, সে জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? না—কাহার জীবন রাখিব? যাহার সম্পত্তি, তাঁহার চরণে যদি ইহা সমর্পণ করিতে না পারিলাম, তবে এ বোঝা বহিবার প্রয়োজন কি? না এ জীবন রাখিব না।

বিমলা আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অদূরে একখানি পিঁড়ি পতিত ছিল, বিমলা তৎসমীপে গিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সেই পিঁড়ির আঘাতে মস্তক চূর্ণ করিবেন। বিমলা পিঁড়ি উঠাইলেন। প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন। জড়-জগতের প্রতি আজ তাঁহার এই শেষ দৃষ্টি। লোচন দিয়া এক ফোঁটা দুই ফোঁটা করিয়া বহু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল! বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "যোগেশ! প্রিয়তম! প্রাণনাথ! হৃদয়বল্লভ! এ জীবনে তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। তোমার নিরুপম বদন আর দেখিতে পাইব না। না পাই—আমার আশা আছে। আমি এ পৃথিবীতে থাকিতে পাইলাম না। আমার কি হইল, তাহা তুমি জানিতে পারিলে না। কিন্তু আমার বড় আনন্দ যে, আমি তোমারই থাকিয়া প্রাণ হারাইলাম। হৃদয়েশ! অভাগিনীর সর্ব্বস্ব ধন যোগেশ! আমার চরমকাল আগত।"

এই বলিয়া বিমলা সেই পিঁড়ি উত্তোলন করিয়া বিষম শক্তি সহকারে স্বীয় মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। আঘাত-কার্য্য শেষ হইবামাত্র ভয়ানক শব্দে প্রকোষ্ঠের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং ব্যস্ততা সহকারে যোগেশ তথায় প্রবেশ করিলেন। যোগেশ দেখিলেন, বিমলার দেহ রুধিরপ্লাবিত, চৈতন্য শূন্য, ভূপতিত। তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"বিমলা! বিমলা!"

উত্তর পাইলেন না।

"আমার বিমলার এ অবস্থা কে করিল?" বলিয়া যোগেশ সংজ্ঞারহিত হইয়া বিমলার শোণিতাক্ত দেহ-পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেবী।

সায়ংকালে মালতী সৌধ-শিখরে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার বদন দারুণ বিষাদ-চিহ্নে পরিপূর্ণ, তাঁহার দেহ শ্রীভ্রষ্ট, তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। মালতীর কেশপাশ বিশৃঙ্খল, শরীর আভরণ-পরিশূন্য। মালতী বিষাদিনী।

মালতী একাকী নহেন, তাঁহার পার্শ্বে কুমুদিনী নাম্নী এক জন প্রতিবেশিনী যুবতী কামিনী উপবিষ্টা।

মালতীর উদ্বেগের কারণ কি? কেন এ কুসুম-কুমারলতিকা অকালে শুকাইতেছে? কেন ইহার উৎসাহ, আনন্দ ও সজীবতা বিনষ্ট হইতেছে? কেন এ বসন্তের কোকিল গাইতেছে না? কেন এ নবীনা জরা, মরণ ও বার্দ্ধক্যের সাধনা করিতেছে? ইহার একই উত্তর। হৃদয়হীন রুদ্রকান্তই এই সমস্ত অনর্থের মূল।

রুদ্রকান্তের কলঙ্ক সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অবন্তীপুরের তাবতের মুখে এই কথা। জমীদারের শাসনভয়ে মুখ ফুটিয়া কেহ এ কথা বলিতে পারিতেছে না, কিন্তু দুই ব্যক্তি একত্র হইলেই এই কথার আন্দোলন করিতেছে। রুদ্রকান্ত বিমলাকে হরণ করিয়া বলরামপুরের কুঠীতে রাখিয়াছিলেন। তথায় গঙ্গাগোবিন্দের জামাতা ও পুত্র পুলিশের সাহায্যে রুদ্রকান্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। অধুনা তাঁহারা হাজতে আছেন। এই সংবাদ অত্যল্পকাল মধ্যে অতিশয় পল্লবিত হইয়াছে এবং বহুবিধ আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। গৃহদাহের পর গঙ্গাগোবিন্দ সপরিবারে অবন্তীপুর ত্যাগ করিয়াছেন। কেশব

তাঁহাদিগকে লইয়া রামনগরস্থ নিজ ভবনে রাখিয়াছেন। যোগেশকে রুদ্রকান্ত বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যোগেশ মৃতকল্প হইয়াও বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। সর্ব্বত্র প্রচার যে, রুদ্রকান্তের চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবাস-দণ্ড বিহিত হইবে। একমাত্র সন্তানের এবংবিধ বিপদে বরদাকান্ত ও তাঁহার পত্নী নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। পুত্রের মুক্তির জন্য তাঁহাদিগকে যে যাহা বলিতেছে, তাঁহারা তাহাই করিতেছেন, বাটীতে পুরোহিত স্বস্ত্যয়ন পাঠ করিতেছেন ও বরদাকান্তের স্ত্রীকে অভয় দিতেছেন। ব্রাহ্মণ নারায়ণকে তুলসী দিতেছেন। দেবীর পূজা চলিতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর নিকট ষোড়শ উপচারে পূজা দিবার মানসিক হইতেছে। অনুগত পৌরকামিনীরা আগ তুলিতেছে, শুভ সংবাদের আশা জানাইতেছে। সকলে বিপন্মুক্তির আশ্বাস দিতেছে। বরদাকান্ত মোকদ্দমার তদ্বিরে অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছেন। কর্ম্মচারিগণকে উৎকোচ, উকীলের খরচ, ব্যারিষ্টারের ফি, লোকের বখসিস্ ও যাতায়াতের ব্যয় প্রভৃতি অসংখ্য বাবদে অর্থরাশি ধূলির ন্যায় উড়িতেছে। অর্থ বা সম্পত্তি কিছুরই দিকে তখন আর কাহারও লক্ষ্য নাই। সাত দিন রুদ্রকান্ত অবরুদ্ধ হইয়াছেন। এই কয়দিন বরদাকান্ত অন্যূন দশ হাজার মুদ্রা খরচ করিয়াছেন। অধুনা রুদ্রকান্তকে জামিনে খালাস করিবার প্রযত্ন হইতেছে। তজ্জন্য আবেদন করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। বরদাকান্ত প্রাণপণে স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন।

সন্ধ্যা-সময়ে মালতী ছাদের উপর বসিয়া পতির এই নিদারুণ বিপদের ভাবনা ভাবিতেছেন। যদিও রুদ্রকান্ত তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহারে নিতান্ত বিমুখ, মালতী তথাপি জানিতেন, এ সংসারে রুদ্রকান্তই তাঁহার সর্ব্বস্ব। রুদ্রকান্তের ব্যবহার নিতান্ত বর্ব্বরোচিত হইলেও সাধ্বী মালতী নিয়তকাল রুদ্রকান্তের হিত ও কল্যাণ-কামনায় রত। সেই জন্যই পতির অশুভ সংবাদ শ্রবণে সুন্দরী বিরলে বসিয়া অশেষ চিন্তায় ভাসিতেছেন। সেই জন্য তাঁহার ঢুলু ঢুলু সুন্দর মুখখানি অস্তোন্মুখ শরচ্চন্দ্রের ন্যায় বিষণ্ণ ও দীপ্তিহীন, সেই জন্যই তাঁহার দেহ ভূষণশূন্য, পরিচ্ছদ মলিন, শরীর কাতর ও অবসন্ন। এই সময়ে কুমুদিনী তথায় উপস্থিত হইল।

একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরে কুমুদিনী কহিল,—"অনর্থক ভাবনা ভাবিয়া এরূপে শরীরপাত করিলে কি হইবে? আজ সাত দিন তোমার স্নান নাই, আহার নাই। ইহাতে কি জীবন থাকিবে? বউ! উঠ, কিছু খাও গে।"

মালতীর নেত্র দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কুমুদিনী আবার কহিল,—"অনর্থক কেঁদে তো কোনই উপকার হবে না। তবে কেন কেঁদে কেঁদে দেহপাত কর?"

মালতী রোদন-বিকলিত স্বরে কহিলেন,—"ঠাকুরঝি! আমার পোড়া কপাল। আমার মত হতভাগিনী আর এ জগতে কেহ নাই।"

কুমুদিনী বাধা দিয়া কহিল,—"বালাই! শত্রুর পোড়াকপাল হ'ক। তোমার মত ভাগ্যধরী আর কে আছে?"

মালতী কহিলেন,—"শুন ঠাকুরঝি! আজ আমার স্বামী হয় তো কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, কতই ক্লেশ পাইতেছেন, আর আমি অভাগিনী পরমসুখে বসিয়া আছি। ছিঃ! আমার মরণই মঙ্গল।"

কুমুদিনী কহিল,—"তা তোমার দ্বারা তো তাঁর এ বিপদের কোনই উপকার হবে না। তবে তুমি কি করিবে?"

"ঠাকুরঝি! তবে স্ত্রী হইয়া সোনার পুতুল সাজিব, আমরা কি জন্য? আমি যদি তাঁর বিপদের সময় কোন কাজেই না লাগিলাম, কোন উপকারই না করিলাম, তবে আমি তাঁর কিসের আপনার? তবে আমাতে আর পরে প্রভেদ কি?"

মালতী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কুমুদিনী কহিল, "তা এর জন্য এতচিন্তাই বা কি? বড়মানুষের ছেলের এমন কত বিপদ্ হয়ে থাকে। আবার টাকার জোরে সবই কেটে যায়। দাদাবাবুর এ বিপদ্ও কেটে যাবে।"

"না ঠাকুরঝি, তুমি আমার কাছে মিছে কথা বলো না। সকল লোকেই বল্‌ছে যে, এবার বড় সর্ব্বনেশে দায় হয়েছে।"

মালতীর চক্ষু দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। কুমুদিনী আবার কহিল,—"বউ! তুমি ছেলেমানুষ। লোকে এক গুণ কথাকে দশ গুণ ক'রে বলে; তুমি কি তা জান না? লোকের কথা মনে কত্তে নাই।"

মালতী অতীব ক্লেশ-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"আমার স্বামীর নিন্দা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। লোকে কেবল সেই কথা বলাবলি করিতেছে। তিনি যে এই ঘটনায় চির-কলঙ্কিত হয়ে থাক্‌বেন, এই আমার বড় দুঃখ!"

"এ কলঙ্ক দুদিনের জন্য, বড়মানুষের ছেলের এ নিন্দা কি চিরদিন থাকে?"

মালতী এ কথা শুনিয়াই বলিলেন,—"যেথানে কথা উঠিবে, সেইখানেই লোকে যে তাঁহার নিন্দা করিবে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে লোকে তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবে, তাঁহাকে যে সকলে ঘৃণা করিবে, সে কষ্ট আমার সহিবে না।"

কুমুদিনী কহিল,—"তুমি কি পাগল হয়েছ? লোকের কি সাধ্য, তাঁর কথায় কথা কয়, তাঁহাকে একটা মন্দ কথা বলে?"

মালতী বলিলেন,—"ভয়ক্রমে লোকে যদি মনের কথা প্রকাশ না করে, তথাপি তাহাদের মনে মনে তো অশ্রদ্ধা হবে?"

"তা কি করবে বল বউ! সকলই ভগবানের ইচ্ছা, মানুষের কখন্ কি যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তার কি ঠিক আছে? তা না হ'লে আর এমন ঘটনা হবে কেন?"

"দেখ তাঁর কেমন মন—তিনি আমার একটি কথাও শুনেন না, আমার কাছে কোন কথাই বলেন না। তা না শুনুন, নাই বলুন, আপনি যদি একটু বুঝে চলেন, তা হ'লে আর কিছুই হয় না।"

"তাঁরও তত দোষ নাই। শুনতে পাই, মামার কুপরামর্শেই এই সব বিপদ্ ঘটিয়াছে।"

"যাঁর পরামর্শেই হউক, আর যে জন্যই হউক, সব ঝোঁক তাঁরই ঘাড়ে। মা মঙ্গলচণ্ডীর ইচ্ছায় এবার তিনি খালাস হয়ে এলে আমি তাঁকে আর কখন এমন সব কাজ কত্তে দেব না।"

"তিনি তো তোমার কথা শুনেন না, তুমি তাঁকে বারণ করবে কিরূপে?"

"আমি তাঁর পায়ে ধর্‌বো, তাঁর পায়ে মাথা কুট্‌বো, আর বল্‌বো, তুমি ছাড়া আমার আর কেহই নাই। তুমি আমাকে এমন ক'রে কাঁদিও না। তোমার কষ্ট হ'লে আমার যার-পর-নাই কষ্ট হয়। তিনি তা হ'লে, আমার কথা শুন্‌বেন।"

"তা এ রকম কথা এতদিন বল নি কেন?"

"এতদিন ভাব্‌তাম যে, তিনি যা ক'রে সুখী হন, যাতে ভাল থাকেন, তাই করুন।"

"দাদার ঐটাই মহৎ দোষ, আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাই করেন, তিনি কাহারও কথা শোনেন না।"

"না ভাই! তোমরা তাঁকে জান না। তাঁর মন বড় ভাল। পাঁচ জনের কুপরামর্শে আর সঙ্গ-দোষে তাঁর নানা প্রকার দুর্ম্মতি ঘটে। তাঁর মত সরল-প্রকৃতির লোক বড় কম। লোকে যদি এমন ক'রে সর্ব্বনাশ না কর্‌তো, তা হলে তুমি দেখতে পেতে, তিনি কেমন লোক। মা মঙ্গলচণ্ডি! এই কর যেন, এবার তাঁর কিছু না হয়।"

মালতীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

কুমুদিনী বলিল,—"বউ! উঠ, অনেক রাত্রি হয়েছে। এখানে আর ব'সে থাকা ভাল নয়। চল, ঘরে যাওয়া যাক্।"

কুমুদিনীর অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া সরলা স্বামি-পরায়ণা কামিনী-কুলকমলিনী মালতী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কুমুদিনী তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ভ্রম।

বিমলার বিপদ্ দূর হইয়াছে; রুদ্রকান্তের হস্ত হইতে সেই সুন্দরীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। উপ-যুক্ত চিকিৎসকের সুব্যবস্থায় এবং আত্মীয়গণের প্রাণপণ যত্নে বিমলা সুস্থ হইয়াছে। আঘাতজনিত তাহার মস্তকের ক্ষত শুষ্ক হইয়াছে এবং তাহার কোন চিহ্নও এখন সে স্থানে বর্ত্তমান নাই। তাঁহার দেহ এখনও দুর্ব্বল আছে, অচিরে সে দুর্ব্বলতা তিরোহিত হইবে আশা করিতেছেন।

রামনগরে কেশবের ভবনে সকলেই এখন অবস্থিতি করিতেছেন, নরেন্দ্র-মনোরমা আসিয়াছেন, অবন্তীপুর হইতে বিমলার জননী আসিয়াছেন,

গঙ্গাগোবিন্দ গৃহদাহের পর হইতে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন। যোগেশ-বিমলাও এই স্থানেই রহিয়াছেন। পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে।

প্রাতঃকালে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে গঙ্গাগোবিন্দ ও কেশব দুইখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া নানাপ্রকার পরামর্শ করিতেছেন। দূরে যোগেশ ও নরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে যে এক দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, সুদীর্ঘ, ধবলকেশ পুরুষ আসিতেছেন, তিনি কে? কেশব তাঁহাকে জানেন না, আর কখন কোথাও দেখিয়াছেন, বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ একটু চঞ্চল হইলেন, কোথায় যেন এই ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে, যেন কোন সময়ে এই পুরুষের সহিত পরিচয় ছিল বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। ক্রমে নবাগত পুরুষ সঙ্গিদ্বয় সহ অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ হইলেন। তখন গঙ্গাগোবিন্দ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একপদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"কে ও, রামলোচন ভায়া নয়?"

আগন্তুক বলিলেন,—"হাঁ দাদা, আপনার সেই অধম ভায়াই বহুকাল পরে আপনার সম্মুখে উপস্থিত, এখন আর আমি রামলোচন নহি—এখন আমি কৃষ্ণগোবিন্দ নামে পরিচিত হইয়া সামান্য পল্লীগ্রামে বাস করিতেছি।"

গঙ্গাগোবিন্দ সানন্দে কৃষ্ণগোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আর যে তোমাকে কখন দেখিতে পাইব, এরূপ আশা আমার মনে ছিল না। আজি তোমাকে দেখিয়া যে কি আনন্দ হইল, তাহা বলিতে পারি না। যোগেশ মৃতকল্প হইয়াছিলেন, তুমি সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছ, তোমারই ব্যবস্থায় এবং চেষ্টায় দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে 'বিমলা উদ্ধার পাইয়াছেন। তোমার নিকট আমরা অসীম ঋণে বদ্ধ। কিন্তু সে জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ অনাবশ্যক। তুমি চিরদিনই অতিশয় সদাশয়। বিশেষতঃ তুমি আমার অভিন্ন-হৃদয় বাল্যবন্ধু। তোমার দ্বারা আমার প্রভূত উপকার চিরদিনই হইয়াছে, এখনও হইতেছে।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"ধন্য তুমি। ধন্য তোমার মহত্ত্ব! আমি বঞ্চনা করিয়া তোমার বিষয় কাড়িয়া লইয়াছি। আমি তোমার অকৃত্রিম হিতৈষিতার প্রতিদান করা দূরে থাকুক, তোমার সহিত অশেষ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে সদাশয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছ। আমি জানিতাম, সাক্ষাৎ হইলে, তুমি আমাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিবে, তাহা না করিয়া প্রেমালিঙ্গনদানে তুমি এ অধমকে চরিতার্থ করিতেছ। এ সকলই তোমার অশেষ মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"তুমি কি বলিতেছ? তুমি কোথায় আমার বিষয় কাড়িয়া লইয়াছ? তুমি আমার পরম মিত্র। তুমি ভ্রমেও কখন আমার সহিত কোন দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছ, ইহা আমার মনে হয় না। তবে এরূপ কথা বলিতেছ কেন?"

কৃষ্ণগোবিন্দ কিয়ৎকাল সবিস্ময়ে গঙ্গাগোবিন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"তবে কি? রাধাপুরের চর তোমার পৈতৃক সম্পত্তি। আমি তাহা এক নাবালকের অছির নিকট ক্রয় করিয়া দখল করি। ইহা কি প্রবঞ্চনা নহে? ইহা যদি প্রবঞ্চনা না হয়, তাহা হইলে চন্দ্র-সূর্য্য মিথ্যা।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"তোমার বিষম ভুল হইয়াছে ভাই। রাধাপুরের চর আমার পৈতৃক সম্পত্তি নহে। যে নাবালকের কথা তুমি বলিতেছ, তিনি এখন সাবালক ও সম্ভ্রান্ত লোক হইয়াছেন। সম্পত্তি তাঁহারই। আমি তাঁহার দরপত্তনিদার ছিলাম মাত্র। তুমি ক্রয় করায় আইন অনুসারে আমার স্বত্ব লোপ হইয়া যায়, ইহাতে তোমার বঞ্চনা বা ফাকি দেওয়া কিছুই হয় নাই তো।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"বল কি? আমি জানিতাম, যে নাবালকের অছি আমাকে তাহা বিক্রয় করিল, তাহারা তাহার প্রকৃত অধিকারী নহে; সামান্য একটা দলিলের বলে আমার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারা বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তাহার পর সে কথা তোমাকে জানাইয়া তোমার দরপত্তনি স্বত্ব আমার বজায় রাখা উচিত ছিল। আমি তাহা না করায় ভয়ানক দুর্ব্ব্যবহার হইয়াছে সন্দেহ নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"কিছু না। তুমি আমাকে সে বিষয়ে বাধ্য করিয়া বদ্ধ কর নাই, ইহা তোমার অতিশয় সদ্ব্যবহার হইয়াছে। তুমি কি জান না ভাই, রাধাপুরের চরে আমার ভয়ানক লোকসান হইতেছিল? তুমি আমাকে সে দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া আমার মহদুপকার করিয়াছ।

সে কথা যাউক, তুমি কেন সহসা দেশত্যাগী হইয়াছিলে? এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? কেন নাম বদলাইয়া ফেলিলে?"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"কথাটা ছেলেপিলের সম্মুখে বলা উচিত নয়। তুমি জান, আমার একটা মহৎ দোষ ছিল। স্ত্রীলোকঘটিত বিষয়ে আমি একটু শিথিল ছিলাম। এজন্য কতদিন তোমার নিকট কত তিরস্কার আমি ভোগ করিয়াছি। কিন্তু দোষটা সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারি নাই। ছেলেদের সম্মুখে বলিই বা কি? এই রামনগরে এক কুলীন-কন্যার সহিত আমার আলাপ হয়। তাঁহার সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, আমি তাঁহাকে লইয়া পলাতক হই। কাণ্ডটা বড় গুরুতর হইয়া পড়িবে বুঝিয়া আমি খুব দূরদেশে গিয়া নাম বদলাইয়া বাস করি। তোমার সহিত চিরদিনের ভালবাসা, তাই তোমার নামের শেষ নিজের নামের সহিত গাঁথিয়া লই।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"এইরূপ একটা জনরব সে সময়ে আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল বটে, তার পর?"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"তার পর সকলই শুভ হইয়া গিয়াছে। সেই নারীকে আমি বিবাহ করিয়াছি। এখন তিনিই আমার গৃহিণী। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন আমাকে জামাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কলঙ্ক ও দুর্নাম ঢাকিয়া গিয়াছে। এখন দেশের লোক আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"বেশ করিয়াছ। কত দিনই যে তোমার ভাবনা ভাবিয়াছি, তাহা আর কি বলিব? প্রায় পঁচিশ বৎসর তুমি দেশ-ছাড়া ছিলে। তোমার পত্নী এখন কোথায়?"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"তিনি পঁচিশ বৎসর পরে, আজি আমার সহিত রামনগরে আসিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, তোমার সম্মুখে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। এক্ষণে তোমার কৃপায় তোমার ক্ষমা লাভ করিয়া আমি বাধিত হইলাম।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"তুমি চিরদিনই মহৎ, চিরদিনই উদার। এখন তোমার মহত্ত্ব ও উদারতা আরও বাড়িয়াছে। তুমি সম্প্রতি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহা তোমার ন্যায় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও উৎসাহী লোকের পক্ষেই সম্ভব। কেশব, নরেন্দ্র, যোগেশ, তোমরা সকলেই এই মহাত্মাকে প্রণাম কর। ইনি আমার সহোদরের অপেক্ষাও আপন।"

সকলেই অতীব বিনম্রভাবে মহাত্মা কৃষ্ণগোবিন্দের চরণে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, তোমরা সকলেই সুখে থাকিবে, তোমরা সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। নরেন্দ্র, দেখিতেছ কি? ঐ কাহারা আসিতেছে?"

নরেন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, বাস্তবিক চারি ব্যক্তি তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বলিলেন,—"ইঁহাদের তিন জন বলরামপুর-নিবাসী—সকলেই আমার পরিচিত। চতুর্থ ব্যক্তিও যেন আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। হাঁ উনিও আমার সুপরিচিত। উনি যে কানপুরে পৌরোহিত্য করিতেন। উনি এখানে কি প্রকারে আসিলেন?"

নবাগত ব্যক্তি-চতুষ্টয় সন্নিকটে আসিলে গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তন্মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত দাদাঠাকুর, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও রাম ভায়া ছিলেন। তাঁহারা বন্ধুদিগের চণ্ডিমণ্ডপ অন্ধকার করিয়া, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার স্রোত বন্ধ করিয়া এখানে আজি কেন শুভাগমন করিয়াছেন?

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই দাদাঠাকুর বলিলেন,—"ভাই নরেন্দ্র, তুমি আমার ভগ্নীপতি। মনোরমা আমার সাক্ষাৎ মাসতুতো ভগ্নী।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"কাজেই সম্পর্কে তুমি আমার জামাই। বাবাজি, আমরা না জানিয়া ও না বুঝিয়া তোমার প্রতি অত্যাচার ও মন্দ ব্যবহার করিয়াছি, সে জন্য তুমি কিছু মনে করিও না বাবা।"

রাম ভায়া বলিলেন,—"সুতরাং আপনি আমাদের ভগ্নীপতি, শালারা ভগ্নীপতিকে চিরদিনই ঠাট্টা-তামাসা করিয়া থাকে। আপনি কোথায় মগের মুলুকে বিবাহ করিয়াছেন, সেখানে কোন আমোদ-আহ্লাদ করিবার সুযোগ হয় নাই;

তা না হয় দেশে ফিরিয়া আসার পর হইয়াছে। আপনি সে জন্য কিছু মনে করিবেন না।"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—"আমি বিবাহ দিয়াছি, ঘর-বর সকলই আমার জানা। আমি এত দিন যাজকতা করিয়া দশটাকা সঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, তাই আর বিদেশে থাকিতে ভাল লাগে না—কয়েক দিন হইল দেশে ফিরিয়াছি। এই কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু সকলই জানেন, আমি আর কি বলিব?"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু পকেট হইতে একখানি পুরাতন পত্র বাহির করিয়া বলিলেন,—"নরেন্দ্রনাথের শ্বশুর মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্ব পশ্চিমেই ঘটে। ক্রমে জানিতে পারি, তিনি আমাদের দেশেই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে পত্নী বলরামপুরের এই সরকারী দাদাঠাকুরের মাসী! নরেন্দ্রনাথের শ্বশুর অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ ছিল। তাঁহার লোকান্তরগমনের বৃত্তান্ত আমি জানি। এই পত্র পাঠ করিলে আপনারাও সকল কথা জানিতে পারিবেন।"

তখন দাদাঠাকুর বলিলেন,—"ভাই নরেন্দ্র, আমাদের ক্ষমা কর। যাহা হইবার হইয়াছে। এখন চল, আমাদের সহিত আবার বলরামপুর যাইতে হইবে।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"দেশের সকল লোকই তোমাদের জন্য হায় হায় করিতেছে। আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই বাবাজি!"

রাম ভায়া বলিলেন,—"আমরা আপনাদের লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আর ইতস্ততঃ করিয়া কাজ নাই।"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—"আমি নিয়ত নরেন্দ্র বাবুর কল্যাণে নারায়ণকে তুলসী দিয়া থাকি, নরেন্দ্র বাবুর বড় পদ হইলে অবশ্যই আমার কথা ভুলিবেন না।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"আপনারা যে প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য! সম্প্রতি অন্যান্য অনেক গুরুতর প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আমাকে কিছুদিন এখানেই থাকিতে হইবে। তাহার পর আমি নিশ্চয়ই বলরামপুর গিয়া মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনারা সকলেই পরম আত্মীয় ব্যক্তি। আমি সবিনয়ে আপনাদিগকে নমস্কার করিতেছি।"

যোগেশ বলিলেন,—"নরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে নানাবিধ কুৎসা রটনা করিয়া গ্রামস্থ লোকে তাঁহাকেও তাঁহার গুণবতী পত্নীকে বড়ই বিব্রত করিয়াছেন। কথা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা আমরা বেশ জানিতাম। কিন্তু এক্ষণে তাহা অবিসংবাদিত ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে সকলের মানিয়া লওয়ায় আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম। এই শুভ যোগাযোগ এই খুড়া মহাশয়ই ঘটাইয়াছেন। আমরা ভাগ্যক্রমে যে খুড়া মহাশয় লাভ করিয়াছি, তাঁহার কৃপায় আমাদের সকল বিপদ্ ও সকল অসুবিধা দূর হইতেছে।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বলিলেন,—"এখন কথা হইতেছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পুরোহিত ঠাকুর, দাদা ঠাকুর, রাম ভায়া, তোমরা সকলে আজি এখানে থাকিয়া যাও, কালি যাহা হয় পরামর্শ স্থির হইবে।"

কেশব বলিলেন,—"এই সকল মহাত্মা যখন নরেন্দ্র বাবুর আপনার লোক, তখন আমরা আজি উঁহাদের ছাড়িয়া দিব কেন?"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—"দেখিতেছি, রামলোচন ভায়া, তুমি এক জন প্রকৃত মহাত্মা হইয়া উঠিয়াছ। তুমি চিরদিনই বিশেষ উদ্যোগী, তৎপর ও বুদ্ধিমান্। এখন যেন সেই সকল গুণ শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। আর তোমাকে এক দিনও আমরা চক্ষুছাড়া হইতে দিব না। তোমার গৃহিণীকে এখনই এ বাটীতে আনিবার ব্যবস্থা কর। আপনারা সকলে এখন বিশ্রাম করুন। তার পর সময়মত অন্যান্য ব্যবস্থা হইবে।"

মুখোপাধ্যায় একটু চিন্তার পর দাদার মুখের দিকে চাহিলেন, দাদা একটু মাথা চুলকাইয়া ভায়ার দিকে চাহিলেন, ভায়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, পুরোহিত একটু কাতরভাবে নরেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিলেন। তার পর প্রাণপণে তামাকের শ্রাদ্ধ করিতে বসিলেন এবং সেখানেই সে দিন আড্ডা স্থাপন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

আবার।

রামনগরে কেশবের ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে যোগেশ ও বিমলা বসিয়া আছেন। যোগেশ প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ কোচে উপবিষ্ট। বিমলা তাঁহারই পার্শ্বস্থ। বিমলার মুখ যোগেশের বক্ষের উপর ন্যস্ত।

বিমলা বলিতেছেন,—"আর যে কখন তোমাকে দেখিতে পাইব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এ সুখ আশার অতীত!"

আনন্দে বিমলার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। যোগেশ সাদরে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা বিমলার নেত্র পরিষ্কার করিয়া দিয়া কহিলেন,—"বিমলা! এখনও তোমার দৌর্ব্বল্য সারে নাই। তোমার ক্ষত সকল সারিয়াছে বটে, কিন্তু তোমার যে রক্তক্ষয় হইয়াছে, তাহা এখনও পরিপূর্ণ হয় নাই। কল্যও ডাক্তার সাহেব আমাকে বলিয়াছেন যে, তোমার শরীর এখনও দুর্ব্বল।"

বিমলা বালিকার ন্যায় যোগেশের বদনের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"কই, না! আমি তো কোন অসুখ বুঝিতে পারি না। আমার যে আনন্দ, তাহার কাছে অসুখ আসিতে পারে না।"

যোগেশ কহিলেন,—"সে কথা মিথ্যা নয়; তোমার আনন্দ মহৌষধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। চিকিৎসক আমায় বলিয়াছেন, এই রোগে ১৫। ১৬ দিনে এরূপ আরোগ্য হওয়া বিস্ময়ের বিষয়। পীড়িতার মনের সজীবতা ও প্রফুল্লতা এবংবিধ উপশমের মূল।"

বিমলা বলিলেন,—"যোগেশ, আমি যদি মরিতাম, তাহা হইলে তোমাকে দেখিতে পাইতাম না - নয়?"

বিমলার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যোগেশ বিমলার বদনচুম্বন করিয়া কহিলেন,—"বিমলা! তুমি কি ঘোর অবৈধ উপায়ে বিপন্মুক্তির পথ করিয়াছিলে। তুমি তখন জানিতে না যে, সে কার্য্যের পরিণাম কি ভয়ানক।"

বিমলা উত্তর দিলেন —"যোগেশ সে জন্য আমায় অনুযোগ করিও না। ভাবিয়া দেখ, তখন আমার কি অবস্থা! তখন আমার নিষ্কৃতির আর কি উপায় ছিল? যোগেশ, আমি কি এ জীবনে আর কাহারও হইতে পারিতাম?"

যোগেশের হস্তদ্বয় ধরিয়া বিমলা তাহাতে স্বীয় বদন রক্ষা করিলেন। যোগেশ বুঝিলেন, বিমলার চক্ষুর জল তাঁহার হাতের উপর পড়িতেছে। ভাবিলেন, সে শোচনীয় অতীত কথার পুনরান্দোলন অনাবশ্যক। কহিলেন,—"বিমলা! কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আর মনোরমার ঋণ ইহজন্মে শোধিতে পারিব না।"

বিমলা বলিলেন,—"দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে আমি দেখি নাই, তোমাদের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি, তিনি দেবতা; কিন্তু নরেন্দ্র-মনোরমার মত সুন্দর লোক আর দেখি নাই। মনোরমা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কি আশ্চর্য্য স্বভাব, তাহাদের কি পবিত্র প্রেম। আমার ইচ্ছা করে, নরেন্দ্র-মনোরমাকে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করি। যোগেশ! তোমরা তাঁহাদের সুখের পথ যাহাতে মুক্ত হয়, তাহার উপায় করিয়া দেও। তাঁহাদের তো কোনই দোষ নাই।"

যোগেশ বলিলেন,—"কেশব বলিয়াছেন, তিনি চেষ্টা করিয়া নরেন্দ্রকে রামনগরে কোন কাজে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। আমরা সকলেই তাঁহাদের লইয়া আনন্দ করিব ও অভিন্নভাবে থাকিব, ইহা আমাদের স্থির পরামর্শ হইয়াছে।"

"মনোরমা যে কত সরল ও শান্তস্বভাব, তা তোমাকে কি বলিব?"

"তিনি এখন কোথায়?"

"সরমার কাছে বসিয়া হাসিতেছেন, আর তাস খেলিতেছেন।"

"ইতর মনুষ্যেরা তাঁহাদের উপর যে নির্য্যাতন করিয়াছে, তাহাতে এ জীবনে যে তাঁহারা আনন্দের মুখ দেখিতে পাইবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বিমলা কহিলেন,—"দুষ্ট রুদ্রকান্ত কত লোকেরই অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার সীমা নাই।"

"পাপের জয় কত দিন থাকে? রুদ্রাকান্তের যাবতীয় দুষ্কর্ম্মের শাস্তি এখন আরম্ভ হইয়াছে। হতভাগ্য অচিরে বুঝিবে যে, এ সংসারে পাপ-পুণ্যের বিচার আছে। ধনসম্পত্তির গর্ব্বে গর্ব্বিত পাপিষ্ঠ এখন বুঝিবে যে, সংসারে সকলেই সমান।"

বিমলা কাতরভাবে বলিলেন,—"যোগেশ, তাহার কি হইবে?"

"তাহার যেরূপ অপরাধ, তাহাতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত সুদীর্ঘ মেয়াদ হওয়া সম্ভব।"

"মেয়াদে কি হয়?"

"অনবরত পরিশ্রম করিতে হয়, আত্মীয়জনের সহিত সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, অতি কদন্ন সেবন করিতে হয়, জঘন্য বস্ত্র পরিতে হয়, কম্বল গায়ে দিয়া শীত কাটাইতে হয়, পরিশ্রমে বিরত হইলে বা অনিয়ম কার্য্য করিলে মার খাইতে হয়, ইতরের সহিত বাস করিতে হয়—সে ক্লেশের কথা তোমায় কি বলিব?"

"ধনবানের সন্তান পরমসুখে বাস করা অভ্যাস। যোগেশ! রুদ্রকান্ত কেমন করিয়া এই সকল ঘোর ক্লেশ সহ্য করিবে?"

যোগেশ কহিলেন,—"যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল।"

বিমলা বিষণ্ণভাবে কহিলেন,—"যোগেশ, আমরা যদি তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করি, তাহা হইলে কি হয়?"

"তাহা হ'লেও তাহার মন্দ হয়।"

বিমলা দুঃখিত হইয়া নীরবে মস্তক বিনত করিয়া রহিলেন। এই সময়ে কেশবের একটি পশমওয়ালা সাদা কুকুর সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে, দুলিতে দুলিতে তাঁহাদের পদনিম্নে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বিমলা সভয়ে পদদ্বয় সরাইয়া লইলেন। কুকুর তাঁহার সেই রাঙ্গা ছোট পা দুখানির লোভ ছাড়িতে পারিল না, সে আবার তাঁহার পদ-সমীপে গেল।

বিমলা বলিলেন,"আঃ! আমার বড় ভয় করে।" পদদ্বয় উঠাইয়া বসিলেন। কুকুর কোচের উপর উঠিল।' বিমলা সে স্থান ত্যাগ করিয়া যোগেশের অপর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। যোগেশ কুকুরটি ধরিয়া বিমলার গাত্রে ফেলিয়া দিলেন।

বিমলা কহিলেন,—"অঁ্যা—অঁ্যা—আচ্ছা, তুমি থাক।"

যোগেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বিমলা স্বয়ং কুকুরটি ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুকুর যখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, তখন তিনি তাহার লেজ ধরিলেন, কুকুর অমনি তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সভয়ে তাহা ত্যাগ করিলেন। বিমলার বিশেষ চেষ্টা, যে কোনরূপে হউক, কুকুরটি ধরিয়া একবার যোগেশের গায়ে দিতে হইবে; তজ্জন্য তিনি নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিমলার এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া যোগেশ হাসিতে লাগিলেন। সুন্দরী বিমলা তাহাতে আরও কুপিত হইতে থাকিলেন বিমলা অনেকক্ষণ চেষ্টা করিলেন—কুকুর ধরিতে পারিলেন না।

তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া যোগেশ মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিমলা কহিলেন,—"যাও—আমি তো আর কারও গায়ে কুকুর দিব না।"

যোগেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ছিঃ বিমলা! কুকুর ধর্ত্তে পার্‌লে না।"

বিমলা কহিলেন,—"তুমি ধর দেখি।"

যোগেশ সীস দিয়া "জেনী" "জেনী" বলিয়া ডাকিলেন। "জেনী" নিকটস্থ হইলে তাহাকে ধরিয়া পুনরায় বিমলার গায়ে দিলেন। বিমলা এবার কুকুর ধরিয়া যোগেশের গায়ে দিব বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন। একবার ধরিলেন, কিন্তু ভয়ে ছাড়িয়া দিলেন। কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া, অবনত-মস্তকে যোগেশের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—"আমাকে কুকুর ধরিয়া দেও।"

যোগেশ হাসিয়া বলিলেন,—"কেন?"

বিমলা বলিলেন,—"আমার দায় পড়েছে, আমি কারও গায়ে দিব না।"

যোগেশ হাসিয়া উঠিলেন। কুকুর ধরিয়া বিমলাকে দিতে গেলেন। বিমলা কুকুর লইতে পারিলেন না। যোগেশ কুকুর ছাড়িয়া দিয়া বিমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"বিমলা, তুমি সেই পাগলিনী।"

এই সময় সরমা হাসিতে হাসিতে, করতালি দিতে দিতে প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যোগেশ অপর দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিমলা কহিলেন,—"কি হয়েছে?"

সরমা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"মনোরমা তিন বার হেরেছেন।"

"এই কথা, আমি জানি কি হয়েছে!"

"ইস! আমার সঙ্গে খেল্‌তে পারিস্?"

"আমি মন ক'রে খেলে কারও পাত্তে হয় না।"

"আচ্ছা, কাল দেখা যাবে।"

"মনোরমা কোথায় ?"

"পার্শ্বের ঘরে নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কচ্চেন।"

"এখানে আসবেন না ?"

"তা কি জানি। বিমলা! আমাদের সন্দেশ খাওয়া।"

"কেন—অপরাধ ?"

"বটে! ডাকি মনোরমাকে ? সন্দেশ নিয়ে আয়, বল্‌ছি ভাল।"

"কি দরুণ বল।"

"তোর যে বিয়ে—"

"এই কথা—তবু ভাল।"

"কথাটা বুঝি মনে ধল্লো না ?"

"আমি বিয়ে কর্‌বো না।"

"তবে রামকৃষ্ণের গতি কি হবে ?"

বিমলা সাদরে সরমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"সরমা, ও পাপ কথা আর তুলো না।"

"তা যাক্—তোর যে সম্প্রতি বিয়ে, তা শুনেছিস্ ?"

বিমলা অবনত-মস্তকে কহিলেন, —"আমার বিশ্বাস হয় না।"

"সত্তি, বাবা বল্লেন।"

"কি বল্লেন ?"

সরমা সহাস্যে কহিলেন,—"বল্‌বো কেন ?"

বিমলা কপট ক্রোধে বলিলেন,—"না বল্লে।"

সরমা বিমলার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—"বাবা সকলের সঙ্গে বিবাহের পরামর্শ ক'রে দিন স্থির কল্লেন।"

"মিথ্যা কথা।"

"না ভাই, সত্য। আধ ঘণ্টা আগে সব কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়েছে; সবাই যে তার উদ্যোগ কত্তে গেলেন।"

"সবাই কে কে ?"

"এই সবাই গেল, আর কি!"

"এক তো তোমার তিনি আর কে ?"

"হাঁ রে হাঁ, তাই সবাই।"

"তার পর ?"

"বিয়ে হবে অবন্তীপুরে গিয়ে, পরশু আমরা সবাই যাব।"

আনন্দে বিমলার চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল।

সরমা আবার কহিলেন,—"নরেন্দ্র-মনোরমা যাবেন, তার পর বিয়ে হয়ে গেলে সকলকে এখানে আস্‌তে হবে। বাজারের ধারে যে জমী পড়ে আছে, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ী হবে। নরেন্দ্রের কর্ম্ম ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

বিমলা সাদরে কহিলেন,—"সরমা! এত সুসংবাদ তোমার পেটে ছিল! বৎসরের মধ্যে যেন তোমার কোলে খোকা দেখি।"

সরমা বিমলার বদনচুম্বন করিয়া কহিলেন,—"ভগ্নি! আমিও যেন তোমার কোলে আমার পিতৃবংশের রতন দেখি। তোমার ক্রোড়ে যেন আমার সোহাগের ভাইপো খেলা করে।"

"মনোরমা এত কথা সব শুনেছেন কি ?"

"বোধ করি না।"

"তবে চল ভাই! তাঁকে সব বলি গে।"

উভয়ে হাসিতে হাসিতে বাহিরে গমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পশু।

সায়ংকালে মালতী নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া অকূল চিন্তায় ভাসিতেছেন। হৃদয় যখন দারুণ চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহাতে আর কিছু স্থান পায় না। সংসারের আনন্দ, উৎসাহ, কোলাহল; প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন; দুরাকাঙ্ক্ষার বিবাক্ত প্ররোচনা; ক্ষুৎপিপাসাদি স্বাভাবিক অপরিবর্ত্তনীয় দৈহিক ধর্ম্ম; ভোগ-সুখাদি অদম্য স্পৃহা কিছুই তৎকালে মনোরাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হয় না। মন অবিশ্রান্তভাবে চিন্তা-তরঙ্গে ভাসিতে থাকে। মালতীর মনের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। স্বামীর চিন্তায় তাঁহার মন ডুবিয়া আছে, নিরন্তর চিন্তায় তাঁহার চিত্ত অবসন্ন; তজ্জন্য অধুনা সাংসারিক অন্য কোন ব্যাপারেই তাঁহার মন নাই। মালতীর দেহ এই কয়দিনে নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সে শোভা, সে সৌকুমার্য্য চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে। মালতী একাকিনী।

এ সংসারে রমণীই সার রত্ন। রমণী এ সংসারের

বিপদ্‌-বাত্যা-বিঘূর্ণিত তরণীর কর্ণধার। রমণীর হৃদয় অতি উদার; তাহা প্রীতি, স্নেহ, মমতা ও প্রণয়ের নিকেতন। মালতীর প্রকৃতি কি মনোহর! কি অমানুষী! যে রুদ্রকান্ত স্ত্রীর সহিত এক দণ্ডও আলাপ করিতে হইলে সময় অপব্যয়িত মনে করে; যে হতভাগ্য পত্নীর সুখ-দুঃখের কোনই সংবাদ রাখে নাই; যে কুলাঙ্গার নিয়ত যাতনানলে পবিত্র-হৃদয়া সাধ্বীর হৃদয় দগ্ধ করে; যে মূর্খ এ সংসারে আত্ম-সুখ, আত্ম-সন্তোষ ও আত্ম-আমোদ ভিন্ন আর কিছুতেই লক্ষ্য করে না; যে নরাধম স্বতঃপরতঃ সতত স্ত্রীর মর্ম্ম মথিত, বিদলিত ও ব্যথিত করিতে বিন্দুমাত্র কাতর হয় না; সেই পামর স্বামীর কল্যাণ-কামনায় যে স্ত্রী এতাদৃশ চিন্তাকুল, নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় পার্থিব উপাদানে গঠিত নহে। বঙ্গীয় কুল-কামিনী জগতের ভূষণ। এবংবিধ প্রশস্তচিত্ততা বঙ্গীয় পৌরনারী ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে?

মালতী একাকিনী বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু মালতীর হৃদয়স্থিত অন্ধকারের নিকটে সে অন্ধকার স্থান পাইল না। দাসী গৃহমধ্যে প্রদীপ দিয়া গেল। মালতী তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

দাসী বলিল,—"বউ ঠাকরুণ! সমস্ত দিন বসিয়া থাকিবে? সন্ধ্যা হয়ে গেল, উঠ।"

মালতীর সংজ্ঞা হইল; তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দাসী চলিয়া গেল। মালতী উঠিলেন; পরে গললগ্নী-কৃত-বাসা হইয়া সরোদনে কহিলেন, "মা জগদম্বে! আমার স্বামীকে এ ঘোর বিপদ্‌ হইতে নিস্তার কর মা। তিনি যদি বুদ্ধির দোষে একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকেন, দয়াময়ি! তুমি তাঁহাকে মুক্তি দাও। আমি আর তোমায় কি বলিব? তুমি সকলই বুঝিতেছ। তাঁর কষ্ট সহে না যে মা! তাঁর পরিবর্ত্তে যদি আমাকে শাস্তি দিলে হয়, মা, আমি তা অনায়াসে সহিতে স্বীকৃত আছি। তাঁকে আর যাতনা দিও না।"

মালতীর কথা শেষ হইতে না হইতে, তিনি বাহিরে উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে ধ্বনি রুদ্রকান্তের কণ্ঠ-নিঃসৃত। মালতী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহাকে প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে হইল না। ঘোর চীৎকার করিতে করিতে রুদ্রকান্ত সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মালতীর কমনীয় ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া পবিত্র হৃদয় হইতে সমুত্থিত অতি মধুর হাস্যের ছটা বাহিরিল।

রুদ্রকান্ত অতি ব্যস্ত ও নিরতিশয় নৃশংস স্বরে কহিলেন,—"যোগেশকে এ সংবাদ কে জানাইয়াছিল?"

"কেন?"

রুদ্রকান্ত সজোরে মালতীর কেশাকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"কেন—এই দেখ কেন?"

এই বলিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা মালতীর নবনীত-নিভ দেহে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন।

মালতী বলিতে লাগিলেন,—"আমার দোষ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি আগে বিশ্রাম কর, পরে আমার যা হয় দণ্ড করো।"

ক্রোধে তখন রুদ্রকান্তের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছে। তিনি কহিলেন,—"হতভাগী, ক্ষমা! তোমায় ক্ষমা একেবারেই করিতেছি, দাঁড়াও।"

তিন চারি বার আঘাতের পর মালতী বলিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি, আমায় আর মারিও না।"

নির্দ্দয় রুদ্রকান্ত দ্বিগুণ বলে সুকুমার দেহে আঘাত করিতে লাগিল। কহিল,—"জানিস্‌ না, আমি কে?"

ক্ষীণ ও কাতর স্বরে মালতী বলিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ক্ষমা কর।"

বলিতে বলিতে মালতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পাপিষ্ঠ, পশুস্বভাব, নরকুল-কলঙ্ক রুদ্রকান্ত সেই ভূপতিত প্রসূনবৎ ভুবন-মোহিনী কান্তিকে পদাঘাত করিতে লাগিল। তখন মালতীর নেত্রদ্বয় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে ও তাহা স্থির হইয়াছে। দেহ অবসন্ন ও কঠিন হইয়াছে। সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়াছে। দন্তে দন্তে সংলগ্ন হইয়াছে। বাক্য-কথনের শক্তি-হীনা মালতীর মুখ হইতে কেবল একটি অপরিস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে।

এবংবিধ গোলমাল শুনিয়া, পৌরজনেরা ব্যস্ত হইয়া সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। রুদ্রকান্তকে ধরিয়া রাখে, কাহার সাধ্য? তাঁহার শরীরে তখন বন্য জীবের ন্যায় শক্তি। নরপ্রেত রুদ্রকান্ত তখন

বন্যজীবাপেক্ষাও ঘৃণিত ও বিচারবিগর্হিত কার্য্যে রত। কোনরূপে তাহারা পাষণ্ডকে ধরিয়া অতি ক্লেশে স্থানান্তরে রাখিয়া, পরে সকলে সমবেত হইয়া মালতীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। দেখিল,—মালতীর জীবনাশা নাই।

বরদাকান্ত অন্য পুত্রকে জামীনে খালাস করিয়া বাটী লইয়া আসিয়াছেন। তিনি আনন্দিত মনে বাহিরে বসিয়া লোকজনের সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহার নিকটে এই ভয়ানক সংবাদ পৌঁছিল। তিনি দৌড়িয়া অন্তঃপুরে আসিলেন। দেখিলেন, বিপদের উপর বিপদ্। উপস্থিত বিপদ্ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। মালতী বাঁচিবে না।

হায়! ইহারই নাম দাম্পত্যপ্রণয়। এ দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে যাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিবে, মুখ ভার দেখিলে যাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, শয়নে, স্বপনে, সর্ব্বকার্য্যে যে মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিবে, যাহার সুখ ও সম্ভোগসংসাধন প্রধান চেষ্টাস্বরূপ হইবে, যে হৃদয়ের দিকে হৃদয় দিগ্‌দর্শনের ন্যায় নিরন্তর স্থির থাকিবে, তাহাদের এই ঘোর নৃশংস, অবক্তব্য অবিবেচ্য অত্যাচার ও হৃদয়হীন ব্যবহারের কথা নয়ন মুদিয়া নিদ্রার আবেশে ভাবিতেও শরীর শিহরে ও কণ্টকিত হয়। কে জানে, বিধাতা এ পাপময় সংসারে কত আশ্চর্য্য জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন? কে জানে, এ সংসারে আরও কত অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিবে? ধিক্ পামর রুদ্রকান্তকে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মিলন।

সন্ধ্যার পর সরমা ও মনোরমা বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময় সেই স্থানে কেশব আগমন করিলেন। মনোরমা স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

কেশব কহিলেন,—"সরমা! অবন্তীপুর যাওয়ার তো বড় বিলম্ব পড়িল।"

সরমা ব্যস্ততা-সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন?"

"সেখানকার বাটী এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই আরও দশ পনের দিন না যাইলে শেষ হইবে না।"

"বিবাহ কি তত দিন পরে হইবে?"

"কাজেই!"

"না, তা হবে না।"

"তুমি কি বল?"

"আমোদে বিলম্ব ভাল লাগে না।"

"আমোদ তো কর্‌লেই হয়।"

বিবাহ না হ'লে আমোদ হয় কিসে?"

কেশব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমোদ ক'রে এক দিন এর মধ্যে আমোদের বিবাহ দাও না কেন?"

"সে কি রকম?"

"কেন সকলে মিলে আমোদ ক'রে যোগেশ-বিমলার বিবাহ দেওয়া হউক, পরে যথারীতি বিবাহ হবে। লাভের মধ্যে এককার্য্যে দুই দিন আমোদ হবে।"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বেশ বলেছ, তোমার এতও যোগায়। তবে তার যোগাড় কর।"

"এর আর যোগাড় কি? এ ত হ'লেই হ'ল।"

"তবে তুমি দাদাকে ডাক। আমি বিমলা, মনোরমা সবাইকে ডাকিতেছি।"

"তা আজ কেন, আর এক দিন হলেই হবে।"

সরমা বলিলেন,—"না, আজই হউক। তুমি দাদাকে আর নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আন, আমি বিমলাকে আনিতেছি।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন। অনতিবিলম্বে যোগেশ ও কেশব সেই স্থানে আসিলেন। যোগেশ কহিলেন,—"ব্যাপারটা কি?"

"ব্যাপার দেখিতেই পাবে।"

"আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন চক্রান্ত আছে না কি?"

রুদ্রকান্ত জামীনে খালাস হয়েছে—তারই চক্রান্ত।"

"তার আবার চক্রান্ত কি?"

"রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিমলার বিবাহ।"

যোগেশ হাসিয়া উঠিলেন। কেশব কহিলেন,—"হাসি নয়! সত্যই আজ বিমলার বিবাহ, তোমাকে দেখাব এখন।"

বলিতে বলিতে বাহিরে অলঙ্কারধ্বনি হইতে

লাগিল। বিমলার দেহের সর্ব্বত্র আজ মূল্যবান্ অলঙ্কারে পরিশোভিত! তাঁহার এক হস্ত সরমা, অপর হস্ত মনোরমা ধরিয়া সেই প্রকোষ্ঠে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে কতকগুলি পৌরকামিনী আসিল।

বিমলা ব্রীড়া সহকারে একদিকে অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"সরমা, ছি ভাই, আমি যাই।"

যোগেশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"কেশব! এ সকল কি ছেলেমো হচ্ছে?"

এমন সময়ে সেই স্থানে নরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কেশব বাবু বেশ লোক তো! আমাকে ফাঁকি দিয়ে কাজটা ভাল হচ্ছিল কি?"

"বিলক্ষণ, আপনাকে ফাঁকি দিলে চলিবে কেন? আপনাকে ডাকিবার জন্য রামা চাকরকে পাঠিয়ে এসেছি। আপনি এ সব মন্ত্রণা শুন্‌লেন কোথায়?"

"আমি এসেই দেখলেম, বৈঠকখানা ফাঁক। সেখোকে জিজ্ঞাসিলাম, সে বল্লে বিবাহ হচ্চে। কথাটা ভাল বুঝতে না পেরে এ দিকে ছুটে আস্‌ছি?"

কেশব অস্ফুটস্বরে মনোরমাকে কহিলেন, "ভগ্নি! সরমাকে জিজ্ঞাসা কর, দান কর্‌বে কে?"

মনোরমা জিজ্ঞাসিয়া বলিলেন,—"আপনি।"

যোগেশ কোচের উপর বসিয়া ছিলেন। বিমলার হস্ত ধরিয়া কেশব কহিলেন, "ভগ্নি! এ দিকে এস।"

বিমলা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইলেন। সরমার বদন-কমল অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধাবৃত। তিনি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যা না।"

বিমলা কলের পুত্তলীর ন্যায় কেশবের পশ্চাতে চলিলেন। বিমলার দেহ এই কয়দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। অনুরাগ, আনন্দ ও চিন্তাহীনতায় তাঁহার লাবণ্য শতগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। ভূষণে ভূষিতা হওয়ায় সেই স্বভাবসুন্দরীর শ্রী অদ্য বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। কেশব বিমলাকে যোগেশের হস্তসমীপে আনিলেন এবং তাঁহার হস্ত ও যোগেশের হস্ত একত্র করিয়া কহিলেন,—"ভাই যোগেশ! বিমলাকে বিধাতা যে নিরুপম গুণ ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় তুমি আমার অপেক্ষা সমধিক অবগত আছ। তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে প্রণয় আছে, তাহা অবিনশ্বর ও স্বর্গীয় সম্পত্তি। বিপদে বা সম্পদে, দর্শনে বা অদর্শনে কিছুতেই সে পবিত্র প্রণয়ের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। দৈব-বিড়ম্বনায় এমন সুকুমার প্রসূনদ্বয় এত দিন একত্র শোভা বিকাশ করিতে পায় নাই। অদ্য পরমানন্দে আমরা সকলে এই অমূল্য কুসুম-দ্বয়কে একত্র করিয়া দিলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন অনন্তকাল ইহারা সমভাবে জগতের শোভা সম্পাদন করিতে করিতে কালপাত করে।"

কেশব যোগেশের করে বিমলাকে সমর্পণ করিয়া উভয়কে এক কৌচে বসাইলেন। সকলে মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি করিল। পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে শঙ্খধ্বনি হইল।

বাহিরে বৈঠকখানা হইতে গঙ্গাগোবিন্দ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাড়ীর মধ্যে গোল কিসের হে?"

কেশব হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"আজ যোগেশ-বিমলার বিবাহ হইল।"

কেশব পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলে যোগেশ বলিলেন,—"তুমি এতও জান।"

বিমলা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন; সময়ে সময়ে উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না।

তখন যোগেশ বলিলেন,—"এখন ছুটী দাও।"

কেশব হাসিয়া কহিলেন,—"দাঁড়াও, উপদেশ দিই। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বিবাহের পর উপদেশ দেয় জান? এ হলো ব্রহ্মজ্ঞানীর মত বিবাহ; এতে একটা লেক্‌চার চাহি। যখন আসল বিবাহ হবে, তখন মন্ত্র বল্‌বে, পুরোহিত আস্‌বেন, শালগ্রাম দেখা দিবেন, এখন একটা ব্রাহ্মী-লেক্‌চার না হ'লে মানায় না।"

যোগেশ বলিলেন, "ঢের হয়েছে।"

কেশব কহিলেন,—"বিমলা, স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহা আমি আর তোমায় কি শিখাইব? তবে কর্ত্তব্য-বোধে দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। স্বামী পরম দেবতা, অর্থাৎ স্বামীর চরণ দর্শন করিলে ভব-সিন্ধু পার হইয়া দিব্যলোকে যাওয়া যায়; স্বামীর পাদোদক পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না; স্বামীকে প্রভুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া দাসীর ন্যায় থাকিতে হয়; স্বামী কুপিত বা অসন্তুষ্ট হইলে নরকাগ্নিতে পুড়িতে হয় প্রভৃতি যে সকল কথা সতত শুনিয়া থাক, যদি তোমার স্বামীর সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার প্রণয়ের পবিত্রতা থাকিবে না,

তোমার হৃদয়ে সুখ জন্মিবে না, আনন্দ ও শান্তি তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে। ভগ্নি! স্ত্রী স্বামীর হিতৈষিণী সখী, স্বামী স্ত্রীর হিতৈষী সখা। একের সুখ-দুঃখ অপরের সহিত দৃঢ়-সংবদ্ধ। পরম পবিত্র, অবিচ্ছেদ্য, স্বর্গীয় আত্মীয়তা স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ। স্ত্রী দাসী বা স্বামী প্রভু এ পাপ কথা ভ্রমেও মুখে বা মনে আনিতে নাই। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ, কেহ বা ইতর হইতে পারে না। সে তো দূরের কথা—স্বামি-স্ত্রী সর্ব্বাংশে অবিকল-তুল্য। ভগ্নি! তুমি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী, তোমাকে আমি অধিক আর কি বলিব? স্বামীকে নিয়তকাল সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহার বিষয়-কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে, বিপদে সহায়-স্বরূপ হইবে, সম্পদে আনন্দময়ী সঙ্গিনী থাকিবে এবং তাঁহার আত্মায় নিজ আত্মা ঢালিয়া দিয়া সুখ-সাগরে ভাসিবে। বিধাতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তোমাদের হৃদয়ে কদাচ কোন অসুখ না জন্মে। আর যোগেশ! পত্নীর সুখ-সন্তোষ-সংবিধানার্থ সতত চেষ্টিত থাকিবে।"

যোগেশ বাধা দিয়া কহিলেন,—"আবার আমায় কেন লেক্‌চার? এক দিক্‌ দিয়েই চলুক।"

কেশব আবার বলিতে লাগিলেন, "পত্নীর সহিত—"

যোগেশ উঠিয়া বলিলেন, "আজ কেশব জ্বালালে।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—"কেশব বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহা অতি আদরণীয় কথা; যোগেশ, তাহাতে বাধা দেও কেন ভাই?"

যোগেশ ইত্যবসরে মনোরমার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "ভগ্নি! তোমাদের বিবাহ নাকি সকলে জানে না? আমরাও সে দূরদেশের বিবাহ জানিতে চাহি না। আর কেহ কোন কথা না কহিতে পারে, এ জন্য আমরা আমাদের সম্মুখে তোমাদের আবার বিবাহ দিব।"

এই বলিয়া মনোরমাকে নরেন্দ্রের সমীপস্থ করিলেন এবং উভয়ের হস্ত একত্র করিয়া কহিলেন, —"ভ্রাতঃ নরেন! আজ আমি সর্ব্বসমক্ষে উচ্চ-শব্দে জগৎকে জানাইয়া, তোমাদের সেই অতীত, অজ্ঞাত ও দূরদেশে সঙ্ঘটিত বিবাহ আজি নূতন করিয়া পাকাইয়া দিতেছি। প্রার্থনা করি, তোমরা চিরসুখী হও। তোমাদের নিকট আমি যে ঋণে বদ্ধ, তাহ. উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ জীবন তোমাদের জন্য ব্যয় করিলেও তাহার পরিশোধ হয় না। তোমাদের যদি পর বলিয়া মনে হইত, তাহা হইলে সে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমি তোমাদের সুখী দেখিলেই পরমানন্দিত হইব। জগদীশ্বর করুন, যেন সে আনন্দ আমি চিরদিন অব্যাঘাতে সম্ভোগ করিতে পারি।"

নরেন্দ্র-মনোরমা অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুনরায় হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি ঘোষিত হইল।

যোগেশ কহিলেন,—"নরেন! কেশব বাবুর লেকচার শুনিতে বড় ব্যাকুল হইয়াছিলে না? এখন যে যত পার শুন। কেশব, লেক্‌চার দেও।"

কেশব হাসিয়া কহিলেন,—"এবারকার সব ভার তোমার উপর।"

যোগেশ বলিলেন,—"আমার এত আসে না।"

কেশব বলিলেন,—"এক বাড়ীতে ছটো দুটো বিবাহ হলো, তা লুচি কই? চল, আহারের যোগাড় করা যাউক।"

সকলে হাসিতে লাগিলেন। রমণীগণ ব্যতীত অপর সকলে বাহিরে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অন্তিমে।

বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। মালতী সমভাবে শয্যায় শয়ানা রহিয়াছেন। দুই জন সুচিকিৎসক তাঁহার উভয় পার্শ্বে বসিয়া যথামত ঔষধাদি সেবন করাইতেছেন। কিঞ্চিৎ অন্তরে বরদাকান্ত বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছেন। শয্যার পার্শ্বে রুদ্রকান্তের জননী বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। ঘরের বাতায়ন-সমীপে প্রতিবেশিনী কামিনীগণ দাঁড়াইয়া এই শোচনীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছে। সকলেই ম্রিয়মাণ, ঘোর চিন্তায় চিন্তিত।

বহুক্ষণ পরে বরদাকান্ত কহিলেন,—"ভগবান্‌, এ কি বিপদ্‌ ঘটাইলে?"

চিকিৎসক পীড়িতার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; যন্ত্র দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থলের গতি পরীক্ষা করিলেন। পরে হতাশ স্বরে কহিলেন,—"মহাশয়, যত্নের কোনই ত্রুটি হইল না; বড় দুঃখের বিষয়, পীড়িতার জীবনের আর কোনই আশা নাই। আর অর্দ্ধ-ঘণ্টাকালমধ্যে তাঁহার জীবলীলার শেষ হইবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র রুদ্রকান্তের জননী আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পৌরবর্গেরা কাঁদিয়া উঠিল! চিকিৎসকদ্বয় গাত্রোত্থান করিলেন।

বরদাকান্ত সরোদনে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়, আমার কি হইবে? আপনারা যাইবেন না, আমাকে বিপন্মুক্ত করিয়া দেন।"

এই সময় মালতী প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন; পার্শ্বপরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসকেরা পুনরায় তাঁহার নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কহিলেন, "আর অধিক বিলম্ব নাই। যদি ইচ্ছা করেন, তবে এই সময় যথাকর্ত্তব্য করুন।"

সকলে অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চিকিৎসকদ্বয় এই অবকাশে প্রস্থান করিলেন। বরদাকান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে গিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন কর্ম্মচারী ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা আসিয়া মালতীর শয্যা ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

এক জন বরদাকান্তকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—"মহাশয়! শোক করিতেছেন কেন? কাঁচা ছেলে। কাল পরী ধ'রে নিয়ে এসে বিবাহ দেওয়া যাবে। ইহার জন্য চিন্তা কি? ভাল বই মন্দ হবে না।"

বরদাকান্ত কহিলেন,—"আ—আমার কপাল! আমি কি সে জন্য ভাবিতেছি? আজ যদি আমি মনে করি, কাল আমার দুশো পুত্রবধূ হয়, সে জন্য কিসের ভাবনা! ভাবনা এই যে, রুদ্রকান্ত আমার দুধের গোপাল। সে কিছু জানে না। ছেলেমানুষ বুঝ্‌তে না পেরে একটা কাজ করেছে, তার যে কি হবে, তাই ভেবে আমি আকুল হচ্চি।"

এ পাপ পৃথিবীতে বরদাকান্তের সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল।

বরদাকান্ত হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। পৌরকামিনীরা ক্রন্দন করিতে লাগিল।

মালতী নয়ন উন্মীলন করিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কহিলেন—"স্বামী—"

এক জন স্ত্রীলোক কহিল,—"একবার রুদ্রকান্তকে ডাকিয়া পাঠাও।"

এক জন ডাকিতে গেল। পাপিষ্ঠ রুদ্রকান্ত এ সময়েও পত্নীর সহিত চিরকালের মত একবার শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিল না।

এক জন স্ত্রীলোক বলিল,—"কি চমৎকার স্বামিভক্তি, স্বর্গের দ্বার মালতীর জন্য খোলা রহিয়াছে।"

মালতী আবার একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; যাহাকে দেখিতে চাহিতেছেন, সে সেখানে নাই। মালতীর চক্ষু দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। সন্নিহিত কুমুদিনী বস্ত্র দ্বারা মালতীর চক্ষু পরিষ্কার করিয়া দিয়া কহিল, "বউ, কি বল্‌ছ?"

মালতী আবার চারিদিকে চাহিলেন। আবার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। অতি অস্ফুটস্বরে কষ্টসহকারে কহিলেন,—"ঠাকুর—"

সকলে বরদাকান্তকে বলিল, "আপনি এ দিকে আসুন।"

তিনি নিকটস্থ হইলে মালতী তাঁহার চরণ লক্ষ্য করিয়া মস্তকে হস্ত দিলেন। এক জন কামিনী বরদাকান্তের পদধূলি লইয়া মালতীর মস্তকে দিল।

মালতী পূর্ব্ববৎ কহিলেন,—"ঠাকুরাণী—"

কুমুদিনী তাঁহারও পদধূলি লইয়া পূর্ব্ববৎ মালতীর মস্তকে দিল। মালতী তখন স্বীয় ক্লেশনিপীড়িত দৃষ্টি একে একে সকলের প্রতি অর্পণ করিলেন। সকলেই কাঁদিতে লাগিল ও কহিতে লাগিল,—"এমন সোনার প্রতিমা আর হবে না।"

মালতীর চক্ষু দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। তিনি কুমুদিনীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"কুমুদ—" কুমুদ কাঁদিতে লাগিল। মালতী আবার কহিলেন,—"শেষকালে একবার দেখিতে পাইলাম না।"

মালতীর কণ্ঠস্বর নিতান্ত অস্ফুট, নিতান্ত ক্ষীণ। তিনি পুনরপি কহিলেন,"তাঁহার কোন দোষ নাই—"

ঊর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া পুনরায় কহিলেন,—"ভগবান্ তাঁহাকে ক্ষমা করুন।"

মালতী আবার নীরব। ক্ষণপরে আবার কহিলেন,—"আমি তো—মরি, তাঁর যেন কিছু না—হয়—স্বামী আঃ স্বামী,—আঃ—স্বামী—"

কুমুদিনী ঘোর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মালতী আবার কহিলেন,—

"কুমুদ! কেঁদো—না ভাই, আমার জন্য আঃ—"

কাঁদিতে কাঁদিতে কুমুদ কহিল,—"বউ! আমাদের ছেড়ে কোথা চল্লি।"

অতি ক্লেশে মালতী কহিলেন,—"কুমুদ—ভয় কি ভাই—আঃ—স্বামী-"

কুমুদ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তুমিই ধন্য! যাহার অন্তিম সময়ে সেই স্বামীর নাম মুখে লেগে আছে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে! বউ! তোমার সার্থক জন্ম।"

মালতী আবার কহিলেন, "তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।—না হউক—তিনি মনেই আছেন। তাঁকে বলো—আমি তাঁরই দাসী—যেখানে যে অবস্থায়—থাকি—তাঁর—কুমুদ—আঃ—হিত আমার—"

মালতী নীরব। তাহার নেত্রদ্বয় স্থির হইল। বাক্যকথনের ক্ষমতা প্রায় লোপ হইয়া আসিল। শরীর স্পন্দহীন হইল, দেহ স্থির হইল। কুমুদ কাঁদিয়া উঠিল। মালতী কহিলেন, "কুমুদ—স্বামী।"

আর কথা মালতীর মুখ দিয়া বাহির হইল না। ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। প্রাণ-বায়ু দেহাশ্রয় ত্যাগ করিল। প্রফুল্ল কুসুমরাশির ন্যায় মালতীর প্রাণহীন দেহ ধরণীপৃষ্ঠে পড়িয়া রহিল। প্রফুল্ল স্বর্ণলতিকা অকালে শুকাইয়া গেল। পাষাণ, হৃদয়হীন স্বামীর হস্তে পড়িয়া জীবনে তাঁহার আদর, আনন্দ বা সুখ হইল না। কষ্ট ভিন্ন সুখ মালতী কদাচ দেখিতে পান নাই। মৃত্যু আসিয়া সেই সমস্ত ক্লেশরাশি বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, তাঁহার জীবনকে লোকান্তরে লইয়া চলিল। এরূপ অসামান্য সাধ্বীর নিমিত্ত স্বর্গের মণিময় সিংহাসন অবশ্যই প্রদত্ত হইবে। অবশ্যই তাঁহার পথে সুরভিসম্পন্ন কুসুমরাশি বিস্তৃত হইবে। অবশ্যই ধর্ম্ম স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইবেন। সংসারের ক্লেশ-যাতনা প্রভৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মালতীর আত্মা স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিল। তাঁহার তদবস্থা দর্শনে সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে সহসা উন্মত্তবৎ অধীরতাসহকারে লাফাইতে লাফাইতে দুরাচার রুদ্রকান্ত সেই স্থানে প্রবেশ করিল এবং মালতীর দেহের নিকটস্থ হইয়া ঘোর চীৎকার সহকারে কহিতে লাগিল, "আমি তার মাথা ভাঙ্গিব। কে আমার মালতীর এমন দশা করিল?"

এই বলিয়া হস্তস্থিত লাঠী সজোরে ঘুরাইতে লাগিল। সকলে তাহার এই ভাব দেখিয়া অবাক্ হইল।

বাহির হইতে ৪।৫ জন লোক আসিয়া কহিল,—"পালাও পালাও! দেখিতেছ কি, বাবু পাগল হইয়াছেন। শীঘ্র ধরিবার চেষ্টা কর।" বরদাকান্ত "এ আবার কি সর্ব্বনাশ! ভগবান্! তোমার মনে কি এতও ছিল।" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—"চোপ রাও। মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। মালতী, মালতী, আমার মালতী।"

এই বলিয়া সে বর্ব্বর মালতীর জীবনহীন দেহ উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

বরদাকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিলেন;—"তোমরা দেখ্‌ছ কি? শীঘ্র ধর ওকে।"

অনেক লোক আসিয়া রুদ্রকান্তের লাঠী কাড়িয়া লইল।

রুদ্রকান্ত কহিল, "ওঃ মালতীকে নেবে—ড্যাম—"

তাহারা সজোরে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। রুদ্রকান্ত কহিল,—"আমার মালতীকে আর মারিস্ না। খবরদার! আহা, সোনার অঙ্গে ধূলো লাগে না যেন—"

লোকেরা রুদ্রকান্তকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া চলিল। বরদাকান্ত প্রভৃতি অনেকে কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে চলিলেন। পৌরকামিনীরা মালতীর মৃতদেহ-পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উপসংহার।

সেশন আদালতে সপ্রমাণ হইল যে, রুদ্রকান্ত উন্মাদ; সে গারদে প্রেরিত হইল। রামকৃষ্ণের কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাতবৎসর কারাবাস-দণ্ড হইল। বরদাকান্ত বিষয়-ব্যাপারে উদাসীন হইয়া সস্ত্রীক কাশীবাস করিলেন. তাঁহার জমীদারী খাজনার অভাবে এবং দেনার দায়ে লাটে উঠিল। কেশবের সাহায্যে গঙ্গাগোবিন্দ তাহার অনেক অংশ ক্রয় করিলেন।

নরেন্দ্র রামনগর স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। নরেন্দ্র ও মনোরমা রামনগরে বাস করিতে লাগিলেন।

যোগেশ ও বিমলা সুখ-সলিলে নিমজ্জিত রহিলেন। তাঁহারা কখন বা রামনগরে কখন বা অবন্তীপুরে বাস করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত

নাট্যসাম্রাজ্য লুণ্ঠন !

নাট্য-সম্রাট—নাট্য-সাহিত্যের সেক্সপীয়র—বঙ্গের গ্যারিক—

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা—

অমর নাট্যমহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুনির্ব্বাচিত

কবিবরের গ্রন্থাবলী রত্নাকর বিশেষ—অফুরন্ত—অপরিসীম—সমগ্র গ্রন্থাবলী ক্রয় করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে—এজন্য নাট্যপ্রিয় নবীনসমাজ আমাদের বহুদিন হইতে একটি সুনির্ব্বাচিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিতেছেন—সাহিত্যোৎসাহিগণের সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য আমরা কবিবরের

সর্ব্বজনপ্রিয় বাছা বাছা—সুনামপ্রসিদ্ধ—সর্ব্বজনবাঞ্ছিত—নাট্য-জগতের শীর্ষস্থানীয়—নবরসের আধার—নাটক প্রহসন-পঞ্চরংরাজির সমাবেশে

সুনির্ব্বাচিত গিরিশ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া

নামমাত্র মূল্যে শেষ বিতরণ করিতেছি !

কোন্ কোন্ নাট্যরত্নের অভাবনীয় সমাবেশে এই নাট্যরত্নমুকুট সুগঠিত—

১।	শঙ্করাচার্য্য	১৲	১৩।	আবুহোসেন	৸৹
২।	তপোবল	১৲	১৪।	আলাদীন	৸৹
৩।	অশোক	১৲	১৫।	ভ্রান্তি	১৲
৪।	প্রফুল্ল	১৲	১৬।	বুদ্ধদেব	১৲
৫।	বিল্বমঙ্গল	১৲	১৭	বড়দিনের বকসিস	॥৹
৬।	পাণ্ডবগৌরব	১৲	১৮।	যায়সা কি ত্যায়সা	॥
৭।	চৈতন্যলীলা	১৲	১৯।	গৃহলক্ষ্মী	১৲
৮।	জনা	১৲	২০।	আগমনী	॥৹
৯।	হারানিধি	১৲	২১।	দোললীলা	॥৹
১০	পারস্য-প্রসূন (পারিসানা)	৸৹	২২।	হীরার ফুল	॥৹
১১।	সীতার বনবাস	১৲	২৩।	বলিদান	১৲
১২।	বেল্লিক বাজার	৸৹	২৪।	গৈরিক	২৲

এই ২২॥৹ সাড়ে বাইশ টাকা মূল্যের নাট্যরত্নমালা—বাঙ্গালার সেক্সপীয়র গিরিশচন্দ্রের আজীবন সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সর্ব্বগৃহে প্রতিষ্ঠার জন্য

কেবলমাত্র ৩৲ তিন টাকায় ও বাঁধাই ৩॥৹ সাড়ে তিন টাকায় দিব।

এত সস্তার কল্পনা কখনও করিয়াছেন কি ?

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।